কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক : ৭৭

ভক্তিরসের বিবর্তন

চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়
এম. এ.; পি. আর. এস.; ডি. ফিল. (কলিকাতা); ডি. লিট্. (লন্ডন);
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
১৯৭২

ভক্তিরসের বিবর্তন

ভক্তিরসের বিবর্তন

Calcutta Sanskrit College Research Series No. LXXVII

Published under the auspices of the
Government of West Bengal

STUDIES No. 52

BHAKTIRASER VIVARTAN

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1972

Calcutta Sanskrit College Research Series No.LXXVII

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক : ৭৭

ভক্তিরসের বিবর্তন

চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়

এম. এ ; পি. আর. এস ; ডি. ফিল. (কলিকাতা) ; বি. লিট্. (অক্সন)

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা

১৯৭২

BHAKTIRASER VIVARTAN

By

CHINMAYI CHATTERJEE M. A., P. R. S.,
D. PHIL., (Cal), B. LITT (Oxon).
Lecturer in Sanskrit,
Jadabpur University.

SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1972

Published by
The Principal, Sanskrit College,
1, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

Price : Rs. 20·00 Only

Printed by
Sri P. B. Hazra at the Gupta Press,
37/7, Beniatola Lane, Calcutta-9.

মুখবন্ধ

কবিচিত্ত হইতে পাঠকচিত্তে লোকোত্তর অভিজ্ঞতা সংক্রমণের কলাকৌশলটি যে দিন হইতে কাব্যকলা বলিয়া গৃহীত হইল, সেদিন হইতেই রস কাব্যের আত্মার মর্যাদায় অভিষিক্ত হইল। আনন্দবর্দ্ধনাচার্য বলিলেন,—পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত গুণ-অলঙ্কার-রীতি-বৃত্তি, ইহাদের কাব্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই: ইহারা সম্পূর্ণরূপে রসপরতন্ত্র। কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দর্শন হইতে সঞ্জাত লোকোত্তরাহ্লাদাত্মক মানসিক অবস্থারূপ রস এক হইলেও পরিবেশিত অনুভূতির পার্থক্য অনুসারে ইহারা বিভিন্ন প্রকার কল্পিত হইল। কেহ বলিলেন,—রসের সংখ্যা আট; কেহ বা বলিলেন নয়। কেহ কেহ আবার বলিলেন প্রসিদ্ধ নয়টি রস হইতে স্বতন্ত্র বৎসল এবং ভক্তিকেও রসের মর্যাদা দিতেই হয়। উত্তরধ্বনিপর্বের মম্মটাচার্য, বিশ্বনাথ প্রভৃতি সাহিত্যমীমাংসকেরা ভক্তিকে ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলেন: বলিলেন শৃঙ্গার-করুণ প্রভৃতি রস যে উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়া পাঠকের চিত্তে অলৌকিক আহ্লাদ সঞ্চারিত করে, ভক্তির পক্ষে সে স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই ভক্তি রসের মর্যাদায় অভিষিক্ত হইবার যোগ্য নয়। ইহাকে ভাব বলিয়াই স্বীকৃতি দিতে হয়।

যে ভক্তি উত্তরধ্বনিপর্বের আলংকারিকদের রচনায় ভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল, তাহাই পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের গ্রন্থে শুধু রস নয়,—শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া পরিগণিত হইল। মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরস বিরোধী আলঙ্কারিকদের মত খণ্ডন করিয়া ভক্তির রসত্বকে ও ইহার উৎকর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জীব গোস্বামী অন্য রস হইতে ভক্তিরসের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে উহাই একমাত্র রস। রূপগোস্বামী ভক্তিরসের মধ্যেই শান্ত, শৃঙ্গার প্রভৃতি যাবতীয় রসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার ব্যাপকত্বকে মানিয়া লইলেন। এইভাবে যে ভক্তিরস প্রতিষ্ঠা অর্জন করিল, তাহারই বহির্বিকাশরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি হইল। রামায়ণ যেমন করুণ রসের বহির্বিকাশ, শ্রীমদ্ভাগবতও তেমনই ভক্তিরসের বহির্বিকাশ। ভক্তিরসের বিবর্তনের ইতিহাসে এইখানেই কিন্তু ছেদ পড়িল না। পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে ভক্তি প্রসিদ্ধ লৌকিক অনুভূতিগুলির সহিত মিলিত হইয়া নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

ডঃ চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়ের 'ভক্তিরসের বিবর্তন' নিবন্ধে ভক্তিরসের বিবর্তনের এই ধারাটি নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ডঃ চট্টোপাধ্যায় অলঙ্কার ও দর্শন উভয় শাস্ত্রেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছেন। তাই বেদান্তদর্শনের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্তগুলির

পার্থক্য, ভক্তিবাদের অভ্যুদয় ও ক্রমবিবর্তন,—এই সমস্ত বিষয়গুলি যেমন তাঁহার গ্রন্থে সুস্পষ্ট প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তেমনই সাহিত্যমীমাংসকের দৃষ্টি হইতে বিচার করিয়া ভক্তিরসের সর্বাতিশায়ী প্রাধান্যও স্বীকৃতি পাইয়াছে। মননশীলতার দীপ্তিতে, যুক্তিবিন্যাসের নৈপুণ্যে, প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতায় এবং সর্বোপরি পরিবেশিত তথ্যের সমৃদ্ধিতে ডঃ চিন্ময়ী চটোপাধ্যায়ের "ভক্তিরসের বিবর্তন" সমালোচনা সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হইয়া থাকিবে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

মার্চ, ১৯৭১।
বর্ধমান।

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূমিকা

ডঃ শ্রীমতী চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়ের 'ভক্তিরসের বিবর্তন' বাংলাভাষায় নাতিবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে রচিত ভক্তি-প্রস্থান সম্মত দর্শন ও রসতত্ত্ব বিষয়ে একখানি উপাদেয় গবেষণা-নিবন্ধ।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন ভাষায়—বিশেষতঃ বাংলা ও ইংরাজীতে, সাধারণভাবে আলংকারিক রসতত্ত্ব ও বিশেষভাবে ভক্তিরস সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান্ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে বটে; কিন্তু ভক্তিপ্রস্থানের আচার্যগণের দার্শনিক মতবাদ, ভক্তির ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন ও বহুধা বিকাশ, ভক্তির পৃথক্ রসত্ব বিষয়ে আচার্যগণের মতভেদ, এবং সর্বশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রস্থানের আচার্যগণের প্রচেষ্টায় ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন—এই সকল বিষয়ে বিচিত্র আলোচনার একত্র সংকলন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। প্রাচীন আলংকারিকগণ 'ভক্তি'কে পৃথক্ রসের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন বটে। কিন্তু তাহা অনেকাংশে 'পার্ষদ-প্রসিদ্ধি'-র প্রতি গৌরববোধ ও ভরতমুনির প্রবর্তিত রসের 'নবত্বগণনা'-র প্রতি শ্রদ্ধা-জাড্যবশতঃ। শান্ত রসের ক্ষেত্রেও আলংকারিকগণ একই বাধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এমন কি, স্বাধীনচেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও এই বাধা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মুনিবচনের প্রামাণ্য বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন। দ্র° "ভরতাদি-মুনিবচনানামেবাত্র রসভাবাদিব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ"; "রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননির্যন্ত্রিতা ভজ্যেত"। কিন্তু একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত। 'কবি-বিদ্বৎ-সহৃদয়-চক্রবর্তী' আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের তৃতীয় উদ্দ্যোতে নিম্নোদ্ধৃত স্বরচিত অপূর্ব শ্লোকটিতে অতুলনীয় ভগবদ্ভক্তিরূপ সুখের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্॥"

সুতরাং আলংকারিকগণ ভক্তির অলৌকিক আনন্দরূপতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, ইহা মনে করা অযৌক্তিক। কিন্তু শান্ত, ভক্তি প্রভৃতি পারমার্থিক রস 'নিবৃত্ত্যুপযোগী', 'দুরূহ', 'রহস্য' ও নিরতিশয় পুণ্যের দ্বারাই আস্বাদ্য। সুতরাং 'প্রাকৃতজন-সংবেদ্য' শৃঙ্গারাদি রসের ন্যায় ইহাদের আবেদন সর্বজনীন নহে। মনে হয়, এই কারণেই প্রাচীন

আলংকারিকগণ তাঁহাদের রসতত্ত্বসমীক্ষায় 'ভক্তি'কে ততখানি গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধকগণ, যাঁহারা অলংকারশাস্ত্র লইয়াও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাহিত্য ও সাধনা—এই দুইটিকে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে চাহেন নাই। তাঁহাদের ক্ষেত্রে সাহিত্যসাধনা ভগবৎসাধনার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছিল। কবি কর্ণপূর, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি আচার্যগণের কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য তাঁহাদের ভক্তিসাধনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং 'ভক্তিরস'-কে তাঁহারা 'রসরাট্'-রূপে নির্দেশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই; বিশেষতঃ, তাঁহাদের সম্মুখে যখন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেম ভক্তি ও কবিত্বের প্রস্রবণ অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত ছিল। সেইজন্য 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

"সর্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥"

আবার, "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণের দৃষ্টিতেও এই ভক্তিরসের অধিকারীর সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। বুঝিতে পারা যায়, লৌকিক সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত আলংকারিকগণ ভক্তিরস বিষয়ে অতখানি উদাসীন কেন।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের বর্তমান নিবন্ধ পাঠে আশা করি সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠক অলংকার শাস্ত্রের রসতত্ত্ব বিষয়ে যেমন একটি সুসংহত ধারণা লাভ করিতে পারিবেন, সেইরূপ ভক্তিরস সম্বন্ধে আচার্যগণের ধারণা কিভাবে যুগে যুগে বিবর্তিত হইয়াছে—তাহার ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্বন্ধেও একটি বিশ্লেষণাত্মক পরিচ্ছন্ন আলোচনার সহিত পরিচিত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

সংস্কৃত কলেজ
২৮।৩।৭২

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ

সিন্দূরোজ্জ্বলভালফুল্লবদনা লাক্ষারুণা পাদয়োঃ
স্নিগ্ধা মে জননী চিরং করুণয়া সর্বংসহা মৎকৃতে।
তাতঃ সর্বগুণস্তথৈব নিয়তং মচ্চিন্তনৈকব্রতো
ধন্যাস্মীদৃশমাতৃতাতসুভগা দত্ত্বাঞ্জলিং ভক্তিতঃ॥

সূচীপত্র

C

অবতরণিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সহিত নদীয়ার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম নিবিড়ভাবে জড়িত। অবশ্য তিনি গৌড়ে (বঙ্গভূমিতে) বৈষ্ণব ধর্মের আদি প্রবর্তক নহেন।[১] তাঁহার পূর্বেও বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে প্রচলিত ছিল। ডঃ শ্রীসুশীল কুমার দে প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মতে গুপ্তযুগে ও তৎপরবর্তী যুগেও বৈষ্ণব ধর্ম বা বিষ্ণু উপাসনার রীতি বঙ্গদেশে বর্তমান ছিল। গুপ্ত রাজগণ 'পরমভাগবত' বলিয়া পরিচিত হইতেন ও তাঁহাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রাজা চন্দ্রবর্মণ চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। উক্ত পণ্ডিতগণ মনে করেন যে তৎকালে রাধাকৃষ্ণের উপাসনারূপ যে বৈষ্ণব ধর্ম তাহা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। আনুমানিক একাদশ খ্রীষ্টাব্দের বেলব (Belava) শিলালিপিতে 'গোপীজনকেলিকার' 'অংশকৃতাবতার' ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয় ঐ যুগে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তবে দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে যে কৃষ্ণ উপাসনা ও তৎসংশ্লিষ্ট ভক্তিরস বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কবি জয়দেব বিরচিত ভক্তিরসের অখণ্ড আকর গীতগোবিন্দ কাব্য, যাহা বৈষ্ণব সাধকগণের শ্রদ্ধার সামগ্রী। জয়দেব ও চণ্ডীদাস কাব্যের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা ও ভক্তির রসস্বরূপ প্রচার করিয়া তৎকালীন বঙ্গদেশে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মে একটি নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম সম্ভবতঃ ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ডঃ শ্রীসুশীল কুমার দে মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'Even if Caitanya's religious personality started a new movement or gave a new interpretation to an old faith, his affiliation to the whole trend of Vaiṣṇava tradition of the past can not be doubted, and its influence on him must have been varied and abundant.'

(Early History of Vaiṣṇava Faith and Movement, 1).

অনেকে মনে করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে বিশেষরূপ 'প্রেমধর্ম' তাহার বীজ দক্ষিণ ভারত হইতে আনা হইয়াছে। ডঃ দে মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'Some are of opinion that the advent of the Karṇāṭas in Bengal with the Cedi prince Karṇadeva introduced the Śrimadbhāgavata emotionalism,

---

১। It is a mistake to think of Chaitanya as in any sense the originator of Vaiṣṇavism in Bengal. M. T. Kennedy, The Chaitanya Movement, (Oxford, 1925), 4.

which had its most probable origin in Southern India.'[১] এই পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের যে পরিচয় পাই তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কাঠামো মাত্র। নদীয়ার গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্যদেব ইহার উপর শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ ও স্বীয় অনুভূতির প্রলেপ দিয়া অপরূপ মূর্তি সৃজন করিয়াছিলেন যাহার মাধুর্য পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ, নীচ সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি বৈষ্ণব ধর্মকে নিছক বিষ্ণু উপাসনা হইতে যথার্থ ভাগবতীয় প্রেম ধর্মে পর্যবসিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ঠিক ভক্তি ধর্ম নহে যদিও ভক্তিশব্দের অর্থ প্রেম, "সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা" (নাঃ. ভঃ. সূত্র)। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ ভক্তিবাদ সমর্থন করিতেন অর্থাৎ ভক্তিকে মোক্ষপ্রাপ্তির প্রধান সাধন বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি প্রেম-পর্যায় হইলেও সেই আত্মবিলোপী হৃদয়প্লাবী প্রেম নহে যথা দয়িতা দয়িতের জন্য অথবা জননী পুত্রের জন্য অনুভব করেন। এইরূপ প্রেম শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা নিষ্কলুষ অবিমিশ্র হৃদয়ানুরাগ যাহা বিষয় ও অধিকারীকে এক করিয়া দেয়। ইহা শ্রীচৈতন্য-দেবের একান্ত নিজস্ব, ইহার উৎস তাঁহার উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল। এই ধর্মের মূল তত্ত্ব হইল যে উপাস্য দেবতা শঙ্খচক্রধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু নহেন, তিনি রাধাপ্রেমপরবশ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে সখা বা সখীরূপে, জনক বা জননীরূপে ভালবাসাই তাঁহার উপাসনা।[২] এই উপাসনায় সকলের সমান অধিকার। এই উপাসনার আর একটি বিশেষ অঙ্গ জীবপ্রেম। নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণময়। সুতরাং বিশ্বের সকল প্রাণীকে ভালবাসিলেই তাহার উপাসনা করা হয়—"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার" (চৈঃ চ, ১।৯)। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। ধর্মোপদেষ্টার উচ্চ আসনে দাঁড়াইয়া তিনি ধর্মের উপদেশ দেন নাই। নিজের জীবনে প্রেমধর্মকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার ভাবে মণ্ডিত হইয়া তিনি সদাই কৃষ্ণ-প্রেমে সমাহিত হইয়া থাকিতেন ও সকলের নিকট অকাতরে প্রেমধর্ম বিতরণ করিতেন। এইরূপে ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একটি বিশেষ মূর্তি দিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তাহা সকলের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।[৩] ইহাতে যাঁহারা ঈশ্বরের পূজার অনধিকারী বিবেচিত হইতেন, যাঁহাদের সম্মুখে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া

১। S. K. De, Early History of the Vaiṣṇava Faith and movement in Bengal. 9.

২। এইরূপ উপাসনাই রাগমার্গে উপাসনা। বৈষ্ণব কবি শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে রাগমার্গে উপাসনা প্রচার করাই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অন্যতম কারণ।

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে॥ চৈ. চ. ১।৪।

৩। অনেকে মনে করেন তাঁহার এই কার্যে প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন নিত্যানন্দ। 'He (Nityānanda) took also the revolutionary step of admitting under the banner of Caitanyaism all classes of men without any distinction.'

Early History of the Vaiṣṇava Faith and Movement, 107,

যাইত, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহারা তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে সাধারণ ধর্মপ্রবর্তক মনে করিতেন না, তাঁহাকে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্"। (চৈ. চ, ১. ১)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠার মূলে শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যগণের দান অতুলনীয়। শ্রীচৈতন্যদেব সর্বদা আত্মসমাহিত হইয়া থাকিতেন বলিয়া তাঁহার ধর্মমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই।[১] তাহার অনুগামী বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মোপদেশ ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন নিজেদের দর্শনে ও সাহিত্যে। বস্তুতঃ ইহাদের সহযোগিতা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম এত সুদূরপ্রসারী ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইত কি না সন্দেহ। হয়ত উহা শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের সহিত জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

১। শ্রীচৈতন্যদেব অহর্নিশ ভাবাবেশে থাকিতেন। এইরূপ ভাবাবেশে থাকাকালে তিনি স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায়কে কৃষ্ণকথা বলিতেন ও মাঝে মাঝে ভক্তের শিক্ষার জন্য আটটি নিজের রচিত শ্লোক বলিতেন—'ভক্ত শিক্ষাইতে যেই অষ্টক করিল", (চৈ, চ ৩।২০)। নামসংকীর্তনের মহিমা, সংকীর্তনকারীর লক্ষণ ও গুণ, শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিকামনা, কাম্যভক্তি, গোবিন্দবিরহে প্রেমিকের অবস্থা, প্রেমিকের কাছে শ্রীকৃষ্ণ সব সময় দুঃখ দিয়াও প্রিয়তম হন—এই সব বিষয় হইল মহাপ্রভুর শ্লোকগুলির তাৎপর্য। এই শ্লোকগুলি ভক্তের শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া ইহাদের শিক্ষাষ্টক বলা হয়। শ্লোকগুলি হইল এই :

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥ ১
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮

(চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ৬৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)
(শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত)।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যে ছয়জন ছিলেন অতিপ্রসিদ্ধ যাঁহাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ছয়টি প্রধান স্তম্ভ বলা যায়। এই ছয়জন বৈষ্ণব সাধক সমাজে শিক্ষাগুরু বলিয়া পরিচিত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন :

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল্ ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। (চৈ. চ, ১।১।৫)

এই ছয়জন গোস্বামী স্বীয় অনবদ্য অবদানের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়াছিলেন। ডঃ দে মহাশয় বলিয়াছেন "These were the six Gosvāmins to whom belong the credit of working out and defining the whole system of tenets peculiar to Bengal Vaiṣṇavism.[১]" কথিত আছে যে উক্ত ছয় গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নামক দুই ভাইএর উপর শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মের দুইটি অঙ্গ আধ্যাত্মিক দর্শন ও রসশাস্ত্র প্রচার করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই কার্য নৈপুণ্যের সহিত সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহযোগিতা করিয়াছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রী জীবগোস্বামী। শ্রীগোপালভট্ট, (সম্ভবতঃ শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহযোগিতায়) তৎকালীন বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সমাজের গতি প্রকৃতি গ্রন্থাকারে উপনিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অবশিষ্ট দুই গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরঘুনাথ দাস কৃষ্ণলীলা লইয়া একটি চম্পূকাব্য রচনা করেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টের রচনা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই।[২]

সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক দর্শন ও রসশাস্ত্র এই দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া ধরা হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণ বৈষ্ণবদর্শন প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্মের মূল উপাদান ভক্তিতত্ত্ব দার্শনিকের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার রসস্বরূপকে উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস করেন নাই। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব আচার্য বল্লভ 'ভক্তিরস' শব্দ তাঁহার গ্রন্থে[৩] প্রয়োগ করিলেও ভক্তির রসত্ব লইয়া কোন প্রকার আলোচনা করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মকে প্রেমধর্মে রূপান্তরিত করিয়া পূর্বাচার্যগণের মোক্ষোপায় রূপে গৃহীত ভক্তিকে রসে পর্যবসিত করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে সম্ভবতঃ তিনি পূর্ববর্তী সাধক মাধবেন্দ্রপুরীর[৪] আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ভক্তির

১। Early History of the Vaiṣṇava Faith and Movement, 117-118.

২। এই বিষয়ে ডঃ দে মহাশয়ের Early History of Vaiṣṇava Faith and Movement গ্রন্থের পৃঃ ১১৭ দ্রষ্টব্য।

৩। রসাত্মকত্বাদ্ ভক্তেঃ......। অণুভাষ্য, ৩।৩।৩৭।

৪। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় বলিয়াছেন যে মাধবেন্দ্র পুরীই জগতে ভক্তিরস প্রথম প্রবর্তন করেন—'লোকেষ্বঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণভক্তিরসাব্ধিপঃ।'

এই নূতন রূপ শ্রীচৈতন্যদেব কেবল প্রচার করিতেন তাহা নহে, নিজের অন্তরে তাহা অনুভব করিতেন। কৃষ্ণলীলামৃত পান করিয়া অহর্নিশ ভক্তিরসসাগরে তিনি নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিরস শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন ভক্তিরসের দ্বারা কৃষ্ণপদাম্বুজ লাভ করা যায়—

এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ যায় রসসিন্ধু পারে॥ (চৈঃ চ, ২।১৯)

শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামী বৈষ্ণব আচার্যগণ ভক্তির সাধনাঙ্গরূপ ও রসরূপের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ভক্তি জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের ন্যায় স্বতন্ত্র মোক্ষোপায় হইলেও উহাদের ন্যায় শুষ্ক নিরানন্দময় নহে। ভক্তি অনন্ত আনন্দের নির্ঝরিণী। শৃঙ্গারাদি রস যেরূপ পাঠকের চিত্ত অপার্থিব আনন্দে ভরিয়া দেয় ভক্তিও সেইরূপ অপরিসীম আনন্দে ভক্তের অন্তর পূর্ণ করিয়া রাখে। ইহার কারণ ভক্তি কেবলমাত্র দেবতার অর্চনা বা সেবা নহে, ইহা রতি, শোক প্রভৃতির ন্যায় ভক্তের একটি বিশেষ চিত্তবৃত্তি যাহা কেবলমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া উদিত হয়। রতি, শোক প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির চরম পরিণতি যেরূপ শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রস, ভক্তিরও চরম পরিণতি সেইরূপ ভক্তিরস। সুতরাং ভক্তি ও ভক্তিরসে ভেদ নাই। এইজন্য শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণ মোক্ষোপায়রূপ ভক্তির স্বরূপকে বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার রসস্বরূপকেও বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ রসস্বরূপই ভক্তির যথার্থ স্বরূপ। ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।[১]

আমার এই গ্রন্থে ভক্তিরসের বিবর্তন বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থটিকে বারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে রসের একটি সাধারণ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কালিদাস প্রমুখ কবিগণের কাব্যে শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য ইত্যাদি অষ্ট প্রকার রসের উল্লেখ পাই। কিন্তু বৈষ্ণব কবির কাব্যে ভক্তিই একমাত্র রস। শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য প্রভৃতি রসগুলি ইহার অঙ্গ। বৈষ্ণব কবির এই অভিনব রসতত্ত্বের যৌক্তিকতা আছে কি না তাহা বিবেচনা করিবার পূর্বে রসের যথার্থ স্বরূপ জানা প্রয়োজন। রস শব্দটি অতি প্রাচীন। উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতে আনন্দ অর্থে রস শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি'।[২]

১। ভগবৎপ্রীতেঃ পরমরসত্বাপত্তিঃ শব্দোপাত্তৈব। ষট্‌সন্দর্ভ, ৭৬৬।
২। তৈত্তিঃ উপ, ২।৭।

সাহিত্যেও রস লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ (সাহিত্যদর্পণ, ৩৩) অর্থাৎ অখণ্ড ও অপার্থিব আনন্দের নির্যাস, যাহা আস্বাদন করিলে বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হয়[১] ও রসিক পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ যোগীর ন্যায় আত্মসমাহিত হইয়া থাকেন। এই রসকে আলঙ্কারিকগণ কাব্যের প্রাণ বা আত্মা আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রস না থাকিলে কোন কবিকর্ম কাব্য-মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।[২] কারণ রসজন্য আনন্দের পুণ্য প্রবাহ কাব্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে[৩] ও অসাধারণ মাধুর্যে উহাকে মণ্ডিত করে।[৪]

রসতত্ত্বের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীনতম[৫] অলংকারগ্রন্থ মুনি ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রে। অবশ্য মুনি ভরত এই তত্ত্বের স্রষ্টা নহেন। তাঁহার পূর্বে যে রসতত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইত তাহা নাট্যশাস্ত্রে উদ্ধৃত কতকগুলি শ্লোক হইতে বুঝা যায়, যাহা পূর্বে রচিত হইয়াছিল ও পরে নাট্যশাস্ত্রে সংযোজিত হইয়াছে।[৬] নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত রসতত্ত্বটি অতিসংক্ষেপে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সূত্রটি হইল 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ'। সূত্রটির অর্থ মুনির ভাষায় এই যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পরিবৃত স্থায়িভাবই রস আখ্যা লাভ করে।[৭] কিন্তু মুনির এই ব্যাখ্যায় রসতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত না হইয়া রহস্যাবৃতই থাকিয়া যায়। কাহার স্থায়িভাব বিভাবাদির সংযোগে রস আখ্যা লাভ করে অথবা রসে পরিণতি লাভ করে তাহা মুনি স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। এইজন্য উত্তরকালে আলংকারিকগণ এই সূত্রটিকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্লেষণের প্রধান আশ্রয় সূত্রস্থ 'সংযোগ' ও 'নিষ্পত্তি' এই দুইটি শব্দ। এই বিশ্লেষণগুলিকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে চারিটি প্রধান—ভট্টলোল্লটকৃত উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুককৃত অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়ককৃত ভুক্তিবাদ ও অভিনবগুপ্তকৃত অভিব্যক্তিবাদ। প্রথম দুইটি মতে স্থায়িভাব সামাজিকগত নহে, কিন্তু রসের আস্বাদনকর্তা সামাজিক। পরের দুইটি মতে স্থায়িভাব সামাজিকগত ও রসের

১। রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্। কাব্যপ্রকাশ, ১ম উল্লাস।

২। ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে। নাট্যশাস্ত্র, (G. O. S.), I, 274.

৩। রসাত্মধিষ্ঠিতং কাব্যং জীবদ্রূপতয়া যতঃ।
কথ্যতে তদ্রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্॥

৪। পরমাহ্লাদাবিনাভাবিতয়া প্রতীয়মানঃ প্রপঞ্চেঽস্মিন্ রসো রমনীয়তামাবহতি। রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন।

৫। ......the Nātyaśāstra must be regarded in the present state of our knowledge as the oldest work on the alaṃkāraśāstra. History of Samaskrit Poetics, 47.

৬। But it should not be supposed that speculations about Rasa were not put forward before Nāṭyaśāstra. It has already been shown that many verses called ānuvaṃśya and several Āryā verses had been composed before the current Nāṭyaśāstra took shape and were incorporated in the extant Nāṭyaśāstra. Ibid, p. 355.

৭। বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসনাম লভতে। নাট্যশাস্ত্র, কাব্যমালা, ষষ্ঠ সংস্করণ ৭।৮ অথবা (G. O. S.) সংস্করণ ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৫১।

আস্বাদনকর্তাও সামাজিক। এই মতগুলি পর্যালোচনা করিলে আলংকারিক মনীষার একটি সূক্ষ্ম ক্রমবিকাশ অনুভব করা যায়। উৎপত্তিবাদে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব অনুকার্য রামাদিতে উপযুক্ত বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া অনুভাবের দ্বারা প্রতীতিযোগ্য হয় ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। নট রামাদির ভূমিকা নিপুণভাবে অভিনয় করিতে থাকিলে সামাজিক তাহাতে উক্ত রত্যাদিভাব আরোপিত করেন। এইরূপ আরোপিত রত্যাদি ভাব সামাজিকের চিত্তে অপার্থিব আনন্দ সৃজন করিয়া রস সংজ্ঞা লাভ করে। অনুমিতিবাদেও রত্যাদি ভাব মূলতঃ অনুকার্য রামাদিগত। সামাজিক অভিনয়রত অনুকর্তা নটে উহা অনুমান করিয়া আস্বাদন করেন। এইরূপ অনুমিত রত্যাদিভাবই রস। প্রথমটিতে স্থায়িভাবের জ্ঞান শুক্তিতে রজতজ্ঞানের ন্যায় অপ্রামাণিক, দ্বিতীয়টিতে উহা পর্বতে বহ্নিপ্রতীতির ন্যায় প্রমাণসিদ্ধ। শ্রীশঙ্কুকের অভিমত প্রামাণিক হইলেও উত্তরকালীন সুধীগণের মতে উহা গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ তাঁহারা একমাত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞানেরই চমৎকারজনকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, অনুমিত জ্ঞানের নহে। সুতরাং নটে অনুমিত রত্যাদিভাব সামাজিকের চিত্তে যথার্থ আনন্দ সৃজন করিতে অক্ষম বলিয়া রস পদবী লাভের অযোগ্য। ইহার পর রস প্রসঙ্গে যে দুইটি মত পাই তাহা উক্ত মত দুইটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভট্টনায়কের মতে রত্যাদিভাব অনুকার্যগত হইলে সামাজিক উহা কোন প্রকারে আস্বাদন করিতে পারেন না। শকুন্তলার প্রতি মহারাজ দুষ্মন্তের রতিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ শকুন্তলা তাঁহার রতির আলম্বন বিভাব হইতে পারেন না। অথচ দুষ্মন্তের রতিকে উদাসীনভাবে আস্বাদন করিলেও তিনি যথার্থ আনন্দ লাভ করেন না। সুতরাং অনুকার্যগত রত্যাদিভাব সামাজিক কর্তৃক অনুকর্তাতে আরোপিত বা অনুমিত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয় এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন: শব্দের অভিধা শক্তির ন্যায় আরও দুইটি পৃথক্ শক্তি আছে ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব। অভিধাশক্তির দ্বারা বিভাবাদির জ্ঞান হইলে ভাবকত্ব শক্তির দ্বারা উহাদের সাধারণীকরণ ঘটে অর্থাৎ শকুন্তলা কেবল দুষ্মন্তরমণীরূপে প্রতীত হয় না, সাধারণ নারীরূপে প্রতীত হয়। এইরূপে অনুভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাব ব্যক্তিবিশেষনিষ্ঠরূপে প্রতীত হয় না; সাধারণ অনুভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাবরূপে গৃহীত হয়। অনন্তর সামাজিকের চিত্ত হইতে রজঃ ও তমঃ গুণের বিলয়ে ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে নির্মল চৈতন্যের প্রকাশ হইলে সাধারণীভূত রত্যাদি ভাব উহাতে বিশ্রান্তি লাভ করে ও আস্বাদিত হয়। এইরূপে স্থায়িভাবের ভোগ বা ভুক্তি অর্থাৎ আস্বাদনই রস। অভিনবগুপ্ত ও বিভাবাদির সাধারণী-করণ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহার মতে ইহার হেতু শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি। সংক্ষেপে তাঁহার মত হইল এই যে অভিধাবৃত্তির দ্বারা বিভাবাদির জ্ঞানের উদয় হইলে ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা উহাদের সাধারণীকরণ ঘটে। এইরূপে সাধারণীভূত বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা সামাজিকের চিত্তে পূর্ব হইতে বাসনারূপে স্থিত রত্যাদিভাব উদ্বুদ্ধ হয়। এইরূপ

রত্যাদিভাবসম্বলিত সামাজিকের নিজস্ব চিদানন্দের আস্বাদনই রস। চিদানন্দ একরূপ হইলেও রত্যাদিভাবের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা উহা প্রভাবিত হয় বলিয়া তাহার আস্বাদনজন্য রসপ্রতীতিতে শৃঙ্গারাদি ভেদ পরিগণিত হয়। অভিনবগুপ্তের পরেও যে রসতত্ত্ব লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বিরচিত রসগঙ্গাধর গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে পণ্ডিতরাজ কতকগুলি মতের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী' বা 'লোচন' টীকায় পাওয়া যায় না। শ্রী মধুসূদন সরস্বতী, শ্রী রূপগোস্বামী, কবি কর্ণপূর প্রমুখ বৈষ্ণব আলংকারিকগণও রসতত্ত্ব লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রসসমীক্ষায় পূর্বসূরি অভিনব গুপ্তের প্রভাব লক্ষিত হয়। রস প্রসঙ্গে বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব আলংকারিক গোষ্ঠীতে প্রচলিত তত্ত্বগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে রসের অলৌকিকত্ব কোথায় তাহাও বিভিন্ন আলংকারিকের অভিমত অনুসারে বিবেচিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়টি সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ। ভক্তিরসের যৌক্তিকতা বিচারের পূর্বে রসতত্ত্বের একটি সাধারণ জ্ঞান সকলের একান্ত অপরিহার্য বলিয়া এই অধ্যায়টির অবতারণা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় রসের প্রকার ভেদ। লৌকিক (Classical) সাহিত্যে রস অষ্টবিধ। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত। ইহার সহিত শান্তরসকে যোগ করিয়া কেহ কেহ রসকে নববিধ বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ উক্ত নববিধ রসের সহিত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য নামক অতিরিক্ত তিনটি রস যোগ করিয়া রসের সংখ্যা দ্বাদশ করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের 'মল্লানামশনি......' (১০।৪৩।১৭) শ্লোকে এই দ্বাদশবিধ রসেরই সন্ধান পাইয়াছেন। প্রখ্যাত আলংকারিক হেমচন্দ্র স্নেহ, ভক্তি ও বাৎসল্যকে রতির বিশেষ প্রকার কল্পনা করিয়া উহাদের পৃথক্ রসত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তাঁহার পূর্বে ইহারা রসরূপে পরিগণিত হইত। একাদশ শতাব্দীর আলংকারিকশিরোমণি ভোজ রসের সংখ্যা নিরূপণ বিষয়ে অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রস প্রথম অবস্থায় একটি অভিমান, অহংকার বা শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গারকে কেন্দ্র করিয়া ঊনপঞ্চাশ সংখ্যক ভাব আবর্তিত হইয়া থাকে। ইহারা যথোপযুক্ত বিভাবাদির সংযোগে বিভিন্ন রস রূপে পরিচিত হয়। ইহা শৃঙ্গারের মধ্যমাবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় সকল ভাবগুলি একটি প্রেমরসে পর্যবসান লাভ করে।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে রসের সংখ্যা প্রসঙ্গে বহু প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল প্রধান ও প্রসিদ্ধগুলিই এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। রসের বহুবিধত্ব স্বীকৃত হইলেও উহা যে মূলতঃ এক প্রকার ইহাও অনেকে বলিয়াছেন। কিন্তু সেই অদ্বিতীয় রস কি এই প্রসঙ্গে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। লৌকিক সাহিত্যে ইহা শৃঙ্গার, করুণ, শান্ত

অথবা অদ্ভুত। বৈষ্ণব সাহিত্যে উহা ভক্তিরস। এই ভক্তিরসই শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য ইত্যাদি বহুরূপে আস্বাদিত হয়। বৈষ্ণব আলংকারিকগণের মতে ইহাই সর্বরসের মূল প্রকৃতি, অন্যান্য রসসমূহ ইহার বিকৃতি মাত্র।

পণ্ডিতপ্রবর ভি, রাঘবনের The Number of Rasa গ্রন্থে রসের সংখ্যা লইয়া আলোচনা আছে। এই অধ্যায়ে তাহাই করা হইয়াছে ভিন্ন ভঙ্গীতে। এস্থলে স্থায়ী ও সঞ্চারীভেদে রসের দ্বৈবিধ্য দেখান হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভোজের রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণব আলংকারিকগণের রসতত্ত্বের উপর অধিক পরিমাণে গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে যাহা শ্রী রাঘবন মহাশয়ের গ্রন্থে করা হয় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ভক্তিরস প্রতিষ্ঠা। ভক্তিকে অবৈষ্ণব আলংকারিক-গণ রসপদবী দান করিতে চাহেন নাই। তাঁহাদের মতে রতি দেবাদিবিষয়ক হইলে ভাব আখ্যা লাভ করে, রসসংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ভক্তিরসের উল্লেখ নাই অথবা স্থায়িভাবের তালিকায় ভক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তি যে কেবলমাত্র রস তাহা নহে, উহা সর্বরসের প্রকৃতিভূত অদ্বিতীয় রস। ভক্তি যথার্থই রসপদবীলাভের যোগ্য কি না অথবা ভক্তিরসের যৌক্তিকতা আছে কি না তাহা এই অধ্যায়ে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব উভয় প্রকার রসশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ভক্তিভাবের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগ। ইহা সহজ, বিশুদ্ধ, নির্মল, কামনারহিত ও নিত্যবৃদ্ধিশীল। ইহা ভগবানের হ্লাদিনী নামক স্বরূপ শক্তির সারভূতা বলিয়া ভক্তিজন্য সুখ ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতর। রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব মানবচিত্তবৃত্তিস্বরূপ ও প্রাকৃত নায়কনিষ্ঠ বলিয়া লৌকিক বা প্রাকৃত, ভক্তি মানবচিত্তে বর্তমান থাকিয়াও প্রাকৃত নহে, কারণ, ইহা ভগবচ্ছক্তির রূপান্তর। সুতরাং ইহা রতিপর্যায় হইয়াও লৌকিক রতির ন্যায় সাধারণ আন্তরবৃত্তিমাত্র নহে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, ভক্তিভাব চিত্তের ভগবদাকারতা বা ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যোপলব্ধি। এই ভগবদাকারতাই ভক্তিরসে পরিণত হয়। ভক্তিভাবে রজস্তমোগুণের লেশমাত্র নাই কারণ উহার বিষয় লৌকিক নহে। ভক্তের চিত্ত যখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিরাজ করে তখন সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া ভক্তিরসের স্থায়িভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং ভক্তিরস শুধু অপ্রাকৃত নহে, উহা অসাধারণ। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে ভক্তি ভগবানের হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তির সারভূতা। সুতরাং উহা সদা আনন্দাত্মিকা। এতজ্জন্য ভক্তিরসের আনন্দ ইতর আনন্দ হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক। লৌকিক রসে যে আনন্দ আছে তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিণামে দুঃখে পর্যবসিত হয়। ভক্তিরসের আনন্দ অনেক সুখময়,

ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতর। কবি কর্ণপূরের মতে রস লৌকিক নায়কনিষ্ঠ হইলে প্রাকৃত রস, ভক্তিরসের আলম্বন ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীভগবান, সুতরাং উহা অপ্রাকৃত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ভক্তিভাবের প্রকার ভেদ। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিবিধ ভক্তির উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণও একাধিক শ্রেণীর ভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। যথা (১) শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠানপ্রসূতা বৈধী ভক্তি, (২) ক্রিয়ানিরপেক্ষা স্বতঃ উৎসারিতা রাগানুগা ভক্তি, (৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা প্রমুখ প্রেয়সী বা পরিকরগণের অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণজাতা ভক্তিই রাগানুগা। রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। ইহার অনুরূপ রাগানুগাও দুই প্রকার, কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। রাগাত্মিকা ভক্তি চারিভাবে প্রকাশ লাভ করে—দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম ও কান্তাপ্রেম। এই চতুর্বিধ প্রেমের মধ্যে কান্তাপ্রেমই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর প্রেমে ভক্ত ও ভগবানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। উভয় উভয়ের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণব সাধকগণ ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি রূপ আরও দুই প্রকার ভক্তি স্বীকার করেন।

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ভক্তিরসের প্রকার ভেদ। বৈষ্ণব রসসাহিত্যে ভক্তিরসই সকল রসের প্রকৃতি। বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যহেতু ভক্তি বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ রসরূপে অনুভূত হয় যেরূপ স্বচ্ছ স্ফটিক বিভিন্ন বর্ণের বস্তুর সংস্পর্শে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিতরূপে প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে যে বিচিত্র প্রকার ভক্তিরস বৈষ্ণব সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে মধুর ভক্তিরস বা উজ্জ্বল রসের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লৌকিক সাহিত্যে শৃঙ্গার রসই বৈষ্ণব সাহিত্যে মধুর রস। কিন্তু শৃঙ্গার রসের কোন বৈচিত্র্য লৌকিক রসপ্রস্থানে বর্ণিত হয় নাই। বৈষ্ণব রসপ্রস্থানে মধুর রসের বিচিত্র স্বরূপ অতি নিপুণ ও অতি বিশদভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামীর সমগ্র 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক গ্রন্থের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইহার পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ও পদাবলী সাহিত্যে ভক্তিরসের কি রূপ প্রকাশ হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় বেদান্ত দর্শনে ভক্তিতত্ত্বের স্থান। শঙ্করোত্তর যুগের দার্শনিকগণ ভক্তিকেই একমাত্র মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি আচার্য শঙ্করও জ্ঞানকে মোক্ষোপায়রূপে গ্রহণ করিলেও ভক্তিকে অগ্রাহ্য করেন নাই। ধ্যানের সহিত তুল্য মর্যাদা ভক্তিকে দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার পরবর্তী সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণের ভক্তিপ্রসঙ্গে অভিমত আলোচিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিতত্ত্বের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তিতত্ত্বের প্রথম উন্মেষ ঘটে বৈদিক যুগে যদিও ঋক্ মন্ত্রগুলিতে ভক্তিশব্দের

ঈশ্বরানুরাগরূপ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। ক্রমবিকাশের প্রথমস্তরে ভক্তি সাধনাঙ্গমাত্র এবং অন্তিম স্তরে উহা সাধনাঙ্গ হইয়াও রসরূপ। এই ক্রমপরিণতির ইতিহাস এই অধ্যায়ে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা উচিত যে ডঃ উমা রায় বিরচিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব" গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তিরস। এই গ্রন্থের পূর্বকল্পে বৈষ্ণব কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও লৌকিক রসপ্রস্থানের বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষিত হইয়াছে। উত্তরকল্পে ভক্তি-রসস্থাপন, ভক্তিভাব ও ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব এবং ভক্তিরসের মুখ্য ও গৌণভেদে বিভাগের তাৎপর্য এবং রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তিরসের স্বরূপ আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের সহিত আমার গ্রন্থের প্রথম সাতটি অধ্যায়ের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সাদৃশ্য যে আপাতমাত্র তাহা যে কোন সহৃদয় পাঠক অবশ্যই অনুভব করিবেন। তত্ত্বের দিক হইতে ও প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতে যে উভয় গ্রন্থে কোন মিল নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি আমার নিজস্ব সৃষ্টি।

'বেদান্তদর্শন ও ভক্তিতত্ত্ব' এবং 'ভক্তিবাদের অভ্যুদয় ও ক্রমবিবর্তন' নামক অধ্যায় দুইটির সহিত সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের নাই বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যে ভক্তি রসরূপে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা যে বেদান্ত দর্শনে উপেক্ষিত হয় নাই তাহা দেখাইবার জন্য "বেদান্ত দর্শনও ভক্তিতত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়ের অবতারণা। বৈষ্ণব দর্শনে ও সাহিত্যে ভক্তির একক আধিপত্য দেখিয়া সকল পাঠকের চিত্তে উহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিবার জন্য ঔৎসুক্য জাগাই স্বাভাবিক। এই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্যই শেষ অধ্যায়ের রচনা।

পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের Early History of the Vaiṣṇava Faith and Movement গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে (পৃঃ ১৬৬-২২৪) গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলংকারিকগণের ভক্তিরস প্রসঙ্গে অভিমত আলোচিত হইয়াছে। ডঃ সুধীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের Philosophical Foundation of Bengal Vaiṣṇavism গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়েও (পৃঃ ৩৪০-৩৭৫) ভক্তিরসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের ভক্তি-রসের বিবরণ যদিও হৃদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিত্যপুর্ণ তথাপি খুবই সংক্ষিপ্ত, কারণ ঐ গ্রন্থ দুইটির মূল উদ্দেশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা। রসের দিক বাদ দিলে বৈষ্ণব দর্শন অঙ্গহীন হইয়া যায় বলিয়া উক্ত গ্রন্থ দুইটিতে ভক্তিরস একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। আমার গ্রন্থটি ভক্তিরসের উপর লিখিত। এখানে বৈষ্ণব দর্শন প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ভক্তিরসের চিত্রটিকে পুর্ণতা দান করিবার জন্য। আমার গ্রন্থ ও উক্ত গ্রন্থ দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার মিল থাকা সম্ভব নহে। ভক্তিরসের যথার্থ স্বরূপ ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহার স্থান প্রসঙ্গে একাধিক মূল বৈষ্ণব গ্রন্থের আলোকে যে একটি বিশদ বিবরণ আমার গ্রন্থে দিয়াছি তাহা অন্য কোন গ্রন্থে

আছে বলিয়া মনে করি না। শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 'বৈষ্ণব রস সাহিত্য' গ্রন্থে ভক্তিরসের একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং আমার প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব দাবী করিতে পারে।

যাঁহারা আমাকে এই গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহ দিয়াছেন ও যাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহায়তা ব্যতীত এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয় পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ, ডি. লিট, পুজ্যপাদ স্বর্গীয় অধ্যাপক শ্রী শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক ডঃ শ্রী তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য এম. এ, ডি. লিট, মহাশয়-গণের নাম। তাঁহারা আমাকে গ্রন্থরচনার প্রথম আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত একভাবে স্নেহের সহিত পথ দেখাইয়াছেন। যখনই কোন ভুল বা ত্রুটি দেখিয়াছেন তখন তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে এই গ্রন্থ কোন প্রকারে কোন দিক হইতে নিন্দাভাজন না হয়। আমি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষাগুরু বা আচার্যকে দেবতা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন—

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্-
নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাবসূয়েত
সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (ভাঃ, ১১।১৮।২৭)

আচার্যই অমৃতের দ্বারা উদ্ঘাটিত করিয়া দেন ও জ্ঞানের নির্মল আলোকে অজ্ঞানের তমিস্রা দূর করিয়া দেন বলিয়া আচার্য ইষ্টদেবতার তুল্য শ্রদ্ধাভাজন। আমিও তাই অশেষ কল্যাণকামী ও হিতোপদেষ্টা আচার্যগণের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ আমার পুজ্যপাদ অধ্যাপক, ডঃ শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য এম. এ. ডি. লিট্, মহাশয়ের নিকট আমার বিশেষ ঋণ স্বীকার করিতেছি। তিনি দয়া করিয়া এই গ্রন্থখানিকে সংস্কৃত কলেজের গবেষণা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার অধ্যাপককল্প পরমপণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, এম, এ, পি, আর, এস মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থমালার সম্পাদক শ্রী ননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত আমার এই গ্রন্থখানির প্রকাশের ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন। উনি আমার ধন্যবাদভাজন।

চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।
জন্মাষ্টমী, ১৩৭৮।

প্রথম অধ্যায়

রস-পরিচিতি

কাব্যের স্বরূপ।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'সাহিত্য' ও 'কাব্য' পদের মূলতঃ কোন ভেদ নাই। কবি আপন প্রতিভানৈপুণ্যে শব্দ ও অর্থ চয়ন করিয়া যে অপূর্ব শিল্প সৃজন করেন তাহাই কাব্য।[১] শব্দ ও অর্থের মিলিত সমাবেশে ইহার সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহার অপর নাম সাহিত্য।[২]। কবির বাণী হ্লাদৈকময়ী নবরসরুচিরা। এইরূপ বাণীর সাহায্যে কবি দৃশ্যমান জগতের বাহিরে এক অলৌকিক কল্প-লোক নির্মাণ করেন যাহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আকর। তাই অগ্নিপুরাণে কবিকে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির সমতুল্য বলা হইয়াছে :

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥[৩]

প্রাকৃত জগতের দুঃখ, বেদনা, ভয়, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া ইত্যাদি যাহা মানব চিত্তকে সঙ্কীর্ণ করে, বেদনাতুর করিয়া তুলে তাহাই অলৌকিক কাব্য জগতে লোকোত্তর আনন্দ দান করে। কবিপ্রতিভাপ্রসূত এই অলৌকিক শিল্প মানবকে দেয় অননুভূত বিচিত্র সুখের আস্বাদ। ইহার কারণ কাব্যাস্বাদনের সাহায্যে মানব আপনার আনন্দময় স্বরূপ আস্বাদন করে। এই জন্য কাব্যে বর্ণিত করুণ কাহিনীও কাব্যরসিকের চিত্তকে আনন্দিত করে। আনন্দসৃজনই কাব্যের ধর্ম। কাব্যে দুঃখ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকিলে কেহ কোন দিন

১। 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্। কাব্যালঙ্কার, ১।১৬।
'শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন সাহিত্যবিদ্যা'। কাব্যমীমাংসা, ১।২।
'সাহিত্য' শব্দের সম্পর্কে তুলনীয় :
তত্রাভিধাবিবক্ষাতাৎপর্যপ্রবিভাগব্যপেক্ষাসামর্থ্যান্বয়ৈকার্থীভাবদোষহানগুণোপাদানালঙ্কাররসাবিয়োগারূপাঃ শব্দার্থয়োর্দ্বাদশ সম্বর্ধাঃ সাহিত্যমিত্যুচ্যতে। শৃঙ্গারপ্রকাশ, ৭।
সাহিত্যমনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্বমনোহারিণ্যবস্থিতিঃ ॥ বক্রোক্তিজীবিত, ১।১৭।
এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ৩৩৬-৩৫০।

২। ন চ কাব্যে শাস্ত্রাদিবদর্থপ্রতীত্যর্থঃ শব্দমাত্রং প্রযুজ্যতে সহিতয়োঃ শব্দার্থয়োস্তত্র প্রয়োগাৎ। সাহিত্যং তুল্যকক্ষ্যত্বেনান্যূনানতিরিক্তত্বম্। ব্যক্তি বিবেক—টীকা, পৃঃ ৩৬।

৩। অগ্নিপুরাণ ৩৩৯।১০-১১।

কাব্য অধ্যয়ন করিত কি না সন্দেহ।[১] কাব্যপাঠ কালে অশ্রুর উদয় হইলে সে অশ্রু আনন্দ-জন্য, দুঃখজন্য নহে। কাব্যব্যাপার লোকোত্তর বলিয়া শোক হইতেও আনন্দের অনুভূতি ঘটে।[২]

বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর রূপ, রস ও গন্ধের অনন্ত সম্ভার মানবকে আকর্ষণ করে, তাহার নয়ন প্রলুব্ধ করে, কিন্তু তাহার অন্তরের আনন্দাস্বাদনের শাশ্বতী স্পৃহাকে চরিতার্থ করিতে পারে না। এ স্পৃহার পরিতৃপ্তি ইন্দ্রিয়গত সুখাস্বাদনের দ্বারা সম্ভব নহে। যে সুখ, যে আনন্দ স্থূল বস্তুজগৎ হইতে গৃহীত হয় তাহাতে পূর্ণতা কোথায়? তাহার মাধুর্য সংকীর্ণ, তাহার সৌন্দর্য অশাশ্বত। যে আনন্দ স্বার্থবিলোপী পরমবোধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল, যে আনন্দ পূর্ণতার মহিমায় গরীয়ান্, যে আনন্দে মানব আপন ভূমাস্বরূপকে খুঁজিয়া পায়, সে আনন্দ মাটির পৃথিবীতে সম্ভব নহে। তাহার উৎপত্তি কবির কাব্যলোকে। কঠিন বাস্তবের খর উত্তাপে যে কুসুম অকালে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, কবি বাণীর অমৃত ধারা সিঞ্চনে তাহা শতদল মেলিয়া পূর্ণ বিকসিত হইয়া উঠে। বস্তুত অনাবিল ঊর্ধ্ব ভূমির আনন্দ সৃষ্টি করাই কাব্যের চরম লক্ষ্য।[৩]

বিজ্ঞান মিথ্যার কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দ্বারা মানবের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করে। কাব্য সত্য ও জ্ঞানের সহিত মানবের চিত্তে আনে শুদ্ধ আনন্দের অনির্বচনীয় মধুর আবেশ। তাহার দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জনিত সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধের অবসান ঘটে—সীমাহীন আনন্দ সত্তার বিস্ময়ময় স্ফুরণে চিত্ত স্পন্দিত হয়।

কাব্যাস্বাদনের দ্বারা যে আনন্দ পাঠক চিত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহা দেশ কালের ব্যবচ্ছেদযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তার গণ্ডীতে সংকীর্ণ নহে, রজস্তমোগুণের স্পর্শে তাহা

১। করুণাদৌ অপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণম্ তত্র কেবলম্ ॥ ৪
কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাৎ তদুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥ ৫ সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

২। অশ্রুপাতাদয়োঽপি তত্তদানন্দানুভবস্বাভাব্যাত্। নতু দুঃখাৎ। অতএব ভগবদ্ভক্তানাং ভগবদ্বর্ণনাকর্ণনাদশ্রুপাতাদয় উৎপদ্যন্তে। ন হি তত্র জাত্বপি দুঃখানুভবোঽস্তি। ন চ করুণরসাদৌ স্বাত্মনি শোকাদিমদ্দশরথাদিতাদাত্ম্যারোপে যত্তাহ্লাদস্তদা স্বপ্নাদৌ সংনিপাতাদৌ বা স্বাত্মনি তদারোপেঽপি স স্যাৎ। আনুভবিকং চ তত্র কেবলং দুঃখম্। ইতীহাপি তদেব যুক্তমিতি বাচ্যম্। অয়ং হি লোকোত্তরস্য কাব্যব্যাপারস্য মহিমা. যত্প্রযোজ্যা অরমণীয়া অপি শোকাদয়ঃ পদার্থা আহ্লাদমলৌকিকং জনয়ন্তি। বিলক্ষণো হি কমনীয়ঃ কাব্যব্যাপারসমুদ্ভূত আস্বাদঃ প্রমান্তরজাদনুভবাদিতি। রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, ১২-১৩।

৩। আরিষ্টটলের সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মণীষী S. H. Butcher এই কথাই বলিয়াছেন:
'The object of poetry, as of all fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure.' Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art, (পৃঃ ২২১, (চতুর্থ সং)।

কলুষিত নহে। তাহা 'পরব্রহ্মাস্বাদসবিধ'[১] 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'[২] 'অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়'। কাব্য এইরূপ অপূর্ব আনন্দের জন্ম দেয় বলিয়া পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কাব্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।[৩] রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দই কাব্য। লোকোত্তরাহ্লাদজনক জ্ঞানগোচরতা কাব্যার্থের রমণীয়তা।[৪]

আচার্য মম্মটভট্ট এই লোকোত্তর আহ্লাদের অপর একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন 'পরনির্বৃতি' পরমা শান্তি। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন যে কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে যে আনন্দের উন্মেষ ঘটে, যাহার উদ্বোধে অন্য সকল জ্ঞেয় বিষয়ের তৎকালের জন্য বিলোপ হয় তাহাই পরনির্বৃতি।[৫] কাব্যে রসের সত্তাই এই অলৌকিক আনন্দের উন্মেষের হেতু। ইহাই পর-নির্বৃতির জনক। মুনি ভরত রসের এই লোকোত্তরাহ্লাদজনকত্বরূপ ধর্মকে অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

যোঽর্থঃ হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে যেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা॥[৬]

সেই জন্য রসবর্জিত কোন কবিকর্ম কাব্যপদবাচ্য হইতে পারে না।[৭] আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ মুনির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন রসাত্মক বাক্যই কাব্য।[৮] কাব্যপ্রকাশের টীকায় চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন—'আস্বাদজীবাতুঃ পদসন্দর্ভঃ কাব্যম্'[৯]। এ স্থলে আস্বাদ পদ রস অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে যেহেতু রস ও তাহার আস্বাদ অভিন্ন। যদিও বস্তুপ্রধান বা অলঙ্কার-প্রধান বাক্যকে কাব্য আখ্যা কখনও কখনও দেওয়া হয়,[১০] তথাপি অনবদ্য স্থায়ী আনন্দের সন্ধান রসাত্মক বাক্যই দান করে বলিয়া রসাত্মকত্বই কাব্যের যথার্থ স্বরূপ।[১১]

১। ধ্বন্যালোকের ২।৪ শ্লোকের লোচন টীকা।

২। সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৫।

৩। রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, ৩।

৪। বাস্তব জীবনের লৌকিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য বলিয়া এইরূপ প্রত্যক্ষে অনুভূত আনন্দ লৌকিকত্ব হেতু সংকীর্ণ, অশাশ্বত। এই প্রত্যক্ষ হইতে কাব্যজগতের প্রত্যক্ষ ভিন্ন। তাই ইহাতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি উপস্থিত থাকিলেও বস্তুত ইহা জ্ঞান-লক্ষণ-সন্নিকর্ষ-জন্য। শব্দনিষ্ঠব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা বিভাবাদির পদার্থের সাধারণীকরণের ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অভেদ জ্ঞান জন্মে। ইহার মাধ্যমে কাব্যতত্ত্বার্থের অবরোধের দ্বারা যে আনন্দের উন্মেষ ঘটে তাহা যে অলৌকিক ও লোকোত্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কাব্যকে লোকোত্তর আহ্লাদ জনক জ্ঞান গোচর অর্থের প্রতিপাদক শব্দ বলিয়াছেন।

৫। সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্। কাব্যপ্রকাশ, ১।২ বৃত্তি।

৬। নাট্যশাস্ত্র ৭।১০।

৭। ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে। নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪।

৮। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সাহিত্যদর্পণ, ১।৩।

৯। কাব্যপ্রকাশদীপিকা, ১৩।

১০। শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গং ত্ববরং স্মৃতম্। কাব্যপ্রকাশ, ১।৫।

১১। রস এবাত্মা সাররূপতয়া জীবনাধায়কো যস্য, তেন বিনা তস্য কাব্যত্বাভাবস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ। সাহিত্যদর্পণ, ১।৩, বৃত্তি।

রস ও আনন্দ।

কাব্যের লক্ষণ ও প্রয়োজন বুঝাইতে আলঙ্কারিকগণ রস ও আনন্দ শব্দের বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। এই দুইটি শব্দ সমার্থক কি না তাহা বিবেচ্য। কাব্যে রস আস্বাদন করিতে হয়। রসস্বাদনকালে বেদ্যান্তর বিষয়সমূহ বিগলিত হইলে আনন্দের প্রকাশ হয়ঃ

'সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্'।[১]

রস কারণ, আনন্দ তাহার কার্য। রস ও আনন্দের এত সূক্ষ্ম ভেদ অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। কাব্য প্রকাশের প্রদীপটীকার রচয়িতা গোবিন্দ ঠক্কর আনন্দকে রসাস্বাদন স্বরূপ বলিয়াছেন।[২] ইহার তাৎপর্য এই যে রসই আস্বাদন, আর আস্বাদনই আনন্দ—অর্থাৎ আনন্দাত্মিকা অনুভূতিই রস। হেমচন্দ্র আনন্দকে রসাস্বাদনসম্ভূত ব্রহ্মাস্বাদসদৃশী প্রীতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।[৩]

আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে মানবের চিত্তে রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব বাসনা রূপে বিরাজ করে। কাব্যপাঠকালে শব্দার্থের ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা ও কাব্যে গুণালঙ্কার ও নাট্যে অভিনয় ইত্যাদির সহযোগিতায় বর্ণিত বিষয়ের দেশকালাদি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধবোধ বিলুপ্ত হয়। ফলে রাম-সীতাদি রূপ বিভাবাদি ও রামাদিনিষ্ঠ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সাধারণীকরণ ঘটে। সামাজিকের চিত্ত হইতেও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বাভিমান বিগলিত হইয়া যায় ও সামাজিক নায়ক নায়িকার সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করেন। অনন্তর তাহার চিত্তের বাসনারূপে স্থিত রত্যাদিভাব সাধারণীভূত বিভাবাদির দ্বারা উদ্বোধিত হয় ও সাধারণীভূত রত্যাদিভাবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এইরূপ রত্যাদিভাবসম্বলিত চিদানন্দের আস্বাদনই রস।[৪]

মম্মট প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ আনন্দকে রসাস্বাদনসমুদ্ভূত বলিয়াছেন, আবার অভিনবগুপ্ত রসকে আনন্দাস্বাদনসম্ভূত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে মতদ্বয় বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। দুই আচার্য শুধু দুই দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। মম্মট ভট্ট পরনির্বৃতিকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া রসকে তাহার কারণ বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত কাব্যের উদ্দেশ্য বিচার করিতে অভিলাষী নন। তাই কাব্যাত্মরূপ রসকে প্রাধান্য দিতে গিয়া আনন্দকে তাহার কারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাবতন্ময় চিত্তে আনন্দের চর্বণা বা আস্বাদনই রস। সুতরাং রস ও আনন্দে কোন ভেদ নাই।

১। কাব্য প্রকাশ, ১।২ বৃত্তি।
২। রসাস্বাদনস্বরূপম্ আনন্দম্। প্রদীপ টীকা, কাব্য প্রকাশ।
৩। সদ্যো রসাস্বাদজন্মা নিরস্তবেদ্যান্তরা ব্রহ্মাস্বাদসদৃশী প্রীতিরানন্দঃ। কাব্যানুশাসন, ৩।
৪। শব্দসমর্প্যমাণ-হৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুচিতপ্রাগ্বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণাব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ। ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্দ্যোত, লোচন ৫১।

রসের স্বরূপ।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া উপনিষদের ঋষি রস শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন :

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।[১]

রস্ ধাতু হইতে রস শব্দ নিষ্পন্ন। রস ধাতুর মূল অর্থ আস্বাদন করা। সুতরাং যাহা আস্বাদিত হয় তাহাই রস।[২] মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে নাট্যরস প্রসঙ্গে যে রস শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ কালে স্পষ্টভাবেই রসের এই আস্বাদন ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন :

'অত্রাহ রস ইতি কঃ পদার্থঃ, উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ। কথম্ আস্বাদ্যতে রসঃ? যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসমাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবান্ আস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি। তস্মান্নাট্যরসা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ'।[৩]

বিভিন্ন ভাবাভিনয়ের দ্বারা অভিব্যঞ্জিত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব আস্বাদন করিয়া সহৃদয়[৪] সামাজিক আনন্দ লাভ করেন। এইরূপ আস্বাদিত স্থায়িভাবই রস। বস্তুতঃ রস আস্বাদাতিরিক্ত নহে।[৫] মানব চিত্তে রসানুকূল রতি প্রভৃতি আন্তরবৃত্তি বাসনারূপে বিরাজ করে। রম্যরচনা আস্বাদনের ফলে এই অন্তঃ প্রবৃত্তিসমূহ উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবার্থের উন্মেষ দ্বারা যখন চিত্তকে তন্ময় করিয়া তুলে তখন প্রমাতার পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধ বিগলিত হইয়া যায় ও স্বসংবিদানন্দের চর্বণার ফলে অন্তরে এক অলৌকিক সুখানুভূতির উদয় হয়। ভাবোদ্বেলিত চিত্তের এই অলৌকিক সুখানুভূতিই রস। প্রাকৃত জগতের রতি প্রভৃতি আন্তর বৃত্তির উদ্দীপক দৃশ্য দর্শন করিবার ফলে যে ভাবানুভূতির উদয় হয় তাহা রস নহে। রস লোকবিলক্ষণ হৃদয়ানুভূতি। তাই রসচর্বণাজাত আনন্দও লৌকিক আনন্দ হইতে ভিন্ন।[৬] রসানুভূতি অখণ্ড ও স্বয়ংপ্রকাশ। চিদানন্দের আস্বাদন হইতে ইহা

১। তৈত্তি. উপ, ২৭।

২। রস্যতে ইতি রসঃ। সাহিত্যদর্পণ, ১।৩।

৩। নাট্যশাস্ত্র, ৬।৩৪ বৃত্তি।

৪। কাব্যানুশীলনের দ্বারা যাহাদের চিত্ত সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া অনায়াসে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে তাহারা সহৃদয় :

যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ। ধ্বন্যালোক লোচন, ১।১।

৫। বিশ্বনাথও রসকে আস্বাদনাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে রস ও আস্বাদনের যে ভেদ কেহ কেহ স্বীকার করেন তাহা কাল্পনিক মাত্র, যথার্থ নহে :

যদ্যপি স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভব ইত্যুক্তদিশা রসস্য আস্বাদনানতিরিক্তত্বমুক্তং তথাপি রসঃ স্বাদ্যতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কর্মকর্তরি বা প্রয়োগঃ। সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

৬। আনন্দো হ্যয়ং ন লৌকিকসুখান্তরসাধারণঃ। রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, ৫৪।

অভিন্ন। ব্রহ্মোপলব্ধিকালে যেমন সর্ব প্রকার বিষয়জ্ঞানের বিলোপ ঘটে সেইরূপ রসানুভূতিকালেও কোন বিষয়জ্ঞানের স্থিতি সম্ভব নহে। রসাস্বাদনের দ্বারা চমৎকার[১] বা লোকবিলক্ষণ আহ্লাদ স্বতঃ চিত্তে স্ফুরিত হয়। কিন্তু এই আহ্লাদ ব্রহ্মাস্বাদজনিত আহ্লাদ হইতে ভিন্ন। কারণ ব্রহ্মাস্বাদ ও রসাস্বাদ অভিন্ন নহে। ব্রহ্মাস্বাদে আস্বাদনের বিষয় আনন্দাত্মক ব্রহ্মের স্বরূপ আস্বাদিত হয়, রসাস্বাদে আস্বাদনের বিষয় আনন্দাত্মক স্থায়িভাব ও আস্বাদনের উপায় বিভাবাদি ও আস্বাদিত হইয়া থাকে। তাই রসানুভূতি ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। রসাস্বাদনকালে সহৃদয় সামাজিক আপন স্বরূপকে আস্বাদন করিয়া থাকেন।[২]

আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন স্বসংবিদানন্দের আস্বাদনই রস। এই সংবিদানন্দ

১। চমৎকার শব্দটি অলঙ্কার শাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ। বিস্ময়াত্মিকা অনুভূতি ইহার প্রাথমিক অর্থ। রসশাস্ত্রে এই অর্থ অননুভূত বিস্ময়াবহ আনন্দানুভূতিরূপ অর্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অর্থটিকে বিভিন্ন আলংকারিক বিভিন্ন ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। রুয্যক মহিমভট্ট প্রণীত 'ব্যক্তি বিবেক' গ্রন্থের টীকায় বলিয়াছেন—

আলেখ্যলেখ্যাদৌ সন্তমসাবস্থিতে প্রদীপাদিনা প্রকাশিতে ঝটিতি অদ্ভুতার্থপ্রকাশশ্চ চমৎকারো জায়তে তদ্বৎ রসাদৌ, ৯।

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন : চমৎকারো হি ইতি স্বাত্মন্যনন্যাপেক্ষ বিশ্রমণম্। এবং ভুঞ্জানতারূপং চমত্ত্বম্, ...অখণ্ড এব বা শব্দো নির্বিঘ্নাস্বাদনবৃত্তিঃ। চমদ্ ইতি বা আন্তরস্পন্দান্দোলনোদিতপরামর্শময়শব্দেনাব্যক্তানুকরণম্। কাব্যনাট্যরসাদাবপি ভাবিচিত্তবৃত্ত্যন্তরোদয়নিয়মাত্মকবিঘ্নবিরহিত এবাস্বাদো রসনাত্মা চমৎকার ইত্যুক্তম্ অন্যত্র। (I. P. V. V. III পৃঃ, ২০১)।

অগ্নি পুরাণে উক্ত হইয়াছে :

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম সনাতনমজং বিভুম্।
বেদান্তেষু বদন্ত্যেকং চৈতন্যং জ্যোতিরীশ্বরম্॥
আনন্দঃ সহজস্তস্য ব্যজ্যতে স কদাচন।
ব্যক্তিঃ সা তস্য চৈতন্যচমৎকাররসাহ্বয়া॥ ৩৩৯।১-২

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন : চমৎকারশ্চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্য্যায়ঃ। সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

জগন্নাথ রসগঙ্গাধর গ্রন্থে বলেন—লোকোত্তরত্বং চাহ্লাদগতঃ চমৎকারত্বাপরপর্যায়ঃ অনুভবসাক্ষিকো জাতিবিশেষঃ। পৃঃ ৪ ৫;

বিশ্বেশ্বর তাহার চমৎকারচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন :

চমৎকারস্তু বিদুষামানন্দপরিবাহকৃৎ। গুণং রীতিং রসং বৃত্তিং পাকং শয্যাংমলংকৃতিম্। সপ্তৈতানি চমৎকার-কারণং ব্রুবতে বুধাঃ॥ ইণ্ডিয়া অফিস পুঁথি নং ৩৯৬৬।

হরিপ্রসাদ তাহার 'কাব্যলোক' গ্রন্থে চমৎকারকে কাব্যের আত্মা বলিয়াছেন—

'বিশিষ্টশব্দরূপস্য কাব্যস্যাত্মা চমৎকৃতিঃ।
উৎপত্তিভূমিঃ প্রতিভা মনাগত্রোপপাদিতম্॥'

এবিষয়ে বিশেষ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : ভি. রাঘবন, Studies on some concepts of the Alaṁkāra Śāstra, ২৬৮-২৭১; R. Gnoli, The aesthetic experience according to Abhinavagupta. Introduction, XLV-XLVII.

২। সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ॥
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ সাহিত্যদর্পণ, ৩।২-৩

মানবচিত্তের রতি প্রভৃতি আন্তর বৃত্তির উদ্বোধনে রমণীয় হইয়া উঠে। বিভাবাদি রত্যাদির উদ্বোধনের হেতু।[১]

সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে রসকে মানস বিকার বলিয়াছেন। এই মানস বিকার বাহ্যিক বিভাব প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় ও উৎকর্ষ লাভ করে—

অনুকারতয়া নাট্যে ক্রিয়মাণা নটাদিভিঃ।
সামাজিকৈস্তু রস্যন্তে যস্মাত্ তস্মাদ্রসাঃ স্মৃতাঃ॥
ন দ্রব্যং ন চ সামান্যং ন বিশেষো গুণো ন চ।
ন কর্ম সমবায়ো ন ন পদার্থান্তরঞ্চ সঃ॥
বিকারো মানসো যস্তু বাহ্যার্থালম্বনাত্মকঃ।
বিভাবাদ্যাহিতোত্কর্ষো রস ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥[২]

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন বিভাবাদির দ্বারা অভিব্যক্ত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবই রস।[৩] অভিব্যক্ত অর্থাৎ রূপান্তরিত। দুগ্ধ যেরূপ দধিতে রূপান্তরিত হয় বিভাবাদির সহযোগিতায় স্থায়িভাবও সেইরূপ রূপান্তর লাভ করে অর্থাৎ বিশিষ্ট আন্তরবৃত্তিত্ব ত্যাগ করিয়া চিদানন্দ চমৎকারে পরিণত হয়। তণ্ডুল যেরূপ পাক বশতঃ ওদন আখ্যা লাভ করে আস্বাদন হেতু স্থায়িভাব ও সেইরূপ রস আখ্যা লাভ করে। সুতরাং রস ও স্থায়িভাব অভিন্ন।[৪]

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মতে বিভাবাদিসমূহ মিলিত হইয়া একটি অলৌকিক মানস ব্যাপার সৃজন করে যাহার ফলে তৎকালের জন্য সামাজিকের স্বরূপানন্দের অজ্ঞানরূপ আবরণ অপসারিত হয় এবং তাহার পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধ বিলুপ্ত হয়। এইরূপে স্বয়ং প্রকাশিত সত্যভূত নিজ স্বরূপানন্দের সহিত সামাজিক পূর্ব হইতে চিত্তে স্থিত রতি প্রভৃতি ভাবগুলি আস্বাদন করেন। আনন্দ সম্বলিত রতি প্রমুখ স্থায়িভাবের আস্বাদন রসপদবাচ্য।[৫]

১। শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুচিতপ্রাগ্বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ। লোচন, ৫১।

২। ভাবপ্রকাশ, ন, ২য় অধিকার পৃঃ ৩৭।

৩। বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্ত সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্। সাহিত্যদর্পণ, ৩।১।

৪। রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ কাব্যোপস্থাপিতবিভাবাদিযোগেন রূপান্তরপরিণতশ্চিদানন্দচমৎকারস্বরূপং প্রাপ্তঃ (বিবৃতি টীকা, সাহিত্যদর্পণ, ৭৬)। যথা পাকসম্বন্ধেন ওদনরূপং প্রাপ্তস্তণ্ডুল ওদনত্বেন ব্যবহ্রিয়তে তথা প্রতীতিসম্বন্ধেন রসরূপং প্রাপ্তা সামাজিকবাসনা রসত্বেন ব্যবহ্রিয়তে। বিবৃতি টীকা, সাহিত্যদর্পণ, ৭৬।

৫। (আলম্বন কারণৈঃ...উদ্দীপনকারণৈ...কার্য্যৈঃ সহকারিভিশ্চ) সম্ভূয় প্রাদুর্ভাবিতেনালৌকিকেন ব্যাপারেণ তৎকালনিবর্ত্তিতানন্দাংশাবরণাজ্ঞানেনাত এব প্রমুষ্টপরিমিতপ্রমাতৃত্বাদিনিজধর্মেণ প্রমাত্রা স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজস্বরূপানন্দেন সহ গোচরীক্রিয়মাণঃ প্রাগ্বিনিবিষ্টবাসনাত্মরত্যাদিরেব রসঃ। রসগঙ্গাধর, ১ম আনন, ৫৩।

কবি রচিত কাব্য জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের রতি প্রভৃতি ভাবের কারণ ও কার্য এই অলৌকিক কাব্য জগতে অলৌকিক বিভাব ও অলৌকিক অনুভাবে পরিণত হইয়া মানবচিত্তের রতি প্রভৃতি ভাবকে রসে পরিণত করে। চিত্তগত ভাবসমূহ সর্বদাই লৌকিক, স্থূল বিষয় হইতে তাহাদের উৎপত্তি হয় বলিয়া। কিন্তু ইহারা যখন রসে পরিণত হয় তখন তাহাদের লৌকিকত্ব তিরোহিত হইয়া যায়, লৌকিক জগতের কার্যকারণ সম্বন্ধের ও অবসান ঘটে। সেইজন্য লৌকিক শোক দুঃখাদিও কাব্যে অলৌকিক আনন্দে পর্যবসিত হয়।[১]

রসসম্ভূত-আনন্দ লৌকিক আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট। সেইজন্য রসানুভবকালে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় গুলির ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় ও হৃদয় এক অবির্বচনীয় ভাবে সমাহিত হইয়া থাকে।[২]

রস পরমাহ্লাদ স্বরূপ বলিয়া সর্ববিধ কাব্যকে রমণীয় মাধুর্যে মণ্ডিত করে।[৩]

বলা হইয়াছে যে রসের স্পর্শে কাব্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। সেই জন্য রস কাব্যের আত্মতুল্য।[৪]

মধুহীন শতদল সৌন্দর্যে নয়ন মুগ্ধ করিলেও যেমন চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না সেইরূপ রসবর্জিত কাব্য সুশ্রাব্য হইলেও চিত্তহারী নহে। মুনি ভরত তাই বলিয়াছেন—

'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে।'

কাব্যরস ও নাট্যরস।

মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যরস লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, কাব্যরস সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। তথাপি তিনি যে স্বীকার করিতেন যে রস নাট্যের ন্যায় কাব্যের ও মাধুর্যবিধায়ক তাহা তাহার 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে', এই উক্তি হইতে অনুমান করা যায়। নাট্য ও কাব্য একটি সাহিত্যবৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটি কুসুম। যে রস নাট্যকে সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদী করিয়া তুলে তাহা যে কাব্যে থাকিবে না ইহা অতি বিস্ময়কর। তাই পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ নাট্যরসকে কাব্যরসরূপে গ্রহণ

১। হেতুত্বং শোকহর্ষাদেঃ গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ॥
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সংজায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৮-৩৯।

২। বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্।
স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ। অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৭০।

৩। পরমাহ্লাদাবিনাভাবিতয়া প্রতীয়মানঃ প্রপঞ্চেঽস্মিন্ রসো রমণীয়তামাবহতি। রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, ৮৩।

৪। রসাদ্যধিষ্ঠিতং কাব্যং জীবদ্রূপতয়া যতঃ।
কথ্যতে তদ্রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্॥ উদ্ভটের কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহের লঘুবৃত্তি টীকায় উল্লিখিত, পৃঃ ৮৩।

করিয়াছেন। ভামহ, দণ্ডী, বামন, রুদ্রট প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ যদিও অভিনবগুপ্তাদির ন্যায় রসতত্ত্ব লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই তথাপি রসকে কাব্যে অপরিহার্যরূপে মানিয়া লইয়াছেন। ভামহ কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

চতুর্বর্গাভিধানেঽপি ভূয়সার্থোপদেশকৃৎ।
যুক্তং লোকস্বভাবেন রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক্॥[১]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে রসান্বিত কাব্যই মধুর।[২]

দণ্ডীর মতে রসবৎ, প্রেয়ঃ ও উর্জস্বি এই ত্রিবিধ অলংকাররূপে রস কাব্যকে রমণীয় করে। কাব্যের মাধুর্যগুণ যাহা কাব্যাস্বাদনলিপ্সুর চিত্ত অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলে, তাহা কবিবাণীর রসোজ্জ্বল স্বরূপমাত্র।[৩]

'রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা', 'ক্রোধো রৌদ্রাত্মতাং গতঃ' ইত্যাদি দণ্ডিকৃত উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কাব্যপাঠের দ্বারা সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রতি, ক্রোধ ইত্যাদি স্থায়িভাবগুলি যে শৃঙ্গারাদি রসে পরিণতি লাভ করে তাহা দণ্ডীর অবিদিত ছিল না। রসের সহিত কাব্যের সম্বন্ধ রুদ্রট মানিতেন। তিনি কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে শৃঙ্গারাদি ভরতোক্ত প্রাচীন আটটি রসের সহিত প্রেয়ঃ ও শান্ত নামক দুইটি রস যোগ করিয়া দশটি রসকে কাব্যের মাধুর্যবিধায়করূপে গ্রহণ করিষাছেন।[৪]

বামনও রসকে কাব্যে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে কাব্যের দীপ্তিরসবত্তাই কান্তিগুণ।[৫] উদ্ভট কাব্যে রসবৎ অলংকাররূপে রসের স্থিতি মানিয়া লইয়াছেন।

এই সকল আলংকারিকগণ কাব্য ও নাট্য ভেদে রসের ভেদ প্রসঙ্গে কোন কথা বলেন নাই। কাব্যে রসের প্রাধান্য আভাসে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন তাহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন :

রসভাবতদাভাসতৎপ্রশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ॥[৬]

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় উদ্যোতে আনন্দবর্ধন স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে বৃত্তি রস সম্পর্কে

১। কাব্যালঙ্কার, ১।২১।

২। স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং বাক্যার্থমুপভুঞ্জতে।
প্রথমালীঢ়মধবঃ পিবন্তি কটুভেষজম্॥ কাব্যালংকার, ৫।৩।

৩। মধুরং রসবদ্ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনৈব মধুব্রতাঃ॥ কাব্যাদর্শ, ১।৫১।

৪। শৃঙ্গারবীরকরুণা বীভৎসভয়ানকাদ্ভুতা হাস্যঃ।
রৌদ্রঃ শান্তঃ প্রেয়ানিতি মন্তব্যা রসাঃ সর্বে॥ কাব্যালঙ্কার, ১২।৩।

৫। দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ। কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি, ৩।২।১৫।

৬। ধ্বন্যালোক, ২।৩।

২

সন্নিবেশিত হইলেই কাব্য ও নাট্যের সৌন্দর্য বর্ধন করে। রস কাব্য ও নাট্যের প্রাণ স্বরূপ, ইতিবৃত্ত উহাদের শরীর তুল্য।[১] আনন্দবর্ধনের উক্তি হইতে অনুমান করা যায় যে কাব্য ও নাট্যভেদে রসের কোন প্রকারভেদ তিনি স্বীকার করিতেন না। তাহা না হইলে এই প্রসঙ্গে কোন কথা তিনি এস্থলে ব্যক্ত করিতেন। মানবচিত্তে বাসনা-রূপে স্থিত রতি প্রভৃতি অন্তরপ্রবৃত্তি যখন উদ্বোধিত হয়, তখন এই উদ্বোধিত অন্তঃ-প্রবৃত্তির চর্বণা জনিত যে আলৌকিক আনন্দ সংমিশ্র হৃদয়ানুভূতি সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত আচ্ছন্ন করে তাহাই রস। অন্তঃপ্রবৃত্তির উদ্বোধন যেমন নাটকীয় দৃশ্যদর্শনে ঘটে তেমনি রম্যকাব্যপাঠেও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং নাট্যরস ও কাব্যরসে কোন ভেদ থাকা সম্ভব নহে। বোপদেব স্ববিরচিত মুক্তাফল গ্রন্থের হেমাদ্রির নামে প্রচলিত কৈবল্যদীপিকা টীকায় বলিয়াছেন, শ্রোতা বা দর্শকদের চিত্তে যে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব বিদ্যমান থাকে তাহাই কাব্যোপাত্ত বা অভিনয়োপদর্শিত বিভাবাদির দ্বারা আস্বাদিত হইলে অখণ্ড আনন্দসংবিদে পর্যবসিত হইয়া রস আখ্যা লাভ করে। সামাজিক রস আস্বাদন করেন বলিয়া রসিক। কাব্য আনন্দসংবিদ্‌কে উন্মেষিত করে বলিয়া, কাব্যকে রসবৎ বলা হয়।[২]

আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীবিবৃতিতে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া কাব্যরস ও নাট্যরসের একাত্মতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রস শুধু যে নাট্যে আছে তাহা নহে, উহা কাব্যেও বর্তমান। কাব্যার্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষতুল্য জ্ঞানের উদয় হইলে রসের উন্মেষ হয়। বস্তুতঃ কাব্য নাটকের ন্যায় অনুভূত না হইলে কাব্যাস্বাদন সম্ভব হয় না। বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে বর্ণিত চন্দ্র, কান্তা, উদ্যান ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হইয়া বিভাবাদিতে পরিণত হয়। কাহারও মতে কাব্যে গুণালংকারাদি জন্য সৌন্দর্যের দ্বারা কাব্যে রসাস্বাদন সুকর হইয়া উঠে। আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে কাব্য নাট্য-স্বভাবাপন্ন। উহা উপযুক্ত ভাষা, বৃত্তি, কাকু, নেপথ্য ইত্যাদির দ্বারা রসবত্তা প্রাপ্ত হয়।[৩]

১। বৃত্তয়ো হি রসাদিতাৎপর্যেণ সন্নিবেশিতাঃ কামপি নাট্যস্য কাব্যস্য চ ছায়ামাবহন্তি। রসাদয়ো হি দ্বয়োরপি তয়োর্জীবভূতাঃ। ইতিবৃত্তাদি তু শরীরভূতমেব। ধ্বন্যালোক, ৪০১।

২। বিভাবাদিভিঃ কাব্যোপাত্তৈঃ অভিনয়োপদর্শিতৈ র্বা শ্রোতৃপ্রেক্ষকাণামন্তর্বিপরিবর্ত্তমানো রত্যাদিস্থায়ী স্বাদগোচরতাং নির্ভরানন্দসংবিদাত্মতাং নীয়মানো রসস্তেন রসিকাঃ সামাজিকাঃ। কাব্যন্ত তথাবিধানন্দসংবিদুন্মীলন-হেতুত্বেন রসবৎ, আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ।

মুক্তাফল, ১১।১ শ্লোকের টীকা।

৩। নাট্যাৎ সমুদায়রূপাদ্রসা যদি বা নাট্যমেব রসাঃ রসসমুদায়ো হি নাট্যম্। ন নাট্যে এব রসাঃ, কাব্যেঽপি, নাট্যায়মান এব রসঃ কাব্যার্থবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে রসোদয় ইত্যুপাধ্যায়াঃ। যদাহুঃ কাব্যকৌতুকে প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভব ইতি, 'বর্ণনোৎকলিকাভোগপ্রৌঢ়োক্ত্যা সম্যগর্পিতাঃ। উদ্যানকান্তচন্দ্রাদ্যা ভাবাঃ প্রত্যক্ষবৎ স্ফুটা ইতি। অন্যে তু কাব্যেঽপি গুণালঙ্কারসৌন্দর্য্যাতিশয়কৃতং রসচর্বণম্ আহুঃ। বয়ং তু ক্রমঃ কাব্যং তাবন্মুখ্যতো দশরূপকাত্মকমেব। তত্র হি উচিতৈঃ ভাষাবৃত্তিকাকুনেপথ্যপ্রভৃতিভিঃ পূর্য্যতে চ রসবত্তা।

অভিনবভারতী, ২৯১-২৯২।

অভিনবগুপ্তের প্রতিধ্বনি করিয়া বামনাচার্য বলিয়াছেন—কথা, আখ্যায়িকা ও মহাকাব্য দশরূপকের রূপান্তরিত অবস্থা। অর্থাৎ নাট্যস্বভাবাপন্ন হইলেই কাব্য কাব্যত্ব লাভ করে[১]। সুতরাং বামনের মতে কাব্যরস ও নাট্যরস অপৃথক্।

আচার্য মম্মট ও কাব্যরস ও নাট্যরসের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন নাই। কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে প্রাকৃত জগতে মানব চিত্তের রতি প্রভৃতি অন্তঃ প্রবৃত্তির যাহা কারণ, কার্য ও সহায় তাহাই রসশাস্ত্রে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব নামে সুপরিচিত। ইহাদের সহযোগিতায় রতি প্রভৃতি উদ্বোধিত ও আস্বাদিত হইয়া রসে পর্যবসিত হয়।[২]

সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা কবিরাজ বিশ্বনাথ, রসগঙ্গাধররচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজগন্নাথ প্রমুখ নব্য আলংকারিকগণ কাব্যের ও নাট্যের রসকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। অন্যথা রসসংজ্ঞা নিরূপণ কালে তাঁহারা এই ভেদটি ব্যক্ত করিতেন।

নাট্যরস ও কাব্যরসে বস্তুতঃ জাতিগত কোন ভেদ না থাকিলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে উহাদের প্রকৃতিগত ভেদ অনুভব করিতে পারা যায়। কাব্যরস ও নাট্যরসের চর্বণা বা আস্বাদন যে সর্বথা এক নহে তাহা সকল বিদগ্ধ রসিক অনুভব করিতে পারেন। ইহার কারণ প্রাচীন আলংকারিকগণ কাব্যকে নাট্যস্বভাবাপন্ন বলিলেও[৩] কাব্য ও নাট্যের মধ্যে ভেদ আছে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধপ্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন 'যখন হৃদয় কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি, শোক কি, ভয় কি, যাহাই হউক, তাহার সমুদয় অংশ কখনও ব্যক্ত হয় না, কতকটা ব্যক্ত হয়, কততটা ব্যক্ত হয় নাই। যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া ও কথা নাট্যকারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে। ব্যক্তব্য অব্যক্তব্য উভয়ই তাহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।'

১। দশরূপকস্যৈব হি ইদং সর্ব্বং বিলসিতং যত্নুত কথাখ্যায়িকে মহাকাব্যমিতি !
কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ, ১।৩।৩২।

২। কারণান্যথ কার্য্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেত্ কাব্যনাট্যয়োঃ॥
বিভাবা অনুভাবাস্তত্ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ স তৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ॥ কাব্যপ্রকাশ, ৪।২৭-২৮।

৩। কাব্যং চ নাট্যমেব। অভিনবভারতী, ২৯২।

কাব্য ও নাটকের ভেদ হেতু কাব্যগত ও নাট্যগত রসের ও ভেদ আছে। রস অভিব্যক্ত স্বরূপ বলিয়া অভিনয়দর্শন অপেক্ষা কাব্যপাঠে রসচর্বণা অনেক বেশী। বোপদেব মুক্তাফলের কৈবল্যদীপিকা টীকায় বলিয়াছেন যে অভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শিত হইলেও কাব্যে রস অধিক পরিমাণে আস্বাদিত হয়। কাব্যাস্বাদনের যদিও উপায় দুইটি, কবির কাব্য ও অভিনয়, তথাপি বস্তুগত শক্তিমহিমা হেতু প্রথম উপায়টি গরীয়ান্।[১]

এইজন্য ভোজদেব অভিনেতা অপেক্ষা কবিকে, অভিনয় অপেক্ষা কাব্যকে প্রশস্ততর মনে করিতেন।[২]

কাব্যরস অভিধ্যানের দ্বারা আস্বাদন করিতে হয়, অর্থাৎ উহা কাব্য পাঠ বা শ্রবণজনিত বিশেষ চিন্তন বা অভিধ্যানকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানগোচরতা প্রাপ্ত হয়। নাট্যরস অভিনয় দর্শনের দ্বারা জ্ঞান গোচরতা লাভ করে। শান্ত, বাৎসল্য, ভক্তি ও নানাবিধ প্রাসঙ্গিক রস অভিনয়ের দ্বারা ব্যক্ত হয় না।[৩] উহারা চিন্তনের সাহায্যে আস্বাদিত হয়।

১। অভিনয়ৈরুপদর্শ্যমানাদপি সন্দর্ভৈঃ সমর্প্যমাণো রসোঽতিস্বদতে।
অতত্রবোক্তম্ঃ

কবিবাগভিনেয়ঞ্চ তদুপায়ো দ্বিধেষ্যতে।
বস্তুশক্তিমহিম্না তু প্রথমোঽত্র বিশিষ্যতে॥

মুক্তাফল ১১।১ শ্লোকের টীকা, ১৮৭।

২। অতঃ অভিনেতৃভ্যঃ কবীন্ এব বহুমন্যামহে, অভিনয়েভ্যশ্চ কাব্যমেব ইতি।

শৃঙ্গার প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ।

৩। শান্ত রস—ইহার স্থায়িভাব শম। মম্মটের মতে নির্বেদ।
'নির্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ। কাব্যপ্রকাশ, ৮৯।

ইহার বিভাব তত্ত্বজ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি; যম, নিয়ম, অধ্যাত্মজ্ঞান প্রভৃতি অনুভাব; নির্বেদ, স্মৃতি ধৃতি প্রভৃতি ইহার ব্যাভিচারিভাব।

"অথ শান্তো নাম সমস্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্তকঃ। স তু তত্ত্বজ্ঞানবৈরাগ্যাশয়শুদ্ধ্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুত্পদ্যতে। তস্য যমনিয়মাধ্যাত্মধ্যানধারণোপাসনসর্বভূতদয়ালিঙ্গ-গ্রহণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিণশ্চাস্য নির্বেদস্মৃতিধৃতিসর্বাশ্রমশৌচস্তম্ভরোমাঞ্চাদয়ঃ। নাট্যশাস্ত্র, ৩৩৩-৪।

বাৎসল্য—ইহার স্থায়িভাব বাৎসল্য রতি, শিশুর কৌমার, শৈশব চাপল্য প্রভৃতি বিভাবা, শিরশ্চুম্বন, হস্তদ্বারা অঙ্গ স্পর্শ, লালন প্রভৃতি অনুভাব, গর্বহীনতা ইহার ব্যভিচারিভাব।

"কৌমারাদিবয়োরূপবেশাঃ শৈশবচাপলম্।
জল্পিতস্মিতশীলাদ্যা বুধৈরুদ্দীপনাঃ মতাঃ॥ ৮
অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং কারেণাঙ্গাভিমার্জনম্॥ ২১
... ...
চুম্বশ্লেষৌ তথাহ্বানং নামগ্রহণপূর্বকম্।
উপালম্ভাদয়শ্চাত্র মিত্রৈঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২২
তত্রাপস্মাররহিতাঃ প্রীতোক্তাঃ ব্যভিচারিণঃ ॥২৪
সম্ভ্রমাদিচ্যুতা যা স্যাদনুকম্প্যেঽনুকম্পিতুঃ।
রতিঃ সৈবাত্র বাৎসল্যম্ স্থায়িভাবো নিগদ্যতে॥ ২৫

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম বিভাগ, চতুর্থ লহরী।

ভক্তিরস—কৃষ্ণবিষয়িনী রতি বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হইয়া ভক্ত কর্তৃক আস্বাদিত হইলে ভক্তিরসে পরিণত হয়।

এই রসগুলিকে যথার্থ নাট্যরস বলা চলে না। দশরূপকে ধনঞ্জয় বলিয়াছেন :

শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টি র্নাট্যেষু নৈতস্য ॥[১]

ইহার টীকায় ধনিক বলিয়াছেন—'সর্বথা নাটকাদৌ অভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বমস্মাভিঃ শমস্য নিষিধ্যতে'।

ধনিক ও ধনঞ্জয়ের মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে শান্ত ও বাৎসল্য প্রমুখ রস নাটকোপযোগী নহে, উহারা কেবল মাত্র শ্রব্যকাব্যেরই রস।

সুতরাং নাট্যরস ও কাব্যরস সর্বথা এক নহে। কাব্যরস নাট্যরস অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৈচিত্র্যযুক্ত, ব্যাপক ও সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদী।

রসের উপকরণ।

বিভাব :—রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে কতগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয় যেমন বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব বা সঞ্চারিভাব। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহযোগে স্থায়িভাব আস্বাদিত হইয়া রসে পরিণতি লাভ করে।[২] যাহাকে অবলম্বন করিয়া রত্যাদি অন্তঃ প্রবৃত্তি উদ্বোধিত ও বিকশিত হইয়া উঠে তাহাই বিভাব। মুনি বিভাব শব্দকে নিমিত্তপর্যায়ক বলিয়াছেন—'বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্যায়াঃ' (নাঃ শাঃ, ৩৪৭)।

ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে বিভাব বাগভিনয়াত্মক অর্থকে সূচিত করে।[৩]

যে সকল পূর্বানুভূত সূক্ষ্ম অনুভূতি মানবের অবচেতন মনের স্তরে স্তরে সুপ্তভাবে বিরাজ করে, বিভাব সেই অনুভূতিগুলিকে জাগ্রত ও বিকশিত করে। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ এই কথাটিই প্রকাশ করিয়াছেন—'রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ'।

অথাস্যাঃ কেশবরতেঃ লক্ষিতায়া নিগদ্যতে।
সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা ॥ ৪
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ ॥
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ৫

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী।

ভগবান্ ইহার আলম্বন বিভাব, তুলসী চন্দন ইহার উদ্দীপন বিভাব, ইহার অনুভাব অধ্যাত্মধ্যান, যম, নিয়ম নাম সংকীর্তন প্রভৃতি, ও ইহার ব্যভিচারী ভাব রোমাঞ্চ হর্ষ প্রভৃতি।

১। দশরূপক ৪।৩৫।

২। বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ। নাট্যশাস্ত্র, ২৭৪।

৩। বহবোঽর্থা বিভাব্যন্তে বাগঙ্গাভিনয়াশ্রয়াঃ।
অনেন যস্মাৎ তেনায়ং বিভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ ভাবপ্রকাশন, ৩৮।

সহৃদয় সামাজিকগত রত্যাদিভাব বিভাবের দ্বারা আস্বাদগোচরতা প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে।[১] ঠিক এই কথাটিই অগ্নি পুরাণে শুনিতে পাই।[২]

বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাকে আশ্রয় করিয়া রত্যাদি ভাব উদ্বোধিত হইয়া রসে পরিণত হয় সেই নায়ক, নায়িকা প্রভৃতি আলম্বন বিভাব। যে অনুকূল পরিবেশ বা বস্তু রত্যাদিভাবকে উদ্দীপিত করে তাহা উদ্দীপন বিভাব, যথা নায়কের ও নায়িকার রূপ সৌন্দর্য, গুণ, মাল্য, চন্দন, জ্যোৎস্না, বিহগকূজন ইত্যাদি।[৩]

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখিয়া তাহার অনিন্দ্য তনুলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার অন্তরে শকুন্তলার প্রতি অনুরাগ উদিত হইয়াছে সখীদের মুখ হইতে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শকুন্তলা কুলপতি কণ্বের পালিতা কন্যা বলিয়া ক্ষত্রিয়-বিবাহ-যোগ্যা জানিতে পারিয়া শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের অনুরাগ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দুষ্মন্তগত রতিভাবের আলম্বন বিভাব শকুন্তলা এবং তাহার অনুপম তনুসৌন্দর্য ও সখীকথিত তাহার জন্মবৃত্তান্ত উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব—হৃদয়ের ভাবসমুদ্র যখন কোন কারণে উদ্বেলিত হইয়া উঠে তখন তাহার তরঙ্গাবেগের বিপুল উচ্ছ্বাস অন্তরে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। চিত্তের সীমা লঙ্ঘন করিয়া উহা ছড়াইয়া পড়ে অঙ্গে অঙ্গে। গোপন কথাটি আর গোপন রহে না। ভাবোন্মত্ত চিত্তের এই বহিরভিব্যক্তি অনুভাব।[৪]

অনুভাব চিত্তস্বভাবগুলিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলে। ইহা চিত্তভাবের অনুযায়ী বিকার মাত্র: 'অনুভাবো বিকারস্তু ভাবসংসূচনাত্মক:' (দশরূপক, ৪।৩)। ভাবপ্রকাশন গ্রন্থেও এই কথাই বলা হইয়াছে—

বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যস্মাদর্থোঽনুভাব্যতে।
সর্বাঙ্গোপাঙ্গসহিতঃ সোঽনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ॥ (পৃ: ৩৮)

শকুন্তলার বিরহে দুষ্মন্ত ব্যথিত। নিয়ত অনুতাপবহ্নিতে চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। তিনি চিরাভ্যস্ত প্রসাধন ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বাম প্রকোষ্ঠে একটি মাত্র কাঞ্চনবলয়,

---

১। বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে, সামাজিকরত্যাদিভাবা এভিরিতি বিভাবা উচ্যন্তে।
সাহিত্য দর্পণ, ৩।৬৩।

২। বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকাঃ। অগ্নিপুরাণ, ৩৯।৩৫-৩৬।

৩। আলম্বনস্তদেব স্যাৎ স্থায়িনামাশ্রয়ো হি যৎ।
যত্তানেবোদ্দীপয়তি তদুদ্দীপনমিষ্যতে।
এভিরেব ব্যঞ্জকৈস্তু ত্রিভিরুদ্রেকমাগতৈঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৬২।

৪। শ্রী রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন:
অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধিকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ ... ... ॥
দক্ষিণ বিভাগ, ২য় লহরী, ১।

অধর উষ্ণশ্বাসে রক্তিম বর্ণ, নিদ্রাহীনতায় নয়নও তাম্রবর্ণ।[১] বিরহার্ত দুষ্যন্তের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের ভাবলহরী প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে প্রসাধনত্যাগে, শ্বাসোপরক্ত অধরে, চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নে। এইগুলি দুষ্যন্তগত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের অনুভাব।

হৃদয়গত ভাবসমুদায়ের বিকাশের হেতু বিভাব ও তাহার কার্য অনুভাব। তাই সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা অনুভাবকে কার্যপর্য্যায়ক বলিয়াছেন।[২]

অনুভাবের সাহায্যে বাগঙ্গসত্ত্বোপেত ত্রিবিধ অভিনয় অনুভাবিত, অর্থাৎ অনুভবযোগ্য হইয়া উঠে।[৩]

হৃদয়গত ভাবানুভূতির মৃদুতা, তীব্রতা ইত্যাদি বৈচিত্র্য অনুসারে বহিরভিব্যক্তিরও বিচিত্রতা অনুভূত হয়। সুতরাং অনুভাব সামান্য দেহ-বিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ-বিলয় পর্যন্ত হইতে পারে। আলঙ্কারিকগণ অনুভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে উহাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

সাহিত্যদর্পণ রচয়িতা বিশ্বনাথের মতে অনুভাব ত্রিবিধ—অঙ্গজাদি অলঙ্কার, সাত্ত্বিক ভাব ও চেষ্টা।[৪] উজ্জ্বলনীলমণির মতে অনুভাব ত্রিবিধ—অলঙ্কার, উদ্‌ভাস্বর ও বাচিক।[৫] রসার্ণবসুধাকরে অনুভাব চতুর্বিধ। মম্মটভট্ট অনুভাবের কোন শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্টবিধ[৬] সাত্ত্বিক ভাবকে ভাবোন্মত্ত হৃদয়ের বহিরভিব্যক্তি বলিয়া আলঙ্কারিকগণ অনুভাব পর্যায়ে স্বীকার করিয়াছেন। তবে অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভেদ আছে। সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত চিত্তের বহিরভিব্যক্তি সাত্ত্বিক ভাব।[৭]

১। প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধি র্বামপ্রকোষ্ঠার্পিতং
বিভ্রৎ কাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়ন স্তেজোগুণাদাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোহপি নালক্ষ্যতে ॥ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৬।৬।

২। উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ র্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্ ॥
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোহনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥ ৩।১৩২-১৩৩।

৩। অনুভাব ইতি কস্মাৎ, উচ্যতে, অনুভাব্যতেহনেন বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোহভিনয় ইতি।
নাট্যশাস্ত্র, ৩৪৮, ৭।৬ বৃত্তি।

৪। উক্তাঃ স্ত্রীণামলংকারা অঙ্গজাশ্চ স্বভাবজাঃ ॥
তদ্রূপাঃ সাত্ত্বিকা ভাবা স্তথা চেষ্টাঃ পরা অপি। সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৩৩-১৩৪।

৫। অনুভাবাস্ত্বলংকারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভি স্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ উজ্জ্বলনীলমণি, ৪৯৬।

৬। স্তম্ভঃ স্বেদোহথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ৌ ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৩৫-১৩৬।

৭। সত্ত্বমাত্রোদ্ভবত্বাত্তে ভিন্না অপ্যনুভাবতঃ। সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৩৫।
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে।
নিবৃত্তয়েহস্য তদ্যোগাৎ প্রভবন্তীতি সাত্ত্বিকাঃ ॥ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।২০।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামী অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবের এই সূক্ষ্ম ভেদটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া চিত্ত প্রাণে নিজেকে অর্পিত করে ও প্রাণ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া দেহকে বিক্ষোভিত করে। এইরূপ দেহবিক্রিয়া সাত্ত্বিক ভাব। সুতরাং সাত্ত্বিক ভাবে চিত্ত পরোক্ষভাবে দেহে বিক্রিয়া উৎপাদন করে, অনুভাব প্রত্যক্ষভাবে উহা করিয়া থাকে।[১] স্বভাবজ অলঙ্কার লীলাদি অষ্টাদশ প্রকার। অঙ্গজ অলঙ্কার ত্রিবিধ, হাব, হেলা ও ভাব। চেষ্টা নায়ক বা নায়িকার নেত্রবিক্ষোভ প্রভৃতি। স্বভাবজ অলঙ্কার-সমূহ, চেষ্টা সমূহ ও অঙ্গজ অলঙ্কারের মধ্যে হাব ও হেলা প্রত্যক্ষ দেহ বিকার বলিয়া অনুভাব পর্যায়ে সহজেই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ভাব দেহের বিকার নহে। ইহা নির্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া।[২] অতএব কিরূপে বহির্বিক্রিয়া স্বরূপ অনুভাবের অবান্তর ভেদ অঙ্গজ অলঙ্কারের মধ্যে চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া স্বরূপ ভাব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে? উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন:

কিরূপে ভাব অনুভাব পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, যেহেতু সে বহির্বিকার নহে। বহির্বিকার অন্তরের ভাবকে প্রকাশিত করে। অনুভাব চিত্তস্থ ভাবের অববোধক এইরূপ কথিত আছে। ইহা সত্য। যেরূপ স্তম্ভ স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবগুলি অনুভাবপদবাচ্য, সেইরূপ ভাব হাব ইত্যাদি অঙ্গজ অলঙ্কারগুলিও যুগপৎ অন্তর্বিকার ও বহির্বিকার উৎপাদন করে বলিয়া অনুভাবপদবাচ্য হইতে পারে। নির্বিকার চিত্তে রত্যাখ্য ভাবের উদয় হইলে যে প্রথম বিক্রিয়া দেখা যায় তাহা যেমন দেহের তেমন চিত্তেরও বটে।[৩]

চিত্তের যে কোন বিকৃতির অভিব্যক্তি হয় দেহের বিকারে। ভাবপদবাচ্য এইরূপ অন্তর্বহির্বিকার যে অনুভাবপদবাচ্য হইতে পারে ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ব্যভিচারিভাব—নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত বলিয়াছেন: 'ব্যভিচারিণ ইতি কস্মাৎ, উচ্যতে—বি অভি ইত্যেতাবুপসর্গৌ। চর ইতি গত্যর্থে ধাতুঃ। বিবিধম্ আভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ'। (নাট্যশাস্ত্র, ৩৫৬)

যে চিত্তস্থ ভাবসমূহ রত্যাদি স্থায়িভাবের সহচারী তাহারা ব্যভিচারিভাব বা সঞ্চারিভাব নামে পরিচিত। দিগন্তপ্রসারী সাগরবক্ষে তরঙ্গ মালা উদিত ও তিরোহিত হয়। তরঙ্গ মালার এই উদয় ও বিলয় সাগরের সৌন্দর্য বর্ধন করে। ব্যভিচারিভাবসমূহ সেইরূপ

১। চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্॥ — দক্ষিণ বিভাগ, তৃতীয় লহরী, ১১।

২। নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া। — সাহিত্যদর্পণ, ৩।৯৩।

৩। ননু তর্হি কথমস্যানুভাবত্বং বহির্বিকারস্যৈব ভাববোধকত্বে সম্ভবাৎ। যদুক্তম্, অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ ইতি, সত্যম্। সাত্ত্বিকানাং স্তম্ভস্বেদানুভাবত্বাদীনামিবৈষাং ভাবহাবাদীনামপি চিত্তস্য যুগপদন্তর্বহির্বিকাররূপত্বমনুভাবত্বঞ্চ।......চিত্তে নির্বিকারাত্মকে সতি রত্যাখ্যভাবোদয়াদ্যা প্রথমবিক্রিয়া অর্থাৎ চিত্তস্য যথাসম্ভবং তনোশ্চ...ইতি। — অনুভাবপ্রকরণ, ৫৮ শ্লোকের উপর আনন্দচন্দ্রিকা টীকা।

স্থায়িভাবসমুদ্রে উদিত হইয়া স্থায়িভাবকে রসে পরিণতি লাভে সাহায্য করিয়া পুনরায় তিরোহিত হইয়া যায়।[১]

ব্যভিচারি ভাবগুলির আবির্ভাব ও বিলয় রসে বৈচিত্র্য সৃজন করে।[২] স্থায়িভাব যাহা আন্তরবৃত্তিরূপে চিত্তে বিরাজ করে তাহা ব্যভিচারিভাবের দ্বারা সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হয় এবং এই ব্যভিচারিভাবই অনুভাবের উদয় ঘটায়।[৩]

অলঙ্কারশাস্ত্রে গ্লানি, লজ্জা, অসূয়া, বিষাদ প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যভিচারি ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ব্যভিচারি ভাবগুলি যদিও সাধারণতঃ স্থায়িভাবের উপকারক ('উপকর্তুমায়ান্তি স্থায়িনং রসমুত্তমম্') তথাপি প্রতিকূল স্বভাবাপন্ন ব্যভিচারি-ভাবসমূহ স্থায়িভাবের বিরোধিতা করে। যখন ব্যভিচারি ভাব স্থায়িভাবের সহিত একাশ্রয়ে গৌণভাবে থাকিয়া স্থায়িভাবের পরিপোষণ করে তখন তাহাদের সহিত স্থায়িভাবের কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা নাই। যথা :

পীতং ন বাগমৃতমস্য হরেরশঙ্কং ন্যস্তং ময়াস্য বসনে ন দৃগঞ্চলং চ।
রম্যে চিরাদবসরে সখি লব্ধমাত্রে হা দুর্বিধির্বিরুরুধে জরতীচ্ছলেন ॥[৪]

এস্থলে শ্রীরাধার বিষাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার রতিকে পরিপোষিত করিতেছে বলিয়া বিষাদ রতিবিরোধী হইলেও এস্থলে বিরোধী নহে।

কাব্যে যুগপৎ একাধিক রসের সমাবেশ হইলে প্রধান রসটি স্থায়ী রস ও অপ্রধানগুলি ব্যভিচারিভাবে পর্যবসিত হয়। মুনি বলিয়াছেন :

বহুনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥ নাট্যশাস্ত্র, ৭।১৮১।

বহু রসের মধ্যে বহুরূপ বিশিষ্ট রসটি স্থায়ী এবং অন্যগুলি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী। 'অয়ং স রসনোৎকর্ষী'[৫] প্রভৃতি শ্লোকে শৃঙ্গার ও করুণ রসের সমাবেশ হইয়াছে। যদিও করুণ ও শৃঙ্গার পরস্পর বিরোধী তথাপি উক্ত শ্লোকে শৃঙ্গাররসাত্মক স্মৃতি-মন্থনে করুণ রসের তীব্রতা বর্ধিত হইতেছে বলিয়া শৃঙ্গার করুণের উপকারক। অতএব

১। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
ঊর্মিবদ্বর্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাং চ তে ॥ ৩
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, চতুর্থ লহরী।

২। আবির্ভূয় তিরোভূয় চরন্তিশ্চান্তরান্তরা।
যৈ রসো ভিদ্যতেঽনেকঃ তে স্মৃতা ব্যভিচারিণঃ ॥ ভাবপ্রকাশন, ৩৮।

৩। বিশেষেণাভিতঃ কায়ে স্থায়িনং চারয়ন্তি যে।
অনুভাবাদিহেতুংস্তান্ বদন্তি ব্যভিচারিণঃ ॥ ২১
জনিত্বা যে ন জায়ন্তে তেঽথ বা ব্যভিচারিণঃ। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ২১-২২।

৪। বিদগ্ধমাধব।

৫। অয়ং স রসনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ ॥ মহাভারত, স্ত্রী, ২৪, ১৯

এ স্থলে শৃঙ্গার রস ব্যভিচারিভাবরূপে বর্তমান। এইরূপ অস্থায়ী চিত্তবৃত্তিস্বরূপ ব্যভিচারিভাবসমূহ বিশেষ ভাবে ও অভিমুখী হইয়া স্থায়িভাবের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়।[১]

ইহারা বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন অনুভাবের দ্বারা সূচিত হইয়া রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবকে অভিব্যঞ্জিত করে। স্থায়িভাবের গতিসঞ্চারণ ইহারাই করিয়া থাকে বলিয়া ইহাদের সঞ্চারিভাবও বলা হয়।[২] বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে যেরূপ চিত্রের সৌন্দর্য বর্ধিত হয় সেইরূপ বিচিত্র ব্যভিচারিভাবের সমাবেশেও কাব্যরসের মাধুর্য বর্ধিত হইয়া থাকে।

স্থায়িভাব : যে শাশ্বত আন্তরবৃত্তিসমূহ নিয়ত মানবচিত্তে সুপ্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বর্তমান থাকে ও যাহাদের আশ্রয় করিয়া অন্যান্য আন্তরবৃত্তিসমূহ আবির্ভূত ও ও তিরোহিত হয়, তাহারা স্থায়িভাব নামে পরিচিত। দশরূপকে বলা হইয়াছে যে স্থায়িভাব বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ কোন ভাবের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না, উহা অন্যান্য ভাবসমূহকে স্ববশে আনয়ন করে।[৩]

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে ইহারই অনুরণন শুনা যায় :

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ। (৩।১৩৪)

রসবাদী আলংকারিকগণ বলেন লৌকিক স্থায়িভাব (চিত্তধর্ম বলিয়া উহা লৌকিক) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহযোগে উদ্বুদ্ধ ও পরিপোষিত হইয়া অলৌকিক রসে পরিণত হয়।

সারদাতনয় ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে স্থায়িভাব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে স্থায়িভাব কাব্যে বর্তমান থাকে, নটের দ্বারা অভিনীত হয় ও রসরূপে পরিণতি লাভ করে।[৪]

ভোজ বলিয়াছেন যে স্থায়িভাব মানব চিত্তে বর্তমান থাকে ও যথোপযুক্ত বিভাবাদি অনুবন্ধীর সহযোগে রসরূপতা লাভ করে।[৫]

কবি কর্ণপুর স্থায়িভাবকে রসাস্বাদনের মূল স্বরূপ বলিয়াছেন। উহা মানব চিত্তের ধর্মবিশেষ। রজঃ ও তমোগুণের তিরোধান হইলে ও শুদ্ধসত্ত্বগুণ চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে

১। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। — ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, চতুর্থ লহরী, ১-২।

২। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে। — ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, চতুর্থ লহরী, ২।

৩। বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স স্থায়ী লবণাকরঃ॥ — দশরূপক, ৪।৩৪।

৪। স্থিতাঃ কাব্যাদিষু নটৈরভিনীতা যথার্হতঃ।
রসাত্মনাবতিষ্ঠন্তে সৎসু যে স্থায়িনোঽত্র তে। — পৃঃ ৩৮।

৫। চিরং চিত্তেঽবতিষ্ঠন্তে সম্বধ্যন্তেঽনুবন্ধিভিঃ।
রসত্বং প্রতিপদ্যন্তে প্রবৃদ্ধাঃ স্থায়িনোঽত্র তে॥ ১৯ — সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্থায়িভাব উদয় লাভ করে। বিভাবের পৃথক্ত্ব হেতু ইহাও সামাজিক চিত্তে পৃথক্ত্ব প্রাপ্ত হয়।[১]

স্থায়িভাবের শ্রেষ্ঠত্ব মুনি ভরত একটি সুন্দর উপমার দ্বারা নাট্যশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নরের কাছে যেমন নৃপতি, শিষ্যের কাছে যেমন গুরু, স্থায়ী ও তেমনি সকল ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[২]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বিষয়টি আরও বিশদ করিয়া মুনি বলিয়াছেন—যেরূপ সকল পুরুষের লক্ষণ সমান হইলেও ও হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুল্য হইলেও কুলশীলাদি-বশতঃ কেহ রাজত্বপ্রাপ্ত হয়, অপর অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহার অনুচর হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ইত্যাদি ভাবসমূহ নিত্যস্থিতিশীল স্থায়িভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে।[৩]

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচার ভাবের দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্থায়িভাব রস নাম লাভ করে অর্থাৎ স্থায়িভাবই রসত্ব প্রাপ্ত হয়।[৪]

মুনির এই উক্তি হইতে বোঝা যায় যে ব্যভিচারিভাব তীব্র ও স্থিতিশীল হইলেও রস পদবী লাভের যোগ্য নহে।

মুনি স্থায়িভাবের প্রাধান্য বর্ণনা করিলেও উহাদের স্থায়িত্বের কারণ বিশ্লেষণ করেন নাই। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। সমগ্র প্রবন্ধে স্থির থাকে বলিয়া ভাবগুলিকে স্থায়িভাব বলা হয়। চিত্তবৃত্তি-স্বরূপ বলিয়া এই সকল ভাব আশু বিনাশী, অতএব উহাদের স্থিরতা দুর্লভ, এরূপ বলা উচিত নহে। বাসনারূপে স্থিরত্ব ব্যভিচারভাবসমূহতেও থাকে। স্থায়িভাবের সহিত উহাদের ভেদ এই যে বাসনারূপ স্থায়িভাবগুলি স্থিরপদার্থহেতু মুহুর্মুহু অভিব্যক্তি লাভ করে কিন্তু ব্যভিচারি ভাবগুলির অভিব্যক্তি বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় ক্বচিৎ বটে।[৫]

১। আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈ বিভাবস্য পৃথক্তয়া।
পৃথগ্ বিধত্বং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাম্॥ অলঙ্কারকৌস্তভ, ৫।৬৩।

২। যথা নরণাং নৃপতিঃ শিষ্যাণাং চ যথা গুরুঃ।
এবং হি সর্ব্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ॥ নাট্যশাস্ত্র, ৭।১২।

৩। যথাহি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ সমানাঙ্গপ্রত্যঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্প-বিচক্ষণত্বাদ্রাজত্বমাপ্নুবন্তি তত্রৈব চান্যেঽল্পবুদ্ধয় স্তেষামনুচরা ভবন্তি তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবান্ উপশ্রিতা ভবন্তি। নাট্যশাস্ত্র, ৩৫০।

৪। স্থায়িভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। পরিজনভূতা ব্যভিচারিণো ভাবাঃ। অত্রাহ কো দৃষ্টান্ত ইতি। যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসনাম লভতে। নাট্যশাস্ত্র, ৩৫০।

৫। তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম্। ন চ চিত্তবৃত্তিরূপাণামেষামাশুবিনাশিত্বেন স্থিরত্বং দুর্লভম্। বাসনারূপতয়া স্থিরত্বং তু ব্যভিচারিষু অতিপ্রসক্তমিতি বাচ্যম্, বাসনারূপাণামমীষাং মুহুর্মুহুরভিব্যক্তিঃ এব স্থিরপদার্থত্বাৎ। ব্যভিচারিণাং তু নৈব তদভিব্যক্তেঃ বিদ্যুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাৎ। রসগঙ্গাধর, ১ম আনন, পৃঃ ৯০।

রসকে কাব্যের আত্মারূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের আলঙ্কারিকগণ মানিয়া লইয়াছেন। গ্রীক আলঙ্কারিক মহামনীষী আরিস্টটল যে কাব্যকে রসাত্মকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বুচারের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে অনুমান করা যায়।

"The other theory, tacitly no doubt held by many, but put into definite shape first by Aristotle was that poetry, is an emotional delight, its end is to give pleasure."[১]

বুচার উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বলিয়াছেন :

"The object of poetry, as of all fine arts is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure."[২]

এই "emotional delight" বা ভাবজাত আনন্দই রস। প্রাকৃত জগতের ভাবের আনন্দ অস্থায়ী ও রজোগুণাত্মক। এইরূপ আনন্দ কাব্যের লক্ষ্য হইতে পারে না। তাই 'pure and elevated pleasure'—বিশুদ্ধ ও উচ্চ স্তরের আনন্দ, যাহা চিত্তে মহতী তৃপ্তি ও পরমা প্রশান্তি দান করে সেই রসসম্ভূত আনন্দই কাব্যের লক্ষ্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আরিস্টটল কাব্যের লক্ষ্যভূত বিশুদ্ধ আনন্দের (pure pleasure) অভ্যুদয় প্রসঙ্গে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের রসনিষ্পত্তি সম্পর্কিত অভিমতের অনুরূপ। দেশ ও কালের ব্যবধান মহামনীষিগণের চিন্তাধারায় কোন ভেদ সৃষ্টি করতে পারে না।

বুচার আরিস্টটলের অভিমতটি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

আরিস্টটলের অভিমত এই যে রস স্রষ্টার নহে, যে দর্শক সম্পূর্ণ রচনাটি উপভোগ করেন তাহারই। দর্শনের আনন্দ যিনি দর্শন বিষয়ে চিন্তা করেন তাহার, কারণ বুদ্ধির ক্রিয়া উহার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু শিল্পকলার আনন্দ শিল্পীর জন্য নহে, যিনি শিল্পীর সৃষ্টিকে উপভোগ করেন তাহার জন্য। যদি শিল্পী শিল্পগত বিশিষ্ট আনন্দ উপভোগ করেন তিনি তাহা শিল্পীরূপে করেন না, সাধারণ সামাজিকরূপে করিয়া থাকেন।[৩]

গ্রীক মনীষী যাহা বলিয়াছেন তাহা যেন প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের অভিমতের প্রতিধ্বনি।

১। Aristotle's theory of Poetry and Fine Arts. পৃঃ 215.

২। Aristotle's thoery of Poetry and Fine Arts. পৃঃ 221.

৩। Aristotle's theory has regard to the pleasure not of the maker, but of the 'spectator' who contemplates the finished product. Thus while the pleasures of philosophy are for him who philosophises—for the intellectual act is an end in itself—the pleasures of art are not for the artist but for those who enjoy what he creates, or if the artist shares at all in the distinctive pleasure which belongs to the art, he does so not as an artist but as one of the public.

Aristotle's theory of Poetry and Fine Arts, পৃঃ 206-207.

প্রাচ্যের মনীষী বলিয়াছেন—কবিতারসমাধুর্য স্রষ্টা কবির জন্য নহে, যে সহৃদয় সামাজিক কাব্যরস উপলব্ধি করিতে সমর্থ তাহারই জন্য। ভবানীর ভ্রূকুটিমাধুর্য ভবানী-জনক ভূধর অনুভব করিতে পারেন না। ভবানীদয়িত মহেশ্বরই উহা উপভোগ করিতে সমর্থ।[১] বস্তুতঃ রস কাব্যরচয়িতার নহে, রস কাব্যবোদ্ধা সামাজিকের। জগন্নাথ বলিয়াছেন যে রস সহৃদয় সামাজিকের রত্যাদি আন্তরবৃত্তির রূপান্তর মাত্র।[২]

রাজশেখরের মতে রসতত্ত্বের আদি জনক নন্দীকেশ্বর। "রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ" (কাব্যমীমাংসা, ১ম অধ্যায়।) নাট্যশাস্ত্রে ভরতের কতকগুলি উক্তি হইতেও ইহা অনুমান করা যায় যে ভরতের পুর্বে রসতত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভরতের পুর্ববর্তী রসবিষয়ক এরূপ কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সেই জন্য ভরতই আলঙ্কারিকগণের নিকট রসতত্ত্বের আদি প্রবর্তক রূপে পরিচিত। রসনিষ্পত্তি বিষয়টি অতি সহজ ও সরল ভাবে মুনি বুঝাইয়া দিয়াছেন।[৩]

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সহযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত কি? বলা হয় যেরূপ বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও ঔষধি দ্রব্যের সংযোগে রস-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেইরূপ বিভিন্ন ভাব স্থায়িভাবের সহিত উপগত হইলে রস-নিষ্পত্তি হয়। যেরূপ গুড় ইত্যাদি দ্রব্য, ব্যঞ্জন ও ওষধির সহযোগে ষাড়বাদি রসের অভ্যুদয় হয় সেইরূপ স্থায়িভাব বিভিন্ন ভাবের সহিত মিলিত হইলে রসত্ব প্রাপ্ত হয়। রস কোন পদার্থকে বলে? যাহা আস্বাদিত হয় তাহাই রস। কিরূপে রস আস্বাদিত হয়? যেরূপ নানাব্যঞ্জনসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া বিলাসী পুরুষ রস আস্বাদন করেন, ও আনন্দ লাভ করেন সেইরূপ বিভিন্ন ভাবাভিনয়ের দ্বারা ব্যঞ্জিত বাগঙ্গ-সত্ত্বোপেত স্থায়িভাব সহৃদয় দর্শক আস্বাদন করেন ও হর্ষ প্রাপ্ত হন। মুনিকৃত উক্ত রসতত্ত্বের মর্মার্থ এই যে ভাবাভিনয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত রত্যাদি স্থায়িভাব বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের মিলিত সহযোগে যখন সহৃদয় সামাজিকের নিকট আস্বাদগোচরতা প্রাপ্ত হয় তখন রসনিষ্পত্তি ঘটে। সুতরাং স্থায়িভাবের আস্বাদনই

১। কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রূকুটিভঙ্গিং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ।

২। প্রমুষ্টপরিমিতপ্রমাতৃত্বাদিনিজধর্মেণ প্রমাত্রা স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজস্বরূপানন্দেন সহ গোচরী-ক্রিয়মাণঃ প্রাগ্বিনিবিষ্টবাসনাখ্যরত্যাদিরেব রসঃ। রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃঃ ৫৩।

৩। বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ। কো দৃষ্টান্তঃ। তত্রাহ—যথা হি নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্য-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তির্ভবতি, যথা হি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৌষধিভিশ্চ ষাড়বাদয়ো রসা নির্বর্ত্তন্তে তথা নানাভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তীতি। অত্রাহ রস ইতি কঃ পদার্থঃ, উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ। কথম্ আস্বাদ্যতে রসঃ, যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসান্ আস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবান্ আস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি। তস্মান্নাট্যরসা ইত্যভিব্যাখ্যাতাঃ। নাট্যশাস্ত্র, ২৮৯-২৯০।

রস। স্থায়িভাবই বিভাবাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া রস সংজ্ঞা লাভ করে যেরূপ বহুজন পরিবৃত হইয়াও নরেন্দ্রই নরেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হয় অন্য কেন সুমহান্ পুরুষ নহে।[১]

ভরতের উক্ত রসসূত্রকে উপজীব্য করিয়া উত্তরকালে নানা তত্ত্বের উন্মেষ হয়। তত্ত্বগুলিতে ভারতীয় ন্যায়াদি ষড়্দর্শনের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। উহাদের প্রণেতৃগণ সূত্রস্থিত সংযোগ ও নিষ্পত্তি এই দুইটি শব্দকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি অতি প্রসিদ্ধ—১। ভট্টলোল্লট প্রমুখ আলঙ্কারিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উৎপত্তি বাদ, ২। শ্রীশঙ্কুক প্রমুখ আলঙ্কারিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনুমিতি বাদ, ৩। ভট্টনায়ক প্রমুখ আলঙ্কারিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভুক্তিবাদ, ও ৪। আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রমুখ আলঙ্কারিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তিবাদ। ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক ও ভট্টনায়কের রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। আচার্য অভিনবগুপ্ত কৃত নাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতীবিবৃতিতে, মম্মটের কাব্যপ্রকাশে ও হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনে উহাদের অনুবৃত্তি হইতে জানা যায়।

উৎপত্তিবাদ।

ভট্টলোল্লট রসোন্মেষ তত্ত্বটি এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন :

'বিভাবৈর্ললনোত্থানাদিভিরালম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ, অনুভাবৈঃ কাটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ, ব্যভিচারিভির্নির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্যে তদ্রূপতানুসন্ধানান্নর্তকেঽপি প্রতীয়মানো রসঃ'।

(কাব্যপ্রকাশ, ৪র্থ উল্লাস, পৃঃ ৬৪।)

কারণ স্বরূপ ললনা প্রভৃতি আলম্বন বিভাব ও উদ্যান প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাবের দ্বারা রত্যাদি স্থায়িভাব জাত হইয়া কটাক্ষ, ভুজনিক্ষেপ প্রভৃতি অনুভাবরূপ কার্যের দ্বারা প্রতীতিযোগ্য হয় ও নির্বেদ প্রভৃতি সহকারী ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। রস প্রধানতঃ রামাদি অনুকার্যে থাকে। নর্তক তাহার রূপের অনুকরণ করায় অনুকর্তা নটে রস থাকে এইরূপ সহৃদয় সামাজিকের নিকট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ভট্টলোল্লটের মতে আলম্বনাদি বিভাবের সহিত স্থায়িভাবের উৎপাদক উৎপাদ্যরূপ সম্বন্ধ, অনুভাবের সহিত উহার গমক গম্যরূপ সম্বন্ধ ও ব্যভিচারিভাবের সহিত উহার পোষক পোষ্য রূপ সম্বন্ধ। বিভাবাদির সহিত এইরূপ সম্বন্ধ বশতঃ রসের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা যথাক্রমে উৎপত্তি, অভিব্যক্তি ও পুষ্টি।[২]

১। যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি সন্ স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসনাম লভতে। নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৩৫০।

২। স্থায়িনাং বিভাবেন উৎপাদ্যোৎপাদকভাবরূপাদ্ অনুভাবেন গম্যগমকভাবাবরূপাদ্ ব্যভিচারিণা পোষ্যপোষকভাবরূপাৎ সম্বন্ধাদ্রসস্য নিষ্পত্তিরুৎপত্তিরভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চেত্যর্থঃ। কাব্যপ্রদীপ (গোবিন্দ ঠক্কর)।

যে রসনিষ্পত্তি অনুকার্য রামাদিতে হইয়া থাকে সহৃদয় সামাজিক কিরূপে উহা আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করে? টীকাকার ঝাল্‌কিকার এই প্রশ্নটি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সর্প অবিদ্যমান থাকিলেও রজ্জু সর্পরূপে প্রত্যক্ষ হইলে যেমন ভীতির উদয় হয় তেমনি সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতি নর্তকে অবিদ্যমান থাকিলেও নাট্যনৈপুণ্য বশতঃ নর্ত্তকে বিদ্যমান আছে এইরূপ প্রতীয়মান হইয়া সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়া রস পদবী লাভ করে।[১]

তত্ত্বটির মর্মার্থ হইল এই যে রস বস্তুতঃ অনুকার্য্য রামাদিতে থাকে। সহৃদয় সামাজিক কাব্যোপাত্তলিঙ্গের সাহায্যে উহা অনুমান করেন। সুদক্ষ অভিনেতার অভিনয়-নৈপুণ্যবশতঃ অনুকার্য রামাদি ও আভনেতার মধ্যে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়। রজ্জুতে সর্পের আরোপ হইলে আরোপজনিত অভেদ প্রতীতির ফলে রজ্জুকে যেরূপ সর্প বলিয়া মনে হয়, রজ্জু বলিয়া মনে হয় না, সেইরূপ নটে অনুকার্য প্রকৃত নায়ক রামাদির আরোপ হেতু নটকে রামাদি বলিয়া ভ্রম হয়। নটের অনুকৃত বিভাবাদিকে নায়কের বিভাবাদি বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কৃত্রিম বিভাবাদির সাহায্যে সহৃদয় সামাজিক অনুকার্য্যগত রসকে আস্বাদন করেন। সামাজিকের এইরূপ রসাস্বাদন অলৌকিক প্রত্যক্ষ, কারণ সামাজিকের অন্তরিন্দ্রিয় ও প্রকৃত নায়ক রামাদিগত রসের কোন সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ নাই। সহৃদয় কর্তৃক রসের এইরূপ ব্যবহিত আস্বাদনেই রসের অলৌকিক চমৎকারিতা। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন যে রসের এইরূপ অলৌকিকত্ব প্রকৃত নায়কগত অংশে সম্ভব হয় না। মুখ্যভাবে দুষ্যন্তাদিগত রত্যাদিরূপ রসকে কমনীয় বিভাবাদির অভিনয় প্রদর্শনে নিপুণ দুষ্যন্ত্যাদির অনুকর্তা নটে আরোপিত করিয়া প্রত্যক্ষ করা হয়—এইরূপ কেহ কেহ বলেন। এই মতানুসারে এই দুষ্যন্ত শকুন্তলা বিষয়ক রতিমান্ এইরূপ জ্ঞান ধর্মীর অংশে লৌকিক, আরোপ্যাংশে অলৌকিক।[২]

ভট্টলোল্লট প্রদর্শিত এই রসতত্ত্বটি হৃদয়গ্রাহী নহে, কারণ সামাজিকে রসনিষ্পত্তির মূল উপাদান স্থায়িভাবের অভাববশতঃ সামাজিক কর্তৃক রসাস্বাদন জনিত চমৎকৃতির অনুভব সম্ভব নয়। অনুকার্য রামাদিতে রস রহিয়াছে এই প্রতীতি ও তাহার অন্তরে উক্ত অনুভূতি সৃষ্টি করিতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে যে কোন লৌকিক শৃঙ্গারাদিরসোপযুক্ত দৃশ্য দর্শনেও উহা উদিত হইত।[৩]

১। অসত্যপি সর্পে সর্পতয়া অবলোকনাদ্ দাম্নোরপি ভীতিরুদেতি তথা সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতিরবিদ্যমানাপি নর্ত্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তস্মিন্ স্থিতেব প্রতীয়মানা সহৃদয়হৃদয়ে চমৎকারমর্পয়ন্ত্যেব রসপদবীমধিরোহতীতি। কাব্যপ্রকাশ, পৃঃ ৮৮।

২। মুখ্যতয়া দুষ্যন্তাদিগত এব রসো রত্যাদিঃ কমনীয়বিভাবাদ্যভিনয়প্রদর্শনকোবিদে দুষ্যন্তাদ্যনুকর্ত্তরি নটে সমারোপ্য সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যেকে। মতেঽস্মিন্ সাক্ষাৎকারো দুষ্যন্তোঽয়ং শকুন্তলাদিবিষয়করতিমান্ ইত্যাদিঃ প্রাগবদ্ ধর্ম্যংশে লৌকিকঃ আরোপ্যাংশে ত্বলৌকিকঃ। রসগঙ্গাধর, ১ম আনন, পৃঃ ৭৮।

৩। তদপেশলম্, সামাজিকেষু তদভাবে তত্র চমৎকারানুভববিরোধাৎ, ন চ তজ্‌জ্ঞানমেব চমৎকারহেতুঃ, লৌকিকশৃঙ্গারাদিদর্শনেনাপি চমৎকারপ্রসঙ্গাৎ। কাব্যপ্রকাশ, গোবিন্দ ঠক্কর কৃত প্রদীপ টীকা।

পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ রসকে উৎপাদ্য বা কার্যরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। রস 'বিভাবাদিপরামর্শজীবিতাবধিঃ' অর্থাৎ বিভাবাদির জ্ঞান যতক্ষণ রসানুভব ও ততক্ষণ। কিন্তু লৌকিক কারণ বিনষ্ট হইলেও কার্য্য বর্ত্তমান থাকে। কপালের বিনাশের সহিত ঘটের বিনাশ হয় না। তাহা ছাড়া লৌকিক কারণ ও কার্য পরস্পর সমকালবর্তী হইতে পারে না। কার্যের পুর্বে কারণের স্থিতি সর্বজনবিদিত সত্য। চন্দনের স্পর্শ-জনিত জ্ঞান ও তজ্জন্য সুখাস্বাদন সমকালে সম্ভব হয় না। কিন্তু বিভাবাদির প্রতীতি ও রসাস্বাদন জনিত সুখানুভূতি একই কালে যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য বিভাবাদির সহিত রসের উৎপাদক উৎপাদ্য রূপ বা কারণ কার্যরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না।[১]

অনুমিতিবাদ।

শ্রীশঙ্কুক ন্যায়ের পরিভাষায় রসোন্মেষ তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ঘন কুজ্ঝটিকা-চ্ছন্ন স্থানে ধূম আছে মনে করিয়া লোকে যেরূপ ধূমনিয়ত বহ্নির অনুমান করে, যেই রূপ নট যখন সুনিপুণ অভিনয় দ্বারা রামাদিগত বিভাবাদিকে স্বকীয় বিভাবাদিরূপে প্রকাশ করে তখন দর্শক তাদৃশ বিভাবাদির সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত রত্যাদি ভাবকে অনুমান করেন। এইরূপ রত্যাদি ভাব অনুমীয়মান হইলেও স্বীয় সৌন্দর্য বশতঃ দর্শকের দ্বারা আস্বাদিত হইয়া চিত্তে চমৎকারিতা আনয়ন করে ও রসে পরিণত হয়।

ছবিতে ঘোড়া দেখিলে তাহা ঘোড়া বলিয়া মনে হয়। অথচ ইহা সত্যই ঘোড়া এরূপ বলা চলে না। ইহা ঘোড়া নয় ইহাও বলা চলে না। অথবা ইহা ঘোড়া না অন্য কোন পদার্থ, ইহা ঘোড়া সাদৃশ এইরূপ ও মনে করা যায় না। সুতরাং চিত্রার্পিত ঘোড়া দেখিয়া যে বোধের উদয় হয় তাহা সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় ও সাদৃশ্য প্রতীতি হইতে বিলক্ষণ। ঠিক এইরূপ সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় ও প্রতীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বোধের উদয় হয় রঙ্গমঞ্চে রামাদির ভূমিকায় অভিনয়রত নটকে দেখিয়া। নটের অভিনয়নৈপুণ্যে তাহার স্বীয় ব্যক্তিসত্তা বিলুপ্ত হয় ও নটে অনুকার্য রামাদির সত্তা আরোপিত হয়। নটকে রাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে যে বাল্মীকির মানস পুত্র রাম, এ জ্ঞানও সম্ভব হয় না। অথবা সে রাম নহে, সে হয়ত রাম, কিম্বা সে রাম-সদৃশ এরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপ সম্যক্ মিথ্যা, সংশয় ও সাদৃশ্য হইতে বিলক্ষণ বোধের দ্বারা দর্শকের মনে নটগত অভিনয় হইতে রসবোধ হইয়া থাকে। যদিও নটে কাব্যার্থের রামগত স্থায়িভাব ও বিভাবাদি নাই তথাপি কাব্যার্থের অনুসন্ধান বশতঃ

১। যদি রসঃ কার্যঃ স্যাৎ তদা বিভাবাদিজ্ঞানকারণক এব স্যাৎ। ততশ্চ রসপ্রতীতিকালে বিভাবাদয়ো ন প্রতীয়েরন্ কারণজ্ঞানতৎকার্য্যজ্ঞানাদীনাং যুগপদদর্শনাৎ। নহি চন্দনস্পর্শজ্ঞানং তজ্জন্য-সুখজ্ঞানং চৈকদা সম্ভবতি। রসস্য চ বিভাবাদিসমূহালম্বনাত্মকতয়ৈব প্রতীতের্ন বিভাবাদিজ্ঞানকারণকত্বমিত্যভি-প্রায়ঃ।

সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৯।

এবং শিক্ষা ও অভিনয়নৈপুণ্যের দ্বারা সে কার্য, কারণ ও সহকারী রূপ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবগুলিকে অতি সুন্দর ভাবে অনুকরণ করে। ইহাতে নটের বিভাবাদি কৃত্রিম হইলেও অকৃত্রিমরূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপ বিভাবাদি দেখিয়া বিভাবাদির সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত স্থায়িভাব নটে উৎপন্ন হইয়াছে, দর্শক এরূপ অনুমান করে। বারংবার এই অনুমানের ফলে দর্শকের চিত্তে বাসনারূপে স্থিত পূর্বানুভূত সুপ্তপ্রায় ভাবগুলি জাগরিত হইয়া উঠে। এই উদ্বুদ্ধ ভাবসমূহের দ্বারা নটে অনুমিত নায়কগত স্থায়িভাব আস্বাদিত হয় এবং রস আখ্যা লাভ করে। সুতরাং শ্রীশঙ্কুকের মতে স্থায়িভাব অনুকার্যগত, বিভাবাদি অনুকর্তৃগত ও রস সামাজিকগত।[১]

শ্রীশঙ্কুকের রসানুমিতি অলৌকিক—লৌকিক অনুমিতি হইতে বিলক্ষণ। লৌকিক অনুমিতিতে পক্ষে হেতুর সদ্ভাব ও ফল বস্তু জ্ঞান হয়। রসানুমিতিতে নটে হেতু বিভাবাদির অসদ্ভাব ও ফল রসাস্বাদন অবাস্তব। যাহা অবাস্তব তাহা যে মিথ্যা ইহা সর্বজন-বিদিত সত্য। তথাপি যদি অবাস্তব রসানুমিতি সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত অপরিমিত অখণ্ড আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলে তাহা হইলে এই অবাস্তবতায় ক্ষতি কি?

ব্যক্তিবিবেক ব্যাখ্যানে রুয্যক এই কথাই বলিয়াছেন:

"অতঃ প্রতীতিসারত্বাৎ কাব্যস্য অনুমেয়গতং বাস্তবাবাস্তবত্বম্ অপ্রযোজকম্। উভয়থা চমৎকারলক্ষণার্থক্রিয়াসিদ্ধেঃ। প্রত্যুত অবাস্তবত্বে যথা সিধ্যতি, ন তথা বাস্তবত্বে ইতি কাব্যানুমিতিরেবানুমানান্তরবিলক্ষণা ইতি অনুমানবাদিনোঽয়ম্ অভিপ্রায়ঃ।"

নাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতী বিবৃতিতে অভিনবগুপ্ত শ্রীশঙ্কুকের রসতত্ত্বকে ভিন্ন রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীশঙ্কুক রসকে স্থায়ীর অনুকরণ বলিয়াছেন।

স্থায়িভাব মুখ্যতঃ অনুকার্য রামাদিতে থাকে। প্রযত্ন সহকারে অর্জিত কৃত্রিম হইলেও অকৃত্রিম রূপে প্রতীয়মান হেতুরূপ বিভাব, কার্যরূপ অনুভাব ও সহচারিরূপ ব্যভি-চারিভাবের সাহায্যে নট প্রকৃত নায়কগত স্থায়িভাবের অনুকরণ করিলে দর্শকের নিকট অনুকর্তা নটে স্থায়িভাব অনুমিত হয়। এইরূপে স্থায়িভাবের অনুকরণই রস।[২]

১। রাম এবায়ম্ অয়মেব রাম ইতি, ন রামোঽয়মিত্যৌত্তরকালিকে বাধে রামোঽয়মিতি, রামঃ স্যাদ্বা ন বা অয়মিতি রামসদৃশোঽয়মিতি চ সম্যঙ্‌মিথ্যাসংশয়সাদৃশ্যপ্রতীতিভ্যো বিলক্ষণয়া চিত্রতুরগাদিন্যায়েন রামোঽয়মিতি প্রতিপত্ত্যা গ্রাহ্যে নটে

সেয়ং মমাঙ্গেষু সুধারসচ্ছটা সুপূরকর্পূরশলাকিকা দৃশোঃ।
মনোরথশ্রীর্মনসঃ শরীরিণী প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরং গতা॥
দৈবাদহমদ্য তয়া চপলায়তনেত্রয়া বিযুক্তশ্চ।
অবিরলবিলোলজলদঃ কালঃ সমুপাগতশ্চায়ম্॥

ইত্যাদি কাব্যানুসন্ধানবলাচ্ছিক্ষাভ্যাসনির্বর্তিতস্বকার্যপ্রকটনেন চ নটেনৈব প্রকাশিতৈঃ কারণকার্যসহকারিভিঃ কৃত্রিমৈরপি তথানভিমন্যমানৈঃ বিভাবাদিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ সংযোগাৎ গম্যগমকভাবরূপাৎ অনুমীয়মানোঽপি বস্তুসৌন্দর্যবলাদ্রসনীয়ত্বেনান্যানুমীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সংভাব্যমানো রত্যাদির্ভাবস্তত্রাসন্নপি সামাজিকানাং বাসনয়া চর্ব্যমাণো রসঃ। কাব্যপ্রকাশ, ৪র্থ উল্লাস, পৃঃ ৮৮।

২। হেতুভির্বিভাবাখ্যৈঃ কার্যৈশ্চানুভাবাত্মভিঃ সহচারিরূপৈশ্চ ব্যভিচারিভিঃ প্রযত্নার্জিততয়া কৃত্রিমৈরপি

অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতী বিবৃতিতে শ্রীশঙ্কুকের রস অনুকরণ রূপ এই সিদ্ধান্তকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যদি স্থায়িভাবের অনুকরণ রস এইরূপ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে এই স্থায়িভাবের অনুকরণ কাহার পক্ষে? দর্শক এই অনুকরণ করেন, না নট অনুকরণ করেন? যাহা প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় তাহারই অনুকরণ সম্ভব। শ্রীরামচন্দ্রের রতি ক্রোধ ইত্যাদি চিত্তবৃত্তি নট কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, সুতরাং অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা নট তাহা অনুকরণ করে ইহা বলা যায় না।[১]

যদি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা নটের রত্যাদি চিত্তবৃত্তি প্রতীতিযোগ্য হয় তাহা হইলে তাহাকে রত্যাদির অনুকরণ বলা যায় না।[২]

বিভাবাদি যদি নট অনুকরণ করে তাহা হইলে ঐরূপ কৃত্রিম বিভাবাদির দ্বারা দর্শকের মধ্যে রত্যাদির ভাব উদিত হইতে পাবে না।[৩]

নটের মধ্যে যথার্থ ভাবে রত্যাদিভাব উদিত না হইলে তাহার মধ্যে রত্যাদিভাবের সাদৃশ্য দেখিয়া নটে রত্যাদিভাব আছে এইরূপ অনুমান করা যায় না। অতএব রত্যাদিভাবের অনুকরণ কিরূপে সম্ভব?[৪]

শ্রীশঙ্কুক যে নটে 'এই ব্যক্তি রাম' এইরূপ সম্যক্-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতি হইতে বিলক্ষণ যে অলৌকিক বোধের কথা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ নটপুরুষে যে অভিনেয় পুরুষের বোধ তাহা সাধারণ বিশিষ্টব্যক্তিবোধনিরপেক্ষ বোধমাত্র।[৫]

অভিনয়নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও কোন নটের মনে অভিনয়কালে 'ইনি আমার সীতা' এইরূপ বোধ হয় না। নটের এইরূপ বোধ না হইলে দর্শকের মনে নটকৃত

তথানভিমন্যমানৈরনুকর্তৃত্বত্বেন লিঙ্গবলতঃ প্রতীয়মানঃ স্থায়ী ভাবো মুখ্যরামাদিগতস্থায্যনুকরণরূপঃ, অনুকরণরূপত্বাদেব চ নামান্তরেণ ব্যপদিষ্টো রসঃ। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৪।

১। কিঞ্চিদ্ধি প্রমাণেনোপলব্ধং তদনুকরণমিতি শক্যং বক্তুম্।...ইহ চ নটগতং কিং তদুপলব্ধং তদনুকরণতয়া ভাতীতি চিন্ত্যম্। ...... মুখ্যামুখ্যাবলোকনে চ তদনুকরণপ্রতিভাসঃ। ন চ রামগতাং রতিম্ উপলব্ধপূর্বিণঃ কেচিৎ। এতেন রামানুকারী নট ইত্যপি নিরস্তঃ প্রবাদঃ। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৬।

২। ননু প্রমদাদিভিঃ কারণৈঃ কটাক্ষাদিভিঃ কার্যৈঃ ধৃত্যাদিভিশ্চ সহচারিভিঃ লিঙ্গভূতৈ র্যা লৌকিকী কার্যরূপা কারণরূপা সহচারিরূপা চ প্রতীতিযোগ্যা তদাত্মকত্বেন সা নটচিত্তবৃত্তিঃ প্রতিভাতি, হন্ত তর্হি রতাকারেণৈব সা প্রতিপন্নেতি দূরে রত্যনুকরণতা বাচোযুক্তিঃ। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৬।

৩। বিভাবাদয়োঽনন্তকারণানন্তকার্যানন্তসহচাররূপা অপি কাব্যশিক্ষাদিবলোপকল্পিতাঃ কৃত্রিমাঃ সন্তঃ কিং কৃত্রিমত্বেন সামাজিকৈঃ গৃহ্যন্তে ন বা। যদি গৃহ্যন্তে তদা তৈঃ কথং রতেরবগতিঃ। ঐ, পৃঃ ২৭৬।

৪। নবক্রুদ্ধোঽপি নটঃ ক্রুদ্ধ ইব ভাতি। সত্যং, ক্রুদ্ধেন সদৃশঃ। সাদৃশ্যং চ ভ্রূকুট্যাদিভিঃ...... নৈতাবতা অনুকারঃ কশ্চিৎ। ন চাপি সামাজিকানাং সাদৃশ্যমতিরস্তি। সামাজিকানাং চ ন ভাবশূন্যা নর্তকে প্রতিপত্তিরিত্যুচ্যতে। অথ চ তদনুকারপ্রতিভাস ইতি রিক্তা বাচোযুক্তিঃ। ঐ, পৃঃ ২৭৭।

৫। নর্তকান্তরেঽপি চ রামোঽয়মিতি প্রতিপত্তিরস্তি। ততশ্চ রামত্বং সামান্যরূপমিত্যায়াতম্। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৭।

অনুকরণের দ্বারা তাদৃশ প্রতীতি উৎপন্ন হয় না। কারণ তাহা হইলে রামগত রতি প্রভৃতি ভাব দর্শক অনুকরণ হেতু নটে আরোপিত করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিত। রামগত রত্যাদিভাব নটে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বোধের উদয় হইলেই দর্শক নটকে রাম বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু অনুকার্য ও অনুকর্তার ভেদ স্বাভাবিক। সুতরাং স্থায়িভাবের অনুকরণকে রস বলা চলে না।[১]

নটের ও মনে হয় না আমি রাম তাহার চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিতেছি। কারণ রাম ও তাহার চিত্তবৃত্তি নটের প্রত্যক্ষগোচর নহে। তাহার অশ্রুপাত প্রভৃতি আচরণ রামের শোকানুরূপ অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ ইহা বলা যায় না, কারণ রামের অশ্রুপাত সে প্রত্যক্ষ করে নাই। কোন উত্তম প্রকৃতির শোকের অনুকরণ ইহাও বলা যায় না কারণ বিশিষ্ট ব্যক্তিভিন্ন অন্য কাহারও আচরণ অনুকরণ যোগ্য নহে। সুতরাং অনুকর্তা অনুকার্য ভাব সম্ভব নহে।[২]

নট আপনার পূর্বানুভূত আলম্বনাদি বিভাব স্মরণ করে ও সাধারণ ভাবে তাহা চিত্তে উপস্থাপিত করিয়া বাহ্য অঙ্গভঙ্গ্যাদি তদনুরূপ করিতে থাকে। সে যে অনুকরণ করে এ কথা বলা উচিত নহে। অভিনেয় পুরুষের বেশভুষাদি অনুকরণ করা যায়, তাহার চিত্তবৃত্তি বা শরীরবিকার অনুকরণযোগ্য নহে।[৩]

নাটকীয় বস্তু অনুকরণের দ্বারা নট রত্যাদি স্থায়ীকে অভিনয় করতে পারে না বা দর্শক রস অনুভব করিতে পারে না, নাটকীয় বস্তুর অপ্রত্যক্ষতা হেতু।[৪] সেই জন্য মুনি কোথাও স্থায়িভাবের অনুকরণ রস একথা বলেন নাই।

ভুক্তিবাদ—ভট্টনায়ক রসনিস্পত্তি সম্পর্কে একটি অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাহার মতে রস প্রতীত হয় না, উৎপন্ন হয় না, অভিব্যক্ত হয় না। দর্শকের বা নটের নিকট নাটকীয় বস্তু নিজের বলিয়া মনে হইলে তাহারা করুণ রসাত্মক বিষয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইত, কিন্তু তাহা হয় না। সীতাদি নট বা দর্শকের বিভাব হইতে পারে না কারণ সীতাকে দেখিয়া কাহারও স্বীয় প্রণয়িনী স্ত্রীর কথা স্মরণ হয় না।

১। নহি 'মমেয়ং সীতা কাচিৎ' ইতি প্রতিপত্তির্নটস্য। অথ সামাজিকস্য তথা প্রতীতিযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে ইত্যেতদেবানুসন্ধানমুচ্যতে, তর্হি স্থায়িনি সুতরাম্ অনুসন্ধানং স্যাৎ। তস্যৈব হি মুখ্যত্বেন 'অস্মিন্নয়ন্' ইতি সামাজিকানাং প্রতিপত্তিঃ।' যত্তু 'বাগ্বাচিক' মিত্যাদিনা ভেদাভিধানসংরম্ভগর্ভমহীয়ানভিনয়রূপতাবিবেকঃ কৃতঃ স উত্তরত্র স্বাবসরে (নাঃ শা, অ, ১৪) চর্চয়িষ্যতে। তস্মাৎ সামাজিকপ্রতীত্যনুসারেণ স্থায্যনুকরণং রস ইত্যসৎ। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৭।

২। ন চাপি নটস্যেত্থং প্রতিপত্তি 'রামং তচ্চিত্তবৃত্তিং বানুকরোমি' ইতি। সদৃশকরণং হি তাবদনুকরণমনুপলব্ধ-প্রকৃতিনা ন শক্যন্ কর্ত্তুম্। ...... ইয়ত্তু স্যাং উত্তমপ্রকৃতে র্যে শোকানুভাবা স্তাননুকরোমি। তত্রাপি কস্যোত্তমপ্রকৃতেঃ। যস্য কস্যচিদিতি চেৎ সোঽপি বিশিষ্টতাং বিনা কথং বুদ্ধাবারোপয়িতুং শক্যঃ। ... ইতি গলিতোঽনুকার্য্যানুকর্ত্তৃভাবঃ। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৭।

৩। কান্তবেষানুকারবদ্ধি ন রামচেষ্টিতস্যানুকারঃ। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৭।

৪। নাপি বস্তুবৃত্তানুসারেণ তদনুকারত্বম্। অনুসংবেদ্যমানস্য বস্তুবৃত্তস্যানুপপত্তেঃ॥ ঐ, পৃঃ ২৭৭।

সমুদ্রলঙ্ঘন ইত্যাদি কেহ প্রত্যক্ষ করেন নাই। রামকে কেহ দেখে নাই বলিয়া রামের কিরূপ সমুদ্রলঙ্ঘনাদিকালে ভাব হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে পারে না। শব্দ ও অনুমানের দ্বারা তাহা প্রতীত হইলেও রসাস্বাদন সম্ভব হয় না যেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে রসানুভূতি ঘটে না। দর্শক বা নট নিজকে প্রকৃত নায়ক বলিয়া মনে করিতে পারে না। কারণ একই নায়িকার জন্য দুইটি নায়কের (অনুকার্য এবং দর্শক বা নট) আবির্ভাব হইলে চিত্তে লজ্জা, জুগুপ্‌সা ইত্যাদির উপযুক্ত বিভিন্ন চিত্ত বৃত্তির উদয় হেতু অনেক রসের উৎপত্তির সম্ভাবনা।[১]

রস নটগত এইরূপ অনুমান করা উচিত নহে, কারণ রত্যাদি স্থায়িভাব প্রকৃত নায়ক রামাদিতে আছে, নটে নহে। সুতরাং নটে রত্যাদির অসত্ত্বেও রসের সত্তা কল্পনা অনুমান বিরোধী। রত্যাদি স্থায়িভাব যদি সামাজিকে না থাকে তাহা হইলে রামাদি-বিষয়িনী রতি নটগত রূপে অনুমিত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক চিত্তে কিরূপে রসজন্য চমৎকারিতা সৃষ্টি করে। বিভাবাদি সত্যভূত নহে বলিয়া রামাদি নায়কগতরূপে রস উৎপন্ন হইতে পারে না। সামাজিকগতরূপে রস অভিব্যক্ত হয় ইহাও বলা যায় না কারণ সিদ্ধেরই অভিব্যক্তি হয়, রস সিদ্ধ বস্তু নহে।[২]

ভট্টনায়কের মতে শব্দের অভিধা ব্যতীত আরও দুইটি ব্যাপার আছে। ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব—'অভিধা ভাবনা চান্যা তদ্‌ভোগীকৃতমেব চ'। অভিধা বলিতে অভিধা ও লক্ষণা উভয়ই গৃহীত হইবে। অভিধা ও লক্ষণার দ্বারা কাব্য বা নাট্যের অর্থ প্রতিপাদিত হয়। সাধারণীকরণ ভাবকত্ব। শব্দের এই ভাবকত্ব ব্যাপারের দ্বারা বিভাবাদি ও স্থায়ী ভাব সাধারণীকৃত হয়। অর্থাৎ রাম ও সীতা রামত্ব ও সীতাত্ব বর্জন করিয়া সামান্য নরনারীর প্রতিভূতে পরিণত হয়। নাট্যের সন্ধ্যা, উষা, পর্বত ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাবও বিশেষ রূপ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ সন্ধ্যা, উষা ও পর্বতরূপে প্রতীত হয়। রাম-সীতা-গত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব রাম-সীতার সম্বন্ধকে অতিক্রম করিয়া সাধারণ রতি প্রভৃতি আন্তরবৃত্তিতে পরিণত হয়। বস্তুতঃ রসাস্বাদনকালে সহৃদয় সামাজিক

১। রসো ন প্রতীয়তে। নোৎপদ্যতে। নাভিব্যজ্যতে। স্বগতত্বেন হি প্রতীতৌ করুণে দুঃখিতত্বং স্যাৎ। ন চ সা প্রতীতির্যুক্তা। সীতাদেরবিভাবত্বাৎ স্বকান্তাস্মৃত্যসংবেদনাৎ দেবতাদৌ সাধারণীকরণাযোগ্যত্বাৎ ন সমুদ্রলংঘনাদেরসাধারণ্যাৎ। ন চ তদ্বতো রামস্য স্মৃতিঃ, অনুপলব্ধত্বাৎ। ন চ শব্দানুমানাদিভ্যঃ তৎপ্রতীতৌ লোকস্য সরসতা প্রযুক্তা, প্রত্যক্ষাদিব। নায়কযুগলকাবভাসে হি প্রত্যুত লজ্জাজুগুপসাস্পৃহাদিস্বোচিতচিত্তবৃত্ত্যন্তরোদয়ব্যগ্রতয়ানেকরসত্বমথাপ স্যাৎ ..

অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৮।

২। ন তাবন্নটগতত্বেনানুমীয়তে, তদানীং রামাদ্যভাবেন তত্রত্যাদেরপ্যভাবাদসতঃ সত্ত্বেনানুমানাবিষয়ত্বাৎ ঘত্তো রামাদিবিষয়িন্যা নটগতত্বেনানুমিতয়াপি রত্যা সামাজিকেঽসত্যা তচ্চমৎকারজননাসংভবাচ্চ। ন রমাদিগতত্বেনোৎপদ্যতে, বিভাবাদীনং পারমার্থিকত্বাভাবাৎ। ন বা সামাজিকগতত্বেনাভিব্যজ্যতে, সিদ্ধস্যৈব ব্যঙ্গ্যত্বসংভবাদ্রসস্য চাসিদ্ধত্বাৎ।

সাহিত্যদর্পণ, বিবৃতিপূর্তি টীকা, পৃ ৭৪।

বিভাব প্রভৃতিতে ইহা আমার, ইহা পরের এইরূপ কোনো বিশেষ সম্বন্ধ অনুভব করেন না।[১]

এইরূপ সাধারণীকরণের ফলে সহৃদয় সামাজিক নায়ক নায়িকানিষ্ঠ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবকে নিজের বলিয়া অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ-টীকাকার গোবিন্দ ঠক্কর শব্দের ভোজকত্ব ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন: 'ভোগশ্চ সত্ত্বগুণোদ্রেকাৎ প্রকাশতে আনন্দস্তৎস্বরূপানন্যালম্বনা যা সংবিৎ তৎ স্বরূপো লৌকিকসুখানুভববিলক্ষণঃ'......(পৃঃ ৬৬)

চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু যে আনন্দের প্রকাশ ঘটে সেই আনন্দস্বরূপ অন্যালম্বনহীন যে সংবিৎ বা চৈতন্য, সেই চৈতন্য স্বরূপ ভোগ। ইহা লৌকিক সুখানুভব হইতে ভিন্ন। শব্দের ভাবকত্বব্যাপারের দ্বারা স্থায়িভাব ও বিভাবাদির সাধারণীকরণের পর ভোজকত্বব্যাপারের সাহায্যে সহৃদয়ের চিত্তে রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হয় ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক ঘটে। রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় চিত্ত হইয়া উঠে উদার, স্থির, অচঞ্চল ও সমাহিত। তমোজাত মোহের আবরণ খসিয়া পড়ায় নির্মল চৈতন্য প্রকাশিত হয়। আনন্দস্বরূপ চৈতন্য সাধারণীভূত রত্যাদি স্থায়িভাবে বিশ্রান্তি লাভ করে। ইহাই রসানুভূতি। ভুক্তি ইহাই। ইহা ব্রহ্মস্বাদসদৃশ লৌকিক-সুখানুভববিলক্ষণ।[২]

অভিব্যক্তি বাদ—আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণ রস নিষ্পত্তিতত্ত্বের উপর নূতন আলোকপাত করেন। তাঁহাদের মতে স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির ব্যঙ্গব্যঞ্জক রূপ সম্বন্ধ হেতু রস অভিব্যক্ত হয়। রসের অভিব্যক্তিই মুনি-কথিত রসনিষ্পত্তি। আচার্য অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়ক প্রতিষ্ঠিত মতের তীব্র সমালোচনা করিয়া অপ্রামাণ্য ঘোষণা করিয়াছেন। ভট্টনায়ক শব্দের ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব রূপ যে দুই অতিরিক্ত শক্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহা নিরর্থক, 'এতাদৃশব্যাপারদ্বয়কল্পনে প্রমাণাভাবাত্' (গোবিন্দ ঠক্কর)। 'কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ',[৩] মুনিকৃত ভাবের এই সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে ভাবকত্বশক্তি সকল ভাবের মধ্যে বিদ্যমান। সেই জন্য রসরূপ অলৌকিক কাব্যার্থকে ('কাব্যস্যার্থাঃ রসা অর্থ্যন্তে প্রাধান্যেনেত্যর্থাঃ', অভিনবভারতী, ৩৪৩) স্থায়ী,

---

১। পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে ৷ সাহিত্যদর্পণ, ৩।১২।

২। তস্মাৎ কাব্যে দোষাভাবগুণালঙ্কারময়ত্বলক্ষণেন নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ নিবিড়নিজমোহসঙ্কটতা-নিবারণকারিণা বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনাহভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানো, রসোহনুভব-স্মৃত্যাদিবিলক্ষণেন রজস্তমোহনুবেধবৈচিত্র্যবলাদ্ দ্রুতিবিস্তারবিকাশলক্ষণেন সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময়নিজসংবিদ্-বিশ্রান্তিলক্ষণেন পরব্রহ্মাস্বাদনসবিধেন ভোগেন পরং ভুজ্যতে ইতি। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৭৮-২৭৯।

শব্দের অভিধা বৃত্তি বাক্যবিষয়ক ভাবকত্বশক্তি রসবিষয়ক ও ভোগকৃত্বশক্তি সামাজিকবিষয়ক:
'তত্রাভিধায়কত্বং বাচ্যবিষয়ং ভাবকত্বং রসাদিবিষয়ং ভোগকৃত্বং সহৃদয়বিষয়ম্'। লোচন, পৃঃ ১৮২।

৩। নাট্যশাস্ত্র, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ৩৪৩।

ব্যভিচারী ইত্যাদি ভাব সমূহ নিবর্তিত করে। সমাজিকের প্রথমে স্থায়ী প্রভৃতির জ্ঞান হয়; পরে উহারা সর্ব সাধারণভাবে আস্বাদিত হয়।[১] স্থায়ী ইত্যাদি ভাবসমূহ পূর্বে জ্ঞানগোচরীভূত হইয়া উত্তরকালীন রসের ভাবক বা নিষ্পাদক হইয়া থাকে। ধ্বন্যালোকের লোচন টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন শব্দ ও অর্থের সমুচিত গুণালংকারশালিত্বই ভাবকত্ব, কারণ ইহার সাহায্যে কাব্য রসচর্বণার উৎপাদক হইতে পারে।[২] অভিনবগুপ্ত প্রতীতি ভিন্ন রসের ভোগ বা ভোগীকরণরূপ অন্য কোন ব্যাপার স্বীকার করেন নাই। রসচর্বণাই রসপ্রতীতি, ভোগীকরণ উহার নামান্তর মাত্র।[৩] কাব্যের ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা রসের আস্বাদ স্বরূপ যে প্রতীতি তাহাই ভোগীকরণ।[৪] ধ্বননব্যাপারই ভোগ। 'ভোগোহপি…ধ্বননব্যাপার এব (লোচন, পৃঃ ১৮৯)।

আচার্য অভিনবগুপ্ত স্বীয় মত বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন যে কাব্যাত্মক শব্দ হইতে বিমলপ্রতিভানশালিহৃদয় কাব্যজ্ঞের চিত্তে কাব্যার্থের অতিরিক্ত নূতন কিছুর প্রতিপত্তি হয়। বাক্যার্থবোধের পর এমন এক মানস সাক্ষাৎকার হয় যাহাতে কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের দেশকালাদি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া একটি সাধারণ প্রতীতির উদয় হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের 'গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্...' শ্লোকটি যখন পাঠক পাঠ করে তখন তাহার চিত্তে কোন বিশেষ মৃগ, বিশেষ রাজা বা বিশেষ ব্যক্তিগত ভয়ের বোধ হয় না। বিশেষ ব্যক্তিগত ভয় উৎপন্ন হইলে তাহার সহিত ব্যক্তিগত দুঃখোদ্বেগাদির উৎপত্তি হইত। ঐ ভয় ভাব ব্যক্তিগত ভাবে উৎপন্ন না হইয়া সাধারণরূপে নির্মল চিত্তে উপস্থাপিত হয়। এই জন্য উহা সংকীর্ণ নহে। দূর হইতে ধূম দেখিয়া যখন অগ্নির অনুমান করি তখন উহা কোন বিশেষ ধূম বা বিশেষ অগ্নি নহে। ধূমসাধারণ হইতে অগ্নিসাধারণের অনুমান হয়। সেই রূপ ভয়ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী সাধারণ হইতে ভয়সাধারণের প্রতীতি হয়। বাস্তব জগতের দেশকাল বা নায়কাদি বোধ বিলুপ্ত হইলে চিত্তে উপস্থাপিত ভয়াদি ভাব বিশেষতা ত্যাগ করিয়া সাধারনতা লাভ করে। এই সাধারণী কৃত ভয়াদি ভাব চিত্তে

১। কাব্যার্থান্ রসান্ ভাবয়ন্তি কুর্বতে স্থায়িব্যভিচারিকলাপেনৈব হ্যাস্বাদ্যো লৌকিকার্থো নিবর্ত্ততে। পূর্বং হি স্থায্যাদিকমবগচ্ছতীতঃ সর্বসাধারণতয়া আস্বাদয়ন্তি। তেন পূর্বাবগমগোচরীভূতঃ সন্ উত্তরভূমিকাভাগিনঃ আস্বাদ্যস্য ভাবকো নিষ্পাদক উচ্যতে। অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৪৪।

২। ভাবকত্বমপি সমুচিতগুণালঙ্কারপরিগ্রহাত্মকমস্মাভিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে। .... ন চ কাব্যশব্দানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্.........ন চ কেবলানামর্থানাম্ ....দ্বয়োস্তু ভাবকত্বমস্মাভিরেবোক্তম্।

লোচন, পৃঃ ১৮৮-১৮৯।

৩। প্রতীত্যাদিব্যতিরিক্তশ্চ সংসারে কো ভোগ ইতি ন বিদ্মঃ, রসেনেতি চেৎ সাপি প্রতিপত্তিরেব।

কাব্যানুশাসন, বিবেক, পৃঃ ৬১।

৪। ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যস্য রসবিষয়ো ধ্বননাত্মৈব, নান্যৎ কিঞ্চিৎ। লোচনটীকা, পৃঃ ১৮৮।

উপস্থাপিত হইলে অনাদিকালসঞ্চিত বাসনার সহিত মিলনের ফলে ভয়াদিভাব রস পরিপোষণ করিয়া থাকে।[১]

অভিনবগুপ্তের উক্তির সারার্থ হইল এই যে মানবচিত্তের গোপন লোকে অনাদিকাল হইতে বাসনারূপে রতি, শোক, হর্ষ ইত্যাদি আন্তরবৃত্তি বিরাজ করে। ইহাদের স্থায়িভাব বলা হয়। সহৃদয় সামাজিক যখন কাব্য পাঠ করেন অথবা অভিনয় দর্শন করেন তখন তাঁহার প্রধানতঃ শব্দার্থের ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা এবং কাব্যে গুণালংকার ও নাট্যের অভিনয় ইত্যাদির সহযোগিতায় বর্ণিত বিষয়ের দেশকালাদি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধবোধ বিলুপ্ত হয়। ফলে রাম-সীতাদিরূপ বিভাবাদি ও রামাদিনিষ্ঠ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সাধারণীকরণ ঘটে। অর্থাৎ রাম ও সীতা সাধারণ নরনারী রূপে এবং রাম-সীতাদিগত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব সাধারণ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব রূপে প্রতীয়মান হয়। তৎকালে সামাজিকের চিত্তেও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিমান বিগলিত হইয়া যায়। তিনি স্বকীয় দেশকালাদি বিস্মৃত হইয়া কাব্যলোকে প্রবেশ করিতে থাকেন ও নায়ক নায়িকার চিত্তের সহিত একরূপতা অনুভব করেন। এইরূপ সামাজিকের চিত্ত সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইলে রজঃ ও তমঃ গুণ জাত বিবিধ (অভিনবগুপ্তের মতে সপ্তবিধ ১। উপলব্ধির বিষয়ে অযোগ্যতা, ২। স্বগতত্ব ও পরগতত্ব নিয়মে দেশকালবিশেষের অবস্থান, ৩। নিজ সুখাদির দ্বারা বিবশীভাব, ৪। প্রতীতির উপায় বিষয়ে বৈকল্য, ৫। স্ফুটত্বের অভাব, ৬। অপ্রধানতা, ও ৭। সংশয়যোগ)
(নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ২৮১-২৮২)
রসপ্রতীতিবিঘাতক বিঘ্ন দূরীভূত হয় ও চিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। অনন্তর সামাজিকের তাদৃশ চিত্তে পূর্ব হইতে বাসনারূপে স্থিত রতি প্রভৃতি ভাবগুলি সাধারণীভূত বিভাবাদির সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হয় ও সাধারণীভূত রতি প্রভৃতি ভাবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এইরূপ রতি প্রভৃতি ভাব সম্বলিত চিদানন্দের আস্বাদনই রস। এই তত্ত্বটি অতি সংক্ষেপে লোচন টীকায় অভিনবগুপ্ত পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন :

১। কাব্যাত্মকাদপি শব্দাদধিকারিণোঽধিকা অস্তি প্রতিপত্তিঃ। অধিকারী চাত্র বিমলপ্রতিভানশালিহৃদয়ঃ। তস্য চ গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্…ইত্যাদিবাক্যেভ্যো বাক্যার্থপ্রতিপত্তেরনন্তরং মানসী সাক্ষাৎকারাত্মিকাপহসিততত্তদ্বাক্যোপাত্তকালাদিবিভাগা তাবৎ প্রতীতিরুপজায়তে। তস্যাং চ যো মৃগপোতকাদির্ভাতি তস্য বিশেষরূপত্বাভাবাদ্ভীত ইতি ত্রাসকস্যাপারমার্থিকত্বাদ্ভয়মেব পরং দেশকালাদ্যনালিঙ্গিতম্। তত এব ভীতোঽহং ভীতোঽয়ং শত্রুর্বয়স্যো মধ্যস্থো বা ইত্যাদিপ্রত্যয়েভ্যো দুঃখসুখাদিকৃতহানাদিবুদ্ধ্যন্তরোদয়নিয়মবত্তয়া বিঘ্নবহুলেভ্যো বিলক্ষণং নির্বিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যং সাক্ষাদিব হৃদয়ে নিবিশমানং চক্ষুষোরিব বিপরিবর্তমানং ভয়ানকো রসঃ।………

অতএব ন পরিমিতমেব সাধারণ্যম্ অপি তু বিততম্। ব্যাপ্তিগ্রহ ইব ধূমাগ্ন্যোঃ ভয়কম্পয়োরেব বা তদত্র সাক্ষাৎকারায়মাণত্বেন পরিপোষিকা নটাদিসামগ্রী। যস্যাং বস্তুতঃ কাব্যার্পিতানাং চ দেশকালপ্রমাত্রাদীনাং নিয়মহেতুনামন্যোন্যপ্রতিবন্ধবলাদত্যন্তমপসরণে স এব সাধারণীভাবঃ সুতরাং পুষ্যতি। তত এব সর্বসামাজিকানামেকঘনতৈব প্রতিপত্তেঃ সুতরাং রসপরিপোষায় সর্বেষামনাদিবাসনাচিত্রীকৃতচেতসাং বাসনাসংবাদাৎ।

অভিনবভারতী পৃ, ২৮০-২৮১।

'শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিতপ্রাগ্বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ।'

(ধ্বন্যালোক-লোচন, ১ম উদ্যোত, ৫১)

যাহাদের চিত্তে পূর্ব হইতে রতি প্রভৃতি ভাব বাসনারূপে বিরাজ করে না তাহাদের রসাস্বাদন সম্ভব নহে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্। সাহিত্যদর্পণ, ৩৮।

…উক্তং চ ধর্মদত্তেন ঃ

সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ্।
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তকাষ্ঠকুড্যাশ্মসংনিভাঃ॥

(সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ)

রস অলৌকিক ও সংবেদনস্বভাব। এই সংবেদন ইতর জ্ঞান হইতে ভিন্ন, কারণ ইহার উপায়রূপ বিভাব অনুভাব ইত্যাদি লৌকিক কার্যকারণাদি হইতে ভিন্ন। বিভাবাদির সংযোগে স্থায়িভাবের আস্বাদন হয়। এইরূপ আস্বাদনগোচর অর্থই রস; সুতরাং রস লোকোত্তর।[১] ইহা স্থায়িভাব হইতে ভিন্ন। স্থায়িভাবের সংবেদনরূপ যে আস্বাদন, রস সেই আস্বাদনস্বরূপ হওয়ায় আস্বাদনের অবসান ঘটিলে রসের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এইজন্য রসাস্বাদনজনিত আনন্দ অবিমিশ্র আনন্দ নহে, জ্ঞানসংমিশ্র আনন্দ।

অভিনবভারতীতে স্পষ্টভাবে ইহা অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন।

'অলৌকিকনির্বিঘ্নসংবেদনাত্মকচর্বণাগোচরতাং নীতোঽর্থশ্চর্ব্যমাণতৈকসারো ন তু সিদ্ধস্বভাবঃ, তাৎ্কালিক এব ন তু চর্বণাতিরিক্তকালাবলম্বী, স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ।'

(পৃঃ ২৮৫)

মম্মটভট্ট অভিনবগুপ্তের অভিমত বলিয়া যে রসতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে তাহাতে রস হইতে স্থায়িভাবের ভেদ ধরা পড়ে নাই। তিনি বলিয়াছেন যে অভিনবগুপ্তের মতে সামাজিকের বাসনারূপে স্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবই আস্বাদিত হইয়া অলৌকিক চমৎকারকারী শৃঙ্গারাদি রস নামে পরিচিত হয়।[২]

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ আচার্য অভিনবগুপ্তের রসতত্ত্বটি যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে স্থায়িভাব হইতে রসের ভেদ সুপরিস্ফুট। তিনি বলিয়াছেন যে অভিনবগুপ্তের মতে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব দ্বারা অবচ্ছিন্ন ভগ্নাবরণ চৈতন্যই রস।

১। রসনা চ বোধরূপৈব। কিন্তু বোধান্তরেভ্যো লৌকিকেভ্যো বিলক্ষণৈবোপায়ানাং বিভাবাদীনাং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাৎ। তেন বিভাবাদিসংযোগাদ্রসনা যতো নিষ্পদ্যতেহতস্তথাবিধরসনাগোচরো লোকোত্তরোঽর্থো রস ইতি তাৎপর্য্যং সূত্রস্য।

অভিনবভারতী, পৃঃ ২৮৬।

২। সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিকো…গোচরীকৃতঃ…অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।

কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস, পৃঃ ৩৯।

রসাস্বাদানে রতিপ্রভৃতি স্থায়ী ভাব অবচ্ছেদকরূপে বর্ত্তমান থাকায় রসের সহিত উহাদের অভেদ স্বীকৃত হয় নাই।

'বস্তুতস্তু……রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।' (রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃঃ ৫৮)

আচার্য অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের লোচন টীকায় ও নাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতী টীকায় বলিয়াছেন স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয় ইহা ঔচিত্য বশতঃ বলা হয়। বিভবাদির অনুকূল স্থায়িভাবের চর্বণার দ্বারা রস প্রতীত হয়। যেহেতু ব্যঞ্জিত রসের প্রত্যক্ষ কারণ স্থায়িভাব, সেই জন্য স্থায়িভাব রস হয় এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন।[১] এইজন্য অভিনবগুপ্ত স্বয়ং অভিনবভারতীতে 'রতিঃ শৃঙ্গারঃ' এইরূপ কথাও বলিয়াছেন।

সারদাতনয়ের রসনিষ্পত্তিতত্ত্ব ভুক্তিবাদের অনুরূপ। ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন:

একে রসানাং ব্যঙ্গ্যত্বং বাচ্যত্বং কেচিদূচিরে।
প্রত্যায্যত্বং বদন্ত্যন্যে গম্যত্বমপি কেচন॥
প্রমদাদ্যনুভাবেন ভাবিতো বাসিতো রসঃ।
তত্তদ্রূপস্যাভিনয়ৈঃ সভ্যেষু ব্যজ্যতে স্ফুটম্॥
সংবিৎপ্রকাশানন্দাত্মা গম্যঃ স্যাৎ স্বানুভূতিতঃ।
অহংকারাভিমানাত্মা বাহ্যার্থেষু প্রকাশতে॥ (পৃঃ ৪০-৪১)

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন:

এবং রসানামুদয়ঃ স্বরূপাশ্রয়বুদ্ধিতঃ।
দর্শিতো ভরৎপ্রোক্ত স্তস্য বৃত্তির্নিরূপ্যতে॥
ন তটস্থতয়া নাত্মগতত্বেন প্রতীয়তে।
ন চাভিধীয়তে ক্বাপি নোৎপদ্যতে কদাচন॥
তাদাত্বিকেন প্রমদাদ্যনুভাবেন বাসিতঃ।
স্বাদঃ সহৃদয়ানাং যো হ্লাদাত্মা হৃদয়ঙ্গমঃ।
স ভাবাভিনয়াৎ সাধারণীকরণরূপয়া॥
ভাবকত্বব্যাপ্রিয়য়া ভাব্যমানঃ স্বভাবতঃ॥
ভোগেন সংবিদানন্দময়েনৈবোপভুজ্যতে॥ (পৃঃ ৫২)

বিশ্বনাথ রসের স্বরূপ বর্ণনা কালে অভিনবগুপ্তের আদর্শ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে সত্ত্ব গুণের উদ্রেক হইলে সহৃদয় সামাজিক নিজ স্বরূপানন্দ হইতে অভিন্ন রূপে রস আস্বাদন করেন। রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দময় ও চিৎস্বরূপ।

১। কেবলমৌচিত্যাদেবমুচ্যতে স্থায়ী রসীভূত ইতি। অভিনবভারতী, পৃঃ ২৮৫।
স্থায়িনস্তু রসীভাব ঔচিত্যাদুচ্যত, তদ্ধি বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিসংস্কারসুন্দরচর্বণোদয়াৎ।
ধ্বন্যালোক, প্রথমোদ্যোত, লোচন, পৃঃ ১৫৬-১৫৭।

৫

ইহা অন্য বেদ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্করহিত ও ব্রহ্মাস্বাদসদৃশ। লোকোত্তরচমৎকার ইহার প্রাণস্বরূপ।[১]

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ দার্শনিকের ভঙ্গীতে যে রসতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আচার্য্য অভিনবগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত রসতত্ত্বের অনুকূল। জগন্নাথ বলিয়াছেন যে সামাজিকের চিত্তে পূর্ব হইতে বাসনারূপে স্থিত রতি প্রভৃতি ভাব প্রমাতার পরিমিত নিজ ধর্ম বিগলিত হইলে স্বপ্রকাশ নিজসংবিদানন্দের সহিত গোচরীক্রিয়মাণ হইয়া রসে পরিণত হয়।[২] অভিনবগুপ্ত ও মম্মটভট্টের অভিমত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি তত্ত্বটি আরও সুপরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্যঞ্জক বিভাবাদির দ্বারা চৈতন্য আবরণমুক্ত হয়। আবরণ ভঙ্গ হইলে দীপ যেরূপ নিজে প্রকাশিত হয় ও সন্নিহিত পদার্থকে প্রকাশিত করে ভগ্নাবরণ আত্মচৈতন্যও সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হয় ও বিভাবাদিসংবলিত স্থায়িভাবকেও প্রকাশ করে। এই ভগ্নাবরণ চিদ্‌বিশিষ্ট রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবই রস। অথবা রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ভগ্নাবরণ চিদানন্দের প্রকাশই রস। রসের স্বরূপ সর্বপ্রকার বিশিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ রত্যাদিবিশিষ্ট চৈতন্য অথবা চৈতন্যবিশিষ্ট রত্যাদি রসরূপে পরিগনিত হওয়ায় রসের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়ই সম্ভব। চৈতন্যের স্বপ্রকাশত্ব ও নিত্যত্ব হেতু রত্যাদিবিশিষ্ট চৈতন্য রস এই পক্ষে রসের নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হয় এবং রত্যাদিভাব অন্তঃকরণবৃত্তি-রূপতা হেতু অনিত্য ও ইতরভাস্য হওয়ায় চৈতন্যবিশিষ্ট রত্যাদি রস এই পক্ষে রসের অনিত্যত্ব ও ইতরভাস্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।*

ব্যঞ্জক বিভাবাদির চর্বণা জনিত আত্মচৈতন্যের আবরণ ভঙ্গের উৎপত্তি ও বিনাশের দ্বারা রসেও উৎপত্তি ও বিনাশ আরোপিত হয়। রসাস্বাদনের আনন্দ লৌকিক সুখের ন্যায় নহে যেহেতু ইহা অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ নহে। বিভাবাদির চর্বণাই চিদ্‌গত আবরণভঙ্গ।[৩]

১। সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩৫।

২। প্রমুষ্টপরিমিতপ্রমাতৃত্বাদিনিজধর্মেণ প্রমাত্রা স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজস্বরূপানন্দেন সহ গোচরী-ক্রিয়মাণঃ প্রাগ্বিনিবিষ্টবাসনাত্মরত্যাদিরেব রসঃ। রসগঙ্গাধর, ১ম আনন, পৃঃ ৫৩।

* চিদংশমাদায় নিত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বং চ সিদ্ধম্। রত্যাদ্যংশমাদায় ত্বনিত্যত্বমিতরভাস্যত্বং চ।
রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃঃ ৫৮।

৩। যথা হি শরাবাদিনা পিহিতো দীপস্তন্নিবৃত্তৌ সন্নিহিতান্ পদার্থান্ প্রকাশয়তি, স্বয়ং চ প্রকাশতে, এবমাত্মচৈতন্যং বিভাবাদিসংবলিতান্ রত্যাদীন্।...ব্যঞ্জকবিভাবাদিচর্বণায়া আবরণভঙ্গস্য বা উৎপত্তিবিনাশাভ্যাম্ উৎপত্তিবিনাশৌ রসে উপচর্য্যেতে।...আনন্দো হ্যয়ং ন লৌকিকসুখান্তরসাধারণঃ অনন্তঃকরণবৃত্তিরূপত্বাৎ। ইত্থং চাভিনবগুপ্তমম্মটভট্টাদিগ্রন্থস্বারস্যেন ভগ্নাবরণচিদ্বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্। বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণশ্রুতিস্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। .... চর্বণা চাস্য চিদ্গতাবরণভঙ্গ এব প্রাগুক্তা।
রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃঃ ৫৪-৫৮।

বৈষ্ণব আলংকারিক মধুসূদন সরস্বতী রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আত্মা রসস্বরূপ। অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মার রস স্বরূপ অনুভূত হয় না। পুণ্যপরিপাকবশতঃ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহযোগিতায় যে সাত্ত্বিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা চিত্তের অবিদ্যারূপ আবরণ অপসারিত হয়। এইরূপ চিদ্‌গত আবরণ অপসারিত হইলে আত্মার সুখস্বরূপের প্রকাশ ঘটে। এই ব্যক্তীভূত স্বাত্মস্বরূপ সুখই রস।[১]

কবি কর্ণপুর গোস্বামী বলিয়াছেন যে বিভাবাদির সহযোগে চমৎকার জনক সুখের যে প্রকাশ তাহাই রস।[২]

এই সুখ অভিনবগুপ্ত কথিত 'বাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদানন্দ' লৌকিকসুখান্তর-বিলক্ষণ। রসচর্বণার মুহূর্ত শুদ্ধ আনন্দাস্বাদনের মুহূর্ত। এ মুহূর্তে জীবাত্মার নিজ বিশিষ্ট স্বরূপ বিগলিত হইয়া পড়ে ও আনন্দময় পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়। সেইজন্য সহৃদয় সামাজিক যখন রস আস্বাদন করেন তখন অখণ্ড ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন আত্মসমাহিত যোগীর ন্যায় তাহার বাহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়।[৩] তিনি অনির্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণব আলংকারিগণ ভক্তিরঞ্জিত দৃষ্টিতে রসতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মানব চিত্ত স্বভাবতঃ কঠিন। অগ্নির স্পর্শে জতু যেরূপ দ্রবীভূত হয় সেইরূপ কাম, ক্রোধ ভয়, হর্ষ ইত্যাদির প্রভাবে চিত্তও দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত চিত্তে আনন্দস্বরূপ ভগবানের যে প্রতিফলন তাহাই স্থায়িভাব, ইহার আস্বাদনই রস।[৪] এই মতের সহিত মধুসূদনের পুর্বোল্লিখিত মতের বিরোধ নাই। এইটিকে বরঞ্চ পুর্বমতের বিশ্লেষণরূপে ব্যাখ্যা করা চলে। ইহার প্রতিপাদ্য হইল এই যে—

ঈশ্বর রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। স্বীয় রসস্বরূপ আস্বাদনের জন্য তিনি বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করেন, কখনও মধুর পতি, পুত্র বা সখা রূপ; কখনও বা উগ্র নিষ্করুণ ভীতিপ্রদ বৈরিরূপ। তাঁহার এই বিচিত্র রূপ ভক্তচিত্তে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বিচিত্র ভাব উদিত করে। ভক্তচিত্তের এই ভাবসমূহ ভগবদ্রূপের দ্বারা উদ্বোধিত হয় বলিয়া উহারা প্রাকৃত কাম, ক্রোধাদি ভাব হইতে ভিন্ন। ঐ ভাবগুলির উদয়ে ভক্তচিত্ত

১। সানন্তরক্ষণেহবশ্যং ব্যনক্তি সুখমুত্তমম্।
তদ্রসঃ কেচিদাচার্য্যাস্তমেব তু রসং বিদুঃ ॥ ৩।১৩।

আত্মা হি পরমানন্দঘনরূপতয়া রসো বৈ সঃ ইত্যাদিশ্রুত্যা রসরূপতয়া প্রসিদ্ধঃ। সা চাত্মনো রসরূপতা স্বাবিদ্যাবৃতত্বাৎ নানুক্ষণমনুভবগোচরতাম্ আপদ্যতে। যদা তু পুণ্যপরিপাকবশাদ্ বিভাবাদিত্রিতয়াবগাহি সমূহালম্বনাত্মকং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমুৎপদ্যতে তেন চাবরণমপনীয়তে, তদা খলু নিত্যসিদ্ধমেব আত্মীয়ং সুখমভিব্যজ্যতে। ব্যক্তীভূতং তৎ স্বাত্মস্বরূপমেব সুখং রসনাম্না ব্যপদিশ্যতে ॥ ভক্তিরসায়ন—টীকা. পৃঃ ১৭৫-১৭৬

২। স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ। অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৭০।

৩। বহিরন্তঃকরণয়োঃ ব্যাপারান্তররোধকম্। অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৭০।

৪। ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকাররসতামেতি পুষ্কলম্ ॥ ১।১০ দ্রষ্টব্য ১।৪

হইতে রজঃ ও তমঃ গুণের বিলয় হয় এবং চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত চিত্ত আনন্দস্বরূপ ভগবদ্রূপকে গ্রহণ করিতে পারে। ভগবদ্রূপের গ্রহণই তাহার প্রতিফলন। ইহাই স্থায়িভাব। ইহার আস্বাদনই রস। সুতরাং রস মূলতঃ আনন্দাত্মক ভগবদ্রূপের আস্বাদন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে যে রসতত্ত্ব উপনিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রবর্তিত অভিব্যক্তিবাদেরই অনুরণনমাত্র। শুধু শ্রীরূপগোস্বামী কৃত রসবাদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তিনি ভক্তচিত্তে বাসনোজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি ব্যতীত অন্য কোন স্থায়িভাবের প্রাধান্যযুক্ত সত্তা স্বীকার করেন নাই। 'স্থায়িভাবোঽত্র সম্প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ'। (ভ. র সি, ২. ৫. ২)

প্রথিতযশাঃ পূর্বসূরি আচার্য অভিনব গুপ্তের সরণি অনুসরণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ভক্তের হৃদয়ে সংস্কাররূপে আনন্দাত্মিকা রতি সদাই বিরাজ করে। এই আনন্দময়ী মঞ্জুলা রতি কৃষ্ণাদিকে বিভাবদিতে পরিণত করে এবং উহাদের অবলম্বনে স্বয়ং সংবর্ধিত হয় যেমন বারিধি স্বীয় সলিলে মেঘমালাকে পরিপোষিত করিয়া পুনরায় মেঘবর্ষিত বারিধারায় সংবর্ধিত হইয়া রত্নালয়ে পরিণত হয়।[১]

ভক্তের রতি শ্রীকৃষ্ণাদি বিভাবাদির সহযোগিতায় আস্বাদগোচরতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠা লাভ করে। এইরূপ ভক্তের রতি রসে পরিণত হয়।[২]

রসের অলৌকিকত্ব।

পণ্ডিতরাজ বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বলিয়াছেন রস লোকোত্তরচমৎকার-প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মাস্বাদতুল্য[৩] অর্থাৎ সর্ববিধ রসাস্বাদকালে তাহার প্রাণস্বরূপ হইয়া একটি চমত্কারিতা বিরাজ করে। এই প্রসঙ্গে পূর্বতন আলংকারিক ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃতি দেখাইয়াছেন :

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে। সাহিত্যদর্পণ, পৃঃ ৫১।

এই চমৎকারিতা হৃদয়সংবাদজনিত আহ্লাদ যাহা 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।' ইহা লৌকিক সুখ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 'লৌকিকসুখান্তরবিলক্ষণ'। ইহার কারণ এই যে

১। বিভাবতাদীনানীয় কৃষ্ণাদীন মঞ্জুলা রতিঃ।।
এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বং সংবর্দ্ধয়তি স্ফুটম্।।
যথা স্বৈরিব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্।। ৭৬
রত্নালয়ো ভবত্যেভি র্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ।। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী, ৬৮।৬৯।

২। ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্।।
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভাবাধ্বনি।।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্।। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী, ৯-১০।

৩। ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।। ২ লোকোত্তরচমত্কারপ্রাণঃ। ৩য় পরিচ্ছেদ।

লৌকিক হর্ষ ও শোকের কারণ হইতে হর্ষ ও শোক অনুভূত হয়। কিন্তু রসাভিব্যক্তিতে সর্বদাই আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে লৌকিক জগতে যাহা কারণ ও কার্য অলৌকিক কাব্যজগতে তাহা অলৌকিক বিভাব, অনুভাবরূপে পরিচিত। লৌকিক জগতের হর্ষ শোকাদির কারণ হইতে হর্ষ শোকাদি অনুভূত হইলেও কাব্যজগতে অলৌকিক শোক হর্ষাদির কারণ হইতে কেবলমাত্র আনন্দ অনুভূত হয় ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।[১] ইহাই রসের অলৌকিকত্ব।

রস আনন্দস্বরূপ কারণ, 'রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ'—রত্যাদির দ্বারা অবিচ্ছন্ন ভগ্নাবরণ চিৎ রস। এই চিৎ আনন্দনিরপেক্ষ নহে, আনন্দসংমিশ্র। সৎ, চিৎ ও আনন্দ আত্মার এই ত্রিধা স্বরূপ। রসানুভবকালে আত্মার আনন্দচিন্ময় অংশ আস্বাদিত হয়। এই আনন্দ সর্বথা অলৌকিক, যেহেতু উহার সত্তা দিব্য।

রস বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য বলিয়া অলৌকিক। লৌকিক জ্ঞানে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ে ভেদ থাকে, রসানুভূতির ক্ষেত্রে আস্বাদ ও আস্বাদ্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই অভিন্ন। সাহিত্যদর্পণে স্বকৃত—'স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ' (৩য় পরিচ্ছেদ) কারিকায় বিশ্বনাথ এই কথাটি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। ইহার বৃত্তিতে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে রস আস্বাদন স্বরূপ, আস্বাদনের অতিরিক্ত কিছু নহে। তথাপি রস সামাজিক কর্তৃক আস্বাদিত হয় এইরূপ প্রয়োগ শুধু কাল্পনিক ভেদ মনে রাখিয়া করা হইয়া থাকে।[২] সুতরাং রসানুভূতিতে জ্ঞানাত্মক আনন্দ বিষয় ও বিষয়ী উভয়রূপেই প্রতিভাত হয়—'জ্ঞানান্তরে ঘটাদিকং বিষয়ঃ জ্ঞানং চ বিষয়ী। অত্র চ জ্ঞানত্মকঃ আনন্দ এব বিষয়ো বিষয়ী চ চ ইতি নরসিংহ ঠক্কুরাঃ।' (কাব্য প্রকাশ টীকা)।

রসের অলৌকিকত্বের অন্যতম কারণ উহার স্বয়ংপ্রকাশত্ব। যাহা জ্ঞাপ্য তাহা কখনও কখনও অজ্ঞাত হইতে পারে। রস কখনও জ্ঞানের অগোচর হইতে পারে না। আনন্দত্মক সংবিদের চর্বণা বা আস্বাদনই রস। সুতরাং জ্ঞানাভাবকালীন রস-প্রতীতি সম্ভব নহে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—'নায়ং জ্ঞাপ্যঃ স্বসত্তায়াং প্রতীত্যব্যভিচারতঃ। (সাহিত্য দর্শন ৩য় পরিচ্ছেদ)। ইহার এইরূপ তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যো হি জ্ঞাপ্যো ঘটাদিঃ স সন্নপি কদাচিদজ্ঞাতো ভবতি, ন হ্যয়ং তথা প্রতীতিমন্তরেণ"-(৩য় পরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ।) ঘটাদি যাহা জ্ঞাপ্য তাহা কদাচিৎ অজ্ঞাত হইতে পারে, রস

১। হেতুত্বং শোকহর্ষাদেঃ গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ ॥
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াত্।
সুখং সংজায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ ॥ সাহিত্য দর্পণ, ৩।১৮-১৯।

২। যদ্যপি স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদস্তদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ ইত্যুক্তদিশা রসস্যাস্বাদানতিরিক্তত্বং তথাপি রসঃ স্বাদ্যতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কর্মকর্ত্তরি বা প্রয়োগঃ। তদুক্তং 'রস্যমানতামাত্র-সারত্বাত্ প্রকাশশরীরাদনন্য এব হি রসঃ।' সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিঃ।

সেরূপ কখনও হয় না। সেইজন্য তিনি রসের বর্ণনা দিয়াছেন "স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ" রস স্বয়ং প্রকাশ আনন্দাত্মক চিন্ময় স্বরূপ।

রস কার্যও নহে[১]। লৌকিক জগতে যাহা কার্য্য তাহা কারণ হইতে জাত। রস কোন কারণপ্রসূত নহে। বস্তুতঃ বিভাবাদি রসের কারণ নহে। লৌকিক কার্য কারণনাশের সহিত বিনষ্ট হয় না, কিন্তু রসানুভূতির ব্যাপারে বিভাবাদি না থাকিলে রস থাকে না। উপরন্তু লৌকিক কারণ জ্ঞান ও তৎকার্য্য জ্ঞান যুগপৎ সম্ভব হয় না। যেমন চন্দনস্পর্শ জ্ঞান ও তজ্জন্য সুখজ্ঞান একই কালে যুগপৎ অনুভূত হয় না। আনন্দ-স্বরূপ রস বিভাবাদিসমূহালম্বনাত্মক প্রতীতি স্বরূপ অর্থাৎ বিভাবাদির প্রতীতি ও তজ্জন্য আনন্দাত্মক রস প্রতীতি যুগপৎ উদিত হয়।[২] রস নিত্য নহে। রস নিত্য হইলে বিভাবাদি জ্ঞানের পুর্বেও ও উহার প্রতীতি হওয়া উচিত।[৩] রস অনিত্য ও নহে যেহেতু রসানুভূতিতে স্থান কাল পাত্রের পরিমিত বিশেষ ভাব বিগলিত হইয়া সাধারণীকরণ ঘটে। এই সাধারণীকৃতির ফলে ক্ষণিক বস্তু ক্ষণিকত্ব বর্জন করিয়া চিরন্তনতা প্রাপ্ত হয়। চিরন্তন বিভাবাদির সহযোগে সামাজিকগত চিরন্তন স্থায়ী নিত্য চিদানন্দের সহিত সম্বলিত হইয়া আস্বাদিত হওয়ার যে রসানুভূতির উদয় হয় তাহাও শাশ্বত।

রসজ্ঞান সবিকল্পক জ্ঞান নহে। ইহা স্বসংবেদনসিদ্ধ। সবিকল্পকজ্ঞান হইলে বিভাবাদির জ্ঞানের উপর রসজ্ঞান নির্ভর করিত। মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে বলিয়াছেন-'নাপি সবিকল্পকং চর্ব্যমাণস্যালৌকিকানন্দময়স্য স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ'। ইহার টীকায় ঝাল্‌কিকার বলিয়াছেন্ যে রসাস্বাদকালে অন্য কোন জ্ঞান্ সম্ভব নয় বলিয়া রস-মাত্র-বিষয়ক চর্বণা ব্যাপারে নাম রূপাদির উল্লেখ সম্ভব হয় না। সুতরাং রস কিরূপে সবিকল্পক হয়?[৪] রসজ্ঞান নির্বিকল্পকও[৫] নহে—সর্ববিশেষণ স্পর্শ রহিত সংসর্গানবগাহী অখণ্ড জ্ঞান নির্বিকল্পক। রসজ্ঞান বিভাবাদিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া ও

১। যস্মাদেষ বিভাবাদিসমূহালম্বনাত্মকঃ। তস্মান্ন কার্য্যঃ। সাহিত্য দর্পণ, ৩য় পরিঃ।

২। যদি রসঃ কার্য্যঃ স্যাত্ তদা বিভাবাদিজ্ঞানকারণক এব স্যাত্। ততশ্চ রসপ্রতীতিকালে বিভাবাদয়ো ন প্রতীয়েরন্! কারণজ্ঞানতৎকার্য্যজ্ঞানয়োঃ যুগপদদর্শনাৎ। ন হি চন্দনস্পর্শজ্ঞানং তজ্জন্যসুখজ্ঞানং চৈকদা সম্ভবতি। রসস্য চ বিভাবাদিসমূহালম্বনাত্মকতয়ৈব প্রতীতে র্ন বিভাবাদিজ্ঞানকারণকত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

কাব্য প্রকাশের টীকার চণ্ডীদাস এই কথাটি অন্যরূপে বলিয়াছেন—
'কার্য্যং সুখং স্বকারণৈঃ সহ নৈকস্যাং সংবিদ্যবভাসমানং দৃষ্টম্। এতচ্চ সুখং বিভাবাদিসংবলিতং ভাসতে, তস্মান্ন কার্য্যম্।'

৩। ন নিত্যঃ পূর্বসংবেদনোজ্ঝিতঃ।
অসংবেদনকালে হি ন ভাবোহপ্যস্য বিদ্যতে। সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৫৩।

৪। তদানীং জ্ঞানান্তরাসম্ভবাত্ রসমাত্রবিষয়িণ্যাং চর্বণায়াং নামরূপাদ্যুল্লেখাসম্ভবাচ্চ কুতঃ সবিকল্পকত্বম্।

৫। বিভাবাদি পরামর্শবিষয়ত্বাত্ সচেতসাম্।
পরানন্দময়ত্বেন সংবেদ্যত্বাদপি স্ফুটম্॥ ২৩
ন নির্বিকল্পকং জ্ঞানং তস্য গ্রাহকমিষ্যতে। সাহিত্য দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া নির্বিকল্পক হইতে পারে না। এইরূপে রসজ্ঞান লৌকিক জ্ঞানের ন্যায় সবিকল্পক বা নির্বিকল্পক নহে, অতএব উহা অলৌকিক।

রসজ্ঞান পরোক্ষও নহে, যেহেতু রসের আস্বাদনরূপ ব্যাপার মনের সন্নিকর্ষের দ্বারা সম্ভব হয়। আবার উহা কাব্যজন্যবিভাবাদির জ্ঞানজন্য বলিয়া রসজ্ঞান অপরোক্ষও নহে।[১]

অন্য দিক হইতে বিচার করিলে রসজ্ঞান কার্য, জ্ঞাপ্য, সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক সর্ব রূপেই গৃহীত হইতে পারে। মম্মটভট্ট অভিনবগুপ্তের রসতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে চর্বণানিষ্পত্তির দ্বারা রসনিষ্পত্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং চর্বণানিষ্পত্তির সহিত রস-নিষ্পত্তির যে সম্বন্ধ তাহা কার্যকারণ সম্বন্ধ রূপে ধরিলে রসকে কার্য বলা যায়।[২] কাব্যপ্রকাশের টীকায় চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—বিভাবাদি রসের কারণ নহে বিভাবাদির জ্ঞান পূর্ববর্তী বলিয়া উপাচারের দ্বারা বিভাবাদিতে কারণত্ব স্বীকৃত হয়।[৩]

মম্মটের মতে রস জ্ঞাপ্যও হইতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান, লৌকিক প্রমাণ নিরপেক্ষ অপক্ব যোগিজ্ঞান ও বেদ্যান্তর স্পর্শ রহিত ও স্বরূপমাত্রবিষয়ক পক্ব যোগিজ্ঞান—এই ত্রিবিধ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ এবং লোকোত্তর যে স্বসংবেদন তাহারই বিষয়ীভূত যে রস তাহাকে প্রত্যেয় বা জ্ঞাপ্য বলা যাইতে পারে। বিভাবাদিসংবলিত আনন্দ চিন্ময় সত্তার সংবেদনই রস। সুতরাং বিভাবাদির সহযোগে রসকে জ্ঞাপ্য বা জ্ঞেয় আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বিভাবাদিসংবলিত আনন্দচিন্ময় সত্তার যে সংবেদন তাহা অন্য সর্ববিধ লৌকিক সংবেদন হইতে ভিন্ন। মম্মটকৃত উল্লিখিত পংক্তিটি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঝাল্‌কিকার বলিয়াছেন যে লৌকিক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রমাণতাটস্থ্য বা প্রমাণবিষয়ে ঔদাসীন্যের সহিত চক্ষু প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়া উদিত যে অববোধ বা জ্ঞান, তচ্ছালী বা তদ্বান্ যে মিতযোগী বা যুঞ্জানপদবাচ্য অপক্ব যোগিদের ধ্যানজন্য যে জ্ঞান এবং বেদ্যান্তর বা লৌকিক বিষয়গত অন্য জ্ঞানের সংস্পর্শ বা সম্বন্ধবর্জিত স্বরূপমাত্র বিষয় পরিমিতেতর যোগীদের বা যুক্তপদাভিধেয় পক্ব যোগীদের যে সংবেদন বা জ্ঞান এইরূপ ত্রিবিধ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, অলৌকিক বিভাবাদির অস্তিত্বহেতু ঐ ত্রিবিধ জ্ঞান হইতে বিসদৃশ লোকোত্তর বা লোকাতীত আত্মার আনন্দচিন্ময় সত্তার যে সংবেদন তাহার গোচর বা বিষয়[৪] হওয়া হেতু রস জ্ঞাপ্য।

১। সাক্ষাৎকারতয়া ন চ।
পরোক্ষস্তৎপ্রকাশো নাপরোক্ষঃ শব্দসম্ভবাৎ॥ ২৫ সাহিত্য দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

২। চর্বণানিষ্পত্ত্যা তস্য নিষ্পত্তিরুপচরিতেতি কার্য্যোপ্যুচ্যতাম্। লৌকিকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণতাটস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞানবেদ্যান্তরসংস্পর্শরহিতস্বাত্মমাত্রপর্য্যবসিতপরিমিতেতরযোগিসংবেদনবিলক্ষণলোকোত্তরস্বসংবেদনগোচর ইতি প্রত্যয়োহপ্যভিধীয়তাম্। কাব্য প্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস, ৭০।

৩। বিভাবাদিজ্ঞানস্য রসং প্রতি যৎ কারণত্বমুক্তং তত্ পূর্ববর্ত্তিত্বমাত্রেনৌপচারিকমিতি ধ্যেয়ম্।

৪। লৌকিকং যৎ প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানং, যচ্চ প্রমাণৌদাসীন্যেন চক্ষুরাদিলৌকিকপ্রমাণমনপেক্ষ্যৈবেতি যাবৎ অববোধঃ জ্ঞানং তচ্ছালিনাং তদ্বতাং মিতযোগিনাং অপক্বযোগিনাং যুঞ্জানপদবাচ্যানাং ধ্যানজন্যং জ্ঞানং যদপি চ বেদ্যান্তরস্য জ্ঞেয়ান্তরস্য লৌকিকবিষয়স্য সংস্পর্শেন সম্বন্ধেন রহিতং স্বস্বরূপাত্মমাত্রবিষয়কং পরিমিতেতরযোগিনাং

রসজ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষজ্ঞানসদৃশ নহে। লৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেশকাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া দেশকালাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ও পরিমিত। অলৌকিক রসজ্ঞান স্থানকালাদির সাধারণীকরণ অবলম্বন করে বলিয়া অপরিমিত। অলৌকিক যোগজজ্ঞান হইতে অলৌকিক রসজ্ঞান বিলক্ষণ। যুক্ত ও যুঞ্জান যোগি ভেদে স্বস্বরূপমাত্র বিষয়ক ও ধ্যানজন্য এই দ্বিবিধ যোগজ্ঞান বহির্বস্তুনিরপেক্ষ। রসজ্ঞান অলৌকিক হইলেও উহা বিভাবাদিজ্ঞানসাপেক্ষ। অতএব রসজ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান ও অলৌকিক যোগজজ্ঞান হইতে বিলক্ষণ বলিয়া সর্বথা অলৌকিক।

রস সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক উভয় রূপই হইতে পারে। বিশেষণ বিশেষ্য ভাবযুক্ত জ্ঞান সবিকল্পক ও বিশেষণবিশেষ্যভাবহীন জ্ঞান নির্বিকল্পক। বিভাবাদিসংবলিত রূপে রসজ্ঞান সবিকলপক ও অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়রূপে উহা নির্বিকল্পক। ইহাই অলৌকিকত্ব। মম্মটভট্ট বলিয়াছেন—'উভয়াভাবস্বরূপস্য চোভয়াত্মকত্বমপি পূর্ববল্লোকোত্তরতামেব গময়তি ন তু বিরোধম্'—(কাব্যপ্রকাশ, ৪ উল্লাস, ৭০)। রসজ্ঞান সবিকল্পক না হইলে নির্বিকল্পক হইবে, নির্বিকল্পক না হইলে সবিকল্পক হইবে। সুতরাং উভয়াভাবস্বরূপের উভয়াত্মকত্ব লোকোত্তরতাকে প্রমাণিত করে, বিরোধিতা করে না। লৌকিক জ্ঞান সবিকল্পক অথবা নির্বিকল্পক হয়, রসজ্ঞান উভয় রূপ। অতএব উহা অলৌকিক।[১]

আচার্য অভিনবগুপ্ত রসের অলৌকিকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে রসনিস্পত্তি প্রমাণ বাপার নহে কারক ব্যাপারও নহে। আবার স্বসংবেদনসিদ্ধ বলিয়া অপ্রামাণিক নহে। রসনিস্পত্তি সর্বথা জ্ঞানাত্মক। কিন্তু উহা অন্যান্য লৌকিক জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, কারণ উহার উপায়স্বরূপ বিভাব প্রভৃতি লৌকিক কারণ হইতে বিলক্ষণ। যেহেতু বিভাব প্রভৃতির সংযোগে রসনিস্পত্তি হয় সুতরাং ঐরূপ রসনাগোচর লোকোত্তর অর্থ ই রস।[২]

সারদাতনয় ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে[৩] রসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইহার

পক্কযোগিনাং যুক্তপদাভিধেয়ানাং সংবেদনং জ্ঞানং—এতত্ত্রিতয়াত্ বিলক্ষণম্ অলৌকিকভাবাদিমত্ত্বেন বিসদৃশম্, অতএব চ লোকোত্তরং লোকাতীতং যত্ স্বাত্মকং সংবেদনং তস্য গোচরঃ বিষয় ইত্যর্থঃ॥ কাব্যপ্রকাশ পৃ, ৯৪, ed R. D. Karmarkar.

১। তস্মাদলৌকিকঃ সত্যং বেদ্যঃ সহৃদয়ৈরয়ম্। সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

২। সা চ রসনা ন প্রমাণব্যাপারো ন কারকব্যাপারঃ। স্বয়ং তু নাপ্রামাণিকী স্বয়ংসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ। রসনা চ বোধরূপৈব। কিন্তু বোধান্তরেভ্যো লৌকিকেভ্যো বিলক্ষণৈব। উপায়ানাং বিভাবাদীনাং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাৎ। তেন বিভাবাদিসংযোগাদ্রসনা যতো নিষ্পদ্যতেঽতস্তথাবিধরসনাগোচরো লোকোত্তরোঽর্থো রস ইতি তাৎপর্য্যং সূত্রস্য। অভিনব ভারতী, পৃঃ ২৮৬।

অতএব রস্যমানতায়া এবৈব নিষ্পত্তিঃ...... চর্বণারূপত্বম্। অতশ্চর্বণাত্রাভিব্যঞ্জনমেব ন তু জ্ঞাপনম্, প্রমাণব্যাপারবৎ। নাপ্যুৎপাদনম্, হেতুব্যাপারবৎ। ননু যদি নেয়ং জ্ঞপ্তি র্ন বা নিষ্পত্তিঃ, তর্হি কিমেতৎ। নম্বয়মসাবলৌকিকো রসঃ। ধ্বন্যালোক, লোচন পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

৩। ন দ্রব্যং ন চ সামান্যং ন বিশেষো গুণো ন চ।
ন কর্ম ন সমবায়ো ন পদার্থান্তরঞ্চ সঃ॥ পৃঃ ৩৭।

অলৌকিকত্ব প্রমাণ করে। তিনি বলিয়াছেন রস সামান্য নহে, বিশেষ নহে, দ্রব্য নহে, গুণ নহে, কর্ম, সমবায় অথবা পদার্থান্তর নহে।*

---

*রসবিষয়ক এই আলোচনা অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই অধ্যায়ে করা হইয়াছে। মূল বক্তব্যের ভূমিকা হিসাবে এই অংশের অবতারণা। বিশেষভাবে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে :

সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত, কাব্যবিচার, (কলিকাতা ১৯৩৯), ৬৭-১৩১ ; V. A. Ramasvami Sastri, Jagannātha Paṇḍita (Annamalainagar, ১৯৪২) ; N. N. Choudhury, কাব্যতত্ত্বসমীক্ষা, (দিল্লী. ১৯৫৯) ১৭১ ... ; S. K. De, Sanskrit poetics as a study of aesthetic, (Bombay, Oxford University Press, ১৯৬৩) ৪৮-৬১ ; সত্যদেব চৌধুরী, কাব্যশাস্ত্রীয় নিবন্ধ, (দিল্লী, ১৯৬৩), ৯৩-৯৮ ; শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য, Studies in Indian poetics (কলিকাতা, ১৯৬৪), ৩৯-৫৫; K. Krishnamoorthy, Essays in Sankrit Criticism (Dharvar, ১৯৬৩), ৬৪-৭৪ ; রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসসমীক্ষা, (কলিকাতা), ১৭-৩৭ ; অবন্তী কুমার সান্যাল, অভিনব গুপ্তের রসভাষ্য, (কলিকাতা, বাং সন-১৩৭০) ; Hariram Misra, The Theory of Rasa in Sanskrit drama, (Chhattarpur, 1965), ১৯৭-৪০৪ ; Ramranjan Mukherjee, Literary criticism in Ancient India (কলিকাতা, ১৯৬৬), ২৬৪-৩৪৩ ; Mukunda-Madhav Sarma, The Dhvani theory in Sanskrit poetics, (বারাণসী, ১৯৬৮), ১৫৬-১৮৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রসের প্রকার ভেদ[১]।

প্রাচীনতম আলঙ্কারিক নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনি নাট্য শাস্ত্রে অষ্টবিধ রসের উল্লেখ করিয়াছেন :

শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬।১৬।
এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তাঃ দ্রুহিণেন মহাত্মনা॥ ৬।১৭।

নাট্যে রস আট প্রকার : শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক বীভৎস, এবং অদ্ভুত। ইহাদের স্থায়িভাবেরও উল্লেখ মুনি করিয়াছেন :

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ ৬।১৮।

উল্লিখিত রসগুলির স্থায়িভাব ও যথাক্রমে আট প্রকার : রতি, হাস, শোক, ক্রোধ উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়।

পরবর্তী যুগের বহু কবি ও আলঙ্কারিক মুনির উক্তিকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া রসকে আট প্রকারের মানিয়া লইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে অষ্টবিধ রসের কথা বলিয়াছেন—

মুনিনা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীষ্বষ্টরসাশ্রয়ো নিযুক্তঃ।
ললিতাভিনয়ং তমদ্য ভর্তা মরুতাং দ্রষ্টুমনাঃ সলোকপালঃ॥ ২।১৮

বররুচি ও "উভয়াভিসারিকা" নাটকের একটি অংশে মুনির মার্গ অনুসরণ করিয়া রসকে অষ্টবিধ বলিয়াছেন :

'যস্যাস্তাবৎ প্রথমং রূপশ্রীনবযৌবনদ্যুতিকান্ত্যাদীনাং গুণানাং সম্পৎ চতুর্বিধাভিনয়সিদ্ধিঃ, দ্বাত্রিংশদ্বিধো হস্তপ্রচারঃ, অষ্টাদশবিধং নিরীক্ষণং, ষট্ স্থানানি, গতিদ্বয়ং, অষ্টৌ রসাঃ, ত্রয়ো গীতবাদিত্রাদিলয়া, ইত্যেবমাদীনি নৃত্তাঙ্গানি ত্বদাশ্রয়েণ অলংকৃতানি।'[২]

প্রাচীন আলঙ্কারিক আচার্য দণ্ডী কাব্যাদর্শ গ্রন্থে কাব্যে রসবৎ অলঙ্কাররূপে রসের

১। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : V. Raghavan, The number of Rasas. (Adyar 194)).
রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসসমীক্ষা (কলিকাতা), ৩৭-৫২।
নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কাব্যতত্ত্বসমীক্ষা (দিল্লী ১৯৫৯), ২১৫-২১৯।

২। পৃঃ ১৩। V. Raghavan এর The Number of Rasas এর পৃঃ ১, উল্লিখিত।

অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং রসবদ্ অলঙ্কারের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিবার কালে মুনিনির্দিষ্ট অষ্টবিধ রসেরই বর্ণনা করিয়াছেন: "রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা", "আরুহ্য পরাং কোটিং ক্রোধো রৌদ্রাত্মতাং গতঃ', "উৎসাহপ্রকৃষ্টাত্মা তিষ্ঠন্ বীররসাত্মনা", ইতি কারুণ্যমুদ্রিক্তমলঙ্কারতয়া স্মৃতম্। তথাপরেঽপি বীভৎসহাস্যাদ্ভুতভয়ানকাঃ" ॥

নাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতী টীকা সহিত (G. O. S.) প্রথম সংস্করণে মুনির শ্লোকটি ভিন্নরূপে লিখিত দেখা যায়। তথায় শান্তরসকে স্বীকার করিয়া রসকে নববিধ বলা হইয়াছে:

শৃঙ্গারহাস্যকরুণাঃ রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ। ৬।১৬।

অপর একটি শ্লোকে নববিধ স্থায়িভাবের উল্লেখ দেখা যায়।[১]

আচার্য অভিনবগুপ্ত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের লোচন টীকায় বলিয়াছেন মুনি শান্ত রসের স্থায়িভাবের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং মুনির মতে শান্তরস নাই:

"নন্থ নাস্ত্যেব শান্তো রসঃ তস্য তু স্থায্যেব নোপদিষ্টো মুনিনেত্যাশঙ্ক্যাহ শান্তশ্চেতি"। (পৃঃ ৩৯০)

সুতরাং মুনির মতে রস যে অষ্টবিধ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অষ্টবিধ রসের মধ্যে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রসকে মুনি মূল রস এবং অপর চারিটি রসকে মূলরসপ্রসূত কার্যরস রূপে বর্ণনা করিয়াছেন:

"তেষামুৎপত্তিহেতবশ্চত্বারো রসাঃ। তদ্যথা শৃঙ্গারো রৌদ্র বীরো বীভৎস ইতি।"

১। রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সাবিস্ময়শমাঃ স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৬।১৮। পাঠান্তর দ্রষ্টব্য

এই শ্লোক দুইটি যে মুনি ভরতের রচিত নহে তাহা তাঁহার 'এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা' এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়। নাট্যশাস্ত্রের উক্ত সংস্করণের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশে শান্তরস বিষয়ক তত্ত্ব মুনিকর্তৃক আলোচিত হইয়াছে। এই অংশটির উপর আচার্য অভিনবগুপ্ত বিস্তৃত টীকাও লিখিয়াছেন। কিন্তু এই অংশটি মুনি লিখিত কি না সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করেন।

Nāṭyaśastra of Bharatamuni গ্রন্থের ভূমিকায় কে, এস, রামস্বামী শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন: 'At the end of the sixth chapter there is a section of the Nāṭyaśāstra which deals with the Śānta Rasa. Though the commentary ascribed to Abhinavagupta is found printed for this portion, its genuineness is highly doubtful. The first edition of the N. S. Vol. I from Baroda (G. O. S) does not indicate whether all or only some of the forty manuscripts on which that edition was based, contained the Śānta Rasa section. As a matter of fact, Śānta Rasa has not been included in the list of Rasas enumerated by Bharata at the beginning of the sixth chapter. Obviously therefore Śānta Rasa has no place in the scheme of Rasas innunciated by Bharata. It is therefore permissible to suppose that the portion relating to the Śānta Rasa at the end of the chapter six is not a genuine part of Bharata's work'. পৃঃ ৫-৬.

অত্র শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাচ্চ করুণো রসঃ।
বীরাচ্চৈবাদ্‌ভুতোৎপত্তির্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ॥ ৬।৪৪
শৃঙ্গারানুকৃতি র্যা তু স হাস্যস্তু প্রকীর্তিতঃ।
রৌদ্রস্যৈব চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ॥ ৬।৪৫
বীরস্যাপি চ যৎ কর্ম সোঽদ্ভুতঃ পরিকীর্তিতঃ।
বীভৎসদর্শনং যচ্চ জ্ঞেয়ঃ স তু ভয়ানকঃ॥ ৬।৪৬।

নাট্যশাস্ত্রের দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়ের একটি শ্লোকে নববিধ রসের কথা পাওয়া যায়—

অব্যক্তরূপং সত্ত্বং হি জ্ঞেয়ং নবরসাশ্রয়ম্। (কাব্যমালা সং নং ৪২) ২২।৩

অনেকে অবশ্য মনে করেন 'নবরসাশ্রয়ম্' পাঠটি অশুদ্ধ। ইহার শুদ্ধ পাঠ হইবে 'ভাবরসাশ্রয়ম্' এবং এই পাঠটি কাশী হইতে প্রকাশিত সংস্করণে দেখা যায়। নাট্যশাস্ত্রের সপ্তদশ অধ্যায়ের একটি স্থানে পাঠ্যগুণনিরূপণ প্রসঙ্গে 'বাৎসল্য' রসের উল্লেখ দেখা যায়:

'তত্র হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ স্বরিতোদাত্তৈঃ বীররৌদ্রাদ্‌ভুতৈ উদাত্তকম্পিতৈঃ, করুণবাৎসল্য-ভয়ানকেষু অনুদাত্তস্বরিতকম্পিতৈঃ বর্ণৈঃ পাঠ্যমুপপাদয়তি।' কাব্যমালা সং ; মং ৪২ ; পৃঃ ১৮৭

এই বাৎসল্য রসকে পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ বিশেষতঃ বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ অন্যতম প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য অভিনবগুপ্ত তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া ইহাকে রস পদবী হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ভট্ট উদ্ভট সর্ব প্রথম[১] শান্তরসকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়া নাট্যে নব রসের কথা বলেন:

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥

কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, ৪।৪।

অনেকে মনে করেন শান্তরসের কথা ভরতপ্রণীত মূল নাট্যশাস্ত্রে ছিল না। ভট্ট উদ্‌ভটই নাট্যশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার সময় শান্তরসের কথা উহাতে নিবদ্ধ করেন।

ভট্টনায়ক 'সহৃদয়দর্পণ' গ্রন্থে শান্তরস স্বীকার করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ অভিনবগুপ্তের উক্তি হইতে মিলে:

'ভট্টনায়কস্তু ব্রহ্মণা পরমাত্মনা যদুদাহৃতমবিদ্যাবিরচিত-নিস্‌সারভেদগ্রহে যদুদাহরণীকৃতং তন্নাট্যম্ তদ্বক্ষ্যামি।...তথা তাদৃগেব বিশ্বমিদমসত্যনামরূপপ্রপঞ্চাত্মকমথ চ শ্রবণমননাদি-বশেন পরমপুমর্থপ্রাপকমিতি লোকোত্তরপরমপুরুষার্থসূচনেন শান্তরসোপক্ষেপোঽয়ং ভবিষ্যতি।

১। The number of Rasas, পৃঃ ৪২ দ্রষ্টব্য।

স্বং স্বং নিমিত্তমাদায় শান্তাদুৎপদ্যতে রসঃ, ইতি॥ তদনেন পারমার্থিকং প্রয়োজনমুক্তমিতি ব্যাখ্যানং সহৃদয়দর্পণে পর্যগ্রহীৎ।'[১]

আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক গ্রন্থে শান্তরসকে স্বীকার করিয়াছেন :

'শান্তশ্চ তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্য যঃ পরিপোষস্তল্লক্ষণো রসঃ প্রতীয়ত এব।' (পৃঃ ৩৯০)

সুতরাং আনন্দবর্ধনের মতে রস নববিধ।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হন প্রথিতযশাঃ আলংকারিক রুদ্রট। তিনি মুনিকথিত আটটি রসের সহিত শ্রেয়ঃ ও শান্ত নামক দুইটি অধিক রস যুক্ত করিয়া দশবিধ রসের কথা বলিয়াছেন :

শৃঙ্গারবীরকরুণা বীভৎসভয়ানকাদ্ভুতা হাস্যঃ।
রৌদ্রঃ শান্তঃ প্রেয়ানিতি মন্তব্যা রসাঃ সর্বে॥ কাব্যালংকার, ১২।৩।

এই দুইটি অধিক রসের পরিকল্পনার হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে আস্বাদন হেতু স্থায়িভাব যদি রসত্ব লাভ করিতে পারে নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের আস্বাদনযোগ্যতা থাকায় রসত্ব প্রাপ্তিতে কোন বাধা নাই।

রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচার্যৈঃ।
নির্বেদাদিষ্বপি তন্নিকামমস্তীতি তেঽপি রসাঃ। কাব্যালংকার, ১২।৪।

রুদ্রটের 'রসনাদ্রসত্বম্' উক্তিটি মুনি কথিত 'অত্র রস ইতি কঃ পদার্থঃ।—উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ' (নাঃ শাঃ, ৬।৩৫) বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।

রুদ্রটের উক্তি টীকাকার নমিসাধু ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে ভরত প্রমুখ আচার্যগণ রসন বা আস্বাদন হেতু স্থায়িভাবের রসত্ব প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। স্থায়িভাব যদি আস্বাদিত হইলে রসে পরিণত হয় তাহা হইলে নির্বেদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবও আস্বাদনযোগ্যতা থাকিলে রসে পরিণত হইতে পারে। যে সকল ব্যভিচারিভাব বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হইতে পারে না তাহারা রসে পরিণত না হইয়া ভাবরূপে থাকিয়া যায়। যে কোন চিত্তবৃত্তি পরিপোষিত ও আস্বাদিত হইলে রসত্ব লাভ করিতে পারে। সুতরাং মুনি শুধু প্রসিদ্ধি হেতুই রসকে অষ্টবিধ বা নববিধ বলিয়াছেন।[২]

১। অভিনব ভারতী, পৃঃ ৪-৫।

২। ননু কথং নির্বেদাদয়োঽপি রসতাং যান্তীত্যাহ রসনাদিতি। আচার্যৈর্ভরতাদিভিঃরেষাং স্থায়িভাবানাং রসনাদাস্বাদনাদ্ধেতোঃ রসত্বমুক্তম্। কেষামিব, মধুরাম্লাদীনামিব। মধুরাদয়ো হি আস্বাদ্যমানাঃ সন্তো রসতাং যান্তীতি। উক্তং চ অনেকদ্রব্যসংযুক্তৈর্ব্যঞ্জনৈর্বহুভির্শ্চিতম্। আস্বাদয়ন্তি ভুঞ্জানা ভক্তং ভক্তভুজো যথা॥ ভাবাভিনয়সংবদ্ধান্ স্থায়িভাবাংস্তথা রসান্। আস্বাদয়ন্তি মনসা তস্মান্নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ স্যাদেতৎ, স্থায়িভাবানামেব রসনং ভবিষ্যতীত্যাহ নির্বেদাদিষ্বপি তদ্রসনং নিকামমস্তীতি হেতোস্তেঽপি রসাঃ জ্ঞেয়াঃ। যস্য তু পরিপোষং ন গতাস্তস্য ভাবা এব তে। অয়মাশয়ো গ্রন্থকারস্য যদুত নাস্তি সা কাপি চিত্তবৃত্তিঃ যা পরিপোষং গতা ন রসীভবতি। ভরতেন সহৃদয়াবর্জকত্বপ্রাচুর্যাত্ সংজ্ঞাং চাশ্রিত্যাষ্টৌ নব বা রসা উক্তা ইতি। কাব্যালঙ্কার, ১৫০-১৫১, (কাব্যমালা সং নং ২)

নমিসাধুর উক্তির তাৎপর্য হইল এই যে রস অষ্টবিধ বা নববিধ নহে, উহা অনেকবিধ। ভাব যেরূপ স্থায়ী ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভেদে দ্বিবিধ, রসও সেরূপ স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদে দ্বিবিধ—এই প্রাচীন মতের উপর ভিত্তি করিয়া নমিসাধু তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তটি করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নমি সাধুর এই সিদ্ধান্তটি যে গ্রহণযোগ্য নহে তাহা নহে, কারণ নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে মুনির একটি উক্তির দ্বারা ইহাকে সমর্থন করা যায়। মুনি রস প্রসঙ্গে বলিয়াছেন সকল ভাবই রসীভবনের যোগ্য।[১]

ভট্টলোল্লট নাট্যশাস্ত্রের উপর যে টীকা লিখিয়াছেন তাহা পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার রসবিষয়ক অভিমত অভিনবগুপ্তবিরচিত "অভিনবভারতী" বিবৃতি হইতে জানা যায়। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন যে, ভট্টলোল্লটের মতে 'ভাব যত প্রকার রসও তত প্রকার।'

"এতাবন্ত এব চ রসা ইত্যুক্তং পূর্বম্। তেন আনন্ত্যেঽপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্যা এতাবতাং প্রয়োজ্যত্বম্ ইতি যদ্ ভট্টলোল্লটেন নিরূপিতং তদবলেপনাপরামৃষ্য ইত্যলম্।"

(অভিনবভারতী, ২৯৮)

প্রতিহারেন্দুরাজ সম্ভবতঃ রুদ্রটের সরণি অবলম্বন করিয়া ভট্ট উদ্‌ভট-প্রণীত 'কাব্যালংকারসারসংগ্রহ' গ্রন্থের লঘুবৃত্তি টীকায় বলিয়াছেন যে নির্বেদ ও অন্যান্য ভাব রসে পরিণত হইতে পারে। শৃঙ্গার প্রমুখ নববিধ রস মানবের চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। সেই জন্য রতি প্রভৃতি নববিধ স্থায়িভাবকে রসত্ব প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া ধরা হয়। তদ্‌ভিন্ন ভাবগুলি পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ নহে বলিয়া উহাদের রসত্ব স্বীকার করা যায় না। কেবল আস্বাদনযোগ্যতাকে রসীভবনের হেতুরূপে গ্রহণ করিলে সকল প্রকার ভাবেরই রসত্ব সম্ভব হইয়া থাকে।[২]

১। তত্রাষ্টৌ ভাবাঃ স্থায়িনঃ, এয়স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারিণঃ। অষ্টৌ সাত্ত্বিকা ইতি ভেদাঃ। এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশদ্‌ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। এভ্যশ্চ সামান্যগুণযোগেন রসা নিষ্পদ্যন্তে।

অত্র শ্লোকঃ,

যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা॥ নাঃ শাঃ, ৭।১০।

ইহার পরে অবশ্য ভারতমুনি কেবলমাত্র স্থায়িভাবের রসীভবনযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন—'বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃত, স্থায়ীভাবো রস নাম লভতে' নাট্যশাস্ত্র, ৩৫০।

২। এতে চ শৃঙ্গারাদয়ো নব যথাযোগং চতুর্বর্গপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া তদিতরপরিহারনিবন্ধতয়া চ রত্যাদীনাং স্থায়িনাং নবানাং ভাবানাং যঃ পরিপোষস্তদাত্মকাঃ। অতঃ তথাবিধেন রূপেণ আস্বাদ্যত্বাৎ আস্বাদভেদনিবন্ধনেন তান্ত্রিকেন রসশব্দেন অভিধীয়ন্তে। নির্বেদাদৌ তু তথাবিধস্য আস্বাদ্যত্বস্য অভাবাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিভেদনিবন্ধনস্য তান্ত্রিকস্য রসশব্দস্য অপ্রবৃত্তিঃ। আস্বাদমাত্রবিবক্ষয়া তু তত্রাপি মধুরাম্লাদিবৎ রসশব্দপ্রবৃত্তিরবিরুদ্ধা। যদুক্তং শৃঙ্গারাদীন্ রসানন্যক্রম্য।

রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচার্যৈঃ।
নির্বেদাদিষ্বপি তৎপ্রকামমস্তীতি তেঽপি রসাঃ॥ ইতি

আচার্য অভিনবগুপ্ত রুদ্রটের প্রায় এক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হন। তিনি প্রাক্তন আলংকারিকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বাৎসল্য, শ্রেয়ঃ প্রভৃতি রস প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ও শান্তরসকে স্বীকার করিয়া রসকে নববিধ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্দ্রতা-স্থায়িক স্নেহ রসে পরিণত হয় বলা যায় না। স্নেহ অভিষঙ্গ, উহা রতি, উৎসাহ প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। যথা—বালকের মাতা পিতার প্রতি স্নেহ ভয়ে, যুবক যুবতির মিত্রের প্রতি স্নেহ রতিতে, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার স্নেহ ধর্মবীরে বিশ্রান্ত হয়। এইরূপ গর্দ্ধস্থায়িভাবকে রতি, হাস প্রভৃতিতে পর্যবসিত করিয়া লৌল্যরসকে প্রত্যাখ্যান করা যায়। ভক্তি স্থায়িভাবকে রতিতে পর্যবসিত করিয়া ভক্তি রসকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।[১]

কাব্যপ্রকাশ প্রণেতা মম্মটভট্ট ভক্তি, বাৎসল্য প্রভৃতি রসকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ভক্তি, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের স্থায়িভাব রতি ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু উহা দেবাদিবিষয়ক হওয়ায় অনৌচিত্য প্রবর্তিত হয় এবং সেই জন্য উহা রস পদবী প্রাপ্ত না হইয়া ভাবরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।[২]

মম্মটের এই উক্তি সাহিত্যদর্পণে ও তাহার বিবৃতি টীকায় সমর্থিত হয় নাই। তথায় বলা হইয়াছে যদিও বাৎসল্যকে অনেকে রসরূপে গ্রহণ করিতে চান না, কিন্তু অন্যান্য রসের ন্যায় ইহাতে চমৎকারিতার আতিশয্য স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। সুতরাং শৃঙ্গারাদির ন্যায় ইহাকেও রসরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।[৩]

তদাহুঃ

চতুর্বর্গেতরৌ প্রাপ্যপরিহার্য্যৌ ক্রমাদ্ধতঃ।
চৈতন্যভেদাদাস্বাদ্যাৎ স ভেদস্তাদৃশো মতঃ॥ ইতি

স ইতি চৈতন্যভেদ ইত্যর্থঃ। তাদৃশ ইত্যনেন আস্বাদবিশেষনিবন্ধনত্বং শৃঙ্গারাদিষু তান্ত্রিকস্য রস-শব্দস্য উক্তম্। পৃঃ ৫২-৫৩।

(নারায়ণ দাস বানহট্টি সম্পাদিত)

১। এতে নবৈব রসাঃ।········ আর্দ্রতাস্থায়িকঃ স্নেহো রস, ইতি ত্বসৎ। স্নেহো হ্যভিসঙ্গঃ। স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদাবেব পর্য্যবস্যতি। তথাহি বালস্য মাতাপিত্রাদৌ স্নেহঃ ভয়ে বিশ্রান্তঃ, যুনো মিত্রজনে রতৌ, লক্ষ্মণাদৌ ভ্রাতরি স্নেহঃ ধর্মবীর এব। এবং বৃদ্ধস্য পুত্রাদৌ অপি দ্রষ্টব্যম্। এষৈব গর্দ্ধস্থায়িকস্য লৌল্যরসস্য প্রত্যাখ্যানে সরণির্মন্তব্যা, হাসে বা রতৌ বা অন্যত্র পর্যবসানাৎ। এবং ভক্তাবেবেতি বাচ্যমিতি॥ অভিনব ভারতী, পৃঃ ৩৪১-৩৪২।

অথবা

অত এবেশ্বরপ্রণিধানবিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধে স্মৃতিমতিধৃত্যুৎসাহাদ্যনুপ্রবিষ্টেভ্যোহন্যথৈবাঙ্গমিতি ন তয়োঃ পৃথগ্রসত্বেন গণনম্। অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৪০।

২॥ রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তঃ 	কাব্য প্রকাশ ৪।৩৫।

৩। অথ মুনীন্দ্রসংমতো বৎসলঃ
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতাস্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্॥ 	সাহিত্য দর্পণ, ৩।২৪১।

অন্যে পুনরস্য ভাবকাব্যত্বম্ ইচ্ছন্তি। তন্ন চমৎকারাতিশয়যোগেন রসত্বস্যৈব যুক্তত্বাৎ।
—বিবৃতি পৃঃ ১৯০

মন্দারমরন্দচম্পূ গ্রন্থে বাৎসল্যরসকে দশম রস রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং করুণা বা কারণ্যকে উহার স্থায়িভাব বলা হইয়াছে।

'অন্যে তু করুণাস্থায়ী বাৎসল্যং দশমোঽপি চ।' (কাব্যমালা সংস্করণ, পৃঃ ১০০)

অনেক বৈষ্ণব আলংকারিক শৃঙ্গার ইত্যাদি নয়টি রস ব্যতীত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য নামক আরও তিনটি অতিরিক্ত রস স্বীকার করিয়া রসকে দ্বাদশবিধ বলিয়াছেন। কেহ কেহ আবার সখ্য স্থায়ীকে রতিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া রসকে একাদশবিধ বলিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্যাসদেব চানুরবধ প্রসঙ্গে একটি শ্লোক লিখিয়াছেন যাহাতে দ্বাদশবিধ রস উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজ বলরামের সহিত মথুরাধিপতি কংসের সভায় প্রবেশ করেন তখন তাহাকে দেখিয়া সভাস্থ নরনারীর চিত্তে বিভিন্ন রসের উদয় হয়। রস অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিও তাহাদের নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। শ্লোকটি হইল :

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ভাগবত, ১০।৪৩।১৭।

ভক্তিমার্তণ্ড গ্রন্থে এই শ্লোকের রসগুলিকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত করা হইয়াছে ও রসের অধিকারী নির্দেশিত হইয়াছে।

"মারকরূপে ভগবতি ক্রোধস্থায়িভাবকরৌদ্ররসানুভবিতারো মল্লাদয়ঃ। তেন রৌদ্রপ্রকৃতয়োঽধিকারিণঃ। নরবরে অদ্ভুততরে বিস্ময়স্থায়িকাদ্ভুতরসানুভবিতারো গোপাঃ। তে চ হাস্যপ্রকৃতয়ো নরাঃ। স্মররূপে ভগবতি রতিস্থায়িকশৃঙ্গাররসানুভবিত্র্যঃ স্ত্রিয়ঃ। তেন শৃঙ্গারাদিপ্রকৃতয়ঃ স্ত্রিয়োঽধিকারিণঃ। স্বজনে ভগবতি বিলক্ষণবেষবতি-হাস্যরসানুভবিতারো গোপাঃ, তেন হাস্যপ্রকৃতয়ো গোপা অধিকারিণঃ। যদুকুলোত্তংসে ভগবতি উৎসাহস্থায়িকবীররসানুভবিতারঃ ক্ষিতিভুজঃ। তেন সবিলক্ষণা বীরপ্রকৃতয়ঃ ক্ষিতিভুজোঽধিকারিণঃ। পুত্রত্বাদিনা প্রতীয়মানে ভগবতি করুণরসানুভবিতারৌ পিতরৌ। যদ্যপি বাৎসল্যরস এবং বাচ্যস্তথাপি অনুচিতদর্শনেনেষ্টবিশ্লেষসম্ভাবনয়া করুণ এব রসঃ। তথা মৃত্যুরূপে ভগবতি ভয়ানকরসানুভবিতারঃ কংসাদয়ঃ। তেন তে এব অধিকারিণঃ। মদবিন্দুসংসর্গেণ বিগতরাজনরূপে ভগবতি বীভৎসরসানুভবিতারো বীভৎসপ্রকৃতয়ো লৌকিকাঃ। সত্ত্বরূপে ভগবতি শান্তরসানুভবিতারো যোগিনঃ সাত্ত্বিকাঃ। তেন তেঽধিকারিণঃ। স্বামিত্বেন দেবতাত্বেন চ প্রতীয়মানে ভগবতি ভক্তিরসানুভবিতারো গুণাতীতাঃ। তেন তে এব অধিকারিণঃ।" (ভক্তিমার্তণ্ড, পৃঃ ১।)

ভাগবতের উক্তশ্লোকের (১০।৪৩।১৭) উপর বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় বলা হইয়াছে :

"অয়ং চাত্র সংগ্রহশ্লোকঃ—

রৌদ্রোদ্‌ভুতঃ শুচিরথো ধৃতিঃ সখ্যহাসৌ বীরোথ বৎসলযুতঃ করুণোভয়াঙ্কঃ।

বীভৎসসংজ্ঞ উদিতোঽথ তথৈব শান্তঃ সপ্রেমভক্তিরিতি তে হ্যধিকা দশ স্যুঃ।"

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবয়তর ঐ শ্লোকটিতে আটটি রসের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মল্লদেয় অন্তঃকরণ দ্বেষতুষ্ট হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তাহারা অনুভব করিলেও তাহাদের রসাভাসের উদয় হইয়াছিল, রসের উদয় হয় নাই। মথুরাবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ লীলা দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিস্ময়রস। স্ত্রীলোকগণ তাঁহার অসমোর্ধ্ব মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া কামনাতুর হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে উজ্জ্বল শৃঙ্গার রস। গোপগণ স্বজনরূপে তাহাকে দর্শন করিলেন, সুতরাং সখ্যরস এবং তাঁহার বিচিত্র বেশভূষা দেখিয়া তাহাদের কৌতুক উদ্রিক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের পক্ষে হাস্য রসও। দুষ্ট নরপতিগণ তাঁহাকে অন্তকরূপে দেখিলেন। সর্বানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের এই অন্তক রূপ স্বরূপ নহে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে রৌদ্র রসাভাস। জনক জননী শ্রীকৃষ্ণকে শিশুরূপে দেখিলেন ও তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা হেতু দুঃখে অভিভূত হইলেন। সুতরাঃ তাহাদের পক্ষে বাৎসল্য ও করুণ রস। কংসের নিকট তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহে বলিয়া কংসের পক্ষে ভয়ানক রসাভাস। কংস হইতে অধম ব্যক্তিগণ তাহার রুধিরলিপ্ত গাত্র দেখিয়া জুগুপ্সা অনুভব করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ জুগুপ্সার আস্পদ নহেন সুতরাং তাহাদের পক্ষে বীভৎস রসাভাস। যোগিদের নিকট তিনি পরব্রহ্ম, অতএব তাঁহাদের পক্ষে শান্তরস। বৃষ্ণিগণ নরদেবতারূপে তাঁহার স্বরূপ আস্বাদন করিলেন, অতএব তাহাদের পক্ষে দাস্যরস। সভাগৃহে সমবেত দশবিধ ব্যক্তির মধ্যে চতুর্বিধ ব্যক্তি রসাস্বাদনে অসমর্থ, অবশিষ্ট ষড়বিধ ব্যক্তি অষ্টবিধ রস কৃষ্ণদর্শনে অনুভব করিয়াছিলেন। ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র কৃষ্ণস্বরূপের অযথার্থ আস্বাদনের ফলে উদ্ভূত হওয়ায় উহারা রস পদবী লাভ করিতে অক্ষম হইয়া রসাভাসে পরিণত হইয়াছে।[১]

১। অতিসুকুমারসুশীতলসুমধুরাঙ্গোপি স পর্বতে মহাকঠোরসুসন্তাপককটুতরাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈর্দ্বেষদুষ্টান্তঃকরণৈরনুভূতঃ পিত্তদূষিতরসনৈর্মত্স্যাণ্ডিকাপিণ্ড ইবাতিতিক্ত ইতি তৈস্তৎসবাসনৈস্তত্রত্যৈঃ সভ্যৈরপি দৃষ্ট্বাপি ভগবতঃ স্বরূপং নাস্বাদিতমিতি তেষু রসাভাস এব, ন তু রসঃ। নৃণাং মাথুরাণাং দ্বেষাদিরাহিত্যাদুৎপত্ত্যেব প্রেমসামান্যবতাং নরবরঃ নরেষু অসাধারণৈরতিচমৎকাররূপগুণলীলাদিভিঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তৈঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ান্তঃকরণৈস্তস্য নরবরত্বং স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তেষু বিস্ময়রসঃ। স্ত্রীণাং জনন্যাদিব্যতিরিক্তানাং যুবতীনাং স্মর ইতি কৃষ্ণবিষয়ককামস্য প্রাকৃতত্বাভাবাৎ তাসাং মাথুরত্বেন প্রেমবত্ত্বাত্তাভিস্তস্য সাক্ষান্মন্মথত্বং স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তাসূজ্জ্বলো রসঃ। অত্রৈব মূর্তিমানিতি বিশেষণোপন্যাসেনাস্যৈব স্বরূপস্যাঙ্গিত্বং ধ্বনিতং গোপানং স্বজন ইতি তৈরপি স্বরূপমাস্বাদিতং যতো গোপমিত্রত্বং খলু তস্য স্বরূপমেব ইতি তেষু সখ্যরসো হাস্যরসশ্চ। অসতামসাধুনাং ক্ষিতিভুজাং শ্লেষেণ সজ্জনবতীং পৃথিবীং গ্রসতামিব ভক্তাপরাধিনাং তেষাং

দশরূপক গ্রন্থে ধনঞ্জয় প্রীতি, ভক্তি ইত্যাদিকে ভাবরূপে পরিগণিত করিয়া হর্ষ, উৎসাহ ইত্যাদি ভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত মৃগয়া অক্ষ ইত্যাদি রসগুলিকেও উক্ত হর্ষাদি ভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।[১] এমন কি নির্বেদ স্থায়িভাবকে অস্বীকার করিয়া শান্তকেও তিনি রস রূপে গ্রহণ করেন নাই।[২] তিনি বলিয়াছেন যে নির্বেদাদি বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন নহে বলিয়া উহা স্থায়িভাব রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং উহার আস্বাদন কিরূপে হইবে? চিন্তাদি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পরিপোষিত হইলেও উহা বৈরস্য সৃষ্টি করে। অতএব স্থায়িভাব অষ্টবিধ। সুতরাং ধনঞ্জয়ের মতে রস শৃঙ্গারাদি অষ্টবিধ।

দ্বাদশ শতাব্দীর আলঙ্কারিক হেমচন্দ্রও স্নেহ, ভক্তিও বাৎসল্যকে রতির বিশেষ প্রকার কল্পনা করিয়া অভিনবগুপ্তের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া পৃথক রসরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে স্নেহ, ভক্তি ও বাৎসল্য রতিরই বিশেষ প্রকার। তুল্য ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি রতি স্নেহ। অনুত্তমের উত্তমের প্রতি যে রতি প্রসক্তি তাহা ভক্তিপদবাচ্য, উত্তমের অনুত্তমের প্রতি রতি বাৎসল্য। এইরূপ বিষয়ে ভাবেরই আস্বাদ্যতা।[৩]

সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব এই কথাই বলিয়াছেন:

'কেহ কেহ ভক্তি, স্নেহ ও লৌল্য এই তিনটিকে রস মনে করেন, এবং উহাদের স্থায়িভাব যথাক্রমে শ্রদ্ধা, আর্দ্রতা ও অভিলাষ বলিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে,

---

শান্তা অন্তক ইত্যন্তকত্বং সর্ব্বসুহৃদঃ সর্ব্বানন্দকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমতস্তৈঃ মল্লৈরিব তন্নাস্বাদিতমিতি তেষু রৌদ্ররসাভাসঃ। স্বপিত্রোঃ নন্দবসুদেবয়োর্বসুদেবদেবক্যোর্বা শিশুরিতি তাভ্যাঞ্চ স্বরূপমাস্বাদিতং যতো নন্দাত্মজত্বং বসুদেবাত্মজত্বং তস্য স্বরূপমেবেতি। অত্র বাৎসল্যরসো জিঘাংসুলোকদর্শনাৎ করুণরসশ্চ। ভোজপতেঃ কংসস্য মৃত্যুরিতি মৃত্যুত্বং মাধুর্য্যসুধাবর্ষুকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপম্; অতস্তেন তস্য তন্নাস্বাদিতমিতি তস্মিন্ ভয়ানকরসাভাসঃ। অবিদুষাং কংসপুরোহিতাদীনামপরাধিনাং বিরাড্ব্যষ্টিঃ প্রাকৃতো মনুষ্যঃ। হংহো অয়মেব কিং পরমেশ্বর ইত্যুচ্যতে ভ্রান্তৈরয়ন্তু পারদারিকেত্বন গবাদিঘাতিত্বেন চ শ্রুতচরঃ, সংপ্রতি প্রাণ্যস্থিরক্তকলিলগাত্রো মনুষ্যেষ্বপ্যনাচারো ঘৃণাস্পদীভবত্যস্মন্নেত্রাণামিতি ব্যাহরৎসু মহাপাপিষ্ঠেষ্বাবেশাভাবাৎ কংসাদিভ্যোঽপ্যধমেষু মন্দভাগ্যেষু তেষু বীভৎসরসাভাসঃ। যোগিনাং সনকাদীনাং পরং তত্ত্বং মূর্ত্তং পরং ব্রহ্মেতি তস্য স্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু শান্তরসঃ। বৃষ্ণীনাং পরদেবতা উপাস্যপরমেশ্বর ইতি তৎস্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু দাস্যরস ইত্যেবং তত্র দশবিধেষু জনসমুদায়েষু, চতুর্ণাং বিমুখত্বেন তদ্রসাস্বাদনাসামর্থ্যাৎ ষড়ভিরষ্টৌ রসাঃ স্বাদিতা ইত্যতো রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতীতি বৈ নিশ্চিতমেব সঃ শ্রীভাগবতীয়দশমস্কন্দদর্শিতায়াং মাথুররঙ্গভূমৌ প্রসিদ্ধঃ, কৃষ্ণ এব রসঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৩।১৭ টীকা, পৃঃ ৪৭৮-৪৭৯।

১। প্রীতিভক্ত্যাদয়ো ভাবা মৃগয়াক্ষাদয়ো রসাঃ।
হর্ষোৎসাহাদিষু স্পষ্টমন্তর্ভাবান্ন কীর্ত্তিতাঃ॥ ৪।৮৩।

২। নির্বেদাদিরতাদ্রূপ্যাদস্থায়ী স্বদতে কথম্।
বৈরস্যায়ৈব তৎপোষস্তেনাষ্টৌ স্থায়িনো মতাঃ॥ ৪।৩৬।

৩। স্নেহো ভক্তির্বাৎসল্যমিতি হি রতেরেব বিশেষঃ। তুল্যয়োঃ যা পরস্পরং রতিঃ স স্নেহঃ। অনুত্তমস্য উত্তমে রতিঃ প্রসক্তিঃ, সৈব ভক্তিপদবাচ্যা। উত্তমস্য অনুত্তমে রতিঃ বাৎসল্যম্। এবমাদৌ চ বিষয়ে ভাবস্যৈব আস্বাদ্যত্বম্।

কাব্যানুশাসন, পৃঃ ৬৮।

রাতর বিশেষ ভেদ ভক্তি ও স্নেহ নরগত হইলে ব্যভিচারিভাব হয় এবং নরনারীগত হইলে স্থায়িভাব হয়।[১]

আচার্য অভিনবগুপ্ত, হেমচন্দ্র প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য ইত্যাদি রসকে রতির বিশেষ ভেদরূপে গণ্য করিয়া তাহাদের পৃথক সত্তা যে অস্বীকার করিলেন ; সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। পিতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, মিত্রের মিত্রের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে রতির বিশেষ ভেদ মনে করিয়া কিরূপে তজ্জন্য রসকে শৃঙ্গার রস নামে অভিহিত করা যায়? এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত ভি, রাঘবনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। ভি, রাঘবন The Number of Rasas গ্রন্থে বলিয়াছেন :

'This is not a commendable attitude. To have less distinctions is no great aim. If it is said that friendship is only a variety of Rati, can we call the Rasa in the association of Rāma and Sugrīva, Śṛṅgāra ? If brotherly attachment again is brought under Rati, is the Rasa in the association of Rāma and Bharata or Rāma and Lakṣmaṇa, Śṛṅgāra ? If Dharmavīra can be called forth to deny *Rasatva* to Lakṣmaṇa's attachment to Rāma, why should not opponents of Śānta call forth another kind of Vīra to deny *Rasatva* to Śānta? Do Abhinava and Hemacandra mean that Friendship, Brotherly attachment, Parental affection and the like are only *Bhāvas* that can not be nourished into a state of Rasa with attendant accessories? Literature is only too full of these types of attachment. The instance of Daśaratha's death due to separation from Rāma is ample proof for the existence of Vātsalya as a major mood, fit to be developed and fit to be relished.' পৃঃ ১১১-১১২।

দশরূপক গ্রন্থে মৃগয়া ও অক্ষ নামক দুইটি নূতন রসের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২]

নাট্যদর্পণে রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র বলিয়াছেন যে যদিও রঞ্জনা ও পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপযোগিতার দিক হইতে রসকে নববিধ বলাই শ্রেয়ঃ তথাপি অন্যতর রস সম্ভব নহে, একথা বলা চলে না।

১। ভক্তিং স্নেহং তথা লৌল্যং কেচিৎ ত্রীন্ মন্বতে রসান্।
শ্রদ্ধার্দ্রতাভিলাষাংশ্চ স্থায়িনস্তেষু তে বিদুঃ॥
তদসৎ, রতিভেদৌ হি ভক্তিস্নেহৌ নৃগোচরৌ।
ব্যভিচারিত্বমনয়োঃ, নৃনার্য্যোঃ স্থায়িনৌ তু তৌ॥ পৃঃ ৮৩৯।

২। মৃগয়াক্ষাদয়ঃ রসাঃ। দশরূপক, ৪।৮৩।

'সম্ভবন্তি ত্বপরেঽপি যথা গর্ধস্থায়ী লৌল্যঃ, আর্দ্রতাস্থায়ী স্নেহঃ, আসক্তিস্থায়ি ব্যসনম্, অরতিস্থায়ি দুঃখম্, সন্তোষস্থায়ি সুখমিত্যাদি'।[১]

একাদশ শতাব্দাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ধারাধিপতি ভোজ। তিনি শৃঙ্গারপ্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থে রসতত্ত্বের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি রসের সংখ্যানিরূপণ বিষয়ে পূর্ববর্তী আলঙ্কারিক ভট্টলোল্লট ও রুদ্রটের মার্গ অনুসরণ করিলেও স্বীয় মতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি একাধারে বহুবাদী ও একবাদী।[২] ভোজরাজ বলিয়াছেন যে রস পরমার্থতঃ একটি, আভমান বা অহঙ্কার বা শৃঙ্গার : 'অপ্রাতিকূলিকতয়া মনসো মুদাদের্যঃ সংবিদোঽনুভবহেতুরিহাভিমানঃ। জ্ঞেয়ো রসঃ সঃ'......।[৩] এই রসই কাব্যকে সহৃদয়াহ্লাদী করিয়া তুলে :

রসোঽভিমানোঽহংকারঃ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে।
যোঽর্থস্তস্যান্বয়াৎ কাব্যং কমনীয়ত্বমশ্নুতে ॥
বিশিষ্টাদৃষ্টজন্মায়ং জন্মিনামন্তরাত্মসু।
আত্মসম্যগ্ গুণোদ্ভূতেরেকো হেতুঃ প্রকাশতে ॥
শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব চেদশৃঙ্গারী নীরসং সর্বমেব তৎ ॥[৪]

শৃঙ্গার শব্দটি ভট্ট নৃসিংহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যাহা আস্বাদিত হয়, যাহার অনুকূল সংবিদ্ হেতু দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয়, যাহা দ্বারা রসিকের অহংবোধের[৫] উদয় হয়, এবং যাহা চিত্তের স্বচ্ছতা আনে তাহাই শৃঙ্গার।[৬]

এই 'একক রস' পরিকল্পনা রসতত্ত্বের পরাকোটি বা পারমার্থিক অবস্থা। এই

১। নাট্যদর্পণ, ১৬৩। (G. O. S.)

২। 'Bhoja is a monist and a pluralist combined regarding the question of the number of Rasas'. The number of Rasas, ১১৯।

৩। শৃঙ্গারপ্রকাশ. প্রথম প্রকাশ, ৮।

৪। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পঞ্চমপরিচ্ছেদ, ১-৩।

৫। চৈতন্যাত্মক পরমব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। এই আনন্দ কখনও কখনও অভিব্যক্ত হয়। তাহার প্রথম বিকার অহংকার বা অহংবোধ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম সনাতনমজং বিভুম্। বেদান্তেষু বদন্ত্যেকং চৈতন্যং জ্যোতিরীশ্বরম্ ॥ আনন্দঃ সহজস্তস্য ব্যজ্যতে স কদাচন। ব্যক্তি সা তস্য চৈতন্যচমৎকাররসাহ্বয়া ॥ আদ্যস্তস্য বিকারো যঃ সোঽহংকার ইতি স্মৃতঃ ॥

অগ্নিপুরাণ, শৃঙ্গারাদিরস,নিরূপণম্, ১-৩।

৬। (যেন) রস্যতে, যঃ (যেন) অনুকূলবেদনীয়তয়া দুঃখমপি সুখত্বেন অভিমন্যতে, যেন রসিকৈরহংক্রিয়তে, যেন শৃঙ্গমুচ্ছ্রেয়ো রীয়তে, স খলু তাদৃশোঽস্তি। সরস্বতীকণ্ঠভরণ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১-৩। (Mad. Ms.)

দ্রষ্টব্য, Raghavan, Bhoja's Śṛṅgāraprakāśa, ৪০৮।

অবস্থায় অহঙ্কার শৃঙ্গার ভিন্ন রতি শৃঙ্গার হাস্য, বীর প্রভৃতি অপর রস সমূহ রসরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে ভোজ বলিয়াছেন—আস্বাদন যোগ্যতা হেতু কেবল শৃঙ্গারকে রস বলা উচিত। বট বৃক্ষে যক্ষ আছে এ যেমন গতানুগতিক লোকপ্রসিদ্ধি সেইরূপ বীর, অদ্ভুত প্রভৃতি রসকল্পনাও গতানুগতিক লোকপ্রসিদ্ধি।[১]

শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থের অন্যত্র ও সরস্বতী কণ্ঠাভরণেও ভোজ রত্যাদি ভাবের রসত্ব অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে অহঙ্কারজন্য শৃঙ্গারই একমাত্র রস; রতি প্রভৃতি ভাবমাত্র। বিভাব ও অনুভাবের সহযোগিতায় পরিপোষিত রতি প্রভৃতি ভাবের দ্বারা প্রকাশ লাভ করিয়া শৃঙ্গার আস্বাদনার্হ হইয়া উঠে।[২]

রসতত্ত্বের দ্বিতীয় অবস্থায় উক্ত অহঙ্কার রস বাহ্য বিষয়ের প্রতি অভিমানে পরিণত হয়। এইরূপে একটি শৃঙ্গার রস হইতে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়।

রত্যাদয়োঽর্ধশতমেকবিবর্জিতানি ভাবাঃ পৃথক্ বিবিধভাবভুবো ভবন্তি।
শৃঙ্গারতত্ত্বমভিতঃ পরিবারয়ন্তঃ সপ্তার্চিষং দ্যুতিচয়া ইব বর্ধয়ন্তি॥

শৃঙ্গারপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ৯।

অর্থাৎ যেরূপ রশ্মি সমূহ সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তিত হইয়া উহাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে সেইরূপ চিত্তের ভাবস্বরূপ রতি প্রভৃতি উন-পঞ্চাশ সংখ্যক ভাব শৃঙ্গার তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়া উহাকে বর্ধিত করে।

এই ভাবগুলি যথোপযুক্ত সঞ্চারি প্রভৃতি ভাবের সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হইয়া চরম পরিণতি লাভ করে। অহঙ্কারপ্রসূত এই ভাবগুলি অহঙ্কার রসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া উপচারের দ্বারা রস-সংজ্ঞা লাভ করে। অর্থাৎ রতি, হাস, উৎসাহ

১। তাৎপর্যমেব বচসি ধ্বনিরেব কাব্যে সৌভাগ্যমেব গুণসম্পদি বল্লভস্য।
লাবণ্যমেব বপুষি স্বদতেঽঙ্গনায়াঃ শৃঙ্গার এব হৃদি মানবতো জনস্য॥
শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতরৌদ্রহাস্যবীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষু দশরসান্ সুধিয়ো, বয়ং তু শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ॥
বীরাদ্ভুতাদিষু যেহ রসপ্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধা কুতোঽপি বটযক্ষবদাবিভাতি।
লোকে গতানুগতিকত্ববশাদুপেতামেকাং নিবর্তয়িতুমেব পরিশ্রমো নঃ॥

শৃঙ্গারপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ৫-৭।

২। আলম্বনবিভাবেভ্যঃ স্বেভ্যঃ স্বেভ্যঃ সমুন্মিষন্।
রসো রত্যাদিরূপেণ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫।১৩।

যচ্চোক্তং বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ স্থায়িনো রসত্বম্ ইতি তদপি মন্দম্, হর্ষাদিষ্বপি বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগস্য বিদ্যমানত্বাত্। তস্মাদ্ রত্যাদয়ঃ সর্বে এব ভাবাঃ, শৃঙ্গার এব একো রস ইতি। তৈশ্চ সবিভাবানুভাবৈঃ প্রকাশমানঃ শৃঙ্গারো বিশেষতঃ স্বদতে। শৃঙ্গারপ্রকাশ, পৃঃ ৩৫৪-৫৫, (Mad. Mas.)

অথবা ভাবাঃ সঞ্চারিণো যে চ স্থায়িনো যে চ সাত্ত্বিকাঃ।
সবিভাবানুভাবাস্তে শৃঙ্গারস্য প্রকাশকাঃ॥
প্রকৃতিজমভিমানসংজ্ঞং সমমনুভাববিভাববর্গঃ।
স্বমবমরমুপেয়িবানুপান্তে নৃপতিমিবাধিকতেষু নীতিবর্গঃ॥

শৃঙ্গার প্রকাশ, Vol III., ch 17, পৃঃ ২৩৬, Mad. Mss.

ইত্যাদি ভাবগুলি বিভাবাদির সংযোগে শৃঙ্গার, হাস্য, বীর ইত্যাদি রস রূপে পরিচিত হয়। ইহাই শৃঙ্গারের মধ্যমাবস্থা।

'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসাত্ত্বিকসংযো গাদ্রসনিষ্পত্তিরিতি রত্যাদিরূপেণ অনেকধা আবির্ভবতোঽভিবর্ধমানস্য পরপ্রকর্ষগামিনঃ শৃঙ্গারস্য মধ্যমাবস্থাং সূচয়তি।'

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৫৯।

উত্তর কোটি বা তৃতীয় অবস্থায় রতি, হাস ইত্যাদি সকল ভাবগুলি, যাহারা মধ্যমাবস্থায় স্বতন্ত্র প্রকাশ লাভ করিয়া শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ রসে পরিণত হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় একটি রসে পর্যবসিত হয়, তাহার নাম প্রেমরস—

'প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানমিত্যনেন সমস্তভাবমূর্ধাভিষিক্তায়াঃ রতেঃ পরপ্রকর্ষাধিগমাদ ভাবনাধি (ভি) গমে ভাবরূপতামুল্লঙ্ঘ্য প্রেমরূপেণ পরিণতায়াঃ উপাদানাৎ ভাবান্তরাণামপি পরপ্রকর্ষাধিগমে রসরূপেণ পরিণতিরিতি জ্ঞাপয়ন্নহঙ্কারস্য উত্তরাং কোটিমুপলক্ষয়তি। সর্বেষামপি হি রত্যাদি-প্রকর্ষাণাং রতিপ্রিয়ঃ, রণপ্রিয়ঃ, পরিহাসপ্রিয়ঃ, অমর্ষপ্রিয় ইতি প্রেয়্যেব পর্যবসানং ভবতি।' সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ৭৬০।

(জীবানন্দ সম্পাদিত)।

অর্থাৎ সকল ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রতিভাব পরপ্রকর্ষ প্রাপ্তি হেতু ভাবনার অভাববশতঃ ভাবরূপ ত্যাগ করিয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। ইহাই অহঙ্কারের উত্তর কোটি। রতি প্রভৃতি ভাব সকল প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া রতিপ্রিয়, রণপ্রিয়, পরিহাসপ্রিয় প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করে। এইরূপে সকল রসের প্রেমে পর্যবসান হইয়া থাকে।

এই প্রেম রসই সকল ভাবের একমাত্র প্রকাশ। এই প্রেমরসের মাধ্যমে রতি, হাস, ইত্যাদি ভাবগুলি পুনরায় জনক অহঙ্কার রসে লীন হইয়া যায়। সুতরাং সকল রস প্রেমরসেরই রূপান্তর—'রসস্থিবহ প্রেমানমেব আমনন্তি।'

শৃঙ্গারপ্রকাশ, Vol. II., পৃঃ ৩৫২।

উৎসাহের প্রতি প্রেমই বীররস, হাসের প্রতি প্রেম হাস্য রস, শোকের প্রতি প্রেম করুণ রস।

অতএব ভোজের রসতত্ত্বের সার নিষ্কর্ষ হইল এই যে রস প্রথমাবস্থায় একটি অহঙ্কার শৃঙ্গার, মধ্যমাবস্থায় বহু, উনপঞ্চাশ সংখ্যক ভাবের অনুযায়ী উনপঞ্চাশ সংখ্যক এবং তৃতীয় অবস্থায় একটি প্রেম রস যাহাতে মধ্যমাবস্থায় উদিত বহু রস লীন হইয়া যায়—

'এতেন রূঢ়াহঙ্কারতা রসস্য পূর্বা কোটিঃ। রত্যাদীনেকোনপঞ্চাশতোঽপি বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ পরপ্রকর্ষাধিগমে রসব্যপদেশার্হতা রসস্যৈব মধ্যমাবস্থা।'

শৃঙ্গারপ্রকাশ, Vol. II., পৃঃ ৩৮১।

'প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানমিতি উপলক্ষণেন যথা রতেঃ প্রেমরূপেণ পরিণতিঃ তথা

ভাবান্তরাণামপি পরমপরিপাকে প্রেমরূপেণ পরিণতৌ রসৈকায়নমিতি রসস্য পরমা কাষ্ঠা ইতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতি।' শৃঙ্গার প্রকাশ, Vol. II, প্রকাশ ৫, Chap. XI, পৃঃ ৩৫১।

উক্ত বিমর্শ হইতে জানা গেল যে ভোজদেব পূর্বকোটি ও উত্তর কোটিতে একটি মাত্র রস স্বীকার করিলেও মধ্যম অবস্থায় বহু রস স্বীকার করিয়াছেন। তিনি শৃঙ্গার-প্রকাশ গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের এক স্থানে রুদ্রটের সরণি অনুসরণ করিয়া রসের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ অনাবশ্যক বলিয়া মন্তব্য করেন—

'ন চাষ্টাবেবেতি নিয়মঃ, যতঃ শান্তং প্রেয়াংসম্, উদ্ধতম্, উর্জস্বিনং চ কেচিদ্র-সমাচক্ষতে। তন্মূলাশ্চ কিল নায়কানাং ধীরশান্ত-ধীরললিত-ধীরোদ্ধত-ধীরোদাত্তব্য-পদেশাঃ।......অন্যে ত্বাহুঃ, সর্ব এব রত্যাদয়ঃ বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ উৎপদ্যমানাঃ ভূমানমাপন্নাঃ রসীভবন্তি। তথাহি রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচার্যৈঃ, নির্বেদাদিষ্বপি তন্নিকামমস্তীতি তেঽপি রসাঃ। সর্বেষাং চ তুল্যে রসত্বে রত্যাদীনামেব পরপ্রকর্ষগামিনাং শৃঙ্গারব্যপদেশ ইতি ন ঘটতে।' শৃঙ্গারপ্রকাশ, Vol II, পৃঃ ৩৭৭-৮।

উক্ত গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে তিনি বলিয়াছেন যে যতবিধ ভাব, রস ও ততবিধ হইতে পারে। সকল ভাবই সমান। স্থায়ী, সঞ্চারী বা সাত্ত্বিক এইরূপ ভাবের কোন ভেদ থাকা উচিত নহে। সকল ভাবই অহঙ্কারপ্রসূত, সকল ভাবই স্থায়িভাব হইতে পারে, অথবা বিশেষ অবস্থায় সঞ্চারিভাব হইতে পারে। সকল ভাবই সাত্ত্বিক যেহেতু সত্ত্বা বা চিত্তে তাহাদের জন্ম।[১]

সুতরাং শুধু যে রত্যাদি অষ্টবিধ স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্তির উপযুক্ত অপরগুলি নহে এইরূপ মনে করা উচিত নহে। অতি প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া যদি রতি প্রভৃতি ভাবগুলি রসে পরিণত হয় তবে হর্ষ প্রভৃতি ভাব যাহারা রতি প্রভৃতি ভাব হইতে ভিন্ন নহে তাহারা কেন রসে পরিণতি লাভ করিবে না? অবশ্য হর্ষ প্রভৃতি ভাব স্থায়ী নহে কিন্তু ভয়, হাস, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি ভাবও চিরকাল চিত্তে বর্তমান থাকে না। রাসনার সন্দীপন রতি প্রভৃতি ভাবে যেমন আছে, হর্ষ প্রভৃতি ভাবেও তেমন আছে। সুতরাং হর্ষ প্রভৃতি ভাবগুলি রসত্ব প্রাপ্তির যোগ্য।[২]

১। নন্বষ্টৌ স্থায়িনঃ, অষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ এয়স্ত্রিংশদ্ ব্যভিচারিণ ব্রুবতে; ন তৎ সাধু, যতোঽমীষামন্যতমস্য এতৈরেব পরস্পরং নির্বর্ত্যমানত্বাৎ কশ্চিৎ কদাচিৎ স্থায়ী, কদাচিত্তু ব্যভিচারী। অতোঽবস্থাবশাৎ সর্বেঽপ্যমী ব্যভিচারিণঃ, সর্বেঽপি স্থায়িনঃ, সাত্ত্বিকা অপি সর্ব এব মনঃপ্রভবত্বাৎ। অনুপহতং হি মনঃ সত্ত্বমিত্যুচ্যতে। শৃঙ্গারপ্রকাশ, Vol II., পৃঃ ৩৫৪-৫। দ্রষ্টব্য, রাঘবন্ সম্পাদিত শৃঙ্গারপ্রকাশ, পৃঃ ৪৩৯

২। রত্যাদয়ো যদি রসাঃ স্যুরতিপ্রকর্ষে
হর্ষাদিভিঃ কিমপরাদ্ধম্ অতদ্বিভিন্নৈঃ।
অস্থায়িনস্ত ইতি চেদ্ ভয়হাসশোক-
ক্রোধাদয়ো বদ কিয়চ্চিরম্ উল্লসন্তি॥ ১১

রসপরিণতিতে সকল ভাবই সমান। কিন্তু রসীভবন প্রক্রিয়ায় রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব হইতে সাত্ত্বিক ভাবগুলির ভেদ আছে। সাত্ত্বিকভাব স্বভাবতঃ স্থায়িভাবের অনুযায়ী বলিয়া বিভাব প্রভৃতির সহযোগিতা উহার রসীভবনকালে নাই।[১]

সরস্বতীকণ্ঠাভরণের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভোজ প্রেয়ঃ ও শান্ত ব্যতীত উদাত্ত ও উদ্ধত নামক আরও দুইটি নূতন রসের উল্লেখ করিয়াছেন।

রতৌ সঞ্চারিণো সর্বান্ গর্বস্নেহৌ ধৃতিং মতিম্।
স্থাস্নূনেবোদ্ধতপ্রেয়ঃ শান্তোদাত্তেষু জানতে॥ ২৩

উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২৫১ কারিকায় তিনি বারোটি রসের উল্লেখ করিয়াছেন—

শৃঙ্গারবীরকরুণরৌদ্রাদ্ভুতভয়ানকাঃ।
বীভৎহাস্যপ্রেয়াংসঃ শান্তোদাত্তোদ্ধতা রসাঃ॥

অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে কবি কর্ণপুর গোস্বামী বলিয়াছেন যে ভোজের মতে বৎসল ও প্রেমরস ধরিয়া রসের সংখ্যা একাদশ—'ভোজস্তু বৎসলপ্রেমাভ্যাম্ একাদশ-রসানামাচষ্টে'। পঞ্চমকিরণ, পৃঃ ১২৩, ed. S, P. Bhattacharyya.

ডাঃ অভয় কুমার গুহ Rasa cult in Caitanyacaritāmṛta প্রবন্ধে[২] বলিয়াছেন যে ভোজের মতে রস একাদশ প্রকার—'Another rhetorician, Bhoja-Rāja adds one more, preman (love). Thus according to Bhoja Rāja eleven Rasas in all'.

ডাঃ সুশীল কুমার দে আবার বলিয়াছেন যে ভোজ শান্ত ও প্রেয়ঃকে ধরিয়া দশবিধ রসের কথা বলিয়াছেন—'And although he (Bhoja) mentions as many as ten Rasas in his encyclopedic S. K. A. including the Śānta and Preyas.[৩]

এই উক্তিগুলি তথ্যানুগ নহে। উপরি উল্লিখিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ২৫১ কারিকায় ভোজ স্পষ্টভাবে দ্বাদশ রসের উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'কাব্য বিচার' গ্রন্থে যে বলিয়াছেন ভোজস্বীকৃত বৎসল ও প্রেমরস

স্থায়িত্বমত্র বিষয়াতিশায়াত্মতং চেৎ
চিন্তাদয়ঃ কুতঃ উত প্রকৃতে বশেন।
তুল্যৈব সাত্মনি ভবেদথ বাসনায়াঃ
সন্দীপনাৎ তদুভয়ত্র সমানমেব॥ ১২ শৃঙ্গারপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ।

১। অয়ং পুষ্টোহপি সত্ত্বিকত্বাৎ সদৈব অন্তানুযায়ীতি নানুভাবাদিভিরনুবধ্যতে।
সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পৃঃ ৪৯৮।

২। Asutosh silver jubilee vol. III, পৃঃ ৩৭৫।

৩। History of Sanskrit Poetics. Vol. II, পৃঃ ২৬৪।

(পৃঃ ১৫৫)। ইহা সত্য নহে। প্রকৃত পক্ষে ভোজ উদ্ধত ও উদাত্ত এই দুইটি নূতন রসের উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও ভোজস্বীকৃত প্রেয়ঃ রস বৎসলপ্রকৃতি তথাপি উহা শৃঙ্গার রসের এক বিশেষ প্রকার। উহার স্থায়িভাব স্নেহ। ভোজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণে বলিয়াছেন 'অত্র বৎসলপ্রকৃতেঃ ধীরতয়া ললিতনায়কস্য প্রিয়ানুভাবাদুৎপন্নঃ স্নেহস্থায়িভাবঃ…প্রেয়ানিতি প্রতীয়তে'[১] (৫, বৃত্তিঃ ২৬১, পৃঃ ৬১১ ed. by জীবানন্দ)। এই প্রেয়োরস রতি ও প্রীতির মূল প্রকৃতি।[২] ভোজদেব উত্তররামচরিত নাটকের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রেয়রসকে অহেতু পক্ষপাত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—শ্লোকটি হইল এই—

অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া।
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তর্মর্মাণি সীব্যতি॥ উঃ. রাঃ. চ, ৫।১৬।

যাহা অহেতু পক্ষপাত তাহার প্রতিকার নাই। এই স্নেহাত্মক তন্তু নায়ক-নায়িকার অন্তঃকরণকে একত্র গ্রথিত করিয়া দেয়।

ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত ইত্যাদি নায়কের প্রকৃতিগত ভেদ লক্ষ্য করিয়া ভোজদেব উদাত্ত ও উদ্ধত এই দুইটি নূতন রস কল্পনা করিলেন। বিশেষ বিশেষ রসের প্রাধান্য অনুসারে নায়ক প্রকৃতিতেও বৈশিষ্ট্য আছে। ধীর শান্ত নায়কের প্রকৃতিতে শান্ত রসের প্রাধান্য, ধীরললিত নায়কের প্রকৃতিতে প্রেয়োরসের প্রাধান্য, ধীরোদাত্ত নায়কের প্রকৃতিতেও উদাত্ত বা উর্জস্বি রসের প্রাধান্য এবং ধীরোদ্ধত নায়কের প্রকৃতিতে উদ্ধত রসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শৃঙ্গারপ্রকাশে তিনি স্পষ্টই বলিলেন—'ন চ অষ্টাবেবেতি নিয়মঃ যতঃ শান্তং প্রেয়াংসম্ উদ্ধতম্ উর্জস্বিনং চ কেচিদ্রসমাচক্ষতে। তন্মূলশ্চ কিল নায়কানাং ধীরশান্ত-ধরিললিত-ধীরোদ্ধত-ধীরোদাত্তব্যপদেশঃ।' (vol II, পৃঃ ৩৩৭-৮, Mad. ms)

ভোজের রসের এই প্রকার গণনা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা বিবেচ্য। রসের প্রকার চিন্তায় আস্বাদকে ইতরব্যাবর্তক বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়, নায়কের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নহে।

যদিও ভোজদেব সরস্বতীকণ্ঠাভরণের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্বাদশ রসের নাম করিয়াছেন তথাপি তাঁহার মতে রসকে উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যায় পরিমাপ করা যায় না। রুদ্রটের মতই অনুসরণ করিয়া ভোজ সকল ভাবকেই রসোপযোগী মনে করিতেন। তিনি শৃঙ্গার প্রকাশে বলিয়াছেন যে পরপ্রকর্ষগামী রত্যাদিভাবই রস এই কথা যে বলা হয় তাহা ঠিক নহে। গ্লানি প্রভৃতিতেও তাহা সম্ভব। গ্লানি প্রভৃতি শ্রম প্রভৃতির দ্বারা পরপ্রকর্ষ

১। ধীরতা হেতু বৎসল প্রকৃতি ললিত নায়কের প্রিয়ালম্বন বিভাব হইতে উৎপন্ন স্নেহস্থায়িভাব প্রেয়ঃ।
২। রতিপ্রীত্যোরপি চায়মেব মূলপ্রকৃতিরিষ্যতে। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পৃঃ ৬১২।

৮

লাভ করে। ইহারা স্থায়িভাব নহে বলা চলে না, যেহেতু উৎপন্ন তীব্র সংস্কারত্বে ইহাদের স্থায়িত্ব। তীব্র সংস্কারোৎপত্তি বিষয়ের আতিশয্যবশতঃ ও নায়কের প্রকৃতি-বশতঃ হইয়া থাকে। নায়কের প্রকৃতি ত্রিবিধ—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। এই ত্রিবিধ নায়কপ্রকৃতি বশতঃ তথাবিধ অনুভব ও ভাবনার উৎপত্তি হয়। সুতরাং ইহাদের স্থায়িত্ব ব্যপদেশ (আখ্যা) হইতে পারে।[১]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে উৎপন্ন সকল রতি প্রভৃতি ভাব রসে পরিণত হয়। সেই জন্য বলা হয় মধুরাদির যেমন আস্বাদন হেতু রস সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেইরূপ আস্বাদন হেতু ইহাদের রস বলা হয়। নির্বেদ প্রভৃতিতে আস্বাদনযোগ্যতা প্রচুর পরিমাণে আছে বলিয়া উহারাও রস হইতে পারে। সকল ভাবের যখন তুল্য রসত্ব তখন কেবল রতি প্রভৃতি পরপ্রকর্ষগামী ভাবের শৃঙ্গার বীর ইত্যাদি ব্যপদেশ সম্ভব নহে।[২]

স্থায়িভাবত্ব রতি প্রভৃতি অষ্ট ভাবেই আছে তাহা নহে। ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাবগুলিতে স্থায়িভাব রহিয়াছে। ইহারা উপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসে পরিণত হইতে পারে। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও শৃঙ্গারপ্রকাশ উভয় গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রকার নতুন রসের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা আনন্দ, স্বাতন্ত্র্য, প্রশম, পারবশ্য, সাধ্বস, বিলাস, অনুরাগ, সংগম। সাত্ত্বিকভাবের রসতত্ত্বের কথা রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার গ্রন্থের টীকাকার নমিসাধু ও বলিয়াছন—'এবং প্রকারা অন্যেঽপি ভাবা রতিনির্বেদস্তম্ভাদয়ঃ সর্বেঽপি রসা বোদ্ধব্যাঃ'। অর্থাৎ এইরূপ অন্য রতি, নির্বেদ, স্তম্ভ প্রভৃতি সকল ভাবকে রসরূপে বুঝিতে পারা যায়। অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব যখন রসে পরিণত হয় তখন তাহাদের সঞ্চারিভাবের সহিত সংযোগ হয় না—'অয়ঞ্চ পুষ্টোঽপি সাত্ত্বিকত্বাৎ সদৈবান্যানুযায়ীতি নানুভাবাদিভিরনুবধ্যতে'। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পৃঃ ৫৭৯, ed. by জীবানন্দ বিদ্যাসাগর)। সাত্ত্বিক ভাবের রসীভবনের এই বৈশিষ্ট্য।

১। যদপ্যুক্তং পরপ্রকর্ষগামী রত্যাদিভাবো রস ইতি, তদপ্যসারম্, গ্লান্যাদিষ্বপি তদুপপত্তেঃ। গ্লান্যাদয়োঽপি হি শ্রমাদিভিঃ পরং প্রকর্ষমারোপ্যন্তে। ন তে স্থায়িন ইতি চেৎ স্থায়িত্বমেষাম্ উৎপন্নতীব্রসংস্কারত্বম্। তীব্রসংস্কারোৎপত্তিশ্চ বিষয়াতিশয়াৎ, নায়কপ্রকৃতেশ্চ। প্রকৃতিশ্চ ত্রিধা সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী চ। তদ্বশাচ্চ তথাবিধানুভবভাবনোৎপত্তিঃ। ততশ্চৈষাং স্থায়িত্বব্যপদেশঃ ইতি। শৃঙ্গারপ্রকাশ, Vol. I, পৃঃ ৩৫৫।

২। অন্যে ত্বাহুঃ (চাহুঃ) সর্ব এব রত্যাদয়ো বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদুৎপদ্যমানাঃ ভূমানমাপন্না রসীভবন্তি। তথাহি—

রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্ত মাচার্যৈঃ।
নির্বেদাদিষ্বপি তন্নিকামমস্তীতি তেঽপি রসাঃ॥ ২

সর্বেষাং চ তুল্যে রসত্বে রত্যাদীনামেব পরপ্রকর্ষগামিনাং শৃঙ্গারবীরব্যপদেশ ইতি ন ঘটতে।

শৃঙ্গারপ্রকাশ, Vol II, পৃঃ ৭৭৭-৭৮, Mad, Mss,

ধারাধিপতি ভোজের সমসাময়িক কাব্যপ্রকাশ প্রণেতা শ্রীমম্মটভট্ট প্রচীনপন্থীদের ন্যায় রসকে প্রধানতঃ অষ্টবিধরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ বেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ। কাব্যপ্রকাশ, ৪।২৯।

তিনি পরে হয়ত শান্তরসবাদিদের প্রভাবে স্বীয় মত সংশোধন করিয়া শান্ত রসকে নবম রস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন—'নির্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।' কাব্যপ্রকাশ, ৪।৩৫।

এই রসের অতিরিক্ত রস কল্পনায় তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রতি প্রভৃতি অষ্ট স্থায়িভাব এবং নির্বেদের আস্বাদনই রস। পূর্বসূরিগণ যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বাৎসল্য ইত্যাদি রসের কল্পনা করিয়াছেন এবং ধারাধিপতি যে বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত ব্যভিচারিভাবের ও রসীভবনের কথা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, বাৎসল্য রসের স্থায়িভাব যথাক্রমে দেববিষয়িনী রতি, মুনি গুরু প্রভৃতি বিষয়িনী রতি ও পুত্রাদি বিষয়িনী রতি। এইরূপ রতি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে সামাজিক কর্তৃক আস্বাদিত হইলেও রসপদবাচ্য হইতে পারে না। তাহা ভাবপদবাচ্য হইবে। কান্তাবিষয়িনী রতির চর্বনা রস। এইরূপ হর্ষ, গ্লানি ইত্যাদি ব্যভিচারিভাব ও বিভাবাদির সহযোগিতায় আস্বাদিত হইলেও রসপদবীর যোগ্য নহে, উহা দেবাদিবিষয়নী রতির ন্যায় ভাবপদবাচ্য—

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঽঞ্জিতঃ॥
ভাবঃ প্রোক্তঃ॥ কাব্যপ্রকাশ, ৪।৩৫।

এই মতের কতকটা প্রভাব বাংলার বৈষ্ণব আলংকারিক কবি কর্ণপুরের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি ভাবকাব্য বলিয়া এক প্রকার কাব্য স্বীকার করিয়াছেন।

আলংকারিক ভানুদত্ত 'রসতরঙ্গিনী' গ্রন্থে মায়া রস[১] নামে একটি অভিনব রসের উল্লেখ করিয়াছেন। এই রসটি শান্ত রসের সমকক্ষ। নিবৃত্ত্যাত্মক চিত্তবৃত্তির রস শান্ত রস এবং প্রবৃত্ত্যাত্মক চিত্তবৃত্তির রস মায়া রস।

ইহার স্থায়িভাব মিথ্যাজ্ঞান; সাংসারিক ভোগ প্রভৃতি ইহার বিভাব এবং পুত্র কলত্র, বিজয়, সাম্রাজ্য প্রভৃতি ইহার অনুভাব[২]। এই রসের বিশিষ্ট অভিনবত্ব হইল যে রতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থায়িভাব গুলি এই রসে ব্যভিচারিভাবে পরিণত হয়—"কিন্তু বিদ্যুদ্ এব রতিহাস-শোক-ক্রোধোৎসাহ-ভয়জুগুপ্সাবিস্ময়াদয়ঃ তত্র উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে চ। তেন তত্র ব্যভিচারিভাবা ইতি"। (রসতরঙ্গিনী, সপ্তম তরঙ্গ, পৃঃ ৪৯)

১। চিত্তবৃত্তিঃ দ্বিধা, প্রবৃত্তি র্নিবৃত্তিশ্চ। নিবৃত্তৌ যথা শান্তরসঃ তথা প্রবৃত্তৌ মায়ারস ইতি প্রতিভাতি। সপ্তম তরঙ্গ, পৃঃ ৪৮, গ্রন্থরত্নমালা।

২। লক্ষণং চ প্রবুদ্ধমিথ্যাজ্ঞানবাসনা মায়া রসঃ। মিথ্যাজ্ঞানম্ অস্য স্থায়িভাবঃ। বিভাবাঃ সাংসারিকভোগার্জকধর্মাধর্মাঃ। অনুভাবাঃ পুত্রকলত্রবিজয়সাম্রাজ্যাদয়ঃ॥ ঐ, পৃঃ ৪৯।

ভানুদত্ত বাৎসল্য, ভক্তি, লৌল্য ও কার্পণ্য রস স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এই গুলি অন্যান্য রসের ব্যাভচারী ভাব মাত্র—"নন্থ বাৎসল্যং লৌল্যং ভক্তিঃ কার্পণ্যং বা কথং ন রসঃ। আর্দ্রতাভিলাষশ্রদ্ধাস্পৃহাণাং স্থায়িভাবানাং তত্র সত্ত্বাদিতি চেন্ন। তেষাং ব্যাভিচারিরিত্যাত্মকত্বাৎ। নন্থ কস্য রসস্য তে ব্যভিচারিভাবা ভবেয়ুরিতি চেৎ সত্যং বাৎসল্যে করুণ এব রসো লৌল্যে হাস্যো ভক্তৌ শান্তঃ কার্পণ্যেঽপি হাস্য এব।"

ঐ, সপ্তম তরঙ্গ, পৃঃ ৩৩।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য কাব্যবিলাস গ্রন্থে রসতরঙ্গিনীপ্রোক্ত মায়ারস কল্পনাকে অনুচিত বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন :

'অত্রেদং চিন্ত্যং, মায়ায়া অনাদিত্বেন অজন্যত্বাৎ রসত্বাসম্ভবঃ। রসাস্তু সর্বে জন্যা এব। কথং বা কথয়েৎ মিথ্যাজ্ঞানাদি মায়ায়াঃ কারণমিতি, শাস্ত্রবিরুদ্ধত্বাৎ। বস্তুতস্তু আলংকারিকাণাং মতে রসো নিত্যঃ আনন্দরূপঃ। অতোঽস্য ব্রহ্মস্বরূপত্বেন মায়ায়া রসত্বাসম্ভবঃ। মায়া তু তুচ্ছা বিনাশশালিনী ব্রহ্মভিন্নৈবেতি দিক্। অতএব প্রাচীন-সংপ্রদায়িকৈরপি নবৈব রসাঃ কথিতাঃ।" (পৃঃ, ১০, Sarasvati Bhavan Studies vol. XVI.)

অর্থাৎ এ স্থলে ইহা চিন্তা করা উচিত যে মায়া অনাদি ও অজন্য বলিয়া উহার রসত্ব সম্ভব নহে। সকল রস জন্য। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া কিরূপে বলা যায় মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি মায়ার কারণ। বস্তুতঃ আলংকারিকগণের মতে রস নিত্য ও আনন্দস্বরূপ। ইহা ব্রহ্ম-স্বরূপ, সুতরাং মায়ার রসত্ব উচিত নহে। মায়া তুচ্ছ, বিনাশশালিনী ও ব্রহ্মভিন্না। অতএব প্রাচীন সংপ্রদায়িকগণ রসকে নববিধ বলিয়াছেন।

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মায়ারস শৃঙ্গার প্রভৃতি যে কোন রসকেই বুঝাইতে পারে যেহেতু শৃঙ্গার প্রভৃতি রস প্রবৃত্ত্যাত্মক চিত্তবৃত্তির রস। সুতরাং অতিরিক্ত মায়ারস কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

'It is not neccssary to have a separate Rasa as Māyā which is only the common name of all the eight mundane Rasas of Pravṛtti'—The Number of Rasas, পৃঃ ১৩৯।

সারদাতনয় মুনিকথিত প্রাচীন অষ্টবিধ রসের সহিত অতিরিক্ত শান্ত রসকেও স্বীকার করিয়া রসের বিভিন্ন স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে রজোগুণান্বিত ও অহংকার যুক্ত মনের বাহ্য আলম্বনকে আশ্রয় করিয়া যে বিকার উদ্ভূত হয় তাহাই শৃঙ্গার রস। অহঙ্কার, রজঃ ও সত্ত্বযুক্ত চিত্তের বাহ্য আলম্বনের আশ্রয়ে উদ্ভূত বিকার বীররস, রজঃ, ও অহঙ্কারবর্জিত চিত্তের বিকার অদ্ভূত রস, রজঃ, তমঃ ও অহঙ্কার যুক্ত চিত্তের বাহ্যালম্বন সংশ্রয় হেতু যে বিকার তাহাই রৌদ্র রস, রজঃ, ও অহংকার বর্জিত, কেবল তমোগুণান্বিত চিত্তের বাহ্যালম্বন সংশ্রয় হেতু উদ্ভূত বিকার করুণ রস, তমঃ ও সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তের বাহ্যালম্বন সংশ্রয় হেতু জাত

বিকার বীভৎস রস, তমোগুণান্বিত চিত্তের বাহ্য আলম্বন সংশ্রয় হেতু জাত বিকার ভয়ানক রস এবং রজঃ ও তমোগুণ বর্জিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণোপেত চিত্তের বাহ্য আলম্বনের সংশ্রয় ব্যতিরেকে জাত বিকার শান্তরস।[১]

চতুর্দশ শতাব্দীর আলংকারিক সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্বনাথ শৃঙ্গার ইত্যাদি মুনি কথিত অষ্টবিধ রস ও নবম রস শান্তের বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার পর বৎসল রসের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার স্থায়িভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের ও বর্ণনা দিয়াছেন।

অথ মুনীন্দ্র*-সংমতো বৎসলঃ।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলং চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতাস্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্॥ ২৫১
উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টাবিদ্যাশৌর্যোদয়াদয়ঃ।
আলিঙ্গনাঙ্গসংস্পর্শশিরশ্চুম্বনমীক্ষণম্॥ ২৫২
পুলকানন্দবাষ্পাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
সংচারিণোঽনিষ্টশঙ্কাহর্ষগর্বাদয়ো মতাঃ॥ ২৫৩
পদ্মগর্ভচ্ছবিবর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ। সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন আলংকারিককুলচূড়ামণি পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। তিনি রসগঙ্গাধর গ্রন্থের প্রথম আননে রসতত্ত্ব লইয়া অভিনব ভঙ্গীতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শান্তরসকে স্বীকার করিয়া তিনি রসকে নববিধ বলিয়াছেন।

১। বাহ্যার্থালম্বনবতো মনসো রজসি স্থিতাৎ।
সাহংকারাদ্বিকারো যঃ স শৃঙ্গার ইতীরিতঃ॥
তস্মাদেব রজোহীনাৎ সসত্ত্বাদ্ধাস্যসংভবঃ।
অহঙ্কাররজঃসত্ত্বযুক্তাদ্বাহ্যার্থসংগতাৎ॥
মনসো যো বিকারস্তু স বীর ইতি কথ্যতে।
তস্মাদেবাদ্ভুতো জাতো রজোঽহংকারবর্জিতাৎ॥
রজস্তমোঽহংকৃতিভিঃ যুতাদ্বাহ্যার্থসংশ্রয়াৎ।
মনসো যো বিকারস্তু স রৌদ্র ইতি কথ্যতে॥
করুণস্তত এব স্যাদ্ রজোঽহংকারবর্জিতাৎ।
চিন্তাবস্থাস্তু মনসো বাহ্যার্থালম্বনাত্মনঃ॥
তমস্সত্ত্বযুতাজ্জাতো বীভৎস ইতি কথ্যতে।
সত্ত্ববুদ্ধিবিহীনাত্তু মনসস্তামসান্বিতাৎ॥
বাহ্যাদেব সমুৎপন্নো ভয়ানক ইতীরিতঃ।
রজস্তমোবিহীনাত্তু সত্ত্বাবস্থাৎসচিত্ততঃ।
মনাগস্পৃষ্টবাহ্যার্থাৎ শান্তো রস ইতীরিতঃ॥ ১

ভাবপ্রকাশন, পৃঃ ৪৭-৪৮।

* ইনি ভরত মুনি নহেন। মুনীন্দ্রসংমত পদটি প্রকৃতই সাহিত্যদর্পণের পাঠ কিনা চিন্তনীয়।

শৃঙ্গারঃ করুণঃ শান্তো রৌদ্রো বীরোঽদ্ভুতস্তথা।
হাস্যো ভয়ানকশ্চৈব বীভৎসশ্চেতি তে নব ॥*

জগন্নাথ পূর্ববর্তী বৈষ্ণব আলংকারিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভক্তিরসকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তিরস যে রস পদবী প্রাপ্তির অযোগ্য তাহা নহে, ভক্তিরসকে স্বীকার করিলে রসবাদের আদি প্রতিষ্ঠাতা মুনি ভরতের উক্তি অসিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার মতে ভরতের অনুশাসন মানিয়া রসকে নববিধ বলাই শ্রেয়ঃ।[১]

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের আবির্ভাবের পুর্বে সংস্কৃত অলঙ্কার সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করেন চৈতন্য সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলংকারিগণ। বৈষ্ণব সাহিত্য ভাগবত প্রেমধারায় সঞ্জীবিত। সেইজন্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ ভক্তিরসকে প্রাধান্য দিয়া শৃঙ্গার প্রভৃতি রস সমূহকে গৌণ স্থান দিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসকেই একমাত্র প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে রতির মুখ্যতা ও গৌণতা অনুসারে ভক্তিরসও দ্বিবিধ, মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য ভক্তিরস পঞ্চবিধ—শান্ত, প্রীতি প্রেয়ান্, বৎসল ও মধুর। গৌণ ভক্তিরস সপ্তবিধ—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। এইরূপে ভক্তিরস দ্বাদশ প্রকার।[২]

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদের আচার্য হইয়াও ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন। সেইজন্য তিনি অন্যান্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়িনী রতি

---

* তিনি শার্ঙ্গদেব রচিত সঙ্গীতরত্নাকর হইতে উদ্ধৃতি সহকারে রসকে নববিধ বলিয়াছেন।

১। অথ কথমেত এব রসাঃ, ভগবদালম্বনস্য, রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য, হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য, ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণ-সময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য, ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবিতুমর্হতি ; অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ।

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঽঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্ত স্তদাভাসা হ্যনৌচিত্যপ্রবর্ত্তিতাঃ ॥

ইতি প্রাচাং সিদ্ধান্তাৎ। ন চ তর্হি কামিনীবিষয়ায়া অপি রতের্ভাবত্বমস্তু, রতিত্বাবিশেষাৎ। অস্তু বা ভগবদভক্তেরেব স্থায়িত্বম্, কামিন্যাদিরতীনাং চ ভাবত্বম্, বিনিগমকাভাবাদিতি বাচ্যম্। ভরতাদিমুনিবচনানামেবাত্র রসভাবাদিব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ। অন্যথা পুত্রাদিবিষয়ায়া অপি রতেঃ স্থায়িভাবত্বং কুতো ন স্যাৎ! ন স্যাদ্বা কুতঃ শুদ্ধভাবত্বং জুগুপ্সাশোকাদীনাম্! ইত্যখিলদর্শনবৈয়াকুলী স্যাৎ। রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ। রসগঙ্গাধর, প্রথমানন, পৃঃ ১২১।

২। পূর্বমুক্তাদ্দ্বিধা ভেদান্মুখ্যগৌণতয়া রতেঃ ॥
ভবেদ্ভক্তিরসোঽপ্যেষ মুখ্যগৌণতয়া দ্বিধা।
পঞ্চধাপি রতেরৈক্যান্মুখ্যস্ত্বেক ইহোদিতঃ ॥
সপ্তধাঽত্র তথা গৌণ ইতি ভক্তিরসোঽষ্টধা।
মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ ॥
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্বমনুত্তমাঃ ॥
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি ॥
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্ দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী ৮৬-৯০।

প্রসূত ভক্তিরসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, জুগুপ্সা ও শম এই স্থায়িভাবগুলি রসে পরিণত হয়। ঐ রসগুলির মধ্যে দ্বেষ, রৌদ্র ও ভয়ানক ভক্তিরসের অঙ্গ নহে, অপর গুলি ইহার অঙ্গ, কারণ চিত্তদ্রুতির সহিত বিরোধ বশতঃ ঈর্ষ্যাজ ও ভয়জ দ্বেষ ভগবদ্বিষয়ক হওয়া সত্ত্বেও ভক্তিরসে পরিণত হয় না। শুদ্ধ রৌদ্র রস ও রৌদ্র ভয়ানক রস প্রীতিবিরোধী বলিয়া সুধী ব্যক্তি উহা আস্বাদন করিতে পারে না। কামজ দ্বিবিধ রতি, শোক, প্রীতি, ভয়, বিস্ময় এবং দানে প্রবর্তিত উৎসাহ ভগবদ্বিষয়ক হইলে বিভাবাদির সহযোগে রসে পরিণত হইয়া দুগ্ধ ও জলের ন্যায় ভক্তিরসের সহিত মিলিয়া যায়।[১] ভক্তিরসই অখণ্ড পূর্ণরস, অন্যান্য রস অপূর্ণ ও ক্ষুদ্র। সুতরাং ভক্তিরসই অন্যান্য রস হইতে প্রশস্ততর।[২]

কবি কর্ণপুর গোস্বামী অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নব রসের সহিত বাৎসল্য, ভক্তি ও প্রেমরস যোগ করিয়া দ্বাদশবিধ রস স্বীকার করিয়াছেন—'দ্বাদশ রসা ভবন্তি'। দেবাদিবিষয়িণী রতিকে মম্মট প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ যে ভাবপদবাচ্য বলিয়াছেন কবি কর্ণপুর তাহা অযৌক্তিক মনে করিয়া ভক্তিরসকে অন্যতম প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[৩]

কবি কর্ণপুর যে নূতন প্রেমরসের অবতারণা করিলেন তাহা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রমুখ গোপীবৃন্দের প্রেম স্বরূপ হওয়ায় উহাতে অন্য সকল রস অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার স্থায়িভাব চিত্ত দ্রব, অন্যোন্য অন্যোন্যের আলম্বন বিভাব, অন্যোন্যের গুণকীর্তন ইহার উদ্দীপন বিভাব ও প্রকাশ করিবার অক্ষমতা ইহার অনুভাব ও মত্তৌৎসুক্য প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারিভাব। এই রস শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরোক্ষ ও সামাজিকের নিকট প্রত্যক্ষ।[৪]

১। ঈর্ষ্যাজভয়জদ্বেষৌ ভগবদ্বিষয়াবপি।
ন ভক্তিরসতাং যাতঃ সাক্ষাদ্‌দ্রুতিবিরোধতঃ ॥ ২।২৯
শুদ্ধো রৌদ্র রসস্তত্র তথা রৌদ্র ভয়ানকঃ।
নাস্বাদ্যঃ সুধিয়া প্রীতিবিরোধেন মনাগপি ॥ ২।৩০
কামজে দ্বে রতী শোকঃ প্রীতিভী বিস্ময়াস্তথা।
উৎসাহো যদি দানে চ, ভগবদ্বিষয়া অমী ॥ ২।৩১
ব্যামিশ্রভাবরূপত্বং যান্ত্যেতে ক্ষীরনীরবৎ।
বিভাবাদিসমাযোগে তথা ভক্তিরসা অপি ॥ ২।৩২ ভক্তিরসায়ন।

২। পরিপূর্ণরসশ্চ ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্যপ্রভেব বলবত্তরা ॥ ২।৭৮ ভক্তিরসায়ন।

৩। যথাহয়ং নির্বেদো ব্যভিচারী সন্নপি শান্তরসে স্থায়িতাং প্রাপ্য রসতামাপ্নোতি তথা সৈব দেবাদিবিষয়া রতি র্ভাব ইতি পারিভাষিকোঽপি ভাবঃ স্থায়ী সন্ তত্তদ্‌বিভাবাদি-সামগ্রীসমবেতো ভূত্বা ভক্তিরস ইতি দ্বাদশ রসা ভবন্তি। স পুনর্ভক্তিরসঃ শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ো ভবন্ রত্যাদিভিঃ স্থায়িভিঃ দশবিধা ভবন্তি ॥
অলঙ্কারকৌস্তভ, পৃঃ ১৪৭।

৪। অত্র চিত্তদ্রবঃ স্থায়ী। স চোভয়নিষ্ঠঃ। আলম্বনমন্যোন্যম্। উদ্দীপনমন্যোগুণপরিমলঃ। অনুভাবো বিশিষ্ট নির্বচনাভাবঃ। ব্যভিচারী মত্তৌৎসুক্যাদিঃ। পরোক্ষঃ কৃষ্ণরাধয়োঃ সামাজিকানাং প্রত্যক্ষঃ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ভক্তিরসের ইতররসাপেক্ষা প্রাধান্য ও ইহার মুখ্য গৌণ ভেদে দ্বাদশবিধত্ব মানিয়া লইয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
হাস্যাদ্ভুত বীরকরুণ বীভৎসভয়রৌদ্র।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয় ॥
পঞ্চ রস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত নহে ॥
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥[১]

স্থায়ী রস বা সঞ্চারী রস—একটি মাত্র রসকে উপজীব্য করিয়া কাব্য বা নাট্য রচিত হয় না—'ন হ্যেকরসজং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি প্রয়োগতঃ।' (নাট্যশাস্ত্র-৭।১৮০)

একই কাব্যে বহু রসের সমাবেশ হইলে কাব্যগত ঐক্য রক্ষার জন্য একটি রস প্রধান বা অঙ্গীরস হইবে এবং অপরগুলি অপ্রধান রস। উহারা অঙ্গীরসের অঙ্গস্থানীয়, অর্থাৎ অঙ্গীরসকে পরিপোষিত করিবার জন্য তাহাদের আবির্ভাব। যদিও সকল রসই সহৃদয় সামাজিক কর্তৃক আস্বাদিত হয় তথাপি অঙ্গী রস অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় সমগ্র কাব্যটিকে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া থাকে এবং সামাজিকের চিত্ত অনবচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহে তন্ময় করিয়া রাখে। অঙ্গস্থানীয় অপ্রধান রসগুলি আবির্ভূত হয় এবং অঙ্গীরসের পরিপোষণ কার্য সমাধা করিয়া পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। ধ্বন্যালোক গ্রন্থে আনন্দবর্ধন ইহাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—

প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা ॥ ৩।২১।

অর্থাৎ প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে যাহা প্রসিদ্ধ তাহাতে নানা রস নিবদ্ধ হইলে তাহাদের উৎকর্ষের নিমিত্ত একটি মাত্র রসকে অঙ্গীরস করা উচিত।

এই অঙ্গীরসই স্থায়ী রস যেহেতু ইহার স্থায়িত্ব সমগ্র কাব্যেই অনুভূত হয়, কোথাও প্রবলভাবে অন্তরে ও বাহিরে, কোথাও বা অঙ্গরসের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে। অঙ্গস্বরূপ

প্রেমরসে সর্বে রসা অন্তর্ভবন্তীত্যত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ, গ্রন্থগৌরবভয়াদ্ দিঙ্‌মাত্রমুক্তম্। কেষাংচিন্মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শৃঙ্গার এব রসঃ। ...শৃঙ্গারোঽঙ্গী প্রেমাঽঙ্গম্। অঙ্গত্বাপি ক্বচিদুদ্রিক্ততা। বয়ন্তু প্রেমাঽঙ্গী। শৃঙ্গারোঙ্গমিতি বিশেষঃ। তথা চ

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্নোঽখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ ॥ অলংকারকৌস্তুভ, পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

১। কার্পণ্য রস ও ব্রীড়নক রস সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, V. Raghavan, The number of Rasas, পৃঃ ১৪০-১৪৩।

অপ্রধান রসগুলি মূলভূত অঙ্গী রসকে অবলম্বন করিয়া সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদী হইয়া উঠে। অঙ্গীরস সকল অঙ্গ রসগুলির মধ্যেও বর্তমান। ধ্বনিকার বলিয়াছেন যে প্রস্তুত বা বর্ণনীয় রসের অন্য রসের সহিত যে সমাবেশ তাহাতে স্থায়ীরূপে অবভাসমান সেই রসের অঙ্গিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।[১] ইহার লোচন টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত অঙ্গী ও অঙ্গরসের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মতে অঙ্গভূত রসসমূহ স্ব স্ব বিভাব প্রভৃতির দ্বারা স্বাবস্থাতে পরিপোষিত হইয়া চমৎকারগোচরতা যদিও প্রাপ্ত হয়, তথাপি সেই চমৎকার ইহাতে পরিপুষ্ট হইয়া বিশ্রান্ত হয় না, অন্য চমৎকারের অনুসরণ করে। সর্বত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে এই একই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।[২]

আচার্য অভিনবগুপ্তের উক্তি হইতে বুঝা গেল যে অঙ্গীরস ও অঙ্গরসের কখনও বিরোধ সম্ভব নহে। ধ্বনিকারও এই কথাই বলিয়াছেন—

কার্যমেকং যথা ব্যাপি প্রবন্ধস্য বিধীয়তে।
তথা রসস্যাপি বিধৌ বিরোধো নৈব বিদ্যতে॥ ধ্বন্যালোক, ৩।২৩।

ইহার বৃত্তিতে ধ্বনিকার বিষয়টি আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে যেরূপ সন্ধি প্রভৃতি যুক্ত প্রবন্ধে একটি মাত্র অনুযায়ী ব্যাপক কার্য থাকে, তাহা অন্য কার্যের দ্বারা সংকীর্ণ হয় না, অথবা সংকীর্ণ হওয়ায় তাহার প্রাধান্য লুপ্ত হয় না, সেইরূপ একটি প্রধান রসের সন্নিবেশে কোন বিরোধ নাই। বরঞ্চ সহৃদয় সামাজিকগণ অঙ্গ ও অঙ্গী রসের ভেদ উপলব্ধি করিয়া ঐরূপ বিষয়ে প্রহ্লাদাতিশয় লাভ করেন।[৩]

অঙ্গী ও অঙ্গ রসের বিরোধ পরিহারের উপায় ধ্বনিকার বলিয়াছেন—

অবিরোধী বিরোধী বা রসোহঙ্গিনি রসান্তরে।
পরিপোষং ন নেতব্যস্তথা স্যাদবিরোধিতা॥ ৩।২৪।

অর্থাৎ অঙ্গী রসকে অনাদর করিয়া অঙ্গভূত বিরোধী বা অবিরোধী কোন রসের পরিপোষণ উচিত নহে। এইরূপে অঙ্গীরসের সহিত অঙ্গভূত রসের বিরোধ পরিহার করা যায়।

১। রসান্তরসমাবেশঃ প্রস্তুতস্য রসস্য যঃ।
নোপহন্ত্যঙ্গিতাং সোহস্য স্থায়িত্বেনাবভাসিনঃ॥ ধ্বন্যালোক, ৩।২২।

২। অঙ্গভূতান্যপি রসান্তরানি স্ববিভাদিসামগ্র্যা স্বাবস্থায়াং যদ্যপি লব্ধপরিপোষাণি চমৎকারগোচরতাং প্রতিপদ্যন্তে তথাপি স চমৎকারস্তাবত্যেব ন পরিতুষ্য বিশ্রাম্যতি কিং তু চমৎকারান্তরমনুধাবতি। সর্বত্রৈব হি অঙ্গাঙ্গিভাবেহয়মেবোদন্তঃ। লোচন, পৃঃ ৩৭৯।

৩। সন্ধ্যাদিময়স্য প্রবন্ধশরীরস্য যথা কার্য্যমেকমনুযায়ি ব্যাপকং কল্প্যতে ন চ তৎকার্য্যান্তরৈঃ সংকীর্য্যতে, ন চ তৈঃ সংকীর্য্যমাণস্যাপি তস্য প্রাধান্যমপচীয়তে, তথৈব রসস্যাপ্যেকস্য সন্নিবেশে ক্রিয়মাণে বিরোধো ন কশ্চিৎ। প্রত্যুত প্রত্যুদিতবিবেকানামনুসন্ধানবতাং সচেতসাং তথাবিধে বিষয়ে প্রহ্লাদাতিশয়ঃ প্রবর্ত্ততে। ধ্বন্যালোক, ২।২৩ এর বৃত্তি, পৃঃ ৩৮০।

এই অঙ্গী ও অঙ্গ রসকে পারিভাষিক ভাবে স্থায়ী ও সঞ্চারী রস নামে অভিহিত করা হয়। নাট্যশাস্ত্রের ভাবাধ্যায়ের শেষে একটি শ্লোক আছে—

বহূনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু।

স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী, শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥ নাট্যশাস্ত্র, ৭ অধ্যায়, ১৮১।

অর্থ এই যে সমবেত অনেক রসের মধ্যে যাহার রূপ বহু ভাবে উপলব্ধ হয় তাহাই স্থায়ী রস, অপরগুলি সঞ্চারী রস।

আচার্য অভিনবগুপ্ত লোচন টীকায় রসের স্থায়িতা ও সঞ্চারিতা সমর্থন প্রসঙ্গে পূর্বতন আলঙ্কারিক ভাগুরির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসানামপি স্থায়িসঞ্চারিতাস্তীত্যাক্ষিপ্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরম-বোচম্, বাঢ়মস্তীতি। (ধ্বন্যালোক, ৩।২৪ এর বৃত্তি, পৃঃ ৩৮৬)

অর্থাৎ রসসমূহের কি স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপ আছে; এ প্রশ্ন উপলব্ধি করিয়া উত্তর দিয়াছেন—আছে।

ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন ধ্বন্যলোকে উল্লেখ করিয়াছেন যে স্থায়িত্ব ও সঞ্চারিত্ব বস্তুতঃ রসের নহে, উহা ভাবেরই হয়।

যাহাদের নিকট রস রসান্তরের ব্যভিচারী হয় তাহাদের মতানুসারে ইহা লিখিত হইল। অন্য মতে রসের স্থায়িভাবই উপচার হেতু রস শব্দের দ্বারা উক্ত হয়, তাহাদের মতে এই রসের অর্থাৎ স্থায়িভাবের অঙ্গিত্বে কোন বিরোধ নাই।[১]

এই উক্তি সমর্থন করিয়া লোচন টীকায় অভিনবগুপ্ত বলিলেন—

বহু চিত্তবৃত্তিরূপ ভাবের মধ্যে যাহার রূপ বহুল পরিমাণে উপলব্ধ হয় তাহাই স্থায়ী ভাব। তাহাই রসীকরণযোগ্য, অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী এইরূপ বলা হইয়া থাকে। রসসমূহের স্থায়ী ও সঞ্চারীরূপে অঙ্গাঙ্গিতাযুক্ত হয় না।[২]

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বিশ্বনাথ প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত রূপে স্থায়ী ও সঞ্চারী রসের উল্লেখ করিয়াছেন।

'অত এবাত্র প্রধানেতরেষু রসেষু স্বাতন্ত্র্যবিশ্রমরাহিত্যাৎ পূর্ণরসভাবমাত্রাচ্চ বিলক্ষণতয়া সঞ্চারিরসনাম্না ব্যপদেশঃ প্রাচ্যানাম্।' (পৃঃ ৪৪৬, ed by দুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদ)

বিশ্বনাথের পিতামহানুজ চণ্ডীদাস ইহাকে খণ্ডরস নাম দিয়াছেন, তাহা বিশ্বনাথের উক্তি হইতে জানা যায়—

১। এতচ্চ সর্ব্বং যেষাং রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারী ভবতি ইতি দর্শনং তন্মতেন উচ্যতে। মতান্তরেঽপি রসানাং স্থায়িনো ভাবা উপচারাদ্ রসশব্দেন উক্তাঃ, তেষামঙ্গিত্বং নির্বিরোধমেব। ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৩৮৫-৩৮৭।

২। বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ, শেষাস্তু সঞ্চারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে, ন তু রসানাং স্থায়িসঞ্চারিভাবেনাঙ্গাঙ্গিতোক্তেতি। ধ্বন্যালোক, ৩।২৪ র বৃত্তি, পৃঃ ৩৬৮।

'অস্মৎপিতামহানুজকবিপণ্ডিতমুখ্যশ্রীচণ্ডীদাসপাদানাং তু খণ্ডরসনাম্না—
যদাহুঃ,

অঙ্গং বাধ্যোঽহথ সংসর্গী যদ্যঙ্গী স্যাদ্রসান্তরে।
নাস্বাদ্যতে সমগ্রং তৎ ততঃ খণ্ডরসঃ স্মৃতঃ॥ ইতি'

সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৪৪৬, ed by দুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদ।

রসের এককত্ব।

আলঙ্কারিকগণ বিভিন্ন ভাবে রসের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। কেহ বলেন রস আট প্রকার, কেহ বলেন নয় প্রকার, কেহ বা দ্বাদশ প্রকার, কাহারও বা মতে যতবিধ ভাব তত প্রকার। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে রসতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে রসকে বহুবিধ বলিয়া মনে হয় না। আস্বাদন স্বরূপ রস। কোন বিশেষ রসে উহার এই স্বরূপের পরিবর্তন হয় না। সুতরাং রসের স্বরূপের দিক হইতে বিচার করিলে রসকে একবিধই বলা শ্রেয়ঃ। মুনি বোধ হয় ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই 'অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ' এই কথা বলিবার পর এক বচন প্রয়োগ করিয়া বলিলেন 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে'। আচার্য অভিনবগুপ্ত উল্লিখিত কারিকাংশটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মুনির উক্তির বহুবচন হইতে এক বচন ব্যবহারের গোপন রহস্যটি বিবৃত করিয়া বলেন:

পূর্বে বহুবচন ও এ স্থানে একবচন প্রয়োগ করিবার ইহাই উদ্দেশ্য—যথার্থই রস একটি, উহা সূত্ররূপে রূপকে বর্তমান। ইহার বিভিন্ন প্রকার অনুসারে বিভাগ কল্পনা করা হয়।[১]

কবি কর্ণপুরগোস্বামী এই তত্ত্বটি অতি বিশদভাবে অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন রজস্তমোবিহীন শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত সামাজিক চিত্তের বিশেষ ধর্ম স্থায়ী। ইহার বিভাবের ভেদহেতু ভেদ কল্পিত হয়:

আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈর্বিভাবস্য পৃথক্‌তয়া।
পৃথগ্‌বিধত্বং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাম্॥ ৫ম কিরণ, শ্লোক ৬৩।

ইহার টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন[২]—

১। পূর্বত্র বহুবচনমত্র চৈকবচনং প্রযুঞ্জানস্যায়মাশয়ঃ এক এব তাবৎ পরমার্থতো রসঃ সূত্রস্থানীয়ত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তস্যৈব পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ। অভিনবভারতী, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ২৭৩।

২। 'এক এবেতি', ননু স্থায়িভাবরূপধর্মস্যৈকত্বে কথমেকস্য স্থায়িনো বীররসে উৎসাহত্বং, করুণরসে শোকত্বম্, অদ্ভুতরসে বিস্ময়ত্বং ভবতি, পরস্পরবিরুদ্ধানামেতেষামুৎসাহত্বাদীনামেকস্মিন্ স্থায়িরূপধর্মে বৃত্তিহা-ভাবাদিত্যত আহ স ইতি। স একোঽপি ধর্ম উক্তপ্রকারকদ্বিবিধস্য বিভাবস্য ভেদৈরেব ভিন্না ভবতীত্যর্থঃ।

স্থায়িভাবরূপ ধর্ম একবিধ বলিয়া কিরূপে একই স্থায়িভাব বীররসে উৎসাহরূপে, করুণ রসে শোকরূপে, অদ্ভুত রসে বিস্ময়রূপে পরিণত হয়, যেহেতু পরস্পরবিরোধী উৎসাহত্ব প্রভৃতি একই স্থায়িরূপ ভাবে বর্তমান থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা চলে যে যদিও স্থায়িরূপ ধর্ম একটি তথাপি উক্ত প্রকার দ্বিবিধ বিভাবের ভেদের দ্বারা ভিন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ একই স্ফটিক জবা কুসুম ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গবশতঃ কখনও রক্তিম, কখনও পীত, কখনও শ্যাম ইত্যাদি বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ এক স্থায়িরূপ ধর্ম বীররস প্রভৃতির পোষক নানাবিধ বিভাবের সাহচর্যে কখনও বিস্ময়, কখনও শোক ইত্যাদি বিভিন্ন আকার লাভ করে।

এইরূপে স্থায়িভাবের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি কর্ণপুর রসেরও একবিধত্ব অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

বহিরন্তঃকরণয়ো র্ব্যাপারান্তররোধকম্।
স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ ॥ ৫।৭০।
রসস্যানন্দধর্মত্বাদৈকধ্যং, ভাব এব হি।
উপাধিভেদান্নানাত্বং, রত্যাদয়ঃ উপাধয়ঃ ॥ ৫।৭১।

অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহ নিরোধ করিয়া ও স্বকারণ বিভাবাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যে চমৎকারজনক সুখ প্রকাশ পায় তাহাই রস। রসের আনন্দ-ধর্মহেতু রস এক প্রকার মাত্র, ভাবই উপাধি ভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়, রতি প্রভৃতি ভাবই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি। অর্থাৎ প্রকৃতিভূত রস একটি, অপর রসগুলি তাহার বিকৃত স্বরূপ।

এই প্রকৃতিভূত রসের স্বরূপ কি? এই বিষয়ে আলংকারিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন করুণ রসকেই রামায়ণ মহাকাব্যের প্রকৃতিভূত রস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ ক্রৌঞ্চমিথুনের বিয়োগজন্য শোক হইতেই আদি কবির চিত্তে শ্লোকের উদয় হয়।[১] করুণ রস চিত্তকে দ্রবীভূত করে, ক্রোধাদিদীপ্তরূপ বর্জন করিয়া চিত্তকে কমনীয় রসগ্রাহী করিয়া তুলে।[২] রসের মাধুর্য করুণ রসে চরমভাবে উপলব্ধ হয়।

ধ্বনিকার বলিয়াছেন বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণ রসের মাধুর্য্য প্রকর্ষ লাভ করে যেহেতু তাহাতে সামাজিকের চিত্ত আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়।[৩] এই জন্য রামায়ণে করুণ

যথৈক এব স্ফটিকঃ জবাকুসুমাদিনানাপদার্থানাং সঙ্গাৎ কদাচিদ্রক্তঃ কদাচিৎ পীতঃ কদাচিৎ শ্যাম ইত্যাদি-বিবিধিকারো ভবতি তথৈবৈক এব স্থায়িরূপো ধর্মো বীররসাদিপোষকানাং নানাবিধবিভাবানাং সঙ্গাৎ কদাচি-দুৎসাহরূপঃ, কদাচিদ্বিস্ময়রূপঃ কদাচিচ্ছোকরূপ ইত্যাদিবিবিধাকারো ভবতীতি ভাবঃ। অঃ কৌ, ৫।৬৩, পৃঃ ১২২।

১। ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ। ধ্বন্যালোক, ১ম উদ্যোত।

২। সহৃদয়স্য চেতঃ স্বাভাবিকমনাবিষ্টত্বাত্মকং কাঠিন্যং, ক্রোধাদিদীপ্তরূপত্বং বিস্ময়হাসাদিরাগিত্বং ত্যজতি। লোচন, পৃঃ ২০৭-২০৮।

৩। শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ।
মাধুর্য্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ ॥ ধ্বন্যালোক, ২।৮।
সম্ভোগশৃঙ্গারান্ মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ, ততোঽপি মধুরতমঃ করুণঃ। ২।৮ র উপর লোচন

রসই মূল রস, ইতর রসগুলি ইহার পোষক ও বর্ধক[১]। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পাশ্চাত্ত্য কবি Shellyর কথা, করুণতম গীতই মধুরতম[২]। তাই বুঝি শ্রীরাধিকার বেদনা পাঠকের চিত্ত আনাস্বাদিত আনন্দে ভরিয়া রাখে। শৃঙ্গারাদিরস জন্য চমৎকারিতায় মাদকতা আছে, তাহা চিত্তকে অভিভূত করে, কিন্তু করুণ রসের মাধুর্য চিত্তকে পূর্ণ করিয়া দেয়। করুণরসজন্য চমৎকারিতার প্রকৃষ্টতা উপলব্ধি করিয়া অনেক কবি ও আলংকারিক ইহাকেই অদ্বিতীয় রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন 'রসেষু করুণো রসঃ'। ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটকে স্পষ্টভাবে করুণ রসকে অদ্বিতীয় প্রকৃতিভূত রস ও অপর শৃঙ্গার প্রভৃতি রসকে তাহার বিকৃতিস্বরূপ বলিয়াছেন।

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্‌পৃথগিব শ্রয়তে বিবর্ত্তান্। ৩।৪৭।

আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে শান্তরসকে সকল রসের প্রকৃতি বলিয়াছেন, 'অত্র সর্বপ্রকৃতিত্বাভিধানায় পূর্বমুক্তম্'।[৩] নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শৃঙ্গার প্রমুখ অষ্টবিধ রসের বিস্তৃত আলোচনার শেষে মুনির নামে প্রচলিত কয়েকটি শান্তরস-বিষয়ক শ্লোক পাওয়া যায়। উহাদের কয়েকটিতে স্পষ্টভাবে শান্তরসকে সর্ব রসের প্রকৃতি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শান্ত এমনি একটি রস যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই বা মাৎসর্য নাই। ইহা সর্বভূতে সমভাবে আস্বাদিত হয়। শান্ত রস প্রকৃতি, রতি প্রভৃতি ইহার বিকার মাত্র। যাহা বিকার তাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, ভাব ও পৃথক্ পৃথক্ নিমিত্ত অনুসারে শান্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া নিমিত্তের অবসানে পুনরায় শান্তে বিলীন হইয়া যায়।[৪]

আচার্য অভিনবগুপ্ত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে শান্তরসের স্থায়িভাব তত্ত্বজ্ঞানপ্রকৃতিভূত সিদ্ধ স্থায়িভাব, এবং রতি প্রভৃতি যাহারা স্থায়িভাব নামে পরিচিত বস্তুতঃ তাহারা আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে জাত বিকার স্বরূপ ব্যাভচারিভাব—

১। রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়মাদিকবিনা সূত্রিতঃ, শোকঃ শ্লোকত্বমাগত ইত্যেবংবাদিনা।
ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৫২৯-৩০।

২। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

৩। অভিনবভারতী, পৃঃ ৩০৯।

৪। ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ॥ ১০৬
ভাবা বিকরা রত্যাদ্যাঃ শান্তস্তু প্রকৃতি র্মতঃ।
বিকারঃ প্রকৃতের্জাত পুনস্তত্রৈব লীয়তে॥ ১০৭
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তভাবঃ প্রবর্ত্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে চ শান্ত এবোপলীয়তে॥ ১০৮। নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

'রত্যাদয়ো হি তত্তৎকারণান্তরোদয়প্রলয়োৎপদ্যমানবি (নি) রুদ্ধমানবৃত্তয়ঃ কঞ্চিৎ-কালমাপেক্ষিকতয়া স্থায়িরূপাত্মভিত্তিসংশ্রয়াঃ ষট্ (সন্তঃ) স্থায়িন উচ্যন্তে। তত্ত্বজ্ঞানং তু সকলভাবান্তরভিত্তিস্থানীয়ং সর্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং সর্বা রত্যাদিকাস্থায়িচিত্ত-বৃত্তীর্ব্যভিচারিভাবয়ন্ নিসর্গত এব সিদ্ধস্থায়িভাবম্।'[১]

শান্তরস পরম পুরুষার্থ মোক্ষবিষয়ী (মোক্ষফলত্বেন চায়ং পরমপুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ। লোচন, পৃঃ ৩৯৪)। উহা লৌকিক জগতের সুখদুঃখাত্মক সর্ববিধ জ্ঞানের উর্ধ্বে। রসও অপ্রাকৃত হৃদয়ানুভূতি বলিয়া রসচর্বনাজাত আনন্দ লৌকিক আনন্দ হইতে ভিন্ন।[২] সেই জন্য সকল রসের আস্বাদ শান্তপ্রায়।[৩]

ধারাধিপতি ভোজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণে অহংকারাত্মা শৃঙ্গারকে সর্ব রসের মূল প্রকৃতি বলিয়াছেন।

'রসোঽভিমানোঽহংকারঃ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে'। মানবের অহংবোধই অহংকার বা শৃঙ্গার। ইহা অভিমান বা আত্মরতি পর্যায়—এই শৃঙ্গার রতিস্থায়ী শৃঙ্গার রস নহে।

'It is the inner tattva of the Ego, the idea in the man of 'I', Ahamikāra. It is man's for love his own Self ; it is that which makes him take even pain in pleasure'.[৪]

এই অহংবোধরূপ অহংকার শৃঙ্গার হইতে রতি প্রভৃতি সর্ব ভাবের উদয় হয়।[৫]

রতি প্রভৃতি ভাবগুলি শৃঙ্গারাদি রসে রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় একটি প্রেমরসে পরিণত হয় ও অহঙ্কার শৃঙ্গার রসে বিলীন হইয়া যায়। আচার্য অভিনবগুপ্তের ন্যায় ধারাধিপতি ভোজেরও মতে শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি রসের পৃথক্ সত্তা নাই। উহারা প্রকৃতিভূত অহঙ্কার শৃঙ্গার রসের বিকৃতি মাত্র।

শৃঙ্গারবীরকরুণাদভুতরৌদ্রহাস্যবীরবীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষু দশরসান্ সুধিয়ো বয়ন্তু শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ॥
বীরাদ্ভুতাদিষু সেহ রসপ্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধা কুতোঽপি বটযক্ষবদাবিভাতি।
লোকে গতানুগতিকত্ববশাদুপেতামেতাং নির্বর্তয়িতুমেব পরিশ্রমো নঃ॥

শৃঃ, প্রঃ, ১।৫-৭।

১। অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৩৭।
২। 'আনন্দো হ্যয়ং ন্ লৌককসুখান্তরসাধারণঃ। রসগঙ্গাধর, ১ম আনন।
৩। অত্র সর্ব্বরনানাং শান্তপ্রায় এব আস্বাদো বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা।
অভিনবভারতী. ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
৪। Bhoja's Śṛṅgāraprakāśa ed, by V. Rāghavan, Vol I, part II. p. 419.
৫। স শৃঙ্গারঃ সোঽভিমানঃ স রসঃ। তত এতে রত্যাদয়ো জায়ন্তে। তৈশ্চায়ং প্রকর্ষপ্রাপ্তৈঃ সপ্তার্চিরিচিশ্চয়ৈরিব প্রকাশমানঃ শৃঙ্গারিণামেব স্বদত ইতি। শৃঙ্গারপ্রকাশ. Mad. Mas. Vol II. পৃঃ ৩৫৬।

মন্দারকরন্দে শৃঙ্গারপ্রকাশের মত অনুসরণ করিয়া নববিধ ভাবে কল্পিত রসের এককত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।

'অথ ভোজনৃপাদীনাং মতমত্র প্রকাশ্যতে।
রসো বৈ সঃ ইতি শ্রুত্যা রস একঃ প্রকীর্তিতঃ।
অতো রসঃ স্যাচ্ছৃঙ্গার এক এবেতরে তু ন ॥'

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে এক প্রেমরসই স্নেহ, মান প্রণয়, রাগ, অনুরাগ রূপ বিভিন্ন অবস্থাতে বিকাশ লাভ করে—

বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবা স্নেহাদয়স্তু ষট্।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়স্তেহমী প্রেমশব্দেন সূরিভিঃ ॥ উঃ নীঃ মঃ, পৃঃ ৪১৭।

কবি কর্ণপুরগোস্বামী অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থের পঞ্চম কিরণে বলিয়াছেন যে রস আনন্দ স্বরূপ বলিয়া এক প্রকার—'রসস্যানন্দধর্মত্বাদেকবিধ্যম্'।

প্রেমরসই সেই অদ্বিতীয় রস যাহাতে অন্য সকল রস বিকৃতিরূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, "প্রেমরসে সর্বে রসা অন্তর্ভবন্তীত্যত্র মহীয়ানেষ প্রপঞ্চঃ"। এই অখণ্ডরস-সমুদ্রে সকল রস উৎপন্ন হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায়—

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ন্যখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ ॥

অথবা, সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি যত্র স প্রেমসংজ্ঞকঃ। খণ্ডানন্দা রসাঃ সর্বে সোহখণ্ডানন্দ উচ্যতে। অখণ্ডে খণ্ডধর্মৌ হি পৃথক্ পৃথগিবাসতে ॥ চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক।

রস অলৌকিক হৃদয়ানুভূতি। ইহা চমৎকারপ্রাণ—'লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ' (সাহিত্যদর্পণ, ৩।৩)। অত্যাশ্চর্যময় আনন্দাস্বাদনই চমৎকার, এ আনন্দ প্রাকৃত জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধের দ্বারা সমুৎপন্ন নহে। বিশ্বনাথ এই চমৎকারকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—'চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্য্যায়ঃ'—বিস্ময় যাহাতে চিত্ত সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বিস্তার লাভ করে। অভিনয়দর্শন বা কাব্যপাঠের সময় সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসাস্বাদনের সমকালে এইরূপ অনুভূতির উদয় হয়। অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে নট যখন অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও জনকনন্দিনী সীতার ভূমিকায় অভিনয় করেন তখন সহৃদয় সামাজিকের নিকট অনুকর্তা ও অনুকার্যের ভেদ বিলোপ হয়। সম্মুখে অযোধ্যাপতির সকরুণ জীবনেতিহাস প্রত্যক্ষ করিয়া সামাজিক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। এই বিস্ময়ানুভূতিই রসচর্বনার বিশেষ ধর্ম। সেই জন্য অনেক আলঙ্কারিক বিস্ময়স্থায়ী অদ্ভুত রসকে সর্ব রসের প্রকৃতি মনে করেন।

সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ধর্মদত্ত ও বিশ্বনাথের বৃদ্ধপ্রপিতামহ উক্ত মতবাদের পরিপোষক ছিলেন :

'তৎপ্রাণত্বম্ অস্মদবৃদ্ধ-প্রপিতামহ-সহৃদয়গোষ্ঠী-গরিষ্ঠ-কবিপণ্ডিত-মুখ্যশ্রীমন্নারায়ণপাদৈরুক্তম্। তদাহ ধর্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্॥

সাহিত্যদর্পণ, ৩৩ শ্লোকের বৃত্তি।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ ভক্তিরসকে সর্বরসের আশ্রয় মনে করেন। রস লোকোত্তর আনন্দ স্বরূপ বলিয়া দেববিষয়িণী রতির চর্বণানিষ্পন্ন ভক্তিরস একমাত্র রসপদবাচ্য —বস্তুতঃ প্রাকৃতে কোন রস নাই। কারণ প্রাকৃত আনন্দ লোকোত্তর হইতে পারে না। মুক্তাফল গ্রন্থে হেমাদ্রির নামে প্রচলিত কৈবল্যদীপিকা টীকায় বোপদেব বলিয়াছেন —অনুকার্যেষু হি জানকীরামভদ্রাদিষু রত্যাদিমাত্রম্, ন তু রসত্বং তস্য লোকোত্তর—চমৎকাররূপত্বাৎ।' ১।১।১ শ্লোকের টীকা, পৃঃ ১৮৭।

ভক্তিরসই রতি, শোক, হাস ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধির সংস্পর্শে শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, ইত্যাদি রসরূপে আস্বাদিত হয়—'ভক্তিরস এব রসস্থাদিরূপেণ নবধানুভূয়তে' কৈঃ. দীঃ, ১।১।১ শ্লোক, পৃঃ ১৮৯।

এই কথাটি শ্রীমধুসূদন সরস্বতী অন্য ভঙ্গীতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বভাবতঃ কঠীনাত্মক চিত্ত কামক্রোধাদির সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইলে তথায় পরমানন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবান প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হন। এই স্থায়িভাবের আস্বাদনই ভক্তিরস।

চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিশেষৈ যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে॥
কামক্রোধভয়স্নেহহর্ষশোকদয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনং তু তৎ॥ ভক্তিরসায়ন, ১।৪—৫।
ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকাররসতামেতি পুষ্কলম্॥ ভক্তিরসায়ন, ১।১০।

সুতরাং ভক্তিরসই অখণ্ড ও অলৌকিক চমৎকারসার। চিত্তদ্রুতির নিমিত্তের ভেদ হেতু এই ভক্তিরসও বিভিন্ন শৃঙ্গারাদি রসরূপে প্রতীয়মান হয়।

'চিত্তদ্রুতেঃ কারণানাং ভেদাদ্ ভক্তিস্তু ভিদ্যতে'। ভক্তিরসায়ন, ২।২।

সুতরাং ভক্তিরসই সর্ব রসের মূল প্রকৃতি, শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি রস সমূহ ইহার বিকৃতি মাত্র।

শ্রীরূপ গোস্বামী রস সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করিতেন।

তিনি বলিয়াছেন যে ভক্তিরসই মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বাদশ রসরূপে অনুভূত হয়—
'ভবেদ্ ভক্তিরসোহপ্যেষ মুখ্যগৌণতয়া দ্বিধা'। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ৫।৯৫।

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতিঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ ॥ ৫।৯৬।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপুর্বমনুত্তমাঃ ॥
হাস্যাদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি ॥ ৫।৯৭।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্ দ্বয়োর্দ্বদশধোচ্যতে ॥ ৫।৯৮।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ।

ভক্তিরস-প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

ভক্তিরসবিরোধী আলঙ্কারিকগণের মত।

বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ শুধু কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, কৃষ্ণৈকপ্রাণ পরম ভক্ত সিদ্ধপুরুষও ছিলেন। রসস্বরূপ ভগবানের পরম রমণীয় মূর্তি বিভিন্ন ভাবে আস্বাদন করিয়া তাঁহারা যে নিরতিশয় অনবদ্য আনন্দ লাভ করিতেন তাহাই সুললিত পদবন্ধে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্তোন্মাদিনী ভগবদ্ভক্তির স্বচ্ছ প্রবাহ সাধন ক্ষেত্রের সীমা ছাড়াইয়া কাব্যলোকে উৎসারিত হইয়াছে ও শব্দার্থময়ী কবিবাণীকে বিচিত্ররসে সঞ্জীবিত করিয়া অভিনব মাধুর্য দান করিয়াছে। বৈষ্ণব সাধনা ভক্তির সাধনা, বৈষ্ণব কাব্য ভক্তিরসাত্মক কাব্য। বৈষ্ণব কাব্যের এই ভক্তিরস অপূর্ব, অপূর্ব তাহার আস্বাদন। রসিকশেখর পরমকারুণিক ষড়ৈশ্বর্যময় কৃষ্ণরূপী শ্রীভগবান ইহার অবলম্বন। বৈষ্ণব কবি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যবত্তায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার স্তুতি করেন নাই। তাঁহাকে প্রিয়রূপে, সখারূপে ও পুত্ররূপে পাইয়া প্রীতি ও স্নেহের আবেশে বিগলিতচিত্ত হইয়া তাঁহারই গান গাহিয়াছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে অবৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বৈষ্ণব কাব্যের প্রাণস্বরূপ ভক্তি-রসকে রস পদবী দান করিতে চাহেন নাই। রসশাস্ত্রের আদি প্রবর্তক মুনি ভরত যে কয়টি রসের নাম করিয়াছেন তাহাতে ভক্তিরসের স্থান নাই। মুনি বলিয়াছেন:

শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ নাট্যশাস্ত্র, ৬।১৬।
এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা।

অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই অষ্ট প্রকার নাট্যের রস। এই অষ্টবিধ রসের কথা মহাত্মা দ্রুহিণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। তবে ভক্তিরস যে প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ আলঙ্কারিক-চূড়ামণি আচার্য অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতী বিবৃতিতে ভক্তি, স্নেহ, লৌল্য প্রভৃতি রসগুলিকে রতিস্থায়িক শৃঙ্গার রসের বিভিন্ন প্রকার রূপে গণ্য করিয়া তাহাদের বিশিষ্ট রস রূপ অস্বীকার করিয়াছেন।[১]

১। এবং তে নবৈব রসাঃ।...আর্দ্রতাস্থায়িকঃ স্নেহো রস ইতি ত্বসৎ। স্নেহোঽভিষঙ্গঃ, স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদাবেব পর্যবস্যতি। তথা হি বালস্য মাতাপিত্রাদৌ স্নেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ। যূনোর্মিত্রজনে, রতৌ। লক্ষ্মণাদৌ ভ্রাতরি স্নেহো ধর্মময় এব। এবং বৃদ্ধস্য পুত্রাদাবিতি দ্রষ্টব্যম্। এষৈব গর্দ্ধস্থায়িকস্য লৌলরসস্য প্রত্যাখ্যানে সরণি মন্তব্যা হাসে বা রতৌ বাঽস্যত্র পর্য্যবসানাৎ। এবং ভক্তাবপি বাচ্যম্।

অভিনবভারতী, নাঃ, শাঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৩৪১-২।

অর্থাৎ এইরূপে রস নববিধ। স্নেহ নামে যে রস আছে যাহার স্থায়িভাব আর্দ্রতা, ইহা বলা ঠিক নহে। স্নেহ আসক্তি মাত্র। তাহা রতি বা উৎসাহ প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়। যথা বালকের মাতাপিতার প্রতি স্নেহ ভয়ে অন্তর্ভুক্ত, যুবক যুবতির মিত্রজনের প্রতি স্নেহ রতিতে অন্তর্ভুক্ত; লক্ষ্মণ প্রভৃতির ভ্রাতার প্রতি স্নেহ ধর্মবীরের নামান্তর। বৃদ্ধের পুত্রাদির প্রতি স্নেহ এইরূপ। গর্দ্ধস্থায়িক লৌল্যরসের প্রত্যাখ্যানের জন্য এই মার্গ অনুসরণ করিতে হইবে। হাস, রতি বা অন্যত্র ইহার পর্যবসান হয়। এই রূপে ভক্তির পক্ষেও এই কথা বলা চলে।

অন্যত্র আচার্য অভিনবগুপ্ত ভক্তিরসকে শান্তরসে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবেই অভিনবভারতীবিবৃতির অন্যত্র বলিয়াছেন—

ঈশ্বর প্রণিধান বিষয়ক ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্মৃতি, মতি, ধৃতি, উৎসাহ প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শান্ত রসের অঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং পৃথক্ রস রূপে ইহাদের গণনা করা হইল না।[১]

আচার্য মম্মটভট্ট দেবাদিবিষয়িনী রতিকে ভাব আখ্যা দিয়াছেন—

'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ ভাবঃ প্রোক্তঃ॥ কাব্য প্রকাশ, ৪।৩৫।

ইহার টীকায় ঝালকিকার বলিয়াছেন যে রতি শব্দটি সকল স্থায়িভাবের উপলক্ষণ। দেবাদিবিষয়া শব্দটিও অপ্রাপ্ত রসাবস্থার উপলক্ষণ। সূত্রের 'তথা' শব্দটি 'চ' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকার পুষ্টা বা অপুষ্টা রতি, কান্তাদিবিষয়া অপুষ্টা রতি, অপ্রাপ্তরসাবস্থা হাস প্রভৃতি এবং বিভাব প্রভৃতির দ্বারা প্রধান ভাবে ব্যঞ্জিত ব্যভিচারিভাব ভাব পদবাচ্য হইয়া থাকে[২]। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকাকারও এই কথা বলিয়াছেন :

রতি প্রভৃতি নিরঙ্গ হইলে, দেবাদিবিষয়া হইলে, অথবা অন্যের অঙ্গভাক্ হইলে স্থায়িপদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব দেবাদিবিষয়া রতি স্থায়িপদবাচ্য না হওয়ায় ইহার আস্বাদন রসপদবাচ্য হওয়া সম্ভব নহে।[৩]

বিশ্বনাথ ও দেবাদিবিষয়া রতি সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে

১। ঈশ্বরপ্রণিধানবিষয়ে ভক্তিশ্রদ্ধে স্মৃতিমতিধৃত্যুৎসাহাদ্যনুপ্রবিষ্টে এবাঙ্গ (শান্তস্য) মিতি ন তয়োঃ পৃথগ্রসত্বেন গণনম্। অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৪০।

২। রতিরিতি সকলস্থায়িভাবোপলক্ষণম্। দেবাদিবিষয়েত্যপি অপ্রাপ্তরসাবস্থোপলক্ষণম্। তথা শব্দ শ্চার্থে। তেন দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকারা, কান্তাদিবিষয়াপি অপুষ্টা রতিঃ, হাসাদয়শ্চ অপ্রাপ্তরসাবস্থাঃ বিভাবাদিভিঃ প্রাধান্যেনাঞ্জিতো ব্যঞ্জিতো ব্যভিচারী চ ভাবঃ প্রোক্তঃ ভাবপদাভিধেয়ঃ কথিত ইতি সূত্রার্থঃ। কাব্যপ্রকাশ, পৃঃ ১১৮, (ed. by R. D Karmerkar)

৩। রত্যাদিশ্চেন্নিরঙ্গঃ স্যাদ্দেবাদিবিষয়োঽথবা।
অন্যাঙ্গভাবভাগ্ বা স্যান্ন তদা স্থায়িশব্দভাক্॥

প্রধান সঞ্চারিভাব, দেবাদিবিষয়া রতি ও উদ্বুদ্ধ মাত্র স্থায়ী ভাব রূপে অভিহিত হয়। রাজানুগত-বিবাহ-প্রবৃত্ত ভৃত্যের ন্যায় আপাততঃ প্রাধান্যের সহিত অভিব্যক্ত পরমবিশ্রান্তিস্থানরূপ রসের সহিত বর্তমান ব্যভিচারিভাবগুলি, এবং দেবাদিবিষয়া রতি অথবা উদ্বুদ্ধ মাত্র ইহার বিভাবাদির দ্বারা অপরিপুষ্ট হওয়া হেতু রসরূপতা লাভ করিতে অক্ষম যে স্থায়িভাব, ইহারা সকলেই ভাবপদবাচ্য হইয়া থাকে।[১]

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ভক্তিরসকে যদিও অসম্ভাব্য ও রসপদবী লাভের অযোগ্য মনে করিতেন না তথাপি তিনি পূর্বসূরিগণের উক্তি অপরিহার্য বলিয়া তাঁহাদেরই প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ পূর্বক ভক্তিরসকে রস পদবী হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন।

'অথ কথমেতে এব রসাঃ! ভগবদালম্বনস্য, রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য, হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য, ভাগবতাদি-পুরাণ-শ্রবণ-সময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য, ভক্তি-রসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽ-ন্তর্ভবিতুমর্হতি, অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে, ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তঃ তদাভাসা হ্যনৌচিত্যপ্রবর্তিতাঃ॥

ইতি হি প্রাচাং সিদ্ধান্তাৎ। ন চ তর্হি কামিনীবিষয়ায়া অপি রতের্ভাবত্বমস্তু রতিত্বা-বিশেষাৎ। অস্তু বা ভগবদ্ভক্তেরেব স্থায়িত্বম্। কামিন্যাদিরতীনাং চ ভাবত্বম্, বিনিগমকাভাবাদিতি বাচ্যম্। ভরতাদিমুনিবচনানামেবাত্র রসভাবাদিব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যযোগাৎ, অন্যথা পুত্রাদিবিষয়ায়া অপি রতেঃ স্থায়িভাবত্বং কুতো ন স্যাৎ! ন স্যাদ্বা কুতঃ শুদ্ধভাবত্বং জুগুপ্সাশোকাদীনাম্? ইত্যখিলদর্শনবৈয়াকুলী স্যাৎ। রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যতে, ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ।' (রসগঙ্গাধর; প্রথম আনন, পৃঃ ১২১।)

ভক্তিরস প্রতিষ্ঠা—

উক্ত আলঙ্কারিকগণের মন্তব্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতে ভক্তি ভাব কখনও বিভাব প্রভৃতির দ্বারা এরূপভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে না যে

১। সঞ্চারিণঃ প্রাধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ। ৩।২৬০
উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥
ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ॥

ইত্যুক্তদিশা পরমালোচনয়া পরমবিশ্রান্তিস্থানেন রসেন সহৈব বর্তমানা অপি রাজানুগত-বিবাহ-প্রবৃত্তভৃত্যব-দাপাততো যত্র প্রাধান্যেনাভিব্যক্তো ব্যভিচারিণো দেবমুনিগুরুনৃপাদিবিষয়া চ রতিরুদ্বুদ্ধমাত্রা বিভাবাদিভির-পরিপুষ্টতয়া রসরূপতামনাপদ্যমানাশ্চ স্থায়িনো ভাবা ভাবশব্দবাচ্যাঃ॥ সাহিত্যদর্পণ, পৃঃ ১৯৭-১৯৮।

রস পদবী লাভ করিতে পারে। কিন্তু যে দেশে 'দেবতারে প্রিয় করি' সেই দেশে যে প্রিয়তম শ্রীভগবানের সম্পর্কিত ভাব আস্বাদিত হইয়া রসে পরিণতি লাভ করিতে পারে না তাহা বড়ই বিস্ময়কর। মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরস সম্পর্কে বলিয়াছেন—

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জ্জিতঃ
ভাবঃ প্রোক্তো, রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ॥
দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তদ্ যোজ্যং পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি॥

ভক্তিরসায়ন, ২।৭৫-৭৬।

অর্থাৎ রসকোবিদগণ যে বলিয়া থাকেন দেবাবিষয়া রতি ও প্রধান ভাবে ব্যঞ্জিত ব্যভিচারি ভাব, রস নহে তাহা পরমানন্দ প্রকাশ না করা হেতু ইন্দ্র প্রভৃতি অন্য দেবাতার পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু আনন্দঘন ভগবানের পক্ষে নহে।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ যে ভক্তিকে রসপদবী দান করিলেন তাহা রসশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। মুনির মতে যাহা আস্বাদিত হয় তাহাই রস—'রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচতে, আস্বাদ্যত্বাৎ।' রসস্বরূপ পরমেশ্বরের আনন্দময়ী সত্তা ভক্তকর্তৃক কি আস্বাদিত হয় না? রম্য রচনা আস্বাদন কালে কাব্যার্থের উদ্বোধের দ্বারা যখন সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত তন্ময় হইয়া উঠে তখন তাহার পরিমিত ব্যক্তিত্ব বোধের অবসানে ও রতি প্রভৃতি ভাবের সংস্পর্শে অনুরঞ্জিত স্বসংবিদানন্দের চর্বণার ফলে অন্তরে যে অলৌকিক সুখানুভূতির উদয় হয় তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রে রস নামে পরিচিত হয়। ভক্ত যখন প্রেমাভিভূত চিত্তে আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় মাধুর্য আস্বাদন করেন তখন তাঁহার পরিমিত ব্যক্তিত্ব-বোধের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; রজস্তমোগুণ মন্দীভূত হইয়া পড়ে, সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি লাভ করে ও অন্তর এক অপার্থিব আনন্দের প্রবাহে নিরন্তর মগ্ন হইয়া থাকে। তাহার ভগবৎপ্রীতি এই আনন্দপ্রবাহের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। এইরূপ আনন্দসংমিশ্র ভগবৎপ্রীতির আস্বাদনই ভক্তিরস। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার গ্রন্থের টীকায় নমিসাধু বলিয়াছেন 'নাস্তি সা কাপি চিত্তবৃত্তি র্যা পরিপোষং গতা ন রসীভবতি।' (কাব্যালঙ্কার, পৃঃ ১৫০-১৫১)। অর্থাৎ সকল চিত্তবৃত্তিই রসত্ব লাভের যোগ্য। অতএব ভক্তের ভগবৎপ্রীতিরূপ চিত্তবৃত্তির আস্বাদনস্বরূপ ভক্তিরসকে অস্বীকার করা চলে না।

শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভ শীর্ষক নিবন্ধে বলিয়াছেন রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব যেরূপ বিভাবাদির সাহচর্যে আস্বাদিত হইয়া শৃঙ্গারাদি রসে পরিণত হয় সেইরূপ ভগবদ্-বিষয়িনী প্রীতি রস পদবী লাভ করিয়া থাকে—'এবা চ প্রীতির্লৌকিককাব্যবিদাং

রত্যাদিবৎ কারণকার্য্যসহায়ৈ মিলিত্বা রসাবস্থাম্ আপ্নুবতী স্বয়ং স্থায়ী ভাব উচ্যতে। কারণাদয়শ্চ ক্রমেণ বিভবানুভাবব্যভিচারিণ উচ্যন্তে। তত্র তস্যাং ভাবত্বং প্রীতিরূপবাদেব। স্থাবিত্বং চ, বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ।

আত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স স্থায়ী লবণাকরঃ॥ ইতি রসশাস্ত্রীয়লক্ষণব্যাপ্তেঃ।... ..ভক্তিময়ো রসো ভক্তিরস ইতি চ। যথাহুঃ ভাবা এবাভিসম্পন্না প্রযান্তি রসরূপতামিতি। যত্তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসামগ্রীবিরহাদ্ ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তত্ খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ। সামগ্রী হি রসত্বাপত্তৌ ত্রিবিধা—স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা, পুরুষাযোগ্যতা চ। তত্র লৌকিকেঽপি রসে রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপযোগ্যতা, স্থায়িভাবরূপত্বাৎ সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষসুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব। তথা তত্র কারণাদয়স্তৎপরিকরাশ্চ লৌকিকস্বাদ্বিভাবনাদিষু স্বতোঽক্ষমাঃ, কিন্তু সৎকবিনিবন্ধ-চাতুর্যাদেবালৌকিকত্বমাপন্নাস্তত্র যোগ্যা ভবন্তি। পুরুষযোগ্যতা চ শ্রীপ্রহ্লাদাদীনামেব তাদৃশবাসনা। তাং বিনা লৌকিককাব্যেনাপি তন্নিষ্পত্তিং ন মন্যতে। যথোক্তম্, পুণ্যবন্তঃ প্রমিন্বন্তি যোগিবদ্রসসন্ততিমিতি। ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনামিতি চ। লৌকিকরসস্যোৎপত্তিঃ স্বরূপমাস্বাদপ্রকারশ্চৈবমেবোচ্যতে। যথা,

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ ইতি

অত্র তু অপ্রাকৃতবিশুদ্ধসত্ত্বহেতুত্বম্।..... ব্রহ্মাস্বাদাদপ্যধিকত্বম্, ততশ্চমত্কারশ্চ সুতরামেব। ...কিঞ্চালৌকিকরসবিদাং প্রাচীনানামপি মতানুসারেণ সিধ্যত্যসৌ রসঃ।' (পৃঃ ৭৬২-৭৬৩)

অর্থাৎ লৌকিক কাব্যবিদগণের রতি প্রভৃতির ন্যায় এই ভগবদ্‌বিষয়া প্রীতি কারণ ও কার্য রূপ সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া রসাবস্থা লাভ করে বলিয়া উহাকে স্থায়িভাব বলা হয়। ভগবদ্বিষয়া প্রীতির প্রীতিরূপত্ব হেতু ভাবত্ব এবং রস শাস্ত্রে স্থায়িভাবের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে তাহা ইহাতে অক্ষুণ্ণ বলিয়া ইহার স্থায়িত্ব ও সিদ্ধ। যাহা বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ কোন ভাবের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না ও অন্যভাবগুলিকে আত্মাধীন করে তাহাই স্থায়ী ভাব। স্থায়ী ভাবের এইরূপ লক্ষণ রসশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ..যে রস ভক্তিময় তাহাই ভক্তি রস। রসবিদরা বলেন ভাবই বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃত রসিকগণ রসসামগ্রীর অভাব বশতঃ ভক্তির রসত্ব যে স্বীকার করেন না তাহা সাধারণ দেব দেবী প্রভৃতির বিষয়ে সম্ভব। পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে নহে। রসতাপত্তিতে সামগ্রী ত্রিবিধ, স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা ও পুরুষযোগ্যতা। লৌকিক রসেও রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের স্থায়িভাবরূপত্ব

হেতু ও সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকার হেতু স্বরূপযোগ্যতা। ভগবৎপ্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব রহিয়াছে ও ইহা অশেষ সুখতরঙ্গসিন্ধু ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিকতম। বিভাবাদির সম্ভাবই পরিকরযোগ্যতা। ভগবৎপ্রীতির উদয়ের কারণ প্রভৃতি লৌকিকত্ব হেতু যদিও উদয়াদি ব্যাপার সম্পাদন করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম তথাপি নিপুণ কবির রচনাকৌশলে উহারা অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ব্যাপারের যোগ্য হইয়া উঠে। সুতরাং ভগবৎ প্রীতিতে পরিকরযোগ্যতা রহিয়াছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ প্রমুখ ভক্তগণের ভগবৎপ্রীতিরূপে বাসনাই পুরুষযোগ্যতা। বাসনা ব্যতীত লৌকিক কাব্যেও রসনিষ্পত্তি হয় না। এই জন্য কথিত আছে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ যোগিদের ন্যায় রসসন্ততি অনুভব করেন। রতি প্রভৃতি বাসনার অভাবে রসের আস্বাদ সম্ভব নহে। লৌকিক রসের উৎপত্তি, স্বরূপ ও আস্বাদের বৈশিষ্ট্য সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে যে রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দময় ও চিৎস্বরূপ, বেদ্যান্তর বিষয়ের সহিত সম্পর্করহিত এবং ব্রহ্মাস্বাদ সদৃশ, লোকোত্তর চমৎকার বা আহ্লাদ ইহার প্রাণ স্বরূপ। সত্ত্ব গুণের উদ্রেক হেতু সহৃদয় সামাজিক নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে ইহাকে আস্বাদন করেন। ভক্তিরসের আস্বাদন হেতু অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের উদ্রেকে প্রাদুর্ভূত আনন্দ ব্রহ্মাস্বাদ হইতেও অধিক। বস্তুত এইরসজন্য চমৎকার বা আহ্লাদ অতি প্রশস্ত। ......এই জন্যই প্রাচীন্ অলৌকিকরসবিদ বা লৌকিকরস-বিদ্গণের মতেও ভক্তিরস সিদ্ধ।

মুক্তাফল গ্রন্থের হেমাদ্রির নামে প্রচলিত কৈবল্যদীপিকা টীকায় বোপদেব বলিয়াছেন যে ভক্তি পরপ্রকর্ষ প্রাপ্ত হইলে রসে পরিণত হয়—'সৈব প্রকর্ষরেখামাপন্না রসঃ'। (১১।২)। সুতরাং ভক্তিরসকে অস্বীকার করা যায় না।

যেহেতু সামাজিকগণ ভক্তিরসে আহ্লাদ অনুভব করেন এবং ইহা উপযুক্ত সামগ্রীবিশিষ্ট, অতএব ভক্তিরসকে প্রত্যাখান করা চলে না। ইহার সামগ্রী হইল—ঈশ্বরে মনোনিবেশ ইহার স্থায়িভাব, ভক্তচরিত্র শ্রবণ প্রভৃতি ইহার অনুভাব ও ধৃতি প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারিভাব। সুতরাং অভিনবগুপ্ত ও হেমচন্দ্র যে বলিয়াছেন ভক্তিতে পৃথক্ রসত্ব স্বীকার করা উচিত নহে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ভক্তির যে রসীভবনযোগ্যতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

বস্তুতঃ ভক্তিরস সম্ভব কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে ইহার স্থায়িভাবের রসীভবনযোগ্যতা আছে কি না জানা প্রয়োজন। নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম

১। চমৎকারঃ সামাজিকানাং হি যস্মাৎ এবং সামগ্রীকো ভক্তিরস স্তস্মাৎ অনপহ্নবনীয় ইত্যর্থঃ। তত্রৈষা সামগ্রী কেনাপ্যুপায়েন মনোনিবেশঃ স্থায়ী। চরিত্রশ্রবণাদয় উদ্দীপনবিভাবাঃ। বিষ্ণুভক্তাশ্চালম্বনম্, অনুভাবঃ স্তম্ভাদয়ো, ধৃত্যাদি ব্যভিচারিণশ্চ।......যত্তু অভিনবহেমচন্দ্রাভ্যাম্ এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিত্যুক্তং তদসৎ, রসত্বস্য দর্শিতত্বাৎ। মুক্তাফল, অধ্যায় ১১, পৃঃ, ১৮৭, ed. by Isvar Sastri.

অধ্যায়ে মুনি বলিয়াছেন যে কোন চিত্তবৃত্তি স্থায়ী সংজ্ঞা লাভ করিয়া রসে পরিণত হইতে পারে না। স্থায়িভাবের স্বরূপ তিনি এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন সমানলক্ষণ তুল্য, হস্ত, পাদ উদর ও শরীরবিশিষ্ট সমানাঙ্গপ্রত্যঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ব্যক্তি কুল শীল, বিদ্যা, কর্ম ও শিল্পের বিচক্ষণত্ব হেতু রাজত্ব প্রাপ্ত হন, অপর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহার অনুচর হইয়া থাকেন, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারিভাব স্থায়িভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। বহুভাবের আশ্রয় বলিয়া স্বামিভূত স্থায়িভাব। অন্য ভাবগুলি রাজাধীন অনুচরের ন্যায় স্থায়িভাবকে আশ্রয় করে। স্থায়িভাবই রসত্ব লাভ করে। ব্যভিচারিভাব পরিজন তুল্য। ......যেরূপ বহু জন পরিবার থাকা সত্ত্বেও একজনই নরেন্দ্র আখ্যা লাভ করে, অন্য ব্যক্তি সুমহান্ হওয়া সত্ত্বেও তাহা লাভ করিতে পারেনা, সেইরূপ স্থায়িভাবই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রস সংজ্ঞা লাভ করে, অন্য কোন ভাব নহে।[১]

মুনির উক্তি হইতে বুঝা গেল যে মানবচিত্তে উদ্ভাসমান বৃত্তিসমূহের মধ্যে যাহা প্রধানভূত ও ইতর-বৃত্তি-নিরপেক্ষ তাহাই বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হইলে রস পদবী প্রাপ্ত হয়। মম্মট প্রমুখ আলংকারিকগণের মতে ভক্তচিত্তের ঈশ্বরবিষয়িনী প্রীতি রসত্ব লাভের উপযুক্ত নহে যেহেতু উহা রসোপযোগী পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। উহা ভাব মাত্র, 'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ ॥ (৪।৩৫) ভাবঃ প্রোক্তঃ ॥ কাব্যপ্রকাশ ৪।৩৫।

কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যে ধর্ম বশতঃ একটি বিশেষ আন্তরবৃত্তি স্থায়ি সংজ্ঞা লাভ করে তাহার অভাব ভগবৎপ্রীতিতে নাই। স্থায়িভাব প্রসঙ্গে লোচন টীকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে চিত্তবৃত্তিরূপ ভাবগুলির মধ্যে যাহার রূপ বহুলভাবে অনুভূত হয় তাহাই স্থায়ী ভাব। তাহাই রসীকরণের যোগ্য বলিয়া রস সংজ্ঞা লাভ করে।[২]

রূপবাহুল্য ভক্তিভাবে নাই বলা যায় না। ভক্ত যে শুধু দেবতাকে পুজ্যরূপে দেখিয়াছেন তাহা নহে। কেহ কেহ চাহিয়াছেন দেবতাকে প্রিয়তম পতিরূপে, কেহ চাহিয়াছেন পুত্ররূপে, কেহ মিত্র, কেহ বা প্রভুরূপে। তাঁহার ঐশ্বর্য অনন্ত বারিধির

১। যথা হি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ সমানাঙ্গপ্রত্যাঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্ম-শিল্পবিচক্ষণত্বাদ্রাজত্বমাপ্নুবন্তি তত্রৈব চান্যেহল্পবুদ্ধয়স্তেষামেবানুচরা ভবন্তি তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবানুপাশ্রিতা ভবন্তি। বহ্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাঃ স্থায়িনো ভাবাঃ তদ্বৎস্থানীয়পুরুষগুণভূতা অন্যে ভাবাস্তান্ গুণতয়া শ্রয়ন্তে। স্থায়িভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। পরিজনভূতা ব্যভিচারিণো ভাবাঃ।...........
যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোহপি স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারি-পরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসনাম লভতে। নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৩৫০।

২। বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ। ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৩৮৬।

ন্যায় বৈচিত্র্যময়। কোন বিশেষ রূপের সীমায় তাহা সীমায়িত করা সম্ভব নহে। একই স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন বিভিন্ন বর্ণের সংস্পর্শে বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হয় সেইরূপ ভক্তের নয়নে দেবতার ঐশ্বর্য বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়।[১] কেহ তাঁহার বিশ্ববিমোহিনী রূপসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া তন্ময় হইয়া থাকে, কেহ তাঁহার বালসুলভ ভাব আস্বাদন করিয়া অপরিমিত স্নেহে বিগলিত হয়। কেহ তাঁহার ঐশ্বর্যের বিরাট মহিমায় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। কেহ বা তাঁহার অদর্শনে, শোকে মুহ্যমান হয়। আর্তের নিকট তিনি ত্রাণকর্তা, মথুরাপুরীতে দুর্বৃত্তের নিকট তিনি শাসক। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরাপুরীতে প্রবেশ করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য বিচিত্ররূপে ভক্তের নিকট বিকশিত হয়। মল্লদের নিকট তিনি বজ্রতুল্য, নরসমূহের নিকট তিনি নরোত্তম স্বরূপ, কামিণীদের নিকট মূর্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণের নিকট বান্ধব, দুষ্টরাজাদের নিকট শাসনকর্তা, জনক জননীর নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের নিকট মৃত্যু, অজ্ঞগণের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগিদের নিকট পরমতত্ত্ব, এবং বৃষ্ণিদের নিকট পরমদেবতা রূপে প্রতীত হন।[২]

ভগবৎপ্রীতিরসাপ্লুত হৃদয়ে একই ভক্তিভাব বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়, কখনও প্রেম, কখনও স্নেহ, কখনও বা দাস্য, কখনও বা ভীতি, জুগুপ্সা, উৎসাহ, শোক বা ক্রোধ।[৩]

সুতরাং ভক্তিভাবের রূপবহুলতার অভাবশতঃ রসীভবনের অযোগ্যতা কিরূপে স্বীকার করা যায়? ইহা বোধ হয় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই ভক্তিরসকে প্রত্যাখ্যান করিবার সময় ইহার রসীভবনযোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ভক্তিরসকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ নহে। ইহার আলম্বন শ্রীভগবান, রোমাঞ্চাদি অনুভাব এবং ভগবাদনুরাগরূপা ভক্তি ইহার স্থায়িভাব ও হর্ষ প্রভৃতি সঞ্চারিভাব। নিখিল ভক্তজন নিয়ত ইহা আস্বাদন করিয়া থাকেন।[৪]

১। নরেন্দ্রনাথ লাহা মুক্তাফলের ভূমিকায় বলিয়াছেন ঃ

'The deity can be moved by the heart's devotion of the sādhaka to assume any from in which He is contemplated and wanted by the devotee to appear and hold communion with Him. The creator of all the forms in the universe need not be lacking in the power of giving Himself a form if He so desires.'

২। মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ভাগবত ১০।৪৩।১৭।

৩। ক্রমেণ পাল্যানামাশ্রয়াত্মিকা, ভৃত্যানাং দাস্যাত্মিকা, লাল্যানাং প্রশ্রয়াত্মিকা জ্ঞেয়া। পুত্রোহয়মিত্যাদিভাবেনানুকম্পিত্বাভিমানময়ী প্রীতির্বাৎসল্যম্…মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতির্মৈত্র্যাখ্যা দ্বিবিধা সৌহৃদাখ্যা সখ্যাখ্যা চেতি ॥ প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৬।

৪। ভগবদালম্বনস্য, রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য, হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য, ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ।
রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃঃ, ১২১।

ঈশ্বর শুধু জ্ঞানময় নহেন, তিনি আনন্দস্বরূপ, "রসো বৈ সঃ"। সেই আনন্দ হইতে সমস্ত ভূতনিচয় জন্মলাভ করে, সেই আনন্দ লাভ করিয়া আহ্লাদিত হয়, আবার সেই আনন্দেই বিলীন হইয়া থাকে।[১] এই আনন্দ ব্যতিরেকে প্রাণিকূল বাঁচিতে পারে না। মানবাত্মা সদাই সেই আনন্দের সন্ধানে ব্যাপৃত। ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত বিচিত্র সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এবং অনাদিকাল হইতে বিশ্বের চিত্ত সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। এই চিরন্তনী ঈশ্বরপ্রীতি উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইহার মাধুর্য শতদলের ন্যায় শতধারে বিকশিত। বিশ্বভুবনের সত্যকে নিত্য নবোন্মেষিণী বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করার যে আনন্দ, নিখিল কাব্য সাহিত্যের রসচর্বণা নিষ্পন্ন যে লোকোত্তর আনন্দ, ভগবৎপ্রীতিজন্য আনন্দের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। এ আনন্দ প্রশস্ততর, মধুরতর। সুতরাং ভগবৎ প্রীতিরূপ ভক্তিভাবের ক্ষুদ্রতা কোথায়? যাঁহারা ভক্তিভাবকে রত্যাদিভাব হইতেও হীনতর মনে করেন তাঁহারা ঈশ্বরানুরাগরূপ ভক্তিভাবের অখণ্ড মহিমা উপলব্ধি করেন নাই।

আচার্য অভিনবগুপ্ত ভক্তিরসকে যে শান্তরসে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। উভয় রসে সাদৃশ্য বা ঐক্যরূপ থাকিলেও বৈসাদৃশ্য বড় কম নহে। ভগবদনুরাগই ভক্তিরসের স্বরূপ, যাহাকে বৈষ্ণব আলংকারিক বলিয়াছেন কৃষ্ণরতি—

'এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ'। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ, ১।৫)

শান্ত রসের স্বরূপ নির্বেদ[২] বা বৈরাগ্য। ঈশ্বরের অনন্ত মাধুর্য আস্বাদন করিয়া চিত্ত যখন তাঁহারই প্রেমে তন্ময় হইয়া থাকে তখন হয় ভক্তিরসের উদ্বোধন। পরমতত্ত্বের উন্মেষে সকল ভাববিকৃতির ঘাত প্রতিঘাত হইতে মুক্ত হইয়া চিত্ত যখন অপরিসীম আত্মানন্দে সমাহিত হইয়া থাকে তখনই শান্ত রস উদ্বোধিত হয়। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তি ক্ষণে ক্ষণে ভক্তচিত্ত নব নব ভাবে অনুরঞ্জিত করে। উহা ভক্তচিত্ত উল্লাসিত করে, মমত্ব সৃজন করে, বিশ্বাস উৎপাদন করে, অভিমানান্বিত করে, দ্রাবিত করে, স্ববিষয়ের

২। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তৈত্তি. উপ, ৩।৬।

২। তত্ত্বজ্ঞান, আপদ বা ঈর্ষ্যাবশতঃ চিত্তের যে স্বাবমানন বা বৈরাগ্য তাহাই নির্বেদ।
তত্ত্বজ্ঞানাপদীর্ষ্যাদের্নির্বেদঃ স্বাবমাননম্ ॥ সাহিত্যদর্পণ, ৩।১৭০, দশরূপক ৪।৯।
এই ত্রিবিধ চিত্তবৈরাগ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানজন্য যে বৈরাগ্য তাহাই শান্তরসের স্থায়ী। আপদ ও ঈর্ষ্যাদি জন্য বৈরাগ্য ইহার ব্যভিচারী—

স্থায়ী স্যাদ্ বিষয়েষ্বেকঃ তত্ত্বজ্ঞানাদ্‌ভবেদ্যদি।
ইষ্টানিষ্টবিয়োগাপ্তিকৃতস্তু ব্যভিচার্যযৌ ॥ রসতরঙ্গিনী।

ডঃ ষষ্ঠী প্রসাদ ভট্টাচার্য তাহার (অপ্রকাশিত) 'Śānta Rasa and its scope in literature' সংজ্ঞক নিবন্ধের ৩য় হইতে ৭ম অধ্যায়ে শান্তরসের বিশিষ্ট স্বরূপ পর্যালোচনা করিয়াছেন।

প্রতি অভিলাষের আতিশয্য দান করে, প্রতিক্ষণে স্ববিষয়কে নব নব রূপে অনুভাবিত করে ও অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে উন্মাদ করিয়া তুলে।[১]

ঈশ্বরবিষয়িণী প্রীতি অনুক্ষণ স্ববিষয়কে নব নব রূপে অনুভাবিত করিয়া নিজেও নব নব রূপ ধারণ করে। শান্তরসে নবীনতার লীলামাধুর্য্য নাই। সুখের আনন্দ, দুঃখের বিষাদ ইহার অতল গাম্ভীর্যের অন্তরালে বিলীন হইয়া থাকে—

ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ॥ নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৬।

শান্তরসের নবীভবনের অযোগ্যতাকে লক্ষ্য করিয়া রসার্ণবসুধাকর গ্রন্থে বলা হইয়াছে—'স্থায়িত্বং নাম সংস্কারপাটবেন ভাবস্য মুহুর্মুহুর্নবীভাবঃ। তেন নির্বেদ-বাসনাবাসিতে ভাবকচেতসি নৈকস্যেনাভিমতেষু বিভাবাদিষু তৎসামগ্রীফলভূতস্য নির্বেদ-স্যোৎপত্তিরেব ন সঙ্গচ্ছতে, কিং পুনঃ স্থায়িত্বম্। কিঞ্চাসতি নির্বেদস্থায়িনি শান্তরূপো ভাবকানামাস্বাদশ্চিত্রগতকদলীফলরসাস্বাদলম্পটানাং রাজশুকানাং বিবেকসহোদরো ভবেদিতি কৃতং সংরম্ভেন।' (দ্বিতীয় বিলাস)

অর্থাৎ সংস্কারের পটুতাবশতঃ ভাবের মুহুর্মুহু নবীভাবই স্থায়িত্ব। সেইজন্য নির্বেদ-বাসনাবাসিত ভাবুকচিত্তে বিভাবাদির জ্ঞান অসম্যকরূপে অনুভূত হওয়ায় তৎসামগ্রীফলভূত নির্বেদের উৎপত্তি সম্ভব নহে, উহার স্থায়িত্বের কথা দূরে থাকুক। নির্বেদরূপ স্থায়িভাবের অভাবে শান্তরূপ ভাবুকগণের আস্বাদ চিত্রাঙ্কিত কদলীফলের রসাস্বাদলোলুপ রাজশুকের রসাস্বাদন তুল্য হইবে, সুতরাং বিতর্কের প্রয়োজন নাই।

ভক্তিরসের পক্ষে এইরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। শৃঙ্গারাদি লৌকিক রসের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই সত্য, কিন্তু প্রাতিকূল্যও নাই। তপনের শুভ্র আলোক রঙ্গীন কাঁচের সংস্পর্শে যেরূপ রঙ্গীন হইয়া প্রতিফলিত হয় সেইরূপ অপার্থিব ভক্তিভাব বিচিত্র পার্থিব ভাবের ছায়ায় বৈচিত্র্যময় নব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়। ভক্তিরসের স্থায়িভাব ঈশ্বর বিষয়িণী ভক্তি। উহা অনুরাগস্বরূপ বলিয়া উহাতে বিভাবাদির চর্বণা অসম্ভব নহে। বিভাবাদির চর্বণা না থাকিলে রস চর্বণাও ঘটে না। অতএব মোক্ষকামী যোগীর নির্বিকল্প রসস্বরূপতাতে রসচর্বণার সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ ব্যাভচারিরূপে রত্যাদির চর্বণা আছে বলিয়াই শান্তরসের আস্বাদগোচরতা সম্ভব।

শান্তরস জ্ঞানপ্রকৃতি, তৃষ্ণাক্ষয়সুখ হইতে উহা জাত। উহাতে যে ভক্তিভাব আছে তাহা গীতার ভক্তির ন্যায় পরমজ্ঞানমূলক। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'ভক্ত্যা

১। প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রম্ভয়তি, প্রিয়াত্বাতিশয়েন অভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রতি অভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেন অনুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধচমৎকারেণ উন্মাদয়তি চ।......
স এব রাগোহনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং চ নবনবীভবন্নুরাগঃ। (প্রীতিসন্দর্ভঃ, পৃঃ ৭৩৪-৫)

মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'। (১৮।৫০)। অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জানা যায় কিরূপ সর্বব্যাপী আমি ও তত্ত্বতঃ আমার স্বরূপ কি। সেইরূপ শান্তরসের ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তর।

কিন্তু বৈষ্ণব সাধকের যে ভক্তি তাহা প্রীতিরই নামান্তর। সেখানে দেবতা নিরূপাধিক পরমাত্মারূপে প্রতিভাত নন, তিনি পরমপ্রেমাস্পদ আপন জন, তাঁহাকে ভালবাসা যায়, স্নেহ করা যায়, তাহার প্রতি অভিমান করা যায়। তাঁহার বিরহে শোক-সন্তপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার উপর রাগ করা যায়। এইরূপে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র লীলা সম্পন্ন হয়। শান্তরসে এই লীলা সম্ভব নহে। শান্তরস সর্ব্বক্রিয়াবিরহিত নির্বেদাত্মা। সেখানে কোন কামনা নাই, অভিলাষ নাই, কোন চিত্ত-বিকৃতির অবসর নাই। তাই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন—

"ন চাসৌ শান্তেহন্তর্ভাবমর্হতি, অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ।"[১] অর্থাৎ অনুরাগ বৈরাগ্যবিরুদ্ধ বলিয়া ভক্তিরসকে শান্তরসে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নহে।

কতিপয় প্রসিদ্ধ আলংকারিক শান্তরসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

আচার্য অভিনবগুপ্ত শান্তরসকে সর্ব প্রধান রসরূপে গ্রহণ করিয়া লোচন টীকায় বলিয়াছেন—

'মোক্ষফলত্বেন চায়ং পরমপুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ।'

(ধ্বন্যালোক, ৩য় উদ্যোত, পৃঃ ৩৯৪) অর্থাৎ ইহার ফল মোক্ষ বলিয়া ও ইহা পরমপুরুষার্থনিষ্ঠ বলিয়া সকল রসের মধ্যে ইহা প্রধানতম।

আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকগ্রন্থে বলিলেন, ইহলোকের সুখ বা পরলোকের দিব্যসুখ, কিছুই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের পরিপূর্ণ ষোলকলার এক কণারও তুল্য নহে।[২]

এইজন্য শান্তরসের সমকক্ষ অন্য কোন রস হইতে পারে না। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শান্তরসকে সকল রসের মূল রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩]

বক্তব্য এই যে রত্যাদি ভাব বিকার মাত্র, শান্তভাব প্রকৃতিস্বরূপ। বিকার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই লীন হইয়া যায়। আপন আপন নিমিত্ত লাভ করিয়া শান্ত হইতে অন্য ভাব উদিত হয় এবং ঐ সকল নিমিত্তের অবসানে আবার শান্তেই বিলীন হইয়া যায়।

১। রসগঙ্গাধর, প্রথম আনন, পৃঃ ১২১

২। যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥ তৃতীয় উদ্যোত।

৩। ভাবা বিকারা রত্যাদ্যাঃ শান্তস্তু প্রকৃতির্মতঃ।
বিকারঃ প্রকৃতের্জাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে॥
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ ভাবঃ প্রবর্ত্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে॥ নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৭-৮

শান্ত রসের প্রাধান্য আলংকারিকগণ স্বীকার করিলেও ইহাও অনস্বীকার্য্য যে শান্ত রসের মূল সুর বৈরাগ্যের। যে আনন্দ ও বেদনা অহরহঃ মানবচিত্তকে নব নব মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে তাহাকে পরিবর্জন করাই শান্ত ভাবের বৈশিষ্ট্য। তাই বিষয়পরিনিবৃত্ত-বৃত্তি মুমুক্ষু যোগী ইহা আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন কিন্তু রসিক সামাজিক ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন না।

ভক্তি ভাবের ধর্ম ত্যাগ নহে, গ্রহণ। চিত্তবৃত্তির নিত্য চঞ্চল আবেদনকে হেয় জ্ঞানে বর্জন করিয়া নিরুপাধিক শমাবস্থা সৃজন করা ইহার উদ্দেশ্য নহে, ইহা পরম রমণীয় অক্লিষ্ট মধুর দিব্যভাবে সকল চিত্তবৃত্তিকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। ইহাতে চিরস্থির পরম বোধির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে মানবীয় চিত্তবৃত্তির শাশ্বত আবেদন। তাই ভক্তিরস মধুর ও সুন্দর।

ব্রহ্ম বা ভগবান আনন্দময়। অনন্ত রসবৈচিত্র্যের স্বরূপ ও মূর্ত রূপই অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ। পরম বৈষ্ণব শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন ঃ

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

এই অসীম মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানকে শুধু জানিয়া অন্তর তৃপ্ত হয় না, তাঁহাকে একান্ত আপন করিয়া পাইতে ইচ্ছা করে। তাই বৈষ্ণব দর্শনে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ নয়, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ, পতি ও পত্নীর সম্বন্ধ। ভক্ত ভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হয় এবং তাহার চিত্ত হইতে যে প্রীতিরসের ধারা প্রসারিত হইয়া থাকে তাহা আস্বাদন করিয়া রসস্বরূপ ভগবানও পরমানন্দ অনুভব করেন। ভক্তের প্রীতিরস আস্বাদন করিয়া ভগবান এত বেশী আনন্দিত হন যে তিনি স্বয়ং ভক্তের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করেন। ইহাতেই ভক্ত ও ভগবানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পূর্ণতম সার্থকতা। শান্তভাবের মূল লক্ষ্য মায়ামুক্তি, নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি। ইহাতে আনন্দ আছে কিন্তু সে আনন্দ ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনজনিত আনন্দের সমকক্ষ নহে। সুতরাং শান্তভাবে ভক্তিভাবকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ভক্তিভাব ত্যাগের ও গ্রহণের মহিমায় উজ্জ্বল, আসক্তি ও অনাসক্তির সমাবেশে অনবদ্য। ইহার আবেদন বিশ্বব্যাপী, চিরন্তন। এ আবেদনকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই ভক্তিরস অনুপেক্ষণীয়।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে ২।৭৪ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে শৃঙ্গার হইতে আরম্ভ করিয়া শান্ত পর্য্যন্ত নব রসই সুপ্রসিদ্ধ এবং সকল আলংকারিক কর্তৃক গৃহীত। এই আলংকারিকগণ ভক্তিরসকে শান্ত রসের অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। কেহ কেহ

তাহা মানিতে ইচ্ছুক নহেন। তাহাদের মতে ভগদ্বিষয়ক শুদ্ধ রতির স্থায়িভাবত্ব হেতু নবাধিক রস অভিব্যক্ত হয়, এই রসই ভক্তিরস নামে পরিচিত।[১]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে ক্রোধ, শোক, ইত্যাদি ভাব স্বভাবতঃ সুখ-প্রতিকূল। তাহাদের সুখস্পর্শমাত্র থাকা হেতু যদি রসত্ব স্বীকৃত হয় পরমানন্দস্বরূপ ভগবদ্রতিতে রসত্ব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ কান্তাদিবিষয়ক যে রস তাহাতে পূর্ণ সুখস্পর্শের অভাব হেতু ভক্তিরসের ন্যায় রসত্ব নাই। যেরূপ আদিত্যপ্রভা খদ্যোতের দীপ্তি হইতে উৎকৃষ্ট সেইরূপ পূর্ণ রসস্বরূপ ভগবদ্রতি অপর ক্ষুদ্র রস হইতে বলবত্তরা। সাক্ষাৎ সুখবিরোধী ক্রোধ, শোক প্রভৃতির শুধু অনুভব মাত্র হেতু যদি রসত্ব গৃহীত হয় তাহা হইলে সহস্র গুণ অধিক ভাবে যে রস অনুভব সিদ্ধ সেই ভক্তিরসকে মূর্খের ন্যায় কিরূপে বিনাকারণে প্রত্যাখান করিবে ?[২]

শ্রী জীবগোস্বামী 'প্রীতিসন্দর্ভ' নিবন্ধে বলিয়াছেন যে ভক্তিরস শৃঙ্গারাদি লৌকিক রস হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন এবং উহা শুধু সামাজিকগত নহে, অনুকর্তা ও অনুকার্যগত ও।[৩]

রসান্তরবিভাবাদিরাহিত্যে তু স্বরূপভাক্।
দশমীসেতি রসতাং সনকাদে রিবাধিকাম্ ॥ ভক্তিরসায়ন, ২।৭৪।

১। শৃঙ্গারাদ্যাঃ শান্তাবসানা নবৈব রসাঃ সুপ্রসিদ্ধাঃ ব্যবস্থাপিতাশ্চ সর্ব্বৈরালংকারিকৈরপি। তে চ ভক্তিরসমপি শান্তরসে নিবেশয়ন্তি। কেচিচ্চ নৈতদনুমন্যন্তে, তেষাং মতে তু ভগবদ্বিষয়কশুদ্ধরতেঃ স্থায়িভাবত্বে নবাধিকঃ কশ্চিদ্ রসোঽভিব্যজ্যতে স এব চ ভক্তিরসতয়া খ্যাতিমুপগচ্ছতি।

ভক্তিরসায়ন, টীকা, পৃঃ ১৬২-৩।

২। কান্তাদিবিষয়া যে রসাদ্যাস্তত্র নেদৃশম্।
রসত্বং পুষ্যতে পূর্ণসুখাস্পর্শিত্ব-কারণাৎ ॥ ২।৭৭
পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্যপ্রভেব বলবত্তরা ॥ ২।৭৮
ক্রোধশোকভয়াদীনাং সাক্ষাৎ সুখবিরোধিনাম্।
রসত্বমভ্যুপগতং তথানুভবমাত্রতঃ ॥ ২।৭৯
ইহানুভবসিদ্ধোঽপি সহস্রগুণিতো রসঃ।
জড়ৈনৈব ত্বয়া কস্মাদকস্মাদপলপ্যতে ॥ ২।৮০

৩। বিভাবাদিসংযোগেন ভগবৎপ্রীতিময়ো রসো ব্যক্তীভবতি। তত্র লৌকিকনাট্যরসবিদামপি পক্ষচতুষ্কম্। রসস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যানুকার্য্যে প্রাচীনে নায়কে এব বৃত্তিঃ। নটে তূপচারাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। পূর্বত্র লৌকিকত্বাৎ পারিমিত্যাভয়াদিসান্তরায়ত্বাচ্চানুকর্ত্তরি নটে দ্বিতীয়ঃ। তস্য শিক্ষামাত্রেণ শূন্যচিত্ততয়ৈব তদনুকর্তৃত্বাৎ সামাজিকেষ্বেবেতি তৃতীয়ঃ। যদি চ দ্বিতীয়ে সচেতসত্বং তদোভয়ত্রাপি কথং ন স্যাদিতি চতুর্থঃ ইতি। শ্রীভাগবতানান্ত সর্বত্রৈব তৎপ্রীতিময়রসস্বীকারঃ। লৌকিকত্বাদিহেতোরভাবাৎ। তত্রাপি অনুকার্য্যেষু তৎপরিকরেষু যেষাং নিত্যমেব হৃদয়মধ্যারূঢ়ঃ পূর্ণো রসোঽনুকর্ত্রাদিষু সঞ্চরতি তত্র ভগবতপ্রীতেরলৌকিকত্বম্ অপরিমিতত্বঞ্চ স্বত এব সিদ্ধম্। ন তু লৌকিকরত্যাদিবৎ কাব্যক্লৃপ্তম্।......তৎকারণাদেশ্চালৌকিকত্বং জ্ঞেয়ম্। তত্রালম্বনকারণস্য শ্রীভগবতোঽসমোর্দ্ধাতিশয়ভগবত্ত্বাদেব সিদ্ধম্। তৎপরিকরস্য চ তত্তুল্যত্বাদেব।......

অথোদ্দীপনকারণানাং তদীয়ানাং চ তদীয়ত্বাদেব।...স্বভাবিকালৌকিকত্বে সতি যথা লৌকিকরসবিদাং লৌকিকেভ্যোঽপি কাব্যসংশ্রয়াদলৌকিকশক্তিং দধানেভ্যো বিভাবাদ্যাখ্যাপ্রাপ্তকারণাদিভ্যঃ শোকাদাবপি সুখমেব জায়তে ইতি রসতাপত্তিস্তথৈবাস্মাভির্বিয়োগাদাবপি মন্তব্যম্। তত্র বহিস্তদীয়বিয়োগময়দুঃখেঽপি পরমানন্দঘনস্য ভগবতস্তদ্ভাবস্য চ হৃদি স্ফূর্তির্বিদ্যতে এব। পরমানন্দঘনত্বং চ তয়োস্ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ। ততঃ ক্ষুধাতুরাণাম্ অত্যুষ্ণ-

বিভাবাদির সংযোগে ভগবৎপ্রীতিময় রস অভিব্যক্ত হয়। লৌকিকনাট্যরসবিদ্‌গণ চারিটি পক্ষ স্বীকার করেন। রস মুখ্যতঃ অনুকার্যে প্রাচীন নায়কে থাকে, উপচার হেতু নটে কল্পিত হয়, ইহা প্রথম পক্ষ। পূর্বপক্ষের লৌকিকত্ব হেতু, পরিমিতত্ব হেতু, ও ভয় প্রভৃতির দ্বারা সান্তরায়ত্বহেতু অনুকর্তা নটে রসের বৃত্তি হয়, ইহা দ্বিতীয় পক্ষ। নট শুধু শিক্ষা দ্বারা অনুকরণ করে ও তাহার চিত্ত ভাবশূন্য হওয়া হেতু সামাজিকেই রস, ইহা তৃতীয় পক্ষ। যদি নটে সচেতসত্ব থাকে তাহা হইলে উভয়ত্রই রস থাকিতে পারে, ইহা চতুর্থ পক্ষ। লৌকিকত্বহেতুর অভাব আছে বলিয়া ভক্তগণ সর্বত্র ভগবত্‌প্রীতিময় রস স্বীকার করেন। যাহাদের হৃদয়স্থিত পূর্ণ রস অনুকর্তাতে সঞ্চারিত হয় এইরূপ ভগবৎ-পরিকর যখন অনুকার্য হয় তখন ভগবৎপ্রীতির অলৌকিকত্ব ও অপরিমিতত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইয়া যায়। ভগবৎপ্রীতি লৌকিক রতি প্রভৃতির ন্যায় কাব্যজন্য নহে।...ভক্তিরসের কারণগুলিও অলৌকিক। আলম্বনকারণ শ্রীভগবান্ অসমোর্দ্ধাতিশয় ভগবত্ব হেতু অলৌকিক। তাহার পরিকরগণও তত্তুল্য বলিয়া অলৌকিক। তদ্ধর্মীয় বলিয়া তাহার উদ্দীপন কারণও অলৌকিক।...................স্বাভাবিক অলৌকিকত্ব বশতঃ কাব্য সংশ্রয় হেতু লৌকিক হইলেও অলৌকিক শক্তিপ্রাপ্ত বিভাব ইত্যাদি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত কারণ প্রভৃতি হইতে শোকাদিতেও সুখ উৎপন্ন হয় বলিয়া লৌকিকরসবিদ্‌গণ যেরূপ তাহার রসত্ব স্বীকার করেন সেইরূপ ভগবৎবিরহেও রসত্ব আছে। বাহিরে তদীয় বিয়োগময় দুঃখ থাকিলেও পরমানন্দঘন ভগবান্ ও তদভাবের স্ফূর্তি অন্তরে বিদ্যমান থাকে। উভয়ের পরমানন্দঘনত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নহে। ক্ষুধাতুরদের নিকট অত্যুষ্ণ মধুর দুগ্ধের ন্যায় উহাতে রসত্ব অব্যাহত থাকে। ভগবদ্‌ভাব পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহার বিয়োগ দুঃখ সৃজন করে, যেরূপ চন্দ্রও কখনও কখনও মানবকে সন্তাপিত করে। এই বিয়োগদুঃখ ভাবানন্দ জন্যত্ব হেতু ও পরিণামে সংযোগসুখপোষক হওয়া হেতু সুখের অন্তর্গত। তদীয় করুণ রসও প্রাপ্ত্যাশার সম্ভাবনা বশতঃ ও অন্তিমে মিলনে পর্য্যবসান থাকা হেতু করুণ রস ও সুখ দান করে। সুতরাং অনুকার্যে রসোদয় সম্ভব। অনুকর্ত্তা ভক্ত, কারণ অপর ব্যক্তি ঐরূপ অনুকরণে অসমর্থ। অনুকর্ত্তাতেও রসোদয় হইয়া থাকে। সামাজিকও ভক্ত হইতে পারেন বলিয়া সামাজিকে ও রসোদয় সম্ভব।

অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থে কবি কর্ণপূর গোস্বামী ভক্তিরসকে অন্যতম মুখ্য রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যেরূপ নির্বেদ ব্যভিচারী ভাব হওয়া সত্ত্বেও বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হইয়া শান্তরসে পরিণত হয়, সেইরূপ দেবাদিবিষয়িনী রতি

মধুরদুগ্ধবন্ন তত্র রসত্বব্যাঘাতঃ। তদ্ভাবস্য পরমানন্দরূপস্যাপি বিয়োগদুঃখনিমিত্তত্বং চন্দ্রাদীনাং তাপনত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। তথা তদীয়স্য করুণস্যাপি রসস্য সর্ব্বজ্ঞবচনাদিরচিতপ্রাপ্ত্যাশাময়ত্বাৎ সংযোগাবশেষত্বাৎ তত্র তথৈব গতিঃ সিদ্ধা। তদেবমনুকার্যে রসোদয়ঃ সিদ্ধঃ। ......অনুকর্ত্তাপ্যত্র ভক্ত এবং সম্মতঃ অন্যেষাং সম্যক্ তদনুকরণাসামর্থ্যাৎ। ততস্তত্রাপি রসোদয়ঃ স্যাদেব। ....সামাজিকা অপি ভক্তা এবেষ্টা ইতি, তত্রাপি সিদ্ধিঃ (পৃঃ ৭৬৬-৬৯)।

ও যদিও ভাবপদবাচ্য তথাপি বিভাবাদির সহযোগিতায় ভক্তিরসে পরিণত হইতে পারে। ঐ ভক্তিরসের আশ্রয় কৃষ্ণরূপী ভগবান, ইহা রতি প্রভৃতি অন্যান্য স্থায়িভাবের সংস্পর্শে বিভিন্ন রসরূপে প্রতীত হয়।—

'যথায়ং নির্বোদো ব্যভিচারী সন্নপি শান্তরসে স্থায়িতাং প্রাপ্য রসতামাপ্নোতি, তথা সৈব দেবাদিবিষয়া রতি র্ভাব ইতি পারিভাষিকোহপি ভাবঃ স্থায়ী সন্ তত্তদ্বিভাবাদিসামগ্রী-সমবেতো ভূত্বা ভক্তিরস ইতি দ্বাদশরসা ভবন্তি। স পুন র্ভক্তিরসঃ শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ো ভবন্ রত্যাদিভিঃ স্থায়িভির্দশবিধো ভবতি' (পৃঃ ১৪৭)।

বৈষ্ণবকবিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ভগবদনুরাগরূপা ভক্তির বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়া ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে উহার রসরূপতা স্থাপন করিয়াছেন—

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপ পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব রস হয় মিলে এই চারি ॥
দধি যেন খণ্ডমরিচকর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্বস্বাদনে ॥ (পৃঃ ৭৩৭)

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে ভক্ত চিত্তে বাসনোজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী রতি ব্যতীত আর কোন স্থায়ি ভাব নাই—"স্থায়ী ভাবোহত্র সম্প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ"।

এই আনন্দাত্মিকা মধুরা রতি শ্রীকৃষ্ণকে বিভাবে পরিণত করে ও উহাকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং সংবর্ধিত হয় ও পরিণামে রসত্ব লাভ করে যেমন বারিধি স্বীয় সলিলে মেঘ পরিপোষিত করিয়া পুনরায় মেঘবর্ষিত বারিধারায় নিজে সংবর্ধিত হইয়া রত্নাকরে পরিণত হয়।[১]

অর্থাৎ ভক্তের চিত্তস্থিত রতি কৃষ্ণাদিবিভাবাদির সহযোগিতায় আস্বাদগোচরতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার পরাকাষ্ঠা লাভ করে। এই রূপে ভক্তের রতিই রসে পরিণত হয়। ইহাই ভক্তিরস।

ইহার বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাব প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু গ্রন্থে বলিয়াছেন—

১। বিভাবতাদীনানীয় কৃষ্ণাদীন্ মঞ্জুলা রতিঃ।
এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বং সংবর্ধয়তি স্ফুটম্ ॥
যথা স্বৈরিব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকম্।
রত্নালয়ো ভবত্যেভিবৃষ্টৈস্তেরিব বারিধিঃ ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ৫।৬।

'যত্র বিষয়ে ভাবো ভবতি স বিষয়ালম্বনবিভাবঃ কৃষ্ণঃ। যো ভাবযুক্তো ভবতি স আশ্রয়ালম্বনবিভাবো ভক্তঃ। যে কৃষ্ণং স্মারয়ন্তি বস্ত্রালঙ্কারাদয়স্তে উদ্দীপনবিভাবাঃ। যে ভাবং জনয়ন্তি তেঽনুভাবাঃ নৃত্যগীতস্মিতাদয়ঃ। যে চিত্তং তনুং চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ'।

(পৃঃ ১১৮—১১৯)।

ভক্তিমার্তণ্ড গ্রন্থের প্রমেয়প্রকরণে শ্রীগোপেশ্বর বলিয়াছেন[১] যে যদিও রসকে অষ্টবিধ বলা হয় তথাপি সর্বসম্মতিক্রমে শান্তকে নবম রস বলা হয়। এইরূপে ভক্তকর্তৃক অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় ভক্তিকেও দশম রস বলা উচিত। ইহার স্থায়িভাব স্নেহ। দেবাদিবিষয়া রতি ভাবপদবাচ্য, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্নেহ স্থায়িভাব সাধারণ ইচ্ছাদির অতিরিক্ত এবং ব্রহ্মবিষয়ক। ইহার ব্রহ্মধর্মত্ব ব্যবস্থাপিত হওয়ায় ইহা রতিভাব হইতে অতিরিক্ত। সুতরাং স্থায়িভাব স্বীকৃত হইলে ভক্তিরসকে কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। ভক্তি ও শৃঙ্গারের স্থায়িভাব একই, অর্থাৎ রতি। অতএব ভক্তির বিশিষ্ট স্থায়িভাব নাই এরূপ বলা চলে না, কারণ শৃঙ্গাররসের পক্ষে রতি অনুকূল চিত্তের সুখ সংবেদনরূপ এবং ভক্তিরসের পক্ষে উহা স্নেহরূপ। সুতরাং শৃঙ্গার ও ভক্তিরসের স্থায়িভাব অভিন্ন নহে। দেববিষয়িণী রতি ভাবপদবাচ্য এইরূপ আশঙ্কাও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ রতি উদ্বুদ্ধ মাত্র হইলে তাহাতে পুর্ণত্ব থাকিতে পারে না। যখন মন ও সকল ইন্দ্রিয় আনন্দসূচক ভগবদ্রূপে সমাহিত হইয়া থাকে তখনই ভক্তিরস সম্ভব হয়। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে স্নেহ অস্থির, কিরূপে উহা স্থায়িভাব হইতে পারে? এ আশঙ্কাও নিরর্থক।

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ, ১।৯—১০।

অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে।
সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ, ১।৪—৫।

১। যদ্যপ্যষ্টৌ রসাস্তথাপি শান্তরসোঽপি সর্বসম্মত্যা নবমো ভবতি। তথা ভক্তিরসোঽপি ভক্তানুভবাসিদ্ধত্বাদ্দশমো ভবিতুম্ অর্হতি। তস্য স্থায়িভাবঃ স্নেহঃ, রতির্দেবাদিবিষয়া ভাব ইত্যভিধীয়তে ইতি বাক্যাৎ। তস্য চোক্তস্থায়িভাবাতিরিক্তত্বমিচ্ছাদ্যতিরিক্ত-ব্রহ্ম-ধর্মত্বব্যবস্থাপনাদুক্তপ্রায়মেবেতি ন পুনর্বিতন্যতে। তথা চ স্থায়িভাবভেদাদ্ ভক্তিরসভেদঃ কেন বার্যতাম্। ন চ কথং স্থায়িভাবভেদো, ভক্তিশৃঙ্গারয়োঃ রতেরেব স্থায়িত্বাদিতি বাচ্যম্। শৃঙ্গারে মনোঽনুকূলে সুখসংবেদনরূপায়া রতেস্তথাত্বেন ভক্তৌ চ স্নেহরূপায়াস্তথাত্বেন ভেদাৎ। ...... ন চ রতির্দেবাদিবিষয়েত্যস্য বিরোধঃ। রতাবুদ্বুদ্ধমাত্রবিবক্ষণেন পূর্ণত্বস্য অবিবক্ষণাৎ। ... ... কিং চ, যত্র মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিভগবদ্রূপতা তত্র ভক্তিরস এব ...... ননু স্নেহস্যাস্থিরত্বাৎ কথং স্থায়িভাবত্বমিতি চেন্ন, নির্বেদাদিবদুপপত্তেঃ। শ্রীপুরুষোত্তমাস্তু কালান্তরে তৎকার্যস্য দর্শনাত্তদ্বিষয়কসংস্কারে মানাভাবাচ্চ স্থায়্যেবেত্যাহুঃ। তদুক্তং শ্রীমদাচার্যৈঃ অষ্টৌ নাট্যে রসা ইতি বিশেষাভিপ্রায়ম্, ভক্তিরসোঽপি রসদৃষ্টবন্নিপুণৈরভিনেয় ইতি। যুক্তং চেদম্। অন্যথা শান্তাদিরসেভ্যস্তিলাঞ্জলির্দীয়তাম্।

পৃঃ ১০০—১০৩।

কারণ স্নেহ নির্বেদ প্রভৃতির ন্যায় অনুভূত হয়। শ্রীপুরুষোত্তম বলিয়াছেন স্নেহের কার্য কালান্তরে ও উপলব্ধ হয় এবং তদ্বিষয়ক সংস্কারে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং স্নেহের স্থায়িভাব হইতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। আচার্যগণ বিশেষ কোন অভিপ্রায় করিয়া রসকে অষ্টবিধ রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভক্তিরসও অন্যান্য রসের ন্যায় নিপুণ অভিনেতা কর্তৃক অভিনয়যোগ্য। সুতরাং ভক্তিরস স্বীকারে কোন নিষেধ থাকা উচিত নহে। অন্যথা শান্ত প্রভৃতি রসকেও স্বীকার করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

ভক্তিভাবের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য।

সকল দর্শনশাস্ত্রেই ভক্তির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তের প্রধানতম আচার্য পণ্ডিতপ্রবর শঙ্কর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে ভক্তিকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়াছেন: 'মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।'[১] কারণ, যথার্থ ভক্তির উদয় হইলে ভক্তের আত্মপর জ্ঞান থাকে না। জগতের সকলই তাহার আপন বলিয়া মনে হয়। প্রেমময় ভগবানের বিকাশ সকলের মধ্যে সে অনুভব করে। এইজন্য সকল দেশে সকল প্রকার সাধক সম্প্রদায় ভক্তিকে সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ রূপে মানিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়, সুফী সম্প্রদায় ও ইসলাম সম্প্রদায়, খৃষ্টান, পারসিক, তাও, লামা প্রভৃতি ধর্মের পথপ্রদর্শকগণ ভক্তিকে মুক্তি প্রাপ্তির পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভক্তি শব্দটি অতি প্রাচীন।[২] বৈদিক সংহিতায় ইহার উল্লেখ যদিও নাই কিন্তু উপনিষদের যুগে শব্দটীর সমধিক প্রচলন ছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ভক্তি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।' (৬।২৩)।

কৈবল্যোপনিষদেও ভক্তিশব্দের প্রয়োগ আছে—'শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যানযোগাদবেহি।'[৩] এই সকল স্থলে ভক্তি শব্দটির অর্থ ভজন বা সেবা। ভজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায় সেবাই শব্দটির প্রাথমিক অর্থ। নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন 'সেবা ভক্তিরূপা'। কিন্তু এই সেবা প্রেমপূর্বক সেবা। ভক্তিমার্তণ্ড গ্রন্থে শ্রীগোপেশ্বর বলিয়াছেন—'ভক্তিশব্দস্য প্রত্যয়ার্থঃ প্রেম, ধাত্বর্থঃ সেবেতি তত্ত্বদীপপ্রকাশে।...সেবায়াঃ পূর্বত্বকথনাৎ প্রেমপূর্বকত্বমপি লভ্যতে, অন্যথা তস্যাঃ কায়ক্লেশজনকত্বেন স্বতঃ পুরুষার্থত্বোক্তিভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। এবং চ প্রেম্ন এব পূর্ণত্বপ্রয়োজকত্বেন তস্য প্রাধান্যং গম্যতে। (ভক্তিমার্তণ্ড, প্রমেয়-প্রকরণ, পৃঃ ৭৬-৭৭)

১। বিবেকচূড়ামণি, ৩২।

২। ভক্তি ও শ্রদ্ধা শব্দের বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য:

M. Hara. 'Note on two sanskrit religious terms. Bhakti and Śraddhā' in Indo-Iranian Journal, (Vol. VII, 1964. No. 2/3), পৃঃ ১২৪-১৩৫; Hans Werbin Köhler 'Śraddhā in der Vedischen and alt-buddhischen literatur, (Göttingen, 1948); Mrinal Dasgupta, 'Śraddhā & Bhakti in Vedic Literature, in Indian Historical Quarterly, Vol VI.

৩। শ্লোক, ২।

গোপালতাপনী উপনিষদেও ভক্তি শব্দের এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে—'ভক্তিরিহ ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পিতমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্'। (পৃঃ ১৩)।

ইহার টীকায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে ভক্তি শব্দের অর্থ ভজন—'অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তির্ভজনম্। তথা অমুষ্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃকল্পনং চিত্তানুরঞ্জনং চ। তাদৃশশ্রবণাদিহেতুকো ভাবস্তদিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ আনুকূল্য পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নামশ্রবণাদিরূপ ভজনই বা সেবাই ভক্তি। এই ভজন বা সেবা ঐহিক বা পারত্রিক উভয় বিষয়ে ফল-কামনাশূন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসমর্পণের দ্বারা প্রেমে পর্যবসিত হয়। সুতরাং ভক্তিশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ প্রাথমিক অর্থ সেবা হইলেও ইহার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের প্রতি নির্বিশেষে উপাধিবর্জিত প্রেম। ইহাই শাণ্ডিল্যমুনি[১] ভক্তিশব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।১।২)। পরাশর ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—'পূজ্যাদিষ্বনুরাগঃ।' নারদভক্তিসূত্রে ভক্তিশব্দের অর্থ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে ভক্তিকে বলা হইয়াছে—'তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকূলতেতি' (নারদ ভক্তিসূত্র, ১৯)। অর্থাৎ পরমেশ্বরের চরণে সকল কর্ম নিঃশেষে সমর্পণ ও তাঁহার বিস্মরণে পরমব্যাকুলতাই ভক্তি। উক্ত সূত্রের অন্যত্রও এই কথাই শুনা যায়—'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা' (নাঃ. ভ. সূ, ২)। অর্থাৎ যে ঐকান্তিকী ঈশ্বরানুরক্তির মহিমায় ভক্তচিত্ত বিশ্বকে ভুলিয়া নিরন্তর পরমদয়িত ঈশ্বরের ধ্যানে সমাহিত থাকিয়া ঈশ্বরময় হইয়া উঠে, মুহূর্তের বিরহ অসহ্য মনে হয়, সেই ঈশ্বরবিষয়িণী পরানুরক্তিই ভক্তি। ইহা দেহ, মন ও প্রাণের দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের চরণে আপনাকে বিলীন করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নহে। তাই শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—'সা চ কায়িকবাচিকমানসিকাত্মিকা ত্রিবিধেবানুগতিরুচ্যতে' (পৃঃ৩৬২-৩)। এইরূপ প্রেম অনির্বচনীয়—"অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্" (নারদভক্তিসূত্র)। এ প্রেম ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ইহা গুহ্যাতিগুহ্য সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, ইহা অপ্রাকৃত ও অনুভূতিমাত্রবেদ্য। ইহা বিশুদ্ধ, সহজ, নির্মল, কামনারহিত, নিত্যবৃদ্ধিশীল ও চিদানন্দস্বরূপ—'গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানম্, অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবস্বরূপম্ (নাঃ. ভঃ. সূত্র, ৫৪)। ইহা অক্ষয়, অবিনাশী—'অমৃতস্বরূপা চ' (নাঃ. ভঃ. সূত্র, ৩)। এই প্রেম হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া যায়, অনাস্বাদিত আনন্দ-সুষমায় হৃদয় ভরিয়া থাকে। শুধু প্রিয়তম ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সমর্পণ করিবার উদগ্র বাসনায় চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে—'যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি, ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি। যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি (নাঃ. ভঃ. সূত্র, ৪-৬)।

১। শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রের উপর মুরলীধরের টীকাবিষয়ে দ্রষ্টব্য: G. H. Bhatt, 'Muralīdhara's commentary on the Śāṇḍilya-Bhakti-sūtras', (Kaviraj Abhinandana Grantha, Lusknow, 1967.), পৃঃ ১২-১৫।

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (১।১।২) এই শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীস্বপ্নেশ্বর ভক্তি-তত্ত্বটি অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে একান্ত অনুরাগই ভক্তি। কদাচিৎ অনুষ্ঠিত স্মরণ বা কীর্তনকে ভক্তি বলা যায় না, অথবা আরাধ্যরূপে ঈশ্বরজ্ঞানও ভক্তি নহে। ভগবন্মহিমাজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহার প্রতি চিত্তে যে দৃঢ় অনুরাগ সঞ্জাত হয় তাহাই ভক্তি, কোন অনুষ্ঠান বা আরাধনাকে ভক্তি বলা উচিত নহে। ভগবন্মহিমাজ্ঞানের পর ইহার উদয় হয় বলিয়া ইহাকে অনুরক্তি বলা হয়। উপসর্গ 'অনু'র পশ্চাৎ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

'বিষয়জন্যপ্রীতিরপি রাগং বিনা ন সম্ভবতীতি রাগাবশ্যকত্বম্। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্—সুখানুশয়ী রাগ ইতি (পাঃ ২, সূঃ ৭) তস্যৈব বক্ষ্যমাণলিঙ্গেষু ব্যাপনাল্লাঘবাচ্চ ভক্তিত্বম্। ন তু ক্বচিৎস্মরণস্য। ক্বচিৎ কীর্তনাদেঃ অননুগমাৎ। ন চ তজ্‌জ্ঞানস্য তত্ত্বং দ্বেষাদিমৎস্বপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। নাপি আরাধ্যত্বেন জ্ঞানং সা পুজানমস্কারাত্মারাধনাস্বনুগমাৎ।

(শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য, পৃঃ ৫—৬)।

.........অনুরাগ এবাস্ত 'মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ (গীতা ১০—৯—১০) ইত্যাদৌ তদ্‌গতচিত্তপ্রাণাদীনাং ভজনমুক্তং নারাধ্যত্বেন জ্ঞানবতাম্ এব।..... ভগবন্মহিমাদি-জ্ঞানাদনু পশ্চাৎ জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।' (শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য, পৃঃ ৫-৬)।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির অর্থ আরও ব্যাপক। বিহিত বা অবিহিত যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসংযোজনই ভক্তি—'কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' (ভাঃ, ৭।১।৩১)। মুক্তাফল গ্রন্থের হেমাদ্রির নামে প্রচলিত কৈবল্যদীপিকা টীকায় বোপদেব বলিয়াছেন—'উপায়পূর্বকং ভগবতি মনঃ স্থিরীকরণং ভক্তিঃ'—অর্থাৎ ভগবানে চিত্তকে স্থির অবিচলিত ভাবে সংযোজিত করাই ভক্তি। ভক্তির উদয় হইলে চিত্ত বিষয়ান্তরে সম্পর্করহিত হয় ও একান্ত ভাবে অন্তর্মুখী হইয়া শ্রীভগবানের চরণে সমাহিত থাকে। শ্রীভগবানই তখন একমাত্র পরম প্রিয়রূপে অনুভূত হন। তাঁহাকে ছাড়া নয়ন আর কিছু দেখিতে পারে না, অঙ্গ আর কিছু স্পর্শ করিতে পারে না, মন আর কিছু চিন্তা করিতে পারে না। চিত্তের এইরূপ স্থিরীকরণ শাণ্ডিল্যোক্ত 'পরানুরক্তি'র নামান্তর মাত্র।

শ্রীরামানুজাচার্য উপাসনা ও ভক্তিকে এক পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি ভক্তিকে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' বলিয়াছেন—'এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। উপাসনা-পর্যায়ত্বাদ্ ভক্তিশব্দস্য, অতএব শ্রুতিস্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে।' (শ্রীভাষ্য, ১।১।২৭—২৮)। এই ধ্রুবানুস্মৃতি শব্দের অর্থ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপ্রবাহ—'তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপঃ।' (যতীন্দ্রমতদীপিকা, ৭ম অবতার)।

পঞ্চরাত্র পরমসংহিতায় ভক্তি শব্দের এইরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায়—'স্নেহপূর্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে' (৪।৭১)। অর্থাৎ স্নেহপূর্বক অবিরত ধ্যানই ভক্তি।

নারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির প্রেম ও উপাসনা এই দ্বিবিধ অর্থ অনুভূত হয়। উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে বিষ্ণুর প্রতি প্রেমসঙ্গতা বা মমতাকে ভক্তি বলা হইয়াছে—

'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥'

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র ভক্তির অর্থ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ৪২)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি শব্দের অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত যে ক্রিয়া তাহাই ভক্তি। ইহার সহিত জ্ঞান বা কর্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ১।১১)।

এই শ্লোকের 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্' ও পঞ্চরাত্রোক্ত 'স্নেহপূর্বানুধ্যানম্' একবৃত্তিত্ববোধক। উভয় ক্ষেত্রে এই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে যে সর্ববিধ কামনা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানই ভক্তি। ইহাই শাণ্ডিল্য প্রমুখ মুনি কথিত 'পরানুরক্তি' বা 'অনির্বচনীয় প্রেম' এর রূপান্তর মাত্র। কারণ অনুরক্তি বা প্রেমের অভাবে প্রীতিবিধান প্রচেষ্টা সম্ভব নহে। সুতরাং যাঁহারা ভক্তিকে ঈশ্বরানুরক্তি বলিয়াছেন এবং যাঁহারা ঈশ্বরের প্রীতিবিধায়িকা ক্রিয়াকে ভক্তি বলিয়াছেন উভয়ের মতে বস্তুতঃ কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই।

আচার্য শঙ্কর বিবকচূড়ামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন—

স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ ॥

জীবাত্মাতে পরমাত্মার অনুসন্ধান অর্থাৎ জীবের স্বস্বরূপোপলব্ধির প্রয়াসই ভক্তি। শাণ্ডিল্য প্রমুখ আচার্য গণের সহিত শঙ্করের মূলতঃ কোন ভেদ নাই। জীবাত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশই ঈশ্বর প্রাপ্তি। এই পরমার্থ লাভের উপায় যে ভক্তি ইহা অবিসংবাদিত সত্য। যিনি ঈশ্বর প্রাপ্তির কথা বলেন তাহার নিকট ভক্তি পরমা অনুরক্তি এবং যিনি পরমাত্মোপলব্ধির কথা বলেন তাহার নিকট ভক্তি আত্মোপলব্ধির চরমতম প্রয়াস। অতএব প্রভেদ শুধু শব্দগত, স্বরূপগত নহে।

ভজ্ ধাতুর সহিত করণ অর্থে ক্তিন্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিলে ভক্তি শব্দ শ্রবণ,

কীর্তন প্রভৃতি চিত্তকে ভগবদাকার করিবার সাধনকে বুঝায়। ভজ্ ধাতুর সহিত ভাব অর্থে উক্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগে ভক্তি শব্দ ভজনের ফল অর্থাৎ পরমপুরুষার্থকে বুঝায়।

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন ভক্তি হইল শ্রদ্ধাদি পূর্বক উপাসনাজাত চিত্তের ভাবাবেশ— 'ভক্তিঃ শ্রদ্ধাদিপূর্বক উপাসনাক্রমজন্তদাবেশঃ' (লোচন, ৩য় উদ্দ্যোত, পৃঃ ৫০৯)।

ভক্তিই আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভের এক মাত্র পন্থা। সূর্যের কিরণের স্পর্শে যেমন সরোবরের কমল জাগরিত হয় তেমনি একমাত্র ভক্তির স্পর্শে চিত্তের সাত্বিক ভাব উদ্বোধিত হয়। ছিন্নরজ্জু ঘট যেমন কূপে পতিত হয় সেইরূপ ভক্তিশূন্য আত্মাও সংসারাবর্তে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এই ভক্তি উদয়োন্মুখ তপনের স্নিগ্ধ আলোকের ন্যায় মধুর, ইহা স্বতঃ চিত্তে স্ফুরিত হয়।[১]

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কৃষ্ণভক্তিরসামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা মুহূর্ত মধ্যে তুলা রাশি দগ্ধ করে সেইরূপ পরমেশ্বরে ভক্তিও ভক্তের বহু জন্মের পাপ ভস্মীভূত করিয়া দেয়।[২]

বৈষ্ণব সাধকগণ ভক্তিকে মধুর রূপ দিয়াছেন। ভক্তি তাঁহাদের নিকট নীরস সাধনাঙ্গ নহে।

শাস্ত্রে চারি প্রকার যোগের কথা বলা হইয়াছে—কর্মযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগ। ইহাদের মধ্যে ভক্তিযোগ নিরতিশয় পুরুষার্থ। দুঃখের সহিত অমিশ্রিত সুখই পুরুষার্থ—'দুঃখাসংভিন্নসুখং হি পরমপুরুষার্থ ইতি সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। ধর্মার্থকাম-মোক্ষাশ্চত্বারঃ পুরুষার্থা ইতি প্রসিদ্ধিস্তু লাঙ্গলং জীবনমিতিবৎ সাধনে ফলত্ববচনাদৌপ-চারিকী'। (ভক্তিরসায়ন—টীকা। ১।১)

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সুখলাভের উপায় মাত্র। ভক্তি যোগ অসমোর্ধ সুখা-নুভূতি স্বরূপ বলিয়া পরম পুরুষার্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগের পরমপুরুষার্থতা একাধিক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

১। স্থায়ী ভাবো ভগবতি যশ্চিদানন্দমঙ্গলে।
স্বতঃ প্রকাশতে চিত্তে সা ভক্তিরিতি কথ্যতে।।
যথৈবোদয়তো ভানোঃ স্নিগ্ধবালাতপচ্ছটঃ।
ব্রহ্মণ্যুদ্বুধ্যমানস্য ভক্তির্জীবাত্মনস্তথা।।
ভক্তিরুদ্বোধয়ত্যেকা বৃত্তিঃ সর্বা হি সাত্বিকীঃ।
যথৈব নলিনীঃ সুপ্তাঃ প্রভাততরুণপ্রভাঃ।।
মজ্জত্যাত্মা ভক্তিহীনো মহামোহময়ে ভবে।
অন্ধকূপে নিরালম্বশ্ছিন্নরজ্জুর্যথা ঘটঃ।।

সদ্ভাবগ্রন্থ, পৃঃ ৫।

২। ভস্মীকরোতি পাপানি বহুজন্মার্জিতান্যপি।
তুলারাশিমিবার্চিষ্মান্ ভক্তি স্তস্মিন্ পরাৎপরে।।

ভক্তিমাহাত্ম্য, ১ম অধ্যায়।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥
যৎ কর্মভিঃ যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ যদি বাঞ্ছতি ॥

(ভাগবত, ১১।২০—৩১—৩৩)।

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম ॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥

(ভাগবত, ৩।২৫।৪৩—৪৪)।

যা নিবৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূত্
কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ (ভাগবত, ৪।৯।১০)।

শ্রীভগবানকে পাইবার শ্রেষ্ঠতম উপায় ভক্তি। ভক্তি একাধারে সাধন ও ফল উভয়ই। ভক্তিরসায়ন টীকায় উক্ত হইয়াছে—'তথাহি ভজনমন্তঃকরণস্য ভগবদাকারতারূপং ভক্তিরিতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন ফলমভিধীয়তে। তস্য চ নিরতিশয়পুমর্থত্বাৎ পুর্বোক্তবাদানাং প্রামাণ্যমব্যাহতম্। তথা ভজ্যতে সেব্যতে ভগবদাকারমন্তঃকরণং ক্রিয়তেঽনয়া ইতি করণব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন শ্রবণকীর্তনাদিসাধনমভিধীয়তে, তস্য চ স্বয়ং পুরুষার্থত্বাভাবাৎ সাধনত্ববাদানামপি প্রামাণ্যমবিরুদ্ধম্। যথা বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞানমিতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (বৃঃ. আঃ, ৩।৯।২৮) ইত্যত্র বিজ্ঞানশব্দো ব্রহ্মণি বর্ততে। বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' (তৈত্তিঃ. উঃ, ২।৫।১) ইত্যাদাবন্তঃকরণে বর্ততে, তদ্বৎ। এতচ্চ স্পষ্টীকৃতং প্রবুদ্ধেন—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥

(ভাঃ ১১।৩।৩১)

"অত্র করণব্যুৎপত্ত্যা প্রথমভক্তিশব্দো ভাগবতধর্ম্মেষু প্রযুক্তঃ, দ্বিতীয়স্তু ভাবব্যুৎপত্ত্যা ফলে ॥' (পৃঃ ১৪-১৫)।

ভক্তি এমন একটি আন্তরবৃত্তি যাহার দ্বারা সীমাহীন অনন্তকে সীমার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া একান্ত আপন করিয়া লওয়া যায়। 'পরমেশ্বরবিষয়কান্তঃকরণ-

বৃত্তিবিশেষ এব ভক্তিঃ' (শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য)। ঈশ্বর যতক্ষণ অন্তহীন তাঁহার স্বরূপগত অপার মাধুর্য আস্বাদনের অতীত—

'If God is essentially infinite His worship as Beauty is impossible'.[১]

পরম মধুর ঈশ্বরের উপাসনা তখনই সম্ভব যখন তাঁহার রূপাতীতা মাধুর্যময়ী সত্তাকে রূপের সীমায় সীমিত করা যায়। মানুষের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি অসীমকে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তাই যুগে যুগে ভক্ত নিরুপাধিক প্রীতিদ্বারা অসীমকে সসীম করিয়া, রূপহীনকে রূপান্বিত করিয়া, নিরুপাধিকে সোপাধিক করিয়া স্তুতি করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসীমত্বের মহিমা কখনও ক্ষুন্ন হয় নাই। ঈশ্বর একেধারে সসীম ও অসীম, রূপাতীত ও রূপান্বিত। সীমার মাঝে অসীমেরই বাঁশি ভক্ত শুনিয়াছে।

স এব বিগ্রহব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এব হি।
একস্যৈবৈকদা চাস্য দ্বিরূপত্বং বিরাজতে ॥

(শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত লঘুভাগবতামৃত)

বৈষ্ণব সাধনার ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণ—নিরুপাধিক পরম ব্রহ্মের সোপাধিক মূর্তি, যিনি অব্যক্ত ও অচিন্তনীয়, তাঁহারই ব্যক্ত চিন্তাগ্রাহ্য বিগ্রহ—'য এব কৃষ্ণস্তত্র তত্র নিত্যমপ্রকটো বিহরতি স এব স্বয়ং জন্মাদিলীলয়া প্রকটো ভবতি'।[২] ভক্তকে আনন্দিত করার জন্য যুগে যুগে ভগবান মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হন।[৩]

ভক্তকে আনন্দিত করিতে ভগবান তৎপর, কারণ ভক্ত ভগবানকে ভালবাসে। ভক্ত ও ভগবানের এই মধুর সম্বন্ধ প্রীতির জন্যই সম্ভব। ঈশ্বরকে ভয় করা যায়, অপার ঐশ্বর্যের মহিমায় বিস্মিত হইয়া সেবা করা যায়, কিন্তু পতিরূপে ভালবাসা, পুত্ররূপে স্নেহ করা ও মিত্ররূপে সৌহার্দ্যের নিগড়ে বদ্ধ করা প্রীতিমান্ ভক্ত ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। শাক্ত সাধকের দেবতা বরাভয়দায়িনী পরমেশ্বরী, শৈব সাধকের দেবতা ইষ্টার্থপ্রদায়ী প্রমথনাথ মহেশ্বর। কিন্তু বৈষ্ণবের দেবতা শুধু ইষ্টার্থপ্রদায়ী বা বরাভয়দাতা নহেন তিনি প্রেমাস্পদ পতি, স্নেহভাজন পুত্র, মৈত্র-নিদান সখা। কারণ, বৈষ্ণব সাধনার ভক্তি সেবা নহে ইহা প্রীতি বা অনুরক্তি।

১। অভয় গুহ, 'Rasa cult in the Caitanyacaritāmṛta', in Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Volume, Vol, III-III, 384-5.

২। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, পৃঃ ৪০৪।

৩। যদ্যপি নিজাংশেনৈব বা নিজেচ্ছাভাসেনৈব বা ভূভারহরণমীষৎকরং তথাপি নিজচরণারবিন্দজীবাতু-বৃন্দমানন্দয়ন্নেব লীলাকাদম্বিনীনিজ-মাধুরী-বর্ষণায় বিতরিষ্যমাণোঽবতরিষ্যতি।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, পৃঃ ৩৩২।

বৈষ্ণবগণ এই প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়াছেন।[১] ইহা স্বাভাবিক বৃত্তি, কারণ ভগবৎ—সৌন্দর্য আস্বাদন হইতে ইহা স্বতঃ চিত্তে উদিত হয়। ইহাকে বল পুর্বক উৎপাদন করা যায় না—

'স্বাভাবিকী স্বরসত এব বিষয়সৌন্দর্যাদযত্নেনৈব জায়মানা ন চ বলাদাপাদ্যমানা'। সুতরাং ভাগবতী ভক্তি প্রীতিই। প্রীতি সম্বন্ধ হেতু ভক্তির স্বাভাবিকত্ব সম্ভব হয়। 'সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ। প্রীতিসম্বন্ধাদেবাস্যা ভক্তেঃ স্বাভাবিকত্বং স্যাৎ'। (প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭২০)।

ভাগবতী প্রীতি লৌকিক প্রীতি হইতে বিলক্ষণ। শ্রীজীবগোস্বামী ভাগবতী প্রীতির স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ[২]

নিখিল পরমানন্দচন্দ্রিকাবিশিষ্ট চন্দ্রস্বরূপ যিনি সকল ভুবনের সৌভাগ্যসার-সর্বস্ব সত্ত্বগুণোপজীব্যানন্তবিলাসময়, অকৃত্রিম বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনবরত উল্লাসবশতঃ অসমোর্ধ্ব মধুর, এইরূপ শ্রীভগবানের প্রতি স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাগবতী প্রীতি চিত্তে আবির্ভূত হইতে কোন বিধিকে অপেক্ষা করে না ও আপন মহিমায় সমুল্লাসিত হয়। ইহা বিষয়া-ন্তরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে ও অপর তাৎপর্যসহনশীল নহে। ইহা ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তির সারবৃত্তিবিশেষস্বরূপ ও ভগবদানুকূল্যাত্মক তদনুগত তৎস্পৃহাদিময়জ্ঞানবিশেষরূপ, তাদৃশভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহ। অমৃতময়ী ভাগবতী প্রীতি স্বরসের দ্বারা আপনাকে সরস করিয়া তুলে এবং ভক্তকৃত আত্মরহস্য সঙ্গোপন, ভগবানের গুণকীর্তন, অশ্রু-ত্যাগ ইত্যাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। ইহা সর্বগুণের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া সকল পুরুষার্থ সম্পত্তি ইহার নিকট হীনতা প্রাপ্ত হয়। ইহা ভগবৎ-পাতিব্রত্যব্রতের দ্বারা সমন্বিত, ইহা ভগবানের মনোহরণের একমাত্র উপায় ও হৃদ্যস্বরূপ। ভগবানকে আশ্রয় করিয়া ইহা বিরাজিত হয়। যদিও ইহা স্বভাবত অখণ্ড, তথাপি নিজালম্বন ভগবানের আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে ইহা তারতম্য প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্‌ভক্তি প্রীতিস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান ও কর্মের অভাবেও নিরুপধি প্রেম রূপ শ্রেষ্ঠফল দান করিয়া থাকে। 'ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্ব ফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা'। (ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ, ৪৮১)।

১। উপাধিপরিত্যাগেন তু পঞ্চমঃ পুরুষার্থো ভক্তিরেব ভবতি তস্য পরমাত্মাকারেণৈব প্রকাশনাৎ। পরমাত্মসন্দর্ভ, পৃঃ ২১৬।

২। নিখিলপরমানন্দচন্দ্রিকাচন্দ্রমসি সকল-ভুবন-সৌভাগ্য-সারসর্বস্বসত্ত্বগুণোপজীব্যানন্তবিলাসময়ামায়িক-বিশুদ্ধ-সত্ত্বানবরতোল্লাসাদসমোর্দ্ধমধুরে শ্রীভগবতি কথমপি চিত্তাবতারাদনপেক্ষিতবিধিঃ স্বরসত এব সমুল্লসন্তী বিষয়ান্তরৈরনবচ্ছেদ্যা তাৎপর্য্যান্তরমসহমানা হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষস্বরূপা ভগবদানুকূল্যাত্মকতদনুগততৎস্পৃহাদিময়-জ্ঞানবিশেষাকারা তাদৃশভক্তমনোবৃত্তিবিশেষদেহা পীযূষপূরতোঽপি সরসেন স্বেনৈব স্বদেহং সরসয়ন্তী ভক্তকৃতাত্ম-রহস্যসঙ্গোপনগুণময়রসনাবাষ্পমুক্তাদিব্যক্তপরিষ্কারা সর্ব্বগুণৈকনিধানস্বভাবা দাসীকৃতাশেষপুরুষার্থসম্পত্তিকা ভগবৎপাতিব্রত্যব্রত-বর্য্যাপর্য্যাকুলা ভগবন্মনোহরণৈকোপায়হারিরূপা ভাগবতী প্রীতিস্তমুপসেবমানা বিরাজতে। সেয়মখণ্ডাপি নিজালম্বনস্য ভগবত আবির্ভাবতারতম্যেন স্বয়ং তারতম্যেনৈবাবির্ভবতি। প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭২০-৭২১।

ভক্তহৃদয়ে ভক্তিমন্দাকিনী স্বতঃ উৎসারিত হইলে ভাগবতী সত্তার আনন্দ মাধুরী আস্বাদন করিয়া ভক্তচিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কারণ ভক্ত ভগবানের স্বরূপশক্তিকে প্রকাশ করে ও স্বয়ং প্রকাশিত হয়। ইহা পরমসুখস্বরূপিণী আনন্দময়ী—'ভক্তেঃ শ্রীভগবত্‌স্বরূপশক্তিবোধকত্বং স্বয়ংপ্রকাশত্বং·····পরমসুখরূপত্বং দৃশ্যতে'। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫২২ ; সর্বানন্দাতিক্রমলিঙ্গেন পরমানন্দ-স্বরূপাদৌ ভক্তিঃ, ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫৫২।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলিলেন যে ভক্ত ভগবানকে ভালবাসিয়া যে আনন্দ লাভ করে তাহা ব্রহ্মানন্দ হইতেও শ্রেষ্ঠ। 'কৃষ্ণবিষয়কপ্রেমা পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নাই একবিন্দু।' (আদিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১০৫)।

পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ॥
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১১ (পূর্ব বিভাগ, ১ লহরী)

অর্থাৎ বিষয়ান্তর কামনামুক্ত চিত্তে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। ইহা জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অস্পৃষ্ট। মধুসূদন সরস্বতী ও বলিয়াছেন—

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্মাদ্ ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৷৩।

অর্থাৎ ভগবদ্‌গুণশ্রবণে দ্রবীভূত চিত্তের সর্বেশ্বরে যে অনবচ্ছিন্না বৃত্তি তাহাই ভক্তি। যাহার চিত্ত ভক্তির স্পর্শে উদ্দীপিত হইয়াছে তাহার বিশ্বের সকল বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। যিনি চিত্তোন্মাদিনী বেণুগীতি শ্রবণ করিয়াছেন জগতের সকল কোলাহল তাঁহার কাছে স্তব্ধ, যিনি একবার সেই অপরূপ রূপমাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন পার্থিব কোন আনন্দ তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। সকল ভুবন তাহার নয়নে কৃষ্ণময় হইয়া উঠে। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" (চৈঃ চঃ, আদি লীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৮৫)। আপনার অন্তরেও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় মূর্তি অনুক্ষণ উপলব্ধি করিতে থাকেন। 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। (তত্ত্বসন্দর্ভ)। ভাগবতী সত্তার আনন্দ মাধুরী আস্বাদন করিয়া ভক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ভক্তি ভগবৎ স্বভাব বিশেষের আবির্ভাব অনুসারে কাহাকেও অনুগ্রাহ্য রূপে অভিমান যুক্ত করে কাহাকেও অনুকম্পি রূপে, কাহাকেও মিত্ররূপে, কাহাকেও বা প্রিয়রূপে।[১]

১। সৈব খলু প্রীতি র্ভগবৎস্বভাববিশেষাবির্ভাবযোগমুপলভ্য কাঞ্চিদনুগ্রাহ্যত্বেনাভিমান য়তি, কঞ্চিদনুকম্পিত্বেন কঞ্চিন্মিত্রত্বেন, কঞ্চিৎ প্রিয়ত্বেন বা। প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৪—৭৩৫।

ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ববিদ্যোত্তমা বলিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব আচার্যগণ ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিকে ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও প্রশস্ততর মনে করেন। ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের টীকায় বলা হইয়াছে—'দ্রবীভাবপূর্বিকা হি মনসো ভগবদাকারতা সবিকল্পকবৃত্তিরূপা ভক্তিঃ, দ্রবীভাবানুপেতাদ্বিতীয়াত্মমাত্রগোচরা নির্বিকল্পকমনসো বৃত্তির্ব্রহ্মবিদ্যা। ভগবদ্‌গুণগরিমগ্রস্থনরূপগ্রন্থশ্রবণং ভক্তিসাধনম্, তত্ত্বমস্যাদিবেদান্তমহাবাক্যং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনম্। ভগবদ্‌বিষয়কপ্রেমপ্রকর্ষো ভক্তিফলম্, সর্বানর্থমূলাজ্ঞাননিবৃত্তি ব্র্হ্ম-বিদ্যাফলম্। প্রাণিমাত্রস্য ভক্তাবধিকারঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়াং তু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য পরি-ব্রাজকস্যাধিকারঃ'। (পৃঃ ১৯-২০)

অর্থাৎ দ্রবীভাব পূর্বক চিত্তের সবিকল্পকবৃত্তিরূপ ভগবদাকারতা ভক্তি, নির্বিকল্পকচিত্তের দ্রবীভাবানুপেতা অদ্বিতীয়াত্মমাত্রগোচরা বৃত্তি ব্রহ্মবিদ্যা। ভগবানের গুণমহিমাসূচক গ্রন্থ শ্রবণ ভক্তির সাধন, 'তৎ ত্বম্ অসি' ইত্যাদি বেদান্তমহাবাক্যশ্রবণ ব্রহ্মবিদ্যার সাধন। ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম প্রকর্ষ ভক্তির ফল, সর্ববিধ অনর্থের মুলরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফল। প্রাণী মাত্রের ভক্তিতে অধিকার আছে, কেবল মাত্র সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন পরিব্রাজক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী। ব্রহ্মবিদ্যায় শুধু নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জানা যায়, এ জানা অপরিমেয় গাম্ভীর্যে বিস্ময়বিমূঢ় ব্যক্তির গিরিরাজ হিমালয়ের স্বরূপ জানারই তুল্য। ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে শুধু জানা যায় না, তাঁহাকে একান্ত আপন করিয়া পাওয়া যায়।

জ্ঞান ও ভক্তি—বৈষ্ণব দর্শনে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। ভাগবতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—জ্ঞানের দ্বারা ভগবদৈশ্বর্যের মহিমা ও বিচারের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া যিনি কায়মনোবাক্যের দ্বারা অনুক্ষণ ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আপনাকে ঈশ্বরের চরণে বিলীন করিতে পারেন তিনিই ঈশ্বরকে অধিগত হন :

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভির্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (ভাগবত, ১০।১৪।৩)॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রায় রামানুজের মুখ দিয়া এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন :—

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান শূন্য ভক্তিমাত্র সার॥ (মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)।

জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার দুইটি পথ। উভয়েরই আশ্রয় শ্রীভগবান। তিনি একাধারে জ্ঞেয় ও প্রেমাস্পদ। তাই জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্য লইয়া প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। জ্ঞান বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে, ভক্তির দ্বারা বস্তু-জ্ঞান লাভ করা যায় না কিন্তু বস্তুর সহিত এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। ইহারা পৃথক্ আন্তর বৃত্তি, উভয়ের

কার্য ও গতি স্বতন্ত্র। "জ্ঞানের বিষয় সত্য, ভক্তির বিষয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসাম্যবিশিষ্ট পদার্থ। একখণ্ড শর্করা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভক্তি দৃষ্ট হয় না। মানব মনের বিশ্লেষণে যে তিনটি বিভাগ প্রধান বলিয়া বর্ণিত হয় অর্থাৎ চেতনা, অনুভূতি ও ইচ্ছা, তন্মধ্যে চেতনার পরিণতি জ্ঞানে এবং সুখদুঃখরূপা অনুভূতির অবস্থাবিশেষ ভক্তি। অতএব জ্ঞান ও ভক্তিকে পৃথক্ রূপে না ভাবিয়া উপায় নাই। চিত্তের রস স্বরূপ যে একটি ধর্ম (Sentiment) আছে ভক্তি তাহারই ব্যাপার। (বৈষ্ণব রস সাহিত্য, পৃঃ ৩৩)।

জ্ঞানের পথে ঈশ্বরকে জানিতে গেলে ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠেন। যতই তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস করা হয় ততই তাহা ঘন কুহেলিকায় আবৃত হইয়া পড়ে। উপনিষদের ঋষি যখন ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেন—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ (কেনোপনিষদ্, ২।৩)।

অর্থাৎ যিনি জানেন না তিনিই জানেন, যিনি জানেন তিনি জানিতে পারেন না, তখন রহস্য নির্মুক্ত না হইয়া আরও ঘনীভূত হইয়া পড়ে। আবার ঋষি যখন ঈশ্বরের স্বরূপ জীবের নিকট সহজবোধ্য করিবার জন্য বলেন তিনি অণু হইতেও অণুতর, মহান্ হইতেও মহত্তর[১] তখন বিষয়টি আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু ঋষি যখন বলেন ব্রহ্ম পুত্র হইতেও প্রিয় বিত্ত হইতেও প্রিয় সকল পদার্থ হইতেও প্রিয়[২] তখন ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারা যায়। তিনি যেন সুদূর রহস্যের লোক হইতে আসিয়া সহসা আমাদের আপন জনে পরিণত হন। তিনি স্বীয় সীমাতীত ভাগবতী সত্তার বিস্ময়াবহ অনির্বচনীয় মহিমা ত্যাগ করিয়া আনন্দঘন মূর্তিতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বর শুধু জ্ঞান-স্বরূপ নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ' (ব্রহ্ম সংহিতা)। তিনি রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। তাঁহাকে শুধু জানিতে হয় না, তাঁহাকে স্নেহ দিয়া, প্রীতি দিয়া আস্বাদন করিতে হয়। জ্ঞানের বর্তিকা জ্বালিয়া তাঁহাকে জানিতে গেলে তাঁহার অর্ধ স্বরূপ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ভক্তের প্রেমে তিনি সম্পূর্ণ ধরা দেন, তিনি প্রেমের বশীভূত—'সোঽপি প্রেমবশঃ' (ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ৬১)। সুতরাং প্রেম বা ভক্তির দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অধিগত হন। শ্রী রূপ গোস্বামী বলেন :

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতম্।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ১ লহরী, ২২)।

১। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। কঠোপনিষদ্, ২।২০।
২। প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, পৃঃ ৫৫।

যাহাকে ভালবাসা যায় তাহাকে সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারা যায়, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। তাই পুর্ণানন্দময় ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ প্রেমিক ভক্তের নিকট অনাবৃত হইয়া পরে, ভক্তিই ভগবানকে প্রকাশ করে—

ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি।
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব গরীয়সী ॥

(মাঠর শ্রুতি)।

তাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভক্তিমার্গকে ত্রিবিধ মার্গের মধ্যে সর্বোত্তম মার্গ বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীব ভগবানে বিলীন হইতে পারে।[১] সুতরাং ভক্তির দ্বারা যে আনন্দ লব্ধ হয় তাহা ব্রহ্মানন্দ হইতে উৎকৃষ্ট।[২]

বিশ্ব ভুবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাঁহার ঐশ্বর্যময়ী সত্তা ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিত, যিনি অবাঙ্‌মানসগোচর (যতো বাচো নিবর্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ (তৈত্তি, উপ, ২।৯), যাহাকে উপলব্ধি করিতে বহুবিদ্ বিপশ্চিতের শাস্ত্রজ্ঞান ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই পরমানন্দ মহাযোগেশ্বর নন্দদয়িতার ক্রোড়ে শিশুরূপে খেলা করেন, গোপীবৃন্দের সহিত কদম্বকুঞ্জে লীলাবিলাসে রত হন, শ্রীদামাদি সুহৃদগণকে স্কন্ধে ধারণ করেন। ইহার কারণ, ভগবান প্রেমবশ। ভগবৎপ্রেমাঞ্জনে যাহার নয়ন রঞ্জিত হইয়াছে ষড়ৈশ্বর্যময় পরম পুরুষের স্বরূপ তাহার অগোচরে থাকে না।

ভাগবতী ভক্তি নির্বিশেষ প্রেম স্বরূপ বলিয়া কর্মাদির অপেক্ষা করে না, ইহা স্বয়ং ফলদায়িকা—'ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিসাপেক্ষাপি ন স্যাৎ, দাহাস্বিকর্মণি বহ্ন্যাদিবৎ' (ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫৪৪)। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে ভক্তির অন্যনিরপেক্ষত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপ যে ভক্তি তাহাও স্বপ্রকাশতার সিদ্ধির জন্যই কারণনিরপেক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে "স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যথাত্মা সুপ্রসীদতি' (২।৬) ইত্যাদি বাক্যে 'অহৈতুকী' শব্দ দ্বারা ভক্তির অকারণত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।[৩] শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বলা হইয়াছে যে দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ,

---

১। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
এবং মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ গীতা, ১৮।৫৫।

২। ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ ১ লহরী, ২১।

৩। তস্য ভগবত ইব তদ্রূপায়া ভক্তেরপি স্বপ্রকাশতাসিদ্ধ্যর্থমেব হেতুত্বানপেক্ষতা। তথাহি 'যতো ভক্তিরধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা' ইত্যাদৌ হেতুং বিনৈবাবির্ভবতীতি তত্রার্থঃ। পৃঃ ৪০৫।

স্বাধ্যায়, সংযম ও বিবিধ শ্রেয়োবিধায়ক কর্মের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি সাধিত হয়, তাহা জ্ঞানের অঙ্গভূত সাত্ত্বিকী ভক্তির পক্ষে প্রযোজ্য, প্রেমাঙ্গভূত নির্গুণ ভক্তির পক্ষে নহে।[১]

ভক্তি স্বীয় ফলরূপ প্রেমের সিদ্ধির জন্য ও স্বজ্ঞানকর্মাদির আশঙ্কা করে না—(ভক্তেঃ স্বীয়ফলপ্রেমসিদ্ধৌ স্বপ্নেঽপি ন তত্তৎসাপেক্ষত্বম্ পৃঃ ১১)। ভক্তি বিনা কি জ্ঞানযোগ কি কর্মযোগ কোন মার্গ সুতরাং অনুকূল ফল প্রসব করিতে পারে না। ভক্তিব্যতিরেকে উহারা প্রাণহীন দেহের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ঐ পরমমহতী ভক্তির অধীনত্ব জ্ঞানযোগাদির আছে—'অস্যাঃ পরমহত্যা অধীনত্বং তেষাং, ভক্তিঃ সর্বদা স্বতন্ত্রা'। ইহা কাহারও সাধ্য বা বাধ্য নহে। জ্ঞানসাধ্য যে মোক্ষ তাহা হইতেও ভক্তির উৎকর্ষ সকলে স্বীকার করেন। তবে যে কোথাও ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য উক্ত হয় তদ্দ্বারা জ্ঞানের পোষকতা করাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান যেমন বামনাবতারে স্বয়ং উপেন্দ্ররূপে ইন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার দ্বারা তাঁহার পোষকতা করেন উহাতে তাঁহার অপকর্ষ সূচিত হয় না, সেইরূপ ভক্তি ও জ্ঞানের পোষকতা করে। জ্ঞানের মহিমাসূচক বাক্যে বস্তুতঃ ভক্তির মহিমা কীর্তিত হইয়া থাকে। ভক্তির দ্বারাই ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির ফল প্রেম। প্রেম সকল পুরুষার্থের শিরোমণি।[২]

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের দুর্গমসঙ্গমিনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও ভক্তির জ্ঞানাদি নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

ভক্তির্হি স্বতঃ প্রবলত্বাদন্যনিরপেক্ষা ন তু জ্ঞানাদিবৎ সম্যগ্ বৈরাগ্যাদিসাপেক্ষা কর্মনির্বেদাপেক্ষা (পৃঃ ২৭)।

ভক্তি জ্ঞানাদি নিরপেক্ষ হইলেও হ্লাদিনী সংবিদরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির সারভূতা বলিয়া ভক্তিজন্য সুখ ব্রহ্মানন্দ হইতেও বহুগুণে শ্রেয়ঃ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় বলিয়াছেন :—

ভক্তিমাত্রস্য হ্লাদিনীসংবিদোঃ স্বরূপভূতয়োঃ সারত্বেন। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎপরার্ধ-গুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি' ইতি॥ (পৃঃ ৪৭২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্তির অন্যনিরপেক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীভগবান স্বয়ং বলেন যে—কর্ম, জ্ঞান, তপস্যা, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি শ্রেয় অনুষ্ঠান

১। দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥ (১০।৪৭।২৪) ইতি যদ্ধেতুত্বং শ্রূয়তে তৎ খলু জ্ঞানাঙ্গভূতায়াঃ সাত্ত্বিক্যা এব ভক্তের্ন তু নির্গুণায়াঃ প্রেমাঙ্গভূতায়াঃ॥ পৃঃ ৯।

২। ন হি স্বতন্ত্রাঃ কেনাপি সাধ্যন্তে বাধ্যন্তে বেতি। কিঞ্চ জ্ঞানৈকসাধনমাত্রত্বং ভক্তেরিত্যন্তৈ-রেবোচ্যতে যতো জ্ঞানসাধ্যান্মোক্ষাদপি তস্যাঃ পরমোৎকর্ষঃ এবালোচ্যতে।........ইন্দ্রমেব প্রধানীকৃত্য স্বয়ং গুণীভবতোপেন্দ্রেন তং সর্ব্বথা পুষ্ণতা স্বকৃপালুত্বমেব যথাভিজ্ঞজনেষু প্রত্যায্যতে ন তু স্বাপকর্ষস্তথৈব জ্ঞানং পুষ্ণন্ত্যাস্তত্তৎপ্রকরণবাক্যেষু তস্যা ভক্তেরনুগ্রহ এব সুধীভিরনুগম্যতে ইতি। 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' ইতি ভক্তেঃ ফলং প্রেমরূপা সৈবেতি স্বয়ম্ পুরুষার্থমৌলিরূপত্বং তস্যাঃ। পৃঃ ১৪-১৬।

ইত্যাদির দ্বারা যাহা কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা সে সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে। ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভক্তিমার্গ দ্বারা স্বর্গ ও মুক্তি পাইতে পারেন, ভগবদ্ধামে ভগবানের সেবাও করিতে পারেন।[১]

ভক্তিভাবের অলৌকিকতত্ত্ব—রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে আলংকারিকগণ যে কথা বলিয়াছেন তাহা পূর্বে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলংকারিকগণের উক্তির সারার্থ হইল যে মানব চিত্তের রতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলিই যাহা স্থায়িভাব নামে পরিচিত, তাহা রসে পরিণত হয়। অতএব রস ও স্থায়ী ভাবের মধ্যে যে একটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আচার্য দণ্ডী বলিয়াছেন, 'রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা (কাব্যাদর্শ, ২।২৮১), 'ক্রোধো রৌদ্রাত্মতাং গতঃ' (কাব্যাদর্শ, ২।২৮০)। অর্থাৎ রতিই শৃঙ্গাররসত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্রোধ রৌদ্ররসত্ব প্রাপ্ত হয়। ধনঞ্জয় দশরূপক গ্রন্থে রসনিষ্পত্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। আনীয়মানঃ স্বাদ্যত্বং স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ'॥ (৪।১)। অর্থাৎ বিভাবাদির সহযোগিতার স্থায়িভাবই স্বাদ্যত্ব লাভ করিয়া রসে পরিণত হয়। আচার্য অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন রস ও স্থায়িভাবে কোন ভেদ নাই—'ন তু স্থায়িবিলক্ষণো রসঃ'। সারদাতনয় ভাবপ্রকাশন গ্রন্থে বলিয়াছেন—'তাদাত্ম্যং ভাবরসয়োর্ভারবিঃ স্পষ্টমুচিবান্'। অর্থাৎ ভারবি রস ও ভাবের তাদাত্ম্যের কথা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণও স্থায়িভাবের রসীভবনের কথা বলিয়াছেন। কবি কর্ণপুর গোস্বামী অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

'আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে' (৫।৬২)

অর্থাৎ আস্বাদাঙ্কুরের মূলভূত স্থায়ী ভাবই রসে পরিণত হয়।

রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব মানবচিত্তগত বৃত্তিস্বরূপ বলিয়া তাহা লৌকিকস্বভাব। কিন্তু লৌকিক স্থায়িভাবের পরিণতি স্বরূপ রস কিরূপে অলৌকিক স্বভাব হইতে পারে। দধিকে কি দুগ্ধ হইতে ভিন্ন বলা যায়? অবৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ এই রহস্য উদ্ঘাটনের কোন প্রয়াস না করিয়া অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রহণ করিলেন যে আস্বাদ্যমান লৌকিক আন্তরবৃত্তিই অলৌকিক রস।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ এই স্থলে নিপুণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা স্থায়িভাবকে লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া রসের অলৌকিকত্ব কিরূপে সম্ভব তাহা ব্যাখ্যা করিলেন।

১। যৎ কর্মভি র্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেণ দানধর্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ভাগবত, ১১।২০।৩২-৩৩।

রসকে অলৌকিক হইতে হইলে স্থায়িভাবকেও অলৌকিক হইতে হইবে। রসের অলৌকিকত্বে কাহারও সন্দেহ নাই, 'অলৌকিকঃ সত্যং বেদ্যঃ সহৃদয়ৈরয়ম্' (সাহিত্যদর্পণ, ৩।৫৬) সুতরাং বিভাবাদির সহযোগে আস্বাদ্যমান লৌকিক রতি প্রভৃতি আন্তর বৃত্তির পরিণতিকে রস সংজ্ঞা দান করিলেও তাহা যথার্থ অলৌলিক রস পদবী লাভের যোগ্য নহে। তাই বৈষ্ণব অলঙ্কারিগণের মতে প্রাকৃত জনে রস সম্ভব নহে—'প্রাকৃতে রস এব নাস্তি'। সকল রসের আশ্রয় গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। প্রাকৃতজননিষ্ঠ যে আন্তরবৃত্তি অনৌচিত্য-প্রবর্তিত বলিয়া বোধ হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ হইলে রসপদবী লাভ করে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী অনৌচিত্য প্রবর্তিত রূপে প্রতীয়মান পরোঢ়রমণীরতিরও রসীভবনকে সমর্থন করিতে গিয়া বলিলেন যে পরোঢ়রমণীরতি প্রাকৃত নায়কনিষ্ঠ হইলে তাহা লঘু বা অনৌচিত্য প্রবর্তিত রূপে গৃহীত হয়, কিন্তু যিনি রসনির্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ হইলে তদ্রূপ হয় না।[১]

অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে কবি কর্ণপুর গোস্বামীও এই কথাই বলিয়াছেন যে অপ্রাকৃতনিষ্ঠ পরোঢ়রমণীরতি সর্বোত্তমরূপে প্রতিভাত ও হয়। উহা অনৌচিত্যপ্রবর্তিত নহে। অলৌকিক সিদ্ধি হেতু পরোঢ়রমণনিষ্ঠা ভূষণ, দোষ নহে।[২]

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে রস তখনই অলৌকিক হইবে যখন তাহার স্থায়িভাব অপার্থিব হয়। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে একমাত্র ভক্তিরসই যে অলৌকিক তাহা বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণের কল্পিত ভক্তিরসের সহিত ইতর শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের প্রভেদ হইতে অনুমান করা যায়। মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তিরসায়ন গ্রন্থের টীকায় বলা হইয়াছে যে দ্রবাবস্থমনোবৃত্ত্যারূঢ়ত্ব হেতু বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া রসত্ব লাভ করে, অতএব লৌকিক রসে পরমানন্দরূপতা নাই বলা যায় না। অনবচ্ছিন্ন-চিদানন্দঘন ভগবানের স্ফুরণ হেতু ভক্তিরসে আনন্দের অত্যন্তাধিক্য আছে। কিন্তু লৌকিক রসে বিষয়াবচ্ছিন্ন চিদানন্দাংশের স্ফুরণ হেতু আনন্দের স্বল্পতা আছে। সুতরাং লৌকিকরসকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তিরসই সেব্য।[৩]

অলৌকিক ভক্তিরসের স্থায়িভাব ভাগবতী রতিও অলৌকিক, ইহাতে সন্দেহ

১। লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ।। উজ্জ্বলনীলমণি, ১।১৬।

২। অপ্রাকৃতে তু পরোঢ়রমণীরতিরেব সর্ব্বোত্তমতয়া ভূয়সী শ্রূয়তে, ন তস্যামনৌচিত্যপ্রবর্ত্তিত্বমলৌকিকাসিদ্ধের্ভূষণমেব ন তু দূষণম্। অলংকারকৌস্তুভ, পঞ্চম কিরণ, পৃঃ ১৩৩।

৩। বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব দ্রবাবস্থমনোবৃত্ত্যারূঢ়তয়া ভাবত্বং প্রাপ্য রসতাং প্রাপ্নোতি ইতি ন লৌকিকরসস্যাপি পরমানন্দরূপতানুপপত্তিঃ। অতএব অনবচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণাদ্ভক্তিরসে অত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য, লৌকিকরসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনত্বৈব। তস্মাদ্ভক্তিরস এব লৌকিকরসানুপেক্ষ্য সেব্য ইত্যর্থঃ। ভক্তিরসায়ন-টীকা, প্রথম উল্লাস, পৃঃ ৩৯।

নাই। এই অলৌকিকতা ভক্তিভাবের বৈশিষ্ট্য। এই অলৌকিকত্ব হেতু ভক্তিভাবকে দিব্যভাব ও ভক্তিরসকে দিব্য রস বলা হয়।

পরম ভক্তের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত নিপুণ আলঙ্কারিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি মিলিত করিয়া মধুসূদন সরস্বতী যে তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সত্যই অভিনব। অন্যান্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রীতিকে ভক্তি বলিয়াছেন—'সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ' (প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭২০)। এই প্রীতি লৌকিক প্রীতির ন্যায় আন্তর বৃত্তি মাত্র নহে। মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিভাবের অলৌকিকত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে দ্রবীভূত ভক্তচিত্তের ভগবদাকারতারূপ যে বৃত্তি তাহাই ভক্তি।[১]

অথবা, ভগবদ্‌গুণশ্রবণ হেতু কাম ক্রোধাদির উদ্দীপন দ্বারা দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত চিত্তের ঈশ্বরবিষয়া যে ধারাবাহিকী বৃত্তি (অর্থাৎ ভগবদাকারতা) তাহাকেই শাস্ত্রবিদ্‌গণ ভক্তি বলিয়া থাকেন।[২]

আশ্রয়ভেদবশতঃ ভগবৎপ্রীতি লৌকিক প্রীতি হইতে বিলক্ষণ। লৌকিক প্রীতি পার্থিববিষয়ক বলিয়া পার্থিবধর্মী অর্থাৎ বহির্মুখী, অস্থায়ী ও চঞ্চল, কিন্তু ভাগবতী প্রীতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া অভ্যুদয় লাভ করে তিনি অন্তর্লোকবিহারী ও কালাতীত বলিয়া ভাগবতী প্রীতিও অন্তর্মুখী, স্থির ও অচঞ্চল। মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তিভাব ভাগবতী প্রীতির সর্বোত্তমা পরিণতি ভগবদাকারতা। ইহা পরমেশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যোপলব্ধির নামান্তর। এই ভগবদাকারতা রূপ আন্তরবৃত্তি ভক্তিরসে পরিণত হয়—

'দ্রুতে চিত্তে জায়মানা ভগবদাকারতা যদি স্থিরা ভবেৎ তদৈব সা ভক্তিরসতয়া পরিণমতে নান্যথা।' (ভক্তিরসায়ন টীকা, পৃঃ ১২০)

এই আন্তরবৃত্তি যে সাধারণ রতি প্রভৃতির ন্যায় লৌকিক বৃত্তিমাত্র নহে তাহা বুঝা যায়।

দ্রুত চিত্তের ভগবদাকারতা যদি ক্ষণকালব্যাপী হয় তাহা হইলে তাহা ভক্তিভাব নহে, ইহাই মধুসূদন সরস্বতী স্পষ্ট ভাবে বলিলেন 'যদি স্থিরা ভবেৎ'।

মধুসূদন সরস্বতী ভক্তির অলৌকিকত্ব ধর্মকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বস্তুর আকার প্রাপ্ত চিত্তের অবস্থাই স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাবই অভিব্যক্ত হইলে পরমানন্দরূপতাহেতু রসে পরিণত হয়—

স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ॥ ভক্তিরসায়ন, ১।৯।

১। দ্রুতে চিত্তে প্রবিষ্টা যা গোবিন্দাকারতা স্থিরা।
সা ভক্তিরিত্যভিহিতা……। ভক্তিরসায়ন, ২।১।

২। দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে। ভক্তিরসায়ন, ১।৩।

চিত্তের বস্তাকারতা কিরূপে ঘটিয়া থাকে তাহা মধুসূদন সরস্বতী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতে চিত্তদ্রব্য জতুর (গালা) ন্যায় স্বভাবত কঠিনাত্মক। বিশেষ তাপকের সংস্পর্শে উহা দ্রবীভূত হয়। কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ ও শোক উহার তাপক বস্তু। কামাদি তাপকের সংযোগ বিরত হইলে উহা আবার কঠিন হইয়া যায়। দ্রবীভূত চিত্তে বস্তুর স্বরূপ বিনিক্ষিপ্ত হয়—ইহাই সংস্কার, বাসনা, ভাব বা ভাবনা শব্দাভিধেয়। যে অতাপক বস্তুর সংযোগে চিত্ত শুধু শিথিলীভাব লাভ করে, দ্রবীভূত হয় না, চিত্তে সেই বস্তু বাসনারূপে প্রতিফলিত হয় না। দ্রবীভূত চিত্তে যাহা প্রবিষ্ট হইয়া কাঠিন্যদশা প্রাপ্ত হয়, চিত্ত পুনরায় দ্রুত হইলেও তাহা পরিত্যক্ত হয় না।[১]

মধুসূদন সরস্বতীর উক্তির সারার্থ হইল এই যে মনের সহিত বস্তুর সংযোগ হইলে মন বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়। এই আকার গ্রহণের নাম বৃত্তি। সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত মালিন্যমুক্ত হওয়ায় আনন্দাত্মক চৈতন্যের প্রতিবিম্ব চিত্তে প্রতিফলিত হয়। চিত্তের এই চৈতন্যপ্রতিবিম্বসমন্বিত বিষয়াকারই স্থায়িভাব।

চিত্তে প্রবিষ্ট বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে স্থায়িভাবের লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব হইয়া থাকে। বিষয় লৌকিক হইলে স্থায়িভাবরূপ বাসনাও লৌকিক হইবে, বিষয় অলৌকিক হইলে স্থায়িভাবরূপ বাসনা অলৌকিক হইবে।

ভক্ত চিত্তে পরমানন্দঘন শ্রীভগবান প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হন, সুতরাং ভক্তের ভক্তিভাব যে লোকোত্তর তাহা অবিসংবাদিত সত্য। ভক্তিরসও তাই পরমানন্দ স্বরূপ।

> ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
> মনোগতস্তদাকাররসতামেতি পুষ্কলম্॥ ভক্তিরসায়ন, ১।১০।

ভক্তিরসে অনবচ্ছিন্ন চিদানন্দের স্ফুরণ হয় বলিয়া উহার আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন ও লৌকিক রসে জড় বিষয়ের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চিদানন্দের স্ফুরণ হেতু উহার আনন্দ পরিচ্ছিন্ন

১। চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে॥ ভক্তিরসায়ন, ১।৪।
কামক্রোধভয়স্নেহ-হর্ষশোকদয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনং তু তৎ॥ ১।৫।
দ্রুতে চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ স্বাকারো যস্তু বস্তুনঃ।
সংস্কারবাসনাভাবভাবনাশব্দভাগসৌ॥ ১।৬।
শিথিলীভাবমাত্রন্তু মনো গচ্ছত্যতাপকৈঃ।
ন তত্র বস্তু বিশতি বাসনাত্বেন কিঞ্চন॥ ১।৭।
দ্রবতায়াং প্রবিষ্টং সদ্ যৎ কাঠিন্যদশাং গতম্।
চেতঃ পুনর্দ্রুতৌ সত্যামপি তন্নৈব মুঞ্চতি॥ ১।৮।

ও অসম্পূর্ণ।[১] শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিভাবের আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ হইতে প্রকৃষ্টতর বলিয়াছেন, কারণ ভগবৎপ্রীতি পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ।[২] লৌকিক রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবে রজস্তমোগুণের সংমিশ্রণ থাকা হেতু তজ্জন্য আনন্দ আত্যন্তিক ও শাশ্বত নহে।[৩]

ভক্তিভাবে রজস্তমোগুণের ছায়া মাত্র নাই। কারণ, উহার বিষয় লৌকিক জড়বস্তু নহে। সচ্চিদানন্দাত্মক স্বয়ং শ্রীভগবান ভক্তের দ্রবীভূত চিত্তে প্রতিবিম্বিত হন। শ্রীভগবানের এই প্রতিবিম্বনই ভক্তিভাবের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ভক্তিভাবে অনবচ্ছিন্ন সুখ ব্যতীত আর কি কি থাকিতে পারে?[৪]

লৌকিক জগতে যে আনন্দ জীব অনুভব করিয়া থাকে তাহা হইতে কোটি কোটি গুণ অধিক আনন্দ ভক্তি দান করে। সেইজন্য শ্রী জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—'সর্বানন্দাতিক্রমলিঙ্গেন পরমানন্দস্বরূপাসৌ ভক্তিঃ'। (ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫৫২)

ভক্তি স্বয়ংপ্রকাশ ও পরম সুখস্বরূপ বলিয়া শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় স্বরূপশক্তিকে প্রকাশ করে ও তাঁহার প্রীতি বিধান করে: 'ভক্তেঃ শ্রীমদ্ভগবতঃ স্বরূপশক্তিবোধকত্বং স্বয়ংপ্রকাশত্বং...... পরমসুখরূপত্বং চ দৃশ্যতে। শ্রীভগবদ্বিষয়করতিপ্রদত্বমুক্তম্। (ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৪২২)। ভগবান স্বয়ং নিরতিশয় নিত্যানন্দ স্বরূপ, ভক্তি তাহাকে আনন্দিত করে বলিলে নিত্যত্ব ও নিরতিশয়ত্বের সহিত বিরোধ ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ পরমানন্দময় শ্রীভগবানের যে হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তি আছে, যাহা দ্বারা নিজে আনন্দিত হন ও অপরকে আনন্দিত করেন, এই হ্লাদিনী শক্তিকে ভগবান স্ববৃন্দে সঞ্চারিত করিয়া নিত্য বিরাজ করেন। ভক্তি এই হ্লাদিনী শক্তির সার স্বরূপ। সেইজন্য তিনি স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ হইয়াও ভক্তির দ্বারা প্রীতি লাভ করেন।[৫] ভক্তির নিকট ভগবানের ঐশ্বর্যমহিমা ম্লান হইয়া যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন

১। অনবচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণাদ্ ভক্তিরসে অত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য, লৌকিকরসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনতৈব। ভক্তিরসায়ন-টীকা, পৃঃ ৩৯।

২। তত্র লৌকিকেঽপি রসে রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপযোগ্যতা স্থায়িভাবরূপত্বাৎ সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষসুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাদধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব।

প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৬২-৩।

৩। লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব, বস্তুবিচারে দুঃখপর্যবসায়িত্বাৎ।

প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৬৪।

৪। ভগবন্তং বিভুং নিত্যং পূর্ণং বোধসুখাত্মকম্।
যদ্ গৃহ্ণাতি দ্রুতং চিত্তং কিমন্যদবশিষ্যতে॥ ভক্তিরসায়ন, ১।২৯।

৫। শাস্ত্রে খলু নিরতিশয়ানন্দত্বং নিত্যত্বং চ ভগবতঃ শ্রূয়তে, ভক্তেরপি তথা তৎপ্রীতিহেতুত্বং শ্রূয়তে। তত এবং গম্যতে। তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বরূপানন্দমী স্বরূপশক্তি র্যা হ্লাদিনী নাম্নী বর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ, তং পরমবৃত্তিরূপৈবৈষা. তাং চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে। তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি। অতএব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তিপ্রীণনীয়ত্বম্। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫২৩।

যে তিনি ভক্তের সঙ্গ যেরূপ অভিলাষ করেন আপন স্বরূপগত আনন্দ ও ঐশ্বর্যও সেইরূপ অভিলাষ করেন না।[১]

ভক্তি ভগবদ্ভাবাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, সেইজন্য ভক্তিও তদাশ্রয় ভক্ত ভগবানের একমাত্র অভিলষিত। ভক্তি ভগবানের আনন্দাত্মক স্বরূপকেও আনন্দিত করে ও আকর্ষণ করে।[২]

যে ভক্তি ভগবানকে পর্যন্ত বশীভূত করে তাহার স্বরূপ কি, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ভগবদ্‌বশীকরণের হেতুভূতা ভক্তির স্বরূপ কি? উহা কি প্রাকৃত সত্ত্বময় জ্ঞানানন্দ-রূপিণী, অথবা উহা কি ভগবানের জ্ঞানানন্দরূপিণী, অথবা জীবের জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা শ্রীভগবানের পরাশক্তির সারস্বরূপা যে হ্লাদিনী শক্তি উহার সারসমবেতসম্বিৎ শক্তির সারস্বরূপা। ভক্তি প্রাকৃতসত্ত্বময় জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী হইতে পারে না, কারণ ভগবানকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ভক্তিতে আছে কিন্তু প্রাকৃত শক্তিতে নাই, যেহেতু ভগবান মায়ার বশীভূত নন। দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে, কারণ ভগবান ভক্তের আনন্দে অধিক আনন্দ অনুভব করেন, তিনি পূর্ণ, তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি আনন্দের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই বলিয়া উহা সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ জীবের জ্ঞানানন্দ ও ভক্তি নহে, কারণ জীবের জ্ঞান ও আনন্দ অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষয়শীল, ভক্তি নিত্যা ও বিপুলা। অতএব চতুর্থ পক্ষই গ্রহণীয়। অর্থাৎ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সাররূপা পরাবস্থাই ভক্তি।[৩]

সুতরাং ভক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। উহা ভগবানের জ্ঞানানন্দশক্তিস্বরূপিণী।

শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে ভক্তি চিদানন্দময় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সার-স্বরূপ—'পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ, সা চ রত্যপরপর্যায়া। ভক্তি র্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্বদা তিষ্ঠতি।' (পরমাত্মসন্দর্ভ, পৃঃ ২৭৪)।

ভক্তির এই অলৌকিক স্বরূপের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—

১। নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভি র্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ভাগবত, ৯।৪।৬৪।

২। ভক্তির্হ্লাদিন্যা ভক্তেরনুগ্রহাখ্য-চিদ্বৃত্তিবিপাকরূপায়াঃ সর্ব্বচিৎসারভূতত্বাদ্ভগবানন্দস্বরূপস্যাপ্যানন্দকত্বাদা-কর্ষকত্বাচ্চ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, ভাঃ ৯।৪।৬৪।

৩। ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিংস্বরূপেতি, কি প্রাকৃত-সত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা, কিংবা ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা, উত হ্লাদিনী-সারসমবেত-সম্বিৎসাররূপেতি। নাদ্যঃ, ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ, স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্টত্বাৎ। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ। সিদ্ধান্তরত্ন, পৃঃ ৩৫।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যাবে জ্ঞান করি মানি ॥ (আঃ লীঃ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব। (আঃ লীঃ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

উক্ত উক্তির তাৎপর্য হইল এই যে যদিও ভক্তি রতিপর্যায়ক, তাহা হইলেও উহা লৌকিক রতির ন্যায় সাধারণ আন্তরবৃত্তি নহে। সূর্যের রশ্মির ন্যায় জীব ঈশ্বরের অংশ।[১] সেইজন্য ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি জীবেও বিরাজ করে। এই ঐশ্বরী শক্তির সারভূতা ভক্তি। তাই ভক্তি শুধু লৌকিক ভাববিলক্ষণা নহে, ইহা দিব্যস্বভাবাপন্না। সেইজন্য ইহা 'স্বত এব সুখরূপত্বাৎ অহৈতুকী ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা, অপ্রতিহতা তদুপরিসুখদুঃখদপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা চ।' (ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৪৫২)।

অর্থাৎ স্বভাবতঃ সুখরূপত্বহেতু ইহা অহৈতুকী ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা। ইহাতে সুখ-দুঃখপ্রদ পদার্থান্তরের স্পর্শ নাই বলিয়া কাহারও দ্বারা ব্যবহিত হয় না, তাই ইহা অপ্রতিহতা।

মধুসূদন সরস্বতী ও জীব গোস্বামীর মতে মূলতঃ কোন ভেদ নাই। মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, ভক্তচিত্তে প্রতিবিম্বিত ভগবানের পরমানন্দ স্বরূপই ভক্তি। জীব গোস্বামী বলিলেন, যে ভক্তচিত্তে সঞ্চারিত ঈশ্বরের হ্লাদিনী নাম্নী বৃত্তিই ভক্তি। সূর্য ও তাহার তেজাংশে যেমন কোন ভেদ নাই সেইরূপ ঈশ্বরের পরমানন্দ স্বরূপ ও হ্লাদিনী শক্তিতে ভেদ কল্পনা করা মূঢ়তারই নামান্তর। উভয়ের মতে ভক্তিভাব লৌকিক ভাবের সমকক্ষ নহে। উহা অলৌকিক ও দিব্যস্বরূপ।

কবি কর্ণপুর গোস্বামী স্থায়িভাবের স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে ভক্তিভাবের অলৌকিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি কর্ণপুর অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে স্থায়ী আস্বাদাঙ্কুরের মূল স্বরূপ স্থায়িভাবই রসে পরিণত হয়। এই স্থায়িভাব শুদ্ধ সত্ত্ব-গুণান্বিত রজস্তমোগুণ-বর্জিত চিত্তের একটি বিশেষ ধর্ম, যাহা রসাস্বাদনের হেতু।[২]

ইহার টীকায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতি নিপুণ ও স্পষ্টভাবে ভক্তিভাবের লোকোত্তরতাকেই প্রমাণ করে।[৩] ইহাতে বলা হইয়াছে যে—

১। সর্ব্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধজীবানামপি আত্মা পরমাত্মা ইতি জ্ঞেয়ম্। রশ্মিস্থানীয়ানাং জীবানাং সূর্যস্থানীয়ত্বাৎ তস্য। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৪৬৮।

২। আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ ॥ ৫।৬৩।

৩। স্থায়িভাবস্য নিত্যত্বেন তৎপরিণামরূপস্য রসস্যাপি নিত্যত্বম্, অতো রসং প্রতি ন বিভাবাদীনাং কারণত্বাদি সম্ভবতি, কিন্ত্বনুভাবাদীন্ প্রতি কার্য্যত্বকারণত্বসহকারিত্বপ্রবাদনির্বাহস্তু তেষামেব মধ্যে একং

স্থায়িভাবের নিত্যতা হেতু তাহার পরিণামস্বরূপ রসও নিত্য, অতএব রসের প্রতি বিভাব প্রভৃতির কারণত্ব সম্ভব নহে, কিন্তু অনুভাব প্রভৃতির প্রতি কারণত্ব থাকিতে পারে। তাহাদের মধ্যে একটির প্রতি অপরের কারণত্ব স্বীকার করিয়া কার্যত্ব, কারণত্ব, সহকারিত্ব ইত্যাদি উক্তি ব্যবহার করা হয়। স্থায়ী যদি পরিণামী হয় ও রস পরিণামাবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে উভয়ের নিত্যতা কিরূপে সম্ভব হয়, এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও তাঁহার পরিণামরূপ বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরও নিত্য। কিন্তু ভক্তজনের দর্শনোৎকণ্ঠা, জগতের উদ্ধার ইত্যাদি প্রয়োজন নিমিত্ত করিয়া কখনও কখনও উহারা প্রকট হয়, এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে কখনও কখনও প্রপঞ্চের অগোচর হইয়া অপ্রকট হয়। সেইরূপ বিভাব প্রভৃতির মিলনে ভক্তহৃদয়ে রসের প্রকটতা, তাহাদের অন্তর্ধানে রসের অপ্রকটতা হয়। পরন্তু প্রাকৃত স্থলে পূর্বদশা ত্যাগ করিয়াই তৎপরিণামের উৎপত্তি, অপ্রাকৃত স্থলে উভয়ের নিত্যত্ব হেতু পূর্বদশা পরিত্যাগ না করিয়াও তৎপরিণামের প্রকটতা থাকে, ইহাই প্রভেদ। হেতুভূত স্থায়িভাব হইতে চিত্তের দ্রবীভাবরূপ বিকারবিশেষ রসাভিব্যক্তির সমবায়িকারণ, কিন্তু রসের নহে, সেহেতু স্থায়িভাবের নিত্যত্ব হেতু তাহার পরিণামস্বরূপ রসও নিত্য।

রজোগুণ ও তমোগুণবর্জিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত চিত্তের এক বিশেষ ধর্ম স্থায়িভাব। রজোগুণ ও তমগুণের অভাববশতঃ সামাজিকের অবিদ্যাহীনতা স্বতঃসিদ্ধ। তাহাদের সত্ত্বও মায়াবৃত্তিরূপ নহে, কিন্তু চিদ্রূপ। সুতরাং তাহাদের রসাস্বাদনকারী চিত্তনিষ্ঠ ধর্মও হ্লাদিনী শক্তিরই আনন্দাত্মক বৃত্তি, জড়াত্মক নহে। এইরূপ হওয়ায়

প্রত্যন্তস্ত কারণত্বমাদায়ৈবেত্যাহ এতেনেতি। ননু স্থায়িনঃ পরিণামিত্বে কথং নিত্যত্বং, কথং বা পরিণামাবস্থাপন্নস্য রসস্য নিত্যত্বমিতি চেৎ, উচ্যতে—যথা নিত্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরিণামরূপাণাং বালপৌগণ্ডকৈশোরাণাং নিত্যত্বং, কিন্তু ভক্তানাং দর্শনোৎকণ্ঠাজগদুদ্ধারাদি-প্রয়োজনং নিমিত্তীকৃত্য কদাচিৎ তেষাং প্রাকট্যং, সিদ্ধে চ প্রয়োজনে কদাচিৎ তেষাং প্রপাঞ্চাগোচরত্বরূপামপ্রাকট্যং চ, তথা অত্রাপি বিভাবাদীনাং মেলনে সতি ভক্তহৃদয়ে রসস্য প্রাকট্যং, তেষামন্তর্ধানে সতি রসস্যাপ্রাকট্যং জ্ঞেয়ম্। পরন্তু প্রকৃতস্থলে পূর্বদশাং পরিত্যজ্যৈব তৎপরিণামস্যোৎপত্তিঃ, অপ্রাকৃতস্থলে ত্বচিন্ত্যশক্ত্যা পূর্বদশা-পরিত্যাগং বিনৈব তৎপরিণামস্য প্রাকট্যমুভয়োর্নিত্যত্বাদিতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ। অসমবায়িকারণমিতিস্থায়িনো হেতুভূতচিত্তস্য দ্রবীভাবরূপবিকারবিশেষো রসাভিব্যক্তেরেব সমবায়িকারণমিত্যর্থঃ। ন তু রসস্য স্থায়িনো নিত্যত্বাৎ তৎপরিণামরূপরসস্যাপি নিত্যত্বমিতি ভাবঃ।

রজস্তমোভ্যাং রহিতস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতো বিদ্যমানস্য চেতসঃ কশ্চন ধর্ম এব স্থায়ী। রজস্তমসোরভাবেন সামাজিকানাম্ অবিদ্যারাহিত্যং স্বত এবায়াতম্, অতস্তেষাং সত্ত্বমপি ন মায়াবৃত্তিরূপমপি তু চিদ্রূপমেব, অতএব তেষাং রসাস্বাদকচিত্তনিষ্ঠধর্মোঽপি হ্লাদিনীশক্তেরানন্দাত্মকবৃত্তিরূপ এব ন তু জড়াত্মকঃ, তথাত্বে স্থায়িভাবস্বরূপস্য জড়াত্মক-তাদৃশধর্মস্য বিভাবাদিভিঃ কারণৈরানন্দাত্মক-রসরূপত্বানুপপত্তেঃ, ন হি জড়পরিণামরূপ আনন্দো ভবতীতি। এক এবেতি, ননু স্থায়িভাবরূপধর্মস্যৈকত্বে কথমেকস্য স্থায়িনো বীররসে উৎসাহত্বং করুণরসে শোকত্বম, অদ্ভুতরসে বিস্ময়ত্বম্ ভবতি, পরস্পরবিরুদ্ধানামেতেষামুৎসাহত্বাদীনামেকস্মিন্ স্থায়িরূপধর্মে বিভাবস্য ভেদৈরেব ভিন্নো ভবতি ইত্যর্থঃ। যথৈক এব স্ফটিকো জবাকুসুমাদিনানাপদার্থানাং সঙ্গাৎ কদাচিদ্রক্তঃ কদাচিৎ পীতঃ কদাচিচ্ছ্যাম ইত্যাদিবিবিধাকারো ভবতি, তথৈবৈক এব স্থায়িরূপো ধর্মো বীররসাদিপোষকানাং নানাবিধবিভাবানাং সঙ্গাৎ কদাচিদুৎসাহরূপঃ কদাচিদ্ বিস্ময়রূপঃ, কদাচিচ্ছোকরূপ ইত্যাদিবিবিধাকারো ভবতীতি ভাবঃ। এতাদৃশৈকস্থায়িরূপধর্মঃ প্রপঞ্চান্তর্গতসামাজিকানাং স্বচ্ছরতিমতামেব রসাস্বাদকঃ, ন তু পার্ষদানাং, ন বা তদনুগতানাং সাধকানাং, তেষাং তু স্বতঃসিদ্ধা এব যে যে স্থায়িনো বর্ত্তন্তে চ ত এব রসাস্বাদকাঃ ভবন্তীতি জ্ঞেয়ম্ অলংকারকৌস্তুভ, পৃঃ ১২০-১২২।

স্থায়িভাব স্বরূপ জড়াত্মক ধর্ম হইতে বিভাব প্রভৃতি কারণের সহযোগে আনন্দাত্মক রসের উপপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না, যেহেতু আনন্দ জড়পরিণামরূপ হইতে পারে না।

যদি স্থায়িভাবরূপ ধর্ম একটি মাত্র হয় তাহা হইলে কিরূপে একটি স্থায়িভাবের বীররসে উৎসাহত্ব, করুণ রসে শোকত্ব, অদ্ভুত রসে বিস্ময়ত্ব সম্ভব, কারণ, পরস্পর বিরুদ্ধ উৎসাহত্ব প্রভৃতির একটি স্থায়িরূপ ধর্মে বিদ্যমান থাকা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে অলঙ্কার-কৌস্তভপ্রণেতা বলিলেন যে উহা একটি মাত্র ধর্ম হইলেও উক্ত প্রকার বিভাবের ভেদ হেতু ভিন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ একটি স্ফটিক জবা কুসুম ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থের সংস্পর্শে কখনও রক্তিম, কখনও পীত, কখনও শ্যাম ইত্যাদি বিবিধ আকার ধারণ করে, সেইরূপ একটি স্থায়িরূপ ধর্ম বীরাদিপোষক নানাবিধ বিভাবের সঙ্গ হেতু কখনও উৎসাহরূপ, কখনও বিস্ময়রূপ, কখনও শোকরূপ ইত্যাদি বিবিধাকার হইয়া থাকে। এতাদৃশ একটি স্থায়িরূপ ধর্ম স্বচ্ছরতিমান্ প্রপঞ্চান্তর্গত সামাজিকের রসাস্বাদনের কারণ। যাঁহারা ভগবানের নিত্য পার্ষদ বা যাহারা ভগবদনুগত সাধক তাঁহাদের রসাস্বাদনে এইরূপ উপাধিকৃত বৈচিত্র্য সম্ভব নহে। তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ যে যে স্থায়িভাব আছে তাহাই তাঁহাদের রসাস্বাদনের হেতু।

আলোচ্য বিবৃতিটি লৌকিক স্থায়িভাবের সহিত ভক্তিভাবের যে অপরিহার্য ভেদ রহিয়াছে তাহাই অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রাকৃত রসস্থলে স্থায়িভাব বিভাবাদির সহযোগে যখন বিবিধ রসে পরিণত হয় তখন উহা পূর্ব স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর লাভ করে। অপ্রাকৃত স্থলে অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা পূর্ব দশা ত্যাগ না করিয়া স্থায়ী বিবিধ রসে পরিণত হইলেও পরিনামজ রূপকে প্রকট করে, অর্থাৎ তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপের বিলোপ হয় না। এস্থলে পরিণামী ও পরিণামজ রূপ দুটীই নিত্য। লৌকিক শৃঙ্গার, করুণ ইত্যাদি রসগুলি এক মূল রসের বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাতন্ত্র্যোপেত নহে। মধুর ভক্তিরস, করুণ ভক্তিরস ইত্যাদি রসগুলি একই ভক্তিরসের বিভিন্ন প্রকাশ নহে। বিভাবাদির বৈচিত্র্যহেতু ভক্তিরসের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় না। এই উপাধিকৃত বৈচিত্র্য বাহ্যিক, মূল ভক্তিরসের স্বরূপ ইহার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সেইজন্য যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিরস আকণ্ঠ পান করিয়া ভাবসুষমায় তন্ময় হইয়া থাকেন, তাঁহারা এই উপাধিকৃত বৈচিত্র্য উপলব্ধি করেন না। তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য, শান্ত, মধুর, করুণ, হাস্য ইত্যাদি মুখ্য বা গৌণ সকল ভক্তিরসে পৃথক পৃথক স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিভাবকে আস্বাদন করেন। ভক্তিভাব সকল বৈচিত্র্যের অতীত। বৎসলতা, শান্ততা, মধুরতা, করুণতা ইত্যাদি ইহার আরোপিত ধর্ম নহে।

সুতরাং ভক্তিভাবকে প্রাকৃত স্থায়িভাব রূপে পরিগণন করা চলে না। উহা অপ্রাকৃত, অলৌকিক। ভক্তিভাবের অলৌকিকত্ব আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্ত সূত্রের উপর স্বরচিত গোবিন্দভাষ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছেন—

'হ্লাদিনীসার-সমবেতসংবিদ্রূপা ভক্তিঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ, ইতরথা ভগবদ্বশীকারহেতুরসৌ ন স্যাৎ।' (গোবিন্দভাষ্য, ৩ অঃ, ৪ পা, পৃঃ ২৪৭)

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য

রস চিদানন্দের আস্বাদন স্বরূপ বলিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে, হৃদয়গ্রাহ্য। রসের স্বরূপ তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, উহা উপলব্ধি করিয়া জানিতে হয়। সেইজন্য কোন রসের অসাধারণ্য বা অলৌকিকত্ব কোথায় ও কতটুকু তাহা অনুভূতির মানদণ্ডে বিচার করিয়া লইতে হইবে, কেবল তর্কপথ অনুসরণ করিলে বিফলকাম হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রী রূপ গোস্বামী বলেন যে কৃষ্ণবিষয়িণী রতি বিভাবাদির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ভক্তিরসে পরিণত হয়।[১]

এই কৃষ্ণ বিষয়িণী রতিই ভক্তিরসের অদ্বিতীয় স্থায়িভাব। শুভ্র তপনরশ্মি বর্ণাঢ্য কাঁচের সংস্পর্শে যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ উক্ত রতি ভক্তরূপ-পাত্র-বৈশিষ্ট্য বশতঃ সখ্য, দাস্য, মধুর, হাস্য, করুণ ইত্যাদি বিভিন্ন রসরূপে প্রতীয়মান হয়।

[(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ, ২।৫।৭)]

এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বৈষ্ণব আলংকারিকগণের উক্ত সিদ্ধান্ত অভিনব নহে। অগ্নিপুরাণ ও ভোজের শৃঙ্গারপ্রকাশে বর্ণিত রসতত্ত্বের সহিত উহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যদিও ইহা আপাত মাত্র। অগ্নিপুরাণে রস বিষয়ে বলা হইয়াছে[২] যে যিনি অক্ষয়, পরম ব্রহ্ম, সনাতন, অজ ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর, যাঁহাকে বেদান্তে চৈতন্য জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে, তাঁহার সহজ আনন্দ কখন কখনও অভিব্যক্ত হয়। আনন্দের এই অভিব্যক্তি চৈতন্য, চমৎকার বা রস আখ্যা লাভ করে। তাহার যাহা প্রথম বিকার তাহাকে অহংকার বলা হয়। সেই অহঙ্কার হইতে অভিমান উদিত হয়, অভিমানে সমগ্র ভুবন মগ্ন হইয়া আছে। অভিমান হইতে রতির সৃষ্টি। এই রতি ব্যভিচারিভাব ইত্যাদির সংযোগে

১। অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে ॥ ৪
সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা।
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ ॥ ৫
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ৬
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ১ লহরী।

২। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম সনাতনমজং বিভুম্।
বেদান্তেষু বদন্ত্যেকং চৈতন্যং জ্যোতিরীশ্বরম্ ॥ ১
আনন্দঃ সহজস্তস্য ব্যজ্যতে স কদাচন।
ব্যক্তিঃ সা তস্য চৈতন্যচমৎকাররসাহ্বয়া ॥ ২
আদ্যস্তস্য বিকারো যঃ সোঽহংকার ইতি স্মৃতঃ।
ততোঽভিমানস্তত্রেদং সমাপ্তং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩

পরিপোষ লাভ করিয়া শৃঙ্গার আখ্যা লাভ করে। হাস্য প্রভৃতি এই শৃঙ্গারের প্রকাশ। হাস্য প্রভৃতি রস পরমাত্মার সত্ত্বাদি গুণসন্তান হইতে উৎসারিত হইয়া বিশিষ্ট স্থায়িকে অবলম্বন করিয়া থাকে ও বিভাবাদির সহযোগে পরিপুষ্ট হয়।

অগ্নিপুরাণে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে উভয়ত্র অলৌকিক রতিকে সকল রসের মূল প্রকৃতি বলা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে অলৌকিক রতির পরিণতি শৃঙ্গারাভিধ রস, বৈষ্ণব শাস্ত্রে উহা ভক্তিরসাখ্য। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত অলৌকিক রতি পরমাত্মার সত্ত্বাদিগুণসম্ভূত হইলেও উহা তাঁহার হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তির সারভূতা নহে। শ্রীভগবানের আনন্দচৈতন্য-সত্তার অভিব্যক্তিজাত অহঙ্কার হইতে প্রসূত যে অভিমান তাহারই বিকৃতি এই রতি। লৌকিক জগতের সহিত সম্পর্কহীন বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা যায়, কিন্তু ভক্তিরসের স্থায়িস্বরূপ কৃষ্ণরতি যে পর্যায়ে অলৌকিক ইহা সেই পর্যায়ে নহে। পরমাত্ম-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী এই কৃষ্ণরতি বা ভক্তিকে বলিয়াছেন শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির সারস্বরূপা যে হ্লাদিনী নামক বৃত্তি তাহারই সারভূত বৃত্তিবিশেষ।[১]

ভক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তির সারভূতা বলিয়া উহার আধার ভক্ত ও আধেয় শ্রীভগবান। সূর্যের রশ্মির ন্যায় জীব ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[২] পরমানন্দময় শ্রীভগবান আনন্দাত্মিকা হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তিকে জীবে সঞ্চারিত করিয়া নিত্য বিরাজ করেন।[৩] ভক্তি বা কৃষ্ণরতি এই ঐশ্বরী শক্তির সার স্বরূপ। সুতরাং এই বিশেষ রতি শুধু অলৌকিক নহে, দিব্যস্বভাবাপন্ন। কৃষ্ণরতিসম্ভূত ভক্তিরসের অলৌকিকত্বের ইহা একটি হেতু। এইরূপ অলৌকিকত্ব অগ্নিপুরাণে বর্ণিত রতিসম্ভূত শৃঙ্গারাখ্য রসে সম্ভব নহে।

ধারাধিপতি ভোজ যে অভিনব রসতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহার সহিত বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের আপাত সাদৃশ্য অনুভূত হয়। ভোজ শৃঙ্গারপ্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণ নামক গ্রন্থে শৃঙ্গার রসকেই একমাত্র মুখ্য রস বলিয়াছেন।[৪] বৈষ্ণব আলংকারিকগণও

অভিমানাদ্ রতিঃ সা চ পরিপোষমুপেযুষী।
ব্যভিচার্য্যাদিসামান্যাৎ (সংযোগাৎ) শৃঙ্গার ইতি গীয়তে ॥ ৪
তদ্ভেদাঃ কামমিতরে হাস্যাদ্যা অপ্যনেকশঃ।
স্ব-স্বস্থায়ি-বিশেষোঽত্থ (বোৎথ) পরিঘোবলক্ষণাঃ ॥ ৫
সত্ত্বাদিগুণসন্তানাজ্ জায়ন্তে পরমাত্মনঃ। অধ্যায়, ৩৩৯

১। পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ, সা চ রত্যপরপর্য্যায়া। ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্বদা তিষ্ঠতি। পরমাত্মসন্দর্ভ, পৃঃ ২৭৪।

২। সর্ব্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধজীবানামপি আত্মা পরমাত্মা ইতি জ্ঞেয়ম্। রশ্মিস্থানীয়ানাং জীবানাং সূর্য্যস্থানীয়ত্বাৎ তস্য।
ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৪৬৮।

৩। তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বরূপানন্দনী স্বরূপশক্তি র্যা হ্লাদিনীনাম্নী বর্ত্ততে........তাং চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে।
ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫২৩।

৪। শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতরৌদ্রহাস্য-
বীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষু দশ রসান্ সুধিয়ো, বয়ং তু
শৃঙ্গারমেব রসনাদ্ রসমামনামঃ ॥ শৃঙ্গারপ্রকাশ, ১ম প্রকাশ।

ভক্তিকেই একমাত্র রস বলিয়াছেন। ভোজের মতে শৃঙ্গার রস কাব্যে বিদ্যমান থাকিলে কাব্য সহৃদয়াহ্লাদী হইয়া ওঠে। এই শৃঙ্গার লৌকিক শৃঙ্গার হইতে ভিন্ন। ইহা জীবের অন্তরাত্মার ধর্ম ও আত্মার গুণসমুদায়ের উদ্ভেদের একমাত্র ঘটক।[১] ইহা অভিমান ও অহঙ্কারের সমপর্যায়ক। এই শৃঙ্গার বা অভিমান বা অহঙ্কার বিচিত্র ভাবের সংস্পর্শে বৈচিত্র্যান্বিত হইয়া বিভিন্ন রসে পরিণত হয় এবং পুনরায় সকল রসগুলি একটি প্রেমরসে বিলীন হইয়া যায়। এ বিষয়ে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় পূর্বকোটিতে যাহা আন্তরবৃত্তি বা আন্তর ধর্ম তাহাকেই পাই অন্তিম অবস্থায় শুধু প্রকর্ষাধিগমে রূপান্তরিত ভাবে। বস্তুতঃ আত্মাভিমান ও আত্মপ্রেমে কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ ভক্তিরসকে শুধু রসশাস্ত্রে প্রাধান্য দেন নাই, তাহাকেই একমাত্র রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে রস লোকোত্তরচমৎকারস্বরূপ বলিয়া ঈশ্বরবিষয়িণী রতির চর্বণানিষ্পন্ন ভক্তিরসই একমাত্র রসপদবীবাচ্য—বস্তুতঃ প্রাকৃত রস নাই। স্বরচিত মুক্তাফল গ্রন্থের হেমাদ্রির নামে প্রচলিত কৈবল্যদীপিকা টীকায় স্বয়ং বোপদেব বলিয়াছেন যে জানকী রামভদ্রাদিতে শুধু রতি প্রমুখ ভাব আছে, রসত্ব নাই, কারণ, রস লোকোত্তরচমৎকারস্বরূপ।[২] যেরূপ একই স্ফটিক নীল, পীত ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের সংস্পর্শে নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ রতি শোক, হাস ইত্যাদি বিচিত্র উপাধির সাহচর্যে অদ্বিতীয় ভক্তিরস মধুর, করুণ, হাস্য ইত্যাদি বিভিন্ন রসরূপে প্রতীয়মান হয়। কৈবল্যদীপিকার অন্যত্র বোপদেব এই কথাই বলিয়াছেন—'ভক্তিরস এব রসস্যাদিরূপেণ নবধা অনুভূয়তে'। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও ভক্তিরসের অদ্বিতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছেন—স্বভাবতঃ কঠিনাত্মক চিত্ত কামক্রোধাদির সংস্পর্শে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দ্রবীভূত চিত্তে পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হন। এই স্থায়িভাবের আস্বাদস্বরূপ যে রস তাহাই ভক্তিরস।[৩] সুতরাং একমাত্র ভক্তিরসই অখণ্ড অলৌকিকচমৎকারসার। ইহাই চিত্তদ্রুতির নিমিত্তের ভেদবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।[৪] অর্থাৎ ভক্তিরসই সর্ব রসের মূল প্রকৃতি, শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি রস ইহার বিকৃতি মাত্র।

১। রসোঽভিমানোঽহংকারঃ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে।
যোঽর্থঃ তস্যান্বয়াৎ কাব্যং কমনীয়ত্বমশ্নুতে॥ ১
বিশিষ্টাদৃষ্টজন্মায়ং জন্মিনামন্তরাত্মসু।
আত্মসম্যগ্‌গুণোদ্ভূতেরেকো হেতুঃ প্রকাশতে॥ ২ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পঞ্চমপরিচ্ছেদ।

২। অনুকার্যেষু হি জানকীরামভদ্রাদিষু রত্যাদিমাত্রং ন তু রসত্বম্। তস্য লোকোত্তরচমৎকাররূপত্বাৎ।
মুক্তাফল, ১১।১ শ্লোকের টীকা।

৩। ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকাররসতামেতি পুষ্কলম্॥ ভক্তিরসায়ন, ১।১০।

৪। চিত্তদ্রুতেঃ কারণানাং ভেদাদ্ ভক্তিস্তু ভিদ্যতে॥ ঐ, ২।২।

পরিপোষ লাভ করিয়া শৃঙ্গার আখ্যা লাভ করে। হাস্য প্রভৃতি এই শৃঙ্গারের প্রকাশ। হাস্য প্রভৃতি রস পরমাত্মার সত্ত্বাদি গুণসন্তান হইতে উৎসারিত হইয়া বিশিষ্ট স্থায়িকে অবলম্বন করিয়া থাকে ও বিভাবাদির সহযোগে পরিপুষ্ট হয়।

অগ্নিপুরাণে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে উভয়ত্র অলৌকিক রতিকে সকল রসের মূল প্রকৃতি বলা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে অলৌকিক রতির পরিণতি শৃঙ্গারাবিধ রস, বৈষ্ণব শাস্ত্রে উহা ভক্তিরসাখ্য। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত অলৌকিক রতি পরমাত্মার সত্ত্বাদিগুণসম্ভূত হইলেও উহা তাঁহার হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তির সারভূতা নহে। শ্রীভগবানের আনন্দচৈতন্য-সত্তার অভিব্যক্তিজাত অহঙ্কার হইতে প্রসূত যে অভিমান তাহারই বিকৃতি এই রতি। লৌকিক জগতের সহিত সম্পর্কহীন বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা যায়, কিন্তু ভক্তিরসের স্থায়িস্বরূপ কৃষ্ণরতি যে পর্যায়ে অলৌকিক ইহা সেই পর্যায়ে নহে। পরমাত্ম-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী এই কৃষ্ণরতি বা ভক্তিকে বলিয়াছেন শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির সারস্বরূপা যে হ্লাদিনী নামক বৃত্তি তাহারই সারভূত বৃত্তিবিশেষ।[১]

ভক্তি ভগবানের স্বরূপ শক্তির সারভূতা বলিয়া উহার আধার ভক্ত ও আধেয় শ্রীভগবান। সূর্যের রশ্মির ন্যায় জীব ঈশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[২] পরমানন্দময় শ্রীভগবান আনন্দাত্মিকা হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তিকে জীবে সঞ্চারিত করিয়া নিত্য বিরাজ করেন।[৩] ভক্তি বা কৃষ্ণরতি এই ঐশ্বরী শক্তির সার স্বরূপ। সুতরাং এই বিশেষ রতি শুধু অলৌকিক নহে, দিব্যস্বভাবাপন্ন। কৃষ্ণরতিসম্ভূত ভক্তিরসের অলৌকিকত্বের ইহা একটি হেতু। এইরূপ অলৌকিকত্ব অগ্নিপুরাণে বর্ণিত রতিসম্ভূত শৃঙ্গারাখ্য রসে সম্ভব নহে।

ধারাধিপতি ভোজ যে অভিনব রসতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহার সহিত বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের আপাত সাদৃশ্য অনুভূত হয়। ভোজ শৃঙ্গারপ্রকাশ ও সরস্বতীকণ্ঠা-ভরণ নামক গ্রন্থে শৃঙ্গার রসকেই একমাত্র মুখ্য রস বলিয়াছেন।[৪] বৈষ্ণব আলংকারিকগণও

অভিমানাদ্ রতিঃ সা চ পরিপোষমুপেয়ুষী।
ব্যভিচার্য্যাদিসামান্যাৎ (সংযোগাৎ) শৃঙ্গার ইতি গীয়তে ॥ ৪
তদ্ভেদাঃ কামমিতরে হাস্যাদ্যা অপ্যনেকশঃ।
স্ব-স্বস্থায়ি-বিশেষোহথ (যোৎথ) পরিঘোষলক্ষণাঃ ॥ ৫
সত্ত্বাদিগুণসন্তানাজ্ জায়ন্তে পরমাত্মনঃ। অধ্যায়, ৩৩৯

১। পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ, সা চ রত্যপরপর্য্যায়া। ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্বদা তিষ্ঠতি। পরমাত্মসন্দর্ভ, পৃঃ ২৭৪।

২। সর্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধজীবানামপি আত্মা পরমাত্মা ইতি জ্ঞেয়ম্। রশ্মিস্থানীয়ানাং জীবানাং সূর্য্যস্থানীয়ত্বাৎ তস্য।
ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৪৬৮।

৩। তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বরূপানন্দনী স্বরূপশক্তি র্যা হলাদিনীনাম্নী বর্ত্ততে.........তাং চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে।
ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫২৩।

৪। শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতরৌদ্রহাস্য-
বীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষু দশ রসান্ সুধিয়ো, বয়ং তু
শৃঙ্গারমেব রসনাদ্ রসমামনামঃ ॥ শৃঙ্গারপ্রকাশ, ১ম প্রকাশ।

ভক্তিকেই একমাত্র রস বলিয়াছেন। ভোজের মতে শৃঙ্গার রস কাব্যে বিদ্যমান থাকিলে কাব্য সহৃদয়াহ্লাদী হইয়া ওঠে। এই শৃঙ্গার লৌকিক শৃঙ্গার হইতে ভিন্ন। ইহা জীবের অন্তরাত্মার ধর্ম ও আত্মার গুণসমুদায়ের উদ্ভেদের একমাত্র ঘটক।[১] ইহা অভিমান ও অহঙ্কারের সমপর্যায়ক। এই শৃঙ্গার বা অভিমান বা অহঙ্কার বিচিত্র ভাবের সংস্পর্শে বৈচিত্র্যান্বিত হইয়া বিভিন্ন রসে পরিণত হয় এবং পুনরায় সকল রসগুলি একটি প্রেমরসে বিলীন হইয়া যায়। এ বিষয়ে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় পূর্বকোটিতে যাহা আন্তরবৃত্তি বা আন্তর ধর্ম তাহাকেই পাই অন্তিম অবস্থায় শুধু প্রকর্ষাধিগমে রূপান্তরিত ভাবে। বস্তুতঃ আত্মাভিমান ও আত্মপ্রেমে কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ ভক্তিরসকে শুধু রসশাস্ত্রে প্রাধান্য দেন নাই, তাহাকেই একমাত্র রসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে রস লোকোত্তরচমৎকারস্বরূপ বলিয়া ঈশ্বরবিষয়িণী রতির চর্বণানিষ্পন্ন ভক্তিরসই একমাত্র রসপদবীবাচ্য—বস্তুতঃ প্রাকৃত রস নাই। স্বরচিত মুক্তাফল গ্রন্থের হেমাদ্রির নামে প্রচলিত কৈবল্যদীপিকা টীকায় স্বয়ং বোপদেব বলিয়াছেন যে জানকী রামভদ্রাদিতে শুধু রতি প্রমুখ ভাব আছে, রসত্ব নাই, কারণ, রস লোকোত্তরচমৎকারস্বরূপ।[২] যেরূপ একই স্ফটিক নীল, পীত ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের সংস্পর্শে নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণ ধারণ করে সেইরূপ রতি শোক, হাস ইত্যাদি বিচিত্র উপাধির সাহচর্যে অদ্বিতীয় ভক্তিরস মধুর, করুণ, হাস্য ইত্যাদি বিভিন্ন রসরূপে প্রতীয়মান হয়। কৈবল্যদীপিকার অন্যত্র বোপদেব এই কথাই বলিয়াছেন—'ভক্তিরস এব রসস্যাদিরূপেণ নবধা অনুভূয়তে'। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও ভক্তিরসের অদ্বিতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছেন—স্বভাবতঃ কঠিনাত্মক চিত্ত কামক্রোধাদির সংস্পর্শে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দ্রবীভূত চিত্তে পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হন। এই স্থায়িভাবের আস্বাদস্বরূপ যে রস তাহাই ভক্তিরস।[৩] সুতরাং একমাত্র ভক্তিরসই অখণ্ড অলৌকিকচমৎকারসার। ইহাই চিত্তদ্রুতির নিমিত্তের ভেদবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।[৪] অর্থাৎ ভক্তিরসই সর্ব রসের মূল প্রকৃতি, শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি রস ইহার বিকৃতি মাত্র।

১। রসোঽভিমানোঽহংকারঃ শৃঙ্গার ইতি গীয়তে।
যোঽর্থঃ তস্যান্বয়াৎ কাব্যং কমনীয়ত্বমশ্নুতে॥ ১
বিশিষ্টাদৃষ্টজন্মায়ং জন্মিনামন্তরাত্মসু।
আত্মসম্যগ্‌ গুণোদ্ভূতেরেকো হেতুঃ প্রকাশতে॥ ২ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, পঞ্চমপরিচ্ছেদ।

২। অনুকার্যেষু হি জানকীরামভদ্রাদিষু রত্যাদিমাত্রং ন তু রসত্বম্। তস্য লোকোত্তরচমৎকাররূপত্বাৎ। মুক্তাফল, ১১।১ শ্লোকের টীকা।

৩। ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকাররসতামেতি পুষ্কলম্॥ ভক্তিরসায়ন, ১।১০।

৪। চিত্তদ্রুতেঃ কারণানাং ভেদাদ্ ভক্তিস্তু ভিদ্যতে॥ ঐ, ২।২।

ভোজদেব যেরূপ রসের ক্রমবিবর্তন স্বীকার করিতেন বৈষ্ণব ভক্তিরসবাদিগণও সেইরূপ রসের ক্রমবিবর্তন মানিতেন। ভোজের মতে আত্মাভিমানই ক্রমবিবর্তনের দ্বারা আত্মপ্রেমরসে পরিণত হয়। বৈষ্ণব রসকর্তৃগণের মতেও কৃষ্ণরতিই বৈধীভক্তি, রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তির ত্রিবিধ স্তরের ক্রম প্রকর্ষ লাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমরসে পরম পরিণতি লাভ করে। কৃষ্ণরতিরই পরিপক্ক রূপান্তর কৃষ্ণপ্রেম।

ইহা অনস্বীকার্য যে ভোজের রসতত্ত্ব ও বৈষ্ণব রসতত্ত্বের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহা শুধু আপাত সাদৃশ্য, বস্তুতঃ উভয় রসতত্ত্বের মূলে এক বিশাল ব্যবধান রহিয়াছে। ভোজের আত্মাভিমান বা আত্মরতি হইতে বৈষ্ণব রসকর্তার কৃষ্ণরতি সম্পূর্ণ পৃথক। কৃষ্ণরতি ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সারভূত বৃত্তিবিশেষ বলিয়া দিব্যস্বভাবাপন্ন ও মুক্তজীবের আস্বাদ্য। ভোজের আত্মাভিমান প্রকৃতির বিকার অর্থাৎ আন্তর ধর্ম বলিয়া বদ্ধ জীবের আস্বাদনার্হ। আত্মাভিমানের অভিব্যক্তিরূপ যে প্রেমরস তাহাও বদ্ধজীবের অনুভবগম্য বলিয়া প্রাকৃতিক বা লৌকিক, বৈষ্ণবের কৃষ্ণরতি অপ্রাকৃত আন্তর বৃত্তি বলিয়া তাহার পরম পরিণতি স্বরূপ যে কৃষ্ণপ্রেম বা ভক্তিরস তাহার অলৌকিকত্বে[১] সন্দেহের অবকাশ নাই। ভক্তিরস অলৌকিক বলিয়া প্রাকৃত জন ইহা আস্বাদন করিতে পারে না। যাহাদের চিত্ত জন্মান্তর হইতে বাসনারূপে স্থির ভক্তির স্পর্শে সর্বদোষনির্মুক্ত হইয়া প্রসন্ন ও উজ্জ্বল হইয়াছে ও যাহারা ভগবানের চরণকে একমাত্র শরণ করিয়াছেন তাহারাই এই রসের একমাত্র অধিকারী।[২]

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী যে রসতত্ত্ব কল্পনা করিয়াছেন তাহা ভক্তিরসের অপ্রাকৃতত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাঁহার মতে ভক্তিভাব বা ভাগবতী প্রীতি চিত্তের ভগবদাকারতা বা ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যোপলব্ধি।[৩] ভগবদাকারতাই ভক্তিরসে পর্যবসিত হয়।

১। সংস্কৃত আলংকারিকগণ রসকে অলৌকিক অনুভূতিরূপে বর্ণনা করেন। এস্থলে অলৌকিক শব্দের অর্থ যাহা লৌকিক প্রমাণগ্রাহ্য নহে। রস ব্রহ্মাস্বাদ তুল্য। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার যেরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাতীত ও যোগিহৃদয়সংবেদ্য, রসানুভূতিও সেইরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাগোচর ও সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য। সুতরাং অলৌকিক শব্দের তাৎপর্য লৌকিকোত্তর ভূমির অনুভূতি এইরূপ নহে, কারণ, সামাজিকগত রত্যাদি বাসনার চর্বণাই রস। ভক্তিরস প্রসঙ্গে যে অলৌকিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহার অর্থ শুধু লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাগোচর নহে, লোকোত্তর ভূমির অনুভূতিও। কারণ ভক্তিরসের স্থায়ী যে কৃষ্ণরতি তাহা রতি শোক হাসাদির ন্যায় সহৃদয় সামাজিকের আন্তর ধর্মমাত্র নহে, উহা ভগবানের হলাদিনী নাম্নী স্বরূপ শক্তির সারভূতা বৃত্তিবিশেষ। উহা লোকোত্তর, অতএব উহার আস্বাদন বা রসানুভূতি যে অলৌকিক বা লোকোত্তর তাহাতে সন্দেহ নাই।

২। প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ভক্তি-নির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিনাম্॥ জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তি-সুখ-শ্রিয়াম্। প্রেমান্তরঙ্গ-ভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥ ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা। রতিরানন্দ-রূপৈব...

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ১ম লহরী, ৭—৯।

৩। দ্রুতে চিত্তে প্রবিষ্টা যা গোবিন্দাকারতা স্থিরা। সা ভক্তিরিত্যভিহিতা... ॥ ভক্তিরসায়ন, ২।১।

ভক্তিভাবে রজস্তমোগুণের লেশমাত্র নেই যেহেতু উহার বিষয় লৌকিক নহে। ভক্তের চিত্ত যখন রজস্তমোগুণনির্মুক্ত হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিরাজ করে তখন সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া ভক্তিরসের স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হন। সুতরাং ভক্তিরস শুধু অপ্রাকৃত নহে, উহা অসাধারণ। ইহা নিরতিশয় অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের আকর। লৌকিক রসে জড় বিষয়ের সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট চিদানন্দের স্ফুরণ হয় তাই রসাস্বাদনসম্ভূত আনন্দ পরিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ। ভক্তিরসে আনন্দময় ভগবানের স্ফুরণ হয় বলিয়া ভক্তিরসাস্বাদনসম্ভূত আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ।[১]

শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিরসের সহিত ইতর রসের ভেদটি আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভক্তি স্বরূপতঃ হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ বলিয়া উহার স্বকীয় স্বাদ বা আনন্দ আছে। ইহা আনন্দাত্মিকা কৃষ্ণরতিস্বরূপা হওয়ায় এতজ্জন্য আনন্দ ইতর রসের আনন্দ হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক। লৌকিক রসে যে আনন্দ আছে তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিণামে দুঃখে পর্যবসিত হয়, ভক্তিরসের আনন্দ অশেষ সুখতরঙ্গসুধাকর ব্রহ্মানন্দ হইতেও প্রশস্ততর।[২]

অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে কবি কর্ণপুর গোস্বামী রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেমরস বা ভক্তিরসকে অপ্রাকৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম কিরণে তিনি বলিয়াছেন যে রস প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও আভাস এই ভেদানুসারে ত্রিবিধ। লৌকিক মাধবাদিনিষ্ঠ মালতীর রস প্রাকৃত, রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ রস অপ্রাকৃত ও অনৌচিত্যপ্রবর্তিত রস আভাস।[৩]

রাধাকৃষ্ণের প্রেম রস অপ্রাকৃত বলিয়া প্রাকৃতজননিষ্ঠ পরোঢ়রমণীরতি প্রভৃতি যে আন্তরবৃত্তি অনৌচিত্য প্রবর্তিত বলিয়া গৃহীত হয় তাহাই শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ হইয়া পরম মধুররসরূপে আদৃত হইয়া থাকে।[৪] এই অপ্রাকৃতত্বই ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য।

ভক্ত হৃদয়ে রসাভিব্যক্তির অন্তরালস্থিত রহস্যটি অনুধাবন করিতে পারিলে ভক্তিরসের অপ্রাকৃতত্ব সহজে প্রমাণিত হইয়া যায়। পরব্রহ্ম রসস্বরূপ 'রসো বৈ সঃ'। তিনি

১। অতস্তদেব ভাবত্বং মনসি প্রতিপদ্যতে।
কিঞ্চিন্ন্যূনাং চ রসতাং যাতি জাড্যবিমিশ্রণাৎ॥ ভক্তিরসায়ন, ১।১৩।

অনবচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণাদ্ অত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য, লৌকিকরসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনতৈব। তস্মাৎ ভক্তিরস এব লৌকিকরসানুপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ।
ভক্তিরসায়ন-টীকা, প্রথম উল্লাস, পৃঃ ৩৯।

২। লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব বস্তুবিচারে দুঃখপর্য্যবসায়িত্বাৎ। প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৬০।
ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষসুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাদধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব।
প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৬৩।

৩। প্রাকৃতাপ্রাকৃতাভাসভেদাদেষ ত্রিধা মতঃ। অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৭২।
এষ রসঃ প্রাকৃতো লৌকিকো মালতীমাধবাদিনিষ্ঠঃ, অপ্রাকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠঃ আভাসস্ত্বনৌচিত্যপ্রবর্ত্তিতঃ।
পৃঃ ১৩১।

৪। অপ্রাকৃতে তু পরোঢ়রমণীরতিরেব সর্বোত্তমতয়া ভূয়সী শ্রূয়তে, ন তস্যামনৌচিত্যপ্রবর্ত্তিতত্বম্, অলৌকিকত্বসিদ্ধের্ভূষণমেব ন তু দূষণম্। অলঙ্কারকৌস্তুভ, পঞ্চম কিরণ, পৃঃ ১৩৩।

অনন্ত রসসবৈচিত্র্য, অনন্ত ভগবত্তাবৈচিত্র্য, অনন্ত সৌন্দর্যমাধুর্যবৈচিত্র্য, অনন্ত ঐশ্বর্য-বৈচিত্র্য ও অনন্ত কল্যাণগুণ বৈচিত্র্যের আধার। তাঁহার এই শক্তির সৌন্দর্যের, মাধুর্যের, ঐশ্বর্যের, কল্যাণ গুণের, ভগবত্তার ও রসতত্ত্বের পূর্ণতম বিকাশই শ্রীকৃষ্ণ। রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য এতই অধিক যে তাহা বর্ণনার অতীত, শুধু অনুভববেদ্য। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর, তাতে যেই মুখ-সুধাকর। মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, তার যেই স্মিতজ্যোৎস্না-ভাব॥

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে মধুর, তাহা হইতে অতি সুমধুর। আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে, দশদিকে বহে যার পুর॥

চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের বিশেষ বিবরণ, ২৷২১ ১১৬-৭।

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণনা করিতে শুধু মধুর শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছেন, উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পান নাই। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের এক অনির্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি আছে যাহা কেবল অন্যকে আকর্ষণ করে না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত আস্বাদন লোভে চঞ্চল করিয়া তুলে। তাই আনন্দ স্বরূপ, রসস্বরূপ, পরম মধুর শ্রীকৃষ্ণ আপন স্বরূপ আস্বাদনের জন্য লীলা প্রবর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ রসরূপে আস্বাদ্য ও রসিক শেখররূপে রসের আস্বাদকও। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপরায়ণ, লীলাপুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে যেরূপ অনির্বচনীয় অসমোর্দ্ধ মাধুর্যের স্ফুরণ হয় অন্য কোন ভগবৎস্বরূপের লীলায় তদ্রূপ হয় না।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নররূপ কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥ (২৷২১৷৮৩)

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই নরলীলায় স্বরূপশক্তির সহায়তায় স্বীয় রস স্বরূপ আস্বাদন করিয়া স্বরূপানন্দ লাভ করেন। হ্লাদিনীই তাঁহার আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। এই শক্তি যদিও তাঁহার স্বরূপশক্তি তথাপি যতক্ষণ উহা তাঁহাতে অবস্থিত থাকে ততক্ষণ উহা আস্বাদনচমৎকারিতা সৃজন করিতে পারে না, যেমন অগ্নি যতক্ষণ দাহ্যকে অবলম্বন করিতে না পারে ততক্ষণ তাঁহার আলোক দীপ্তির প্রকাশ অসম্ভব। হ্লাদিনী শক্তি ভক্তহৃদয়কে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদনচমৎকারিতা সৃষ্টি করে। রসাস্বাদনের নিমিত্ত পরশ-ব্যাকুল রসিকশিরোমণি রাধিকারমণ আনন্দাত্মিকা হ্লাদিনী শক্তিকে সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। সঞ্চারিত এই হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি ভক্ত হৃদয়ে প্রীতিতে পরিণত হইয়া পরমাস্বাদনচমৎকারিতা লাভ করে।[১]

১। তস্যাঃ হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবত্-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭২৩।

ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত এই হ্লাদিনী অনন্ত বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া ভগবানের আনন্দ বিধান করে। এইরূপে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলার ব্যপদেশে ভক্ত হৃদয়ে যে প্রীতি রস স্ফুরিত হয় তাহাই ভক্তিরসাভিধেয়। এই রস যে ইতররসবিলক্ষণ তাহাতে কি সন্দেহ করিতে পারা যায়? ইতর রস জীবের আনন্দবিধায়ক, ভক্তিরস শুধু জীবের নহে, স্বয়ং ভগবানেরও আনন্দ বিধায়ক। ইহাই ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য। ইহাই ভক্তিরসের অপ্রাকৃতত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভক্তি ভাবের প্রকারভেদ

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের লোকাতীত মাধুর্য আস্বাদনে বিগলিত চিত্ত ভক্তের স্বতঃ উৎসারিত ভাগবতী প্রীতি ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তি যদিও স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন তথাপি অধিকারী ও মার্গভেদে উহা বহুরূপে প্রতিভাত হয়। স্বর্ণকে কটক, কুণ্ডল, কেয়ুর, কঙ্কন ইত্যাদি বিবিধ অলঙ্কারে পরিণত করিলেও, স্বর্ণ যেরূপ স্বর্ণই থাকিয়া যায়, তাহার যথার্থ কোন পরিবর্তন হয় না, সেইরূপ ভক্তিকে সাধকগণ বিচিত্র রূপে বিশ্লেষিত করিলেও তাহার ঈশ্বর প্রেমরূপ স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। ভক্তিতে যে বিচিত্র প্রকার ভেদ কল্পনা করা হয়, তাহা আরোপিত, স্বাভাবিক নহে।

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

চতুর্বিধাঃ ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভারতর্ষভ ॥ ৭।১৩

অর্থাৎ ভক্তি চতুর্বিধ, আর্তি ভক্তি, জিজ্ঞাসা ভক্তি, অর্থার্থিতা ভক্তি ও জ্ঞান ভক্তি। এই ভক্তির মধ্যে জ্ঞানভক্তিই সর্বোত্তমা।

শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধ ভক্তির উল্লেখ আছে :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণো ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ৭।৫।২৩—২৪

গোবিন্দ দাস একটি নাম কীর্তনের পদে এই নববিধ ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রবণ কীর্তন— স্মরণ বন্দন
পাদসেবন দাসীরে।
স্বজন সখীজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাসী রে ॥

পঞ্চরাত্র পরম সংহিতায় অষ্টবিধ ভক্তির কথা পাওয়া যায়—

অষ্টাঙ্গা ভক্তি রুদ্দিষ্টা বিষ্ণোরস্য বিশেষতঃ ॥ ৭১
যামবাপ্য পরাং সিদ্ধিমচিরেণাধিগচ্ছতি।
দেবস্যারাধনং নিত্যং সময়স্য চ রক্ষনম্ ॥ ৭৩

বৈষ্ণবস্য চ বিশ্বাসঃ পূজায়ামাদরো মহান্।
স্বয়মারাধনে যত্নঃ তৎকথা-শ্রবণাদয়ঃ ॥ ৭৪
পরবাধাস্বনাস্থা চ তৎপূজানুপজীবনম্।
ইত্যেষাষ্টবিধা ভক্তির্বিদ্যতে যস্য দেহিনঃ ৭৫
য ইদং শৃণুয়াৎ তন্ত্রং স চেদং বক্তুমর্হতি ॥ (চতুর্থ অধ্যায়)।

শ্রীরূপ গোস্বামী যে ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ১ লহরী ১১)

অর্থাৎ সর্ববিধ অভিলাষ বর্জিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে আনুকূল্য বিশিষ্ট কোন কিছু করিবার প্রয়াসই ভক্তি, তাহা হইতে মনে হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ ভক্তিকে দ্বিবিধ মনে করিতেন, সোপাধিকী ও নিরুপাধিকী। উপাধিবিশিষ্ট ভক্তি সোপাধিকা বা গৌণী এবং উপাধিহীনা ভক্তি নিরুপাধিকী বা মুখ্যা। নিরুপাধিকী শব্দের অর্থ জ্ঞান, অভিলাষ ইত্যাদির সহিত সকল সম্পর্ক বর্জিত। এইরূপ ভক্তিকে রূপ গোস্বামী উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকগণ বলেন, ফললাভেচ্ছাযুক্তা ভক্তি সকামা ও তাদৃশ ইচ্ছারহিতা ভক্তি নিষ্কামা। সকামা ভক্তিতে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। গীতোক্ত আর্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তি এইরূপ ভক্তির অধিকারী। সকামা ভক্তিতে রজঃ ও তমঃ গুণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটিলে উহা নিষ্কামা ভক্তিতে পরিণত হয়। সকামা ভক্তির দ্বারা অধিকারী স্বর্গাদিফল লাভ করেন ও নিষ্কামা ভক্তির দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। কর্মের সহিত ভক্তি মিশ্রিতা হইলে উহা কর্মমিশ্রা, যোগের সহিত মিশ্রিতা হইলে যোগমিশ্রা ও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা হইলে জ্ঞানমিশ্রা সংজ্ঞা লাভ করে। কর্মমিশ্রা ভক্তির ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে, যোগমিশ্রা ভক্তির ফলে পরমাত্ম সাক্ষাৎকার ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফলে মুক্তি প্রাপ্তি হয়। কর্মমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত নিষ্কাম কর্ম সাক্ষাৎরূপে ভক্তি না হইলে চিত্তশুদ্ধিসম্পাদনহেতু উহাতে ভক্তিত্বের আরোপ হয় বলিয়া উহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। যোগমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আসন প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আত্মৈক্য-জ্ঞান সাক্ষাৎরূপে ভক্তি না হইলেও ভক্তির সঙ্গবশতঃ সিদ্ধ হয় বলিয়া উহাদের সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। এই বিষয়টী ভক্তিসন্দর্ভে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী অধিকারী ভেদে ভক্তিকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা। ভগবৎপ্রেমের প্লাবনে যাহাদের চিত্ত প্লাবিত হয় নাই, তাঁহারাও ভগবদুদ্দেশ্যে অর্পণ, দান ইত্যাদির নিয়ত অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তিমান্ হইয়া উঠে। এই ভক্তি আরোপসিদ্ধা। চিত্তে ভক্তি স্বতঃ স্ফুরিত না হইলেও ভক্তির পরিকর (অঙ্গ) ভাবে জ্ঞান ও কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে সেই ভক্তি সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। চিত্তে

যে কোন ভাবে ভক্তি স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হইলে ভক্তিভাবের সহিত অব্যভিচারী ও সাক্ষাৎভাবে ভগবদানুগত্য প্রকাশকারী ভগবন্নাম শ্রবণ কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, কারণ ইহা চিত্তে স্বতঃ স্ফুরিত হয়। এই ত্রিবিধা ভক্তির মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি অন্যসাপেক্ষ বলিয়া সকৈতবা অর্থাৎ কৃত্রিমা এবং স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ অন্যনিরপেক্ষ ভাবে স্বতঃ উৎসারিত হয় বলিয়া উহা অকৈতবা বা অকৃত্রিমা। ইহাতে ভগবানের কীর্তন হইয়া থাকে, ভক্ত ভগবানের পরিকরত্ব লাভ করে। কিন্তু এই মাহাত্ম্য কীর্তন ও ভগবৎপরিকরত্ব যদি অন্য প্রয়োজন সাধনার্থে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও সকৈতবা ভক্তিতে পরিণত হয়।[১]

ভক্তিমার্তণ্ড গ্রন্থে শ্রীগোপেশ্বর দ্বিবিধা ভক্তির কথা বলিয়াছেন—মর্যাদা ভক্তি ও পুষ্টি ভক্তি। কৃতিসাধ্য সাধনসাধ্য ভক্তি মর্যাদা ভক্তি। বিবিধ শ্রবণ কীর্তনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভক্তচিত্তে যে ভক্তির উদয় হয় তাহা পুষ্টি ভক্তি। সাধনবোধক যে বাক্য তাহা মর্যাদা ভক্তিপর, যাঁহারা কোন সাধন অনুষ্ঠান না করিয়াও ভক্তিমান্ তাহাদের ভক্তিবোধক বাক্য পুষ্টি ভক্তিপর। মর্যাদা ভক্তিতে শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা ভক্তের পাপক্ষয় হইলে ভক্তচিত্তে ভগবৎপ্রেমের উদয় হয় এবং ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। যাহারা পুষ্টিমার্গ অনুসরণ করেন তাঁহাদের ভক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহসাধ্য বলিয়া পাপাদির প্রতিবন্ধকত্ব সম্ভব নহে, সেইজন্য তাহাদের শ্রবণাদিরূপ ভক্তি ও প্রেমরূপা ভক্তি যুগপৎ উদিত হয় অথবা পুর্বাপর ভাবে বা বিপরীত ভাবেও উদিত হয়। মর্যাদা ভক্তির সহিত উপাসনা করিলে বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎসেবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মর্যাদা ভক্তি যদি উৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলে ভগবচ্চরণে স্থান লাভ করা যায়। পুষ্টি ভক্তিতে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা হেতু ভক্ত শ্রীভগবানে লীন হইতে পারেন। ঈশ্বর তাহাকে পুনরায় আবির্ভূত করাইয়া ভজনানন্দ অনুভব করান।[২]

১। সা ভক্তিস্ত্রিবিধা আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা কর্মাদিরূপা, সঙ্গসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন, তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবত ইত্যাদিপ্রকরণেষু, সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমিত্যাদিনা লব্ধতদন্তঃপাতা জ্ঞানকর্মতদঙ্গরূপা। স্বরূপসিদ্ধা চাজ্ঞানাদিনাপি তৎপ্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচরিণী সাক্ষাৎ তদনুগত্যাত্মা তদীয়-শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা।......তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনরকৈতবা সকৈতবা চেতি দ্বিধা জ্ঞেয়া। তত্রারোপসঙ্গ-সিদ্ধয়োর্যস্যা ভক্তেঃ সম্বন্ধেন ভক্তিপদপ্রাপ্ত্যাং সামর্থ্যং তন্মাত্রাপেক্ষত্বং চেৎ সকৈতবত্বম্। স্বরূপসিদ্ধায়াশ্চ যস্য ভগবতঃ সম্বন্ধেন তাদৃশঃ মাহাত্ম্যং তন্মাত্রাপেক্ষাপরিকরত্বঞ্চেদকৈতবত্বং, প্রয়োজনান্তরাপেক্ষয়া কর্মজ্ঞানপরিকরত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫৮১।

সঙ্গসিদ্ধাদি ভক্তির অবান্তর প্রকারভেদের জন্য দ্রষ্টব্য ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৩৮১... (ডঃ গোস্বামী সম্পাদিত)

২। কৃতিসাধ্যসাধনসাধ্যভক্তির্মর্যাদা-ভক্তিঃ, তদ্রহিতানাং ভগবদনুগ্রহৈকাপ্রাপ্যা পুষ্টিভক্তিঃ। তথা চ সাধনবোধকানি বাক্যানি মর্যাদাভক্তিপরাণি। নিঃসাধনানাং ভক্তিবোধকানি পুষ্টিভক্তিপরাণীত্য-বিরোধঃ। অন্যথা মর্য্যাদাপুষ্টিভেদেন ব্যবস্থাঽকথনে বিরোধঃ। (ফলপ্রকরণ, পৃঃ ১৫১)। মর্যাদায়াং হি শ্রবণাদিভিঃ পাপক্ষয়ে প্রেমোৎপত্তিস্ততো মুক্তিঃ। পুষ্টিমার্গাঙ্গীকৃতেস্তু অত্যনুগ্রহসাধ্যত্বেন অত্র পাপাদের প্রতি-

এই মর্যাদা ভক্তি ও পুষ্টি ভক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধকগণ বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি সংজ্ঞা দিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন—

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্যাদয়ান্বিতা।
বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে॥ ৬৮। পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী।
কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥ ৯৯। পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তিকে ত্রিবিধ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা। ১। পূর্ব বিভাগ, ২ লহরী।

ইহার দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিলেন যে বস্তুতঃ ভক্তি দ্বিবিধ—সাধন ভক্তি ও সাধ্য ভক্তি। সাধ্য ভক্তি হার্দরূপা। উহা ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাব এই অষ্টবিধরূপে অনুভূত হয়। ইহাদের মধ্যে ভাব ও প্রেম দুইটি বিশেষ ভেদকে শ্রীরূপ গোস্বামী যে স্বতন্ত্র ভক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছেন তাহা সাধ্য ভক্তির শুধু উপলক্ষণ মাত্র। কারণ রূপ গোস্বামী ভক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদ আলোচনা কালে সাধ্যভক্তির উল্লেখ করেন নাই।[১]

বৈষ্ণব সাধকগণ যে রাগাত্মিকা ভক্তির কথা বলেন তাহাই জীব গোস্বামীর মতে সাধ্যভক্তি। কারণ, রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা লব্ধ হয় না। উহা ভক্তচিত্তে স্বতঃ উন্মেষিত হইয়া থাকে।[২] সুতরাং উহাকে সাধনভক্তি প্রকরণে অনুর্ভুত করা উচিত নহে।[৩]

সাধন ভক্তির স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। (ভ, র, সি, পু, বি, ২।২)

বন্ধকত্বাচ্ছ্রবণাদিরূপা প্রেমরূপা চ যুগপৎ পৌর্বাপৌর্যেণ বা বৈপরীত্যেন বা ভবতি। (ফলপ্রকরণ, পৃঃ ১৫২) উপাসনায়াং মর্য্যাদাভক্তিসাহিত্যে তু বৈকুণ্ঠাদিলোকে ভগবৎসেবকত্বম্। তত্রাপি ভক্ত্যুৎকর্ষে তু ভগবচ্চরণে কৌস্তুভাদৌ বা প্রবেশেন ভগবৎসাযুজ্যম্। অনুগ্রহবিশেষেণ পুষ্টিভক্তৌ তু, ভক্ত্যা মামভিজানাতীত্যুক্তরীত্যা স্বস্মিন্ প্রবেশ্য ভুমবিদ্যোক্তরীত্যা পুনঃ পৃথগাবির্ভাব্য ভজনানন্দানুভাবনে সোঽশ্নুতে ইতি শ্রুত্যুক্তরীতিকং ভোগং কারয়তি ইতি। (ফলপ্রকরণ, পৃঃ ১৬৪)।

১। ভক্তিস্তাবদ্ দ্বিবিধা, সাধনরূপা, সাধ্যরূপা চ। তত্র প্রথমায়া লক্ষণং ভেদাশ্চ বক্ষ্যন্তে, দ্বিতীয়া তু হার্দ্দরূপা, সাঽপি ভক্তিশব্দেনোচ্যতে; যথৈকাদশে (৩।১১)

'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুমিতি'। অস্যাশ্চ ভাবপ্রেমপ্রণয়স্নেহরাগাখ্যাঃ পঞ্চ ভেদাঃ। তথোজ্জ্বলনীলমণ.বস্য পরিশিষ্টগ্রন্থে মানানুরাগমহাভাবাস্ত্রয়শ্চ সন্তি; তদেবমষ্টৌ, তথাপি ভাবঃ প্রেমেতি দ্বিভেদত্বে-নোক্তিস্তূপলক্ষণার্থমেব।

২। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাঽত্র রাগাত্মিকোদিতা॥ ৮২। ভ. র. সি., পূ বি ২য় লহরী।

৩। তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তিগঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি নতু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৪৮।

শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের সাহায্যে ভক্তচিত্তে যে ভক্তি উদয় লাভ করে তাহা সাধনভক্তি। ভক্তি ভক্তচিত্তে স্বতঃ উৎসারিত স্বাভাবিকী আন্তরবৃত্তি হইলেও বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠান তাহার উন্মেষকরণে সহায়তা করে। সকল জীবের অন্তর্লোকে ভক্তিমন্দাকিনী বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু বিষয়াসক্ত জীবের ভক্তি অবিদ্যা ও সংসারমোহের ঘন আচ্ছাদনে আবৃত থাকায় উপলব্ধি হয় না। শাস্ত্রবিহিত শ্রবণ কীর্তনাদি ক্রিয়া ঐ আচ্ছাদন উন্মোচিত করিয়া ভক্তিকে প্রকাশিত করিয়া দেয়। মেঘাবৃত যে সূর্য আলোকদানে অক্ষম তাহাই মেঘ অপসারিত হইলে সকল ভুবন যেরূপ আলোর প্লাবনে ভরিয়া দিতে পারে সেইরূপ জীব-চিত্তের মোহাবরণ অপগত হইলে ভক্তির ভাস্বর দীপ্তি ভক্তচিত্তকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। পঞ্চরাত্রে তাই শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকে ভক্তি বলা হইয়াছে। এই ভক্তি পরা ভক্তি প্রাপ্তির প্রধান উপায়—.

'সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥'

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৩৬ এ উল্লিখিত)

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন : অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (ভ. র. সি, ১।১।১১)

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল-ভাবে কায়মনোবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী অনুশীলন ভক্তি। সেবাই অনুশীলন। শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা ব্যতীত সকল বাসনা বর্জন পূর্বক কৃষ্ণসেবনই উত্তমা ভক্তি। শ্রীজীবগোস্বামী দুর্গমসঙ্গমনী টীকাতে বলিলেন—'অব্যভিচারিণী ক্রিয়া-রূপাপি লক্ষ্যতে'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবার অব্যভিচারিণী ক্রিয়াও ভক্তিপদবাচ্য হইয়া থাকে।

সাধন ভক্তি দ্বিবিধা, বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা প্রবর্তিত ভক্তি বৈধী ভক্তি : 'বৈধী শাস্ত্রোক্তবিধিনা প্রবর্তিতা'। (ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৫৯২)। চিত্তে ভগবৎপ্রেম স্বতঃ উদিত না হইলেও শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করিলে ঈশ্বরে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উদিত হইয়া থাকে। ইহাই পরে ঈশ্বরপ্রীতিতে পরিণত হয়। এইরূপ ভক্তি বৈধী ভক্তি।[১]

বৈধী ভক্তিই রাগানুগা নিরুপাধিক ঈশ্বরপ্রীতি লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অল্প নহে। ভক্তির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে কৃষ্ণনামে রুচিও উদয় হয়। নামে রুচি হইতে ধীরে ধীরে প্রেমের সঞ্চার হয়। এইজন্য সাধনশাস্ত্রে ঈশ্বরের স্মরণ, শ্রবণ, নামকীর্তন ইত্যাদি বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

১। যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে ॥
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ ৫। ২য় লহরী।
ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধিসাপেক্ষ হইলেও স্বাভাবিক বৃত্তিস্বরূপ বলিয়া শ্রীজীবগোস্বামী ইহাকে স্বরূপসিদ্ধা শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

তস্মাদ্ ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্॥ (ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ, ১।৫)
স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)।

রাগানুগা ভক্তিতেও বিধিমার্গে কৃষ্ণসেবার নিয়ম আছে। কিন্তু বৈধী ভক্তি হইতে ইহা সর্বতোভাবে ভিন্ন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা গ্রন্থে ভেদটি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—'লোভপ্রবর্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে, বিধিপ্রবর্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি' (পৃঃ ১৩)। রাগানুগা মার্গে কৃষ্ণসেবার মূলে আছে কৃষ্ণসঙ্গ লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা, বৈধীমার্গে তাহা নাই। ইহাতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবমাত্রেরই ভগবদ্‌ভজনে অধিকার থাকিলেও ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনার দিক হইতে এক মাত্র শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তিধর্মানুষ্ঠানের অধিকারী। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী' (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২১)। যাহার শ্রদ্ধা নাই, ভক্তির অনুষ্ঠানে তাহার অধিকার নাই। অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলেও তাহা ফলপ্রদ হইতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির চিত্তে কিরূপে ভক্তির উন্মেষ হয়, সে বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ ৮
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৯
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৪র্থ লহরী)।

শ্রীমহাপ্রভু 'শিক্ষাষ্টকে' বলিয়াছেন যে নামসংকীর্তন দ্বারা চিত্ত, মালিন্যমুক্ত হইলেই অহৈতুকী ভক্তির উদয় সম্ভব হয়। নামসংকীর্তনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥' নামসংকীর্তন করিতে করিতে নাম ও নামীর অভিন্নত্ব অনুভূত হয়। শ্রীভগবানের সহিত মিলনের জন্য ভক্তহৃদয়ে তীব্র আকূতি ও উৎকণ্ঠার উদয় হয় ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে তাহার ভগবৎপ্রেম চরম সার্থকতা লাভ করে। ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা ভক্তের নিকট অহৈতুকী ভক্তিরূপ অপবর্গ ভিন্ন আর কিছু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না—'ন ধনং ন জনং কবিতাসুন্দরীং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মজন্মনীশ্বর ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি'॥

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থনিবর্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দধাম ॥ (মধ্যলীলা, ২৩, ৫-৯)

বৈধী ভক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্য ও মহিমার জ্ঞান প্রধানরূপে অধিকারীর চিত্তে জাগরূক থাকে। এইরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ধীরে তাহার ঐশ্বর্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায় ও শুদ্ধা ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবায় চিত্তে স্বাভাবিক আসক্তি অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে বৈধী ভক্তি ধীরে সাধকের নিরুপাধিক প্রীতিতে পরিবর্তিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অলৌকিক পদার্থের এমন এক অচিন্তনীয়া শক্তি আছে, যাহার দ্বারা ভাব ও ভাববিষয়কে উহা যুগপৎ প্রকাশ করিতে পারে। বহির্মুখ প্রবৃত্তি হেতু যে সকল অঙ্গের (অঙ্গভূত ক্রিয়ানুষ্ঠানের) ক্ষুদ্র ফলের কথা শুনা যায়, তাহাদের মুখ্য ফল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি। সেইজন্য ভক্তিবিজ্ঞানিগণ কর্মকে ভক্তির অঙ্গরূপে স্বীকার করেন।[১] কৃষ্ণসেবায় ভক্ত এরূপ অনির্বচনীয় অন্তহীন আনন্দ অনুভব করেন যে সাধকের পরমেপ্সিত মোক্ষলাভেও তাহার কোন অভিলাষ থাকে না।[২]

বৈধী মার্গের ভজনে সিদ্ধ যে সাধকের অন্তর হইতে ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না তাঁহার কৃষ্ণ-বিষয়িণী রতির উদয় না হওয়ায় আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবাও সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—'বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।' ব্রজভাব শুদ্ধমাধুর্যাত্মক। উহাতে ঐশ্বর্যের প্রাধান্য নাই। ঐশ্বর্য জ্ঞানের বিলয় না হইলে বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে না।

১। অলৌকিকপদার্থানামচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী ॥
ভাবং তদ্বিষয়ং চাপি যা সহৈব প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৩
কেষাঞ্চিৎ ক্বচিদঙ্গানাং যৎ ক্ষুদ্রং শ্রূয়তে ফলম্ ॥
বহির্মুখপ্রবৃত্ত্যৈতৎ কিং তু মুখ্যং ফলং রতিঃ। ৫৪
সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং তু কর্মণাম্ ॥ ৫৫ পূর্ববিভাগ, ২য় লহরী।

২। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসাম্।
এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাপি স্পৃহা ভবেৎ ॥ ১৬। ভ. র সি., পূর্ববিভাগ, ২য় লহরী।

রাগানুগা ভক্তি—আলঙ্কারিকগণ রাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে রাগ বা প্রেমের স্বরূপই গাঢ়তৃষ্ণা, প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি দুর্দম মিলনাভিলাষ ও একান্ত তন্ময়তা।

'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ'। ৭১

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ববিভাগ, ২য় লহরী)

এই তন্ময়তা শাস্ত্র, যুক্তি বা ধর্মাধর্মের বিচার মানে না। প্রচণ্ড জলপ্রবাহের মত সকল বিধিনিষেধের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দুর্বার গতিতে হৃদয় প্লাবিত করিয়া দেয়।[১] এই বাধাবন্ধনহীন তন্ময়তা ও প্রাণাস্পদকে পাইবার উৎকৃষ্ট লোভই ভক্তি। শ্যামলসুন্দর নন্দনন্দনের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তচিত্ত পাগল হইয়া উঠে। বহির্জগৎ হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাগ্র চিত্তে মধুর মুরলিধ্বনি শ্রবণ করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার চরণে আত্মনিবেদনের উদগ্র বাসনা তাহাকে অধীর করিয়া তুলে। কিন্তু তাহার প্রাকৃত জড় দেহে অপ্রাকৃত আনন্দচিন্ময়স্বরূপ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা সম্ভব নহে। নন্দ ও যশোদা, সুবলাদি সখাবৃন্দ ও শ্রীরাধিকাদি ব্রজ-পরিকরগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাহার রসস্বরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, সেইরূপ সেবায় জীবের অধিকার নাই। কারণ নন্দ, যশোদা, সুবলাদি পরিকরবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। তাহাদের কৃষ্ণভক্তি রাগাত্মিকা। জীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-সম্ভূত নহে। আনুগত্যময়ী সেবাতে তাহার অধিকার। তাই রাগাত্মিকা ভক্তবৃন্দের আনুগত্যের দ্বারা অর্থাৎ তাঁহাদের রাগাত্মিকা সেবার অনুকরণে জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া চিত্তের দুর্দমনীয় কৃষ্ণসেবা স্পৃহা চরিতার্থ করে। এই সেবাকে রাগানুগা সেবা বলে ও ঐরূপ ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলে।[২] শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের কারুণ্যলাভের ইচ্ছাই এইরূপ ভক্তিকে অনুপ্রাণিত করে।[৩]

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের অনুকূল লীলা করেন। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের যে ভাবের লীলার অসমোর্দ্ধ মাধুর্যে আকৃষ্ট হন, তিনি সেই লীলার শ্রেষ্ঠ

১। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিশ্চ তল্লোভোৎপত্তিকারণম্। ৭৭

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী।

২। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। ৬০

রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥ ৬৯। ভ, র, সি, পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী।

রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। যাঁহারা নিজ অভিমত ব্রজরাজনন্দনের সেবা-প্রাপ্তির লোভে রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিদিগের অনুগত হইয়া পূর্বোক্ত শ্রবণ কীর্তনাদি সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ অনুষ্ঠানকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। 'নিজাভিমতব্রজরাজনন্দনস্য সেবাপ্রাপ্তি-লোভেন যদি তানি ক্রিয়ন্তে তদা রাগানুগা ভক্তিঃ।'

৩। কৃষ্ণ তদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলোভৈকহেতুকা॥

পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥ ৯৯, ভ. র. সি. পূর্ববিভাগ.২য় লহরী।

পরিকরের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সনাতন শিক্ষায় শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥
... ...
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া॥
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২, ৮৫-৯১।)

রাগানুগামার্গের সাধকগণের চিত্তে স্বাভাবিক কৃষ্ণপ্রীতি উদিত হয় না, কৃষ্ণ-প্রীতির প্রতি রুচির উদয় হয়। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে যাহার রাগবিশেষের প্রতি রুচির উদয় হইয়াছে, স্বয়ং রাগবিশেষ উদিত হয় নাই, তাহার তাদৃশ রাগরূপ চন্দ্রকিরণে সমুল্লসিত হৃদয়স্ফটিক মণির শাস্ত্রাদি শ্রুত রাগাত্মিকা ভক্তিগত বিভিন্ন পরিপাটীতে আসক্তি জন্মে। রাগবিশেষকে রুচির দ্বারা অনুকরণ করা হেতু তাহার চিত্তে রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়।[১]

রাগানুগা ভক্তিতে ভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান ও তাহার মাহাত্ম্যের অনুভূতি থাকে না। ঐশ্বর্য জ্ঞান ও মাহাত্ম্যানুভূতি ভক্ত ও ভগবানের মাঝে এক দুর্ভেদ্য ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া তুলে। এইজন্য বৈধ মার্গের ভক্ত পরম মধুর ভগবানের সহিত মিলনের অনির্বচনীয় মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারে না। কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবাই তাঁহার মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র পন্থা। রাগানুগা মার্গের ভক্ত নিরন্তর ভগবন্মাধুর্য আকণ্ঠ পান করিয়া থাকেন। কারণ রাগানুগাতে ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তচিত্তকে বিস্ময়বিমোহিত করিয়া ভগবন্মাধুর্য তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করে। মাধুর্য আস্বাদনের বাসনা তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলে। মাধুর্যঘনবিগ্রহ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া ভক্তের অন্তরের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। এইরূপ ভগবানের যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য 'যাহা

১। যস্য পূর্বোক্তরাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি, ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ং তস্য তাদৃশরাগসুধাকরাভাসসমুল্লসিতহৃদয়স্ফটিকমণেঃ শাস্ত্রাদিশ্রুতাসু তাদৃশ্যাঃ রাগাত্মিকায়াঃ ভক্তেঃ পরিপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা তস্যৈব প্রবর্ত্ততে।
ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৪৮।

আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন' ও 'কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মী-গণ'—তাহার আস্বাদন লাভের যোগ্যতা রাগানুগা ভক্তির দ্বারাই ভক্ত আহরণ করিতে সক্ষম হন।

রাগানুগা ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ নবদ্বীপের প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার জীবন-চরিত বৈষ্ণব গ্রন্থে যে রূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বলিয়াছেন যে লীলাপরিকরগণের প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করাই রসিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীরাধিকা-প্রমুখ ব্রজনারীগণের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে আপনাকে তাঁহাদের নিকট চিরঋণে বদ্ধ করিয়াছিলেন।[১]

যিনি যত প্রেমময় তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য তত বেশী বিকশিত হয়। শ্রীরাধার প্রেম সর্বাতিশায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য তাঁহার সান্নিধ্যে সর্বাতিশায়ী হইয়া উঠে।[২]

অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীরাধিকার সাহচর্যে চিদানন্দঘনবিগ্রহ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রস-স্বরূপের পূর্ণতম বিকাশ ও রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসিকেন্দ্রশিরোমণিত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি হয়। এই দ্বিবিধ অভিব্যক্তির ফলে তাঁহার রূপমাধুর্য অতুলনীয় হইয়া উঠে। তাঁহার এই সর্বাতিশায়ী মাধুর্যদর্শনে স্বয়ং মদন পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া যান।[৩]

কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী শ্রীরাধা রাধিকারমণের মাধুর্যসুধা পান করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহার বদনে, নয়নে, অঙ্গে অঙ্গে যেন অনির্বচনীয় সুখ প্রবাহ তরঙ্গিয়া চলে। তাঁহার এই আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে রাধাপ্রেম জনিত আনন্দও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। শ্রীরাধার অপূর্ব সুখানুভূতি শ্রীকৃষ্ণের মনে তদা-স্বাদনের স্পৃহা জাগ্রত করে। শ্রীরাধার অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ লহরী যতই তিনি লক্ষ্য করেন ততই তাঁহার স্বমাধুর্য আস্বাদনের অভিলাষ তীব্রতর হইয়া উঠে।[৪]

১। ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাম্।
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ভাগবত, ১০।৩২।২২।

২। মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোর করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥
চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১২৪।

৩। রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহনঃ॥ গোবিন্দলীলামৃত।

৪। আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ২১৮।

কিন্তু এই মাধুর্য আস্বাদন দাস্যভাব বা ভক্তভাবেই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের এই দাস্য ভাব বা ভক্তভাব স্বীকার করিতেও ইচ্ছা হয়।[১] যে প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা প্রেম আস্বাদন করিয়া ভাবতন্ময় হইয়া থাকেন সেই প্রেম আস্বাদন করিতেও রাধিকারমণের চিত্তে নব বাসনার উদয় হয়।

এইরূপ শ্রীরাধাপ্রেম আস্বাদনের বাসনা, স্বমাধুর্য আস্বাদনের বাসনা ও শ্রীরাধার সুখানুভূতি আস্বাদনের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রূপে মর্তে আবির্ভূত হন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্‌ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(স্বরূপ গোস্বামি কড়চা, চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত, পৃঃ ২১)

ব্রজে তাঁহার বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। শ্রীরাধার প্রেম আস্বাদন করা কৃষ্ণরূপে সম্ভব নহে কারণ ব্রজে প্রেমের একমাত্র আশ্রয়ও গোপিকাবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণ নহে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয় মাত্র।[২]

মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধিকাতে পরিণত হইতে পারিলেই রসিকশেখর আপনার অনির্বচনীয় মাধুর্য, শ্রীরাধার সুখানুভূতি ও তাহার অসমোর্দ্ধ প্রেমমাধুর্য আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।[৩]

তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতি অঙ্গ দ্বারা প্রাণবল্লভা শ্রীরাধার অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া নদীয়ার নিমাই হইলেন এবং স্বীয় চিত্তদ্বারা শ্রীরাধার চিত্তকে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় প্রীতিরসে আপন চিত্তকে সম্যক্‌রূপে পরিষিঞ্চিত ও পরিনিষিক্ত করিয়া আপনাকে ভাবরূপা রাধা করিয়া লইলেন। এইরূপে রাধাভাবে পরিমণ্ডিত হইয়া রাধাবল্লভ শ্যামসুন্দর গৌরসুন্দরে পরিণত হইলেন। তাঁহার শ্যামলতনু তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ ধারণ করিল রাধা

১। অন্যের আছুক কার্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ॥
স্বমাধুর্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন॥
ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ। চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৬ ৯৩-৯৫।

২। সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়। চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

৩। এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ চৈতন্যচরিতামৃত। ঐ

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপ বলিয়া উভয়ই একাত্মা। একাত্মা সত্ত্বেও দ্বাপরে লীলা প্রকাশের জন্য তাঁহারা দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কলিতে পুনরায় ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া মর্তে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইলেন।[১]

যে কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীরাধা আত্মহারা হইতেন সেই কৃষ্ণপ্রেমে গৌরসুন্দর তন্ময় হইয়া রহিলেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শচীনন্দন নন্দনন্দনের রূপমাধুর্য ও রসমাধুর্য পান করিলেন। যে দুর্দমনীয় কৃষ্ণদর্শন তৃষ্ণা শ্রীরাধাকে আকুল করিয়া রাখিত, তাহাই গৌরসুন্দরের চিত্ত উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে যে আর্তি ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিয়াছিলেন সেই আর্তি ও উৎকণ্ঠার সহিত রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমহাপ্রভু বৃক্ষ, লতা, তরু, পল্লব, পাথর, ধূলা, স্রোতস্বিনীর জলপ্রবাহ সর্বত্র ব্রজেন্দ্রনন্দনকে খুঁজিয়া ফিরিতেন। কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার মত গৌরসুন্দর কৃষ্ণবিরহে আকুল হইয়া উঠিতেন।

কানু কানু করি কাতরে কাঁদই
কত কত করুণা ছাঁদে।
খনে খনে খর তর খেদবিষাদ করু
খনমিহ খির নাহি বাঁধে॥
গোকুল গোপ গেহিনী জনু গোরা।
ঘন ঘন ঘোর বিঘটন ঘোষয়ে
নব নব ভাবে বিভোরা॥
চঞ্চল চারু লোচনে বিলোচনে
বিরহিনী ভাব পরচার।
ছল ছল আখে ছাড়ত দীঘ নিশাস
জনু হিয়া গেল ছারখার॥
ঝর ঝর ঝরত ঝলকে ঝলকে লোর
জনু ভেল ঝামর দেহা।
এ রাধামোহন মনে অনুমানিয়ে
গোরা সনে গোপত নেহা॥

(গৌরপদতরঙ্গিনী)

১। রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তি-রস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
শ্রীস্বরূপ গোস্বামি কড়চা, চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত, পৃঃ ১৯।

কখনও বা নবীন নীরদে, নীল সাগরের তরঙ্গ মালায় শ্যামসুন্দরের শ্যামল কান্তি অনুভব করিয়া ভাবোন্মাদিনী শ্রীরাধার ন্যায় আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিতেন। ব্রজপরিকর-গণের ন্যায় হরিনাম সংকীর্তন তাঁহার অধর সদা মুখর করিয়া রাখিত। দ্বাপরে ব্রজ-ধামে শ্রীরাধিকা যেভাবে ব্রজেন্দ্রকিশোর শ্যামসুন্দরের ভজনা করিতেন কলিতে মর্ত্যে নবদ্বীপভূমিতে শচীনন্দন গৌরসুন্দর সেই ভাবেই তাঁহার সেবা করিতেন। শ্রীরাধার অকুণ্ঠ কৃষ্ণভক্তিসুধা ভগবৎপ্রেমতৃষ্ণাতুর মর্তবাসিদের বিতরণ করিবার জন্যই রাধাভাব-মণ্ডিত রাধাবল্লভ মর্তলোকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[১] শ্রীগৌরাঙ্গের সাধনেতিহাস রাগানুগা ভক্তির চরম নিদর্শন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ সখীভাব বা মঞ্জরীসাধন। এই সাধনার কথা নরোত্তম ঠাকুর প্রণীত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বৃহদ্ভক্তিসার প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় মঞ্জরী প্রমুখ সখীগণ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাদের সহায়তা বিনা ব্রজলীলা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত না। সখীগণ কৃষ্ণের সহিত নিজ লীলা চাহিতেন না, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সংঘটিত করিয়া তন্মিলনজনিত অনির্বচনীয় আনন্দ-সুধাসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনেই তাহাদের বাসনার চরিতার্থতা, রাধাকৃষ্ণের সুখবিধানেই তাহাদের পরিতৃপ্তি। তাহাদের কৃষ্ণপ্রেমে স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছার লেশমাত্র ছিল না। এই সখীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদিভাবের না হয় গোচর ॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
... ...
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥

১। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌ ॥ বিদগ্ধমাধব, ১।২।

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
... ...
সহজ গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য গোপীভাববর্য॥

(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)।

সখীদের প্রেমের অনুরূপ কৃষ্ণপ্রেম দুর্লভ। বৈষ্ণব সাধকগণ ইহার অনুকরণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন। সখীদের ন্যায় তাহাদের চিত্ত হইতে ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহারা জড় দেহের অন্তরালে হৃদয়লোকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি স্থাপিত করিয়া সখীভাবে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করেন ও ব্রজসুন্দরীদের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অপার্থিব মিলনানন্দসুধা আকণ্ঠ পান করেন:

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ (ঐ, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)।

বৈষ্ণব সাধকের কাছে সখীভাবে সাধনার তুল্য অন্য কোন সাধনা নাই। এই সাধনায় তাহারা সাক্ষাৎভাবে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিতে পারেন। এই সাধনায় তাহারা যে আনন্দ লাভ করেন তাহা অন্তহীন ও অনির্বচনীয়।

সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

(ঐ মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ)।

কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা এই দ্বিবিধ রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী রাগানুগা ভক্তিও দ্বিবিধা—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা।[১]

এই দ্বিবিধা রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। কামানুগা ভক্তির সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির

১। রাগাত্মিকায়াঃ দ্বৈবিধ্যাদ্ দ্বিধা রাগানুগা চ সা।
কামানুগা চ সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে॥ ৮৪। ভ. র. সি., পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী।

অনুগামিনী কামানুগা ভক্তি। ইহা দ্বিবিধা, সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ কেলি সম্ভোগের অনুগামিনী ভক্তি সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং কৃষ্ণপ্রেমিকাদের ভাব-মাধুর্যানুগামী ভক্তি তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা। শ্যামসুন্দরের তনুমাধুর্য দর্শন করিয়া ও তাঁহার লীলা শ্রবণ করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণপরিকরগণের ভাব আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহারাই কামানুগা রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।[১]

সম্বন্ধানুগাখ্যা রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—আপনাতে পিতৃত্বাদি সম্বন্ধ আরোপ করিয়া সাধকগণ যে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন তাহা সম্বন্ধানু-গাখ্যা ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য, সখ্য ইত্যাদি ভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সাধকগণ ব্রজরাজ নন্দ, সুবল প্রমুখ সখা ইত্যাদি কৃষ্ণপরিকরগণের ভাবচেষ্টা অনুকরণ করিতে থাকেন। এইরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন।[২]

রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রীব্রজেই সম্ভব, ধূলার পৃথিবীতে নহে। মর্তবাসী সাধকগণের পক্ষে রাগানুগা ভক্তিমার্গই প্রশস্ততম। কৃষ্ণ পরিকরের অনুকরণে কৃষ্ণসেবা করিয়া কৃষ্ণসেবার ফল কৃষ্ণসঙ্গ লাভ ও অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণমাধুর্যাস্বাদন সাধকগণ ভোগ করিতে পারেন। তাই শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—

'জ্ঞানাজ্ঞানয়োরনাদরেণ কেবলরাগানুগায়া এবানুষ্ঠিতিঃ প্রশস্তা। ....তস্মাৎ শ্রীগোকুলে এব রাগাত্মিকায়াঃ শুদ্ধত্বাৎ তদনুগা ভক্তিরেব মুখ্যতমেতি সাধ্বেবোক্তম্।'

(ভক্তিসন্দর্ভঃ, পৃঃ ৬৬৩)

রাগাত্মিকা ভক্তি—নারদভক্তিসূত্রের 'ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা' (৭২) সূত্রের প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ

প্রণয়াস্পদের প্রতি যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা বা একান্ত তন্ময়তা তাহাই রাগ। এই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি।[৩]

১। কামানুগা ভবেৎ তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী ॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা।
কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ ॥
তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা।
শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা ॥
তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ।

৯১-৯৪, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী।

২। সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা ॥ ৯৬
লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া ॥ ৯৭

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, পূঃ বিঃ, ২য় লহরী।

৩। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাঽত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ৭১

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী।

এখানে ভক্তিশব্দের অর্থ ভজন বা সেবা নহে। যে ঐকান্তিকী ভগবদনুরক্তির মহিমায় ভক্ত বিশ্বকে তুলিয়া নিরন্তর পরম প্রেমাস্পদ রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের ধ্যানে সমাহিত থাকিয়া ঈশ্বরময় হইয়া উঠেন ও তাঁহার মুহূর্তের বিরহে তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করেন সেই ঈশ্বরবিষয়িণী পরমানুরক্তিই ভক্তি। এই অনুরক্তি বিশুদ্ধ, সহজ নিঃস্বার্থ, অচল, নিত্যবৃদ্ধিশীল, ও অনির্বচনীয়।[১]

রাগাত্মিকা ভক্তি মার্গ শ্রবণ কীর্তনাদি বিধির বিরোধী নহে। কিন্তু শ্রবণ,কীর্তন প্রভৃতি এই মার্গে একান্ত অপেক্ষিত নহে। ভগবৎপ্রেমোন্মদিত ভক্তচিত্তের আনন্দোচ্ছ্বাস-জনিত বহির্বিক্রিয়ারূপে নিতান্ত অনপেক্ষিত ভাবেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য রাগাত্মিকাভক্তি মার্গে শ্রবণকীর্তনাদির স্থান থাকা সত্বেও ইহাকে সাধন ভক্তি বলা চলে না।[২]

শ্রীরূপ গোস্বামী দ্বিবিধ রাগাত্মিকা ভক্তির কথা বলিয়াছেন কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে কাম, স্নেহ, প্রভৃতি চিত্তে স্বতঃ উদিত হয়, ইহাদের শ্রবণাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না। সেই জন্য কামাদিময়ী ভক্তিকে বৈধী ভক্তিতে অন্তর্ভূত করিতে পারা যায় না।[৩]

শ্রীরূপ গোস্বামী এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে স্নেহ সখ্যবাচী হইলে বৈধী ভক্তির অনুবর্তী হয় কিংবা প্রেমাভিধায়ী হইলেও উহাকে সাধন ভক্তি পর্যায় বলা যায় না।[৪]

শ্রীজীব গোস্বামী উক্ত বিষয়টি সুন্দরভাবে দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

যদিও ঐরূপ ব্যবহার শ্রুত হওয়ার জন্য, পাণ্ডবগণের যে স্নেহ তাহা সখ্যরূপ রাগাত্মিকা ভক্তিতেই পর্যবসিত হয়, তথাপি পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্যহেতু বিধিমার্গেরই প্রাধান্য থাকায় তাহাদের স্নেহ শুদ্ধ রাগানুগা ভক্তিতে অন্তর্ভূত হইতে পারে না। যদি স্নেহ শব্দের দ্বারা প্রেমসামান্য বুঝায় তাহা হইলে প্রেম বিশেষ অভিহিত না হওয়ায় তদুপযুক্ত ক্রিয়াবিশেষের অভাবহেতু অনুকরণ সম্ভব নয়। সেইজন্য রাগানুগাখ্য সাধন

১। গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্॥
নারদভক্তিসূত্র, ৫৪।

২। তদেবং তত্তদভিমানলক্ষণভাববিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণপাদসেবনবন্দনাত্মনিবেদনপ্রায়া ভক্তি স্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ, সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তি-গঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণে হস্মিন্ প্রবেশঃ। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৪৮।

৩। অত্র স্বরসত এবোৎপদ্যমানানাং কামাদীনাং বিধাতুমশক্যত্বাত্তন্ময়ীনাং কথমপি ন বৈধীত্বম্। দুর্গমসঙ্গমনী টীকা, পৃঃ ৮৮।

৪। স্নেহস্তু সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ত্তিতা॥
কিং বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোহত্র সাধনে॥ ৭৩-৭৪। ভ, র, স, পূ, বি, ২ল।

ভক্তিতে তাহার মূল উপজীব্যত্ব নাই বলিয়া উহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায় না। উহা রাগাত্মিকা ভক্তিতে পর্যবসিত হয়।[১]

কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি সম্ভোগতৃষ্ণাকে ভক্তিরূপতা দান করে। কারণ, এই মার্গে সকল উদ্যম শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্রজদেবীগণের ভক্তি এই শ্রেণীর। তাঁহাদের প্রেম বিভিন্ন ক্রীড়ার উৎস হইয়া অনির্বচনীয় মাধুর্য লাভ করায় পণ্ডিতগণ ইহাকে কাম আখ্যা দান করেন।[২]

দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন যে ব্রজদেবীগণের ভক্তি কামরূপা বলিয়া পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ উহা প্রেমরূপা হইতে ভিন্ন নহে।[৩]

ভক্ত যখন আপনাকে পিতা বা মাতা কল্পনা করিয়া ভগবান বাসুদেবকে প্রীতির নিগড়ে আবদ্ধ করেন তখনই হয় সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির উদয়। ভক্তচিত্তে ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞান ও ভগবন্মাহাত্ম্যানুভূতি বিলুপ্ত হইয়া যায় ও স্বতঃ উৎসারিত প্রীতি অতি প্রবল হইয়া উঠে। তখন ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ পূজয়িতা ও পূজ্যের সম্বন্ধ হইতে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ বা মাতা পুত্রের সম্বন্ধে পরিণত হয়। বিশেষ সম্বন্ধ ভাব আশ্রয় করিয়া এই ভক্তি উন্মেষিত হয় বলিয়া ইহাকে সম্বন্ধরূপা আখ্যা দেওয়া হয়।[৪]

বৈষ্ণব সাধকগণ রাগাত্মিকা ভক্তিকে সর্বোত্তম ভক্তিরূপে স্বীকার করেন। কারণ, এই মার্গে ভক্ত ভগবানকে অপ্রমেয় ঐশ্বর্যগরিমায় বিভূষিত করিয়া বিস্ময়-বিমোহিত চিত্তে তাঁহার কৃপাবিন্দু লাভের আশায় দূর হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন না। তাঁহাকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া একান্ত আপন প্রিয়জন করিয়া তুলেন, সাক্ষাৎ ভাবে তাহার সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। কোন মার্গে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ এত মধুর ও অন্তরঙ্গ নহে। তাই

১। 'পাণ্ডবানাং যঃ স্নেহঃ স সখ্যময়রাগাত্মিকায়ামেব পর্য্যবস্যতি, তাদৃশব্যবহারশ্রবণাৎ, তথাপ্যৈশ্বর্য্য-জ্ঞানপ্রধানত্বাত্তেষাং বিধিমার্গে প্রধানত্বমেব স্যাদিতি শুদ্ধরাগানুগায়াং নোপযোগঃ। যদি চ স্নেহশব্দেন প্রেম-সামান্যমুচ্যতে তদা তদ্বিশেষানভিধানাৎ তৎক্রিয়ানির্ধারণাভাবেনানুকরণাসম্ভব ইত্যেবমত্র রাগানুগাখ্যে সাধনে তস্যোপজীব্যত্বাভাবেন নোপয়োগো বিদ্যতে' ইতি। ভ. র. সি, পূঃ, বি ; ২য় ল ; ৭৩-৭৪র উপর টীকা।

২। সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাম্।
যদস্যাং কৃষ্ণ-সৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥ ৭৮
ইয়ং তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্॥
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ৭৯

ভ, র, সি. পূর্ব, ২ লহরী।

৩। সা প্রসিদ্ধা প্রেমরূপৈবাত্র কামরূপা ন স্বন্যা। দুর্গমসঙ্গমনী, পৃঃ ১২১।

৪। সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতা॥
যদৈশজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা। ৮২ ভ, র, সি, পূর্ব. বি, ২লহরী।

রায় রামানন্দের মুখ দিয়া বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার'। ভগবান ভক্তের প্রেমে প্রীত হন, প্রেমবিরহিত কোন উপচার তাঁহার আনন্দবিধানে সমর্থ নহে। পদ্যাবলীতে কবি বলিয়াছেন যে একমাত্র ভগবৎ প্রেমের দ্বারা ভক্ত ঈপ্সিত সুখ লাভ করেন।[১] সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণভক্তিরসে চিত্ত ভরিয়া তোলা নিখিল ভক্তজনের কর্ত্তব্য।[২] এই রাগাত্মিকা বা প্রেমলক্ষণা ভক্তি পরাভক্তি, ইহাই পুরুষার্থ।[৩]

ইহাতে সকল প্রকার জ্ঞান প্রেমের প্রবল প্রবাহে লঘু তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যায়। ভাগবতের মতে এইরূপ জ্ঞানশূন্যা প্রেমাত্মিকা ভক্তি ভগবানকে বশীভূত করে।[৪]

ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভগবানকে আনন্দ দেয় না, কারণ ভক্তি ঐশ্বর্যজ্ঞানের চাপে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীতি' (চৈ, চ, ১।৪।১৬)। সুতরাং 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার'। মাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে জ্ঞানাদির স্পর্শে শুদ্ধতার হানি হয়—'ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ' ইতি 'ধর্মান্ সন্তজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ' ইত্যাদিভ্যস্তৎস্পর্শে শুদ্ধ্যপগম এবাবগতঃ।' রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা গ্রন্থেও বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে ভগবানের নরলীলায় ঐশ্বর্যানুভূতি নাই বলিয়াই যে মুগ্ধতা আছে তাহাই উহার মাধুর্যের হেতু।[৫]

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে অবিদ্যা যেমন স্বীয় তারতম্যে জীবের জ্ঞানাবরণের তারতম্য সৃজন করিয়া পঞ্চবিধ ক্লেশের তারতম্য বিধান করে, সেইরূপ প্রেম স্বীয় তারতম্যে জ্ঞানৈশ্বর্যাদি আবরণের তারতম্য সৃষ্টি করিয়া স্বীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও আশ্রয় শ্রীরাধা প্রভৃতির অনন্ত প্রকার সুখের তারতম্য বিধান করে। শ্রীযশোদানিষ্ঠ শুদ্ধ প্রেম স্বীয় বিষয় ও আশ্রয়কে মমতা-রজ্জুতে বন্ধন করতঃ পরস্পরকে বশীভূত করিয়া যে প্রকার সুখ বিধান করে দেব-ক্যাদিনিষ্ঠ জ্ঞানৈশ্বর্যমিশ্র প্রেম তদ্রূপ সুখ প্রদান করে না। ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির সমীপে তাঁহাদের বাৎসল্যাদি প্রেমমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বরাভিমানে অভিভূত করেন না।[৬]

১। নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা, তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥ ১৩

২। কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥ (পদ্যাবলী)

৩। এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ। ১৪
একান্তভক্তি র্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্॥ ভাগবত, ৭।৭।৫৫

৪। জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
ভাগবত ১০।১৪।৩

৫। মাধুর্যং খলু তদেব যদৈশ্বর্য্যবিনাভূতকেবলনরলীলাত্বেন মৌগ্ধ্যম্! পৃঃ ২৪।

৬। যথৈবাবিদ্যায়া স্বতারতম্যেন জ্ঞানাবরণতারতম্যাজ্জীবস্য পঞ্চবিধক্লেশতারতম্যং বিধীয়তে, তথৈব প্রেম্নাপি স্বতারতম্যেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যাবরণতারতম্যাৎ স্ববিষয়াশ্রয়য়োরনন্তপ্রকারং সুখতারতম্যং বিধীয়তে ইতি।

এই রাগাত্মিকা ভক্তি চারিভাবে প্রকাশ লাভ করে—দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তাপ্রেম। ভক্তবৃন্দের কেহ ভগবানকে দাসরূপে, কেহ সখা রূপে, কেহ পিতামাতারূপে, কেহ বা কান্তারূপে সেবা করেন। এই চতুর্বিধ ভক্তির প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর মহত্তর।[১]

এই চতুর্বিধ রাগাত্মিকা ভক্তির মধ্যে কান্তা প্রেমরূপা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আত্মহারা। প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের জন্য তাঁহারা বেদধর্ম, কুলধর্ম, লোকধর্ম, গৃহ, স্বজন, সকলই ত্যাগ করিয়া সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনীর মত অনির্বার গতিতে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া আসেন। 'তাঁহাদের সেবায় দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবা, সখ্যের সঙ্কোচনহীনতা ও বাৎসল্যের পালন সবই আছে, অধিকন্তু আর একটি জিনিস আছে, যাহা অন্যত্র নাই। তাহা হইল স্বীয় অঙ্গদ্বারা পর্যন্ত সেবা। প্রেমবতী কান্তা প্রেমবান কান্তকে যে ভাবে সেবা করে, ইহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবা তদপেক্ষা প্রীতিময়ী।' (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভূমিকা, পৃঃ ২১৩)। রায় রামানন্দ তাই মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন যে 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'। দাস্য, সখ্য অথবা বাৎসল্য প্রেমে ভক্ত ও ভগবানের সত্তা পৃথক্। ভক্ত সেবক, সখা অথবা জনকজননী এবং ভগবান সেব্য, সখা অথবা পুত্র। ভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞান ভক্তচিত্ত বিমোহিত না করিলেও ভক্তের আপন অস্তিত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না। কান্তা-প্রেমে ভক্ত ও ভগবানের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, উভয় উভয়ের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যান। শ্রীরাধা তাই মনে করেন—

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেঽত্যগাধে
একাসুসংগ্রথিতমেব তনুদ্বয়ং নৌ।
কস্মিংশ্চিদেকসরসীব চকাসদেক-
নালোত্থমব্জযুগলং খলু নীলপীতম্॥

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত প্রেমসম্পুট)

এক সরোবরে একটি বৃন্ত হইতে নীল ও পীত দুইটি কমল উত্থিত হইলে যেমন হয় তেমনি একটি অগাধ রসপূর্ণ আত্মা হইতে দুইটি তনু আবির্ভূত হইয়া একই প্রাণসূত্রে সংগ্রথিত হইয়া আছে।

গীতায় শ্রীভগবান যে বলিয়াছেন—

তত্র কেবলপ্রেমা শ্রীযশোদাদিনিষ্ঠঃ স্ববিষয়াশ্রয়ৌ মমতারসনয়া নিবধ্য পরস্পরবশীভূতৌ বিধায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিক-মাবৃত্য যথাধিকং সুখয়তি ন তথা দেবক্যাদিনিষ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যমিশ্র ইতি। তস্মাৎ তাসাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং সন্নিধৌ তদ্বাৎসল্যাদিপ্রেমমুগ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমীশ্বরত্বেন নৈব জানাতি। পৃঃ ৩৪।

১। যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ। ২৬। ভ, র, সি ; দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬।৩০

ইহা ব্রজে গোপীগণের জীবনে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণময় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চক্ষু কৃষ্ণ বিনা কিছু দর্শন করিতে পারিত না, কর্ণ মধুর বেণু-গীতি বিনা কিছু শ্রবণ করিতে পারিত না, নাসিকা তাঁহার অঙ্গসৌরভ বিনা কিছু আঘ্রাণ করিতে পারিত না। তাহাদের বাহ্যিক সকল জ্ঞান বিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে পারিনে বঁধু তোমার পিরীতি। - (চণ্ডীদাস)।

তাঁহারা কুলশীললজ্জা সকলই কৃষ্ণপ্রেমপ্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের আপন বলিতে কিছু ছিল না। শ্রীমতী বলিতেছেন—

'নব নবরে নব নব ঘনশ্যাম
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপম ॥
তোমার পিরীতি সুখ সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুলশীললাজ ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমাকে দিব সে ধন আমার তুমি ॥
তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার ॥'

এই আত্মবিলয়, একান্তভাবে আপনাকে সমর্পণ করিয়া ভগবানের সহিত একাত্মতা-লাভ করা, ইহাই কান্তাপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই আত্মনিবেদন আছে বলিয়া ইহা অপেক্ষা কোন ভগবৎসাধনা অধিক মধুর ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। ভক্ত সদাই অনুভব করেন—

'হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।'

ভগবানও ভক্তের অনবদ্য প্রেমমাধুর্য আস্বাদন করিয়া এতই মুগ্ধ হন যে আপন ঐশ্বর্য মহিমা বিস্মৃত হইয়া ভক্তের প্রেমালিঙ্গন পাশে আপনাকে সমর্পণ করেন। কখনও ভক্তের চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া বলেন যে—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনারুণো
হরতি তদুপাহিতবিকারম্॥ (গীতগোবিন্দ, ১০।৭)

ভগবানই ভক্তের শুধু প্রার্থিত নহে, ভক্ত ও ভগবানের ঈপ্সিত। ভক্তের বিরহে ভগবানও বেদনার্ত্ত হইয়া উঠেন।[১] ভক্তের সহিত দুর্দমনীয় মিলনাভিলাষ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলে। রাধা বিরহে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

মদেকচেতাঃ মৎপ্রাণা রাধান্যবশ্যতাং গতা।
সং স্মরন্ মম হা! চেতশ্চেতনামাবরিষ্যতি॥
(গোপালচম্পূ, পূর্ব, ১৭ পূরণ, পৃঃ ৮৫৩)

অভিমানহত ভক্তকে প্রসাদিত করিতে তিনি উৎসুক হইয়া উঠেন।

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥' গীতগোবিন্দ, ১০।৩।

দুর্নিবার প্রেমই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এইরূপ একাত্মতা সৃজন করে। সুতরাং এ প্রেমের তুলনা কোথাও নাই।[২] এইরূপ প্রেমের স্বরূপ চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥ (চণ্ডীদাস)

ভক্ত ভগবানের মধ্যে ইহা অপেক্ষা আর কি মধুর সম্বন্ধ হইতে পারে! এই রূপ সম্বন্ধ সৃজনেই ভক্তির চরমোৎকর্ষ। এই জন্য কান্তা প্রেমকে সর্বসাধ্যসার বলা হইয়াছে।

১। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—
কৃষ্ণ কহে আমি এই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা প্রেম স্বাদ॥
আদি লীলা, ৪র্থ পরিঃচ্ছেদ।

২। এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥ চণ্ডীদাস।

কান্তাপ্রেমের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি রাধাকৃষ্ণের প্রকটলীলায়। বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, পরমপুরুষ[১]। ভগবানের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্যবত্তা প্রকৃষ্ট পরিচয় নহে। তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, ইহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার রসস্বরূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য সমগ্র জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা এতই গভীর ও চিত্তাকর্ষী যে স্বয়ং ভগবানও ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হন।[২] আপন রসবৈচিত্র্যের অনন্ত মাধুর্য আস্বাদনের তীব্র বাসনা তিনি অনুভব করেন। লীলাবশে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ও ক্রিয়ান্বিত হন[৩]। কিন্তু রসাস্বাদন একাকী সম্ভব নহে। তাই স্বেচ্ছাময় ভগবান রমণোৎসুক হইয়া আপনাকে দুই রূপে প্রকটিত করিলেন। দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি ও বামাঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্তি ধারণ করিলেন।[৪] রাধা ভগবানের স্বরূপভূতা প্রেমস্বরূপিণী। তিনি হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপা।[৫] তিনি পরমা প্রকৃতি। ভগবানের স্বরূপশক্তি হইতে গোপী প্রভৃতি প্রেয়সী-বর্গ ও অন্যান্য ব্রজপরিকরগণের আবির্ভাব হইল। ইহাদের সহিত কৃষ্ণরূপী শ্রীভগবান লীলা প্রকটন করিলেন। এই লীলায় রস মাধুর্যের উপভোক্তা কৃষ্ণরূপী ব্রহ্ম এবং উপভোগ্য রাধারূপী ব্রহ্ম। একই ব্রহ্মের দুই প্রকাশ। সেই জন্য শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতুল্যা।[৬]

গোলকে শ্রীকৃষ্ণ লীলাপরিকরদের সহিত চিরন্তন লীলা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছেন—

আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। (৫।৩৭)

১। শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—কৃষ্ ধাতু অস্তিত্ব বা ভূবাচক, ণ প্রত্যয় আনন্দবাচক। এই উভয়ের ঐক্যই পরব্রহ্ম। এই জন্যই তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা হয়। 'কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে'॥ গোপালচম্পূ, পূর্বচম্পূ, ১ম, পৃঃ ৫।

২। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ভাগবত, ৩।২।১২।

৩। লীলায়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ভাগবত

৪। স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ
রমণং কর্ত্তুমিচ্ছাংশ্চ তদ্বভূব সুরেশ্বরী॥
ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্বং তস্য স্বেচ্ছাময়স্য চ।
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভূব সঃ॥
দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামাঙ্গং সা চ রাধিকা॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

৫। গোপালচম্পূতে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—রাধা শক্তি ও কৃষ্ণ শক্তিমান্। উভয় দুই হইলেও এক, এই ঐক্যযোগ নিত্যসিদ্ধ, ভেদপ্রতীতি লীলার জন্য কৃতভাবমাত্র—'ভিন্নপদার্থতয়াবগতয়োর্দয়িতয়োরিব তয়োরৈক্যযোগ এবেতি তদ্ব্যক্ত আনন্দ, সর্বাকর্ষকানন্দঃ'। পূর্বচম্পূ, ১ম কিরণ।

৬। মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণে ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ চৈঃ. চঃ, ১।৪।৮৪-৮৫

এই লীলা অপ্রকট লীলা, কারণ ইহা জীবের অনুভববেদ্য নহে। মর্তবাসীর আস্বাদনের জন্য মর্তে ব্রজ ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ যে লীলার অনুষ্ঠান করেন তাহা প্রকটলীলা। প্রকট ও অপ্রকট লীলার ভেদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'ভাগবতামৃতকণা' গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন—'যা যুগপদ্বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরবিলাসময়্যঃ সপরিকরস্য কৃষ্ণস্যানন্তপ্রকাশৈঃ নিত্যসেবা প্রকটলীলা বর্তন্তে, তা এব একেনৈব প্রকাশেন সপরিবারেণ শ্রীকৃষ্ণেন যদা প্রপঞ্চে ক্রমতঃ প্রকাশ্যন্তে তদা প্রকটেতি।' (পৃঃ ৫৪-৫৫)

লীলাপরিকরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চের অগোচরে অনন্ত প্রকারে যুগপৎ বাল্যাদি লীলা অনুষ্ঠান করেন, তাহা অপ্রকট লীলা। প্রপঞ্চে প্রকাশ্যে নিজপরিকরগণের সহিত হে বাল্যাদি লীলা তিনি ক্রমিকভাবে করিয়া থাকেন তাহা প্রকট লীলা। উজ্জলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে প্রকট ও অপ্রকট লীলায় বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই।[১]

অপ্রকট লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর। তিনি নিত্যকিশোর রূপে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসের বৈচিত্র্য আস্বাদন অপ্রকটে করিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্রকটে নিত্য কিশোরত্ব হেতু বাল্যে বা যৌবনে যে রসবৈচিত্র্য থাকা সম্ভব তাহা আস্বাদন করিতে পারেন না। তাই সর্ববিধ রসনির্যাস আস্বাদনের অভিপ্রায়ে ভগবান প্রকটে যোগমায়ার সহযোগিতায় জন্মাদি নরলীলার অবতারণা করেন। অপ্রকট লীলায় যাঁহারা তাঁহার লীলা-পরিকর ছিলেন তাঁহারা প্রকটলীলাবিন্যাসকালে ব্রজে গোপগোপী রূপে আবির্ভূত হন। অপ্রকট লীলায় প্রেয়সীবর্গ স্বরূপশক্তিভূতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তা, প্রকট লীলার ন্যায় পরকীয়া ভাবযুক্তা নহে। স্বকান্তার প্রেমে মাধুর্য থাকিলেও তাহা চিত্তোন্মাদী হয় না, সেই জন্য মধুরভাবের পরকীয়াভাবাত্মিকা মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধা প্রমুখা গোপবধূদের সহিত প্রেমরসোজ্জল ব্রজলীলা প্রকটিত করেন। সকল ব্রজলীলার মধ্যে রাসলীলাই সর্বোত্তম লীলা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যত যত লীলা আছে এমনকি যত যত স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের যত যত লীলা আছে সব লীলার মধ্যে রাসলীলাই সর্বোপেক্ষা মনোহারিণী। একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—

১। অপ্রকট লীলায় রস আছে কিন্তু তাহা বৈচিত্র্যহীন। প্রকটলীলার রস অনন্তবৈচিত্র্যযুক্ত হইয়া অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় হইয়া উঠে। কবি কর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বলিয়াছেন :

অলৌকিকত্বোহপি লৌকিকীয়ং লীলা হরেঃ কাপি লোভনীয়া।

মহেশশীর্ষাদপি ভূমিমধ্যং গতেব গঙ্গা মুদমাতনোতি॥ (২য় অঙ্ক,) অথবা 'অলৌকিকাল্লৌকিকমেব শৌরেবৃ'ত্তং চমৎকারি। আকর্ষকত্বং কি জগজ্জনানামলৌকিকত্বে স কোহপি হেতুঃ।' (৩য় অঙ্ক)

'তস্য তু স্বকর্তৃকো রসনির্যাসাস্বাদঃ প্রকটলীলায়াসঅপ্রকটলীলায়াং চ সদৈব বর্ত্ততে এব, তা এব জন্মাদি-লীলাঃ কৃপয়া দর্শিতাশ্চেৎ প্রকটাঃ, তা এব তচ্চক্ষুর্ভ্যস্তিরোহিতাঃ পিহিতা শ্চেদপ্রকটা উচ্যন্তে, ন তু প্রকটাপ্রকট-লীলায়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যমস্তীতি।'

আনন্দচন্দ্রিকা-টীকা, পৃঃ ২০।

'সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥' (বৃহৎ বামন)

পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর বলিয়া ভক্তের প্রেমরসনির্যাস আস্বাদনই তাঁহার লীলাপ্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গোলকে লীলার নিত্য সহচরী স্বকান্তাগণ ব্রজলীলায় যোগমায়ার প্রভাবে পরবধূরূপে আবির্ভূতা হন। তাঁহাদের পরকীয়াত্ব মায়িক,[১] স্বাভাবিক নহে। শ্রীবিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিণী মহাভাববতী শ্রীরাধিকা প্রমুখ গোপবধূ ও অন্যান্য ব্রজবাসিদের সহিত মায়াকল্পিত লীলার ব্যপদেশে ব্রজধামে স্বস্বরূপগত রসমাধুর্য আস্বাদন করেন। মধুর কৃষ্ণলীলাসুখ অনুভব করাইবার জন্য অপ্রকট লীলার গুণাতীতা সহচারিণী ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির চিচ্ছক্তিবৃত্তি যোগমায়া আবৃত করিয়া রাখে। আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দ অনুভব করাইবার জন্য প্রেম ও তাঁহার ভাগবতৈশ্বর্য জ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে। এই প্রেম তাহার চিচ্ছক্তির সার স্বরূপ। সেইজন্য প্রেমাধীনতায় শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ হয় না, পরন্তু প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখী। ভৃঙ্গের যেমন কমলকোষের আবরণ সুখের নিদান তেমনি শ্রীভগবানের প্রেমাবরণ ও অনেক আনন্দদায়ক।[২]

এইরূপে শ্রীভগবানের লীলারহস্য অনুধাবন করিলে শ্রীভগবানের প্রতি ব্রজেশ্বরীগণের রাগাত্মিকা ভক্তি শশশৃঙ্গের ন্যায় কবিকল্পনাবিলাস বলিয়া মনে হইবে না।

ভাবভক্তি—শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভাবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ সদৃশ, রুচি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ তদীয়ানুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাবিধায়ক মনোবৃত্তির নাম ভাব।[৩] ভাবের অপর একটি নাম রতি। ইহা শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সার বৃত্তির সহিত মিলিত সম্বিৎ শক্তির সারস্বরূপা। ইহা স্বয়ংপ্রকাশরূপা হইলেও প্রপঞ্চান্তর্গত

১। ব্রজস্থানাং তু গোপগোপীপশুপক্ষিপ্রভৃতীনাং শ্রীকৃষ্ণলীলাপরিকরাণাং মায়াবতীনাং স্বদেহেষহংভাবঃ স্বীয়েষু চ মাতাপিত্রাদিষু মাতাপিত্রাদিভাবো ন মায়াকল্পিতঃ কিং তু সচ্চিদানন্দময় এব। যথা শ্রীকৃষ্ণস্য যশোদানন্দাদিষু মাতাপিত্রাদিভাবঃ, তথৈব রাধাদীনাং শ্রীকীর্তিদাবৃষভান্বাদিষু মাতাপিত্রাদিভাবশ্চিদানন্দময় এব। অভিমন্যুপ্রভৃতিষু পতিভাবস্তু মায়িক এব।

আনন্দচন্দ্রিকা-টীকা, পৃঃ ২৯।

২। যথা চ মহামধুরশ্রীকৃষ্ণলীলাসুখমনুভাবয়িতুং গুণাতীতানাং শ্রীকৃষ্ণপরিবারাণাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং জ্ঞানং চিচ্ছক্তিবৃত্তিযোগমায়ৈবাবৃণোতি, তথৈব শ্রীকৃষ্ণমানন্দস্বরূপমপ্যানন্দাতিশয়মনুভাবয়িতুং চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিপ্রেমৈব তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি।...... প্রেমাধীনঃ কৃষ্ণোঽতিসুখী। কৃষ্ণস্য প্রেমাবরণরূপসুখবিশেষভোগ এব মন্তব্যঃ যথা ভৃঙ্গস্য কমলকোষাবরণরূপঃ।

রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, পৃঃ ৩২-৩৩।

৩। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ১।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী।

ভক্তচিত্তে আবির্ভূত হইয়া তাদাত্ম্যপ্রাপ্তিহেতু প্রকাশ্যরূপে ভাসমানা হয় এবং স্বয়ং আস্বাদস্বরূপিণী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা ভক্তজনকে আস্বাদিত করায়।[১]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আসক্তিই পরম পরিণামদশায় ভাব আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। রতি ইহার অপর পর্যায়। ভাব সচ্চিদানন্দ শক্তির মুকুলিতাবস্থা। উহাকে ভক্তিকল্পলতার পুষ্প বলা যায়। উহার বাহ্য প্রভাব সুদুর্লভ, অভ্যন্তর প্রভাবের কথাই নাই। উহা মোক্ষকেও তুচ্ছ করিয়া দেয়। এই ভাবের অত্যল্পাংশও সকল মোহান্ধকার নাশ করিতে সমর্থ। উহার পরিমল প্রসৃত হইয়া সাক্ষাৎ ভগবানকেও প্রকট করাইয়া থাকে। ঐ ভাব দ্বারা বাসিত চিত্তবৃত্তি দ্রবীভূত হইয়া শ্রীভগবানের অখিল অঙ্গকে স্নেহযুক্ত করিতে যোগ্য হয়। ঐ ভাব আবির্ভূত হইয়া নিজ আশ্রয় চণ্ডালাদিকেও ব্রাহ্মণাদির নমস্য করিয়া তুলে। উহার উদয়ে ভক্তের চক্ষু নিয়ত শ্রীভগবানের অঙ্গের শ্যামলিমা, তদীয় নেত্রান্তাদির অরুণিমা, তদীয় বদনস্মিতচন্দ্রিকার ধবলিমা ও তদীয় অঙ্গভূষণাদির পীতিমা প্রভৃতি সন্দর্শনে অজস্র অশ্রু বর্ষণ পূর্বক আত্মাকে অভিষিক্ত করে। তখন ভক্ত যেন ক্ষণে ক্ষণে ভগবানের মুরলী ধ্বনি, নূপুরের নিক্বণ ও কণ্ঠের নির্দেশ শ্রবণ করিবার জন্য উন্মনীভাব ধারণ করে। সময়ে সময়ে তদীয় আলিঙ্গন লাভ করিয়াও অঙ্গ সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পুলকিত হন। তিনি তদীয় মাধুর্যাস্বাদাস্বাদনে মত্ত হইয়া থাকেন। কখনও উহার অভাবে বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হন। এই সকল সঞ্চারী ভাব তাহাকে প্রায় অলংকৃত করে। তাঁহার বুদ্ধি জাগরণে, স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে সদাই তদীয় স্মৃতিতে মগ্ন থাকে, তাহার জীবচৈতন্য সেবোপযোগী সিদ্ধ দেহে প্রবেশ পূর্বক সাধক শরীরকে যেন ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তাঁহার মন ভগবচ্চরণারবিন্দের মকরন্দ পানের জন্য উৎসুক হয়। তদবস্থায় ভক্ত মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়াও দীন হইতে দীনের ন্যায় ক্ষান্তি ও বৈরাগ্যের আস্পদ হইয়া সাধারণের পরিচয়ের বহির্ভূত হন। সাধু গোষ্ঠীতে তিনি বিদিত থাকিলেও অসাধু গোষ্ঠীতে উন্মত্ত রূপে পরিচিত হন।[২]

১। আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্
স্বয়ং প্রকাশরূপাঽপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥ ২
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদিকর্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী।

২। অথ সৈবাসক্তিঃ পরমপরিণামং প্রাপ্তবতী রত্যপরপর্যায়ো ভাব ইত্যাখ্যাং লভতে। য এব হি সচ্চিদানন্দ ইতি শক্তিত্রিকস্য স্বরূপভূতস্য কন্দলীভাবং ভজতে। যমেব খলু ভক্তিকল্পবল্ল্যা উৎফুল্লং প্রসূনমাচক্ষতে। যস্য চ বাহ্যৈব প্রভা সর্বৈঃ সুদুর্লভা আভ্যন্তরী তু মোক্ষমপি লঘূকরোতি। যস্য চ পরমাণুরেক এব তমঃ সমস্তমুন্মূলয়তি। যস্য পরিমলৈঃ প্রসৃমরৈঃ মধুসূদনং নিমন্ত্র্যানীয় তত্র প্রকটীকর্ত্তুং প্রভূয়তে। কিং বহুনা, যৈরেব বাসিতা শ্চিত্তবৃত্তিস্তিলবিততয়ো দ্রবীভাবমাসাদ্য সদ্য এব ভগবদঙ্গমাখিলমেব স্নেহয়িতুং যোগ্যতাং দধতে।

ভাব ত্রিবিধ—সাধনাভিনিবেশজাত এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজাত।

সাধনাভিনিশেজাত ভাব বৈধী ও রাগানুগা মার্গ ভেদে দ্বিবিধ। সাধনাভিনিবেশ সাধনায় রুচি সৃষ্টি করে। রুচি হইতে শ্রীহরিতে আসক্তির উদয় হয় এবং আসক্তিই পরে রুচিতে পরিণত হয়।[১]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে রাগানুগাভক্তিজাত ভাব জাতি ও প্রমাণের দ্বারা আধিক্য হেতু মহিম জ্ঞান বা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে অনাদর বশতঃ শ্রীভগবানে সমানতা ও তদপেক্ষা আধিক্য প্রযুক্ত অতীব গাঢ় হয়। বৈধীভক্ত্যুত্থ জাতি ও প্রমাণে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হেতু ও ঐশ্বর্য জ্ঞানবিদ্ধ মমতাবিশিষ্ট বলিয়া তাদৃশ গাঢ় হয় না। এই দ্বিবিধ ভাব দ্বিবিধ ভক্তের দ্বিবিধ চিদানন্দযুক্ত দ্বিবিধ হৃদয়ে দ্বিবিধ রূপে আস্বাদিত হয়।[২]

সাধন ব্যতিরেকেও যে ভাব সহসা ভক্তচিত্তে আবির্ভূত হয় তাহাকে কৃষ্ণপ্রসাদজ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজ বলা হয়।[৩]

যঃ খল্বাবির্ভবন্নেব স্বাধারং শ্বপচমপি ব্রহ্মাদেরপি নমস্ততামাপদায়তি। উদ্যোতমানে চাস্মিন্ শ্যামলিমানং ব্রজ-মহেন্দ্রনন্দনস্যাঙ্গানামেব আরুণ্যং তদীয়াধরনেত্রান্তাদেরেব ধবলিমানং তদীয়বদনস্মিতচন্দ্রিকাদেরেব পীতিমানং তদম্বরভূষণাদেরেব লেঢ়ুং লব্ধাসন্নসময়মিব বলিতোৎকণ্ঠং ভক্তস্য নয়নদ্বয়মশ্রুভিরজস্রমাত্মানমভিষিঞ্চেৎ। গীতং তদীয়ং মুরল্যা এব শিঞ্জিতং তদীয়নূপুরাদেরেব সৌস্বর্য্যং তদীয়কণ্ঠস্যৈব নিদেশং তচ্চরণপরিচরণস্যৈব তৎকৃতং কমপি স্বস্যাবতংসীকর্তুং মৃগ্যাদিব স্থানে স্থানে ক্ষণে শ্রবণদ্বয়ং নিশ্চলীভবদুন্নমেৎ। এবমেব কীদৃশো বা তদ্ভুজ-করকিশলয়স্পর্শ ইতি তদৈব তমনুভবদিব গাত্রং রোমাঞ্চিতং ভবেৎ। তৎসৌরভ্যং লভ্যমানমিব বিদুস্তো নাসে প্রফুল্লে ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসং গৃহীত্বা পরিচিচীষেতাম্। হন্ত সা ফেনা কিং মে স্বাদনীয়া ইতি তদৈব তামুপলভমানেব রসনাপ্যুল্লাসং দধানৈবোষ্ঠাধরৌ লিহ্যাৎ। কদাপি তদীয়স্ফূর্ত্তৌ তং সাক্ষাৎ প্রাপ্তবদিব চেতো হৃষ্যেৎ তন্মাধুর্য্যা-স্বাদসম্পত্ত্যা মাদ্যেৎ তদৈব তত্তিরোভাবে বিষীদেৎ গ্লাপয়েদিত্যেবং সঞ্চারিভাবৈরাত্মানমলঙ্কুর্ব্বদিব শোভেত। বুদ্ধিরপতস্তমেবার্থমবধারয়ন্তী জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু তদীয়স্মৃতিবর্ত্মন্যেব পান্থত্বমধ্যবস্যেৎ। অহন্তা চ প্রাপ্স্যমানে সেবো-পযোগিনি সিদ্ধদেহে প্রবিশন্তীব সাধকশরীরং প্রায়ো জহাতীব বিরাজতে। মমতা চ তচ্চরণারবিন্দমকরন্দ এব মধুকরীভবিতুমুপক্রমেতেতি। স চ ভক্তঃ প্রাপ্তঃ মহারত্নং কৃপণ ইব জনেভ্যো ভাবং গোপয়ন্নপি ক্ষান্তিবৈরাগ্যা-দীনামাস্পদীভবন্ লসল্লালাটমেবান্তর্ধানং কথয়তীতি ন্যায়েন তদ্বিজ্ঞসাধুগোষ্ঠ্যাং বিদিতো ভবেদন্যত্র তু বিক্ষিপ্ত ইত্যুন্মত্ত ইতি দুর্লক্ষ্যতাং গচ্ছেৎ। সপ্তম্যমৃতবৃষ্টি, ৬৪-৬৬।

১। সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধা অভিজায়তে ॥ ৪
বৈধরাগানুগমার্গভেদেন পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোঽত্র সাধনাভিনিবেশজঃ।
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিম্।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সঞ্জনয়ত্যসৌ ॥ ৬ ভ, র, সি ; পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী।

২। স চ ভাবো রাগভক্ত্যুত্থো বৈধভক্ত্যুত্থ ইতি দ্বিবিধঃ। আদ্যো জাতিপ্রামাণাভ্যামাধিক্যেন মহিম-জ্ঞানানাদরেণ ভগবতি সামান্যাধিক্যাচ্চ সান্দ্রঃ। দ্বিতীয়ঃ তাভ্যাং প্রথমতঃ কিঞ্চিন্ন্যূনত্বেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবিদ্ধমমতাব-ত্বাচ্চাসান্দ্রঃ। প্রায়ো দ্বিবিধ এবায়ং ভাবো দ্বিবিধানাং ভক্তানাং দ্বিবিধচিদ্বাসনাসনাথেষু হৃদয়েষু স্ফুরন্ দ্বিবিধা-স্বাদত্বং ভজতে।

মাধুর্যকাদম্বিনী, সপ্তম্যমৃতবৃষ্টিঃ, ৬৭।

৩। সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণ-তদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্যতে ॥ ৭

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী।

ভাব ভগবৎকৃপালভ্য হইলেও উহাকে সাধ্যভক্তি বলা যায়। কারণ সাধন ভক্তি-ভাবের সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও উহার পরম্পরা কারণ হইয়া থাকে। সাধন ভক্তির পরিপাকদশাতে শ্রীভগবানের বা তদীয় ভক্তের কৃপা হয় এবং ঐ কৃপা হইতেই ভাব ভক্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণরতি ভক্তের পঞ্চবিধ ভেদ—শান্ত, দাস, সখা, গুরুজন ও প্রেয়সী অনুসারে রতিও পঞ্চবিধ রূপে প্রকাশ পায়—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহার অনুভাব শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ১৪
আসক্তি স্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যু র্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ১৫।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী)।

রতি যখন উপাধিরহিত হয় তখনই তাহা মুখ্যস্বরূপা, উপাধিবিশিষ্টা হইলে উহা আভাসে পরিণত হয়—'নিরুপাধিত্বমেব রতের্মুখ্যস্বরূপং সোপাধিত্বমাভাসত্বম্—(দুর্গমসঙ্গমনী, টীকা)। মোক্ষকামী যোগীর ভগবদ্বিষয়া রতি তদীয় চিত্তে স্নিগ্ধতা দান করিলেও যেহেতু ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষমাত্রই তাঁহার ভক্তির ঈপ্সিত ফল নহে সেহেতু তাঁহার ভক্তিকে যথার্থ ভাগবতী রতি বলা যায় না। কারণ, সমুদ্রাভিমুখী তটিনীর ন্যায় ভাগবতী রতি শ্রীভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়। শ্রীভগবানের সঙ্গলাভ ও তাঁহার সহিত মিলন ব্যতীত এই রতির অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। মোক্ষাভিলাষ যখনই ভক্তচিত্তে উদিত হয় তখনই ভাগবতী রতিতে উপাধি আরোপিত হওয়ায় উহার ভাবত্ব বর্জন করিয়া আভাসে পরিণত হয়।[১]

রত্যাভাস দ্বিবিধ—প্রতিবিম্ব ও ছায়া।

ভোগানুরাগী বা মোক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ সদ্‌ভক্তসঙ্গবশতঃ কদাচিৎ কীর্তন ইত্যাদি অনুসরণ করেন ও আত্মাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে কীর্ত্তনাদি অনুকরণ করেন।

১। ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্।
মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাং চেন্তর্হ্যেষা রতি র্ন হি ॥ ২১
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে ॥ ২২
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ? ॥ ২৩
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ববিভাগ, ৩য় লহরী।

ফলে তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন ও দোষহীন হইয়া উঠে। এইরূপ চিত্তে অভিলাষবিশেষের স্পর্শ থাকায় যখন চিত্তে ভগবদ্রতির উদয় হয় সেই রতিকে প্রতিবিম্ব সংজ্ঞক রত্যাভাস বলা হয়।[১]

শ্রীহরির প্রিয় ক্রিয়া, কাল, দেশ, পাত্র ইত্যাদির সহিত সংযোগ হেতু চিত্তে সহসা আবির্ভূত ভগবদ্রতিসদৃশী কৌতূহলময়ী যে আন্তরবৃত্তি, যাহা অস্থায়ী হইলেও সংসারদুঃখ বিনাশ করে তাহা ছায়াসংজ্ঞক রত্যাভাস। ভাগ্যে না থাকিলে ইহার উদয় হয় না। ইহা সাক্ষাৎ রতিস্বরূপ না হইলেও ভক্তের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে।[২]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংক্ষেপে উভয়ের ভেদটি পরিস্ফুট করিয়াছেন—

'মুমুক্ষুপ্রভৃতিষু যদি ভাবচিহ্নং দৃশ্যতে তদা ভাববিম্ব এব ন তু ভাবঃ অজ্ঞজনেষু ভাবচ্ছায়া'। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু)

ভাবতত্ত্ব আলোচনা করিবার পর উপসংহারে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে ভাব যদি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তচিত্তে উন্মেষিত হয়, তাহা হইলে তাহা লোকোত্তর আহ্লাদ দান করে ও ভক্তকে সর্ববিধ শক্তিতে বিভূষিত করে। ইহাই সর্বোত্তম ভাব। ইহার উদয় হইলে ভক্ত কোন অপরাধ করিলেও ঘৃণার আস্পদ হন না। ভাবের পবিত্র সংস্পর্শে তাহার সকল দোষ বিগলিত হইয়া পড়ে ও ভক্ত সদাই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে।

লোকোত্তরচমৎকারকারকঃ সর্বশক্তিদঃ।
যঃ প্রথীয়ান্ ভবেদ্ভাবঃ স তু কৃষ্ণপ্রসাদজঃ॥ ৩৮
জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাঽপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ॥ ৩৯

(ভক্তরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী)।

১। অশ্রমাভীষ্টনির্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥ ২৬
দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্॥ ২৭
কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্ভক্তহৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ॥ ২৮

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী।

২। ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥ ২৯
হরিপ্রিয়ক্রিয়াকালদেশপাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা কচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে॥ ৩০
কিং তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াঽপ্যুদঞ্চতি॥ ৩১
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ৩য় লহরী।

প্রেমভক্তি—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু গ্রন্থে বলিয়াছেন—'ভাবভক্তিপরিপাক এব প্রেমা'। অর্থাৎ ভাব ভক্তির পরিপাকাবস্থাকে প্রেম বলা যায়। চিত্ত সম্যক্‌রূপে নির্মল ও শ্রীভগবানে অতিশয় স্নেহ সম্পন্ন হইলে প্রেমের আবির্ভাব হয়—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ ১।
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ববিভাগ, ৪র্থ লহরী)।

প্রেমের যে স্বাদ্যমান রস তাহার আনন্দ গভীরতম এবং উহার পরম পুষ্টিকারিণী শক্তি কৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে। ভক্ত ঐ রস আস্বাদন করিয়া সকল বিঘ্ন হইতে মুক্তি লাভ করেন। তিনি আপন ব্যক্তিসত্তা ভুলিয়া ভগবদ্দর্শনেপ্সাজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার দ্বারা সন্তাপিত হয় এবং পরে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও মাধুর্য আস্বাদন করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ সুধা পান করেন। জগতের প্রতি তাহার কোন আসক্তি থাকে না। বন্ধুকে বারিহীন কূপের ন্যায়, গৃহকে অরণ্যের ন্যায়, প্রশংসাকে সর্পদংশনের ন্যায় তাহার কাছে বোধ হয়। তাহার অকৈতব প্রেম ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া নয়নগোচর করাইয়া থাকে। শ্রীভগবান তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য ও রসমাধুর্য বিস্তার করিয়া ভক্তচিত্ত আস্বাদিত করেন।[১]

প্রেমভক্তি দ্বিবিধা—ভাবোত্থা ও শ্রীহরির প্রসাদোত্থা। বৈধীমার্গ ও রাগানুগামার্গ অনুসরণকারী ভক্তবৃন্দের সাধনাঙ্গের অনুক্ষণ অনুষ্ঠানে চিত্তে যে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত প্রেমের উদয় হয় তাহাই ভাবোত্থা প্রেম।[২]

শ্রীহরির প্রসাদলব্ধ প্রেম মহিমাজ্ঞানপ্রযুক্তা ও কেবলা ভেদে দ্বিবিধ। বৈধীমার্গানুসারী

১। ফলভূতস্যাস্য যঃ স্বাদ্যমানো রসঃ স সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা রসস্য পরমপৌষ্টিকী শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ইত্যুচ্যতে। যস্মিন্ আস্বাদয়িতুমারভ্যমান এব বিঘ্নান্ ন গণয়তীতি কিং বক্তব্যম্। মহাশূরো ভট ইব মহাধনগৃধ্নু-রত্যাবেশলুপ্তবিচার স্তস্কর ইব স্বাত্মানমপি নাবেক্ষতে। কিঞ্চ রাত্রিন্দিবমেব প্রতিক্ষণমভ্যবহ্রিয়মাণৈশ্চতুর্বিধৈঃ পরমস্বাদুভিরপরিমিতৈরন্নৈরপি দুরুপশমনীয়া যদি কাচিৎ ক্ষুধা সম্ভবেৎ তৎসদৃশ্যা উৎকণ্ঠয়া সূর্য ইব তাপয়ন্ তৎকাল এব স্ফূর্ত্তৈরাবির্ভাবিতানি ভগবদ্রূপগুণমাধুর্য্যাণ্যপারাণ্যাস্বাদবিষয়ীকারয়ন্ কোটিচন্দ্র ইব শিশিরয়তি। যুগপদেব স্বাধারমদ্ভুতোঽয়ং প্রেমা উদিত্য চ যস্মিন্নীষদেব বর্দ্ধমানে ভগবৎসাক্ষাৎকারমেব প্রতিক্ষণমাকাঙ্ক্ষতো ভক্তস্য উৎকণ্ঠাশল্যস্য মহাদাহকস্যেবাতিপ্রাবল্যোদয়াৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ততদ্রূপলীলামাধুর্য্যৈরপি অতৃপ্তস্য তস্য বান্ধবো-ঽপি নিরুদকান্ধকূপ এব ভবনমপি কণ্টকবনমেব যৎকিঞ্চনাভ্যবহারোঽপি প্রহারো মহানেব সজ্জনকৃতপ্রশংসা অপি সর্পদংশা এব প্রাত্যহিককৃত্যকর্ত্তব্যমপি মর্ত্তব্যমেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গানি অপি মহাভার এব সুহৃদ্‌গণসান্ত্বনমপি বিষদৃষ্ট এব সদা জাগরোঽপি সাগরোঽনুতাপস্যৈব কদাচিৎ নিদ্রাপি বিদ্রাবিনী জীবনস্যৈব স্ববিগ্রহোঽপি ভগবন্নিগ্রহো মূর্ত্ত এব প্রাণা অপি ধানাঃ পুনঃ পুনঃ ভৃষ্টা এব কিং বহুনা প্রাক্ সদৈবাভীষ্টমাসীদ্ যৎ তচ্চ রহো মহোপদ্রব এব ভগবচ্চিন্তনমেবাত্মনিকৃন্তনমেব। ততশ্চ প্রেমৈব চুম্বকীভাবমাপদ্য কার্ষ্ণায়সীভূতং কৃষ্ণমাকৃষ্যানীয় কস্মিংশ্চন ক্ষণে ভক্তস্যাস্য নয়নগোচরীকরোতি। তত্র চ সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-সৌস্বর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌরস্যৌদার্য্য-কারুণ্যানীতি স্বীয়াঃ স্বরূপভূতাঃ পরমকল্যাণগুণাঃ ভগবতা স্বভক্তস্য তস্য নয়নাদিষ্বিন্দ্রিয়েষু নিধীয়ন্তে।

মাধুর্য্যকাদম্বিনী, অষ্টম্যমৃতবৃষ্টিঃ, ৬৯-৭১।

২। ভাব এবান্তরঙ্গাণামঙ্গানামনুসেবয়া।
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষং ভাবোত্থঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৪

ভ, র, সি; পূর্ব বিভাগ, ৪র্থ লহরী।

ভক্তের প্রেম মহিমাজ্ঞানযুক্ত হয় এবং রাগানুগামার্গানুসারী ভক্তের প্রেম কেবল অর্থাৎ শুদ্ধমাধুর্যজ্ঞানযুক্ত।[১]

কিরূপ ভক্তের চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয় সে বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ ৮
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ৯।

(ভ, র, সি ; পুর্ব বিভাগ, ৪র্থ লহরী)।

উত্তরোত্তর মমতার আতিশয্যে প্রেমের উত্তরোত্তর কয়েকটি অবস্থা হয়। প্রেমের উপরিতন অবস্থার নাম স্নেহ। স্নেহের চিহ্ন চিত্তের দ্রবীভাব। তদুপরিতন অবস্থার নাম রাগ। রাগের চিহ্ন নিবিড় স্নেহ। তদুপরিতন অবস্থার নাম প্রণয়। ইহার চিহ্ন গাঢ় বিশ্বাস।[২]

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে বলিয়াছেন যে রতিই ক্রম পরিপাক বশতঃ উত্তরোত্তর প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগরূপে প্রকাশ পায়, যেরূপ বীজ হইতে ইক্ষু, ইক্ষু হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ড, খণ্ড হইতে শর্করা, শর্করা হইতে সিতাশর্করা, সিতাশর্করা হইতে সিতোপলার সৃষ্টি হয়।[৩]

প্রেমিক ভক্ত সংসারমোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হন না। তাহার চিত্তে মোক্ষবাসনারও উদয় হয় না। তিনি সেবকরূপে শ্রীভগবান্ ও তদীয় পরিকরবৃন্দের সেবা করিয়া সমস্ত ভগবন্মাধুর্যসুধা আস্বাদন করিয়া আত্মসমাহিত হইয়া থাকেন। প্রেমে ভগবানকে পরমপ্রীত্যাস্পদ একান্ত আপন জনে পরিণত করে বলিয়া ইহা পরম পুরুষার্থরূপে গৃহীত হয়।[৪]

১। মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসরিণাম্।
রাগানুগাশ্রিতানাং তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ৭ ভ, র, সি., পূর্ব বিভাগ, ৪র্থ লহরী।

২। মমত্বাতিশয়াৎ প্রেম্ন এব উপরিতনোঽবস্থাবিশেষঃ স্নেহঃ। তস্য চিহ্নং চিত্তদ্রবীভাবঃ। ততো রাগঃ। তস্য লক্ষণং নিবিড়স্নেহঃ। ততঃ প্রণয়ঃ। তস্য লক্ষণং গাঢ়বিশ্বাসঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ১৮।

৩। ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্॥ ৫২
স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥ ৫৩
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥ ৫৪
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যু র্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেঽমী প্রেমশব্দেন মুনিভিঃ॥ ৫৫ পৃঃ ৪১৫-৪১৭, কাব্যমালা সংস্করণ।

৪। অহং প্রভোর্জনঃ সেবকোঽস্মি সেব্যো মে প্রভুর্ভগবান্ সপরিকর এব রূপগুণমাধুরীমহাদধিরিতি পার্ষদরূপপরিগ্রহভগবদ্বিগ্রহাদিবিষয়ত্বে প্রেমা স হি বন্ধমোক্ষাভ্যাং বিলক্ষণ এব পুরুষার্থচূড়ামণিরিত্যুচ্যতে॥
মাধুর্য্যকাদম্বিনী, অষ্টম্যমৃতবৃষ্টি, ৮৬।

সপ্তম অধ্যায়

ভক্তিরসের প্রকার ভেদ

ঈশ্বরবিষয়িণী পরানুরক্তির আস্বাদনসম্ভূত অপার্থিব চমৎকার সঞ্জীবিত ভক্ত-হৃদয়ের সুখানুভূতিই ভক্তিরস। ষড়ৈশ্বর্যময় সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপী শ্রীভগবানের যে রূপ ভক্তচিত্তকে আকর্ষণ করে, অফুরন্ত আনন্দসুষমায় ভরিয়া তুলে, সেই রূপের বৈচিত্র্যে ভক্তিরসেরও বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়; কারণ শ্রীকৃষ্ণই ভক্তিরসের আশ্রয়। কেহ তাঁহার গুণ-মহিমায় আসক্ত, কেহ তাঁহার অনির্বচনীয় রূপমাধুরী পান করিতে উৎসুক, কেহ বা তাঁহাকে পতি, পুত্র বা সখারূপে পাইতে অভিলাষী। যিনি যেরূপে ভগবানকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ তাঁহার নিকট সেই রূপেই ধরা দেন। ভক্তের অভিলাষের ছাঁচে পড়িয়া ভক্তিও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। নারদভক্তিসূত্রে ভক্তের আসক্তি অনুসারে ভক্তি-কে একাদশবিধ বলা হইয়াছে :

'গুণমাহাত্ম্যাসক্তিরূপাসক্তিপূজাসক্তিস্মরণাসক্তিদাস্যাসক্তিসখ্যাসক্তিবাৎসল্যাসক্তিকান্তা-সক্ত্যাত্মনিবেদনাসক্তিতন্ময়তাসক্তিপরমবিরহাসক্তিরূপৈকধাপ্যেকাদশধা ভবতি।' (৮২)

এই একাদশবিধ ভক্তির আস্বাদন জন্য ভক্তিরসও একাদশবিধরূপে তৎকালে প্রচলিত ছিল, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়।

মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরসায়ন গ্রন্থে বলিয়াছেন যে স্বভাবতঃ কঠিনাত্মক মানবচিত্ত কামক্রোধাদির সংস্পর্শে দ্রবীভূত হয় এবং ঐ দ্রুত চিত্তে শ্রীভগবানের পরমানন্দস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ স্থায়িভাবের আস্বাদনই ভক্তিরস।[১]

'ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকাররসতামেতি পুষ্কলম্॥' (ভক্তিরসায়ন, ১৷১০)

তাই একমাত্র ভক্তিরসই অখণ্ড ও অলৌকিকচমৎকারসার।

যদিও দ্রবীভূত চিত্তে প্রতিফলিত ভগবদাকারতা ভক্তিরসের অদ্বিতীয় স্থায়িভাব, তথাপি মধুসূদন সরস্বতী রতি প্রভৃতি ইতর স্থায়িভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাপকবস্তুর সংযোগে চিত্তদ্রুতি যত সংখ্যক হইয়া থাকে, স্থায়িভাবও তত সংখ্যক।[২]

১। পরমানন্দশ্চ ভগবান্ মনসি প্রতিবিম্বিতঃ স্থায়িভাবতামাসাদ্য রসতামাপাদয়তীতি ভক্তিরসস্য পরমানন্দরূপত্বং নির্বিবাদম্। (ভক্তিরসায়ন-টীকা, পৃঃ ৩৪)

২। যাবন্তো দ্রুতয়শ্চিত্তে ভাবাস্তাবন্ত এব হি।
স্থায়িনো রসতাং যান্তি বিভাবাদিসমাশ্রয়াৎ॥ ভক্তিরসায়ন, ২৷২৬।

স্থায়িভাবের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের স্বরূপ কি এ বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—

তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ চিত্তে যা স্যাৎ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা।
সম্ভোগবিপ্রযোগাখ্যা রতিঃ সা, সা ক্রমাদ্ ভবেৎ॥ ২।৪
ব্রীড়াবিকৃতবাগ্‌বেষচেষ্টাদিজনিতোঽপরঃ।
তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ চেতোবিকাসো হাস উচ্যতে॥ ২।১৪
যুদ্ধাদিতাপজনিতো বীরাণাং জায়তেঽপরঃ।
জিতচিত্তস্য বিস্তারো দ্রুতস্যোৎসাহ উচ্যতে॥ ২।১৬
ইষ্টবিচ্ছেদজনিতো যশ্চিত্তে ক্লিষ্টতোদয়ঃ।
তজ্জন্যায়াং দ্রুতৌ বিষ্টারততা শোক উচ্যতে॥ ২।১৭
দেহেন্দ্রিয়াদিদুঃখে স্ববিচারণপুরঃসরা।
ঘৃণা শুদ্ধেতি কবিভিঃ সা জুগুপ্সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ২।২০
যা তু শোচ্যস্য রক্ষার্থং প্রবৃত্তিরনুকম্পয়া।
তয়া দ্রুতে তু মনসি দয়োৎসাহঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥ ২।২১
সর্বস্বমপি দাস্যামি প্রার্থয়েতি চ যো মহান্।
উদ্যমো দ্রুতচিত্তস্য দানোৎসাহঃ স উচ্যতে॥ ২।২২
তথা স্বধর্মরক্ষার্থং যা প্রবৃত্তিঃ প্রযত্নতঃ।
তয়া চিত্তস্য বিস্তারো ধর্মোৎসাহো দ্রুতৌ ভবেৎ॥ ২।২৩
বশীকারাখ্যবৈরাগ্যং যৎ কামাস্পৃহতাত্মকম্।
তেন দ্রুতস্য চিত্তস্য প্রকাশঃ শম উচ্যতে॥ ২।২৪

এই স্থায়িভাবগুলির মধ্যে কতগুলি ভক্তিরসের অনুকূল, কতগুলি প্রতিকূল। অনুকূল স্থায়িভাবগুলি ভগবদ্বিষয়ক হইলে যথোপযুক্ত বিভাব প্রভৃতি সমাশ্রয়বশতঃ আস্বাদিত হইয়া ভক্তিরসে পরিণত হয়। প্রতিকূল স্থায়িভাবগুলির মধ্যে দয়োৎসাহ, ধর্মোৎসাহ, শম ও ত্রিবিধ জুগুপ্সা, (ক্ষোভিনী, ঘৃণা ও উদ্বেগিনী) ভিন্নাস্পদত্বহেতু ভগবদ্বিষয়ক নহে। সুতরাং ইহারা ভক্তিরসে পরিণতি লাভ করে না। ঈর্ষাজ ও ভয়জ দ্বেষ ভগবদ্বিষয়ক হইলেও সাক্ষাৎ দ্রুতিবিরোধবশতঃ ভক্তিরসতা প্রাপ্ত হয় না। শুদ্ধ রৌদ্র ও রৌদ্রভয়ানক প্রীতি বিরোধহেতু আস্বাদনযোগ্য নহে।

কামজ দ্বিবিধ রতি, শোক, প্রীতি, ভী (ভয়), বিস্ময়, এবং দানোৎসাহ—এগুলি ভগবদ্বিষয়ক হইয়া থাকে ও মিশ্রিত স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভাব প্রভৃতির সংযোগে ভক্তিরসে পরিণত হয়। এইরূপে শৃঙ্গার প্রভৃতি মিশ্রিত ভক্তিরসের উৎপত্তি ঘটে।

ভাবান্তরের সহিত সম্পর্কশূন্য শুদ্ধা,[১] বৎসল[২] ও প্রেয়ঃ[৩]—এই ত্রিবিধ অমিশ্রা রতি হইতে বিশুদ্ধ, বৎসল ও প্রেয় নামক ত্রিবিধ অমিশ্রা ভক্তিরসের উদয় হয়। রতি স্থায়ি ভাবের অতি তীব্রতা হেতু শৃঙ্গার রস রসান্তরের সহিত মিশ্রিত হইলেও সকল রসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলবত্তর।[৪]

মধুসূদন সরস্বতী রতি হইতে উদ্ভূত রসের পরিচয় দিয়াছেন—

সুখের অভিব্যঞ্জক বলিয়া রজস্তমোবিহীন ভগবদ্বিষয়া মতিই রতি।[৫] এই রতি শুদ্ধা ও ব্যামিশ্রিতা রূপে দ্বিবিধ। উপাধিবর্জিতা রতি শুদ্ধা। কাম, সম্বন্ধ ও ভয় ইহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইলে শুদ্ধা রতি সোপাধি রতিরূপে পরিচিত হয়। এই ত্রিবিধা সোপাধি রতি বিভাবাদির সংযোগে শুদ্ধ ভক্তিরসে পরিণত হয়। কামজা রতি হইতে শৃঙ্গার ভক্তি,

---

১। মধুসূদন সরস্বতী রতির সংজ্ঞা দিয়াছেন—

রজস্তমোবিহীনা তু ভগবদ্বিষয়া মতিঃ।
সুখাভিব্যঞ্জকত্বেন রতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ভক্তিরসায়ন, ২।৫৮।

এই রতি শুদ্ধ ও ব্যামিশ্রিতরূপে দ্বিবিধ—'শুদ্ধা ব্যামিশ্রিতা চেতি পুনরেষা দ্বিধা ভবেৎ, তত্রানুপাধিঃ শুদ্ধা স্যাৎ।' ঐ, ২।৬৪।

২। পাল্যপালকভাবেন সা বৎসলরতির্ভবেৎ।

৩। সেব্যসেবকভাবেন প্রেয়োরতিরিতীর্য্যতে ॥ ২।১১

৪।
ধর্মোৎসাহো দয়োৎসাহো জুগুপ্সা ত্রিবিধা শমঃ।
ষড়প্যেতে ন বিষয়া ভগবদ্বিষয়া ন হি ॥ ২।২৭
ধর্মবীরো দানবীরো বীভৎসঃ শান্ত ইত্যমী।
অতো ন ভক্তিরসতাং যান্তি ভিন্নাস্পদত্বতঃ ॥ ২।২৮
ঈর্ষাজভয়জদ্বেষৌ ভগবদ্বিষয়াবপি।
ন ভক্তিরসতাং যাতঃ সাক্ষাদ্ রুতিবিরোধতঃ ॥ ২।২৯
শুদ্ধো রৌদ্ররসস্তত্র তথা রৌদ্রভয়ানকঃ।
নাস্বাদ্যঃ সুধিয়া প্রীতিবিরোধেন মনাগপি ॥ ২।৩০
কামজে দ্বে রতী শোকঃ প্রীতিভীবিস্ময়াস্তথা।
উৎসাহো যদি দানে চ, ভগবদ্বিষয়া অমী ॥ ২।৩১
ব্যামিশ্রভাবরূপত্বং যান্ত্যেতে ক্ষীরনীরবৎ।
বিভাবাদিসমাযোগে তথা ভক্তিরসা অপি ॥ ২।৩২
শৃঙ্গারঃ করুণো হাস্য স্তথা প্রীতির্ভয়ানকঃ।
অদ্ভুতো যুদ্ধবীরশ্চ দানবীরশ্চ মিশ্রিতাঃ ॥ ২।৩৩
শুদ্ধা চ বৎসলরতিঃ প্রেয়োরতিরিতি ত্রয়ী।
ভাবান্তরামিশ্রিতত্বাদমিশ্রা রতিরুচ্যতে ॥ ২।৩৪
বিশুদ্ধো বৎসলঃ প্রেয়ান্ ইতি ভক্তিরসাস্ত্রয়ঃ।
রসান্তরামিশ্রিতাস্তে ভবন্তি পরিপুষ্কলাঃ ॥ ২।৩৫
শৃঙ্গারো মিশ্রিতত্বেঽপি সর্বেভ্যো বলবত্তরঃ।
তীব্রতীব্রতরত্বং তু রতেস্তত্রৈব বীক্ষ্যতে ॥ ২।৩৬

৫। রজস্তমোবিহীনা তু ভগবদ্বিষয়া মতিঃ।
সুখাভিব্যঞ্জকত্বেন রতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ভক্তিরসায়ন, ২।৫৮।

সম্বন্ধজা রতি হইতে প্রেয়োভক্তি ও বৎসলভক্তি এবং ভয়জা রতি হইতে প্রীতিভয়ানক ভক্তিরসের অভ্যুদয় হয়।[১]

মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরসকে শুদ্ধ ও মিশ্রিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভগবদ্বিষয়ক রতিস্থায়িভাবের অনুপাধিত্ব ও সোপাধিত্ব অনুসারে শুদ্ধ ভক্তিরস দ্বিবিধ। অনুপাধি রতিস্থায়িভাব হইতে যে শুদ্ধ ভক্তিরসের উদয় হয়, তাহা পরমানন্দমহিমান্বিত ও একরূপ। সোপাধি রতিস্থায়িভাব হইতে চতুর্বিধ শুদ্ধ ভক্তিরসের উদয় হয়—শৃঙ্গারমিশ্রিতা ভক্তি, প্রেয়ো ভক্তি, বৎসল ভক্তি ও প্রীতিভয়ানক ভক্তি। মিশ্রিত ভক্তিরস ভাবান্তরের সহিত মিশ্রণ হেতু বহুবিধ, যথা—শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, প্রীতি, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর (যুদ্ধবীর ও দানবীর)।

বিস্ময়ের বিষয় মধুসূদন সরস্বতী বৈষ্ণব পদকর্তাদের অতি প্রিয় দাস্য ভক্তিরসকে গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ভক্তচিত্তের শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি বিভাব প্রভৃতির সমাযোগে আস্বাদ্যমান হইয়া ভক্তিরসে পরিণত হয়।[২]

এই শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি মুখ্যা ও গৌণী ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্যা রতি স্বার্থা ও পরার্থা রূপে দ্বিবিধ।[৩] এই উভয়বিধ মুখ্য রতি শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা

১। শুদ্ধা ব্যমিশ্রিতা চেতি পুনরেষা দ্বিধা ভবেৎ।
তত্রানুপাধিঃ শুদ্ধা স্যাৎ সোপাধি র্মিশ্রিতোদিতা ॥ ২।৬৫ ; ভক্তিরসায়ন।
অনুপাধিঃ পরানন্দমহিম্নৈকনিবন্ধনা।
ভজনীয়গুণানন্ত্যাদেকরূপৈব সোচ্যতে ॥ ২।৬৬
কামসম্বন্ধভয়তঃ সোপাধিস্ত্রিবিধা ভবেৎ।
বিভাবাদিসমাযোগে শুদ্ধভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ২।৬৭
শৃঙ্গারমিশ্রিতা ভক্তিঃ কামজা ভক্তিরিষ্যতে।
সম্বন্ধজা রতির্যাতি পূর্বোক্তাং রসতাং দ্বয়োঃ ॥ ২।৬৮
একো বৎসলভক্ত্যাখ্যঃ প্রেয়োভক্তিস্তথাপরা।
ভয়জা রতিরধ্যাস্তে রসং প্রীতিভয়ানকম্ ॥ ২।৬৯
একদা যদ্যপি ব্যক্তমিদং রতিচতুষ্টয়ম্।
তদা তু পানকরসন্যায়েন পরমো রসঃ ॥ ২।৭০

২। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ৬
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী।

৩। মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা।
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা। ৩
মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্যতে ॥ ঐ, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী।

এই পঞ্চবিধ রসে পরিণতি লাভ করে। বস্তুতঃ ইহারা একই ভক্তিরসের পাত্রভেদবশতঃ বিভিন্ন প্রকাশ।[১]

শুদ্ধা রতি সামান্য, স্বচ্ছ ও শান্তি ভেদে ত্রিবিধ।[২]

এই ত্রিবিধ রতি কেবলা ও সঙ্কুলা ভেদে দ্বিপ্রকার।[৩]

ইতর রতির সহিত সম্পর্ক বর্জ্জিত রতি কেবলা রতি, অন্য রতির সহিত মিলিতা রতি সঙ্কুলা।

অনুগ্রাহ্যের আরাধ্যত্বাত্মিকা রতি প্রীতি। তজ্জন্য রস প্রীতিভক্তি রস।[৪]

শ্রীকৃষ্ণের সখাদের তাঁহার প্রতি বিস্রম্ভরূপা রতি সখ্য, তজ্জন্য রস সখ্য-ভক্তি।[৫] মাতা পিতা প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি বাৎসল্য। তজ্জন্য রস বাৎসল্য ভক্তিরস।[৬]

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীবৃন্দের পরস্পরের প্রতি রতিই প্রিয়তা। তজ্জন্য রস মধুর ভক্তিরস।[৭]

গৌণী রতি প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

১। শুদ্ধা প্রীতি স্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ ॥ ৬
বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাদ্রতিরেষোপগচ্ছতি।
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু ॥ ৭, ঐ, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী।

২। সামান্যাসৌ তথা স্বচ্ছা শান্তিশ্চেত্যাদিমা ত্রিধা ॥
কঞ্চিদ্বিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণজনস্য যা। বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে স্যাৎ সামান্যা সা রতির্মতা ॥ ৯
বৈশিষ্ট্যানবগাহী সাধারণজনের রতি সামান্য।
তত্তৎসাধনতো নানাবিধভক্তপ্রসঙ্গতঃ। সাধকানাং তু বৈচিত্র্যং যান্তী স্বচ্ছা রতির্মতা ॥ ১০
স্বচ্ছা রতি সাধকের বৈচিত্র্যহেতু বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়।
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা ॥ পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তী রতি র্মতা ॥ ১৪
শমভাবাপন্ন ব্যক্তির পরমাত্মজ্ঞানে কৃষ্ণে জাত রতি শান্তি।

৩। রত্যন্তরস্য গন্ধেন বর্জিতা কেবলা ভবেৎ ॥ ১৯ ব্রজানুগে রসালাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে। গুরৌ ব্রজনাথাদৌ চ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ ॥ ২০ এষাং দ্বয়োস্ত্রয়াণাং বা সন্নিপাতস্তু সঙ্কুলা ॥ উদ্ধবাদৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা ॥ ২১ যস্যাধিক্যং ভবেত্তত্র স তেন ব্যপদিশ্যতে ॥ ২২

ভ. র. সি ; দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

৪। স্বস্মাদ্ ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা ॥ ২৩

৫। যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সাম্যাদ্বিস্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে ॥ ২৪ ঐ

৬। গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে ॥ ২৫ ঐ

৭। মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ ॥ ২৭ ঐ

হাস, বিস্ময় প্রভৃতি সপ্ত ভাব স্বয়ং সংকুচিত রতি কর্তৃক প্রকটীকৃত হইলে গৌণী রতিতে পর্যবসিত হয়।[১]

পঞ্চবিধ মুখ্যা রতি আস্বাদিত হইয়া পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্তিরসে পরিণত হয়—শান্ত, প্রীতি, প্রেয়ান্, বৎসল ও মধুর। সপ্তবিধ গৌণী রতি আস্বাদিত হইয়া সপ্তবিধ গৌণ ভক্তিরসে পরিণত হয়—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। এইরূপে মুখ্য ও গৌণ ভেদে ভক্তিরস দ্বাদশবিধ।[২]

কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে ভক্তিরসকে মুখ্য গৌণ ভেদে দ্বাদশবিধ বলা উচিত নহে। কারণ মুখ্যা রতি পঞ্চবিধরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুত একবিধ। সূর্য যেরূপ বিভিন্ন আধারে বিভিন্নরূপে প্রতিবিম্বিত হয় সেইরূপ মুখ্য রতিও পাত্রভেদে বিচিত্রতা লাভ করে। শ্রীজীবগোস্বামীও এই কথাই বলিয়াছেন—'সা চ ভক্তিঃ ক্রমেণ পাল্যানামাশ্রয়াত্মিকা, ভৃত্যানাং দাস্যাত্মিকা, লাল্যানাং প্রশ্রয়াত্মিকা জ্ঞেয়া।.........পুত্রোঽয়মিত্যাদিভাবেন অনুকম্পিত্বাভিমানময়ী প্রীতির্বাৎসল্যম্,.........মিত্রত্বাভিমানময়ী প্রীতিঃ মৈত্র্যাখ্যা দ্বিবিধা—সৌহৃদাখ্যা সখ্যাখ্যা চেতি।.........অথ কান্তোঽয়মিতি প্রীতিঃ কান্তভাবঃ।' (প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৬-৭)

অতএব একবিধ মুখ্যা রতি ও সপ্তদশ গৌণীরতি হইতে অষ্টবিধ ভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে।[৩]

১। বিভাবোৎকর্ষজো ভাববিশেষো যোঽনুগৃহ্যতে ॥ ২৯
সঙ্কুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা সা গৌণী রতিরুচ্যতে ॥
হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা। ৩০
জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতা ॥ ৩১
হাসাদাবত্র ভিন্নোঽপি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষতঃ। ৩২
পরার্থীয়া রতে র্যোগাদ্রতিশব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥
হাসোত্তরা রতি র্যা স্যাৎ সা হাসরতি রুচ্যতে। ৩৩
এবং বিস্ময়রত্যাদ্যা বিজ্ঞেয়া রতয়শ্চ ষট্ ॥
কঞ্চিৎকালং ক্বচিদ্ভক্তে হাসাদ্যাঃ স্থায়িতামমী। ৩৪
রত্যা চারুকৃতা যান্তি তল্লীলাদ্যনুসারতঃ ॥ ৩৫ ভ. র. সি ; দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

২। পূর্ব্বমুক্তাৎ দ্বিধা ভেদান্মুখ্যগৌণতয়া রতেঃ ॥
ভবেদ্ ভক্তিরসোঽপ্যেষ মুখ্যগৌণতয়া দ্বিধা ॥ ৯৪
মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতিঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ ॥
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্বমনুত্তমাঃ ॥ ৯৬
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি ॥ ৯৭
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্ দ্বয়ো র্দ্বাদশধোচ্যতে ॥ ৯৮
ভ, র, সি ; দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

৩। পঞ্চধাঽপি রতেরৈক্যান্মুখ্যস্ত্বেক ইহোদিতঃ ॥
সপ্তধাঽত্র তথা গৌণ ইতি ভক্তিরসোঽষ্টধা ॥ ৮৭ ভ. র. সি ; দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

ভক্তিরস বহুবিধরূপে গৃহীত হইলেও বস্তুতঃ স্বরূপতঃ উহা একটি। ভগবানের পরমরমণীয় রূপ আস্বাদন করিয়া ভক্তচিত্তে যে নিরবচ্ছিন্ন অপার্থিব আনন্দের স্ফুরণ হয় তাহা অখণ্ড ও একীভাবময়। কিন্তু একটি দীপের আলোক যেমন বিভিন্ন বর্ণের কাঁচের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হয় সেইরূপ বিভিন্ন আশ্রয়ালম্বনের গুণে একীভাবময় অখণ্ড রসানুভব বৈচিত্র্যময়রূপে গৃহীত হয়। শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—"ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার। শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর। বাৎসল্য রতি, মধুররতি এ পঞ্চবিভেদ"॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ)

শমভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতি শান্তরতি, দাস্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতি দাস্যরতি, সখ্যভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতি সখ্যরতি, বাৎসল্য ভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতি বাৎসল্য রতি ও মধুর ভাবের ভক্তের কৃষ্ণরতি মধুররতি বা কান্তা রতি। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে মুখ্য ও গৌণী ভেদে দ্বিবিধা রতি বিভাবাদিতে পরিণত কৃষ্ণ প্রভৃতির সহযোগিতায় ভক্তের চিত্তে রসে পরিণত হয়। যেরূপ দধি প্রভৃতি দ্রব্য শর্করা, মরিচ ইত্যাদির সংযোজন বিশেষের দ্বারা বিচিত্রাস্বাদ হইয়া উঠে, সেইরূপ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি হেতু ভক্ত যে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকার আস্বাদন করে—তাহা একীভাবময় হইলেও রতি ইত্যাদি বিবিধ স্থায়িভাব ও বিভিন্ন বিভাব প্রভৃতির সহযোগে তাহাদের বৈশিষ্ট্যবশতঃ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়।[১]

উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ লহরীতে শ্রী রূপ গোস্বামী এই বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে:

বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তি ভাবসংজ্ঞা লাভ করে। কোন কোন ভাব স্বাভাবিক ও কোন কোন ভাব আগন্তুক হইয়া থাকে। মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যে যেরূপ রক্তিমতা অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ যাহা স্বাভাবিক ভাব তাহা ভক্ত চিত্তের অন্তর ও বাহির ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করে। এই স্বাভাবিক ভাবের পক্ষে বিভাবের বিভাবতা

১। রতি র্দ্বিধাঽপি কৃষ্ণাদ্যৈঃ শ্রুতৈরবগতৈঃ স্মৃতৈঃ।
তৈ র্বিভাবাদিতাং সম্ভিন্তস্তক্তেষু রসো ভবেৎ॥ ৫৬
যথা দধ্যাদিকং দ্রব্যং শর্করামরিচাদিভিঃ।
সংযোজনবিশেষেণ রসালাখ্যো রসো ভবেৎ॥ ৫৭
তদত্র সর্ব্বথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ্যনুভবাদ্ভুতঃ।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারো ভক্তৈঃ কোঽপ্যনুরস্যতে॥ ৫৮
স রত্যাদিবিভাবাদ্যৈ রেকীভাবময়োঽপি সন্। ৬৫
স্বপুতত্তদ্বিশেষশ্চ তত্তদ্ভেদতো ভবেৎ॥ ৬৬

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী।

শুধু নামমাত্রেই। এইরূপ স্বাভাবিক ভাবের দ্বারা অনুগত রতি রতিত্বসাধারণ্যে একরূপা হইলেও ভক্ত চিত্তে বিবিধরূপে প্রতিভাত হয়।[১]

মুক্তাফল গ্রন্থে আচার্য বোপদেব বলিয়াছেন যে ভক্তিরস অখণ্ড ও অদ্বিতীয় হইয়াও শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি নববিধ রূপে অনুভূত হয়। ভক্ত চিত্ত ভক্তিরসের নববিধরূপের অনুরঞ্জনে অনুরঞ্জিত হয় বলিয়া ভক্তও নববিধরূপে প্রতীয়মান হন।[২]

হেমাদ্রির নামে প্রচলিত কৈবল্যদীপিকা টীকায় ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বোপদেব বলিয়াছেন যে 'ভক্তিরস এব রসস্যাদিরূপেণ নবধানুভূয়তে।'[৩] ভক্তিরসই সকল রসের প্রকৃতি। বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যহেতু ইহা বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ রূপে অনুভূত হয়, যেরূপ স্বচ্ছ স্ফটিক বিভিন্ন বর্ণের বস্তুর সংস্পর্শে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত রূপে প্রকাশিত হয়।

শ্রীজীব গোস্বামী পঞ্চবিধ মুখ্য ও সপ্তবিধ গৌণ ভক্তিরস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রীতির পঞ্চবিধ ভেদ হেতু ভগবৎপ্রীতিময় রস পঞ্চবিধ। যথা জ্ঞান, (অর্থাৎ শান্ত) ভক্তিময় (অর্থাৎ দাস্য), বৎসল, মৈত্রীময় (অর্থাৎ সখ্য) এবং উজ্জল (অর্থাৎ মধুর)[৪]। কবি কর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ভক্তিরসের ষড়বিধত্ব উল্লেখ করিয়াছেন—উজ্জ্বল, অদ্ভুত, শান্ত, হাস্য, প্রেম ও বাৎসল্য।[৫]

১। ভাবাবির্ভাবজনিতা শ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ।
ক্বচিৎ স্বাভাবিকো ভাবঃ কশ্চিদাগন্তুকঃ ক্বচিৎ ॥ ১০৮
যস্তু স্বাভাবিকো ভাবঃ স ব্যাপ্যান্তর্বহিঃ স্থিতঃ।
মঞ্জিষ্ঠাদ্যে যথা দ্রব্যে রাগস্তন্ময় ঈক্ষ্যতে ॥ ১০৯
অত্র স্যান্নামমাত্রেণ বিভাবস্য বিভাবতা।
এতেন সহজেনৈব ভাবেনানুগতা রতিঃ ॥ ১১০
একরূপাঽপি যা ভক্তে র্বিবিধা প্রতিভাত্যসৌ ॥

ভ. র. সি ; দক্ষিণ বিভাগ, চতুর্থ লহরী।

২। 'স নবধা ভক্তঃ, নববিধত্বে হেতুমাহ ভক্তীতি। ......ভক্তিরসস্যৈব হাস্য-শৃঙ্গার-করুণ-রৌদ্র-ভয়ানক বীভৎসশান্তাদ্ভুতবীররূপেণানুভবাৎ—' ১১।১ বৃত্তি।

৩। ইহাই মনে হয় প্রথম ভক্তিরসের অদ্বিতীয়ত্ব; উৎকর্ষ এবং ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে উক্তি, যাহা উত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিশেষতঃ শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

৪। এষ চ ভগবৎপ্রীতিময়রসঃ পঞ্চধা প্রীতের্ভেদপঞ্চকেন। তে চ জ্ঞানভক্তিময়বৎসলমৈত্রীময়োজ্জ্বলাখ্যাঃ ক্রমেণ জ্ঞেয়াঃ ॥ প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৯৫।

অদ্ভুতাদিরসের স্থায়িভাব বিস্ময় ইত্যাদি ভগবৎপ্রীতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে বিস্ময় প্রভৃতি স্থায়িভাবের আস্বাদনজনিত রস ভক্তিরস নামে পরিচিত হয়। এইরূপ ভক্তিরস জ্ঞান, দাস্য প্রভৃতি উক্ত পঞ্চবিধ ভগবৎপ্রীতির অধিকারী পঞ্চবিধ ভক্তে কদাচিৎ উদিত হয়। সুতরাং আধারের অনিয়তত্বহেতু এই রসগুলিকে গৌণরস বলা হয়ঃ

'যে অন্যেঽদ্ভুতাদিরসস্থায়িনো বিস্ময়াদয়স্তেষাং তৎপ্রীতিসম্বন্ধনৈব ভাগবতরসান্তঃপাতাৎ পঞ্চবিধেষু প্রিয়েষু কাদাচিৎকোদ্ভবত্বেনানিয়তাধারত্বাচ্চ গৌণতা'। প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৯৫।

৫। উজ্জ্বলাদ্ভুতশমাশ্চ হাসশ্চ প্রেম বৎসল ইতীহ রসাঃ ষট্।
উত্তমা ইতি তদাশ্রয়ভাজো ভক্তয়শ্চ ষড়রতিযোগ্যাঃ ॥ তৃতীয়াঙ্ক ॥ (পৃঃ ৩৬)

এই প্রসঙ্গে মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরসের স্বরূপ ও প্রকার ভেদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

মুখ্য ভক্তিরস—শান্তভক্তিরস।

শান্তরস সম্পর্কে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (পশ্চিম বিভাগ, প্রথম লহরীতে) শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :

শমিগণের শান্তিরতি রূপ স্থায়ী যথোপযুক্ত বিভাব প্রভৃতির দ্বারা ধীর ব্যক্তি কর্তৃক আস্বাদগোচরতা প্রাপ্ত হইলে শান্তরসে পরিণত হয়।[১]

ইহার আলম্বন বিভাব—

সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি নরাকার পরব্রহ্ম, চতুর্ভুর্জ নারায়ণাদি, পরমাত্মা ও শান্ত, দান্ত, শুচি বশী ইত্যাদি গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, মমতারহিত, ভগবন্নিষ্ঠ ভক্ত ইহার আশ্রয়ালম্বন।[২]

ইহার উদ্দীপন বিভাব —

সাধুসঙ্গ, সিদ্ধ ক্ষেত্র প্রভৃতি, ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রভৃতি ইহার অসাধারণ উদ্দীপন বিভাব। শ্রীহরির পাদপদ্ম, তুলসী গন্ধ, শংখনিনাদ, বিষয়াদির ক্ষয়শীলতা প্রভৃতি ইহার সাধারণ উদ্দীপন বিভাব।[৩]

ইহার অনুভাব—

নাসাগ্রে নেত্র নিবদ্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান, বিচেষ্টমানতা, প্রিয় ও অপ্রিয়জনের

১। বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতি র্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ॥ ৪

২। চতুর্ভুর্জশ্চ শান্তাশ্চ তস্মিন্ আলম্বনা মতাঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ॥ ৭
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচি র্বশী।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ॥ ৮
বিভুরিত্যাদিগুণবান্ অস্মিন্ আলম্বনো হরিঃ॥

৩। শ্রুতির্মহোপনিষদাং বিবিক্তস্থানসেবনম্॥ ১৩
অন্তর্বৃত্তির্বিশেষোহস্ত স্ফূর্তিস্তত্ত্ববিবেচনম্।
বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্বং বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্॥ ১৪
জ্ঞানিভক্তেন সংসর্গো ব্রহ্মসত্রাদয় স্তথা।
এষসাধারণাঃ প্রোক্তা বুধৈ রুদ্দীপনা অমী॥ ১৫
পাদাব্জতুলসীগন্ধঃ শঙ্খনাদো মুরদ্বিষঃ।
পুণ্যশৈলঃ শুভারণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং স্বরূপগা॥ ১৬
বিষয়াদিক্ষয়িষ্ণুত্বং কালস্যাখিলহারিতা।
ইত্যাদ্যুদ্দীপনাঃ সাধারণাস্তেষাং কিলাশ্রিতৈঃ॥ ১৭

ভ. র. সি ; পশ্চিম বিভাগ, ১ম লহরী।

প্রতি ঔদাসীন্য, জীবন্মুক্তি ও সিদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধা, নির্মমতা, নিরহঙ্কার, মৌন ইত্যাদি ইহার অনুভাব।[১]

ইহার সাত্ত্বিকভাব—প্রলয় ব্যতীত রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি।[২]

ইহার সঞ্চারিভাব—নির্বেদ, হর্ষ, ধৃতি, মতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ, বিতর্ক প্রভৃতি।[৩]

ইহার স্থায়িভাব—শান্তি রতি। উহা সমা ও সান্দ্রাভেদে দ্বিপ্রকার।[৪]

সবিকল্পক সমাধিতে সমাহিত যোগীর ভগবদুপলব্ধি হেতু অঙ্গ যখন পুলকিত হইয়া উঠে তখন তাহার শান্তিরতি সমাখ্যা।[৫]

নির্বিকল্পক সমাধিতে সমাহিত যোগীর শান্তিরতিঃ সান্দ্রাখ্যা।[৬]

লৌকিক শান্তরসের স্থায়ী তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভব নির্বেদ বা শম। শান্তরসাশ্রিত সামাজিকের চিত্তে সুখদুঃখাদি কোন বিকৃতি অনুভূত হয় না।[৭] শান্তভক্তিরসাশ্রিত ভক্তহৃদয় পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের স্বরূপ আস্বাদন হেতু নিরন্তর অনবচ্ছিন্ন অধানন্দসুধায় পূর্ণ থাকে। ইহাই শান্তভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য।

প্রীত ভক্তিরস বা দাস্যভক্তিরস—

আত্মোচিত বিভাবাদির সহয়োগে ভক্তের চিত্তে প্রীতি আস্বাদনীয়তা লাভ করিলে প্রীত ভক্তিরসে পর্যবসিত হয়। অনুগ্রাহ্যের দাসত্ব ও লাল্যত্ব অনুসারে প্রীত ভক্তিরস দ্বিবিধ—সম্ভ্রমপ্রীত ও গৌরব প্রীত।[৮]

১। নাসাগ্রন্যস্তনেত্রত্বমবধূতবিচেষ্টিতম্।
যুগমাত্রেক্ষিতগতি র্জ্ঞানমুদ্রাপ্রদর্শনম্॥ ১৮
হরেদ্বিষ্ট্যপি ন দ্বেষো নাতিভক্তিঃ প্রিয়েষ্বপি।
সিদ্ধতায়া স্তথা জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা॥ ১৯
নৈরপেক্ষ্যং নির্মমতা নিরহংকারিতা তথা।
মৌণমিত্যাদয়ঃ শীতাঃ স্যুরসাধারণাঃ ক্রিয়া॥ ২০ ঐ

২। রোমাঞ্চস্বেদকম্পাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রলয়ং বিনা॥ ২২ ভ. র. সি; প. বি.; ১ লহরী।

৩। সঞ্চারিণোঽত্র নির্বেদো ধৃতির্হর্ষো মতিঃ স্মৃতিঃ।
বিষাদোৎসুকতাবেগবিতর্কাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৩

৪। অত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী সমা সান্দ্রা চ সা দ্বিধা। ২৪

৫। 'সমাধৌ যোগিনস্তস্মিন্নসম্প্রজ্ঞাতনামনি।
লীলয়া ময়ি লব্ধেঽস্য বভুবোৎকম্পিনী তনুঃ॥'

৬। সর্ব্বাবিদ্যাধ্বংসতো যঃ সমন্তাদাবির্ভূতো নির্বিকল্পে সমাধৌ।
জাতে সাক্ষাদ্যাদবেন্দ্রে স বিন্দন্ মন্যানন্দঃ সান্দ্রতাং কোটিধাঽসীৎ॥

৭। ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা।
রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু শমপ্রধানঃ॥
নাট্যশাস্ত্র, ৬।১০৬।

৮। আত্মোচিতৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসো মতঃ॥ ৩ পশ্চিম বিভাগ, দ্বিতীয় লহরী।
অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বা ল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা।
ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি॥ ৪ ভ. র. সি; পঃ বিঃ, ২য় লহরী।

সম্ভ্রম প্রীত—

দাসাভিমানী ভক্তের কৃষ্ণের প্রতি যে সম্ভ্রমোত্তরা প্রীতি তাহা আস্বাদিত হইলে সম্ভ্রম-প্রীতাখ্য ভক্তিরসের উদয় হয়।[১]

ইহার আলম্বন ভগবান্ শ্রীহরি ও তাঁহার দাসসকল।[২]

ইহার উদ্দীপন বিভাব—

ভগবানের অনুগ্রহলাভ ও পদধূলি প্রাপ্তি প্রভৃতি ইহার অসাধারণ উদ্দীপন বিভাব। ভগবানের মুরলীধ্বনি, হাস্যময়ী দৃষ্টি, ভগবদ্‌গুণশ্রবণ প্রভৃতি ইহার সাধারণ উদ্দীপন বিভাব।[৩]

ইহার অনুভাব—

স্বনিয়োগপরিগ্রহ, ঈর্ষ্যাহীনতা, ভক্তগণের সহিত মৈত্রী, ভগবন্নিষ্ঠতা প্রভৃতি ইহার অসাধারণ অনুভাব ও বৈরাগ্যাদি ইহার সাধারণ অনুভাব।[৪]

ইহার সাত্ত্বিক ভাব—স্তম্ভ, স্বেদ ইত্যাদি।[৫]

ব্যভিচারিভাব—

হর্ষ, গর্ব, ধৃতি, নির্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, বিতর্ক আবেগ, হ্রী, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি, মৃতি ইত্যাদি ইহার ব্যভিচারিভাব।[৬]

১। দাসাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতিঃ সম্ভ্রমোত্তরা।
পূর্ব্ববৎ পুষ্যমাণোঽয়ং সম্ভ্রমপ্রীত উচ্যতে ॥ ৫ ভ. র. সি; পঃ বি; ১ লহরী।

২। হরিশ্চ তস্য দাসাশ্চ জ্ঞেয়া আলম্বনা ইহ।
আলম্বনোঽস্মিন্ দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো গোকুলবাসিষু ॥ ৬ ঐ

৩। অনুগ্রহস্য সংপ্রাপ্তি স্তস্যাঙ্ঘ্রি রজসাং তথা।
ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেরপি তদ্ভক্তসংগতিঃ।
ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ স্যুরেষসাধারণা মতা ॥ ৩১
মুরলীশৃঙ্গয়োঃ স্বানঃ স্মিতপূর্ব্বাবলোকনম্।
গুণোৎকর্ষশ্রুতিঃ পদ্মপদাঙ্কনবনীরদাঃ ॥
তদঙ্গসৌরভাদ্যাস্তু সর্বে সাধারণা মতাঃ ॥ ৩২

৪। সর্ব্বতঃ স্বনিয়োগানামাধিক্যেন পরিগ্রহঃ ॥
ঈর্ষ্যালবেন চাস্পৃষ্টা মৈত্রী তৎপ্রণতে জনে।
তন্নিষ্ঠতাদ্যাঃ শীতাঃ স্যুরেষসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৪
উদ্ভাস্বরাঃ পুরোক্তা যে তথাঽস্য সুহৃদাদয়ঃ।
বিরাগাদ্যাশ্চ যে শীতাঃ প্রোক্তাঃ সাধারণাস্তু তে ॥ ৩৫

৫। স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকা সর্ব্বে প্রীতাদিত্রিতয়ে মতাঃ ॥

৬। হর্ষো গর্বো ধৃতিশ্চাত্র নির্বেদোঽথ বিষণ্ণতা ॥ ৩৬
দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎসুক্যচাপলে।
বিতর্কাবেগহ্রীজাড্যমোহোন্মাদাবহিত্থিকাঃ ॥ ৩৭
বোধঃ স্বপ্নঃ ক্লমো ব্যাধির্মৃতিশ্চ ব্যভিচারিণঃ।

ইহার স্থায়ী—ইহার স্থায়ী সম্ভ্রম প্রীতি। ইহাই ক্রমবৃদ্ধি লাভ করিয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগে পরিণত হয়।[১]

গৌরব প্রীতি ভক্তিরস—

লাল্যাভিমানী ভক্তচিত্তের গৌরবোত্তরা প্রীতি বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হইলে গৌরব প্রীতি রসে পরিণত হয়।[২]

ইহার আলম্বন বিভাব শ্রীহরি ও তাহার ললিতা নারীগণ।[৩]

ইহার উদ্দীপন বিভাব হরির বাৎসল্য, স্মিত, দর্শন প্রভৃতি।[৪]

ইহার অনুভাব হরির সম্মুখে নীচাসনে উপবেশন, গুরুর পন্থানুসরণ, তাঁহার কার্য সম্পাদন, স্বৈরাচার পরিত্যাগ, প্রণাম, মৌন, সংকোচ, প্রাণপণে শ্রীহরির আজ্ঞাপালন, বিনয়, স্থৈর্য, হাসকাসাদি ত্যাগ ইত্যাদি।[৫]

হর্ষ ও নির্বেদ ইহার ব্যভিচারিভাব। ঈশ্বরকে গুরু জ্ঞান ও তাঁহাকে পালক মনে করিয়া যে প্রীতি তাহাই গৌরব প্রীতি। ইহাই ইহার স্থায়ী ভাব।[৬]

নারদপঞ্চরাত্রে এই দাস্য ভক্তিকে পরম শুদ্ধা ভক্তি বলা হইয়াছে কারণ ইহাতে ভক্ত নিয়ত ঈশ্বরের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারে ও তাঁহার প্রীত্যর্থে সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারে। যাহা ভক্তের চির ঈপ্সিত সেই শ্রীহরির সহিত সহবাস ইহাতে ঘটিয়া থাকে।[৭]

১। এষা তু সম্ভ্রমপ্রীতিঃ প্রাপ্নুবত্যুত্তরোত্তরান্।
বৃদ্ধিং প্রেমা ততঃ স্নেহস্ততো রাগ ইতি ত্রিধা॥ ৪৩ ঐ

২। লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতির্গৌরবোত্তরা।
সা বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরবপ্রীতি রুচ্যতে॥ ৬৪ ঐ

৩। হরিশ্চ তস্য লাল্যাশ্চ ভবন্ত্যালম্বনা ইহ। ৬৭

৪। উদ্দীপনাস্তু বাৎসল্যস্মিতপ্রেক্ষাদয়ো হরেঃ॥ ৭২

৫। অনুভাবাস্তু তস্যাগ্রে নীচাসননিবেশনম্।
গুরোর্বর্ত্মানুসারিত্বং ধুরস্তস্য পরিগ্রহঃ॥
স্বৈরাচারবিমোক্ষাদ্যাঃ শীতা লাল্যেষু কীর্ত্তিতাঃ॥ ৭৪
দাসৈঃ সাধারণাশ্চান্যে প্রোচ্যন্তেঽমীষু কেচন॥
প্রণামো মৌনবাহুল্যং সংকোচঃ প্রশ্রয়াঢ্যতা।
নিজপ্রাণব্যয়েনাপি তদাজ্ঞাপরিপালনম্॥ ৭৫
আধোবদনতা স্থৈর্য্যং কাসহাসাদিবর্জ্জনম্॥
তদীয়াতিরহঃকেলিবার্ত্তাদ্যুপরমাদয়ঃ॥ ৭৬

৬। দেহসম্বন্ধিতামানাদ্ গুরুধীরত্র গৌরবম্।
তন্ময়ী লালকে প্রীতি র্গৌরবপ্রীতি রুচ্যতে॥ ৭৮
স্থায়িভাবোঽত্র সা চৈষামামূলাৎ স্বয়মুচ্ছ্রিতা
কংচিদ্বিশেষমাপন্না প্রেমেতি স্নেহ ইত্যপি।
রাগ ইত্যুচ্যতে চাত্র গৌরবপ্রীতিরেব সা॥ ৭৯
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম বিভাগ, ২য় লহরী।

৭। সা ভক্তিঃ পরমা শুদ্ধা কৃষ্ণদাস্যপ্রদা চ যা॥ ১৮
তদেব দাস্যং শস্তং চ তৎ সাক্ষাচ্চরণসেবনম্।

২১

প্রেয়ো ভক্তিরস বা সখ্য ভক্তিরস—

ভক্তচিত্তে স্থায়ী ভাব সখ্য যখন উপযুক্ত বিভাবাদির সহযোগিতায় পরিপোষিত হয় তখন উহা প্রেয়োভক্তিরসে পরিণত হয়।[১]

ইহার আলম্বন বিভাব—শ্রীহরি ও তার বয়স্যগণ ইহার আলম্বন বিভাব।[২]

ইহার উদ্দীপন বিভাব—শ্রীহরির বয়স্য, রূপ ও বেণু, বিনোদ, নর্ম, বিক্রান্তি, রাজা দেবতা ও অবতারাদির ক্রিয়ার অনুকরণ ইহার উদ্দীপন বিভাব।[৩]

ইহার অনুভাব—শ্রীহরির সহিত ক্রীড়া, আসন শয়নাদিতে একত্রে উপবেশন ও শয়ন, পরিহাস, জলকেলি, গীতাদি ইহার অনুভাব।[৪]

ইহার ব্যভিচারিভাব—উগ্রভাব, ত্রাস ও আলস্য ব্যতীত অপর ব্যভিচারিভাবগুলি হার ব্যভিচারিভাব। বিরহকালে মদ, হর্ষ, গর্ব, নিদ্রাও ধৃতি ব্যভিচারিভাব নহে, ও মিলন কালে মৃত্যু ক্লম, ব্যাধি, ও দীনতা ব্যভিচারিভাব নহে।[৫]

ইহার স্থায়ী—

সম্ভ্রমরহিতা ও বিশ্রম্ভাত্মিকা এই এই দ্বিবিধ রতির সমপর্যায় যে সখ্য রতি তাহাই ইহার স্থায়িভাব।[৬]

নিত্যং গোলকবাসশ্চ পুরতঃ স্তবনং হরেঃ ॥ ১৯
শশ্বন্নিমেষরহিতং তৎপাদপদ্মদর্শনম্।
শশ্বত্তৎসার্দ্ধমালাপসেবাকর্মনিযোজনম্ ॥ ২০
তেন সার্দ্ধমবিচ্ছেদস্থানং পরমশোভনম্।
ভক্তানাং বাঞ্ছিতং বস্তু সারভূতং শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ২১ নারদপঞ্চরাত্র, প্রথম অধ্যায়।

১। স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্যতে ॥ ১
ভ. র. সি ; পশ্চিম বিভাগ, তৃতীয় লহরী।

২। হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ ॥ ২

৩। উদ্দীপনা বয়োরূপশৃঙ্গবেণুদরা হরেঃ।
বিনোদনর্মবিক্রান্তিগুণাঃ প্রেষ্ঠজনাস্তথা ॥
রাজদেবাবতারাদিচেষ্টাহনুকরণাদয়ঃ ॥ ৩০

৪। নিযুদ্ধকন্দুকদ্যূতবাহ্যবাহাদিকেলিভিঃ।
লগুড়ালগুড়িক্রীড়াসঙ্গরৈশ্চাস্য তোষণম্ ॥ ৪৫
পল্যঙ্কাসনদোলাসু সহস্বাপোপবেশনম্।
চারুচিত্রপরীহাসো বিহারঃ সলিলাশয়ে ॥ ৪৬
যুগ্মত্বে লাস্যগানাদ্যাঃ সর্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ।৪৭ ভ. র. সি ; প বিঃ, ৩ লহরী।

৫। ঔগ্র্যং ত্রাসং তথালস্যং বর্জয়িত্বাখিলাঃ পরে।
রসে প্রেয়সি ভাবজ্ঞৈঃ কথিতা ব্যভিচারিণঃ ॥৫৫
তত্রাযোগে মদং হর্ষং গর্বং নিদ্রাং ধৃতিং বিনা ॥ ৫৩
যোগে মৃতিং ক্লমং ব্যাধিং বিনাপস্মৃতিদীনতে। ৫৬ ভ. র. সি ; পঃ বিঃ, ৩ লহরী।

৬। বিমুক্তসংভ্রমা যা স্যাদ্ বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্ ॥ ৫৭

বৎসল ভক্তিরস—

স্থায়িভাব বাৎসল্য বিভাব প্রভৃতির দ্বারা পরিপোষিত হইলে বৎসল ভক্তিরসে পরিণত হয়।[১] কৃষ্ণ ও তাঁহার গুরুগণ ইহার আলম্বন বিভাব[২] এবং রূপ, বেষ, কৌমারাদি বয়স, শৈশব চাঞ্চল্য, মধুর বাক্য স্মিত প্রভৃতি হইয়া ইহার উদ্দীপন বিভাব।[৩]

ইহার অনুভাব—শিরোঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গস্পর্শ, আশীর্বাদ, নির্দেশ পালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণপূর্বক আহ্বান প্রভৃতি ইহার অনুভাব।[৪]

ইহার সাত্ত্বিকভাব—স্তম্ভ, স্বেদাদি অষ্টবিধ প্রসিদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব ও স্তন্যস্রাব এই নববিধ ইহার সাত্ত্বিকভাব।[৫]

ইহার ব্যভিচারিভাব—প্রীত প্রভৃতি ইহার ব্যভচারী ভাব।[৬]

ইহার স্থায়িভাব—অনুকম্প্যের প্রতি অনুকম্পিতার যে সম্ভ্রমবিহীন রতি তাহাই বাৎসল্য। ইহাই ইহার স্থায়িভাব।[৭]

মধুর ভক্তিরস—মধুর রস সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কবি কর্ণপুর এই মধুর বা প্রেম-রসকে একমাত্র অখণ্ডানন্দময় রস বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা অপর সকল খণ্ডানন্দরসের আধার।

'সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি যত্র স প্রেমসংজ্ঞকঃ॥
খণ্ডানন্দা রসা সর্বে সোঽখণ্ডানন্দ উচ্যতে। অখণ্ডে খণ্ডধর্মা হি পৃথক্ পৃথগিবাসতে॥'[৮]

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রী রূপ গোস্বামী এই উজ্জ্বল বা মধুর রসের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ

১। বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্রঃ প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ। ১
পশ্চিম বিভাগ, চতুর্থ লহরী।

২। কৃষ্ণং তস্য গুরুং শ্চাত্র প্রাহু রালম্বনান্ বুধাঃ॥ ২ ঐ

৩। কৌমারাদিবয়োরূপবেশাঃ শৈশবচাপলম্।
জল্পিতস্মিতলীলাদ্যা বুধৈরুদ্দীপনাঃ স্মৃতাঃ॥ ৮ ঐ

৪। অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জনম্।
আশীর্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্।
হিতোপদেশদানাদ্যা বৎসলে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২১
চুম্বনাশ্লেষৌ তথাহ্বানং নামগ্রহণপূর্বকম্।
উপালম্ভাদয়শ্চাত্র মিত্রৈঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২২ ভ. র. সি ; পঃ বিঃ, চতুর্থ লহরী।

৫। নবাত্র সাত্ত্বিকা স্তন্যস্রাবঃ স্তম্ভাদয়শ্চ তে। ২৩ ঐ

৬। অত্রাপস্মারসহিতাঃ প্রীতোক্তাঃ ব্যভিচারিণঃ॥ ২৪ ঐ

৭। সম্ভ্রমাদিচ্যুতা যা স্যাদনুকম্প্যেঽনুকম্পিতুঃ।
রতিঃ সৈবাত্র বাৎসল্যং স্থায়ী ভাবো নিগদ্যতে॥ ২৫
যশোদাদেস্তু বাৎসল্যরতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ।
প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবৎ॥ ২৬ ঐ

৮। চৈতন্যচন্দ্রোদয়। তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৪৪। (কাব্যমালা ৮৭)

দিয়াছেন। পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এখানে মধুর রসের স্বরূপ ও তাহার প্রকারভেদ সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে মধুর রসের সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাহার মতে ভক্তহৃদয়ের মধুরা রতি বিভাব প্রভৃতির সহযোগিতায় পুষ্টি লাভ করিয়া মধুর ভক্তিরসে পরিণত হয়।[১]

ইহার আলম্বন বিভাব শৃঙ্গাররসসর্বস্ব শিখিপুচ্ছবিভূষণ নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়া শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীগণ।[২]

ইহার উদ্দীপন বিভাব বেণুগীতি, কদম্বকুঞ্জ, শরচ্চন্দ্রিমা ইত্যাদি।[৩]

ইহার অনুভাব—কটাক্ষ, স্মিত প্রভৃতি।[৪]

ইহার ব্যভিচারিভাব—আলস্য, ঔগ্র্যব্যতীত সকল ব্যভিচারিভাব সমূহ।[৫]

ইহার স্থায়িভাব মধুরা রতি।[৬]

এই মধুরাখ্য ভক্তিরস বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ।[৭]

জাতানুরাগ কান্তা ও কান্তের অশাশ্বত বিচ্ছেদ বিপ্রলম্ভ।[৮]

অভীষ্ট আলিঙ্গন ইত্যাদির ঈপ্সার বিফলতায় পরস্পরের উৎকণ্ঠা ও মিলনস্পৃহা যত তীব্র হইতে থাকে বিপ্রলম্ভ মধুর রস ততই মধুরতর হইয়া উঠে, ও সম্ভোগের মাধুর্য বর্ধিত হয়।[৯]

১। আস্বোচিতৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোহসৌ মধুরা রতিঃ॥ ১ পশ্চিম বিভাগ, পঞ্চম লহরী।

২। অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়াস্তস্য চ সুভ্রুবঃ।
অসমানোর্দ্ধসৌন্দর্য্যলীলাবৈদগ্ধ্যসম্পদাম্।
আশ্রয়ত্বেন মধুরে হরিরালম্বনো মতঃ।
প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরা বার্ষভানবী॥ ১৩-৫ পশ্চিম বিভাগ, পঞ্চম লহরী।

৩। উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তাঃ মুরলীনিঃস্বনাদয়ঃ। ৬ ঐ

৪। অনুভাবাস্তু কথিতা দৃগন্তেক্ষাস্মিতাদয়ঃ॥ ৫
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম বিভাগ, ৫ম লহরী।

৫। আলস্যৌগ্র্যে বিনা সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ। ৮

৬। স্থায়ী ভাবো ভবত্যত্র পূর্বোক্তা মধুরা রতিঃ॥ ৯। এই রতির কখনও বিচ্ছেদ নাই। শাশ্বত ধারায় ইহা চিত্তে বিরাজ করে।
রাধামাধবয়োরেব ক্বাপি ভাবৈঃ কদাপ্যসৌ।
সজাতীয়বিজাতীয়ৈ র্নৈব বিচ্ছিদ্যতে রতিঃ॥ ১০। ভ. র. সি; পশ্চিম বিভাগ, ৫ম লহরী।

৭। স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ। ১১। উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ ভেদ।

৮। যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ। ২
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥ ৩ উঃ. নী, ম; শৃঙ্গার প্রকরণ।

৯। ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে। ৪

বিপ্রলম্ভ মধুর রস চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য। পূর্বরাগ ত্রিবিধ প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ।

সম্ভোগ মধুর রস—

উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী সম্ভোগ মধুররস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে দর্শন, আলিঙ্গন প্রভৃতি উপভোগ করা হেতু কান্তা ও কান্তের চিত্তের উচ্ছ্বসিত আনন্দাত্মক চিত্তভাবই সম্ভোগ।[১] এই সম্ভোগমধুররস মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ—'মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে ভক্তি একমাত্র রস। ইহার চরম রূপ হইল মধুর যাহা রূপ গোস্বামীর মতে মুখ্য ভক্তিরসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য আলংকারিকদের মতের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য যে গৌণ ভক্তি রসের কথঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা আলংকারিক সিদ্ধান্তের মূল্য রক্ষা করিবার জন্য, অধিক কিছু নহে। ভক্তিরস সাধনার ধারা ও উচ্চ পর্যায়ে সাধ্যের কোটি। শ্রীরূপের গ্রন্থে এই ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত পাঁচটি মুখ্য রতি ব্যতীত সাতটি গৌণ রতি আছে—হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা বা নিন্দা। ইহারা স্বভাবতঃ শুদ্ধ সত্ত্বময়ী স্বার্থা রতি নহে। ইহারা সংকোচময়ী রতির দ্বারা প্রকাশ লাভ করে। কৃষ্ণসম্বন্ধিনী চেষ্টা দ্বারা ইহাদের উদ্ভব না হইলে ইহারা ভক্তিরসে পরিণত হইবে না। ইহারা সাময়িকী রতি, ইহাদের ধারাবাহিক স্থায়িত্ব নাই।

হাস্য ভক্তিরস—হাসরতি বিভাবাদির সহযোগে পরিপোষিত হইয়া হাস্য ভক্তিরসে পরিণত হয়। ইহার আলম্বন বিভাব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণ। ইহার উদ্দীপন বিভাব হাস্যোদ্দীপক বেশ, আচরণ ইত্যাদি। ইহার অনুভাব অন্তস্পন্দন ইত্যাদি, ব্যাভিচারিভাব হর্ষ ইত্যাদি ও স্থায়ী হাসরতি।[২]

১। দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥ ১ উ. নী. ম; সম্ভোগ প্রকরণ।

২। বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা।
হাস্যভক্তিরসো নাম বুধৈ রেষ নিগদ্যতে॥ ৬
অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণ স্তথাহন্যোঽপি তদন্বয়ী॥
বৃদ্ধাঃ শিশুমুখাঃ প্রায়ঃ প্রোক্তা ধীরৈস্তদাশ্রয়াঃ।
বিভাবনাদিবৈশিষ্ট্যাৎ প্রবরাশ্চ ক্বচিন্মতাঃ॥ ৭
যচ্চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া প্রোক্তঃ সোঽত্র তদন্বয়ী।
উদ্দীপনা হরে স্তাদৃগ্বাগ্বেষচরিতাদয়ঃ॥ ৮
অনুভাবাস্তু নাসোষ্ঠগণ্ডনিস্পন্দনাদয়ঃ।
হর্ষালস্যাবহিত্থাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥ ৯
সা হাসরতিরেবাত্র স্থায়িভাবতয়োদিতা। ১০
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর বিভাগ, প্রথম লহরী।

অদ্ভুত ভক্তিরস—ভক্তচিত্তের বিস্ময় রতি বিভাবাদির সহযোগে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া অদ্ভুত ভক্তিরসে পরিণত হয়। ইহার আশ্রয় ভক্ত ও বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়াবহ ক্রিয়াকলাপ ইহার উদ্দীপন বিভাব, নেত্রবিস্তার, রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত ইত্যাদি ইহার অনুভাব; আবেগ, হর্ষ, জাড্য প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি ভাব ও বিস্ময় রতি ইহার স্থায়ী।[১]

বীরভক্তিরস—

উৎসাহরতি রূপ স্থায়িভাব উপযুক্ত বিভাব প্রভৃতির দ্বারা আস্বাদগোচরতা প্রাপ্ত হইলে বীর ভক্তিরসে পরিণত হয়। যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্মবীর এই চতুর্বিধ ইহার আলম্বন বিভাব। সকল ভক্তের মধ্যে কোন প্রকার উৎসাহ বর্তমান থাকে। যুদ্ধবীর—ভক্তিরসের প্রতিযোধাস্থিত গর্ব, স্পর্ধা, বিক্রম, অস্ত্রগ্রহণ ইত্যাদি ইহার উদ্দীপন বিভাব, যোধনিষ্ঠ গর্ব, স্পর্ধা, প্রভৃতি ইহার অনুভাব। কেহ কেহ বলেন সমরক্ষেত্রে পৌরুষ প্রদর্শন, যুদ্ধেচ্ছা, রণ হইতে অপলায়ন, ভীতকে অভয়প্রদান ইত্যাদি ইহার অনুভাব। চতুর্বিধ বীরে সকলপ্রকার সাত্ত্বিক ভাবই সম্ভব। গর্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, অমতি, ঔৎসুক্য, অসূয়া, স্মৃতি প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারিভাব। যুদ্ধোৎসাহরতি ইহার স্থায়িভাব।[২]

১। আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়রতি র্নীতাহদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১
ভক্তঃ সর্ববিধোহপ্যত্র ঘটতে বিস্ময়াশ্রয়ঃ।
লোকোত্তরক্রিয়াহেতু র্বিষয়স্তত্র কেশবঃ ॥ ২
তস্য চেষ্টাবিশেষাদ্যাস্তস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
ক্রিয়াস্তু নেত্রবিস্তারস্তম্ভাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ৩
আবেগহর্ষজাড্যাদ্যা স্তত্র স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়ী স্যাদ্বিস্ময়রতিঃ সা লোকোত্তরকর্মতঃ ॥ ৪
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর বিভাগ, দ্বিতীয় লহরী।

২। সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈ র্নিজোচিতৈঃ।
আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১
যুদ্ধদানদয়াধর্মৈ শ্চতুর্ধা বীর উচ্যতে।
আলম্বন ইহ প্রোক্ত এব এব চতুর্বিধঃ ॥ ২
উৎসাহস্ত্বেষ ভক্তানাং সর্ব্বেষামেব সম্ভবেৎ।
... ...
কত্থিতাস্ফোটবিস্পর্ধাবিক্রমাস্ত্রগ্রহাদয়ঃ ॥ ৬
প্রতিযোধস্থিতাঃ সন্তো ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ।
কত্থিতাদ্যাঃ স্বসংস্থাশ্চেদনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭
তথৈবাহোপুরুষিকাক্ষ্বেড়িতাক্রোশবল্গনম্।
অসহায়েহপি যুদ্ধেচ্ছা সমরাদপলায়নম্ ॥ ৮
ভীতাভয়প্রদানাদ্যা বিজ্ঞেয়া শ্চাপরে বুধৈঃ।
চতুষ্টয়েহপি বীরাণাং নিখিলা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥ ৯

দানবীর—অপর কর্তৃক কৃত দান দর্শন প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন বিভাব, বাঞ্ছিত হইতে অধিক দান, স্মিত পূর্বাভিভাষণ, স্থৈর্য, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য ইহার অনুভাব, বিতর্ক, ঔৎসুক্য, হর্ষ ইহার ব্যভিচারিভাব ও প্রগাঢ়া দিৎসারূপ দানোৎসাহ ইহার স্থায়িভাব।[১]

দয়াবীর—প্রচ্ছন্নবিগ্রহ কৃষ্ণকে কৃপার্দ্রহৃদয়ে যিনি স্বশরীর খণ্ড করিয়া অর্পণ করেন তিনি দয়াবীর নামে খ্যাত। ইহার উদ্দীপন বিভাব আর্তের আর্তিদর্শন, ইহার অনুভাব নিজ প্রাণ বিসর্জন করিয়াও পরের পরিত্রাণ, আশ্বাসোক্তি, স্থৈর্য প্রভৃতি। ঔৎসুক্য, মতি, হর্ষ প্রভৃতি ইহার সঞ্চারিভাব। দয়োৎসাহ ইহার স্থায়িভাব। এই উৎসাহ চিত্তে দয়ার উদ্রেক করে বলিয়া ইহার নাম দয়োৎসাহ।[২]

ধর্মবীর—কৃষ্ণের তৃপ্তিবিধানস্বরূপ ধর্মে পরিনিষ্ঠিত ধীর শান্ত ব্যক্তি ধর্মবীররূপে অভিহিত হন। এই রসের উদ্দীপন বিভাব সচ্ছাস্ত্রশ্রবণ প্রভৃতি, ইহার অনুভাব আস্তিক্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি, ইহার ব্যভিচারিভাব মতি, স্মৃতি প্রভৃতি। ধর্মোৎসাহ রতি ইহার স্থায়িভাব। একমাত্র ধর্মে চিত্তসংযোজনই ধর্মোৎসাহ।[৩]

গর্বাবেগধৃতিব্রীড়ামতিহর্ষাবহিত্থিকাঃ।
অমর্ষোৎসুকতাসূয়াস্মৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥ ১০
যুদ্ধোৎসাহরতিস্তস্মিন্ স্থায়িভাবতয়োদিতা। ১১
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর বিভাগ, তৃতীয় লহরী।

১। সম্প্রদানস্য বীক্ষাদ্যা অস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
বাঞ্ছিতাধিকদাতৃত্বং স্মিতপূর্বাভিভাষণম্॥ ১৬
স্থৈর্য্যদাক্ষিণ্যধৈর্য্যাদ্যা অনুভাবা ইহোদিতাঃ।
বিতর্কৌৎসুক্যহর্ষাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥ ১৭
দানোৎসাহরতিস্তত্র স্থায়িভাবতয়োদিতা।
প্রগাঢ়া স্থেয়সী দিৎসা দানোৎসাহ ইতীর্য্যতে॥ ১৮। ভ. র. সি; উ. বি, ৩য় লহরী।

২। কৃপার্দ্রহৃদয়ত্বেন খণ্ডশো দেহমর্পয়ন্॥
কৃষ্ণায়াচ্ছন্নরূপায় দয়াবীর ইহোচ্যতে॥ ২৮
উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তা তদার্তিব্যঞ্জনাদয়ঃ॥ ২৯
নিজপ্রাণব্যয়েনাপি বিপন্নত্রাণশীলতা।
আশ্বাসনোক্তয়ঃ স্থৈর্যমিত্যাদ্যা স্তত্র বিক্রিয়াঃ॥ ৩০
ঔৎসুক্যমতিহর্ষাদ্যাঃ জ্ঞেয়াঃ সঞ্চারিণো বুধৈঃ।
দয়োৎসাহরতিস্তত্র স্থায়িভাব উদীর্য্যতে॥ ৩১
দয়োদ্রেকভৃদুৎসাহো দয়োৎসাহ ইহোদিতঃ॥

৩। কৃষ্ণৈকতোষণে ধর্মে যঃ সদা পরিনিষ্ঠিতঃ। ৩৫
প্রায়েন ধীরশান্তস্স্থ ধর্মবীরঃ স উচ্যতে॥
উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তাঃ সচ্ছাস্ত্রশ্রবণাদয়ঃ॥ ৩৬
অনুভাবা নয়াস্তিক্যসহিষ্ণুত্বযমাদয়ঃ॥
মতিস্মৃতিপ্রভৃতয়ো বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥ ৩৭
ধর্মোৎসাহরতির্ধীরৈঃ স্থায়িভাব ইহোচ্যতে।
ধর্মৈকাভিনিবেশস্তু ধর্মোৎসাহো মতঃ সতাম্॥ ৩৮। ভ. র. সি; উ. বি; ৩য় লহরী।

করুণ ভক্তিরস—শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সহৃদয়ের হৃদয়স্থিতা শোকরতি বিভাব প্রভৃতির দ্বারা পরিপোষিত হইয়া করুণ ভক্তিরসে পরিণত হয়। প্রেমের এক বিশেষ প্রকার বলিয়া ইহা আনন্দশূন্য নহে। ইহার আলম্বন বিভাব শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রিয় ও স্বপ্রিয়জন যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ও সখ্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহারা শান্তাদিভাববর্জিত হন। এই রসের উদ্দীপন বিভাব শ্রীকৃষ্ণের কর্ম, গুণ, রূপ ইত্যাদি। ইহার অনুভাব মুখের শুষ্কতা, বিলাপ স্রস্তগাত্রতা, দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন, ভূমিপতন, উরস্তাড়ন ইত্যাদি। স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্টবিধ উহার সাত্ত্বিকভাব। জাড্য, নির্বেদ, গ্লানি, দীনতা, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল্য, উন্মাদ ও মৃত্যু, আলস্য, বিস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারিভাব। অংশভাবে শোকরূপে পরিণতা হৃদয়স্থা রতিই অর্থাৎ শোকরতি ইহা স্থায়িভাব।[১]

রতির সহিত শোকের অবিনাভাব সম্বন্ধ বর্তমান। সেইজন্য রতির অভাবে কখনও কখনও হাস ইত্যাদির উদ্ভব হইলেও শোকের কদাচিৎ উদয় হয় না। রতির আধিক্য বা স্বল্পতা অনুসারে শোক ও তীব্র বা মন্দ হইয়া থাকে। শোকরতির ইহাই বৈশিষ্ট্য।[২]

শোকসন্তপ্ত ভক্তের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য মাহাত্ম্য অবিজ্ঞাত থাকে, তাহার হেতু অবিদ্যা নহে। ভক্তের চিত্তে ভগবৎপ্রেম এত ঘনীভূত ও তীব্র হইয়া উঠে

১। আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসোঽয়ং করুণাভিধঃ॥ ১
অব্যুচ্ছিন্নমহানন্দোঽপ্যেষ প্রেমবিশেষতঃ।
অনিষ্টাপ্তেঃ পদতয়া বেদ্যঃ কৃষ্ণোঽস্য চ প্রিয়ঃ॥ ২
তথাঽনবাপ্ততদ্ভক্তিসৌখ্যশ্চ স্বপ্রিয়ো জনঃ॥
ইত্যস্য বিষয়ত্বেন জ্ঞেয় আলম্বনা ত্রিধা॥ ৩
তদ্বন্ধেবী চ তদ্ভক্ত আশ্রয়ত্বেন চ ত্রিধা।
সোঽপ্যৌচিত্যেন বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়ঃ শান্তাদিবর্জিতঃ॥ ৪
তৎকর্মগুণরূপাদ্যা ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ।
অনুভাবা মুখে শোষো বিলাপঃ স্রস্তগাত্রতা॥ ৫
শ্বাসক্রোশনভূপাতঘাতোরস্তাড়নাদয়ঃ।
অত্রাষ্টৌ সাত্ত্বিকা জাড্যনির্বেদগ্লানিদীনতাঃ॥ ৬
চিন্তাবিষাদ ঔৎসুক্যচাপলোন্মাদমৃত্যবঃ।
আলস্যাপস্মৃতিব্যাধিমোহাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥ ৭
হৃদি শোকতয়াংশেন গতা পরিণতিং রতিঃ।
উক্তা শোকরতিঃ সৈব স্থায়ী ভাব ইহোচ্যতে॥ ৮। ভ. র. সি; উত্তর বিভাগ; ৪ লহরী।

২। রতিং বিনাপি ঘটতে হাস্যাদেরুদ্গমঃ ক্বচিৎ।
কদাচিদপি শোকস্য নাস্য সম্ভাবনা ভবেৎ॥ ৯
রতের্ভূম্না ক্রশিম্না বা শোকো ভূয়ান্ কৃশশ্চ সঃ।
রত্যা সহাবিনাভাবাৎ কাপ্যেতস্য বিশিষ্টতা॥ ১০

ভ. র. সি; উত্তর বিভাগ, ৪র্থ লহরী।

যে ভগবদৈশ্বর্যোপলব্ধির ঈপ্সা তাহার অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া যায়। ইহাও করুণ ভক্তি-রসের বৈশিষ্ট্য।[১]

রৌদ্র ভক্তিরস—রৌদ্রভক্তিরস সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ভক্তচিত্তের ক্রোধরতি উপযুক্ত বিভাব প্রভৃতির সহযোগিতায় পুষ্টিলাভ করিলে রৌদ্র ভক্তিরসে পরিণত হয়। ইহার আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ, হিত ও অহিত ব্যক্তি। কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধের আশ্রয় তাহার সখী, বৃদ্ধা ইত্যাদি হইয়া থাকে। সকল ভক্তই কৃষ্ণের পক্ষে হিত বা অহিত হইতে পারেন। হিত বা অহিত ব্যক্তির সোল্লুণ্ঠ হাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ, অনাদর প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন বিভাব। হস্তনিষ্পেষন, দন্তঘট্টন, রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠদংশন, ভ্রূকুটী, ভুজাস্ফালন, তাড়ন, ভর্ৎসনা, মস্তক সঞ্চালন, পাটলবর্ণ ভ্রূভেদ, অধরকম্পন, ইত্যাদি ইহার অনুভাব। স্তম্ভ ইত্যাদি অষ্টবিধ ইহার সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব, নির্বেদ, মোহ, চাপল্য, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ, শ্রম ইত্যাদি ইহার ব্যভিচারিভাব। ক্রোধরতি ইহার স্থায়িভাব। ক্রোধ রতিবর্জিত হইলে ভক্তিরসত্ব প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য কংস প্রভৃতির ক্রোধ রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হইতে পারে না।[২]

ভয়ানক ভক্তিরস—

ভয় রতি বিভাব প্রভৃতি দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া ভয়ানক ভক্তিরসে পরিণত হয়। কৃষ্ণ ও দারুণ (অসুরাদি) ব্যক্তি ইহার আলম্বন বিভাব। তাহাদের ভ্রূকুটি প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন

১। কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাপ্ত্যবিজ্ঞানং কৃতং নৈষামবিস্ময়া।
কিন্তু প্রেমোত্তররসবিশেষেণৈব তৎ কৃতম্ ॥ ১০ উত্তর বিভাগ, ৪র্থ লহরী।

২। নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈ র্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ১
কৃষ্ণো হিতোঽহিতশ্চেতি ক্রোধস্য বিষয় স্ত্রিধা।
কৃষ্ণে সখীজরত্যাদ্যাঃ ক্রোধস্যাশ্রয়তাং গতাঃ ॥ ২
ভক্তাঃ সর্ব্ববিধা এব হিতে চৈবাহিতে তথা।
... ...
সোল্লুণ্ঠহাসবক্রোক্তিকটাক্ষানাদরাদয়ঃ ॥ ৯
কৃষ্ণাহিতহিতস্থাঃ স্যু রমী উদ্দীপনা ইহ।
হস্তনিষ্পেষণং দন্তঘট্টনং রক্তনেত্রতা ॥ ১০
দষ্টৌষ্ঠতাতিভ্রূকুটী ভুজাস্ফালনতাড়নাঃ।
তুষ্ণীকতা নতাস্যত্বং নিঃশ্বাসো ভুগ্নদৃষ্টিতা ॥ ১১
ভর্ৎসনং মূর্দ্ধবিধূতি র্দৃগন্তে পাটলচ্ছবিঃ।
ভ্রূভেদাধরকম্পাদ্যা অনুভাবা ইহোদিতাঃ ॥ ১২
অত্র স্তম্ভাদয়ঃ সর্ব্বে প্রাকট্যং যান্তি সাত্ত্বিকাঃ।
আবেগো জড়তা গর্ব্বো নির্ব্বেদো মোহচাপলে ॥ ১৩

বিভাব। মুখশোষণ, উচ্ছ্বাস, পরাভূত করিবার পর দৃষ্টি নিক্ষেপ, শরণান্বেষণ, গর্জন ইত্যাদি ইহার অনুভাব। অশ্রুপাত ব্যতীত স্তম্ভ ইত্যাদি সপ্তবিধ সাত্ত্বিকভাব, ত্রাস, মরণ, চাপল, আবেগ, দীনতা, বিষাদ, মোহ, অপস্মার, শঙ্কা ইত্যাদি ইহার ব্যভিচারিভাব ও ভয়রতি ইহার স্থায়িভাব। প্রেমশালিগণের মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি বা প্রভাব বশতঃ যাহারা ভীষণ তন্নিষ্ঠ ভীতিই ভয়ানক ভক্তিরসে পরিণত হয়। এই জন্য কংস প্রভৃতির কৃষ্ণভীতি যদিও অতি তীব্র তথাপি তাহাদের রতির অভাব হেতু তাহারা আলম্বন বিভাব হইতে পারে না।[১]

বীভৎস ভক্তিরস—

জুগুপ্সারতি বিভাবাদির দ্বারা পরিপোষিত হইয়া বীভৎস ভক্তিরসে পরিণত হয়। আশ্রিত শান্ত প্রভৃতি ব্যক্তি ইহার আলম্বন। নিষ্ঠীবন, বক্ত্রকুঞ্চন, ঘ্রাণসংবরণ, ধাবন, কম্প, পুলক, প্রস্বেদ ইত্যাদি ইহার অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, মদ, মোহ, নির্বেদ, দীনতা, বিষাদ, চাপল্য, আবেগ, জড়তা ইত্যাদি ইহার ব্যভিচারিভাব। বিবেকজা ও প্রায়িকী এই দ্বিবিধ জুগুপ্সারতি ইহার স্থায়িভাব।[২]

অসূয়ৌগ্র্যং তথাঽমর্ষশ্রমাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।
অত্র ক্রোধরতিঃ স্থায়ী ॥
... ...
ক্রোধাশ্রয়াণাং শত্রূণাং চৈদ্যাদীনাং স্বভাবতঃ
ক্রোধো রতিবিনাভাবান্ন ভক্তিরসতাং ব্রজেৎ ॥ ১৮ উত্তর বিভাগ, ৫ম লহরী।

১। বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতি র্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈ রুদীর্য্যতে ॥ ১
কৃষ্ণশ্চ দারুণাশ্চেতি তস্মিন্ আলম্বনা দ্বিধা।
... ...
বিভাবস্তু ভ্রূকুট্যাদ্যা স্তস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
মুখশোষণমুচ্ছ্বাসঃ পরাবৃত্য বিলোকনম্ ॥ ৪
স্বসঙ্গোপনমুদ্‌ঘূর্ণা শরণান্বেষণং তথা।
ক্রোশনাদ্যাঃ ক্রিয়াশ্চাত্র সাত্ত্বিকাশ্চাশ্রুবর্জিতাঃ ॥ ৫
ইহ সত্রাসমরণচাপলাবেগদীনতাঃ।
বিষাদমোহাপস্মারশঙ্কাদ্যা ব্যভিচারিণঃ ॥ ৬
অস্মিন্ ভয়রতিঃ স্থায়ী ভাবঃ স্যাদপরাধতঃ।
... ...
আকৃত্যা যে প্রকৃত্যা যে প্রভাবেণ ভীষণাঃ ॥ ৮
এতদালম্বনা ভীতিঃ কেবলপ্রেমশালিষু।
... ...
সদা ভগবতো ভীতিং গতা আত্যন্তিকীমপি।
কংসাদ্যা রতিশূন্যত্বাদত্র নালম্বনা মতাঃ ॥ ১১ উত্তর বিভাগ, ষষ্ঠ লহরী।

২। পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতি রাগতা।
অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈ র্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে ॥ ১
অস্মিন্নাশ্রিতশান্তাদ্যা ধীরৈ রালম্বনা মতাঃ।
অত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকূণনং ঘ্রাণসংবৃতিঃ ॥ ২

এই সপ্তবিধ গৌণ ভক্তিরসগুলিতে লৌকিক রসের ন্যায় অনুকূল প্রতিকূল ভাব আছে। অর্থাৎ কোন রস অপর রসের অনুকূল হইয়া থাকে। ইহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব ও রহিয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে যে ভক্ত নিয়ত যে রস আশ্রয় করে সেই রস তাহার নিকট অঙ্গী বা মুখ্য, অপরগুলি অঙ্গ বা গৌণ হইয়া থাকে।[১]

ভক্তচিত্তের হাসরতি প্রভৃতি স্থায়িভাবগুলি বিভাবাদির দুষ্টতাহেতু বিফল হইলে পুষ্টি লাভ করিয়াও রসে পরিণত হয় না, রসাভাসে পরিণত হয়। রসাভাস ত্রিবিধ। উপরস, অনুরস ও অপরস।

মুখ্য ও গৌণ ভেদে শান্ত প্রভৃতি দ্বাদশবিধ ভক্তিরস দোষযুক্ত বিরূপতা প্রাপ্ত স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির দ্বারা উপরসে পরিণত হয়। কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধহীন ভক্তাদি বিভাব প্রভৃতির দ্বারা হাস প্রভৃতি সপ্তবিধ গৌণ ভক্তিরস ও শান্ত ভক্তিরস অনুরসে পরিণত হয়। কৃষ্ণ ও তাহার প্রতিপক্ষ রসের বিষয় ও আশ্রয় হইলে হাস প্রভৃতি সপ্তবিধ গৌণ রস অপরসে পরিণত হয়।[২]

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। বৈষ্ণব সাধক ভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি—'সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ' (প্রীতিসন্দর্ভ, ১২০)। ইহাই শ্রীরূপ গোস্বামী অলঙ্কারের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—'স্থায়ী ভাবোঽত্র সম্প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী, ২)। এখন প্রশ্নটি হইল এই যে ভক্তি প্রীতি স্বরূপ বা রতি স্থায়িভাব হইলে ইহার আশ্রয় হরিপ্রিয়

ধাবনং কম্পপুলকপ্রস্বেদাদ্যাশ্চ বিক্রিয়াঃ।
ইহ গ্লানিশ্রমোন্মাদমোহনির্বেদদীনতাঃ॥ ৩
বিষাদচাপলাবেগজাড্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ।
জুগুপ্সারতিরত্র স্যাৎ স্থায়ী সা চ বিবেকজা॥ ৪
প্রায়িকী চেতি কথিতা জুগুপ্সা দ্বিবিধা বুধৈঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর বিভাগ, ৭ম লহরী।

১। যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্যনিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তত্র স্যান্মুখ্যোঽপ্যন্যোঽঙ্গতাং ব্রজেৎ॥ ২৮, উত্তর বিভাগ, ৮ম লহরী।

২। পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণাঃ।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ॥ ১
স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে।
উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ॥
প্রাপ্তৈঃ স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্।
শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ॥ ৩
... ...
ভক্তাদিভি র্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতৈঃ।
রসা হাস্যাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ॥ ২০
... ...
কৃষ্ণতৎপ্রতিপক্ষাশ্চে দ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ॥ ২২
হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উত্তর বিভাগ, ৯ম লহরী।

জনের পক্ষে রতি প্রতিকূল শোক, মোহ, দ্বেষ ইত্যাদি ভাব কিরূপে সম্ভব হয়।[১] উক্ত ভাব সমূহের অভাবে করুণ প্রমুখ ভক্তিরস ঘটিতে পারে না। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে একটি ইঙ্গিতে প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে হরিপ্রিয়জনে দ্বেষ প্রভৃতি ভাব উচিত নহে এই কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন তাঁহারা পৃথিবীতে অদ্ভুত রসিক রূপে পরিগণিত হন।[২]

ইহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিশদভাবে আলোচনা করিয়া প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন যে যে চিত্ত শোক, অমর্ষ ইত্যাদি ভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে ভগবান মুকুন্দের প্রকাশ সম্ভব নহে, এইরূপ উক্তিহেতু সাধক গণের ভক্তিপ্রতিকূলরূপে পরিগণিত দ্বেষ প্রভৃতি কিরূপে সিদ্ধগণের প্রেমের অনুকূল হইতে পারে। ইহা সত্য বটে। কিন্তু সাধকত্বদশায় রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মনোবিকার প্রাকৃত বলিয়া ভক্তির বিরোধী হইয়া থাকে, কিন্তু সিদ্ধ দশায় অন্তঃকরণ প্রেমের আকারে পরিণত হয় বলিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তি রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ প্রভৃতি তদাকার হওয়ায় প্রেমবিরোধী হয় নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে স্থায়িরূপ অমৃতবারিধিতে উদিত ও তিরোহিত হইয়া যে চিত্তবৃত্তি সমূহ স্থায়িভাবকে বর্ধিত করে তাহারা স্থায়িরূপতা প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ প্রভৃতি সঞ্চারি মনোধর্ম সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস রূপে প্রতীয়মান হইলেও নির্গুণ রূপে পরিচিত হয়। কারণ, প্রেমই স্থায়িভাব এবং স্থায়িভাব নির্গুণ রূপে আবির্ভূত হয়। প্রেম কেন প্রাকৃত নহে, তাঁহার নির্গুণত্বে প্রমাণ কি? ভাগবতে প্রেম বা ভক্তিকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। ভক্তি চরম পরিণতিতে প্রেম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহা ছাড়া, প্রেম যদি গুণময় হয় তাহা হইলে শ্রীভগবান প্রেমাধীন এইরূপ উক্তি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। শ্রীহরি প্রকৃতি হইতে পৃথক্, নির্গুণ পরব্রহ্ম। নির্গুণ শ্রীভগবান গুণময় প্রেমের অধীন ইহা বলা উচিত নহে। প্রেমকে নির্গুণ মানিলেও মনোবৃত্তি সমূহ নির্গুণ ইহা কিরূপে সম্ভব। আধারাধেয় সম্বন্ধে উহা সম্ভব যদি বলা যায় তাহা হইলে যাহার রতির উদয় হয় নাই ও কেবল ভজন আরম্ভ করিয়াছেন এইরূপ ভক্তদেরও অন্তঃকরণ ভক্তির আধার হওয়ায় অন্তঃকরণবৃত্তি সমূহেরও তন্ময়ত্ব হেতু রাগ দ্বেষ প্রভৃতি কিরূপে ভক্তির প্রতিকূল হইতে পারে। সুতরাং আধারাধেয় সম্বন্ধে তাহাদের ঐক্য কল্পনা করা চলে না। আধারাধেয় সম্বন্ধ বিনাই উহা হইয়া থাকে। কীর্তন, শ্রবণ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের সহিত ভক্তির মিলন ঘটে না। অনবচ্ছিন্ন ভাবে

১। 'ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী॥'
ইতি……সা চ কায়িকবাচিকমানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবানুগতিরুচ্যতে। অতএব ভয়দ্বেষাদীনামহংগ্রহোপসনায়াশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভ,পৃঃ ৫৮০।

২। হরিপ্রিয়জনে ভাবা দ্বেষাদ্যা নোচিতা ইতি।
যে ব্যাহরন্তি তে জ্ঞেয়া অপূর্ব্বরসিকাঃ ক্ষিতৌ॥ ২৭ হরিবল্লভা প্রকরণ।

পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের সহিত ভক্তির মিলন হয়। অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তির ভূমিকায় আরোহণ করিবার পর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণের সহিত ভক্তির মিলন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তি প্রাকৃত ও অনর্থকর হইয়া থাকে। যেরূপ গন্ধকচূর্ণে পারদ নিক্ষেপ করিবা মাত্র তাঁহারা মিলিত হয় না, কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষের ফলে হইয়া থাকে। পারদের সহিত গন্ধক মিশ্রিত হইলে গন্ধকের স্বাকার অপগত হয় ও উহা রূপান্তর লাভ করে। সেইরূপ ভক্তির সহিত মিলিত হইলে অন্তঃকরণের প্রকৃত ভাব বিনষ্ট হয় ও উহা চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। যেরূপ পারদ ও গন্ধকের সংমিশ্রণে কজ্জলের সৃষ্টি হয় সেইরূপ ভক্তি ও অন্তঃকরণের মিলনে প্রেমের উদয় হয়। যেরূপ পারদ সর্বত্রালিপ্ত হইলেও সংঘর্ষের দ্বারা গন্ধককে স্বরূপান্তর দান করিয়া স্বয়ং অনষ্টস্বরূপে বিদ্যমান থাকে এবং গন্ধকের দ্বারা উপরক্ত হওয়া হেতু পরিপাকদশাতে নিজেই নামরূপ বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্যত্র আলিপ্ত হইয়াও শ্রবণকীর্তনাদি রূপে শ্রীভগবান কর্ণরন্ধ্রের মাধ্যমে প্রীতিময় অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বারা উপরক্ত হওয়া হেতু ও তাহার সহিত মিলনের ফলে উত্তরোত্তর পরিপাকদশাতে প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ইত্যাদি বিবিধ নামরূপ বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হন। যেরূপ গন্ধকমিশ্রিত পারদ অনুকূল বস্তুর সহিত সংযোগে বিভিন্ন ভেদ লাভ করে সেইরূপ প্রেমও শ্রীভগবানের দাস, সখা, গুরু, কান্তা, এইরূপ ভাবের সহিত মিশ্রণের ফলে দাস্য ইত্যাদি ভেদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সাধনসিদ্ধগণের প্রেম যদি এইরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহারা নিত্যসিদ্ধ তাহাদের প্রেমে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? রাগ দ্বেষ প্রভৃতি আপাত প্রতিকূল মনোবৃত্তি সমূহ নিত্যসিদ্ধ প্রেমময় অন্তঃকরণনিষ্ঠ হওয়ায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বস্তুতঃ প্রেম প্রতিকূল হইতে পারেনা। উক্ত মনোবৃত্তিসমূহ প্রেম প্রতিকূল না হওয়ায় ভগবৎ প্রীতি স্বরূপ ভক্তির প্রতিকূল নহে—

'ননু শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্তিসম্ভাবনা ভবেৎ' ইতি সাধকানামপি ভক্তিপ্রতিকূলত্বেনোক্তা দ্বেষাদয়ঃ কথং সিদ্ধানাং প্রেম্নামনুকূলা ভবন্তিতি? সত্যম্। সাধকত্বদশায়াং যে রাগদ্বেষাদয়ো মনোবিকারাঃ প্রাকৃতাঃ ভক্তৌ বিরুধ্যন্তে এব সিদ্ধদশায়াং ত্বন্তঃকরণস্য প্রেমাকরত্বাত্তদ্বৃত্তয়োঽপি যে শোকমোহরাগদ্বেষাদয়স্তদাকারাঃ প্রেম্নো ন ভিদ্যন্তে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ 'উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্মিবদ্ বর্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাং চ তে' ॥ ইতি নির্বেদাদ্যাঃ সঞ্চারিণো মনোধর্মা অপি সাত্ত্বিক-রাজসতামসাকারত্বেন প্রতীয়মানা অপি নির্গুণা এব ব্যাখ্যাতাঃ। প্রেম্ন এব স্থায়িভাবত্বাৎ স্থায়িন এব তদ্রূপেণাবির্ভাবাৎ। ননু প্রেমৈব কথং প্রাকৃতো নাস্ত, তস্যাপি নির্গুণত্বে কিং প্রমাণম্, উচ্যতে, লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃতম্। ইতি শ্রীভাগবতমেব তস্যা এব ভক্তেঃ পরিপাকদশায়াং প্রেমেতি নাম। ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ইত্যুক্তেঃ, কিং চ প্রেম্নো গুণময়ত্বে সর্বশাস্ত্রেষু শ্রীভগবতঃ প্রেমাধীনত্বপ্রথা অপলাপিতা এব স্যাৎ। হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎপুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ইত্যুক্তের্ন হি নির্গুণস্য প্রকৃতেঃ পরস্য শ্রীভগব-

তো গুণময়প্রেমাধীনত্বং যুজ্যতে। নন্বস্তু প্রেমা নির্গুণঃ কথং মনোবৃত্তীনামপি তন্ময়তা। আধারাধেয়সংবন্ধেন চেদজাতরতীনামারব্ধভজনগন্ধানামপি ভক্তানামন্তঃকরণস্য ভক্ত্যধিকরণত্বে তদ্বৃত্তীনামপি তন্ময়ত্বে কথং রাগদ্বেষাদয়ো ভক্তেঃ প্রতিকূলায়ন্তাম্। সত্যম্। নাত্রাধারাধেয়সম্বন্ধেনৈক্যমুচ্যতে কিং তু তং বিনৈব। তথা হি প্রথমং স্বানামিত্যাদিরীত্যা ভক্তেঃ কর্ণপ্রবেশমাত্রেণৈব ঝটিতি ন তেন মেলনং স্যাৎ কিং তু নিরন্তরমন্তঃকরণেন সহ ভক্তেরভ্যাসপৌনঃপুন্যেনানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাসক্তিভূমিকারোহানন্তরমেব যাবচ্চ তয়া ন মেলনং স্যাৎ তাবন্মনোবৃত্তয়ো রাগদ্বেষাদয়ঃ প্রাকৃতা অনর্থকরা এব। যথা গন্ধকচূর্ণেষু পারদস্য প্রবেশমাত্রণৈব ন মেলনং কি তু সংমর্দপৌনঃপুন্যেন চিরেণৈব, মেলনে চ যথা গন্ধকস্য স্বাকারাপগমো রূপান্তরপ্রাপ্তি স্তথৈবান্তঃকরণস্য প্রাকৃতধ্বংসশ্চিন্ময়ত্বাবাপ্তিঃ। যথৈব পারদগন্ধকয়োরৈকরূপ্যং কজ্জলীভাবস্তথৈব ভক্ত্যন্তঃকরণয়োরৈকরূপ্যং প্রেমা, যথৈব পারদঃ সর্বত্রালিপ্তোঽপ্যন্তর্ভূতপার্বতীপ্রীতিকং গন্ধকমেব স্বসংঘর্ষেণ স্বরূপান্তরং নয়ন্ স্বয়মনষ্টস্বরূপ এব তত্তুপরক্তত্বেনৈব কিমপি পরিপাকবিশেষেণ নামরূপবৈলক্ষণ্যং স্বীয়মেব ভজতে তথৈব কর্ণরন্ধ্রাদিদ্বারা শ্রবণকীর্তনাদিরূপো ভগবানন্যত্রালিপ্তোঽপি প্রীতিমদন্তঃকরণং প্রবিশ্য স্বশক্ত্যা স্বসংঘর্ষেণ তাং চিদ্রূপতাং নয়ন্ তত্তুপরক্ততয়া তদৈক্যেনোত্তরোত্তরপরিপাকবিশেষেণ প্রেমস্নেহপ্রণয়াদিনামরূপবৈলক্ষণ্যং প্রাপ্নোতি। যথাচ তচ্চ পুনরনুকূলবস্তুসংযোগেনানেকান্ ভেদান্ ধত্তে তথৈব প্রেমাপি শ্রীভগবতো দাসসখিগুরুকান্তাভাবমিশ্রণেন দাস্যাদিপ্রভেদম্। এবং চ সাধনসিদ্ধানামপি প্রেমা যত্বেতাদৃশত্বেন নিরূপিতস্তদা নিত্যসিদ্ধানাং নিত্যসিদ্ধ এব প্রেম্নি কঃ সন্দেহ ইতি'।

শ্রী জীব গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভ নিবন্ধে বলিয়াছেন যে বৈরভাব যদি বাস্তব হয় তাহা হইলে ভক্তগণ তাহা হইতে আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। অতএব বৈরভাব বাস্তব নহে, উহার আভাস মাত্র। বৈরভাবাভাসত্বে ভক্তিরসোদয়ের কোন বাধা নাই। সকল ভক্তের প্রীতিবিধানার্থে শ্রীভগবানের সহিত যুদ্ধকৌতুক সম্পাদিত হয়। এইজন্য শ্রীভগবানের শত্রুরূপে পরিচিত ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক স্ববিগ্রহের স্বাভাবিক অণিমাদি সিদ্ধির সাহায্যে বৈরভাবরূপ মায়িকোপাধি গ্রহণ করেন। এবং বাসনারূপে চিত্তে স্থিত ভক্তির প্রভাবে বৈরভাবের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না।[১]

শ্রী রূপ গোস্বামী কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের দুর্গমসঙ্গমনী টীকাতেও শ্রীজীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গটি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভয়, দ্বেষ ইত্যাদিও কখনও কখনও ভক্তিরসে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যখন ভয় দ্বেষ ইত্যাদি

১। ন চ তয়োর্বাস্তববৈরভাবে সতি ভক্তান্তরাণামপি সুখং স্যাদিতি বাচ্যম্। ভক্তিস্বভাবভক্তসৌহৃদবিরোধাদেব। তস্মাৎ তয়োর্বৈরভাবাভাসত্ব এব শ্রীভগবতস্তয়োরন্তেবাং ভক্তানামপি রসোদয়ঃ স্যাদিতি স্থিতম্। তত এব সর্বাপত্তিলব্ধঃ সর্বভক্তসুখদশ্রীভগবদভিনতযুদ্ধকৌতুকাদিসম্পাদনার্থং বৈরভাবাত্মকমায়িকোপোধিং স্বাভাবিকাণিমাদিসিদ্ধিকেন শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্ববিগ্রহেণ প্রবিশ্য স্বসান্নিধ্যেন চেতনীকৃত্য চ বিলীয় স্থিতায়া অপি ভক্তিবাসনায়াঃ প্রভাবেন তত্রানাবিষ্টাবেব তিষ্ঠতঃ।

প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৬৮৮-৬৮৯।

ভক্তের মঙ্গল করে অর্থাৎ কৃষ্ণে মনোনিবেশকরণে সহায়তা করে তখন উহাদের ভক্তি-রসভুক্ত হওয়ার কোন বাধা থাকা উচিত নহে। কারণ শ্রী ভাগবতে বলা হইয়াছে—

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।

(ভাগবত, ৭।১।৩২)

অর্থাৎ যে কোন উপায়ে চিত্তকে আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে ভক্তির উদয় সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণে চিত্তনিবেশন স্নেহবশতঃ, ভয়বশতঃ, কামবশতঃ, দ্বেষবশতঃ ইত্যাদি যে কোন ভাবে হইতে পারে। সুতরাং ভয় বা দ্বেষের সহিত ভক্তিভাবের মূলতঃ কোন বিরোধিতা নাই বলিয়া উহার ভক্তিরসে পরিণতি লাভ কষ্টকল্পনা নহে।[১]

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রীতির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ইত্যাদির দ্বারা যে কোন ভাবে ঈশ্বরকে চিত্তে আবিষ্ট করিতে পারিলে সকল পাপবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি সুলভ হইয়া উঠে। যেরূপ হরিভক্তগণ ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ কামবশতঃ গোপীগণ, ভয়বশতঃ কংস, দ্বেষবশতঃ চৈদ্য, স্নেহের সম্বন্ধ বশতঃ বৃষ্ণিগণও তাহাকে লাভ করিয়াছিল।[২] যদিও কংস, শিশুপাল প্রভৃতির চিত্তে শ্রীহরির প্রতি প্রীতিরূপ ভক্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে ছিল না বরং তাহারা দ্বেষ বা ভয় পোষণ করিতেন তথাপি দ্বেষ ও ভয় বশতঃ অহরহ তাঁহার চিন্তায় মগ্ন থাকায় তাহাদের চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। চিত্তের এই তন্ময়তা ভক্তির রূপান্তর। নারদ বলিয়াছেন যে শত্রুতা দ্বারা মানব যে প্রকারে ঈশ্বরে তন্ময় হইতে পারে ভক্তিযোগ বা প্রেমবিলাসের দ্বারা সেইরূপ তন্ময় হইতে পারে না। ভ্রমর কর্তৃক ভিত্তিগর্ভে অবরুদ্ধ হইয়া তৈলপায়ী কীট ভয় ও দ্বেষ বশতঃ কেবল ভ্রমরের স্মরণ করিতে করিতে ভ্রমর হইয়া যায় সেইরূপ শ্রীভগবানকে অনুক্ষণ দ্বেষ বশতঃ চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত ঐ চিন্তা প্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া ভাগবত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকে।[৩]

১। তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথং চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ইতি (ভাগবত, ৭।১।২৫)

ভয়দ্বেষাবপি বিহিতৌ তর্হি তাবপি ভক্তী স্যাতাং, যদি স্যাতাং তদানুকূল্যেনেতি বিশেষণবিরোধঃ স্যাৎ? তত্রাহ, যঃ খলু ভয়দ্বেষয়োরপি মঙ্গলং বিদধীত তস্মিন্নপি কো বা পরমপামরো ভক্তিং ন কুর্বীত প্রত্যুত তৌ বিদধীতেতি ॥ পৃঃ ২৪। (Ed. গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী)

২। কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহব স্তদ্গতিং গতাঃ ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ভাগবত, ৭।১।২৯-৩০)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে ভক্ত বৃত্রের কথা যিনি লীলারূপে ঈশ্বরের শক্তি কি তাহা জানিবার জন্য বৈরী ভাব আচরণ করিয়াছিলেন।

৩। যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥

ভক্তির স্পর্শে চিত্ত ঈশ্বরময় হইয়া উঠে। ভগবদ্ভাব সর্বত্র উপলব্ধিই ভক্তির লক্ষণ: 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' গোপী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ যেরূপ প্রীতির দ্বারা তন্ময়তা লাভ করিয়া শ্রীহরিকে সর্বত্র দর্শন করিতেন, কংস প্রমুখ বৈরিবৃন্দ সেইরূপ দ্বেষ বা ভয়ের দ্বারা তন্ময়তা প্রাপ্তি হেতু অনুক্ষণ শ্রীহরিকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিতেন। সুতরাং দ্বেষ বা ভয় সাক্ষাৎভাবে প্রীতিপ্রতিকূল হইলেও ভক্তিতে পরিণত হইতে কোন বাধা নাই। গোবিন্দভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন যে যেরূপ বৈদূর্য মণি দ্রষ্টৃভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়াও ও অভিনেতা নট অনেকভাব ধারণ করিয়াও স্বরূপতঃ একই থাকে সেইরূপ শ্রীহরি ধ্যাতৃভেদে ও কার্যভেদে অনেক রূপে প্রতীত হইয়াও স্বরূপের একতা পরিত্যাগ করেন না।[১] শ্রীহরির যে কোন মূর্তিতে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হউক না কেন তাহার সকল চিন্তাশক্তি শ্রীহরিতে ন্যস্ত হয়। যিনি মারক রূপে চিন্তা করেন তিনি সেইরূপে আনন্দঘন ভগবানকে প্রাপ্ত হন, যেরূপ যিনি প্রিয়রূপে শ্রীহরিকে ধ্যান করেন তিনি তাঁহাকে সেইরূপে লাভ করেন। গোপীগণের কৃষ্ণাসক্তি প্রীতিরূপে উৎসারিত হইয়াছিল, কংস শিশুপালাদির কৃষ্ণাসক্তি দ্বেষ, ভয় বা বৈররূপে উৎসারিত হইয়াছিল সুতরাং ভেদ শুধু রূপগতই, তত্ত্বতঃ নহে। সেই জন্য গোপীগণের কৃষ্ণপ্রীতি যেরূপ মধুর ভক্তিরসের স্থায়ী, সেইরূপ কংস শিশুপালাদির দ্বেষ ভয় ইত্যাদিও তেমন রৌদ্র, ভয়ানক প্রমুখ গৌণ ভক্তিরসের স্থায়ী।

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়মানুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥ ভাগবত, ৭।২৭-২৯

১। যথৈক এব বৈদূর্য্যমণি র্দ্রষ্টৃভেদাদ্রূপভেদান্ দধানোঽপি যথা বাভিনেতা নটঃ স্বস্থিতান্ ভাবান্ প্রকটয়ন্ বহুধাবভাতোঽপৈক্যং স্বস্মিন্ ন বিমুঞ্চতি এবং ধ্যাতৃভাবভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চানেকতয়া প্রতীতোঽপি হরিঃ স্বরূপৈক্যং স্বস্মিন্ন মুঞ্চতি॥ গোবিন্দভাষ্য, ৩২।

অষ্টম অধ্যায়

মধুর ভক্তিরস

যেরূপ লৌকিক কাব্য সাহিত্যে শৃঙ্গার রস সর্বোত্তম ও পরম চিত্তাকর্ষী সেইরূপ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে মধুর ভক্তিরস সর্বোত্তম রস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভক্তিরসের মাধুর্য আংশিক, অপূর্ণ। এই রসগুলি চিত্তকে আকৃষ্ট করে, চিত্তকে বিমোহিত করে কিন্তু উহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিতে পারে না। মধুর ভক্তিরসের মাধুর্য আংশিক নহে, উহা পূর্ণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অকৃপণ মাধুর্যের উচ্ছ্বাস রসিক অরসিক, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সকলের চিত্ত অনাস্বাদিতপূর্ব অপার্থিব আনন্দের প্রবাহে প্লাবিত করিয়া ভাবতন্ময় করিয়া তুলে। তাই শ্রী জীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে প্রেম অথবা কান্তা-ভাবরূপা প্রীতিই পরমমধুর—'সর্বতঃ পরমৈব কান্তাভাবরূপা প্রীতিঃ' (প্রীঃ সঃ, পৃঃ ৭৩৮)। কান্তভাবরূপা প্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব ভাগবতে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে রাসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীভগবান ব্রজগোপীগণের প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা। ভাগবত, ১০।৩২।২২।

অর্থাৎ তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াও তাহার প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্য দ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

শ্রী উদ্ধবও বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদের প্রেম নারায়ণের বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীর প্রেম হইতে উৎকৃষ্টতর—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥ ভাগবত, ১০।৪৭।৬০।

কান্তা প্রেমের চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায়। ইহার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। এ প্রেম দেহাসক্ত বা ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক নহে। ইহা ভাস্বর তপনের মত উজ্জল, শরতের কৌমুদীর মত স্নিগ্ধ ও বর্ষার প্লাবনের মত উচ্ছ্বসিত, পরিপূর্ণ ও বাধাবন্ধনহীন। মর্ত্য প্রেমের মালিন্যের স্পর্শ ইহাতে নাই, কামনার ক্ষুদ্রতায়

ইহা সংকীর্ণ নহে। ইহা বিপুল, বিরাট ও মহান্। এই প্রেমে প্রিয় ও প্রিয়া, রমণ ও রমণী ভিন্ন নহে। উভয়ই এক অভিন্ন,

একাত্মনীহ রসপূর্ণতমেহত্যগাধে
এবস্থসংগ্রথিতমিব তনুদ্বয়ং নৌ।
কস্মিংশ্চিদেব সরসীব চকাসদেকনালোত্থম্
অব্জযুগলং খলু নীলপীতম্॥

(বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত প্রেমসম্পুট)

একটি সরোবরে নীল ও পীত দুইটি পদ্ম এক নাল হইতে উত্থিত হইলে যেমন হয় তেমনি অতি অগাধ রসপূর্ণতম একটি আত্মা হইতে আমাদের (রাধাকৃষ্ণের) দুই তনু আবির্ভূত হইয়া একটি প্রাণ সূত্রে সংগ্রথিত হইয়া আছে। উভয়ের এই তাদাত্ম্যোপলব্ধিতে প্রণয়ের চরম পরিপক্বতা। চিত্তে যতক্ষণ ভেদ জ্ঞান থাকে, যতক্ষণ কে কান্তা, কে কান্ত এই জ্ঞান বর্তমান থাকে, ততক্ষণ প্রেম অগভীর, অনৈকান্তিক। কিন্তু প্রেম যখন নিবিড় হইয়া উঠে তখন কান্তাকান্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। 'অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তির্লুপ্তা।'[১] প্রেমের স্পর্শে চিত্ত হইতে দ্বৈতভাব বিগলিত হইলে কান্তা ও কান্ত মিলিয়া একাত্মা হইয়া যায়। তখন প্রেমিক বা প্রেমিকা মনে করে—'না সো রমণ না হাম রমণী, দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি'[২]। পরস্পর পরস্পরের মন জানিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। কান্তাকান্ত জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। প্রেমের উদয়ের পূর্বে রমণের মনোভাব থাকে রমণীর সুখসম্পাদন, রমণীর মনোভাব থাকে রমণের প্রীতিদান। প্রেমের আবির্ভাবে উভয়ের সাধারণ মনোভাব হয়। শুধু তাহাই নহে, দেহ প্রাণ মন আদিতেও ঐক্যভাবনা জন্মে। তাই অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে মহাভাববতী কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপে এক ও অভিন্ন হইয়া গেলেন ঃ

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাই। (বিদ্যাপতি)।

স্বসুখবাসনামূলক সম্ভোগেচ্ছা এইরূপ প্রেমে নাই। শুধু পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিয়া এক হইতে চাহে। এই মিলনই প্রেমের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহাতেই ইহার সর্বোত্তমা পরিণতি। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় প্রেমের এই চরম পরিপক্বতা দর্শিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমের এই স্বরূপটি ব্যক্ত করিয়াছেন—

'এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥

১। চৈতন্যচন্দ্রোদয়, সপ্তম অঙ্ক।
২। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিহু মীন যেন কভু নাহি জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥'

এই অনবদ্য প্রেমতত্ত্ব সকলের চিত্ত আকর্ষণ করে। ইহার সৌন্দর্য যুগে যুগে রসিকের হৃদয় চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ করিয়া রাখে। তাই বৈষ্ণব কাব্যরসিকগণ এই প্রেমরসকে মধুর আখ্যা দিয়া ভক্তিরসে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ইহাকে ভক্তিরসরাট্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তিরস বলিয়াছেন—

মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতো রহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥ (উঃ নীঃ ম, ১।২)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকা ও গোপীবৃন্দের যে আত্মবিলোপী ঐকান্তিক প্রেম বর্ণিত হয় তাহাই ঈশ্বর প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা। এইরূপ প্রেম না হইলে যিনি অসীম, রূপাতীত ও নিরুপাধিক তাঁহাকে মর্ত্যভূমির সীমার বন্ধনে লাভ করা যায় না। এই মধুরভক্তি ভক্ত হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপ্লুত করে বলিয়া ইহাকে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ উজ্জ্বল আখ্যা দিয়াছেন—

চমৎকারাবহতয়া উজ্জ্বলাখ্যো রসঃ স্যাৎ। (প্রীতিসন্দর্ভ)

বৈষ্ণব রস শাস্ত্রে যে পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্তিরসের উল্লেখ আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসল ও মধুর—তাহাদের মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম রস। মধুর রসে সকল রসের মাধুর্য একত্র সমাহিত হওয়ায় আস্বাদনে উহা অতুলনীয়। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ শান্ত প্রমুখ রসের সহিত মধুর ভক্তিরসের তুলনা করিয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। পরব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীন॥
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্যপ্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর। সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন। অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ। কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিস্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরবসম্ভ্রমহীন। অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন॥
মমতা-অধিক কৃষ্ণে আত্মসমজ্ঞান। অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান॥
সখ্যের গুণ অসংকোচ অগৌরব সার। মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসনা ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে। কৃষ্ণভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্যজ্ঞানিগণে॥

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়। সখ্যের অসংকোচে লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পরপরভূতে। একে তুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব-ভাব-সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

(মধ্য লীলা, উনবিংশ পরিচ্ছেদ, ১৭৭-১৯২)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণরসস্বরূপতা হ্লাদিনী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তচিত্তে প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশ লাভ করে। "হ্লাদিনী শক্তি সংবিৎশক্তিরই চরমোৎকর্ষ। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম চিদ্বস্তু চিদানন্দস্বরূপ।"[১] এই প্রেম ভক্তচিত্তে বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ইহা চিত্তকে উল্লসিত করে, মমতাবোধের দ্বারা মুক্ত করায়, আশ্বস্ত করায়, অভিমানযুক্ত করে, দ্রবীভূত করে, স্ববিষয়ের প্রতি প্রত্যভিলাষের আতিশয্যের দ্বারা যুক্ত করে, প্রতিক্ষণে স্ববিষয়কে নব নবরূপে অনুভব করায় ও অসমোর্ধ চমৎকারের দ্বারা উন্মাদিত করে। "প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি মমতয়া যোজয়তি, বিস্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্ধচমৎকারেণোন্মাদয়তি।" (প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৩) উল্লাসের আতিশয্যের দ্যোতক যে প্রীতি তাহাই রতি—

'অত্রোল্লাসমাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা প্রীতিঃ রতিঃ' (প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৩)।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী মধুর রসের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মধুর রসের স্থায়িভাব শ্রীকৃষ্ণকান্তাদের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেম যাহাকে আলঙ্কারিকগণ কান্তারতি বা মধুরা রতি বলিয়া থাকেন—

'স্থায়িভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ'। (উঃ নীঃ মঃ, স্থায়িভাব প্রকরণ)

কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন যে এই মধুররতিসম্ভূত মধুর রসই একমাত্র অখণ্ডানন্দময় রস, অপর রসগুলির আনন্দ খণ্ডিত অসম্পূর্ণ। তাই মধুর রসই সকল রসের আধার:

সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি যত্র স প্রেমসংজ্ঞকঃ।
খণ্ডানন্দাঃ রসাঃ সর্বে সোঽখণ্ডানন্দ উচ্যতে
অখণ্ডে খণ্ডধর্মা হি পৃথক্ পৃথগিবাসতে॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৩য় অঙ্ক।)

এই মধুর রসের স্থায়িভাব মধুরা রতি অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব হইতে উৎপত্তি লাভ করে:

'অভিযোগাদ্বিষয়তঃ সম্বন্ধাদভিমানতঃ॥

১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, পৃঃ ১৯৮।

সা তদীয়বিশেষেভ্য উপমাতঃ স্বভাবতঃ।
রতি রাবির্ভবেৎ...... ॥ ৪

(উঃ নীঃ মঃ, স্থায়িভাব প্রকরণ।)

আভযোগ প্রভৃতি শব্দগুলিকে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অভিযোগ— 'অভিযোগো ভবেদ্ভাবব্যক্তিঃ স্বেন পরেণ চ।'

অর্থাৎ স্বয়ং বা অপর কর্তৃক ভাবের অভিব্যক্তি অভিযোগ।

বিষয়— শব্দস্পর্শাদয়ঃ পঞ্চ বিষয়াঃ কিল বিশ্রুতাঃ ॥ ৮

অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পঞ্চ বিষয়।

সম্বন্ধ—'সম্বন্ধঃ কুলরূপাদিসামগ্রীগৌরবং ভবেৎ।'

অর্থাৎ কুল, রূপ প্রভৃতি সামগ্রীর গৌরবকে সম্বন্ধ বলা হয়।

অভিমান—সন্তু ভূরীণি রম্যাণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব মে।
ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে ॥

অর্থাৎ বহু রমণীয় বস্তু থাকুক, ইহাই আমার প্রার্থনীয়, এইরূপ যে নিশ্চয়করণ তাহাই অভিমান।

তদীয়বিশেষ—'তদীয়ানাং বিশেষাঃ স্যুঃ পদগোষ্ঠপ্রিয়াদয়ঃ ॥'

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ, স্থান, প্রিয়জন ইত্যাদি তদীয় বিশেষ।

উপমা—'যথা কথংচিদপ্যস্য সাদৃশ্যমুপমোদিতা।'

অর্থাৎ কোনরূপ বস্তুর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্য উপমা।

স্বভাব—'বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽর্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বরূপং চেত্যেষোঽপি ভবতি দ্বিধা' ॥

অর্থাৎ যাহা বাহ্যহেতুনিরপেক্ষ তাহাই স্বভাব। স্বভাব নিসর্গ ও স্বরূপ ভেদে দ্বিবিধ।

পূর্ব পূর্ব জন্মানুভূত সুদৃঢ় অভ্যাসরূপ যে সংস্কার তাহাই নিসর্গ। গুণরূপাদি শ্রবণ ইহাকে উদ্বোধিত করে।

'নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।
তত্তুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাদ্ গুণরূপশ্রুতি র্মনাক্ ॥'

স্বতঃসিদ্ধ অজন্য ভাব রতি উৎপাদক বস্তু বিশেষকে স্বরূপ বলা হয়।

'অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে ॥'

স্বভাবজা মধুরা রতি ত্রিবিধা—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা।

কুব্জার রতি সাধারণী, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের রতি সমঞ্জসা ও ব্রজ সুন্দরীগণের রতি সমর্থা।

'রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুলসুভ্রুবাম্ ॥'

(উঃ নীঃ মঃ, স্থায়িভাব প্রকরণ)

এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে যাঁহারা অতিশ্রেষ্ঠ যথা—শ্রীরাধা প্রভৃতি, তাহাদের রতি স্বরূপজা, অপরদিগের রতি নিসর্গজা। কোন কোন কৃষ্ণ প্রেয়সীর রতি অর্বাচীন তুল্য ছিল। যাঁহারা সাধনসিদ্ধ তাঁহাদের অভিযোগ প্রভৃতি রতির উৎপত্তির হেতু। পুরনারী-গণের রতি নিসর্গজা, তাহাদের মধ্যে যাঁহারা সাধনসিদ্ধ তাঁহাদের রতি অভিযোগ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন—

'কাসাংচিদতিশ্রেষ্ঠানাং শ্রীরাধাদীনাং স্বরূপজা, অপরাসাং কাসাঞ্চিন্নিসর্গজা চ স্যাদিত্যর্থঃ। প্রায়ঃপদেনেতি কাসাংচিদর্বাচীনকল্পা এব, সাধনসিদ্ধানাং নিসর্গস্বরূপয়োঃ সংভবাদভিযোগাদয় এব রত্যুৎপত্তেঃ কারণানি ভবন্তীতি জ্ঞাপিতম্। পুরসুভ্রুবাং তু নিসর্গজৈব, তাস্বেব সাধনসিদ্ধানাং কাসাংচিদভিযোগাদিজা চেতি জ্ঞেয়ম্।'

উক্ত ত্রিবিধা রতি সমপর্যায়ক নহে। তাহাদের আপেক্ষিক প্রকর্ষ শ্রীরূপ গোস্বামী ব্যক্ত করিয়াছেন—

'মণিবচ্চিন্তামণিবৎ কৌস্তুভমণিবৎ ত্রিধাভিমতা।
নাতিসুলভেয়মভিতঃ সুদুর্লভা স্যাদনন্যলভ্যা চ॥ স্থায়িভাব প্রকরণ, ২৯।

সাধারণী রতি নাতিসুলভ অর্থাৎ কুব্জা প্রমুখ কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে যত্নে ইহা লাভ করিতে হয়। সমঞ্জসা রতি সুদুর্লভা অর্থাৎ কৃষ্ণমহিষীগণ ভিন্ন অন্য কেহ মহাভাগ্যবশতঃ ইহা লাভ করেন। সমর্থা রতি অনন্যলভ্যা। শ্রীরাধা প্রমুখ কৃষ্ণপ্রণয়িনীগণ ভিন্ন ইহা অন্য কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না।

শ্রী জীব গোস্বামী ইহার লোচনরোচনী টীকায় ত্রিবিধা রতির তারতম্য অতি সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন—

'সমর্থা খলু সৈব স্যাদ্ যা লোকধর্মাদ্যতিক্রম্য পরমকাষ্ঠাপন্নাং পুষ্টিমাপ্নোতি। … ……অথ যান্যা রতিঃ সমঞ্জসাখ্যা সা খলু লোকধর্মাপেক্ষয়া,…অতএব নাতিসমর্থা। অতএব চ ভাবান্তিমাং সীমাং ন প্রপদ্যত ইতি ভাবঃ। … … …অথ যান্যা সাধারণী সা তু ন্যূনত্বাদেব তত্তয়োচ্যতে। লোকে চ তচ্ছব্দপ্রয়োগ তত্র দৃশ্যতে। ন্যূনত্বং চ সংভোগেচ্ছা-মূলতয়া তিরস্কৃতত্বাৎ। তত এবান্যদ্বয়বৎ পুষ্টিযোগ্যত্বাভাবাৎ।'

অর্থাৎ লোক ধর্ম প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া পুষ্টির চরম পরাকাষ্ঠা সমর্থা রতি প্রাপ্ত হয়। সমঞ্জসাখ্যা রতি লোকধর্মাপেক্ষিণী, অতএব সমর্থা রতি তুল্য নহে। সাধারণী রতি সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ায় সমর্থা বা সমঞ্জসা রতির তুল্য পুষ্টিলাভের যোগ্য নহে।

সাধারণী রতি—

যে রতি অতিশয় নিবিড় হয় না, যাহা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র চিত্তে প্রাদুর্ভূত হয় ও সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, তাহাই সাধারণী রতি।

'নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা।
সংভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা॥ ৩০
(উ. নী. ম, স্থায়িভাবপ্রকরণ)

শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানের ইচ্ছাই রতি—শ্রীকৃষ্ণস্য সুখতাৎপর্যং রতিলক্ষণম্ (আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা)। আত্মসুখমূলক সম্ভোগেচ্ছা যদি সাধারণী রতির উৎপত্তির কারণ হয় তাহা হইলে তাহাকে রতি পদবাচ্য কিরূপে বলিতে পারা যায়? সাধারণী রতিতে আত্মসুখার্থে সম্ভোগেচ্ছা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদনের ইচ্ছা যে তাহাতে থাকে না তাহা নহে। আত্মসুখেচ্ছা কৃষ্ণসুখেচ্ছার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। কিন্তু কৃষ্ণসুখেচ্ছা হইতে আত্মসুখবিধানের বাসনা অধিক বলবতী হওয়ায় উক্ত রতি নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিষয়টি সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

'যদৈব শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্যং দৃগ্‌গোচরীবভূব তদৈবানেন পুরুষেণ মে সঙ্গো ভূয়াদিতি স্বসুখতাৎপর্যরত্যাকাঙ্ক্ষা অজনিষ্ট। ততশ্চ যোহয়ং মাং সংপ্রত্যেব চাক্ষুষসংভোগেনৈব নিরবধিকমসুখয়ত্তমেনমহমপি ক্ষণমেব সমুচিতসপর্যাপূর্বকস্বাঙ্গসঙ্গদানেন সুখযামীতি সঙ্কল্পময়ী রতিরভূৎ'। (আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)। অর্থাৎ কুব্জা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। দর্শনমাত্রেই তাঁহার হৃদয় অসীম অন্তহীন অননুভূত আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। যতই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী তাঁহাকে মুগ্ধ করিল ততই আত্মসুখার্থে সম্ভোগেচ্ছা মনে প্রবল হইয়া উঠিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনাও উদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সুখ দিয়াছেন, সুতরাং নিজাঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান কর্তব্য। কিন্তু তাহার কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা হইতে কৃষ্ণদর্শনজনিত আত্মসুখের ইচ্ছাই ছিল প্রবলতর। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ-সুখেচ্ছাময়ী রতি উদিত হইলেও গাঢ়ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

স্বসুখবাসনামূলক সম্ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি পাইলে রতির বৃদ্ধি হয়, উহা হ্রাস পাইলে রতিরও হ্রাস হয়, কারণ সম্ভোগেচ্ছাই সাধারণী রতির মূল স্বরূপ:

অসান্দ্রত্বাদ্রতেরস্যাঃ সংভোগেচ্ছা বিভিদ্যতে।
এতস্যা হ্রাসতো হ্রাসস্তদ্ধেতুত্বাদ্রতেরপি॥ ৩২ (উ. নী. ম.)

সাধারণী রতির প্রেম পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে: 'আদ্যা প্রেমান্তিমাং……প্রপদ্যতে॥'

সমঞ্জসা রতির স্বরূপ শ্রী রূপ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন:

পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
কচিদ্ভেদিতসংভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির শ্রবণাদি হইতে চিত্তে এই রতির উদয় হয়। এই রতির উদয়ে পত্নীত্বাভিমানের বুদ্ধি জাগ্রত হয়, ইহাতে কখনও কখনও সংভোগ তৃষ্ণাও জন্মে। যদিও সমঞ্জসা রতিকে শ্রীকৃষ্ণের গুণাদিশ্রবণাদিজা বলা হইয়াছে তথাপি গুণাদিশ্রবণের পূর্বে

যে কৃষ্ণপ্রেয়সীদের চিত্তে এই রতি উদিত হয় নাই তাহা নহে। রুক্মিণী প্রভৃতি স্বকান্তাতে যে স্বাভাবিকী রতি আছে তাহা প্রচ্ছন্ন থাকে। নারদাদিবর্ণিত কৃষ্ণের গুণলীলাদি শ্রবণে উহা উদ্বুদ্ধ হয়। টীকাকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন :[১]

নিত্যসিদ্ধা রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণকান্তাদের চিদ্ধে স্বাভাবিকী রতি বিদ্যমান থাকে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণ বর্ণনার শ্রবণ উহাকে উদ্বোধিত করে। তাঁহাদের বয়ঃসন্ধিতে কামের উদয় যেরূপ স্বভাবতঃই হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতির উদয় হইয়া থাকে। সম্ভোগতৃষ্ণাজন্যা রতিও যুগপৎ উদিত হয়। নিসর্গজা রতিই প্রধানভাবে অনুভূত হয়, সম্ভোগেচ্ছাজন্যা রতি অপ্রধান হইয়া থাকে। এই উভয় রতি মিলিত হইয়া সমঞ্জসা রতিতে পরিণত হয়। পৃথক্‌রূপে সাধারণী রতিতে সম্ভোগেচ্ছা সদাই বলবতী হইয়া থাকে। সমঞ্জসা রতিতে কখনও কখনও উহা প্রবল হইয়া উঠে। "সাধারণ্যাং রতৌ সম্ভোগতৃষ্ণা সদৈব পৃথক্‌তয়া তিষ্ঠতি সমঞ্জসায়াং তু ক্বচিদেবেতি ভেদঃ" (আনন্দচন্দ্রিকা)। যখন সম্ভোগস্পৃহা সমঞ্জসা রতি হইতেও অধিক বলবতী হয় তখন সম্ভোগস্পৃহোত্থ ভাব, হাব, হেলা, প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরিকে বশীভূত করা অতি দুষ্কর হইয়া উঠে, কারণ শ্রীহরি একমাত্র নিষ্কাম প্রেমেই বশীভূত হন।

'সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা।
তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈ র্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ॥ ৩৫

সমঞ্জসা রতির বৈশিষ্ট্য এই যে চিত্তে বিদ্যমান রতি উদ্বোধিত হইলেই কান্তাভাবের উদয় হয় ও পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা আত্ম সুখবিধানের ইচ্ছাও চিত্তে জাগ্রত হয়। এইরূপে সম্ভোগেচ্ছা ও কৃষ্ণরতি তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়।

সমঞ্জসা রতিতে কৃষ্ণরতিরই প্রাধান্য, সম্ভোগেচ্ছার নহে। এই রতি বৃদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। 'তত্রানুরাগান্তা সমঞ্জসা'।

সমর্থা রতি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য দর্শন বা গুণলীলাদি শ্রবণ ব্যতিরেকেও প্রেয়সীগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্থা রতি উন্মেষিত হয় ও দ্রুত গতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

(স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ।
অদৃষ্টেহপ্যশ্রুতেহপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্যাদ্ দ্রুতং রতিম্॥)

এই রতি কৃষ্ণ সুখৈচ্ছতাৎপর্যময়ী, ইহাতে স্বসুখবাসনার লেশমাত্র নাই। ইহা সর্ববিস্মারিগন্ধা ও সান্দ্রতমা।[২]

১। সাধনসিদ্ধাপেক্ষয়া রুক্মিণ্যাদিষু তু নিসর্গাদেব প্রাদুর্ভূতা তদুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাদ্গুণরূপশ্রুতির্মনাক্ ইতি ব্যাখ্যানযুক্তেঃ······রুক্মিণ্যাদীনাং রসঃসন্ধাবেব নারদাদিমুখবর্ণিতশ্রীকৃষ্ণগুণশ্রবণাদিনোদ্বুদ্ধাবান্নিসর্গাদেব শ্রীকৃষ্ণে রতিস্তথা কামোদ্গম সমবয়ঃসন্ধিস্বাভাব্যাৎ। সম্ভোগতৃষ্ণাজন্যা ন রতির্যুগপদেবাভূৎ। তত্র প্রথমা বহুতর-প্রমাণা, দ্বিতীয়া অল্পপ্রমাণেতি দ্বয়োঃ রত্যোর্মেলনেন সমঞ্জসাভিধা রতির্ব্যাখ্যায়তে। আনন্দচন্দ্রিকা।

২। সমর্থা সর্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা।

সমর্থারতিমতী ব্রজসুন্দরীদের শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপাদনের বাসনা এতই প্রবল হইয়াছিল যে তাঁহারা লোকধর্ম, স্বজন, আর্যমার্গাদির কথা বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। সাধারণী রতিতে স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছা প্রবলভাবে এবং কৃষ্ণসুখেচ্ছা অতিক্ষীণ ভাবে বিদ্যমান থাকে। সমঞ্জসা রতিতে কৃষ্ণসুখেচ্ছা বলবতী হইলেও স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছাও কখনও কখনও প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু সমর্থা রতিতে কৃষ্ণসুখেচ্ছা ভিন্ন স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছার স্থান নাই। (অস্যাঃ কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ। উ. নী. মঃ) যদি কখনও সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয় তাহা কৃষ্ণসুখেচ্ছাকে বলবতী করিবার উপায় মাত্র। পরমাদ্ভুত প্রেমবিলাসের অনন্তবৈচিত্র্যজন্য অসমোর্দ্ধমাধুর্যের সন্নিবেশে সমর্থা রতি সমুজ্জ্বল। স্বয়ং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণও সমর্থারতিতে বশীভূত হন। ("সর্বাদ্ভুতবিলাসোর্মিচমৎকারকরশ্রিয়ঃ। সম্ভোগেচ্ছাবিশেষোঽস্যা রতের্জাতু ন ভিদ্যতে" উঃ নীঃ নঃ, স্থা ভাঃ, ৪০)॥ সম্ভোগবাসনার মালিন্য ইহার ভাস্বর দীপ্তি ম্লান করে না বলিয়া ইহা পরমশুদ্ধ। (কৃষ্ণসৌখ্যার্থমাত্রোদ্যমত্বাদস্যাঃ রতেঃ শুদ্ধত্বম্। লোচনরোচনী) সমর্থারতিমতী কৃষ্ণপ্রণয়িনী ব্রজসুন্দরীগণ নিজাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে চান, কিন্তু কৃষ্ণসেবার দ্বারা আত্মসুখোৎপাদনের বাসনা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের সম্ভোগেচ্ছা কৃষ্ণরতিতে বিলীন হইয়া থাকে। ইহাই সমর্থারতির বৈশিষ্ট্য :—

> কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সংভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
> রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে॥ (উঃ নীঃ মঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ, ৩৭)

সাধারণী রতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন হইতে জাত, আত্মসুখবিধানেচ্ছা ও কৃষ্ণ-সুখবিধানেচ্ছা ইহার উন্মেষের হেতু। সমঞ্জসা রতি যদিও নিসর্গজা তথাপি ইহা উন্মেষের জন্য গুণলীলাদি শ্রবণের অপেক্ষা করে। কিন্তু সমর্থা রতি স্বতঃ উদিত হয় ও উন্মেষিত হয়।

সমর্থারতি কৃষ্ণসুখেচ্ছাময়ী বলিয়া পরম শুদ্ধা। ব্রজবধূগণের এইরূপ রতির উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া উদ্ধব বলিয়াছেন—

> আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
> বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
> যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা।
> ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ (ভাগবত, ১০।৪৭।৬১।)

যাহারা দুস্ত্যজ আত্মীয়বর্গ ও লোকমার্গ ত্যাগ করিয়া শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণচরণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, আমি সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির কোন একটি রূপে জন্মগ্রহণ করিব। এই রতি সর্ববিধ বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিতে সামর্থ্য দান করে বলিয়া সমর্থা আখ্যা লাভ করে—'সর্বাতিক্রামিসামর্থ্যাৎ সমর্থেতি ভণ্যতে।' (লোচনরোচনী)

সমর্থা রতিই সর্বোত্তমা মধুরা রতি। ইহা ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া মহাভাব-দশাতে চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়—

'ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্॥ (উঃ নীঃ মঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ, ৪২)

যে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য জীবন্মুক্ত যোগিগণ যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন ব্রজসুন্দরীগণ অনায়াসে প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণরূপে তাঁহাকে আপন করিয়া পাইয়াছিলেন। রাসমণ্ডলে সমবেত গোপবধূগণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ (ভাগবত, ১০।৪৭।৩৬।)

অর্থাৎ যেহেতু তোমরা মনের যাবতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক উহা আমার প্রতি সমর্পণ করিয়া সর্বদা আমাকেই চিন্তা করিতেছ, সেইজন্য অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীরূপ কবিরাজ সারসংগ্রহ গ্রন্থে সমর্থারতি ও সমঞ্জসা রতির ভেদ অতি স্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

'সমঞ্জসায়া মনঃস্বরূপতানয়নাভাবেন চিত্ততঃ পৃথকৃত্বাৎ সান্দ্রতমত্বাভাবাচ্চ স্বপ্রাকট্যাৎ পূর্বং চিত্তে নিলীয় স্থিতত্বম্। তেন তদুপাদানঃ সংস্কারস্তামাবির্ভাবয়তি। সমর্থায়াস্তু মনঃস্বরূপতানয়নবৃত্তেঃ সদ্ভাবেন চিত্ততোহপৃথকৃত্বাৎ সান্দ্রতমত্বাচ্চ চিত্তে ন নিলীয় স্থিতত্বং কেবলং লীনবৃত্তিতয়া স্থিতত্বম্। অতএব স্বরূপমেব তামাবির্ভাবয়তি। সমর্থায়া বহিরপি ভাবান্তরাস্পর্শিত্বাৎ কদাচিদপি সম্ভোগেচ্ছাভেদহেতুকশ্চেষ্টাভেদো ন জায়তে।...... সমঞ্জসায়াস্তু বহির্ভাবান্তরস্পর্শিত্বাৎ সম্ভোগেচ্ছাভেদহেতুকশ্চেষ্টাভেদো জায়তে। (পৃঃ ২৭।)

সমঞ্জসায়াং সম্ভোগেচ্ছা লীনবৃত্তিতয়া তিষ্ঠতি, ন তু সমর্থায়ামিব তাদাত্ম্যমাপন্না। অতএব রত্যুদ্দীপনাভাবেন রতিসঙ্কোচে তস্যা বৃত্তিঃ প্রকাশত ইতি সম্ভোগেচ্ছাভেদঃ। ....অন্যথা সম্ভোগেচ্ছাভেদাভাবকালে সমঞ্জসা সমর্থাতুল্যতাং প্রাপ্নোতি। লীনতয়া স্থিতিং বিনা কদাপি সম্ভোগেচ্ছা নোদগচ্ছেদিতি। সমর্থায়াং বহির্ভাবান্তরাস্পর্শিত্বাচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য সদা পরমবশ্যত্বম্।

.........সমর্থায়াঃ সর্ববিস্মারিগন্ধত্বম্।.........

সমঞ্জসায়া সর্বস্মরণং স্যাৎ। (পৃঃ ২৮।)

অতএব সর্ববিস্মরণাদেব সমর্থায়াঃ স্বরূপোৎপন্নত্বমন্যথা সংস্কারোৎপন্নত্বং স্যাৎ...... সমর্থায়াঃ সান্দ্রতমত্বম্। (পৃঃ ২৯।)

সমঞ্জসায়াঃ সান্দ্রত্বং··· ···। সমর্থায়াঃ সান্দ্রতমত্বাদৈশ্বর্যানুসন্ধানাবকাশো নাস্তি।...... সমঞ্জসায়াঃ সান্দ্রত্বাদৈশ্বর্যানুসন্ধানাবকাশোহস্তি (পৃঃ ৩০)। যথেশ্বরবৃত্তি র্জীবে নোদেতি তথা সমঞ্জসায়া বৃত্তিঃ সমর্থায়াং নোদেতি। যথা সতো বৃত্তিশ্চিতি ন চিতো বৃত্তিঃ সতি ন। যথা তয়োর্বৃত্তিরানন্দে ন, আনন্দস্য বৃত্তিস্তয়োর্ন। যথা মায়াবৃত্তির্জীবেশ্বরয়ো র্ন। তয়োর্বৃত্তিঃ

তস্যাং ন। যথা সত্ত্বগুণস্য বৃত্তিঃ রজসি ন। রজসো বৃত্তিঃ সত্ত্বগুণে ন। তয়োর্বৃত্তিস্তমসি ন। তমসো বৃত্তিস্তয়োর্ন। এবং সমর্থায়াঃ বৃত্তিঃ সমঞ্জসায়াং ন, সমঞ্জসায়া বৃত্তিঃ সমর্থায়াং ন। তত্র সমঞ্জসায়া বৃত্তিঃ পাণিগ্রহণাখ্যা। সমর্থায়া বৃত্তির্লোকধর্মমর্যাদাতিরস্কারাখ্যেতি। (সারসংগ্রহ. ১ম অধ্যায়, পৃঃ ৩১)

অর্থাৎ সমঞ্জসা চিত্তস্থ ভাবসমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিতে পারে না। সুতরাং চিত্ত হইতে পৃথক্ থাকে বলিয়া উহা সান্দ্রতম নহে এবং স্বপ্রকাশের পূর্বে চিত্তে নিলীন অবস্থায় বিরাজ করে। যথোপযুক্ত উপাদানভূত সংস্কার তাহাকে আবির্ভূত করায়। সমর্থা রতি চিত্তস্থ সকল ভাবকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সমগ্র চিত্তকে রতিময় করিয়া তুলে, চিত্ত হইতে ইহা পৃথক্ নহে। উহা সান্দ্রতম এবং চিত্তে লীন অবস্থায় বর্তমান থাকে না। উহা লীনবৃত্তিভাবে বিরাজ করে, স্বরূপই তাহাকে আবির্ভূত করায়। সমর্থারতি বহির্ভাবের সহিত সকল প্রকার সম্পর্করহিত বলিয়া উহাতে সম্ভোগেচ্ছার সূচক চেষ্টার স্থান নাই। সমঞ্জসা রতি বহির্ভাবের দ্বারা সংস্পৃষ্ট বলিয়া উহাতে সম্ভোগেচ্ছা সূচক চেষ্টা সম্ভব। সমঞ্জসা রতিতে সম্ভোগেচ্ছা লীনবৃত্তিভাবে বর্তমান থাকে। সমর্থা রতিতে সম্ভোগেচ্ছার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। সমঞ্জসা রতি যখন উদ্দীপিত হয় না অথবা সঙ্কুচিত থাকে তখন সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ্যভাবে পৃথক্‌রূপে বিরাজ করে। সম্ভোগেচ্ছার পৃথক্‌রূপে প্রাকট্য না থাকিলে সমঞ্জসা রতি সমর্থা রতির তুল্য হইতে পারিত। সমর্থা রতি বহির্ভাবের সহিত সম্পর্করহিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহার দ্বারা বশীভূত হন। সমর্থা রতি পার্থিব সর্ব বিষয়কে বিস্মৃত করায়, সমঞ্জসা রতিতে সকল বিষয়ের স্মৃতি জাগরূক থাকে। সর্ববিস্মরণ হেতু সমর্থা রতি স্বরূপের দ্বারা উৎপন্ন হয় সমঞ্জসা রতির ন্যায় সংস্কারের দ্বারা নহে। সমর্থা রতি সান্দ্রতম, সমঞ্জসা সান্দ্র। সমর্থারতি সান্দ্রতম বলিয়া উহা ভগবদৈশ্বর্যানুভূতিরহিত, সমঞ্জসা রতি সান্দ্র বলিয়া উহা ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞানমুক্ত নহে। জীব ও ঈশ্বর যেরূপ পৃথক, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ গুণ যেরূপ পরস্পর ভিন্ন, সৎ, চিৎ ও আনন্দের যেরূপ পরস্পর একের বৃত্তি অপরে সম্ভব হয় না, সেইরূপ সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি পরস্পর ভিন্ন, একের বৃত্তি অন্যটিতে সম্ভব নহে। সমঞ্জসা রতিতে বিবাহ প্রভৃতি সম্ভব। সমর্থা রতি লোকধর্ম, মর্যাদা প্রভৃতি ত্যাগ করিতে প্রণোদিত করে।

সমর্থা রতির অপর নাম গোপীপ্রেম। শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি অসংখ্যগোপী রূপে আত্ম প্রকাশ করে, কারণ—

বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিঃ।)

বহুকান্তা না হইলে কান্তাপ্রেমরসবৈচিত্র্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদিত হয় না। সেই জন্য রাধাস্বরূপিণী কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতার পুষ্পপল্লবরূপিণী গোপবধূগণ আবির্ভূত হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মাধুর্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন :

'সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধো র্হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যৎ তন্ন চিত্রম্॥

(গোবিন্দলীলামৃত, ১০।১৬)

গোপীগণ শ্রীরাধিকার ন্যায় সমর্থারতিমতী কৃষ্ণপ্রেয়সী। তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম নিষ্কলুষ, স্বার্থগন্ধহীন। তাঁহারা বেদধর্ম, লোকধর্ম, স্বজন আর্যমার্গাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবার চরম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ত্যাগ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বলবতী বাসনার প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদনই তাঁহাদের একমাত্র বাসনা, আত্মসম্ভোগেচ্ছা বিন্দুমাত্র নাই—

আত্ম সুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার॥ (চৈ, চঃ, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।)

তাঁহারা নিজাঙ্গ দিয়া কৃষ্ণ সেবা করেন বলিয়া অঙ্গকে সুশোভিত করিয়া রাখেন, অন্যথা প্রেমাস্পদের সুখানুভূতির বিঘ্ন হইতে পারে—

এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন এই সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শনস্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জনভূষণ॥ (চৈ. চঃ, আদি লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।)

শ্রীকৃষ্ণের কান্তাত্বলাভে তাঁহাদের পরম অভীপ্সা, এই অভীপ্সা পুরণের জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীচরণে তাঁহারা দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন:

মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান॥

(চৈ, চ, ৩।২০)

গোপীপ্রেমে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। যদিও কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিতে তাঁহারা উৎসুক তথাপি রাধাকৃষ্ণের মিলন তাঁহাদের নিকট অধিক প্রার্থনীয়। কৃষ্ণসঙ্গলাভের আনন্দ অপেক্ষা রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দ তাঁহাদের চিত্ত অধিকভাবে আকর্ষণ করে। এইরূপ পরার্থপরতা লৌকিক প্রেমে দুর্লভ—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥

(চৈ, চ, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ)

স্বীয় সুখাভিলাষের অভাবই সমর্থারতির বৈশিষ্ট্য। শ্রী রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—"ইত্যস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ" (উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ)—এই রতিতে সকল উদ্যম শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তাভাবময়ী লীলা তাহা কামক্রীড়া নহে, কারণ ইহাতে সম্ভোগেচ্ছার স্পর্শ মাত্র নাই। শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥
নিজেন্দ্রিয়সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য গোপীভাববর্য॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥

(চৈ, চঃ, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ)

এই জন্য গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির বিলাস-বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছু নহে। চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি ক্রিয়া কামময় সম্ভোগেচ্ছার দ্যোতক নহে, পরস্পরের সুবিমল প্রেমাতিশয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। কাম প্রাকৃত মনের বৃত্তি, ইহার অভিব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে। প্রেম শুদ্ধ সত্ত্বময়ী হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি, ইহার অভিব্যক্তি আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিতে নহে, আত্মোৎসর্গের দ্বারা প্রিয়তমের সুখবিধানে। প্রেয়সী-গণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রেয়সীগণের উৎকণ্ঠা, এই উভয়গত উৎকণ্ঠা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেম নিরুপম হইয়া উঠিয়াছে—

অকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাং বহতু হরিরাসু প্রতিপদং হরাবপ্যেতা যদ্বাতিমিলনসৌখ্যং বিজয়তে।
অহো যস্মাদস্মিন্নিরুপধি সখীবৃন্দমুভয়প্রকৃষ্টোৎকণ্ঠিত্বং বিশতি তদিদং হন্ত কিমিব॥

(গোপালচম্পূ, পূর্বচম্পূ, ১ পুরণ, ৯৩)

হ্লাদিনীশক্তিসম্ভূত বলিয়া শুদ্ধ প্রেম আনন্দস্বরূপ, নিষ্কলুষস্বভাব, কামনা বা সম্ভোগেচ্ছাপ্রসূত মালিন্যের লেশ মাত্র ইহাতে থাকিতে পারে না। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগেচ্ছা কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥ (আদি লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

প্রকাশাত্মিকা শক্তি আছে বলিয়া আলোক যেরূপ অপরকে প্রকাশিত করে ও নিজে প্রকাশিত হয়, প্রেমেও সেইরূপ আনন্দাত্মিকা শক্তি হেতু প্রিয়তমকে আনন্দিত করে ও নিজেও শুদ্ধ আনন্দে রূপান্তরিত হয়। এ আনন্দ অন্তহীন সাগরের মত অসীম, শান্ত ও সুগভীর। ইহাতে প্রাকৃত আনন্দের উচ্ছ্বলতা নাই, আত্মাভিমানের স্পর্শ দ্বারা ইহা পরিচ্ছিন্ন নহে। এইরূপ অনবদ্য আনন্দসুষমায় পরিনিষিক্ত হওয়ায় গোপবধূগণের কৃষ্ণপ্রেম সর্ববিস্মারিগন্ধ ও সান্দ্রতম হইয়াছিল। লোকধর্ম, বেদধর্ম, বিধিধর্ম, স্বজন আর্যপথাদি কল্পিত কোনও বাধা ইহার অনির্বার গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ব্রজ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগবত্তার মহিমা ও ঐশ্বর্য জ্ঞানের প্রভাব তাঁহাদের চিত্ত আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তাঁহাদের এইরূপ নিষ্কলুষ প্রেমে বশীভূত হইয়া স্বয়ং ভগবান তাঁহাদের বাহু পাশে ধরা দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও গোপীপ্রেমের অভিনব আনন্দরস অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপীপ্রেমের এই স্বরূপটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্যে বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণ শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ শোভা দেখি গোপীশোভা বাড়ে তত॥
এতমত পরস্পর করে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপী গণে॥
অতএব এই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি প্রেম দোষে॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্যের পুষ্টি।
মাধুর্য বাড়ায় প্রেম হইয়া মহাতুষ্টি॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়ের সুখে আশ্রয়ের রীতি॥

(চৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

প্রেমের এই নিরুপাধিক পরম শুদ্ধ আনন্দাত্মক স্বরূপ গোপীপ্রেমেই সম্ভব। এই চরমপরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হেতু গোপীপ্রেম রূঢ় মহাভাব আখ্যা লাভ করে।

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
(চৈঃ চঃ, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।)

ইহা অপেক্ষা কোন প্রেমবিশেষে অধিক মাধুর্য নাই। শ্রী বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—'লৌকিকেষু স্বাদনীয়বস্তুষু মধ্যেহমৃতাদধিকং পরং নাস্তি তথৈব লৌকিকেষু প্রেমবিশেষেষু মহাভাবাৎ'। (আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)। শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তাদিগের প্রেমেও এইরূপ অসমোর্দ্ধমাধুর্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দের সমঞ্জসারতিবত্তা হেতু সম্ভোগেচ্ছা বিদ্যমান থাকায় নিরুপাধিক মহাভাবাবধি প্রেম উদিত হইতে পারে না। ব্রজ গোপীগণ কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া কুল, মান, স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও সম্পূর্ণরূপে আত্মসুখসম্ভোগেচ্ছার বাসনা জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানার্থে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন।

'মহিষীগণস্য তু সমঞ্জসারতিমত্ত্বাৎ সম্ভোগেচ্ছায়াঃ সম্যক্‌প্রেমরূপত্বাভাবাদারম্ভতো জাত্যৈব প্রেমানন্দসর্বাংশাপরিপূর্তিঃ। তৎপরিণামভূতোহনুরাগো নোৎকর্ষসীমাং প্রাপ্নোতীতি ন তাসাং মহাভাবঃ সম্ভবেৎ। শ্রীজীবগোস্বামীচরণাস্তু দুঃখস্য পরমা কাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরমসুমর্যাদানাং স্বজনাস্বার্যদীনাং স্বজনার্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব নাগ্ন্যাদি র্ন চ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়া প্রতীতোহপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে তর্হ্যেব রাগস্য পরমেয়ত্তা। ততশ্চ তামাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোহনুরাগো ভাবায় কল্পতে সা চারম্ভত এব ব্রজদেবীষ্বেব দৃশ্যতে পট্টমহিষীষু তু সংভাবয়িতুমপি ন শক্যতে। মনঃ স্বং স্বরূপং নয়েৎ মহাভাবাত্মকমেব মনঃ স্যাৎ। মহাভাবাৎ পার্থক্যেন মনসো ন স্থিতিরিত্যর্থঃ। তেনেন্দ্রিয়াণাং মনোবৃত্তিরূপত্বাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং মনআদিসর্বেন্দ্রিয়াণাং মহাভাবরূপত্বাৎ তত্তদ্ব্যাপারৈঃ সর্বৈরেব শ্রীকৃষ্ণস্যাতিবশ্যত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব ভবেৎ, পট্টমহিষীণাং তু সংভোগেচ্ছায়াঃ পার্থক্যেনাপি স্থিতত্বাৎ সম্যক্‌প্রেমাত্মকমপি মনো ন স্যাৎ কুতোহস্য মহাভাবাত্মকত্বশঙ্কেতি।'[১]

(আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)

১। গীতায় শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" তাহাই গোপী প্রেমের মূল ভিত্তি। এই স্বার্থ বিলোপী কৃষ্ণৈকশরণ সহজ নহে। দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥

ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণপ্রেম বিভিন্নভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন—

নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নম্ ॥ ১৪৭
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্তিশঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদিসর্ববিস্মরণং সদা ॥ ১৪৮
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ।

অর্থাৎ নিমেষকালীন বিরহের অসহনশীলতা, সদা প্রিয়তমকে নিকটে পাইবার ঈপ্সা, হৃদয় বিলোড়ন, দীর্ঘকালের ক্ষণত্বপ্রতীতি, প্রিয়তমের সুখকালে আর্তিশঙ্কায় দুঃখানুভূতি, মোহাদির অভাবেও আত্ম বিস্মরণ ও ক্ষণকালকে সুদীর্ঘকাল প্রতীতি।

গোপালচম্পূতে জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—

তাসাং কৃষ্ণাবলোকে প্রমদসমুদিতি র্ন স্বরূপেণ বক্তুং
শক্যা কিন্তু স্বকার্যস্ফুরণপদতয়া কিঞ্চিদুদ্দেশমাপ্তা।
তদ্বিশ্লেষে যথাসাং যুগশতকদশাং যাতি কালঃ কলাখ্য—
স্তদ্বত্তস্যানুষঙ্গে যুগশতমপি তদ্ভাতি শশ্বৎ কলাভম্ ॥
(পূর্ব চম্পূ, ১৭ পূরণ, ৩৭)।

গোপী প্রেমের স্বরূপ আরও সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে অপর একটি শ্লোকে—

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদভীরুতা।
নাদৃষ্টেন ন দৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সুখম্ ॥

প্রিয়তমকে না দেখিলে হৃদয় তদ্দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। নিমেষের বিরহকে যুগকালব্যাপী বলিয়া মনে হয়, কারণ—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধতিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

বিচ্ছেদের কল্পনা যেখানে দুঃখ আনে যথার্থ বিচ্ছেদ ক্ষণকালীন হইলেও সে অতিশয় দুঃখাবহ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তাই সদাই চিত্ত বিচ্ছেদের ভয়ে আশঙ্কিত হইয়া থাকে। এমন কি মিলনকালেও সে আশঙ্কার নিবৃত্তি নাই! এ এক অদ্ভুত চিত্তাবস্থা।

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

এই ঐকান্তিক কৃষ্ণৈকশরণ হেতু গোপীবৃন্দের কৃষ্ণভিন্ন অন্য কিছু অনুভববেদ্য ছিল না। তাহাদের "যাহাঁ যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণস্ফুরে।" চক্ষু কৃষ্ণরূপে মগ্ন, কর্ণ কৃষ্ণ বেনুগীতিতে মগ্ন, চিত্ত কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন। বিশ্বচরাচর তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রিয়তম 'নাদৃষ্ট' ও 'অদৃষ্ট' হইলেই সুখ। চিত্তাবস্থার এই অসাধারণ্যে গোপীপ্রেমের মাধুর্য বর্ধিত হইয়াছে।

কেহ কেহ গোপীগণের কৃষ্ণরতিকে নিসর্গজা বলিতে চান কারণ পদ্মপুরাণে আছে যে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রের রূপমাধুরী দর্শন করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে দ্বাপরে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের রূপান্তর ব্রজেন্দ্রনন্দনকে কান্তরূপে লাভ করিয়াছিলেন। ইহারাই কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজগোপী—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥ (পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড)

কিন্তু শুদ্ধনিসর্গজা প্রেমের মাধুর্য এত অসমোর্দ্ধচমৎকারী হইতে পারে না, যে মাধুর্যে স্বয়ং ভগবানও বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন! গোপীগণের প্রেম বহির্বস্তুনিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ, অজন্য। সুতরাং তাহাদের কৃষ্ণরতিকে স্বরূপজা বলাই শ্রেয়ঃ।

প্রেমের মধ্যে যেমন গোপীপ্রেম শ্রেষ্ঠ, গোপীপ্রেমের মধ্যে তেমনি শ্রেষ্ঠ রাধা প্রেম। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও লীলারসপুষ্টির জন্য পৃথক্ রূপে আবির্ভূত। শ্রীরাধাতেই প্রেমের সর্বাতিশায়ী অভিব্যক্তি ঘটে।

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি। (চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, ৮ম পরিঃ)

শ্রীরাধাই কৃষ্ণেপ্রেমের উৎস, তিনিই অনুপমগুণবতী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। তাঁহার নিরুপম প্রেমমাধুর্য শ্রীহরির রসাস্বাদন বাসনা চরিতার্থ করে—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥
(গোবিন্দলীলামৃত)

শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড রস স্বরূপ, শ্রীরাধা অখণ্ডরসবল্লভা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, শ্রীরাধা শক্তি-স্বরূপিণী, কান্তাশক্তিরূপা। তিনি হ্লাদিনীর মূর্তবিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস আস্বাদন করান। রাধা ও কৃষ্ণের ভেদ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
(আদি লীলা, ৪র্থ পরিঃ)

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী ও এই কথাই বলিয়াছেন—

হলাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।
তত্সারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬
সুষ্ঠু কান্তস্বরূপেয়ং সর্বদা বার্ষভানবী।
ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা দ্বাদশাভরণাশ্রিতা॥ ৭ (শ্রীরাধাপ্রকরণ)।

কৃষ্ণ প্রেমবিলাসিনী শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমময়ী। কৃষ্ণ ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না। তাঁহার বদনে কৃষ্ণ নাম, নয়নে কৃষ্ণরূপ, শ্রবণে কৃষ্ণবেণুগীতি। তিনি অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণময়ী।

মোক্ষকামী যোগী যেমন সর্ব চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকেন, কৃষ্ণ গতপ্রাণা শ্রীরাধা সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি প্রেমাস্পদের ধ্যানে সমাহিত করিয়া প্রেমসমুদ্রে ডুব দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়লোক ব্রজেন্দ্র নন্দন জুড়িয়া রহিয়াছেন, বহির্জগতের অস্তিত্ব তাঁহার কাছে লুপ্ত। তাঁহার

'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।'

শ্রীরাধার প্রেম সমর্থা রতির সর্বোত্তম প্রকাশ। ইহাতে স্বসুখবাসনাময়ী সম্ভোগেচ্ছার ছায়া মাত্র নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজি তাঁহাকে প্রেমান্ধ করিয়াছে—

ন মূর্খ ধীরস্মি ন বা দুরাগ্রহা
শারীরভোগেষু নবাতিলালসা।
কিন্তু ব্রজাধীশসুতস্য তে গুণা
বলাদপস্মারদশাং নয়ন্তি মাম্॥
(গোপাল চম্পূ, পূর্ব চম্পূ, ২য় পুরণ)

শুধু প্রিয়তমকে দেখিয়াই তাঁহার তৃপ্তি, তাঁহার সঙ্গসুধা আস্বাদন করিয়াই আনন্দ। কৃষ্ণসঙ্গমে তিনি ধন্যা, কৃষ্ণমিলনই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—

যাচেঽহং বংশদেহং ন তু কুলজবধূদেহমাদ্যে হি কৃষ্ণ-
স্তৃষ্ণগ্ ভাবেন সজ্জন্ বহুরুচি বিহরেদ্ দুর্লভঃ স্যাৎ পরত্র।

বংশীভাবে চিদংশপ্রশমনবশতাবিস্মৃতাত্মা যদি স্যাং
তেন জ্ঞায়েয় সেয়ং মম বিরহহুতা দারুতামাগতেতি ॥
(গোপালচম্পূ, পূর্বচম্পূ, ১৭ পূরণ)।

শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম মহাভাবসংজ্ঞক, কারণ আলঙ্কারিকগণ বলেন সমর্থা রতি প্রৌঢ়া হইলে মহাভাবদশা প্রাপ্ত হয়—

ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
(উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ, ৪২)

মহাভাব অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজদেবীগণেও বিরাজিত। শ্রীরাধাতে মহাভাব লাভ করিয়াছে চরম বিকাশ—গাঢ়তার পরম পরাকাষ্ঠা মাদনাবস্থা। মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণ প্রেয়সীতে নাই। শ্রীরাধার প্রেম আস্বাদনবাসনা জাগাইয়া আত্মারাম রসস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও উন্মাদ করিয়া তুলে।

কৃষ্ণ কহে আমি এই রসের নিধান ॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় রসতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
সে বলে আমারে করে সদাই বিহ্বল ॥
(চৈঃ চঃ আদি লীলা, ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীরাধাতে প্রেমবিকাশের চরম পরাকাষ্ঠা আছে বলিয়া শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপতাও শ্রীরাধার প্রেমের স্পর্শে চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

গোপী প্রেমের অসমোর্দ্ধ মাধুর্যের হেতু তাহার পরকীয়াভাব বা ঔপপত্যনিষ্ঠা। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী মুনি ভরতের অভিমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে ঔপপত্য প্রেমে শৃঙ্গার রসের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়—

অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।

তথা চ মুনিঃ—

বহু বার্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বং চ।
যা চ মিথো দুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমা রতিঃ ॥
(উ. নী. ম, নায়কভেদপ্রকরণ, পৃঃ ১৪)

পরকীয়া নায়িকার লক্ষণ শ্রীগোস্বামিপাদ এইরূপ দিয়াছেন—

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥
(উ. নী. ম, কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণ, ৬)

দাম্পত্য প্রেমের ন্যায় ঔপপত্য প্রেম সহজ সরল গতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। নৈতিক ধর্মের বিধিনিষেধের গণ্ডী তাহার গতি রোধ করিয়া দাঁড়ায়। কখনও কখনও উহা দুর্লভ হইয়া পড়ে। তথাপি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উহা পরিশেষে বিজয় দর্পে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমবৃদ্ধির পথে বিঘ্নবাহুল্য ঔপপত্যপ্রেমে বৈচিত্র্য সৃজন করিয়া উহাকে মধুরতর করিয়া তুলে। পরকীয়া প্রেমের গাঢ়তা, মাদকতা ও তন্ময়তা অধিকতর। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।)

পরকীয় প্রেম সর্বত্যাগী, সর্বসংস্কারবিমুক্ত, সর্বলজ্জাবাধানির্মুক্ত, ইহা বিশুদ্ধ রাগাত্মিকা রতি।

লোকনীতির মানদণ্ডে যাহা হেয়রূপে প্রতিপন্ন শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ গোপবধূগণের প্রেম ঔপপত্য ধর্মীয় হইলেও সেইরূপ নহে। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তৎ তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥ ১৬

(উ ন ম, নায়কভেদপ্রকরণ)

অন্যত্রও ইহারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

'নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥'

কোন কোন বৈষ্ণব গোস্বামী গোপীপ্রেমের পরকীয়ত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে ব্রজসুন্দরীদের কৃষ্ণপ্রীতি আপাতঃ দৃষ্টিতে পরকীয়া রূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ উহা স্বকীয়া। কারণ, গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যদাম্পত্য সম্বন্ধ, পরকীয়াত্ব মায়িকমাত্র।

'শ্রীমদুদ্ধববাক্যে ব্রজসংহিতাবাক্যে চ তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে। তদসংগতেশ্চাবতারে তথাপ্রতীতির্মায়িক্যেব।'

(লোচনরোচনী টীকা, উ. নী. ম, নায়কভেদপ্রকরণ, ১৬)

অপ্রকট ব্রজলীলায় রাধা কৃষ্ণের পরমস্বকীয়া, সেখানে কৃষ্ণের ঔপপত্যের লেশমাত্র নাই। কৃষ্ণের যোগমায়া প্রকট ব্রজলীলায় পরকীয়া ভাব বিস্তার করে। ভাগবতে রাস-

বর্ণনাতে পাওয়া যায় যে রাসলীলায় রত গোপীগণের মায়াবিগ্রহ স্ব স্ব স্বামীর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতা স্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

(ভাগবত, ১০।৩৩।৩৭)

শ্রীজীব গোস্বামী গোপালচম্পূ গ্রন্থে বহু শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি সহকারে গোপীপ্রেমের পরকীয়ত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বচম্পূর ১৫ তম পূরণে বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর বাক্যালাপের মাধ্যমে তিনি বলিয়াছেন যে গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, ইতর ব্যক্তির সহিত তাহাদের সংযোগ সম্বন্ধ ঘটিতে পারেনা, সুতরাং কোন রূপ কলঙ্ক বা নিন্দার আশাঙ্কাও নাই।[১]

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী গোপীপ্রেমের পরকীয়ত্ব মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অপ্রকটলীলাতে সদা দাম্পত্য ভাব থাকে, অতএব উহা নিত্য, প্রকট লীলায় কিয়ৎ কাল ব্যাপী যে পরোঢ়োপপতিত্ব অনুভূত হয় তাহা মায়াসিদ্ধ, বাস্তব নহে, এরূপ বলা উচিত নহে। সকল লীলার মুকুটমণিভূতা রাসলীলার আদি, মধ্য বা অবসানে পরোঢ়োপপতিময়ী লীলাকে মায়িকী বলিয়া বোধ হয় না। ইহাকে মায়িকী বলিলে শ্রীমদুদ্ধবের 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্ত-

---

১। পৌর্ণমাসী—ন ভবিষ্যতি তাসামন্যেনান্যেন সংযোগসম্বন্ধঃ।...
বৃন্দা—অথ তথাপি লোকতঃ কলঙ্কঃ শঙ্কনীয়ঃ।
পৌঃ—ন স্যাদপি তস্যাপি স্থিতিঃ। (পৃঃ ৭৪৯-৭৫০)
... ...
পৌঃ—মুনয় এব পুনরিদং গায়ন্তি, তত্র তাপন্যাং তাঃ পৃচ্ছতীঃ
ব্রবীতি দুর্ব্বাসাঃ 'স বো হি স্বামী ভবতীতি'। রাসপ্রসঙ্গে চ
ভগবান্ বাদরায়ণিঃ, 'কৃষ্ণবধ্ব' ইতি।......
তথা 'মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতা' ইতি প্রচুরং
প্রচরতার্দ্ধপদ্যেন...পতিত্বমেবানুভূয়তে ইতি সূচ্যতে। (পৃঃ ৭৫৪)
পৌঃ—যথা গৌতমীয় তন্ত্রে—
গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ।
অনয়োরাশ্রয়ো ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেশ্বরঃ।
সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতি র্বল্লভত্বেন কথ্যতে
অথ বা গোপী প্রকৃতি র্জনস্তদংশমণ্ডলম্॥
অনয়োঃ বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ
কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভি স্তেন গীয়তে।
অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা
নন্দনন্দন ইত্যুক্ত স্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥ (পৃঃ ৭৫৫-৭৫৬)
পৌঃ—সর্বেষামপি তদেকজীবানাং ব্রজজীবানাং যানি তত্তদুচিততাবিস্তারায় তদীয়ক্রীড়াসাধনদেহানি তদাসক্তঃ সন্নন্তঃশব্দাভিহিতে মহিতে জগন্নেত্রাদন্তর্হিতে সদাভবে স্ববৈভবে যশ্চরতি ক্রীড়তি স এষ এবাধ্যক্ষঃ কদাচিজ্জগৎপ্রত্যক্ষঃ সন্ ক্রীড়তি। তস্মান্নিজপ্রেয়সীভিঃ সমমনাদিত এব মিথুনতেতি কথনাদৌপপত্যমস্য নোপপত্ত্যর্হং কিন্তু পরমব্যোমাধিপলক্ষ্মীনারায়ণবদ্ দাম্পত্যমেব তদর্হং ভবতি ইতি।
(পৃঃ ৭৬০-৭৬১)
পৌঃ—রাধাদীনাং কেবলানাং কেবলো নন্দনন্দনঃ।
বরঃ স্যাৎ কেবলং তস্মাৎ কেবলাৎ কুর্য্যুরন্যথা॥ (পৃঃ ৭৬৫)

রতেঃ প্রসাদঃ', এই বাক্যে ব্রজসুন্দরীদের লক্ষ্মী হইতেও যে উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে তাহা অবাস্তব হইয়া যায়। কেহ কোথাও দাম্পত্যময়ী রাসলীলা বর্ণনা করেন নাই। অথবা ভ্রমবশতঃ ঔপপত্যময় অংশ পরিত্যাগ করিলে রাসপঞ্চাধ্যায়ে রাসলীলা উপাদেয় হয় না। বৃহদ্বামন পুরাণে একটি উপাখ্যান আছে—কোন এক সময়ে শ্রুতিদের মনে ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপ জানিতে বাসনা হইল, কারণ তাহারা বাঙ্‌মনোগোচরাতীত নির্গুণ ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের নিকট সেই বাসনা ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন, 'বৃন্দাবনে রাস মণ্ডলে আমি তোমাদের প্রিয়তমরূপে আবির্ভূত হইব। জারধর্মে সপ্রেমভাবে সেবা করিলে তোমাদের মনস্কামনা চরিতার্থ হইবে।' এই শ্রুতিগণই যথোপযুক্তকালে গোপবধূরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি হইলেও বস্তুতঃ তাহার পরকীয়াত্বই আছে স্বকীয়াত্ব নাই। কারণ, রাধাকৃষ্ণকে লীলাবিশিষ্টরূপে উপাসনা করা হয়, লীলারহিতরূপে নহে। লীলায় গোপীগণ পরকীয়া হইলে শ্রীরাধাও যে পরকীয়া হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বজন আর্যপথ ত্যাগ করিতে পারেন তখনই তাহাদের প্রেমের প্রকর্ষ সূচিত হয়। অপ্রকট লীলায় যদি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ স্বজন আর্যপথাদিভ্রংশ রহিত হয় তাহা হইলে সেস্থলে রাগের উৎকৃষ্টতা নাই। উৎকর্ষের অভাবে রাগ-মহাভাবদশায় উপনীত হইতে পারে না। সুতরাং প্রকট ও অপ্রকট উভয়ই লীলাতেই স্বজন আর্যপথাদিভ্রংশকারী ঔপপত্য মানিয়া লওয়া উচিত। যাহারা অপ্রকট লীলায় দাম্পত্যের কথা বলেন তাহারা শুধু পরের অভিমত অনুসরণ করেন।[১]

শ্রীরূপ কবিরাজ সারসংগ্রহ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ঔপপত্য ও পরকীয়ত্বই প্রেমের চর-

---

১। ন চাপ্রকটলীলায়াং সদা দাম্পত্যমেব তদা তস্যা এব লীলায়া নিত্যত্বং চ পরোঢ়োপপতিত্বং চ প্রকট-লীলায়ামেব কিয়ন্তি দিনানি মায়িকমেব ন তু বাস্তবমিতি বক্তুং শক্যম্। সর্ব্বলীলামুকুটমণিভূতায়া রাসলীলায়া অপ্যাদিমধ্যাবসানেষু পরোঢ়োপপতিভাবময্যা মায়িকত্বেঽনুপাদেয়ত্বপ্রসক্তেঃ।…কিং চ তস্যা মায়িকত্বে নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতো ব্রজসুন্দরীণাং লক্ষ্যাদিতোঽপ্যুৎকর্ষোঽপ্যবাস্তব এব স্যাৎ।…ন চ কেনাপি ক্বাপি দাম্পত্যময়ী রাসলীলা বর্ণিতাস্তি। ন চ ভ্রমকৃৎপ্তান ঔপপত্যময়ানংশান্ পরিত্যজ্য এব রাসপঞ্চাধ্যায্যাং রাসলীলা উপাদেয়েতি বাচ্যম্।

… … … বৃহদ্বামনপুরাণে গীয়তে

চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষঃ প্রাহ তান্ গিরা। তুষ্টোঽস্মি ব্রূত ভো প্রাজ্ঞ বরং যন্মনসীপ্সিতম্। শ্রুতয় উচুঃ। ব্রহ্মেতি পঠ্যতেঽস্মাভি র্যদ্রূপং নির্গুণং পরম্। বাঙ্‌মনোগোচরাতীতং ততো ন জ্ঞায়তে তু যৎ। আনন্দমাত্রমিতি যদ্বদন্তীহ পুরাবিদঃ। তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদি দেয়ো বরো হি নঃ॥…

শ্রীভগবানুবাচ।

দুর্লভো দুর্ঘট শ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥
… … …
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে॥
জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্বতোঽধিকম্।
ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ॥

মোৎকর্ষ ও অসমোর্দ্ধ মাধুর্যের হেতু। সমঞ্জসা রতিতে পত্নীভাবাভিমান আছে, কিন্তু সমর্থা রতি উপপতিবিষয়িণী ও পরকীয়া। পরকীয়াত্বকে বর্জন করিলে সমর্থা রতি অসাধারণ্য হারায় এবং সম্ভোগেচ্ছামূলা সমঞ্জসা রতির সহিত তাহার কোন ভেদ থাকে না। ইহার ফলে মহাভাবের উদয় অসম্ভব হইয়া পড়ে, শুধু অনুরাগই আবির্ভূত হইতে পারে। শ্রীরাধিকা প্রমুখ কৃষ্ণ প্রেয়সীগণের কৃষ্ণপ্রেম মহাভাব পদবীতে উন্নীত হইতে পারে না। ইহাতে মহিষীগণের প্রেমের ন্যায় তাহাদের প্রেমও উৎকর্ষহীন হইয়া পড়ে। কারণ যে প্রেম মহাভাবে উন্নীত হইতে পারে না তাহাতে পূর্ণতা নাই, পরমোৎকর্ষও নাই। গোপী-প্রেমের পরমোৎকর্ষ ও পূর্ণতা স্বীকার করিলেই ঔপপত্য ও পরকীয়ত্বের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। অন্যথা ব্রজলীলার দ্বারকা লীলা অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ ও মাধুর্য সম্ভব নহে।[১]—

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রুত্বৈতচ্চিন্তয়ন্তস্তা রূপং ভগবতশ্চিরম্।
উক্তং কালং সমাসাদ্য গোপ্যো ভূত্বা হরিং গতাঃ॥ ইতি।

নন্বু চ শ্রীরাধা কৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিরেব। তস্যা বস্তুতঃ স্বীয়াত্বমেব ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে। সত্যম্। রাধাকৃষ্ণাবস্মাভিরূপাস্যেতে লীলাবিশিষ্টাবেব ন তু লীলারহিতৌ। লীলায়াঃ শুকপরাশরব্যাসাদিপ্রোক্তত্বেঽপি শ্রীশুকপ্রোক্তৈবাস্মাকং পরমাভীষ্টা। তস্যাং চ গোপীনাং পরকীয়াত্বদর্শনাত্ সর্বগোপীশিরোমণিঃ সাপি পরকীয়ৈব।... সা চ রাগপরমেয়ত্তা তদৈব ভবেৎ যদা সমস্তদুঃখাতিশয়সীমারূপস্বজনার্য্যপথভ্রংশকরণশীলঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় ভবতি, নান্যদা। ইতি। অতোঽপ্রকটলীলায়াং যদি স্বজনার্য্যপথভ্রংশকরণশীলত্বং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধস্য নৈবাস্তি তদা রাগস্যাপি পরমেয়ত্তা নাস্তি তস্যামসত্যাং মহাভাবস্যাপ্যনুদয় ইতি নৈতৎসমঞ্জসম্। তস্মাৎপ্রকটায়ামপ্রকটায়াং চ লীলায়াং স্বজনার্য্যপথভ্রংশকরণমৌপপত্যং তেষাং স্বেচ্ছাভিমতং মতম্। অপ্রকটলীলায়াং দাম্পত্যং তু পরেচ্ছাভিমতং মতম্।

(আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)

১। 'যথোপপতিত্বাবস্থো নায়কঃ পতিত্বাবস্থো ন স্যাৎ কিন্তূপপতিত্বত্যাগেনৈব, যথা পরকীয়াত্বাবস্থা নায়িকা স্বকীয়াত্বাবস্থা ন স্যাৎ কিন্তু পরকীয়াত্বত্যাগেনৈব, এবং সমর্থাত্বাবস্থা রতিঃ পত্নীভাবাভিমানাত্মসমঞ্জসাত্বাবস্থা ন স্যাৎ কিন্তু সমর্থাত্বত্যাগেনৈব, সমর্থায়ামুপপতের্বিষয়ত্বাৎ পরকীয়ায়া আশ্রয়ত্বাচ্চ। তত্তদন্যথাত্বে তস্যা অন্যথাত্বং ন্যায্যম্। সমর্থাত্বত্যাগে যদি কৌস্তুভমণিবদনঘলভ্যত্বহানেশ্চিন্তামণিবদভিতঃ সুদুর্লভত্বাপাতঃ। সম্ভোগেচ্ছায়া রত্যা সহ তাদাত্ম্যাপন্নত্বস্য রতেঃ সান্দ্রতমত্বস্য সর্ববিস্মারিগন্ধত্বস্য চ হানে রতে র্ভাবান্তরস্পর্শিত্বস্য সান্দ্রত্বস্যান্তরান্তরৈশ্বর্য্যানুসন্ধানস্য চ সংস্কারোৎপন্নত্বেন গুণাদিশ্রবণাপেক্ষায়াশ্চাপাতশ্চ। উত্তরঃ পূর্বস্য হেতুঃ। তেন

আদ্যা প্রেমান্তিমাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা।
রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থেতি প্রপদ্যতে॥
ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেদ্।

ইতি নির্ধারতো মহাভাবোৎপাদনযোগ্যতাহানে মহাভাবস্য তদ্বৃত্তিগুণস্য চ তিরোধানাদনুরাগপর্য্যন্তোৎপাদন-যোগ্যতাপাতাদনুরাগাবির্ভাবঃ। তেন মহাভাবস্বরূপেয়ম্
ইতি

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্

ইতি শ্রীরাধিকায়া মহাভাবস্বরূপত্বহানিঃ। এবমন্যাসামপি যথোচিতমহাভাবস্বরূপত্বহানিশ্চ। অতএব শ্রীব্রজসুন্দরীণাং মহিষীসাদৃশ্যাপাতেন পরমোৎকর্ষহানিঃ। শ্রীব্রজসুন্দরীণাং পরমোৎকর্ষে মহাভাববিলাসস্বরূপরাসস্য হেতুত্বম্। যথা নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি। তয়া শ্রীনন্দনন্দনস্যাপি পূর্ণতমত্বহানিঃ পূর্ণত্বাপাতাৎ। অতএব ব্রজস্যাপি দ্বারকাসাদৃশ্যাপাতেন পরমোৎকর্ষহানিশ্চেতি ততো রাগানুগাভজনস্যাসিদ্ধেরপ্রযোজকত্বঞ্চেতি। তস্মাদৌপপত্যং পরকীয়াত্বঞ্চ নিত্যং সমর্থা রতিশ্চ নিত্যা।' (সারসংগ্রহ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১১৭-১১৮)।

যে সকল বৈষ্ণব আচার্য অপ্রকট লীলায় ঔপপত্য ও পরকীয়াত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া শ্রীরূপ কবিরাজ বলিয়াছেন—পরকীয়াত্ব অপ্রকট ও প্রকট উভয় লীলাতেই রহিয়াছে। মন্মথ রতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নিষেধ, প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব, পরস্পরের দৌর্লভ্যের দ্বারা। এই গুলি পরকীয়াত্ব হেতু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পরকীয়াত্ব না থাকিলে নিষেধাদির অভাব হেতু মন্মথ রতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। পরকীয়াগণেরই রতি অসমঞ্জসা অর্থাৎ সমর্থা। অপ্রকট লীলায় পরকীয়াকে অস্বীকার করিলে অপ্রকট লীলার পরমোৎকর্ষকেও স্বীকার করিতে পারা যায় না। পত্নীভাবাভিমান অপগত না হইলে রতি সমর্থাত্ব লাভ করিতে পারে না। যেস্থলে পত্নীভাবাভিমান থাকে তাহা হইলে সমর্থা রতি সে স্থলে থাকিতে পারে না। সুতরাং অপ্রকটলীলাতে যদি পরকীয়াত্ব না থাকে তাহা হইলে রসের উৎকর্ষ নাই। ভক্তিরস পরমপুরুষার্থতা ও নিত্যতা হইতে বিচ্যুত হয়।[১]

বলদেব বিদ্যাভূষণ গোপীপ্রেমের পরকীয়াত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের দাম্পত্য সম্বন্ধ নিত্য সিদ্ধ, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান ও গোপীগণ তাহার শক্তি স্বরূপা। তথাপি ঔপপত্য ভাবে লীলা সম্পাদনের হেতু এই যে তাঁহাদের এমন কোন নিয়ামক নাই যাহার ভয়ে তাঁহারা দাম্পত্য বন্ধনে থাকিবেন। ইহাদের ঔপপত্য ভাব কর্মপরতন্ত্র নহে। জনমননিবেশনের জন্যও ঔপপত্য নহে, ইহা তাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রসূত। ঔপপত্যের নিবেশ সৌন্দর্য পোষণ নিমিত্ত হইয়া থাকে। উৎকণ্ঠার পরিপোষণের জন্য ঔপপত্য নহে কারণ উৎকণ্ঠাই ঔপপত্যের দ্বারা নিত্যপুষ্ট। পারমৈশ্বর্যবশতঃ শক্তি শক্তিমানের নিগীর্ণদাম্পত্য ঔপপত্য সুধীগণ মানিয়া থাকেন। 'ননু শক্তিশক্তিমদ্‌ভাবেন বহ্ন্যৌষ্ণবন্নিত্যসিদ্ধয়োরনয়োর্নিত্যদাম্পত্যং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ পারমৈশ্বর্যাদিতি গৃহাণ। ন হ্যেতয়োর্নিযামকঃ কোঽপ্যস্তি যদ্‌ভীত্যা দাম্পত্যে স্থেয়ম্। ন বা

১। মন্মথরতেঃ পরমত্বস্য কারণানি বহুবারণপ্রচ্ছন্নকামুকত্বমিথোদুর্লভত্বানি। তেষাং কারণং পরকীয়াত্বম্। পরকীয়াত্বাভাবে তেষামভাবঃ। তেষামভাবে মন্মথরতেঃ পরমত্বাভাবঃ ইতি। অতএবাপ্রকটলীলায়াং পরকীয়াত্বাভাবে তত্তদুৎকর্ষাভাবঃ স্যাৎ॥ পরকীয়াত্বস্য তত্তৎকারণত্বে পরকীয়াণামসমঞ্জসরত্যাশ্রয়ত্বাৎ।

(সারসংগ্রহ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১২১)।

অনেন রতিপ্রভেদরূপায়াঃ সমর্থায়া অধিষ্ঠানরূপাণাং পরকীয়াণাং নিত্যপ্রিয়জনত্বেন পরকীয়াত্বস্য নিত্যতয়াপ্রকটলীলাগতত্বমায়াতম্। পত্নীভাবাভিমানস্য তিরস্কারে সত্যেব সমর্থাপদবাচ্যত্বং ন ত্বতিরস্কারে'।

(ঐ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১২৩)

'তদভিমানস্য তিরস্কারে সতি সমর্থা ভবতি। তদতিরস্কারে সমঞ্জসৈব। অতএব সমর্থায়া এব স্থিত্যাভাবশ্চ ব্যক্ত ইতি। অত এবাপ্রকটলীলায়াং পত্নীভাবাভিমানতিরস্কারঃ। অন্যথা সমর্থায়া অভাবঃ।'

(ঐ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১২৩,)

অতঃ সাধূক্তং মুনিনা—

রসঃ পরকীয়ায়াম্

ইতি। অতোঽপ্রকটলীলায়াং পরকীয়াত্বাভাবে তত্তদভাবাদ্রসোৎকর্ষহানিঃ স্যাৎ। তস্মাৎ পরকীয়াত্বমপ্রকটলীলাগততয়া সদা পরমোৎকর্ষাবহম্।...অপ্রকটলীলায়াং পরকীয়াত্বহানৌ সত্যাং ভক্তিরসমাত্রস্য পরমপুরুষার্থতাহান্যা নিত্যতাহানিঃ স্যাৎ।' (ঐ, ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১২৫,)

কর্ষণপারতন্ত্র্যাদৌপপত্যমকর্মতন্ত্রত্বাভিধানাৎ। ন চ জনমনোনিবেশায়ৈতৎ, 'ন পারয়েহহম্' ইত্যাদি বাক্যেষু তস্মিন্ স্বেচ্ছায়াঃ প্রত্যয়াৎ তন্নিবেশস্ত সৌন্দর্যহেতুক এব। ন চোৎকণ্ঠায়াঃ পরিপোষায়ৈতৎ তস্যা নিত্যপুষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ পারমৈশ্বর্যাদেবৈতচ্ছক্তিশক্তিমতোস্তয়ো র্নিগীর্ণদাম্পত্যমৌপপত্যমিতি সুধীভিরবধেয়ম্।'

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উদয় হয়—পরোঢ়রমণী রতি অনৌচিত্যপ্রবর্তিতা হওয়ায় কিরূপে উহা রসে পরিণতি লাভ করিতে পারে! আলঙ্কারিকগণের মতে অনৌচিত্য-প্রবর্তিতা রতি রসাভাসে পরিণত হয়। অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থের রচয়িতা কবি কর্ণপুর গোস্বামী প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রাকৃত নায়কনিষ্ঠ পরোঢ়রমণী-রতি অনৌচিত্যপ্রবর্তিত রতি বলিয়া রসাভাসে পরিণত হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত নায়ক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ পরোঢ়রমণী রতির অনৌচিত্যপ্রবর্তিতত্ব নাই। কারণ, উহা লৌকিক নহে, অলৌকিক। বরং ঐরূপে রতি পরোঢ়রমণীনিষ্ঠ হইলে সর্বোত্তমতা লাভ করে। ব্রজ-বধূগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবিষ্ট থাকায় স্বপতিনিষ্ঠত্ব তাহাদের ছিল না। তাহাদের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে অনুরঞ্জিত ছিল বলিয়া তাহাদের রতি উপপতিনিষ্ঠ হইলেও পরমশুদ্ধা। অতএব রসাভাসের প্রসঙ্গ এস্থলে উত্থাপিত হইতে পারে না—'অপ্রাকৃতে তু পরোঢ়-রমণীরতিরের সর্বোত্তমতয়া ভূয়সী শ্রূয়তে ন তস্যা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতত্বম্, অলৌকিকত্ব-সিদ্ধের্ভূষণমেব ন তু দূষণমিতি ন্যায়াৎ, তর্কাগোচরত্বাচ্চ। তথা চ অলৌকিকাশ্চ যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ ইতি চ। ব্রজবধূনাং কৃষ্ণৈকতানমানসত্বেন স্বপতিনিষ্ঠত্বাভা-বাৎ তাসাং মায়াকলিতছায়াহনুশীলনেন তদঙ্গসঙ্গমাৎ প্রত্যুত কেবলানুরাগমাত্রোপাধিতয়া চেতোরঞ্জকতয়া শুদ্ধত্বমেব।' (পঞ্চম কিরণ, পৃঃ ১৩৩-১৩৪)।

সমর্থারতি অবস্থাভেদে উৎকর্ষবৈশিষ্ট্যবশতঃ বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। যথা প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব। শ্রী রূপ গোস্বামী একটি সুন্দর উপমা দিয়া বলিলেন যে যেরূপ বীজ হইতে ইক্ষু সৃষ্টি হয়, ইক্ষু হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ড, খণ্ড হইতে শর্করা, শর্করা হইতে সিতা, সিতা হইতে সিতোপলা, সেইরূপ স্নেহ প্রভৃতি ভাবগুলি প্রেমেরই বিলাস। ইহাদের কেহ কেহ প্রেম শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন।

স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব ইত্যপি॥ ৫৩
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥ ৫৪
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যু র্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেহমী প্রেমশব্দেন সূরিভিঃ॥ ৫৫

(উঃ নীঃ মঃ, স্থায়ীভাব প্রকরণ)

সমর্থা রতির ন্যায় সাধারণী ও সমঞ্জসা রতি ও উৎকর্ষবৈশিষ্ট্য হেতু প্রেমাদি অবস্থা

লাভ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রী রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে সাধারণী রতি বৃদ্ধি লাভ করিয়া প্রেমাবস্থা পর্যন্ত উন্নীত হইতে পারে। সমঞ্জসা রতি ক্রমপ্রকর্ষ লাভ করিয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ এই ষড়বিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। সমর্থারতি প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া ভাব পর্যন্ত সকল অবস্থা লাভের যোগ্যা।

আদ্যা প্রেমান্তিমাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা ॥ ২১০
রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে ॥ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

এই প্রসঙ্গে প্রেম প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

প্রেম—শ্রী রূপ গোস্বামী ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন :

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥ ৫৭

অর্থাৎ পরস্পর অনুরক্ত নর নারীর পারস্পরিক যে প্রীতির বন্ধন, ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহা কখনও ধ্বংস হয় না তাহাই প্রেমশব্দাভিধ।[১]

প্রেম ত্রিবিধ—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ।

প্রৌঢ় প্রেম—বিলম্বাদিভিরজ্ঞাতচিত্তবৃত্তৌ প্রিয়ে জনে।
ইতরঃ ক্লেশকারী যঃ স প্রেমা প্রৌঢ় উচ্যতে ॥ ৬০

ইহা প্রীতির উচ্চতর অবস্থা—

প্রেমে প্রেমাস্পদের প্রতি মমতাবোধের আতিশয্য অনুভূত হয়।

মমতাতিশয়াবির্ভাবেণ প্রীতিঃ প্রেমা (প্রীতিসন্দর্ভঃ, পৃঃ ৭৩৩)।

প্রিয়ার চিত্তবৃত্তি জানা না থাকিলেও আমার অনাগমনে অথবা বিলম্ব হেতু প্রিয়া ক্লিষ্টা হইতেছে, এইরূপ চিন্তাজনিত দুঃখে যখন নায়ক অভিভূত হয় তখন তাহার প্রেম প্রৌঢ় পর্যায়।

মধ্যম প্রেম—ইতরানুভবাপেক্ষাং সহতে যঃ স মধ্যমঃ ॥ ৬২ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

এক নায়িকার প্রতি চিত্তের আসক্তি থাকা সত্বেও অন্যা নায়িকার প্রতি অনুরাগ প্রেমের মধ্যমাবস্থা। শ্রীরাধাতে আসক্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর প্রতি মধ্যম প্রেম।

মন্দ প্রেম—সদা পরিচিতত্বাদেঃ করোত্যাত্যন্তিকাত্তু যঃ।
নৈবোপেক্ষাং ন চাপেক্ষাং স প্রেমা মন্দ উচ্যতে ॥ ৬৪ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

অর্থাৎ নায়ক যখন নায়িকার পরিচিতত্ব, সান্নিধ্য ইত্যাদির অপেক্ষা করেন না, অথবা

১। যথা—শপে তুভ্যং ধর্মস্থিতিমনুসরন্ত্যা সখি ময়া
বিশুদ্ধামুগ্রাভির্মুহুরপি নিরস্তো ভণিতিভিঃ।
স মুগ্ধে শ্যামাত্মা ত্যজতি ন হি মে বর্ত্ম বত মাং
জগারাপদ্বোরা চিরয়তু শাস্তিং গৃহপতিঃ ॥
এই উদাহরণে আমাকে শাস্তি দিউন ইত্যাদি প্রেমের ধ্বংসের কারণ উপস্থিত থাকিলেও প্রেম ধ্বংস হইল না।

উপেক্ষা করেন না তখন তাহার প্রেম মন্দাবস্থ। প্রেমের ঐকান্তিকত্বাভাব বা শৈথিল্যই মন্দাবস্থা।

প্রেমের প্রৌঢ়াবস্থা, মধ্যাবস্থা ও মন্দাবস্থাকে অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রেমের ঐকান্তিকত্ব বা বিরহাসহিষ্ণুতা প্রৌঢ়াবস্থা। অতিকষ্টে বিরহের সহিষ্ণুতা মধ্যাবস্থা ও কখনও কখনও বিস্মৃতি ঘটিলে প্রেমের মন্দাবস্থা।

প্রৌঢ়ঃ প্রেমা স চ যত্র স্যাদ্বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা।
কৃচ্ছ্রাৎ সহিষ্ণুতা যত্র স তু মধ্যম উচ্যতে॥ ৬৭
স মন্দঃ কথিতো যত্র ভবেৎ কুত্রাপি বিস্মৃতিঃ॥ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

স্নেহ—প্রেম যখন উৎকর্ষ লাভ করিয়া প্রেমবিষয়ের উপলব্ধিকে প্রকাশিত করে এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহাকে স্নেহ বলে।[১] প্রেমেও উপলব্ধি আছে। কিন্তু তৈলাদির প্রাচুর্য হেতু যেরূপ দীপের উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা আধিক্য লাভ করে সেইরূপ প্রেম অপেক্ষা স্নেহে কৃষ্ণোপলব্ধির ও চিত্তদ্রবীভাবের আধিক্য। স্নেহের উদয় হইলে কৃষ্ণদর্শনাদির দ্বারা কৃষ্ণদর্শনতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় না।

আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ॥ ৭০
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে।
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু॥ ৭১ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

স্নেহ দ্বিবিধ—ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ—'স ঘৃতং মধু চেত্যুক্তঃ স্নেহো দ্বেধা স্বরূপতঃ।'

ঘৃতস্নেহঃ—আত্যন্তিকাদরময়ঃ স্নেহো ঘৃতমিতীর্যতে॥ ৭৯
ভাবান্তরান্বিতো গচ্ছন্ স্বাদোদ্রেকং ন তু স্বয়ম্।
ঘনীভবেন্নিসর্গাতিশীতলান্মিথ আদরাৎ॥ ৮০
গাঢ়াদরময়স্তেন স্নেহঃ স্যাদ্ঘৃতবদ্ঘৃতম্। (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

নায়ক নায়িকার পারস্পরিক আদরাতিশয্য হেতু স্নেহ ঘনীভূত হইলে ঘৃতস্নেহ সংজ্ঞা লাভ করে। কারণ 'গাঢ়াদরময়ঃ স্নেহোঽয়ং ঘৃতবদিতি ঘৃতমেব স্যাৎ'—(লোচনরোচনী)। গাঢ়াদরময় স্নেহ ঘৃততুল্য, অনায়াসে দ্রবীভাবযোগ্য।

মধুস্নেহঃ—মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু॥ ৮৪
স্বয়ংপ্রকটমাধুর্যো নানারসসমাহৃতিঃ।
মত্ততোষ্মধরঃ স্নেহঃ মধুসাম্যান্মধূচ্যতে॥ ৮৫ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

স্নেহে প্রেমাস্পদের প্রতি মমত্বের আতিশয্য হইলে উহা মধুস্নেহ সংজ্ঞা লাভ করে। ইহার মাধুর্য গোপন থাকে না। ইহাতে বিভিন্ন রস ও ভাবের সমাহার আছে। মধু পান করিলে যেরূপ মত্ততা আসে, অধর উষ্ণ হয় সেইরূপ এই স্নেহেও ঘটে বলিয়া ইহাকে মধু আখ্যা দেওয়া হয়।

১। চেতোদ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ (প্রীতিসন্দর্ভঃ, পৃঃ ৭৩৫।)

মধু স্নেহ ও ঘৃত স্নেহের ভেদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। যখন স্নেহে তদীয়ত্বাংশ অর্থাৎ 'আমি তাহার প্রেয়সী' এইরূপ জ্ঞান বলবান্ হয় তাহা ঘৃতস্নেহ। যখন মদীয়ত্বাংশ অর্থাৎ 'সে আমার প্রিয়' এই জ্ঞান বলবান্ হয় তাহা মধুস্নেহ।

'যদ্ভাববন্ধনং যুনোরিত্যুক্তং তদ্বন্ধনং চ তস্যাহং প্রেয়সী মম স প্রেয়ানিতি ভাবনা-দ্বয়ময়ম্। তত্রাদ্যভাবনায়া আধিক্যে সতি চিত্তদ্রবে ঘৃতস্নেহঃ, দ্বিতীয়ভাবনায়া আধিক্যে সতি চিত্তদ্রবে মধুস্নেহঃ।'

মান—স্নেহ যখন পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া অনুভূত অভিনব মাধুর্য আস্বাদন করায় এবং নিজে স্বীয় ভাব গোপনের নিমিত্ত কুটিলতা ধারণ করে তাহাকে তখন মান বলে। মানে স্নেহ অপেক্ষা মমতা বুদ্ধির আধিক্য আছে বলিয়া কুটিলতা সম্ভব। এ কুটিলতা স্বার্থজন্য ঘৃণিত কুটিলতা নহে, ইহা প্রীতির একটি বৈচিত্র্য। ইহাতে প্রেমাস্পদের মনস্তুষ্টি সম্পাদিত হয়।

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥ ৮৭ (উঃ নীঃ মঃ স্থা)

প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাভাসপূর্বকভাববৈচিত্রীং দধৎ প্রণয়ঃ মানঃ।
(প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৫)

মান দ্বিবিধ, উদাত্ত ও ললিত।

উদাত্ত মান :—উদাত্তঃ স্যাদ্‌ঘৃতস্নেহো ধারয়ন্ গহনক্রমম্।
দাক্ষিণ্যভাগদাক্ষিণ্যং বাম্যগন্ধং চ কুত্রচিৎ॥ ৮৯

দাক্ষিণ্য যুক্ত ঘৃতস্নেহ যে মানে পর্যবসিত তাহা উদাত্ত মান। ইহা দ্বিবিধ।

কোন স্থানে কৃত্রিম গহনক্রম অর্থাৎ দুর্বোধ রীতি ধারণ করিয়া দাক্ষিণ্য বা সারল্য প্রাপ্ত হয়, এই এক। আর কোন স্থানে বাম্যগন্ধ অর্থাৎ বাহ্যে কিঞ্চিৎ কোপ প্রকটন পূর্বক অদাক্ষিণ্য ধারণ করে, তাহা দ্বিতীয়।

ললিত মান :—মধুস্নেহস্তু কৌটিল্যং স্বাতন্ত্র্যাদ্ধৃদয়ঙ্গমম্।
বিভ্রন্নর্মবিশেষং চ ললিতোঽয়মুদীর্যতে॥ ৯৩ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

মধুস্নেহ যখন স্বাধীনভর্তৃকাত্ব হেতু হৃদয়ঙ্গম কৌটিল্য ও নর্ম বিশেষ ধারণ করে তাহাকে ললিত মান বলে।

প্রণয় : বিস্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেমই প্রণয়।
মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ ৯৮ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

বিস্রম্ভাতিশয়াত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ (প্রীতিসন্দর্ভঃ পৃঃ ৭৩৪)

মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ মান যখন উৎকর্ষ লাভ করিয়া বিস্রম্ভে উপনীত হয় তাহাকে প্রণয় বলে। বিস্রম্ভ শব্দের অর্থ বিশ্বাস বা সংভ্রমরাহিত্য। ইহা নিজের প্রাণ,

মন, বুদ্ধি, দেহ, এবং পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির অভেদোপলব্ধি। প্রণয়ে মানের রোষরূপতা অনুভূত হয় না—'বিশ্রম্ভো বিশ্বাসঃ সংভ্রম-রাহিত্যং, তচ্চ স্বপ্রাণমনোবুদ্ধিদেহপরিচ্ছদাদিভিঃ কান্তপ্রাণমনোবুদ্ধ্যাদৈরৈক্যভাবনজন্যং তত্র সত্যপি রোষাদিকং তু রসস্বাভাব্যাদেব নানুপপন্নং জ্ঞেয়ম্।'

(আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)

বিশ্রম্ভ দ্বিবিধ—মৈত্র ও সখ্য।

মৈত্র—'ভাবজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে মৈত্রং বিশ্রম্ভো বিনয়ান্বিতঃ'।

অর্থাৎ বিনয়যুক্ত বিশ্রম্ভ মৈত্র।

সখ্য—'বিশ্রম্ভঃ সাধ্বসোন্মুক্তঃ সখ্যং স্ববশতাময়ঃ॥ ১০২

ভয়শূন্য স্বীয় বশ্যতারূপী বিশ্রম্ভ সখ্য।

মান ও প্রণয়ের কার্যকারণভাব অনিয়ত।

জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিন্মানতাং ব্রজেৎ।
স্নেহান্মানঃ ক্বচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে॥ ১০৮
কার্যকারণতান্যোন্যমতঃ প্রণয়মানয়োঃ॥ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

কখনও প্রণয় স্নেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া মানে পরিণত হয়, কখনও বা স্নেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া মান প্রণয়ে পর্যবসিত হয়। এইরূপে প্রণয় ও মানের কার্যকারণভাব অন্যোন্য।

রাগ: প্রণয় উৎকর্ষ লাভ করিয়া এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যাহাতে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া প্রতীত হয় এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি দুর্লভ হইলে পরম সুখও তীব্র দুঃখরূপে বোধ হয়, এইরূপ অবস্থাকে রাগ বলে।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥ ১১৫ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন, অতিশয়াভিলাষাত্মক স্নেহ রাগ: 'স্নেহ এবাভিলাষা-তিশয়াত্মকো রাগঃ' (প্রীতিসন্দর্ভ, ১০৪)।

রাগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—নীলিমা ও রক্তিমা।

নীলিমা রাগ দ্বিবিধ—নীলীরাগ ও শ্যামারাগ।

নীলী রাগ— ব্যয়সংভাবনাহীনো বহির্নাতিপ্রকাশবান্।
স্বলগ্নভাবাবরণো নীলীরাগঃ সতাং মতঃ॥ ১১৯ (ঐ)

অর্থাৎ সঞ্চারিভাবের দ্বারা যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, যাহার সম্যক্ বহিঃ প্রকাশ নাই ও যাহা ভাবাবরণে গোপন থাকে তাহা নীলীরাগ। যথা চন্দ্রাবলী ও শ্রীকৃষ্ণের রাগ।

শ্যামারাগ—ভীরুতৌষধিসেকাদিরাদ্যাৎ কিংচিৎ প্রকাশভাক্॥ ১২১

ভীরুতার দ্বারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় ও যাহা দীর্ঘকালে সাধ্য তাহা শ্যামারাগ।

ভীরুতা শব্দটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'চকিত'।

অর্থাৎ প্রিয়তমের সম্মুখে উদিত ভীতি। মধুস্নেহপ্রসূত মত্ততা হইতে উদ্ভূত গর্ব ঘৃতস্নেহোত্থিত দাক্ষিণ্যের দ্বারা মিশ্রিত হইয়া স্বভাবভীরু কামিনীগণের ভীরুত্বরূপে পরিণত হয়। "মধুস্নেহস্য সংপূর্ণত্বে সতি সংপূর্ণমত্ততাজনকত্বং যুক্তিসিদ্ধমেব। ততশ্চ সংপূর্ণমত্ততাজন্যেন সংপূর্ণগর্বেণ কান্তে স্নেহস্য মদীয়তাময়ত্বং স্যাৎ। মধুস্নেহস্যাংশত্বে মত্ততায়া অপ্যংশবত্বে তজ্জন্যগর্বাংশো ঘৃতস্নেহোত্থদাক্ষিণ্যগ্রস্তীভবন্ স্বাভাবিকভীরুত্বাতিশয়বতীনাং কিংচিদবহিত্থামিশ্রভীরুত্বরূপেন পরিণমতি, তচ্চ ভীরুত্বং চকিতসজাতীয়ম্। যদুক্তং প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ ইতি।" (আনন্দচন্দ্রিকা)

রক্তিমা দ্বিবিধ—কৌসুম্ভ ও মাঞ্জিষ্ঠ।

রাগঃ কুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাসংভবো রক্তিমা মতঃ ॥ ১২৩

কুসুম্ভরাগ—যাহা দ্রুত চিত্তে পরিব্যাপ্ত হয় ও আধার বিশেষে স্থির থাকে তাহা কুসুম্ভ রাগ। কৃষ্ণপ্রণয়িনীগণের কুসুম্ভ রাগ কখনও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না।

কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতম্ ॥ ১২৪
অন্যরাগচ্ছবিব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতম্।
সদাধারবিশেষেষু কৌসুম্ভোঽপি স্থিরো ভবেৎ ॥
ইতি কৃষ্ণপ্রণয়িষু ম্লানিরস্য ন যুজ্যতে ॥ ১২৬

মাঞ্জিষ্ঠরাগ : অহার্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা ॥

মাঞ্জিষ্ঠরাগ অকৃত্রিম ও অনন্যসাপেক্ষ। ইহার সৌন্দর্য নিয়তবর্ধনশীল। রাধা-মাধবের রাগ এই শ্রেণীর।

অনুরাগের কান্তি নিয়ত অভিনবরূপে প্রকাশিত হয়। মাঞ্জিষ্ঠরাগের কান্তি সদা বর্ধনশীল। ইহাই উভয়ের প্রভেদমাত্র।

'কিঞ্চাস্য কান্ত্যা সদা বৃদ্ধিরেব ন চ নবনবীভাব ইত্যনুরাগলক্ষণেন সাংকর্যং ন মন্তব্যম্।
(আনন্দচন্দ্রিকা,)

অনুরাগ : রাগ যখন আরও উৎকর্ষ লাভ করে, তখন অনুভূত প্রেমাস্পদকে প্রতি-ক্ষণে নব নবরূপে অনুভূত করায় ও নিজেও নব নবরূপে অনুভূত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত প্রেমকে অনুরাগ বলে।[১]

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে ॥ ১৩৪ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

অনুরাগ সঞ্চারিত হইলে পরস্পর বশীভাবের আতিশয্য ঘটে, প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ

১। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং চ নবনবীভবন্নুরাগঃ (প্রীতিসন্দর্ভ, ১৭০)

প্রিয়সান্নিধ্যে বিরহানুভূতি, প্রিয়সম্বন্ধী অন্যান্য অপ্রাণীরূপে জন্মলাভের ইচ্ছার ও বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তির উদয় হয়।[১]

অনুরাগের চরম পরিণতি ভাব। আশ্রয়নিষ্ঠভাবে অনুরাগ যখন স্বসংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় তাহাকে ভাব আখ্যা দেওয়া হয়।

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৪২ (উ. নী. ম.)

লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী ভাব অবস্থাকে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে স্বজনত্যাগ, আর্যপথভ্রংশ ইত্যাদি কুলবধূগণের চরমতম দুঃখ। কৃষ্ণ প্রেমনিমিত্ত এইগুলি অনুষ্ঠিত হইলে তাহাদের দুঃখের পরিবর্তে সুখই হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের রাগের পরম প্রকর্ষ সূচিত হয়। এইরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত অনুরাগই ভাব—'দুঃখস্য পরমা কাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরমমর্যাদানাং স্বজনার্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব নাগ্ন্যাদির্ন চ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়া প্রতীতোহপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্পতে চেৎ তর্হ্যেব রাগস্য পরমেয়ত্তা, ততশ্চ তামাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোহনুরাগো ভাবায় কল্পতে।'

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় বলিয়াছেন যে ভাবদশায় ত্রিবিধ সুখের উদয় হয়। 'আমার শুদ্ধ কৃষ্ণানুভব হইয়াছে' এইরূপ প্রথম প্রকার সুখ। 'আমার অনুরাগের উৎকর্ষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অনুভবযোগ্য হন,' এইরূপ উপলব্ধিজনিত দ্বিতীয় প্রকার সুখ; ও 'যে অনুরাগোৎকর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে অনুভবযোগ্য করে সেইরূপ অনুরাগোৎকর্ষ আমার হইয়াছে' ইহা তৃতীয় প্রকার সুখ। অনুরাগোৎকর্ষ শুধু কৃষ্ণকে অনুভবযোগ্য করে না, শ্রীরাধা প্রমুখ গোপীগণের যাহার হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাকেও প্রেমানন্দময়ী করিয়া তুলে। যেমন চন্দ্র বা সূর্য শৈত্য বা উষ্ণতার দ্বারা অনুভবযোগ্য হয় এবং উপযুক্ত পদার্থকেও শীতল বা উষ্ণ করে—

'অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্যেত্যুক্তেঽনুরাগদশায়াঃ ভাবত্বকরণত্বকর্মত্বানাং প্রাপ্তৌ সত্যামনুরাগোৎকর্ষোহয়ং শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ ইতি প্রথমং সুখং, ততশ্চ প্রেমাদিভিরনুভূতচরোহপি শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রত্যনুরাগোৎকর্ষেণানুভূয়ত ইতি দ্বিতীয়ং সুখম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণানুভবনোঽয়মনুরাগোৎকর্ষোহনুভূয়তে ইতি তৃতীয়ং সুখমিতি সুখত্রয়ং প্রাপয্যেত্যর্থঃ আয়াতি।...যথা শীতোষ্ণাদিপদার্থেষু মধ্যে শৈত্যাদ্যুৎকর্ষসীমাবন্তশ্চন্দ্রসূর্যাদয়ঃ স্বসমীপদূরস্থপদার্থানপি স্বগুণাশ্রয়ান্ শৈত্যাদিমতঃ কুর্বন্তি তথৈবায়মনুরাগোৎকর্ষোহপি শ্রীরাধাদিহৃদয়ে সম্যগুদিতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমজ্জনমাত্রমেব প্রেমানন্দময়ীকরোতি।'

১। যস্মিন্ জ্ঞানে পরস্পরবশীভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্যং তৎসম্বন্ধিষ্বপ্রাণিষ্বপি জন্মলালসা বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তিশ্চ জায়তে। (প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৪)

পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিষ্বপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ। ৩৭
বিপ্রলম্ভেঽস্য বিস্ফূর্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহ ক্রিয়াঃ। (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

শ্রীজীব গোস্বামী পরপ্রকর্ষপ্রাপ্ত অনুরাগের অপর একটি স্তর কল্পনা করিয়াছেন, তাহার নাম মহাভাব। মহাভাব ভাবের পরবর্তী অবস্থা, ইহা অসমোর্ধচমৎকারের দ্বারা চিত্তকে উন্মাদ করিয়া রাখে—'অনুরাগ এব অসমোর্দ্ধচমৎকারোণোন্মাদকো মহাভাবঃ' (প্রীতিসন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৪)। মহাভাবের মাধুর্য অমৃতকল্প, ইহার স্পর্শে চিত্তও অনন্ত মাধুর্যে মণ্ডিত হয়—বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ' (উজ্জ্বলনীলমণি, স্থা) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন ভাব ও মহাভাবে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। প্রকর্ষের তারতম্যই প্রেমের ভাব ও মহাভাব অবস্থা সৃজন করে: 'প্রেম্নঃ প্রথমাবস্থা হি ভাবো রত্যপরপর্যায়ঃ। সর্বোৎকর্ষপরমাবধিরূপোঽপ্যেষ ভাবো বিবেকেন জ্ঞাপনার্থং মহাভাবাপর-পর্যায় ইতি (আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)।

মহাভাব ব্রজসুন্দরীগণেই সম্ভব, শ্রীকৃষ্ণের স্বকান্তাতে নহে। মহাভাব শ্রীরাধার স্বরূপ, প্রেমনির্যাসরূপে মহাভাবের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধাতেই প্রকাশিত—

রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ২ (উঃ নীঃ মঃ, রাধাপ্রকরণ)

চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥ (মধ্যলীলা, ৮ম পরিঃ)

মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব যুক্ত মহাভাব রূঢ়—

'উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।' (উঃ নীঃ মঃ, স্থা)

অধিরূঢ় মহাভাবের অনুভাবগুলিতে রূঢ় মহাভাবের অনুভাব হইতেও উৎকৃষ্টতর অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয়।

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ ১৫৬

(উঃ নীঃ মঃ, স্থা)

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী উজ্জ্বলনীলমণিকিরণে বলিয়াছেন যে অধিরূঢ় মহাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মিলনের যে সুখ অনুভূত হয় তাহা কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখ হইতেও উৎকৃষ্টতর ও বিরহের যে দুঃখ তাহা কোটি বৃশ্চিক সর্পাদির দংশন হইতেও বেদনাদায়ক—'কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদি-দংশনকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশোঽপি ন ভবতি সোঽধিরূঢ়ো মহাভাবঃ।'

অধিরূঢ় মহাভাবের দুইটি অবস্থা মোদন ও মাদন।

প্রেমিক-প্রেমিকার সাত্ত্বিক ভাবোদ্দীপিত প্রেমসৌষ্ঠব অনুভূত হয় মহাভাবের মোদনা-

বস্থায়। মোদনাবস্থা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির মধুর বিলাস। ইহা শ্রীরাধিকার সখীযুথে সম্ভব, সকল কৃষ্ণপ্রেয়সীতে নহে, কারণ সকলের কৃষ্ণপ্রেমে এইরূপ উৎকর্ষ নাই।

মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্ ॥ ১৫৮

হরে র্যত্র স্বকান্তস্য বিক্ষোভভয়কারিতা।

প্রেমোরুসংপদ্বিখ্যাতকান্তাতিশয়িতাদয়ঃ ॥ ১৬০

রাধিকাযুথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্বতঃ।

যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনীশক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়ো বরঃ ॥ ১৬১ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

বিশ্লেষ কালে বিরহবৈবশ্যবশতঃ সাত্ত্বিকভাব উদ্বোধিত হইলে প্রেমের যে মোহনাবস্থা তাহাকেও মোদন আখ্যা দেওয়া হয়।

মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।

যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥ ১৬৪ (উঃ নীঃ মঃ, স্থা)

ইহার অনুভাব মূর্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও প্রিয়তমের সুখকামনা, ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভ-কারিতা, পশুপক্ষিদের ক্রন্দন, প্রিয়তমের সঙ্গপ্রার্থনা, দিব্যোন্মাদ ইত্যাদি আলঙ্কারিকগণ নির্দেশ করেন—

অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্ছনা। অসহ্যদুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা ॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনম্। স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা মৃত্যুপ্রতিশ্রবাৎ ॥
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্তিতাঃ। (উঃ নীঃ মঃ, স্থা প্রঃ, ১৩২)

মাদন—

মাদনে প্রেমের পূর্ণতমত্বপ্রাপ্তি—মাদনই স্বয়ং প্রেম। রতিস্নেহাদি প্রেমবৈচিত্রী তাহার অংশস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যত প্রকার আনন্দবৈচিত্র্য জন্মিতে পারে মাদনে যুগপৎ সেই সকল অনুভূত হয়। কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীরাধা ব্যতীত এই মাদনাখ্য মহাভাব অপর কাহারও মধ্যে অভিব্যক্ত নহে, এমন কি লীলার অধিকারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে নহে। ইহা হ্লাদিনী শক্তির সার স্বরূপ। সেইজন্য শ্রীরাধাই ইহার একমাত্র আশ্রয়।

সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।

রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ ২০২ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

সম্ভোগে মাদনের উদয়, বিপ্রলম্ভে নহে। মাদনের উদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গন চুম্বনাদি অসংখ্য প্রকার সম্ভোগাত্মিকা লীলা শ্রীরাধা অনুভব করেন।

যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ।

যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রশঃ ॥ ২০৮

(উঃ নীঃ মঃ, স্থায়িভাবপ্রকরণ।)

প্রেমরসের অনন্ত বৈচিত্রী মাদনে যুগপদ্ আবির্ভূত হইয়া ইহাকে দুর্বোধ্য করিয়া

২৭

তুলে। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে স্বয়ং মদন পর্যন্ত ইহার গতি অনুভব করিতে ব্যর্থ হন।

"মাদনস্ত গতিঃ সুষ্ঠু মদনস্যেব দুর্গমা।
ন নির্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলম্‌"॥ ১০৯ (উঃ নীঃ মঃ, স্থা)

মাদনে বাস্তব বিরহের অভাবেও সম্ভোগ কালে বিরহের অনুভূতি চিত্তে উৎকণ্ঠা সৃজন করিয়া সম্ভোগ সুখের আস্বাদনচমৎকারিত্বকে প্রতি মুহূর্তে নব নবায়মান করিয়া তুলে। মাদন ব্যতীত অন্য কোন ভাবে এইরূপ অনন্ত মধুর রসবৈচিত্রীর আস্বাদনচমৎ-কারিত্ব হেতু বিলাস সুখের চরম পর্যবসান অনুভূত হয় না।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণি গ্রন্থের স্থায়িভাব প্রকরণের অন্তিমভাগে সাধারণী প্রমুখ ত্রিবিধা রতি ও প্রেমাদির বিভিন্ন স্তরের সাত্ত্বিক ভাব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সাধারণী রতি যেন ভাবের ধূমায়িত অবস্থা, সমঞ্জসা রতি ও সমর্থা রতিতে উহার জলিত অবস্থা, স্নেহ, মান, রাগ ও অনুরাগে দীপ্তাবস্থা, রূঢ় মহাভাবে উদ্দীপ্তাবস্থা, মোহনাদিতে সুদীপ্তাবস্থা—

স্ফুরন্তি ব্রজদেবীষু পরা ভাবভিদাশ্চ যাঃ।
তাস্তর্কাগোচরতয়া ন সম্যগিহ বর্ণিতাঃ॥ ২১২
সাধারণ্যাং রতাবেব ধূমায়িততয়া মতাঃ।
জলিতাস্ত রতিপ্রেম্নোর্দীপ্তাঃ স্নেহাদিপঞ্চসু॥ ২১৩
রূঢ়ে ভাবে তথোদ্দীপ্তাঃ সুদীপ্তা মোহনাদিষু। (উঃ নীঃ মঃ,)

দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইহাদের পরিবর্তন হইতে পারে :

ইয়ং প্রায়িকতা কিং তু শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভাবতঃ॥ ২১৪
দেশকালজনাদীনাং কাপ্যেষাং স্যাদ্বিপর্যয়ঃ॥ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব বিভাবাদির সহযোগে আস্বাদ-গোচরতা প্রাপ্ত হইয়া মধুর রসে পরিণত হয়—

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যতাং মধুরা রতিঃ।
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তঃ শৃঙ্গারাখ্যো মনীষিভিঃ॥ ৩
(উঃ নীঃ মঃ, নায়কভেদপ্রকরণ)

উক্ত শ্লোকে 'রতি' শব্দটি প্রেমাদির উপলক্ষণ—"তত্র রতিরিত্যুপলক্ষণং প্রেমাদীনাম্‌।" (লোচনরোচনী)। মধুররস সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে দ্বিবিধ।

বিপ্রলম্ভ—যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সংভোগোন্নতিকারকঃ॥ ২
(উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ)

'অযুক্তয়োঃ প্রথমমিলনাৎ পূর্বং যুক্তয়োর্লব্ধমিলনয়োঃ'—(আনন্দচন্দ্রিকা-টীকা)

প্রথম মিলনের পূর্বে অথবা মিলনের পরে নায়ক ও নায়িকার পারস্পরিক ভাব অভীপ্সিত আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তি হেতু তীব্রতর হইয়া উঠিলে তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলে। রসের স্বরূপ আনন্দময়ত্ব, যে আনন্দ লৌকিক জগতের ইন্দ্রিয়জন্য সুখানুভূতি হইতে কোটি কোটি গুণে উৎকৃষ্ট—'বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ'। (অলঙ্কারকৌস্তুভ, ৫।৭০) অতএব সুখময় সম্ভোগই রসপদবী লাভের যোগ্য। বিপ্রলম্ভ কিরূপে রসনীয় হইতে পারে? ইহার উত্তরে শ্রী জীব গোস্বামী লোচনরোচনী টীকায় বলিয়াছেন—'বিপ্রলম্ভসময়েঽপি প্রত্যাশালব্ধভাবনাময়স্থ সংভোগোন্নতিকারকত্বা-দ্রসতামসাবাপ্নোতি'। অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ কালেও পুনর্মিলনের আশা সংভোগকে পরিপুষ্ট করে বলিয়া উহার রসত্ব প্রাপ্তি সম্ভব। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগ মধুর হইতে পারে না:

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সংভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে ॥ ৩

(উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ।)

বিপ্রলম্ভ সম্ভোগপোষকত্ব হেতু সম্ভোগের অঙ্গরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত, ইহার স্বাতন্ত্র্য কিরূপে স্বীকার করা যায়? সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে অনুভব করা যায়, বিপ্রলম্ভ শুধু সম্ভোগপোষক নহে, রতি, প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি স্থায়িভাবান্বিত নায়ক ও নায়িকার আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদির স্মরণের দ্বারা উহা মধুর হইয়া সম্ভোগপুঞ্জময় হইয়া উঠে। স্মরণের অভাব কালেও হ্লাদিনী-সংবিৎ-বৃত্তি-বিশেষত্ব বশতঃ ও অপ্রাকৃতত্বহেতু বিরহ পীড়া অতি দুঃসহ হয় না। "ননু তদপি সম্ভোগপোষকত্বেন সম্ভোগাঙ্গমস্ত ন তু পার্থক্যেন রসো ভবিতুমর্হতি ইতি চেৎ, সত্যম্। ন কেবলঃ বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগপোষক এব কিং তু রতি-প্রেম-স্নেহাদি-স্থায়িভাববতোর্নায়কয়োর্মিথঃ স্মরণস্ফূর্ত্যাবিভাবৈর্মানসচাক্ষুষকায়িকালিঙ্গনচুম্বনসংপ্রয়োগাদীনাং প্রত্যুত নিরবধিচমৎকারসমর্পকত্বেন সম্ভোগপুঞ্জময় এব।......

ন চ স্ফূর্ত্যাবির্ভাবয়োর্বিভাবয়োর্ভঙ্গে বিরহপীড়ায়া দুঃসহত্বাদবশত্বমিতি বাচ্যম্। হ্লাদিনীসংবৃদ্বৃত্তিবিশেষত্বেনাপ্রাকৃতত্বাৎ"। (আনন্দচন্দ্রিকা)

সুতরাং বিপ্রলম্ভের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব নহে।

বিপ্রলম্ভ মধুর রস চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস।

পূর্বরাগ—বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে পূর্বরাগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। শৃঙ্গার বা মধুর রসের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পূর্বরাগে অনুভূত হয়। প্রিয়তমের সহিত মিলন হয় নাই। মিলনের পূর্বেই তাহাকে দূর হইতে অথবা স্বপ্নে দেখিয়া অথবা তাহার গুণকথা বা বেণুগীতি শুনিয়া নায়িকা তাহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, অনাস্বাদিতপূর্ব অনির্বচনীয় প্রেমানুভূতি তাহার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; শয়নে, স্বপনে, জাগরণে অনুক্ষণ তিনি প্রিয়তমের ধ্যানে আত্মসমাহিত। প্রেমবিলাসিনী

নায়িকার এইরূপ চিন্তাবস্থা পূর্বরাগ। পূর্বরাগ অবশ্য কেবল নায়িকাতে সীমাবদ্ধ নহে, নায়কেরও পূর্বরাগ হইতে পারে। বৈষ্ণব পদককর্তৃগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নায়িকার পূর্বরাগ অধিক হৃদয়াহ্লাদী। বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণব কবি বর্ণিত শ্রীরাধার পূর্বরাগ বিশ্ব সাহিত্যে অতুলনীয়।

শ্রী রূপ গোস্বামী পূর্বরাগের লক্ষণ দিয়াছেন—

রতি র্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥ ৫ (উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ।)

অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ উপমা ও স্বভাব ইত্যাদি রত্যুৎপত্তির হেতু গুলিকে পূর্বরাগোৎপত্তির হেতুরূপে আলংকারিকগণ বর্ণনা করেন।

পুরোক্তা যেঽভিযোগাদ্যা হেতবো রতিজন্মনি।
অত্র তে পূর্বরাগেঽপি জ্ঞেয়া ধীরৈ র্যথোচিতম্॥ ৭

(উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ)।

ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু ইত্যাদি ইহার সঞ্চারিভাব।

পূর্বরাগ ত্রিবিধ—প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ।

প্রৌঢ় পূর্বরাগ—

সমর্থরতিরূপস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে।
লালসাদিরিহ প্রৌঢ়ে মরণান্তা দশা ভবেৎ॥ ১৮
তত্তৎ সঞ্চারিভাবানামুৎকটত্বাদনেকধা।
তথাপি প্রাক্তনৈরস্য দশাবস্থা সমাসতঃ॥ ১৯
প্রোক্তাস্তদনুরোধেন তাসাং লক্ষণমুচ্যতে।
লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু॥ ২০
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ।
প্রৌঢ়ত্বাৎ পূর্বরাগস্য প্রৌঢ়া সর্বা দশা অপি॥ ২১ (উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ)

সমর্থারতিরূপ পূর্বরাগ প্রৌঢ়। ইহার সঞ্চারিভাবের উৎকটত্ব অনুসারে যদিও বহু দশা সম্ভব তথাপি প্রাচীন আলংকারিকগণ দশ দশার কথা বলিয়া থাকেন, লালসা, উদ্বেগ, জাগরী, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। পূর্বরাগের প্রৌঢ়ত্বহেতু এই দশাগুলি প্রৌঢ়।

সমঞ্জস পূর্বরাগ—

ভবেৎ সমঞ্জসরতিস্বরূপোঽয়ং সমঞ্জসঃ।
অত্রাভিলাষচিন্তাস্মৃতিগুণোৎকীর্তনোদ্বেগাঃ।
সবিলাপা উন্মাদব্যাধিজড়তা মৃতিশ্চ তাঃ ক্রমশঃ॥ ৪৬

সমঞ্জসা রতিস্বরূপ পূর্বরাগ সমঞ্জস পূর্বরাগ। ইহার বিভিন্ন দশা অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণোৎকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃত্যু।

সাধারণ পূর্বরাগ—

সাধারণরতিপ্রায়ঃ সাধারণ ইতীরিতঃ।
অত্র প্রোক্তা বিলাপান্তাঃ ষড়্‌দশান্তাশ্চ কোমলাঃ॥ ৫৬

সাধরণরতিস্বরূপ পূর্বরাগ সাধারণ পূর্বরাগ। ইহার ছয় দশা—অভিলাষ, চিন্তা স্মৃতি, গুণোৎকীর্তন, উদ্বেগ ও বিলাপ। এই দশাগুলি সমঞ্জস পূর্বরাগের ন্যায় তীব্র নহে।

মান—পরস্পরানুরক্ত নায়ক ও নায়িকার আলিঙ্গন দর্শন ইত্যাদি নিরোধকারী রোষ-প্রকাশ মান।

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥ ৬৮

(উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ)

মান প্রণয়ে সম্ভব, স্নেহাদিতে নহে। স্নেহে মান প্রকাশ লাভ করিলেও উত্তমতা প্রাপ্ত হয় না। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন—'নন্বয়ং মানঃ ক্ব সম্ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ অস্য মানস্য প্রণয় এবোত্তমং পদং স্থানং স্যাৎ। যত্র প্রণয়ঃ স্যাৎ তত্রৈব মানঃ স্যাদিত্যর্থঃ। উত্তমং পদমিত্যুক্তেঃ স্নেহে অনুত্তমং পদং ন্যূনস্থানমিত্যর্থ আয়াতি। যদুক্তম্—'জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিন্মানতাং ব্রজেৎ। স্নেহান্মানঃ ক্বচিদ্ ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে॥ ইতি

(আনন্দচন্দ্রিকা)

মান দ্বিবিধ—সহেতু ও নির্হেতু।

সহেতু মান—

হেতুরীর্ষ্যাবিপক্ষাদের্বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে।
ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽয়মীর্ষ্যামানত্বমৃচ্ছতি॥ ৭১ (উঃ নীঃ মঃ, শৃঃ)

প্রিয় প্রতিনায়িকা বা তৎসখীগণের গুণোৎকর্ষ প্রকাশ করিলে নায়িকার চিত্তে ঈর্ষ্যার উদয় হয়। এই ঈর্ষ্যারূপ প্রণয় তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া মানে পর্যবসিত হয়। মান নায়ক ও নায়িকার পারস্পরিক অনুরাগ প্রকাশ করে। কারণ নায়িকার প্রতি স্নেহ না থাকিলে কৃতাপরাধ নায়কের ভীতির উদয় হয় না এবং নায়কের প্রতি প্রণয় না থাকিলে নায়িকার ঈর্ষ্যার উদয় হয় না।

স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নের্ষ্যা চ প্রণয়ং বিনা।
তস্মান্মানপ্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ॥ ৭২

(উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ)

প্রিয়তমের প্রতি প্রণয় যত গভীর, নায়ককৃত প্রতিনায়িকার গুণবর্ণনশ্রবণে নায়িকার ঈর্ষ্যা তত তীব্র হইয়া উঠে।

তত্রাপি চ সুসখ্যাদি হৃদি যস্যা বিরাজতে।
তস্যা বিপক্ষবৈশিষ্ট্যে ন স্যাদেব সহিষ্ণুতা॥ ৭৫
(উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ)

নির্হেতু মান—প্রেমের গতি স্বভাবতঃ কুটিল। সেই জন্য শুধু ঈর্ষ্যাদি কারণ থাকিলে মানের উদয় হয় না, অনেক সময় বিনা কারণে অথবা কল্পিত কারণেও নায়ক ও নায়িকার প্রণয় মানতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই নির্হেতু মান। মানই প্রণয়ের পরিণাম স্বরূপ।

শ্রী রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অকারণাদ্দ্বয়োরেব কারণাভাসতস্তথা।
প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নির্হেতুমানতাম্।
আহুং মানং পরিণামং প্রণয়স্য জগুর্বুধাঃ॥ ৯১
দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভয়বৈভবম্।
বুধৈঃ প্রণয়মানাখ্য এষ এব প্রকীর্তিতঃ॥ ৯২
অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনো র্মান উদঞ্চতি॥ ৯৩ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

নির্হেতু মান যেরূপ অকারণে উদিত হয় ইহার উপশমনও স্বয়ং ঘটিয়া থাকে। মান উপশমিত হইলে নায়িকা ও নায়ক চুম্বন আলিঙ্গনাদির দ্বারা পরস্পরকে প্রীতিনিষিক্ত করে।

নির্হেতুকঃ স্বয়ং শাম্যেৎ স্বয়ংগ্রাহস্মিতাদিভিঃ॥ ১০০ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

সহেতু মান যথাযোগ্যভাবে প্রকল্পিত সাম, ভেদ, দান, নতি, বিপক্ষোপেক্ষা, রসান্তর প্রভৃতির দ্বারা উপশমিত হয় ও উপশমনান্তে অশ্রু, স্মিত ইত্যাদির সহযোগে নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে গ্রহণ করে।

হেতু র্যস্ত শমং যাতি যথাযোগ্যং প্রকল্পিতৈঃ।
সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ॥ ১০২
মানোপশমনস্যাঙ্কা বাষ্পমোক্ষস্মিতাদয়ঃ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

হেতুর তারতম্যানুসারে মানেরও তারতম্য ঘটে। অনায়াসে উপশমযোগ্য মান লঘু, যত্নবান্ মধ্যম ও বহুবিধ উপায়ের দ্বারাও যাহার উপশমন দুঃসাধ্য তাহা মহিষ্ঠ মান :—

তারমম্যং তু মানস্য হেতোঃ স্যাত্তারতম্যতঃ।
স্যাল্লঘু র্মধ্যমশ্চাসৌ মহিষ্ঠশ্চেত্যতস্ত্রিধা॥ ১২৯
সুসাধ্যঃ স্যাল্লঘুর্মানো যত্নসাধ্যস্তু মধ্যমঃ।
দুঃসাধ্যঃ স্যাদুপায়েন মহিষ্ঠঃ শ্রেয়সাঽপ্যয়ম্॥ ১৪৩ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

প্রেমবৈচিত্ত্য—অনুরাগের আতিশয্য হেতু মিলনকালেও বিচ্ছেদের শঙ্কা প্রেমিক প্রেমিকার চিত্তকে আর্তি ও উৎকণ্ঠায় অধীর করিয়া তুলে, ইহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। অনুরাগ যত নিবিড় হইয়া উঠে তত প্রেমবৈচিত্ত্য তীব্রতর হয়। তৃষ্ণার পরাকাষ্ঠা প্রেমবৈচিত্ত্য সূচিত করে—'প্রেমবৈচিত্ত্যং নাম তৃষ্ণায়া পরাধিকাষ্ঠাং ব্যক্তি। (আনন্দচন্দ্রিকা)। ইহার স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তি স্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ ১৩৪ (উঃ নীঃ মঃ, শৃঃ)

প্রবাস—পরস্পরানুরক্ত নায়ক ও নায়িকার মিলনের পর দেশান্তরগমনাদির দ্বারা যে বিচ্ছেদ তাহাই প্রবাস। হর্ষ, গর্ব, মদ ও ব্রীড়া ভিন্ন শৃঙ্গারযোগ্য সকল ব্যভিচারিভাব প্রবাসে কল্পনীয়।

পূর্বসংগতয়োর্যূনো র্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানং তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে। ১৩৯
তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোঽয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যতে।
হর্ষগর্বমদব্রীড়াং বর্জয়িত্বা সমীরিতাঃ॥ ১৪০
শৃঙ্গারযোগ্যাঃ সর্বেঽপি প্রবাসে ব্যভিচারিণঃ। (উঃ নীঃ মঃ, শৃঃ)

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রবাসের এই দশা আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন।

প্রবাস দ্বিবিধ—বুদ্ধিপুর্ব ও অবুদ্ধিপুর্ব। কার্যানুরোধে স্বয়ং নায়ককৃত দেশান্তরগমন-জনিত প্রবাস বুদ্ধিপুর্ব। দিব্য বা অদিব্য হেতু বশতঃ ইচ্ছা ব্যতিরেকেও নায়কের দেশান্তরগমনজনিত প্রবাস অবুদ্ধিপুর্ব—

দূরে কার্যানুরোধেন গমঃ স্যাদ্বুদ্ধিপূর্বকঃ।
পারতন্ত্র্যোদ্ভবো যস্ত প্রোক্তঃ সোঽবুদ্ধিপূর্বকঃ।
দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্র্যমনেকধা॥
(উঃ নীঃ মঃ, শৃঙ্গারভেদ)

ব্রজসুন্দরীদের যে কৃষ্ণবিরহ তাহা প্রকট লীলাতেই, অপ্রকট লীলাতে নহে। অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসহচরী তাঁহারা। তাই অপ্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের কখনও বিরহ হয় নাই। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

হরে র্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ।
বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামভ্রুবামসৌ॥
বৃন্দাবনে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥ ১
(উঃ নীঃ মঃ, সংযোগস্থিতিঃ)

সম্ভোগঃ

পরস্পরানুরক্ত নায়কনায়িকার মিলনমধুর প্রেমাভিব্যক্তি সম্ভোগ।

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সংভোগ ঈর্য্যতে॥ ১ (উঃ নীঃ মঃ, সম্ভোগ)

সম্ভোগ দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ।

মুখ্য সম্ভোগ—

জাগ্রদবস্থায় অনুষ্ঠিত মিলন মুখ্য সম্ভোগ। মুখ্য সম্ভোগ পূর্বরাগ, মান, কিঞ্চিদ্ দূর-প্রবাস, সুদূর প্রবাস হইতে জাত হইয়া যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও ঋদ্ধিমান্ আখ্যা লাভ করে।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সংভোগঃ স চতুর্বিধঃ॥
তান্ পূর্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্তসংকীর্ণসম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥ ৩

(উঃ নীঃ মঃ, সম্ভোগ)

প্রেমবৈচিত্ত্যের পর অনুষ্ঠিত সম্ভোগের যদিও আলঙ্কারিকগণ কোন সংজ্ঞা দেন নাই তথাপি অনুরাগ মাহাত্ম্য হেতু উহাকে সুদূরপ্রবাসান্তিমরূপে কল্পনা করিয়া সমৃদ্ধ মান আখ্যা দেওয়া উচিত—'প্রেমবৈচিত্ত্যানন্তরস্য সংভোগস্য নামানুক্তেস্তমপি অনুরাগ-মাহাত্ম্যদেব সুদূরপ্রবাসান্তিমত্বমননাৎ তস্মাদেব দ্বয়োঃ পারতন্ত্র্যারোপাচ্চ সমৃদ্ধিমন্তং কেচিদাহুঃ।' (আনন্দচন্দ্রিকা)

সংক্ষিপ্ত—সাধ্বস, লজ্জা ইত্যাদি হেতু প্রেমাসিক্ত নায়ক নায়িকা আলিঙ্গনাদি সংক্ষিপ্ত ভাবে উপভোগ করে, তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে।

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাভিঃ।
উপচারান্ নিষেবেতে সঃ সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥ ৪

(উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

সংকীর্ণ—চুম্বনালিঙ্গনাদি উপভোগকালে নায়িকা যখন নায়ককৃত প্রতিনায়িকার গুণবর্ণন, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি স্মরণ করে তখন সেই সম্ভোগ সংকীর্ণঃ

যত্র সঙ্কীর্যমাণাঃ স্যু র্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিংচিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥

(উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

সম্পন্ন—প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নায়কের সহিত নায়িকার মিলন সম্পন্ন সম্ভোগ। 'প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ।' (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

ইহা দ্বিবিধ-আগতি ও প্রাদুর্ভাব।

লৌকিক নিয়ম অনুসারে প্রিয়ের আগমন হইলে সম্ভোগ আগতি আখ্যা লাভ করে।

প্রেমবিহ্বল প্রিয়তমার সম্মুখে সহসা প্রিয়তমের আবির্ভাব হইলে সম্ভোগ প্রাদুর্ভাব সংজ্ঞা লাভ করে।

লৌকিকব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ।
প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।
আবির্ভবত্যকস্মাত্তৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে॥ ১২

(উঃ নীঃ মঃ, সম্ভোগ)

প্রাদুর্ভাব সংজ্ঞক সম্ভোগের মাধুর্য পরমোৎকৃষ্ট। মহাভাববতী কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের বিরহার্তি অতি তীব্র, তাহাদের ক্ষণস্থায়ী কৃষ্ণবিরহ যুগশতব্যাপীরূপে প্রতীত হয়। বিরহান্তে গোবিন্দদর্শনে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না।

"গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥"

সেই জন্য প্রাদুর্ভাব সম্ভোগ পরম মধুর—

রূঢ়াখ্যভাবজাতোহয়ং সংভোগো বৈপ্রলম্ভিকঃ।
নির্ভরানন্দপূরাণাং পরমাবধিরিষ্যতে॥ ১৫
দ্বিগুণা বিরহার্তিঃ স্যাৎ স্ফুরণে ত্বনুরাগজে।
প্রাদুর্ভাবে ভবত্যত্র সর্বাভীষ্টসুখোৎসবঃ॥ ১৬

(উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

সমৃদ্ধিমান্—দৈববশতঃ অথবা অন্য কোন কারণ হেতু বিযুক্ত নায়ক নায়িকার মিলন সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ সংজ্ঞা লাভ করে। তখন মিলনের আনন্দ অতি গভীরভাবে অনুভূত হয়। সেইজন্যে এইরূপ সম্ভোগের নাম সমৃদ্ধিমান্।

দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥ ১৭

(উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

গৌণ সম্ভোগ—প্রিয়তম শ্রীহরির সহিত স্বপ্নে মিলন গৌণসম্ভোগ। 'স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোহস্য হরের্গৌণ ইতীর্যতে'। (উঃ নীঃ মঃ।) স্বপ্ন দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশেষ। নিত্যকালীন স্বপ্ন সামান্য। অনুরাগের আধিক্য হেতু জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন বিশেষ। বিশেষ স্বপ্ন চতুর্বিধ—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, ও সমৃদ্ধিমান্।

স্বপ্নো দ্বিধাত্র সামান্যবিশেষত্বেন কীর্তিতঃ
সামান্যঃ স তু যঃ পূর্বং কথিতো ব্যভিচারিষু।
বিশেষঃ খলু জাগর্যা নির্বিশেষো মহাদ্ভুতঃ॥ ২২
ভাবৌৎকণ্ঠ্যময়ো হ্যেষ চতুর্ধা পূর্ববন্মতঃ॥ ২৩

(উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

প্রকৃত নর নারীর স্বপ্ন রাজসবুদ্ধিসমুদ্ভূত বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় রজোগুণান্বিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী ব্রজসুন্দরীগণের স্বপ্ন রাজসবুদ্ধিপ্রসূত নহে বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়েও রজোগুণের স্পর্শ মাত্র নাই—

ব্যতীত্য তুর্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্।
ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিতো যঃ॥ ৩০

(উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ সম্ভোগরতির বিচিত্র অনুভবদশাকে প্রাপ্ত হয়। সেই অনুভবদশাগুলি যথা—দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্মরোধন, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাজলকেলি, নৌখেলা, লীলা দ্বারা চৌর্য, ঘট্ট, কুঞ্জে আত্মগোপন, মধুপান, স্ত্রীবেশধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধরসুধাপান, এবং সম্প্রয়োগাদি।

অথৈতেষু নিরূপ্যন্তে তদ্বিশেষাঃ সুপেশলাঃ।
যেন ভাবদশামস্তাঃ প্রাপ্নুবন্তি রতেঃ স্ফুটম্॥ ৩২
তে তু সংদর্শনং জল্পঃ স্পর্শনং বর্ত্মরোধনম্।
রাসবৃন্দাবনক্রীড়াযমুনাদ্যম্বুকেলয়ঃ॥ ৩৩
নৌখেলা লীলয়া চৌর্যং ঘট্টঃ কুঞ্জাদিলীনতা।
মধুপানং বধূবেশধৃতিঃ কপটসুপ্ততা॥ ৩৪
দ্যূতক্রীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুম্বাশ্লেষৌ নখার্পণম্।
বিম্বাধরসুধাপানং সংপ্রয়োগাদয়ো মতাঃ॥ ৩৫ (উঃ নীঃ মঃ, ঐ)

নির্জনে স্ত্রীসম্ভোগ দুই প্রকার, সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাস। রসিক ও ভাবুকগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস আস্বাদনেই কৃতার্থতা লাভ করেন। তাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসকে পূর্বাপেক্ষা মধুরতর বলিয়া থাকেন—

‘বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখম্।
ন তথা সম্প্রযোগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥’

(উঃ নীঃ মঃ, সম্ভোগপ্রকরণ)

মধুর রসকে যাহারা সাধনার অঙ্গরূপে দেখেন তাহাদের মতে এই মধুরের শ্রেণী বিভাগ মনে হয়। কারণ, সাধক যখন ঈশ্বরের ভজনা করেন তখন তাহার প্রীতি বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে।

মধুর রসের যে সূক্ষ্ম ভেদগুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে তাহাদের উদাহরণ উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে স্থায়িভাব, শৃঙ্গারভেদ ও সম্ভোগ প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না।

নবম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিরস

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় কাব্য, দর্শন, ইতিহাস ও ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় বিশিষ্ট গ্রন্থ বিরল। ইহা সর্বোত্তম ভক্তি গ্রন্থ। শ্রীমহাপ্রভু ইহাকে বেদের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতেন। স্বমাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত রসস্বরূপ শ্রীভগবান ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া যে বিচিত্র লীলা প্রকটিত করেন, তাহাই সত্যদ্রষ্টা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব উপনিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু মহর্ষি ব্যাস ইহাতে শুধু শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ভগবল্লীলাস্বাদনজনিত অপার্থিব আনন্দসাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভগবদ্ভক্তবৃন্দের বিবরণ দিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভক্তিপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিগূঢ়ার্থক বলিয়া প্রাকৃত জনের অনুভবযোগ্য ছিল না। মহর্ষি ব্যাসদেব যেন শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের বিচিত্র লীলা বর্ণনার মাধ্যমে ও তদীয় ভক্তবৃন্দের ইতিহাসের মাধ্যমে নীরস ভক্তিতত্ত্বগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ফলে ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য যাহা এতদিন প্রাকৃত জনের দুর্বোধ্য ছিল তাহাই সকলের সহজবোধ্য হইল। এইজন্য ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন 'শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিস্বরূপমেবেদম্'।

(তত্ত্বসন্দর্ভ, পৃঃ ১৯)

প্রাচীন আর্য ঋষি সুদীর্ঘ তপস্যালব্ধ স্বানুভূত সত্য ঘোষণা করিয়া বলিলেন— ঈশ্বর আনন্দময়, রসস্বরূপ। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়া যায়—"আনন্দং ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি"॥ (তৈঃ উঃ, ২।৭)। ঈশ্বরের এই আনন্দস্বরূপতা ও রসস্বরূপতা কিরূপ, কি তাহার বৈশিষ্ট্য তাহা শ্রুতির ঋষি বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেন নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব প্রসঙ্গে ঋষি যে কথা বলিয়াছেন, তিনি নিরাকার, গুণক্রিয়াবিবর্জিত, সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত ও অবাঙ্মানসগোচর ইত্যাদি, তাহা ঈশ্বরতত্ত্বকে নিবিড় রহস্যে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। শ্রীমদ্ভাগবত ঈশ্বরতত্ত্বকে রহস্যমুক্ত করিয়া উহার নিগূঢ় সত্যটি উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপতা ও রসস্বরূপতা ইহাতে অতি সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণই উপনিষদের পরব্রহ্ম। কিন্তু উপনিষদে তাঁহাকে অবাঙ্মানসগোচর করিয়া রাখিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে সর্বজন-সংবেদ্য করিয়াছে। ভাগবতে সত্যদ্রষ্টা মহর্ষি বলিলেন ঈশ্বর গুহ্যাতিগুহ্য অবাঙ্মানস-গোচর হইলেও ভক্তিপরায়ণ ভক্তের নিকট তিনি অনায়াসলভ্য। তিনি নিরাকার গুণ-ক্রিয়াদিবিবর্জিত হইলেও ভক্তের নিকট পুত্র, সখা ও কান্ত। যিনি সুদূরতম তিনিই ভক্তের নিকট নিকটতম রূপে আবির্ভূত হন। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত উপনিষদের দুরূহ ঈশ্বর-

তত্ত্বকে সুবোধ্য করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরের রস স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপকে সুস্পষ্ট ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নীরস ঈশ্বরতত্ত্বকে সরস ও পরম মধুর করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া শুধু ব্রহ্মের এই চৈতন্যাত্মক স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। তাঁহার রসময় আনন্দময় স্বরূপকে জানিয়া ও তাঁহাকে একান্ত আপন জন রূপে গ্রহণ করিয়া অসীম ও অতুলনীয় আনন্দ সুধা আকণ্ঠ পান করিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতকে উপনিষদ হইতেও প্রকৃষ্টতর বলা যাইতে পারে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (ভাগবত, ১।১।৩।)

শ্রীমদ্ভাগবতের রস ভগবৎপ্রীতিময়, এইজন্য ইহার পরম আস্বাদনের চূড়ান্ত লাভ হইলেও তৃপ্তি হয় না। মোক্ষানন্দের প্রাপ্তি ঘটিলেও এই রস পান করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকে। তাই মুক্তির পরেও আত্মারাম মুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। স্বর্গাদিসুখের ন্যায় ভাগবতামৃতাস্বাদনসুখ মুক্ত পুরুষগণ উপেক্ষা করেন না।[১] শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তচিত্তের সংসারমোহ দূরীভূত করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীতা মোহভয়নাশিনী ভক্তির বীজ বপন করে।[২]

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছে, ভাগবতী প্রীতি বা ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। যে কোনভাবে কৃষ্ণরূপী ভগবানে চিত্ত সন্নিবেশিত করিতে পারিলে ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ হইবে। অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব। সেই তত্ত্বকে জ্ঞানমার্গাবলম্বী মুক্তিকামিগণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভ যোগিগণ সচ্চিন্ময় পরমাত্মা এবং সাত্বত বা ভক্তগণ সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ ভগবান বলিয়া থাকেন। ভক্তি দ্বারা সেই তত্ত্ব দর্শন হয়। ভগবদনুশীলনেই কর্মগ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া যায়। শ্রবণকীর্তনরূপ ভজন প্রভাবে ক্রমশঃ হৃদয়ের কামরূপ অনর্থ সমূহ বিদূরিত হয়। এইরূপে শুদ্ধচিত্ত হইতে পারিলে শ্রীভগবানে রুচি ও আসক্তি হেতু চিত্ত প্রসন্ন হয়। অনন্তর রতি বা ভাবভক্তিযোগে প্রাকৃতসঙ্গ মুক্ত ভক্তের ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান উদিত হয়। তখন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষু দ্বারা পরমেশ্বরের দর্শন হইলে যাবতীয় অহংকাররূপ হৃদয়গ্রন্থি

১। ন হীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিং তু সেব্যতে এব। শ্রীধর।

২। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥ ভাগবত, ১।৭।৬-৭

ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় ও সমস্ত কর্মফল ক্ষীণ হইয়া যায়।[১] অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর লাভের অন্য কোন পন্থা নাই। অন্যাভিলাষশূন্য জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা অনাবৃতা নিত্যা ভক্তির উদয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। কারণ, ভক্তির উদয়ে চিত্তে শুদ্ধ অনিমিত্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাদুর্ভূত হয় যাহা মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে। বস্তুতঃ ভক্তির উদয় না হইলে সকল ধর্মানুষ্ঠানই ব্যর্থ। এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেবকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব কি কেবলম্॥ (ভাগবত, ১।২।৭-৮)

এমন কি যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানকে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় রূপে অবলম্বন করেন তাঁহাদেরও সকল ক্লেশ ব্যর্থ হইয়া যায়।[২]

বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।[৩] তিনি পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যমাধুর্যময়, নিখিল শক্তিমান্।[৪] ভগবান যুগে যুগে অধর্মোপদ্রুত বিশ্বকে নিরুদ্বেগ করিবার জন্য ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য মর্ত্যে আবির্ভূত হন।[৫] তিনি জন্মরহিত হইয়াও প্রপঞ্চে অবতরণ কালে জীবের নিকট জন্ম পরিগ্রহ করিয়া লীলা প্রকট করেন। অভিনয়ান্তে নট যেরূপ নটবেশভাবাদি ত্যাগ করে শ্রীভগবানও রূপ পরিগ্রহের প্রয়োজন সংসাধিত হইলে পরিগৃহীত রূপ সংহৃত করেন।[৬]

মৎস্যাদি অবতারে ভগবৎস্বরূপের আংশিক অভিব্যক্তি হয়, কৃষ্ণরূপে ভগবত্-স্বরূপের অভিব্যক্তি পূর্ণতম। শ্রীভগবানের শুধু ঐশ্বর্যবত্তা নহে রসময়তাও অবিকৃতভাবে

১। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ভাগবত, ১।২।২১।

২। শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তি মুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ভাগবত, ১০।১৪।৪।

৩। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ভাগবত, ১।৩।২৮।

৪। কৃষ্ণঃ পূর্ণষড়ৈশ্বর্যমাধুর্যাণাং মহোদধিঃ, অন্তর্ভূতসমস্তাবতারো নিখিলশক্তিমান্।
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, পৃঃ ১২৪।

৫। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা, ৪।৭-৮।

৬। যদা মত্‌স্যাদিরূপেণ ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ।
ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥ ভাগবত, ১।১৫।৩৫।

প্রকটিত হইয়াছে কৃষ্ণরূপে। তিনি বাল্যাদি মহামাধুর্য দ্বারা স্বমহৈশ্বর্য আবৃত করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বিকটাকার বিস্তৃতকায় পুতনার বধের জন্য তাদৃশ ঐশ্বর্যময়ী বামনাবতারে ত্রিবিক্রম মূর্তির ন্যায় মূর্তি পরিগ্রহ করেন নাই। শকট শকটভঞ্জনের সময় হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিবার জন্য যে নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া বিকট কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোন ভাব পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি ছোট শিশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিতে দিতে অর্জুন বৃক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া হস্তের দ্বারা বৃক্ষকে উন্মুলিত করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সকল লীলা যুগপৎ মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের দ্যোতক। তাই কৃষ্ণলীলা শ্রীভগবানের লীলা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তমা ও ভগবল্লীলার সর্বাতিশায়ী মাধুর্য এই কৃষ্ণলীলাতে অনুভূত হয়।

কৃষ্ণরূপী শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ করে। এই ঐকান্তিকী ভক্তি জ্ঞানামিশ্রা, শুদ্ধা, জ্ঞানসংমিশ্রা নহে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিবলে নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভব হয় কিন্তু অনন্ত রসস্বরূপ কৃষ্ণরূপী সবিশেষ ব্রহ্মের অনুভব হয় না।

তপস্বী বা জ্ঞানী অতি কষ্টে ভগবানকে লাভ করিবার পরিবর্তে তাঁহার অসম্যক্ বা আংশিক প্রভাব লাভ করে, ভক্ত অনায়াসে শ্রীভগবানের মাধুর্যময় স্বরূপ আপন হৃদয়ে নিয়ত অনুভব করেন।

'নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ (ভাগবত, ১০।৯।২১)

সমস্ত বিদ্যা নিবৃত্ত হইলে পর নির্গুণভাবে প্রকটিত হওয়ায় ভক্তচিত্তোদ্ভাষিনী ভক্তি পরম শুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহার দ্বারা শ্রীভগবানের অপরোক্ষানুভূতি ঘটে। ভাগবতে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (১১।১৪।২১), আমি একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হই। এই বিষয়টি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবতের

"ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ"॥ (২।৯।৩৩)

শ্লোকের টীকায় সুপরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন—

'জ্ঞানাধিকারিণঃ সাংখ্যযোগতপ আদিভির্ভক্তিমিশ্রেরেব জনিতয়া বিদ্যয়া অবিদ্যানিবর্তিকয়া প্রথমং ত্বংপদার্থানুভবঃ। ততস্তস্যাবিদ্যাতো বিমুক্তস্য নিরিন্ধনাগ্নিন্যায়েন বিদ্যায়া অপ্যুপরম তারতম্যেন পূর্বসিদ্ধভক্তিচন্দ্রকলায়াস্তদ্বুপরাগবিচ্যুতায়াস্তত উদ্যামতারতম্যম্। তথৈব ভক্ত্যা পুনঃ পুনরভ্যস্তয়া তৎপদার্থস্য পরমাত্মনোঽনুভবতারতম্যম্।' (পৃঃ ৫৯৬)। জ্ঞানাধিকারীর ভক্তি সাংখ্যযোগ তপ আদি জনিত অবিদ্যানাশিনী বিদ্যা দ্বারা প্রথমে ত্বং পদার্থের অনুভব হয়। পরে ইন্ধনাভাবে অগ্নি যেমন নির্বাপিত হয়, তদ্রূপ সেই অবিদ্যা বিমুক্ত হইলে মানবের বিদ্যাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই নিবৃত্তির তারতম্য অনুসারে গ্রহণনির্মুক্ত চন্দ্রকলার উদ্গমের ন্যায় পূর্ব ভক্তির ক্রমশঃ প্রাকট্য বৃদ্ধি ঘটে।

পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত সেই ভক্তি দ্বারা তৎ পদার্থরূপ পরমাত্মার অনুভবতারতম্য ঘটে। বস্তুতঃ কর্মজ্ঞানযোগাদি ভক্তি ব্যতীত নিস্ফল, কারণ, তত্তত্ সাধকগণের পক্ষেও আন্ত ভক্তি ব্যতীত আর কিছু নিঃশ্রেয়স নাই। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

'যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।' (ভাগবত, ১১।২৫।৩২)

যে জীব আমাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠাবশতঃ একমাত্র ভক্তিযোগদ্বারা চিত্তজাত গুণ সকলকে জয় করিতে সমর্থ হয় সেই জীব আমার পার্ষদস্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। কর্মজ্ঞানযোগাদি নানা প্রকার সাধন পথ প্রপঞ্চে বদ্ধ কামনাপরবশ জীবের জন্য রচিত হইয়াছে। এই সাধনপথগুলি চরম কল্যাণ দান করিতে অসমর্থ। ভক্তিই সুনির্মল জীবাত্মার একমাত্র বৃত্তি, ভক্তি অবলম্বন করিলে চিত্ত প্রেমবিমল হয় ও ভগবৎস্বরূপ অনুভূত হয়। 'ভক্তিরহিতো জ্ঞানী পরমাত্মানং নানুভবতি কিন্তু ভক্তিমানেবানুভবতি'। (বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, পৃঃ ১০৫২)। ভগবান ভক্তিপরবশ ত্রিভুবনেশ্বর হইয়াও ভক্তহৃদয়ে সদা বিরাজিত। মধুলোভী ভ্রমর যেরূপ মধুময় পুষ্পকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, শ্রীভগবান ও সেইরূপ ভক্তের প্রেমমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তহৃদয় ত্যাগ করিতে পারেন না।[১]

ভগবান্ আত্মারাম হইয়া ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য অপূর্ণ কামের ন্যায় অভিনয় করেন। ভক্ত অনন্ত আনন্দাম্বুধি ভগবানের সেবা করিয়া কারয়া চরিতার্থ হয়। সালোক্যাদি মোক্ষ প্রাপ্তিতেও তাঁহার ঈপ্সা থাকে না।[২]

নারদ প্রমুখ মহর্ষিগণ ভক্তিকে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি বলিয়াছেন—'ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা' (নারদভক্তিসূত্র, ৭।২)। ভক্তির এই সংজ্ঞা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট, কারণ ভক্তি

১। তুলনীয়ঃ যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাত্ স্বপুংসাম্॥ ভাঃ, ৩।৯।৫।

২। সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। (১ ২ ৩ ৪ ৫)
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভাঃ, ৩।২৯।১৩।

১। সালোক্য—শ্রীভগবান সহ একই লোকে অধিষ্ঠান।
২। সার্ষ্টি—সমানৈশ্বর্য্যযুক্ততা। ৩। সামীপ্য—নিকটবর্তিতা।
৪। সারূপ্য—সমানরূপতা। ৫। একত্ব—সাযুজ্য।

অথবা—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ভাগবত, ১০।১৬।৩৭।

শুদ্ধ পরম প্রেম স্বরূপ হইলে কংস শিশুপাল প্রমুখ কৃষ্ণরূপী শ্রীভগবানের বিদ্বেষিগণের ও ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি ব্যাসদেব ভক্তিকে আরও ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। বিহিত বা অবিহিত যে কোন উপায়ে ভগবান শ্রী বাসুদেবে চিত্ত সংযোজনই ভক্তি,—'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' (ভাগবত, ৭।১।৩২)। হেমাদ্রির নামে প্রচলিত মুক্তাফল গ্রন্থের কৈবল্যদীপিকা টীকায় বোপদেব ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'উপায়পূর্বকং ভগবতি মনঃস্থিরীকরণং ভক্তিঃ'। শ্রীকৃষ্ণে চিত্তনিবেশন স্নেহবশতঃ, ভয়বশতঃ, বৈরিভাববশতঃ কামবশতঃ, দ্বেষবশতঃ ইত্যাদি যে কোন ভাবে হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্দে বলা হইয়াছে যে স্নেহ, ভয়, দ্বেষ ইত্যাদি যে কোন ভাবে ঈশ্বরে চিত্তকে আবিষ্ট করিতে পারিলেই জীবের সকল পাপ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি সুলভ হইয়া উঠে। ব্রজ-বধূগণ কামের দ্বারা যেরূপ ভগবান বাসুদেবকে লাভ করিয়াছিলেন বৃষ্ণীগণ স্নেহের দ্বারা যেরূপ তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কংস, শিশুপাল প্রমুখ বাসুদেববিদ্বেষি-গণ ভয় বা দ্বেষের দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।[১]

কংস, শিশুপাল প্রভৃতির চিত্তে শ্রীহরির প্রতি প্রীতিরূপ ভক্তি ছিল না, বরং তাহারা দ্বেষ ও ভয়ভাব পোষণ করিতেন। এই দ্বেষ ও ভয় বশতঃ অহরহ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকায় তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল। চিত্তের এই তন্ময়তাই ভক্তির রূপান্তর। কারণ, ভক্তির স্পর্শে জীব ঈশ্বরময় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ বলিয়াছেন যে চিত্তের তন্ময়তা দ্বেষ বা ভয়বশতঃ যত শীঘ্র তীব্র হইয়া উঠে, প্রেমবিলাসের দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। ভ্রমর কর্তৃক ভিত্তিগর্তে অবরুদ্ধ তৈলপায়ী কীট ভয় ও দ্বেষবশতঃ ভ্রমরের স্মরণ করিতে করিতে ভ্রমর হইয়া যায়। শ্রীভগবানকে ভয় বা দ্বেশবশতঃ অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে জীবচিত্ত ঐ চিন্তাপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া ভগবত্‌স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।[২]

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নিস্পৃহ যোগীর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সাধনাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু নহে। ইহা নিরুপাধি বলিয়া নীরস ও বৈচিত্র্যহীন। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত ভগবদ্ভক্তগণের

১। কামাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাত্তথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ভাগবত, ৭।১।৩০ ৩১।

২। যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥
কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্‌।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্‌॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥ ভাগবত, ৭।১।২৭-২৯।

ঈশ্বর প্রীতিরসরূপতা পরিগ্রহ করায় পরম মধুর ও বৈচিত্র্যময়। যেরূপ বর্ণবিহীন সূর্যালোক রঙ্গীন কাঁচের মধ্যে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রতিফলিত হয় সেইরূপ নিরুপাধি ভক্তি বিবিধ ভাবযুক্ত ঐ সকল ভক্তহৃদয়ে বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া উদিত হইয়া থাকে।

ভক্তকে আনন্দিত করিবার জন্যই তিনি মর্তে বিচিত্র লীলা অনুষ্ঠান করেন—

'প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চেঽস্মিন্ বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥' (ভাগবত, ১০।১৪।৩৭)।

ভক্ত যেরূপ ভগবানকে চাহিয়াছে ভগবান সেইরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অভিলষিতরূপে ভগবানকে লাভ করিয়া আনন্দিত ভক্তহৃদয়ের প্রীতি বা ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে নীরস সাধনমার্গমাত্র নহে, উহা স্নেহ, প্রেম, সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য ইত্যাদি বিভিন্ন মানবিক আন্তরবৃত্তি। এগুলি প্রীতিরই রূপান্তর হইলেও ইহাদের বৈশিষ্ট্য প্রীতিকে অভিনব মাধুর্য দান করে। বস্তুতঃ ভাগবতোক্তা ভক্তি রাগাত্মিকা শ্রেণীর, বৈধী শ্রেণীর নহে।

ভাগবতোক্ত ভক্তবৃন্দ রসোপাসক এবং শ্রীভগবান গুণক্রিয়াদিবর্জ্জিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন, তিনি রসময়, আনন্দস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিবিধ ভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে—সাধনরূপা, যাহা সগুণা বা হৈতুকী এবং সাধ্যরূপা যাহা নির্গুণা বা অহৈতুকী, অব্যভিচারিণী। বৈধী ভক্তিই[১] সাধনরূপা সগুণা—বিধি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহা চিত্তে উদিত হয় এবং উৎকৃষ্টতর ভক্তি উৎপাদিত করে। রাগাত্মিকা ভক্তি নির্গুণা—ইহা নিমিত্তসব্যপেক্ষ নহে। শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্যে বিমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের চিত্তে ইহা স্বতঃ উৎসারিত হয়। এইরূপ ভক্তির উদয়ে ভক্তের আচরণ অসাধারণ হইয়া উঠে। তাহাদের চিত্ত ভগবৎপ্রেমরসে নিয়ত দ্রবীভূত থাকে। এই অবস্থায় তাহারা কখনও উচ্চ হাস্য করেন, কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও বা নৃত্য করেন—

'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥'

(ভাগবত, ১১।২।৪০)

তাঁহাদের নিকট জ্ঞান, ধর্ম, বেদ, ক্রিয়া সকলই ভগবান বাসুদেব ভিন্ন অন্য কিছু রূপে প্রতীয়মান হয় না।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ মখাঃ ॥

১। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ যে নবলক্ষণা ভক্তির (শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥) কথা বলিয়াছেন তাহা বৈধী শ্রেণীর। ভা, ৭।৫।২৩।

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥ (ভাগবত, ১।২।২৮)

ভক্তের এই রাগাত্মিকা ভক্তি রসরূপে পরিণত হয়। কারণ, সত্ত্বগুণান্বিত ভক্তহৃদয়ে আস্বাদিত চমৎকারজনক স্থায়িভাবই রস—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারসারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২।৫।১৩২)

ভক্তের পরিমার্জিত সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে রাগাত্মিকা ভক্তি অনুক্ষণ আস্বাদিত হইয়া থাকে। আস্বাদিত রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বাদশবিধ রসরূপে অভিব্যক্ত হয়। রসগুলি যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস। ইহাদের প্রথম পাঁচটি মুখ্য ও অপর সাতটি গৌণ ভক্তিরস। এই দ্বাদশবিধ ভক্তিরসের বিষয় 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি' ইত্যাদি বেদবাক্যনির্দেশ্য শৃঙ্গারাদি-সর্বরসকদম্বমূর্তি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপী অখণ্ড মাধুর্যময় স্বয়ং শ্রীভগবান এবং ইহাদের-আশ্রয় তত্তদ্ভাবসংবলিতচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট রসাস্বাদনেচ্ছু ভক্তবৃন্দ।

ইহা দশম স্কন্ধে একটি শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্লোকটি হইল,

মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতো সাগ্রজঃ॥
(ভাঃ, ১০।৪৩।১৭)

একই রস শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নরূপ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন আশ্রয়ে বিভিন্নরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। যাহারা পূর্বে বীরাভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়াছিল সেই মল্লগণ শ্রীকৃষ্ণকে বজ্র সদৃশ দর্শন করিলেন। সুতরাং মল্লগণকে আশ্রয় করিয়া ভক্তিরস রৌদ্ররসে পরিণত হইল। সভাস্থ নরগণ তাঁহাকে নরোত্তম রূপে দেখিলেন, ইহাদের আশ্রয়ে ভক্তিরস অদ্ভুত রসে পরিণত হইল। যুবতিগণ তাঁহাকে কন্দর্পতুল্য দেখিলেন সুতরাং তাহাদের ভক্তিরস শৃঙ্গার বা মধুর রসে পরিণত হইল। শ্রীদামাদি গোপগণ তাঁহাকে বয়স্যরূপে দেখিলেন ও তাঁহার বিচিত্র বেশভূষাদি অবলোকন করিয়া কৌতুক অনুভব করিলেন, সুতরাং তাহাদের ভক্তিরস সখ্য ও হাস্যরসে পরিণত হইল। অসৎ রাজাদের নিকট তিনি শাসক কর্তারূপে প্রতিভাত হইলেন। সুতরাং ইহাদের ভক্তি-রস বীররসে পরিণত হইল। দেবকী, বসুদেব ও নন্দ তাঁহাকে পুত্ররূপে দেখিলেন ও বিপদাশঙ্কায় বেদনায় আকুল হইলেন। সুতরাং তাহাদের ভক্তিরস বাৎসল্য ও করুণরস রূপে পরিণত হইল। কংস প্রমুখ বিরোধিগণের নিকট তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে প্রতিভাত

হইলেন। সুতরাং তাহাদের ভক্তিরস ভীতিতে পর্য্যবসিত হইয়া ভয়ানক রসে পরিণত হইল। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ভৌতিক বিরাটরূপে দেখিলেন, সুতরাং তাহাদের ভক্তিরস বীভৎসরসে পরিণত হইল। যোগিগণ তাহাকে পরব্রহ্মরূপে ও যদুগণ পরদেবতারূপে দর্শন করিলেন, সুতরাং ইহাদের ভক্তিরস যথাক্রমে শান্তরস ও দাস্যরসে পর্য্যবসিত হইল।

দাস্যাদিভাবাপন্ন কৃষ্ণভক্তগণের রসাস্বাদন স্পৃহা এত তীব্র হইয়া উঠে যে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তা ও ঐশ্বর্যের অপার গাম্ভীর্য তাঁহারা আস্বাদন করিতে পারেন না। তাঁহাদের এই ঐশ্বর্যজ্ঞানবর্জিতা ভক্তি শ্রীভগবানের প্রীতি বর্দ্ধন করে। বস্তুতঃ ভগবদৈশ্বর্য-জ্ঞান ভক্তিরসের মাধুর্য সঙ্কুচিত করে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন—'মাধুর্যং খলু তদেব যদৈশ্বর্যবিনাভূতকেবলনরলীলাত্বেন মৌগ্ধ্যম্।' (পৃঃ ২৪)। সর্ববিধ ঐশ্বর্য্য তিরস্কৃত করিয়া ভগবানের নররূপে যে বিচিত্র লীলা অনুষ্ঠিত হয় তাহার সৌন্দর্যই মাধুর্য, ঐশ্বর্যের মাহাত্ম্য মাধুর্য নহে। শ্রীকৃষ্ণই যে নির্বিশেষ পরমব্রহ্ম এ জ্ঞান রসপিপাসু ভক্তবৃন্দের চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা পতি, পুত্র, সখা, প্রভু বা প্রিয় ভিন্ন অন্যরূপে জানেন না বা জানিতে চাহেন না। ভগবদৈশ্বর্য জ্ঞান বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য উদিত হইলেও তাহা ভক্তের চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন তখন ক্ষণকালের জন্য তাঁহার বাৎসল্য ভগবদৈশ্বর্যমহিমায় সঙ্কুচিত হইয়াছিল। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই মাতৃস্নেহের প্রবল উচ্ছ্বাস সকল ঐশ্বর্যজ্ঞান দূরীভূত করিয়া তাঁহার অন্তর পুনরায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তিনি স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। 'যথা স্বপ্নদৃষ্টোঽর্থঃ কশ্চিৎ কশ্চিদ্ বিস্মর্যতে তথৈব সন্ত এব সা বিশ্ব-দর্শনাদিকং বিসস্মার'—(বিশ্বনাথ কৃত ভাগবত-টীকা—পৃঃ ১১৩) তিনি অতি স্নেহ সহকারে বালক শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্কে ধারণ করিলেন। যাঁহার মাহাত্ম্য বেদ উপনিষদে কীর্তিত হয় তাঁহাকে পুত্র ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারিলেন না।[১]

প্রবল বাৎসল্য ভক্তি তাঁহাকে এত বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে তিনি পরম যোগেশ্বর শ্রীভগবানকে শিশুজ্ঞানে স্তন্যপান করাইতেন, রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিতেন, তিরস্কার করিতেন, ও প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন।

কেবল মাতা যশোদা নহেন, অন্যান্য গোপীগণের চিত্ত বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীভগবানকে পুত্রজ্ঞানে সেবা করিনেন। তাঁহাদের বাৎসল্য এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে স্বপুত্র ও কৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ তাঁহারা অনুভব করিতে

১। সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা॥
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥ ভাঃ, ১০।৮।৪৪-৪৫।

পারিতেন না। তাঁহাদের নিরবদ্য বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান ও আপন ভগবৎসত্তা বিস্মৃত হইয়া শিশুতে পরিণত হইয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকাশ হইয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা মায়াবলে সংযত করিয়া স্বকীয় শিশুত্বভাব অবিকৃত করিতেন। ব্রজগোপগণও বাৎসল্য প্রেমে এত অন্ধ হইয়াছিলেন যে পূতনাবধ, শকট-ভঞ্জন, ইত্যাদি বিবিধ ঐশ্বর্যদ্যোতক শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহারা ভগবানের ঐশ্বর্য অনুভব করিতে পারিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহাদের স্নেহের পুত্তলি নন্দনন্দন দুরন্ত রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।[১]

শান্তরসের উপাসকগণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তা বিস্মৃত হন না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ইত্যাদি বিচিত্র নরলীলার মধ্যেও তাঁহার ভগবৎ স্বরূপ তাঁহারা খুঁজিয়া পান। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন। তাঁহাদের এই ভালবাসা ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞাননির্মুক্ত নহে। শ্রী ভগবান পতি, পুত্র বা সখা ইতাদি নররূপে আবির্ভূত হইলেও তিনিই যে ষড়ৈশ্বর্যময় বিশ্ববিধাতা গুণক্রিয়াদিবিবর্জিত নিরাকার পরম পুরুষ এই জ্ঞান কখনও শান্তরসোপাসকগণের লুপ্ত হয় না। তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দরের মধ্যে সবিশেষ ব্রহ্ম ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম উভয়কেই অনুভব করেন।

দাস্য প্রভৃতি ভক্তিরসের ভক্তগণ অসীমকে সসীম বলিয়া ভজনা করেন, শান্ত-রসোপাসকগণ সসীমের মধ্যে অসীমকে সাক্ষাৎ করেন ও তাহারই ভজনা করেন। প্রজাপতি দক্ষ যে হংসগুহ্য নামক স্তোত্র দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীহরির স্তুতি করিয়াছিলেন তাহাতে শান্তরসোপাসক ভক্তগণের ভক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা—

'যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥
যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্ ॥'

(ভাগবত, ৬।৪।৩৩-৩৪)

১। উৎপাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ ॥
মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ ॥ ভাঃ, ১০।১১।২৩-২৪

অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন যে ভগবান দেশ, কাল বস্তু প্রভৃতি পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রাকৃত নামরূপাদিরহিত, যিনি তৎপাদমূলভজনকারী ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিত্যকাল জন্মাদিলীলা প্রদর্শন পূর্বক নামরূপযুক্ত হন, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বায়ু যেরূপ পার্থিব পঙ্কজাদির গন্ধ গ্রহণ করিয়া নানা গন্ধ বিশিষ্ট হয় এবং পঙ্কজ রেণু প্রভৃতির ধূসর কৃষ্ণাদি বর্ণ ধারণ করিয়া নানারূপবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্বদেহগত অন্তর্যামী ভগবান ও দেহধারী জনসমূহের প্রাক্তন বাসনার অনুযায়ী গণেশাদি নানা দেবতারূপে তাদৃশ সেবকগণের নিকট প্রকাশ পান, সেই পরমেশ্বর আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

স্নেহ, প্রীতি, বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবে যাঁহাদের চিত্ত একান্তভাবে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তাঁহারা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র, পতি, সখা বা প্রভু ভিন্ন অন্য কোন মূর্তিতে জানিতে পারেন না। তাঁহার ভাগবতী সত্তা তাঁহাদের কাছে অনাস্বাদিত থাকিয়া যায়। যে ভক্তবৃন্দের চিত্তে স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি ভাব সমূহ উদপ্রভাবে আবির্ভূত হইয়া চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে না তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পতি, পুত্র, সখা রূপে জানিয়াও তাহার ভাগবতী সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে যাত্রা করিলে কৃষ্ণগতচিত্ত পুরঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ও ভগবৎস্বরূপোপলব্ধি উভয়ই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহাদের প্রেমাস্পদ নহেন, তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি পুরাণ পুরুষ, ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীভগবান—

'স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
স এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্ নিশি সুপ্তশক্তিষু॥ ২১

সব এব ভূয়ো নিজবীর্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোহনুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥ ২২

স বা অয়ং যৎ পদমত্র সূরয়ো
জিতেন্দ্রিয়া নির্জিতমাতরিশ্বনঃ।
পশ্যন্তি ভক্ত্যুৎকলিতামলাত্মনা
নন্বেষ সত্ত্বং পরিমাষ্টুর্মর্হতি॥ ২৩

স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো
বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ।
স এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥ ২৪

যদা হ্যধর্মেণ তমোধিয়ো নৃপা
জীবন্তি তত্রৈষ হি সত্ত্বতঃ কিল।
ধত্তে ভগং সত্যমৃতঃ দয়াং যশো
ভবায় রূপাণি দধদ্ যুগে যুগে ॥ ২৫

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলম্
অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥'* ২৬

(ভাগবত, ১।১০।২১—২৬)

কৃষ্ণসখা অর্জুনের ভক্তি সখ্যরসে সঞ্জীবিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ স্বরূপ তাহার নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। মিত্র স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বিরাজ করিলেও তাঁহার মিত্র স্বরূপের অন্তরালে ভগবৎ স্বরূপ অর্জুন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলে অনিবার্য মৃত্যু ভয়ে পৃথানন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া বলিলেন—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর।
ত্বমেকো মুহ্যমানানামপবর্গোঽসি সংসৃতেঃ ॥
ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥

---

*সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয়ের সৃষ্টি বা তৎ ক্ষোভের পূর্বে এবং প্রলয়কালে উপাধিভূত সত্ত্বাদি শক্তি সুপ্ত হওয়ায় অন্তর্যামী পরমাত্ম স্বরূপ ঈশ্বরে জীবগণ লীন হইয়া অবস্থান করিলে যে অদ্বিতীয়, অনাদি আদি পুরুষ প্রপঞ্চাতীত নিজরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই শ্রী অচ্যুত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নামরূপবিহীন জীবাত্মার নাম ও রূপ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া জীবগণের সৃষ্টিকরণাভিলাষিণী মায়া-শক্তিতে অন্তর্যামী রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন ও বেদাদি শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ সংযত করিয়া ও প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ করিয়া জ্ঞানী সাধুগণ উৎকণ্ঠা সহকারে নির্মল বুদ্ধিযোগে ইঁহার পরম পদ দর্শন করেন, ইনিই সকলের বুদ্ধি শোধন করিতে সমর্থ। বেদশাস্ত্র ও আগম শাস্ত্রে যাহার পবিত্র কথা সমূহ সাধুগণ গান করিয়া থাকেন ইনিই সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা। ইনি লীলাবিলাস হেতু বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন কিন্তু তাহাতে স্বয়ং লিপ্ত হন না। তমোগুণসম্পন্ন নৃপতিগণ অধর্মাচরণ করিলে ইনিই বিশ্বের স্থিতির নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া আপন ঐশ্বর্য্য ভক্তকৃপা ও অদ্ভুত কর্ম প্রদর্শন করেন। যদুবংশ পৃথিবীতে ধন্য, মথুরা পুণ্যতর, কারণ পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি শ্রীহরি জন্ম গ্রহণ করিয়া যদুবংশকে ও লীলা বিহার করিয়া মথুরাকে পবিত্র করিয়াছেন।

স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ।
বিধৎসে স্বেন বীর্যেণ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্॥
তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ॥

(ভাগবত, ১৷৭৷২২-২৪)

অনেকে মনে করেন যে শান্ত ভক্তিরসই শ্রীমদ্ভাগবতের স্থায়ী ও মুখ্য রস। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর পুত্র রূপে, পতিরূপে, সখারূপে, প্রিয়রূপে বা প্রভুরূপে অনন্তলীলা সম্পাদন করিলেও তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি, ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীভগবান। এই সংবিৎ অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় শ্রীমদ্ভাগবতে বিরাজ করিতেছে। কখনও দাস্য, সখ্য, বৎসল ও মধুর রসের অন্তরালে ইহা প্রচ্ছন্ন থাকে, কখনও বা স্বমহিমায় ইতররসকে অভিভূত করিয়া ইহা আত্মপ্রকাশ করে। শুদ্ধ শান্ত ভক্তি বলবতী হইলেও যখন ইহা রসান্তরের সহিত সংমিশ্রা হয় তথা শান্তভক্তি বৈচিত্র্যযুক্ত অধিক চমৎকারিণী হইয়া উঠে। শুভ্র তপনালোক সুন্দর কিন্তু ঐ শুভ্র আলোক বর্ণাঢ্য বস্তুতে প্রতিফলনের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইলে যে আরও সুন্দর হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম, নারদ, বিদুর, উদ্ধব প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তগণের ভক্তি শুদ্ধ শান্তস্বভাবা। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা পরিদর্শন করিলেও নরলীলাতেই চিত্ত সমাহিত করিয়া রাখেন নাই। নররূপী শ্রীকৃষ্ণকে সদা বৈকুণ্ঠাধীশ ভগবান বিষ্ণুরূপে প্রত্যক্ষ করিতেন। স্নেহ, প্রীতি বা বাৎসল্য প্রভৃতি ভাব তাঁহাদের চিত্ত আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্যময়ী ভাগবতী সত্তা নিয়ত আস্বাদন করিয়া পরম মধুর ভগবদ্রসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন। অর্জুন, যাজ্ঞসেনী, কুরুবণিতা প্রমুখ কৃষ্ণভক্তগণের ভক্তি শুদ্ধ শান্তাত্মিকা নহে। তাহাদের প্রীতি, সখ্য প্রভৃতি ভাবসমূহের সহিত ভগবত্‌স্বরূপোপলব্ধিজনিত অকৃত্রিম সংবিৎ মিশ্রিত হইয়া ভক্তিকে অভিনব মাধুর্য দান করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সখা, পতি বা প্রিয় নহেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানও। সখা, পতি বা প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা ভালবাসিয়াছেন, একান্ত আপন জন করিয়া লইয়াছেন, আবার তাঁহারই দুর্বিজ্ঞেয় ভাগবতী সত্তার অত্যুজ্জ্বল মহিমায় বিস্মিত ও অভিভূত হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মর্তে অনুষ্ঠিত প্রেমপরিপাটীময় লীলা সমূহের অসমোর্দ্ধ চমৎকারি মাধুর্য ও তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসমন্বিত ভগবত্তার মহিমা যুগপদ্ আস্বাদন করিয়াছেন।

রসিক ভক্তের নিকট শান্ত ভক্তিরস অপেক্ষা সখ্যাদি ভক্তিরস অধিক চিত্তাকর্ষী। জ্ঞানসংমিশ্রা শান্ত ভক্তি শ্রীভগবানের চিদৈশ্বর্যময় ভগবত্‌স্বরূপ উপলব্ধি করায়, সখ্য বাৎসল্যাদি ভক্তির দ্বারা তাঁহার মাধুর্যময় স্বরূপ আস্বাদিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকায় যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি

বলেন যে[১] ভক্তি ত্রিবিধা—গুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা। ইহাদের ফল যথাক্রমে জ্ঞান, জ্ঞানময়ী রতি ও প্রেম। জ্ঞানের দ্বারা চিৎসুখৈকময় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ হয়, জ্ঞানময়ী রতির দ্বারা চিদৈশ্বর্যময় ভগবৎস্বরূপ অনুভূত হয় ও প্রেমের দ্বারা তাঁহার মাধুর্যময় কৃষ্ণ-বলরামাদি স্বরূপ আস্বাদিত হয়। ভগবৎস্বরূপ বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও আস্বাদনভেদবশতঃ উহার ভেদ আরোপিত হইয়া থাকে।

প্রেম চতুর্বিধ, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল। ইহাদের মধ্যে বাৎসল্য প্রেম স্বভাব মহিমায় শ্রীকৃষ্ণকে অনুকম্প্যরূপে মমতার বিষয়ে পরিণত করে, তাঁহার ভাগবতৈশ্বর্য স্বয়ং অনুভূত হইলেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ আপন অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য বাৎসল্যবান্ ভক্তকে আস্বাদিত করান। জ্ঞান বা জ্ঞানময়ী রতির দ্বারা শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের যে আস্বাদন তাহা হইতে কোটি কোটি গুণে উৎকৃষ্ট আস্বাদন প্রেম ঘটাইয়া থাকে।

গুণহীন ও দোষযুক্ত পুত্র পিতামাতার নিকট সন্তাপহারী পরমাহ্লাদদায়ী চন্দ্রের অপেক্ষাও সুখজনক হইয়া থাকে। অতএব সর্বগুণমণ্ডিত নিরবধিকসুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ পুত্র-রূপে আবির্ভূত হইলে মমতারূপী প্রেম যে নিরবধিক আনন্দ দান করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই জ্ঞান ও প্রেমের প্রভেদ। অবিদ্যা মমতার দ্বারা জীবকে বদ্ধ করিয়া দুঃখের সৃষ্টি করে, প্রেম ও মমতার দ্বারা সুখ স্বরূপ শ্রীভগবানকে বদ্ধ করিয়া সুখ দান করে। দণ্ডনীয় ব্যক্তির বন্ধন রজ্জু নিগড় ইত্যাদির দ্বারা কৃত হয়, মাননীয় ব্যক্তির বন্ধন মূল্যবান সুগন্ধ বস্ত্রের দ্বারা কৃত হয়, সেইরূপ অবিদ্যাধীন জীব দুঃখ প্রাপ্ত হয়, প্রেমাধীন

১। সা চ ভক্তিস্ত্রিবিধা, গুণীভূতা, প্রধানীভূতা কেবলা চ। তাসাং চ ক্রমেণ জ্ঞানং, জ্ঞানময়ী রতিঃ, প্রেমা চেতি ফলানি। তত্র জ্ঞানেন কেবলং চিৎসুখৈকময়ং ব্রহ্মস্বরূপমেব, জ্ঞানময়রত্যা চিদৈশ্বর্য্যময়ং ভগবৎস্বরূপমেব, প্রেম্না তু মাধুর্য্যময়ং কৃষ্ণরামাদিস্বরূপমেব আস্বাদ্যতে। স্বরূপস্য বস্তুতঃ ঐক্যেঽপ্যাস্বাদনভেদাদ্ভেদাতিদেশঃ।

প্রেমা চ দাস্যসখ্যবাৎসল্যোজ্জ্বলভেদাচ্চতুর্বিধঃ। তেষ্বপি মধ্যে বাৎসল্যপ্রেমা স্বস্বভাবমহিম্নৈব কৃষ্ণমনু-কম্প্যত্বেন মমত্বাতিশয়বিষয়ীকৃত্য স্পষ্টমপ্যৈশ্বর্য্যং স্বয়মনুভূয়মানত্বং প্রাপ্তমপি তথা আচ্ছাদয়তি যথা তন্ময়তারসনয়া নিবদ্ধো বশীভূয় স কৃষ্ণঃ স্বমাধুর্য্যমপারমন্যানাস্বাদ্যং বাৎসল্যপ্রেমবজ্জনম্ আস্বাদয়তি। জ্ঞানেন বা জ্ঞানময়রত্যা বা সচ্চিদানন্দাত্মকবস্তুনাং য আস্বাদস্তস্মাৎ কোটিকোটিগুণিতং মমতাহেতুকমাস্বাদং প্রেমা প্রবর্ত্তয়তি। তথাহি সর্ব-সন্তাপনিবর্ত্তকাৎ পরমাহ্লাদকাৎ দৃশ্যমানাচ্চন্দ্রাদপি সকাশাৎ সর্ব্বগুণহীণোঽপি কালত্বাদিদোষযুক্তোঽপি দৃশ্যমানঃ স্বপুত্রো যৎ সুখমধিকং ধত্তে তত্র মমতৈব যদি কারণং, সর্বগুণমণ্ডিতে স্বভাবাদেব নিরবধিকসুখপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রীভূতে নিরবধিকৈব সা মমতা প্রেমনিষ্ঠা কিমুতেতি জ্ঞানপ্রেম্নোর্ভেদো বিবৃতঃ। যথা হি অবিদ্যা স্ববৃত্ত্যা মমতয়া জীবং দুঃখয়িতুমেব বধ্নাতি তথৈব প্রেমা স্ববৃত্ত্যা মমতয়েশ্বরং সুখরূপমপ্যতিসুখয়িতং বধ্নাতি। যথা দণ্ডনীয়জনস্য গাত্রবন্ধনং রজ্জুনিগড়াদিনা, মাননীয়জনস্যাপি গাত্রবন্ধনমনর্ঘসুগন্ধসূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণকঞ্চুকোষ্ণীষাদিনেত্যবিদ্যাধীনো জীবো দুঃখী। প্রেমাধীনঃ কৃষ্ণোঽতিসুখীতি। কিঞ্চ যথৈবাবিদ্যয়া স্বতারতম্যেন জ্ঞানাবরণতারতম্যাজ্ জীবস্য পঞ্চবিধক্লেশতার-তম্যং বিধীয়তে, তথৈব প্রেম্নোঽপি স্বতারতম্যেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যাবরণতারতম্যাৎ স্ববিষয়াশ্রয়য়োরনন্তপ্রকারং সুখতার-তম্যং বিধীয়তে ইতি। তত্র কেবলঃ প্রেমা শ্রীযশোদাদিনিষ্ঠঃ স্ববিষয়াশ্রয়ৌ মমতারসনয়া নিবধ্য পরস্পরবশীভূতো বিধায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকমাবৃত্য যথাধিকং সুখয়তি ন তথা দেবক্যাদিনিষ্ঠৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিলিতত্বেন প্রাবল্যাভাবাৎ।

পৃঃ ৫৪-৫৫।

শ্রীকৃষ্ণ সুখ লাভ করেন। অবিদ্যার তারতম্য অনুসারে জ্ঞানাবরণের তারতম্যহেতু জীব পঞ্চবিধ ক্লেশ অনুভব করে। প্রেমের তারতম্য অনুসারে জ্ঞানৈশ্বর্যাদি আবরণের তারতম্য হেতু স্ববিষয় আশ্রয় অর্থাৎ ভগবান ও ভক্তের অনন্ত প্রকার সুখের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। শ্রীযশোদাদিনিষ্ঠ শুদ্ধ প্রেম মমতা দ্বারা বিষয় ও আশ্রয় উভয়কেই বশীভূত করায় ও জ্ঞান ও ঐশ্বর্য আবৃত করায় যেরূপ অধিক সুখ সৃষ্টি করে দেবক্যাদিনিষ্ঠ ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম প্রাবল্যাভাব হেতু সেইরূপ সুখ সৃষ্টি করিতে পারে না।[১]

শ্রীভগবান শুধু জ্ঞানস্বরূপ নহেন, তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ ও মধুস্বরূপ। আপন রসস্বরূপের আস্বাদনই তাঁহার মর্তে লীলা সম্পাদনের প্রধানতম উদ্দেশ্যে। জ্ঞানস্বরূপ-কে প্রচ্ছন্ন করিয়া রসস্বরূপ যত বেশী প্রকাশ লাভ করে ও রসস্বরূপের মাধুর্য যত বেশী ভক্ত চিত্ত মোহিত করিয়া ভগবানের সংবিদাত্মক স্বরূপকে বিস্মৃত করায়, ততই তাঁহার লীলা-পরিগ্রহ সার্থকতা লাভ করে। সেইজন্য ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধপ্রেমাত্মিকা ভক্তি শুধু ভক্তের নহে স্বয়ং ভগবানেরও অধিক আনন্দ দান করে। ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান অটুট করিয়া রাখে, ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা শুদ্ধ প্রেমাত্মিকা ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের ব্যবধান দূরীভূত করিয়া ভগবানকে ভক্তের একান্ত আপন জনে পরিণত করে।

বাৎসল্য, সখ্য প্রমুখ ঐশ্বর্যজ্ঞাননির্মুক্ত শুদ্ধ প্রেমবিশেষ। ভগবান বাসুদেবের প্রতি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মৈত্রী সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন নয় বলিয়া শুদ্ধ প্রেম স্বরূপ নহে। তাহাতে শান্ত ভক্তির সংমিশ্রণ ছিল। সেইজন্য বাসুদেব অর্জুনের সখ্যভক্তিতে আনন্দিত হইলেও আপনার ভাগবতী সত্তা বিস্মৃত হইয়া অর্জুনের নিকট সম্পূর্ণরূপে ধরা দেন নাই। পার্থ ও পার্থসারথির মধ্যে ব্যবধান চিরদিনই থাকিয়া গিয়াছে। ব্রজবালকগণের সখ্যভক্তি ঐশ্বর্য জ্ঞানের দ্বারা সঙ্কুচিত নহে বলিয়া ভগবান আপন ভাগবতী সত্তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া নরবালকরূপে তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। কালিয়দমন, অঘাসুরবধ ইত্যাদি লীলা সম্পাদন কালে তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সখ্যান্ধ ব্রজ-বালকগণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের একজন মনে করিতেন। তাঁহাদের এবম্বিধ নির্মল শুদ্ধ প্রেমাত্মিকা ভক্তিতে অবাঙ্‌মানসগোচর বিশ্ব বিধাতা পরাভূত হইয়া ধরা দিয়াছেন।[২]

১। ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তির ত্রিবিধ অভিব্যক্তি—হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী। হ্লাদিনী শক্তিহেতু তিনি আনন্দ স্বরূপ,—সম্বিৎ শক্তিহেতু তিনি চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ ও সন্ধিনী শক্তিহেতু তিনি সৎ স্বরূপ। জ্ঞান ও আনন্দে ভেদ আছে। জ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য ও আনন্দ হৃদয়গ্রাহ্য। জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিতে হয় ও আনন্দকে আস্বাদন করিতে হয়। জ্ঞানে বিষয় ও অধিকারী অভিন্ন, আনন্দে বিষয় ও অধিকারী ভিন্ন, নচেৎ আনন্দের আস্বাদন সম্ভব নহে। জ্ঞান ও আনন্দ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। জ্ঞানের পর্যাবসান আনন্দেই।

২। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ভাঃ, ১০।১২।১১।

ব্রজকিশোর শ্যামসুন্দর ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াও ভক্তের প্রেম অবহেলা করিতে পারেন না। তিনি ভক্তের নিরবদ্য প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রেম-পারতন্ত্র্যের দ্বারা ভাগবতী সত্তার সঙ্কুচনেই তাঁহার আনন্দ। যত তাঁহার ভগবত্তার বিলোপ হয় ততই তাঁহার আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবতের দশমস্কন্ধ স্থিত

'গোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা' ॥ (ভাঃ, ১০।১৩।১৫)

শ্লোকের টীকায় অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—'কৃষ্ণো হি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনীকৃতব্রহ্মাদিস্বাংশপর্যন্তোঽপি প্রেম্নঃ খল্বধীন এব, প্রেমা তু ন তস্যাধীন ইতি প্রেম্নি তস্য প্রভুত্বাভাবাৎ, তেন প্রেমা সঙ্কোচিতীকর্তুমশক্যঃ। অতএব স্বামিচরণৈরপ্যুক্তম্ 'এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেণাপি দুর্নিবার'মিতি। স চ প্রেমা বাৎসল্যাদিরূপস্তন্মাত্রাদিষু বিরাজতে ইতি। কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদিসমীপে স্বৈশ্বর্যমননুসন্দধানোঽধীনীভূত এব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। ন চ মহামহেশ্বরস্য তস্যৈবং পারতন্ত্র্যং দূষণমিতি বাচ্যং প্রত্যুত ভূষণমেব, যথা জীবস্য মায়াপারতন্ত্র্যং দুঃখার্থকং তথৈবেশ্বরস্যানন্দ-রসময়স্যাপি প্রেমপারতন্ত্র্যং প্রতিক্ষণবর্ধমানং নিরতিশয়ানন্দার্থকমেবেতি মহানুভবৈরনু-ভূতম্।[১]

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে সুদক্ষ অভিনেতা যখন স্বীয় ব্যক্তিসত্তা বিস্মৃত হইয় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক পাত্রে পর্যবসিত করিতে পারে তখনই তাহার অভিনয় নৈপুণ্য পরপ্রকর্ষ প্রাপ্ত হয়।[২] ভগবান অচিন্তনীয় সর্বব্যাপী ভগবদ্রূপ পরিত্যাগ করিয়া দেশকালাবচ্ছিন্ন

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যগম্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্॥ ভাঃ, ১০।১২।১২

১। যদিও কৃষ্ণের মহামহেশ্বরত্বহেতু ব্রহ্ম হইতে স্বাংশ পর্যন্ত তাঁহার অধীন তথাপি তিনি প্রেমের অধীন, প্রেম তাঁহার অধীন নহে। প্রেমের উপর তাঁহার প্রভুত্ব নাই বলিয়া প্রেমকে সঙ্কুচিত করিতেও তিনি সমর্থ নহেন। স্বামিচরণ বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ ও এই বৈষম্য নিবারণ করিতে পারেন না। বাৎসল্য ইত্যাদি রূপে প্রেম শ্রীকৃষ্ণের জননী প্রভৃতিতে বিরাজ করে। কৃষ্ণ তাঁহার জননী প্রভৃতির নিকটে আপন ঐশ্বর্য্য আস্বাদন করেন না। মহারাজ চক্রবর্ত্তীর কাছে মণ্ডলেশ্বর যেরূপ অধীন হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ জননী প্রভৃতির নিকটে অধীন হইয়া থাকেন। তিনি মহামহেশ্বর হইলেও তাঁহার এইরূপ পারতন্ত্র্য দোষের নহে, প্রত্যুত তাহা তাহার ভূষণই। মায়া-পারতন্ত্র্য যেরূপ জীবের দুঃখজনক, প্রেমপারতন্ত্র্য ও আনন্দরসময় শ্রীভগবানের সদাবর্ধনশীল নিরতিশয় আনন্দের জনক, ইহা মহানুভব ভক্তগণ অনুভব করিয়া থাকেন।

২। ব্রহ্ম স্বরূপতোঽপি বিচিত্রলীলাময়ং ভগবৎস্বরূপমতিমধুরং শুকদেবাদিভক্তাত্মারামানুভবাদবসীয়তে। ভগবদ্বপুঃ সর্বব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নঃ ষড়্‌বিকাররহিতমপ্যপ্রাকৃতজন্মাস্তিত্ববৃদ্ধ্যাদিসহিতং তদ্রঙ্গাদিশূন্যমপি ক্ষুৎপিপাসাপ্রস্বেদভয়মোহসংগ্রামিকশস্ত্রঘাতাদিসহিতম্।

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত, ভাগবতের ১০।২৮।১৫ শ্লোকের টীকা)।

নররূপ ধারণ করিয়া যে বিচিত্র লীলা অনুষ্ঠান করেন তাহাদের মধ্যে ব্রজলীলাই সর্বাতিশায়ী মাধুর্য লাভ করিয়াছিল, কারণ ব্রজবালকদের সহিত ক্রীড়াবিলাসকালে স্বীয় ভগবত্তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া তিনি ব্রজবালকে পরিণত হইয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহার ঐশ্বর্যপ্রকাশ ভাগবতী সত্তার আস্বাদনের জন্য নহে, তাহা দুষ্ট নিগ্রহের জন্য সম্পাদিত হইত। তিনি বালসুলভ চপলতায় ভগবন্মহিমা প্রচ্ছন্ন করিয়া ব্রজবালকদের সহিত নানাবিধ ক্রীড়ায় রত হইতেন।[১]

সখ্য ভক্তির ন্যায় বাৎসল্য ভক্তিতে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ নিবিড়তম ও নিকটতম হইয়া উঠে। ভগবান ভক্তপ্রেমের সুবিপুল আকর্ষণে স্বীয় ভগবত্তা প্রচ্ছন্ন করিয়া নররূপে মর্তলোকে আবির্ভূত হন, ভক্ত তাঁহাকে একান্ত আপন জন রূপে পাইয়া তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্যময় রসস্বরূপ আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হয়। শান্তরসোপাসকগণ ঈশ্বরকে ষড়ৈশ্বর্যময় জানিয়া স্বীয় চিত্তবৃত্তি সকল সংহৃত করিয়া সমাহিতচিত্তে ঈশ্বরের সেবা করেন। এইরূপ

১। দ্রষ্টব্য ঃ

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎকৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ ॥
ক্বচিদ্‌গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥
অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সবল্গুকূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্ ॥
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
ক্বচিদ্ আহ্বায়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া ॥
চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ ॥
ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ভাঃ, ১০।১৫।৯-১৫

অথবা—

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥
তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ।
কৃষ্ণসংঘটিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥
আচেরু বিবিধা ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥
বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥
রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥
উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ভাঃ, ১০।১৮।১৯-২৪

ভক্তিতে জ্ঞানসংমিশ্রণহেতু প্রেমের ঐকান্তিকতার অভাববশতঃ পরম চরিতার্থতা সম্ভব হয় না।

শান্ত ভক্তির ন্যায় দাস্য ভক্তিতেও প্রেমের ঐকান্তিকতা নাই। দাসভাবাপন্ন হইয়া ভক্ত ভগবানকে উপাস্য মনে করেন। দাস ভক্তের ঈশ্বরপ্রীতি ঐশ্বর্যজ্ঞানের দ্বারা সঙ্কুচিত হওয়ায় দাস ভক্ত ভগবানের ভগবত্তার মহিমা যত অনুভব করেন তত তাঁহার রসস্বরূপ আস্বাদন করিতে পারেন না। ভগবানও সখা, পুত্র বা পতি রূপে ভক্তের যত বেশী অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন, উপাস্যের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তত অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন না। ফলে ভগবান স্বীয় ভগবৎস্বরূপ বিস্মৃত হইতে পারেন না বলিয়া পরম মধুর রসস্বরূপের আস্বাদন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

সখ্য, বাৎসল্য বা প্রীতির আবেশে ঐশ্বর্যজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হওয়ায় তত্তদ্ভাবান্বিত ভক্তগণ ভগবানকে নিকটতম আত্মীয় জ্ঞানে যখন স্তন্যপান করাইতে বা বদ্ধ করিতে, স্কন্ধে আরোহণ করিতে অথবা প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কেলি বিলাসে রত হইতে প্রয়াস পান, দাসাভাবাপন্ন ভক্তের ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রীতিকে বিবশ করিয়া প্রকট অবস্থায় বর্তমান থাকায় তাদৃশ ভক্ত ভগবদ্দর্শন লাভে আপনাকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন। মথুরাধিপ কংসের আদেশে ব্রজপুর হইতে ব্রজেন্দ্রকিশোর শ্রীশ্যামসুন্দরকে আনয়ন করিবার সময় অক্রূরের উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।[১]

১। অক্রূর বলিয়াছেন—

কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্॥
মমৈতদ্দুর্লভং মন্য উত্তমশ্লোকদর্শনম্।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্তনং শূদ্রজন্মনঃ॥
মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎ তরতি কশ্চন॥
মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ॥
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥
কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং
দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ
পূর্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা॥ ভাগবত, ১০।৩৮।৩-৭।
... ...
য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ
স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।
স্বমায়য়াত্মন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া
প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে॥
যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈঃ
বাচো বিমিশ্রা গুণকর্মজন্মভিঃ।

প্রেম ভক্তি শুদ্ধ প্রেমাত্মিকা। ইহাতে ঐশ্বর্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তা প্রচ্ছন্ন করিয়া নরলীলার অনুপম মাধুর্য ভক্তচিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ভগবান ভক্তের নিকট মুনিজনসংসেবিত অনাদি, গুণাক্রিয়াদিবিহীন পরম পুরুষ নহেন, তিনি পীতবস্ত্রপরিহিত বনমালাসুশোভিত, অখণ্ড মধুর প্রেমাস্পদ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকিশোর। ভগবান ও ভক্তের ঐকান্তিক প্রেমের আকর্ষণে ভগবন্মহিমা বিস্মৃত হইয়া প্রেমপরিপাটিময় নরলীলাতে সমাহিত হইয়া থাকেন। বাৎসল্য বা সখ্যভাবাপন্ন ভক্তের নিকট কখনও কখনও ভগবদৈশ্বর্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে প্রেমাভাবাপন্ন ভক্তের নিকঠ উহা সদাই প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রেমভক্তিই দ্বাদশবিধ মুখ্য বা গৌণ ভক্তির মধ্যে সর্বোত্তমা। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ ইহাকে মধুর বা উজ্জ্বল রস আখ্যা দান করেন।

কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কৃষ্ণপ্রেমে বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বর্ণিত সমঞ্জসা ও সমর্থা রতির চরমতম অভিব্যক্তি। কৃষ্ণপ্রীতি সম্ভোগেচ্ছাবিহীন হইলে সমর্থা রতি, ও সম্ভোগেচ্ছাযুক্ত হইলে সমঞ্জসা রতিতে পরিণত হয়। এই বিষয়ে মধুর ভক্তি রস অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কুব্জার প্রেম সমঞ্জসারতিময়ী কারণ, উহাতে সম্ভোগস্পৃহা বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জীর্ণ দেহে রূপ-যৌবন দান করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ পূর্বক বলিলেন—

'এহি বীর, গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥

(ভাঃ, ১০।৪২।১৫)

গোপবধূগণের কৃষ্ণপ্রীতি সমর্থারতির সর্বোত্তম প্রকাশ। নিরুপাধিক প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তিহেতু ইহা মহাভাবদশাতে উন্নীত। সম্ভোগেচ্ছাস্পর্শরহিত বলিয়া এ প্রেমের আনন্দ প্রাকৃত আনন্দের ন্যায় উচ্ছল নহে, আত্মাভিমানের ছায়ায় কলুষিত নহে, ইহা শুদ্ধ, নির্মল, অন্তহীন ও সুগভীর। ইহা সর্ববিস্মারিগন্ধ ও সান্দ্রতম। লোকধর্ম, বিধিধর্ম, স্বজন, আর্যপথাদিকথিত কোন বাধা ইহার দুর্নিবার গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে না। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

প্রাণন্তি শৃণ্বন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ
যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ ॥
স চবেতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে
স্বসেতুপালামবর্য্যশর্ম্মকৃৎ।
যশো বিতন্বন ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্ ॥
তস্যৈব নূনং মহতাং গতিং গুরুং
ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্।
রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং
দ্রক্ষ্যে মমাসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ ॥ ভাগবত, ১০।৩৮।১১-১৪।

গীতায় "মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) এই ভগবদ্বাণীতে যে শরণাগতি উপদিষ্ট হইয়াছে ভাগবতে বর্ণিত গোপীপ্রেম তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গোপীপ্রেমের এইরূপ আনন্দ, মাধুর্য ও অসামান্য গভীরতা অনুভব করিয়া উদ্ধব বলিয়াছেন—

'আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গোপবধূগণের অনন্যগত প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের জন্ম সার্থক। মুমুক্ষু মুনিগণ ও মাদৃশ ভক্তগণ ঈদৃশ প্রেমভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যিনি কৃষ্ণকথারসিক তাঁহার ব্রহ্মজন্মাদিতে কি প্রয়োজন।

রাসোৎসবে স্বয়ং কৃষ্ণরূপী ভগবান ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া গোপীগণের অভীপ্সা পূরণ দ্বারা যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার বক্ষোলগ্ন সুরযোষিদ্‌গণেরও তাদৃশ অনুগ্রহ লাভে সামর্থ্য নাই। অন্য স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভব? যাহারা দুস্ত্যজ আত্মীয়বর্গ ও লোকমার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি সমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ পদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন আমি বৃন্দাবনের গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্ম লতাদির কোন একটি রূপে জন্ম গ্রহণ করিব।'[১]

স্বয়ং ভগবানও গোপীপ্রেমের মহত্বে বশীভূত হইয়া গোপবধূগণের বাহুপাশে ধরা দিয়াছিলেন। স্বয়ং মধুময় আনন্দ স্বরূপ হইয়াও ব্রজবধূগণের অভিনব প্রেমমাধুরী আস্বাদন করিয়া অনুভূত আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। যে ঋণে ব্রজ সুন্দরীগণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিতে তিনি অক্ষম—

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥'

(ভাগবত, ১২।৩২।২১)

১। এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্ম-জন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ ভাঃ, ১০।৪৭।৫৮।
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ভাগবত, ১০।৪৭।৬০-৬১।

শুধু গোপীগণের সেবা গ্রহণেই তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। তিনি প্রেয়সীগণের আনন্দ বিধানের জন্য তৎপর হন; বিভিন্ন লীলা অনুষ্ঠান করিয়া প্রেয়সীগণের মধ্যে আপনার প্রেম সুধা বিতরণ করেন:

‘প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চেঽস্মিন্ বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥’

(ভাগবত, ১০।৪৭।৩৭)

এইরূপ পারস্পরিক প্রীতিবিধানেচ্ছা প্রেমভক্তিকে অসামান্য মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণে পর্বতসম্ভবা স্রোতস্বিনী যেরূপ দুর্বার গতিতে তদভিমুখে ধাবিত হয়, দুর্লঙ্ঘ্য শিলার বন্ধন তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমপ্রবাহ সেইরূপ দুর্দ্দমনীয় গতিতে কৃষ্ণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল, কোন বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ফুল্লমল্লিকাসুরভিত চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল পৌর্ণমাসী শারদীয়া রজনীতে রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ রমণাভিলাষী হইয়া যোগমায়াকে সমাশ্রয় পুর্বক মুরলীতে যখন সুরসংযোজনা করিলেন তাহার বিশ্বমোহিনী বেণুগীতি ব্রজসুন্দরীগণের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল। মুহূর্তের মধ্যে গো-দোহণ, অনুরাগ, গুরুজনশুশ্রূষা ইত্যাদি অর্ধসমাপ্ত সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদিনী-প্রায় কেলিকুঞ্জে আসিয়া তাহারা প্রিয়তমের চরণপ্রান্তে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ নিষেধ করিলেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না। তাহাদের চিত্ত গোবিন্দে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন। যে গোপাঙ্গনা বহির্গত হইতে না পারিয়া গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহার চিত্ত পুর্ব হইতে কৃষ্ণে আসক্ত থাকায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া রহিলেন।[১]

রসিকশেখর ব্রজবধূগণের নিরবদ্য প্রেম আস্বাদন করিয়া প্রীত হইলেন। তথাপি তদীয় প্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা পরীক্ষা করিবার মানসে তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন

১। নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিৎ দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।
তাঃ বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ॥
অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ ভাগবত, ১০।২৯।৪-৯।

করিতে অনুরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'পতিসেবা, গুরুজনশুশ্রূষা ও সন্তানপালন নারীর ধর্ম। স্বামী দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, কর্মশক্তিহীন ও মহারোগগ্রস্ত হইলেও ইহলোক ও পরলোক আকাঙ্ক্ষায় নারীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। উপপতির সেবা কুলনারীগণের পক্ষে যশোনাশক, ও নিন্দাজনক। ইহা ছাড়া, আমার কথা শুনিয়া যেরূপ প্রেম উৎপন্ন হয় আমার নিকটে অবস্থান করিলে তদ্রূপ হয় না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।'[১]

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এইরূপ নিদারুণ বাকা শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ অশ্রুপ্লুতনয়নে যাহা বলিলেন তাহাতে প্রেমের সর্বোত্তম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা একথা বলিলেন—

'হে বিভো, এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য আপনার বলা উচিত নহে। আমরা সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূল সেবা করিতেছি, অতএব আমাদিগকে গ্রহণ করুন। আদি পুরুষ যেরূপ মুমুক্ষুগণকে অনুগ্রহ করেন আপনি আমাদের সেইরূপ অনুগ্রহ করুন।

আপনি বলিয়াছেন, পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা স্ত্রীলোকদের স্বধর্ম, তাহা ঈশ্বররূপী আপনার সেবায় সিদ্ধ হউক। আপনি সকল প্রাণীর প্রিয়তম আত্মা ও বন্ধু।

আত্মরূপী সচ্চিদানন্দময় আপনাতে আত্মহিতৈষী ব্যক্তি ভক্তি করিয়া থাকে। পতি, পুত্র প্রভৃতি সেবায় ফল কি? তাহারা বিবিধ পীড়া দিয়া থাকে। হে পরমেশ্বর, আপনার প্রতি আমাদের চিরদিনের বদ্ধ আশা ছিন্ন করিবেন না। আমাদের যে চিত্ত এতদিন গৃহধর্মে মগ্ন ছিল ও যে হস্ত গৃহকর্মে রত ছিল আপনি তাহা হরণ করিয়াছেন। পদদ্বয় আপনার পাদমূল হইতে চালিত হইতেছে না। আমরা কিরূপে ব্রজে ফিরিব বা তথায় যাইয়াই বা কি করিব?'[২]

ব্রজসুন্দরীদের এই উক্তিতে তাঁহাদের প্রেমের যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে

১। ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যো লোকেপস্সুভিরপাতকী ॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতং চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ ॥
শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ ধ্যানান্ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ভাগবত, ১০।২৯।২৪-২৭।

২। মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্ত্যা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্।
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥

তাহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর কামগন্ধবিহীন শুদ্ধ প্রেমের আর কি স্বরূপ কল্পিত হইতে পারে? এইরূপ প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, ইহার আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতর।

শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তা ব্রজসুন্দরীদের অবিদিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণই যে আদি-পুরুষ এ জ্ঞান তাহাদের চিত্তে সদা জাগরূক ছিল। কিন্তু এই ভগবদৈশ্বর্যসংবিৎ তাঁহাদের সুনির্মল কৃষ্ণপ্রীতিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বরং ইহা কৃষ্ণপ্রেমকে আরও সুনিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

'নন্থ পূর্ণপ্রেম্ন ঐশ্বর্যজ্ঞানাবরকত্বাদাসাঞ্চ সম্পূর্ণপ্রেমবত্বাৎ কথমেতাদৃশমৈশ্বর্যজ্ঞানং সম্ভবেৎ। উচ্যতে, নারদ-পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তলক্ষণো ভক্তিরসামৃতাদিষু ব্যাখ্যাতঃ প্রেমা হ্যনি-শনৈসর্গিকৌষ্ণ্যশৈত্যবান্ বিরহসংযোগরসানুভাবকোঽপি। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরা-র্ধগুণীকৃতঃ, নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি' ইতি রসামৃতোক্তের্ব্রহ্মানন্দানুভবপরঃ পরার্ধাধিকোঽপি বিরহে তীব্রাংশুকোটেরপ্যধিকং সন্তাপয়ন্নৈশ্বর্যমাধুর্যসম্বন্ধিনঃ সর্বানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়ত্যেব। ন তু কাংশ্চিদাবৃণোতি, বিরহস্য সূর্যতুল্যত্বেন সর্ব-প্রদ্যোৎকত্বাৎ, সংযোগে তু সুধাংশুকোটেরপ্যধিকমাহ্লাদয়ন্মাধুর্যময়ানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়তি। সংযোগস্য সুধাংশুতুল্যত্বেন সুধয়া মাদনাদেরৈশ্বর্যাবরণাৎ। যত্র সংযোগে-ঽপ্যৈশ্বর্যং প্রদ্যোততে তত্র প্রেম্ন এবাপূর্ণত্বমবগন্তব্যম্, তত্র ত্বাসাং ভাবিবিরহভাব-নাবতীনাং বিরহ এব ইয়ং মাহাত্ম্যস্ফূর্তিরপি। প্রেমা হি অসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি।'

(ভাগবতের ১০।২৯।৩৭ শ্লোকের ভাষ্য।)

অর্থাৎ ঐশ্বর্য জ্ঞান পূর্ণ প্রেমকে আবৃত করিয়া রাখে। ব্রজসুন্দরীগণ সম্পূর্ণ প্রেমবতী। তাঁহাদের ঐশ্বর্যজ্ঞান কিরূপে সম্ভব? নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে যে প্রেমের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, ভক্তিরসামৃতাদি গ্রন্থে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই প্রেম সদা বিরহ ও সংযোগ রসানুভবযুক্ত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মানন্দ কোন ভাবেই ভক্তিসুখের কণামাত্রের তুল্য নহে। এইরূপ প্রেম যাহা ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতর তাহা

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেব মে তদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥
কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥
চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহকৃত্যে।
পাদৌ পাদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা॥ ভাঃ, ১০।২৯।৩২-৩৪।

বিরহকালে সূর্য অপেক্ষা অধিকভাবে সন্তাপিত করিয়া ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যসম্বন্ধী সকল গুণ প্রকাশিত করে, বিরহ সূর্যের ন্যায় সর্বপ্রকাশক বলিয়া ভগবানের কোন গুণই বিরহকালে আবৃত থাকে না। সংযোগকালে প্রেম চন্দ্র অপেক্ষা অধিকভাবে আহ্লাদ দান করে বলিয়া ভগবানের শুধু মাধুর্যময় গুণই প্রকাশিত হয়। সংযোগ চন্দ্রতুল্য বলিয়া মাদনের আনন্দ ঐশ্বর্যকে আবৃত করে। যখন সংযোগেও ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয় তখন প্রেমের পূর্ণতা নাই। ব্রজসুন্দরীগণের সংযোগকালেও ভাবী বিরহের চিন্তায় ক্লিষ্ট হওয়ায় বিরহকালীন প্রেমের দ্বারাই ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকটন ঘটিয়াছে। প্রেম অপ্রকাশিত মাহাত্ম্যকেও প্রকাশ করে।

প্রেম যখন চরম প্রকর্ষ প্রাপ্ত হয় তখন কান্তাকান্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। নায়ক নায়িকার এইরূপ অভেদোপলব্ধিই প্রেমপরিপাকের বহির্লক্ষণ। কৃষ্ণবিলাসিনী ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন। নিরন্তর কৃষ্ণ চিন্তায় তাঁহাদের অন্তর বাহির বিশ্বভুবন কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণের সহিত ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় তাহারা আপনাদের কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন। এই অভেদানুভূতিতেই তাঁহাদের প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ প্রেমপরিপাকজনিত চিত্তের এইরূপ অবস্থাকে দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া থাকেন।[১]

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদের পরিত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে ব্রজসুন্দরীগণ তদ্গতচিত্ত হইয়া 'আমি সেই কৃষ্ণ' এই জ্ঞানে তদীয় গমন, হাস্য, অবলোকন ক্রীড়াকেলি বিলাস ইত্যাদি আচরণ করিতে লাগিলেন।[২]

১। এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে॥

উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ।

২। ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥
কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন শকটায়তীম্॥
দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ॥
কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্॥
আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণ স্তমনুকুর্বতীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি॥
কস্যাংচিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাথাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ॥
মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্॥
আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্॥

আত্মাভিমান শুদ্ধ প্রেমের প্রতিবন্ধক। সর্ববিধ আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরের চরণে একান্তভাবে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারিলেই ঈশ্বরপ্রীতি সার্থকতা লাভ করে। আত্মাভিমানের লেশমাত্র নিষ্কলুষ ঈশ্বরপ্রেমকে স্পর্শ করিলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ও ঈশ্বরও দূরে থাকিয়া যায়। ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তে আত্মাভিমান উদিত হইবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে ব্রজসুন্দরীগণের প্রেম সুতীব্র বিরহানলে দগ্ধ হইয়া নিষ্কলুষ পরম শুদ্ধ প্রেমে পরিণত হইল। বিপ্রলম্ভই সম্ভোগসুখকে পরম রমণীয় করিয়া তুলে—'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ো রাগ এবাভিবর্ধতে।' (উজ্জলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ, শ্লোক ৩।) পূর্ণতম সম্ভোগ ও পূর্ণতম বিপ্রলম্ভের দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের ও বৃষভানুনন্দিনীর শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ মধুর রস পূর্ণতমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—'পূর্ণতমাভ্যাং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং শৃঙ্গাররসোঽপ্যত্র পূর্ণতমত্বমাপন্নতাম্—(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত ভাগবতের ১০।৩০।৩৮ শ্লোকের ভাষ্য।)

উক্ত পঞ্চবিধ মুখ্য ভক্তিরস ব্যতীত হাস্য প্রমুখ সপ্তবিধ গৌণ ভক্তিরসও শ্রীমদ্ভাগবতে বিভিন্ন উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গৌণ ভক্তিরস গুলির মাধুর্য শান্তাদি-মুখ্যভক্তি রসের মাধুর্যের ন্যায় ব্যাপক ও স্থায়ী নহে। গৌণ ভক্তিরস গুলি মুখ্যভক্তিরসগুলিকে পরিপোষিত করে ও উহাদের অধিক রমণীয় করিয়া তুলে, কখনও উহারা ভগবান বাসুদেবের ভাগবতী সত্তার মহিমা প্রকট করে।

সপ্তবিধ গৌণ রসগুলির মধ্যে অদ্ভুত রসের ব্যাপ্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। নররূপী শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যব্যঞ্জক বিস্ময়াবহ বাল্যাদি লীলা সমূহকে অবলম্বন করিয়া অদ্ভুত রস প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অদ্ভুত রস শুধু যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে তাহা নহে, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর ও দাস্যরসকে পরিপোষিত করিয়া তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞানসম্ভূত অদ্ভুত রস ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন ভক্তচিত্তকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না বলিয়া উহা বাৎসল্যাদি রসকে সঙ্কুচিত করে না। পুত্র স্নেহে বিগলিত হৃদয়ে মাতা যশোদা স্বয়ং ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তন পান প্রায় শেষ হইয়াছিল, যশোদা দেবী তাঁহার মনোহর ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদন চুম্বনাদি দ্বারা লালন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভন করিলে যশোদাদেবী তাঁহার মুখমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকল বর্তমান রহিয়াছে দেখিলেন। যশোদাদেবী পুত্রের বদন

তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥
বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্থিতি।
ভীতা সুদৃক্‌পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্॥

ভাঃ, ১০।৩০।১৬-২৩।

মধ্যে নিখিল বিশ্ব দর্শন করিয়া কম্পিত কলেবরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন—কিন্তু এই বিস্ময় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপত্যস্নেহকে মন্দীভূত করিতে পারিল না। "ন ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানসম্ভ্রান্ত্যা বাৎসল্যে শিথিলাভবৎ।" (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত ১০।৭।৩৭ শ্লোকের টীকা) পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, যমালার্জুন উৎপাটন, বকাসুর বিনাশ, কালিয়দমন প্রভৃতি অভূতপূর্ব বালক শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিয়া গোপ, গোপবধূ ও গোপ বালকগণের চিত্তে যে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় তাহার সংমিশ্রণে তাহাদের স্নেহ ও প্রীতি মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বকাসুর বধ করিয়া ফিরিয়া আসিলে গোপ গোপীগণ তাঁহাকে তৃষিত নয়নে পরম ঔৎসুক্য সহকারে দেখিতে লাগিলেন।[১]

এই ঔৎসুক্যমিশ্র তৃষ্ণাসৃজনেই অদ্ভুত রসের চরিতার্থতা। শ্রীকৃষ্ণ যখনই কোন বিস্ময়কর লীলায় লিপ্ত হইয়াছেন স্নেহান্ধ গোপীগণের ভয় মিশ্রিত উৎকণ্ঠা দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ধিত উৎকণ্ঠা তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহজাত প্রীতিকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

করুণ বিপ্রলম্ভ রস সম্ভোগ শৃঙ্গারের বিপরীত রূপে পরিগণিত হইলেও ভক্তিরস-শাস্ত্রে উহা তাহার পরিপোষক। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্রজবধূ ও গোপগণের আর্তি বেদনা কৃষ্ণপ্রেমকে তীব্রতর করিয়া সর্বাতিশায়ি মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। সম্ভোগস্পৃহাহীন মিলনের আনন্দ পরম শুদ্ধ হইলেও ব্রজবধূগণের চিত্তে আত্মাভিমানের ছায়া সৃজন করিয়াছিল। বিরহের প্রদীপ্ত হোমানলে সকল মালিন্য ভস্মীভূত হওয়ায় কৃষ্ণ-প্রেম নিষ্কলুষ পরমার্থে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণ কংসের আহ্বানে মথুরায় যাত্রা করিলে কৃষ্ণগতহৃদয়া ব্রজবধূগণ আকুলভাবে যে করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহাদের নিরবচ্ছ কৃষ্ণপ্রীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রজবধূ শোকবিগলিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন ঃ

'অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্‌ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥
যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদনস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্॥

১। শ্রুত্বা তদ্বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ।
প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ॥ ভাঃ, ১০।১১।৫৪।

.... ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম ন
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ॥' (ভাঃ ১০।৩৯।১৯—২১)

ব্রজবধূগণের এই করুণ বিলাপোক্তির প্রতিটি শব্দ যেন প্রেমাপ্লুত হৃদয়কে মথিত করিয়া নির্গত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তা যত বেশী অভিব্যক্ত হইয়াছে রাসমণ্ডলে রসিকশিরোমণির সহিত রমণকালীন আনন্দোচ্ছ্বাস তত বেশী অভিব্যক্ত হয় নাই। করুণরসের অভিব্যক্তি ভাগবতের অন্যত্রও দেখা যায়। যথা প্রথম স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৫-২১ শ্লোকে অর্জুনকৃত শ্রীকৃষ্ণের বিরহসূচক বিলাপ বাক্য, তৃতীয় স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে ১৬-২১ শ্লোকে শোকব্যাকুল বিদুরের প্রতি কৃষ্ণবিরহে ব্যথিতচিত্ত উদ্ধবের উক্তি প্রভৃতি।

রৌদ্র, ভয়ানক, বীর ও বীভৎস রস প্রত্যক্ষভাবে ভক্তিরসের অনুকূল না হইলেও নররূপে মর্তলোকে আবির্ভূত ত্রিলোকাধীশের ষড়ৈশ্বর্যময়ী ভাগবতী সত্তা প্রকটিত করিয়া পরোক্ষভাবে ভক্তিরসের মাধুর্য বর্ধিত করিয়াছে। রৌদ্রাদিরসব্যঞ্জক ভগবান বাসুদেবের বিচিত্র লীলা প্রেমান্ধ ভক্তহৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য জ্ঞান উদ্বোধিত করিয়া ভগবৎপ্রেমপ্রবাহকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। রৌদ্রাদি রসের আশ্রয় কংস শিশুপাল প্রভৃতি কৃষ্ণবিদ্বেষিগণ, কিন্তু ইহাদের আলম্বন শৃঙ্গাররসসর্বস্ব শিখিপুচ্ছবিভূষণ গোপীজনমনোহর ব্রজেন্দ্রদুলাল নহে, অচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত দুষ্টনিগ্রহকারী নররূপী শ্রীভগবান। বাৎসল্যাদি রসে তাঁহার রস স্বরূপের আস্বাদন হয়, রৌদ্রাদি রসে তিনি আপনার ঈশ্বরমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকেন। রৌদ্রাদিরস ভগবানের মর্ত্যে নরলীলাপরিগ্রহকে সার্থক করিতে পারে না। ভগবানের রসস্বরূপ ভগবত্তার তিরোধানে অভিব্যক্ত হয়, ভগবত্তার প্রকাশে উহা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কংস শিশুপাল প্রমুখ কৃষ্ণবিদ্বেষিগণ ভগবানের আনন্দোজ্জ্বল রসস্বরূপ আস্বাদন করিতে পারেন নাই। তাহারা তাঁহার অপার্থিব শক্তিমত্তারূপ ঐশ্বর্যকে অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ষড়ৈশ্বর্যবিভূষিত ত্রিভুবনেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণবিদ্বেষিগণের ক্রোধাদি ভাব উদ্বোধিত হইলে রসপদবী লাভ করিতে পারে না, উহারা রসাভাসে পরিণত হয়। এই কথাই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'মল্লানামশনিঃ নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্' (১০।৪৩।১৭) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

'অতিসুকুমারসুশীতলসমধুরাঙ্গোঽপি স পর্বতৈর্মহাকঠোরসুসন্তাপককটুতরাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈর্দ্বেষদুষ্টান্তঃকরণৈরনুভূতঃ পিত্তদূষিতরসনৈর্মৎস্যন্তিকাপিণ্ড ইবাতিতিক্ত ইতি তৈস্তৎসবাসনৈস্তত্রত্যৈঃ সর্ব্বৈরপি দৃষ্ট্বাপি ভগবতঃ স্বরূপং নাস্বাদিতমিতি তেষু রসাভাস এব, ন তু রসঃ।.................অসতাং সাধুনাং ক্ষিতিভুজাং শ্লেষেণ সজ্জনবতীং পৃথিবীং গ্রসতামিব ভক্তাপরাধিনাং তেষাং শাস্তা অন্তকঃ ইত্যন্তকত্বং সর্বসুহৃদঃ সর্বানন্দকস্য কৃষ্ণস্য

ন স্বরূপমত ন্তৈঃ মল্লৈরিব তন্নাস্বাদিতমিতি তেষু রৌদ্ররসাভাসঃ এব।..................
ভোজপতেঃ কংসস্য মৃত্যুরিতি মৃত্যুত্বং মাধুর্যসুধাবর্ষুকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমতস্তেন তস্য তন্নাস্বাদিতমিতি তস্মিন্ ভয়ানকরসাভাসঃ।.................হংহো অয়মেব কিং পরমেশ্বর ইত্যুচ্যতে ভ্রান্তৈরয়ন্তু পারদারিকত্বেন গবাদিঘাতিত্বেন চ শ্রুতচরঃ, সম্প্রতি প্রাণ্যস্থিরক্ত-কলিলগাত্রো মনুষ্যেষ্বপ্যনাচারো ঘৃণাস্পদীভবত্যস্মন্নেত্রাণামিতি ব্যাহরৎসু মহাপাপিষ্ঠেষ্বাবেশা-ভাবাৎ কংসাদিভ্যোঽপ্যধমেষু মন্দভাগ্যেষু তেষু বীভৎসরসাভাসঃ।'

রাজসূয় যজ্ঞারম্ভে অগ্রপূজা প্রদানকালে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই যখন একমাত্র পূজা-গ্রহণের যোগ্যপাত্র রূপে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে মনোনীত করিতে বলিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিলেন তখন কৃষ্ণগুণবর্ণন শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্ত শিশুপাল অসহিষ্ণু হইয়া আসন হইতে উত্থান পুর্বক শ্রীভগবানের প্রতি যে কর্কশ বচন প্রয়োগ করেন তাহাতে রৌদ্র রসাভাস অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। (ভাঃ, ১০।৭৪।৩০-৩৭)

বীররস ত্রিবিধ—যুদ্ধ বীর, দানবীর ও ধর্মবীর। দশম স্কন্ধের ৪৪শ তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কংস মল্লদের দ্বন্দ্ববর্ণন যুদ্ধবীররসাভাবাভিব্যঞ্জক, শুদ্ধ বীর রস নহে। কারণ, ভগবানের রস স্বরূপ ইহাতে আস্বাদিত হয় নাই। উক্ত স্থলে ভয়ানক রসাভাসও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, কারণ কংস ও মল্লদের চিত্তে কৃষ্ণদর্শনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। কৃষ্ণ তাহাদের নিকট মৃত্যুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ।
মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসিচর্মণী॥ (ভা, ১০।৪৪।৩৫)

ভয়ানক রসাভাস বীররসাভাসের পরিপোষক। যতই মৃত্যুরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের ভীতি বর্ধিত হইয়াছিল ততই শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার বাসনা উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

স শ্যেনবেগ উৎপত্য করাবুভৌ।
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত॥ (ভা, ১০।৪৪।২১)

দানবীররস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে অষ্টম স্কন্ধে ২০ তম অধ্যায়ে ২-১১ শ্লোকে বলির ও চতুর্থ স্কন্ধে ২০ তম অধ্যায়ে বর্ণিত পৃথুর দান কাহিনীতে। ধর্মবীররসের অভিব্যক্তি হইয়াছে তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ৯৭৪ শ্লোকে মৈত্রেয়ের উক্তি ও ১০ম স্কন্ধের ৫১তম অধ্যায়ের ৪৫-৫৭ শ্লোকে মুকুন্দের উক্তিতে। ভয়ানক রসের সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে নরসিংহরূপী ভগবান বিষ্ণুর প্রতি প্রহ্লাদের উক্তিতে। (৭ম স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায় ৮-১৭ শ্লোক প্রভৃতিতে)।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুষ্টনিগ্রহ যে যে স্থলে বর্ণিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে বীররসাভাস ও ভয়ানকরসাভাসের যুগপৎ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক নিহতা রাক্ষসী পুতনার বর্ণনা, চরণমথিত কালিয় নাগের বর্ণনা

ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের অংশগুলি বীভৎস রসাভাসের দ্যোতক। বীভৎসরসাভাসের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি হইয়াছে ১০ম স্কন্ধের ৫১তম অধ্যায়ে বিষয়নিস্পৃহ মুকুন্দের বিষয়লালসার প্রতি জুগুপ্সাসংমিশ্র উক্তিতে।[১]

হাস্যরস সখ্য ও বাৎসল্য রস হইতে উদ্ভূত হইয়া উহাদেরই পরিপোষণ করিয়াছে। গোপবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র ক্রীড়া ও নর্ম বচন, মাতা যশোদা কর্তৃক প্রহারের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন ও যশোদার যষ্টি হস্তে তাহার অনুসরণ ইত্যাদি অংশগুলি হাস্যরসের অভিদ্যোতক। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতগণের অধীশ্বর হইয়াও হাস্যরসের আলম্বন রূপে শ্রীভগবান্ ঐশ্বর্যনির্মুক্ত বিশুদ্ধ স্বীয় রসস্বরূপকে আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধেই ভক্তির রসীভবনের সর্বোত্তম নিদর্শন। অন্যান্য স্কন্ধে ভক্তি রসপদবী লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহার মাধুর্যে অসাধারণ্য নাই। কারণ, একমাত্র দশম স্কন্ধেই নররূপে আবির্ভূত শ্রীভগবানের বাল্য কৌশোর ও যৌবনাদি-লীলা সমূহে তাঁহার ঐশ্বর্যময়ী অচিন্ত্য ভগবত্তাকে অন্তরালে রাখিয়া রসস্বরূপকে প্রকটিত কারয়াছে। অন্যান্য স্কন্ধে বর্ণিত আর্তত্রাণ ও দুষ্কৃতিকারী দমন ইত্যাদি বিচিত্র লীলায় প্রকটিত ঐশ্বর্য ভগবানের রস স্বরূপকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। দশম স্কন্ধের পুত্ররূপী, পতিরূপী, সখারূপী বা প্রভুরূপী শ্রীভগবানের লীলা আস্বাদন করিলে ভক্ত চিত্তে স্বতঃ উৎসারিত ভক্তিভাব রসে পর্যবসিত হয়। অন্যান্য স্কন্ধে ভগবদৈশ্বর্যবিমুগ্ধ ভক্ত-চিত্তের বিশ্ববিধাতার প্রতি ভক্তিভাব যথোপযুক্ত বিভাবাদির সহযোগে আস্বাদিত হইয়া রস পদবীতে উন্নীত হইলেও তাহার সহিত ঐশ্বর্যজ্ঞান মিশ্রিত থাকায় উহা অবিকৃত ও অনবদ্য হয় নাই। এই জন্যই দশম স্কন্ধের ভক্তিরসের ন্যায় অন্যান্য স্কন্ধের ভক্তিরস সহজ, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী নহে।*

১। বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশমায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥
লব্ধা জনো দুর্লভমত্র মানুষং কথঞ্চিদব্যঙ্গ যত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥
মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া॥
কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈ র্গাং পর্য্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্মদঃ॥
প্রমত্তমুচ্চৈরিতি কৃত্যচিন্তয়া প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ॥
পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্ মতঙ্গজৈ র্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে কলেবরো বিটকৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ॥
নির্জিত্য দিক্ চ এবমভূতবিগ্রহো বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে॥ ভাঃ, ১০।৫১।৪৫-৫১।

* ভাগবতের দার্শনিক আলোচনার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :
Siddheswar Bhattacharya, 'The Philosophy of Śrimadbhāgavata,' (Visva Bharati, 1960)

দশম অধ্যায়

পদাবলী সাহিত্যে ভক্তিরস

গৌড়ীয় রস সাহিত্যে পদাবলী সাহিত্যের দান অতুলনীয়। পদাবলী সাহিত্যকে বাদ দিলে গৌড়ীয় রস সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গৌড়ীয় সাহিত্যের প্রধান সঞ্জীবক যে প্রেমরস তাহারই বিচিত্র অভিব্যক্তি পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে পদাবলী সাহিত্যের যে প্রেমরস তাহা লৌকিক রসসাহিত্যের প্রেমরস হইতে স্বতন্ত্র। লৌকিক রস সাহিত্যের যে প্রেমরস তাহা লোক জীবনের অতি সুকুমার ভাব, মিলন, বিরহ, মান, অভিমান, আশা, কামনা সম্বলিত নায়ক নায়িকার প্রেম। পদাবলী সাহিত্যে যে প্রেমরস তাহা মিলন, বিরহ, মান, অভিমান, আশা, কামনা সম্বলিত ভাব মাত্র বটে, কিন্তু লোক জীবনের ভাব নহে, উহা ভক্তিসমন্বিত সাধক চিত্তের অকৃত্রিম হৃদয়ানুবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। এইজন্য পদাবলী সাহিত্যের প্রেমরসকে প্রেমভক্তিরস আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এই রসের আলম্বন রূপাতীত পরমেশ্বর, যিনি সাধকের ঐকান্তিক সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া সাধকের ইচ্ছানুরূপ বিচিত্র মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূলোকে অবতীর্ণ হন। পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তৃগণ পরম সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্ট দেবতাকে উচ্চ বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দূর হইতে করযোড়ে তাঁহার স্তুতি করেন নাই। তাঁহারা দেবতাকে পরম অন্তরঙ্গ জনে পরিণত করিয়া তাঁহার সহিত ভাবের সম্বন্ধ, অন্তরের বন্ধন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভক্তির যথার্থ স্বরূপ পরানুরক্তি বা পরমপ্রেম পদকর্তৃগণের ইষ্ট সাধনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। পদকর্তৃগণ দেবতার উদ্দেশ্যে যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহাতে পরানুরক্তি বা পরমপ্রেম স্বরূপ ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রহ্মোপাসকের নিরুপাধিক ভক্তি নহে। এইরূপে পদকর্তৃগণের ভক্তি স্নেহপ্রেমাদিতে পর্যবসিত হওয়ায় শুদ্ধ ভাব পদবী ত্যাগ করিয়া রস পদবীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্যের দুইটি অংশ শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী। উভয় পদাবলীই ভক্তিরসের অনন্ত নির্ঝরিণী। কারণ, উভয় স্থলে আরাধ্য বা আরাধ্যা রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। উভয়ই নির্গুণ, নিরুপাধিক পরমপুরুষ ভক্তের অকৃত্রিম স্নেহ প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ। উভয় পদাবলীতেই ভগবানের রসস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার অপরিমেয় ভাগবতী সত্তা বিস্মৃত হইয়া ভক্ত তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ রূপটী প্রকাশিত করিয়াছেন।

শাক্ত পদাবলীতে ভক্তিরস—

উভয় পদাবলীর এই সৌসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্যের অভাব নাই। বৈষ্ণব

পদাবলীতে সাধকের ঈশ্বর-বিষয়িকী পরানুরক্তির রসপরিণাম পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

কিন্তু শাক্ত পদাবলী বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য ভক্তিরসের এই দ্বিবেণীর ধারায় অভিষিক্ত। শাক্তের সাধন ও সাধ্যরূপ দুরূহ তত্ত্ব এই দুই ভাবের অবলম্বনে রসোত্তীর্ণ কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। শাক্তসাধক পরমেশ্বরকে কন্যা বা মাতারূপে উপাসনা করেন। তন্ত্রে ঈশ্বরকে নারীরূপ দান করা হইয়াছে সত্য কিন্তু তিনি ঐশ্বর্যবিনির্মুক্ত নহেন। তন্ত্রের চণ্ডী অবিচিন্ত্যরূপা ত্রিগুণাধিষ্ঠাত্রী শুদ্ধ চৈতন্যাত্মিকা। কিন্তু শাক্ত সাধকের কাছে তিনি নগেন্দ্রমহিষী মেনকার আদরের দুলালী উমা। ভগবদৈশ্বর্য কখনও কখনও বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় সাধকের অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার চিত্তের অকৃত্রিম স্নেহ প্রেমের উদ্দাম প্রবাহকে কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই। শাক্তপদাবলীতে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ উপাসক ও উপাস্যের সম্বন্ধ নহে, মাতা কন্যার সম্বন্ধ। বস্তুতঃ শাক্ত সাধকদের হৃদয় অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয়। সেই হৃদয়সাগরে মাতৃভাবের অসংখ্য উর্মিমালা—সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা, শঙ্কা, বিষাদ, হর্ষ ও প্রফুল্লতা। কখনও বা শাক্ত সাধক ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া সন্তানের ন্যায় আকুল আকুতি জানাইয়াছেন। মাকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার সন্তান হৃদয়ের কত না বিচিত্র ভাবাভিব্যক্তি—মান, অভিমান, অনুযোগ, মিনতি, ক্রোধ বা একান্ত নির্ভরতা।

আগমনী ও বিজয়া পদাবলী বাৎসল্য রসের অখণ্ড আকর। মা মেনকার হৃদয়-উৎস হইতে এই রসধারা নির্গত হইয়াছে, ইহার অবলম্বন একখানি অকৃত্রিম, বাস্তব, স্নেহপরিপূর্ণ মাতৃহৃদয়, তাই ইহা গভীর, নিত্যপ্রবাহী ও বেগবান। কন্যা সন্তানের জন্য এমন সুতীব্র স্নেহ, ব্যাকুলতা ও মমত্ববোধ অন্যত্র দুর্লভ। দীর্ঘকাল উমা পতি-গৃহে রহিয়াছেন, মা মেনকার অন্তর তাঁহাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। শরৎকালে উমা মায়ের কাছে ফিরিয়া আসেন।

স্বপ্নে উমাকে দেখিয়া মেনকার তৃপ্তি হয় না। বরং তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা আরও তীব্রতর হইয়া উঠে, কারণ স্বপ্নের অবসানে উমা ও অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া যায়—

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার।
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।

(কমলাকান্ত ভট্টাচার্য)

কখনও উমার সম্বন্ধে কুস্বপ্ন দেখিয়া মেনকার মাতৃহৃদয় বিপদশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া

উঠে। ক্ষণকালের জন্য উমার বিরহ সহ্য হয় না। ব্যগ্রভাবে মেনকা গিরিরাজকে কৈলাসে পাঠান উমাকে আনিবার জন্য—

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিতবসনা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা।
ঘোরানলা ত্রিনয়না ভালে শোভে বালশশী।
যোগিনী দল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী
হেরিয়া রণরঙ্গিনী, মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে, উঠ অচল, পরাণ হল বিকল
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি।

(গিরীশচন্দ্র ঘোষ)

বিত্তহীন ক্ষেপা পতির গৃহে উমার কত কষ্ট হয়, মা মেনকার তাই চিন্তার আর অবধি থাকে না। কখনও মেনকা ভাবেন—'একবার উমা এলে আর উমাকে পাঠাব না, বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না' (রাম প্রসাদ সেন); 'শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তারা'। কখনও বা উমার না আসার জন্য উমার পতিকুলকে দোষী করিতে গিয়াও দোষী করিতে পারেন না এই ভাবিয়া—'শিবের নাহিক পিতামাতা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা, কারে কবে দুঃখের কথা, আমার স্বর্ণলতা বিধুমুখী'। দীর্ঘ বৎসরান্তে উমা যখন পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসেন মেনকার অন্তর অফুরন্ত আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহার জন্য, তিনি কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন। উমাকে পাইয়া তাঁহার 'প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়'। উমাকে অঙ্কে লইয়া চুম্বন করিয়া বলেন—

'কেমনে মা ভুলে ছিলি এ দুঃখিনী মায় ?
পাষান নন্দিনী, তুইও কি পাষাণীর প্রায় ?' (রাজকৃষ্ণ রায়)

শাক্ত কবির অঙ্কিত মাতা-কন্যার মিলন সাহিত্যে অনুপম। ইহা নির্মল, পবিত্র অনন্তমাধুর্যমণ্ডিত। ইহার প্রতিটি রেখাপাতে মাতৃস্নেহের কি সুতীব্র প্রকাশ। কবি যেন নিখিল মাতৃহৃদয় ছানিয়া অনন্ত রসের ধারায় অভিষিঞ্চিত করিয়া এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বিজয়া পদাবলীতে আসন্ন বিরহের পরিপ্রেক্ষিতে যে দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে তাহা আরও হৃদয়গ্রাহী। আগমনীর মাতৃচিত্র অপেক্ষা বিজয়ার মাতৃচিত্র আরও সজীব ও প্রাণবন্ত। বাৎসল্য রসের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ আগমনী পদাবলীতে মিলনানন্দের সংমিশ্রণে কথঞ্চিৎ শান্ত। বিজয়া পদাবলীতে আসন্ন বিচ্ছেদের মর্মচ্ছেদী দুঃসহ মর্মজালার প্রভাবে উহা প্রখর ও উত্তাল। বর্ষার দুকূলপ্লাবী জলধারার মত দুর্বার গতিতে উহা হৃদয়ের সকল গ্রন্থি উৎপাটিত করিয়া শাক্ত সাধকের চিত্ত প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে।

শারদ দশমীর প্রভাতে উমা পিতৃগৃহ অন্ধকার করিয়া আবার পতিগৃহে চলিয়া যাইবেন। মেনকার অন্তর দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তিনি নবমী রজনীর কাছে করুণ মিনতি জানান—

'যেও না রজনী, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ী, এ পরাণ যাবে চলে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে।
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।'

(মধুসূদন দত্ত)

কিন্তু নবমী রজনীর অবসান হয়। উমার প্রত্যাবর্তনের লগ্ন আসে। মেনকার দুঃখ বাঁধভাঙ্গা সমুদ্রের মত দুর্বার হইয়া উঠে। উমাকে বিদায় দিতে তাহার প্রাণ চাহে না, দশমীর প্রভাতে তাই মর্মভেদী হাহাকার—

'নবমী নিশি পোহাল কি করি, কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখনা বিজয়া এল ॥'

(রূপচাঁদ পক্ষী)

তথাপি উমাকে বিদায় দিতে হয়। তিনি বিষন্নচিত্তে বৎসরান্তে আবার আসিবার জন্য আকুলভাবে উমাকে অনুরোধ করেন—

'এস মা, এস মা উমা, বলো না আর যাই যাই।
মায়ের কাছে হৈমবতি, ওকথা মা বোলতে নাই ॥
বৎসরান্তে আসিস আবার, ভুলিস না মায়, ও মা আমার।
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর মা বোল শুনতে পাই।'

(জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় কাব্যতীর্থ)

বাৎসল্য রসের এমন বাস্তব অভিব্যক্তি আর কোন সাহিত্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। শাক্ত সাধকগণের ভক্তি মাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহা বাৎসল্যরসাশ্রিত হইয়া মেনকার মধ্যে প্রকট হইয়াছে। সেইজন্য শাক্ত পদাবলীতে বাৎসল্য রস এত মধুর ও বলবান। বৈষ্ণব সাহিত্যেও বাৎসল্য রস আছে এবং তাহা শৃঙ্গার বা মধুর রসের তুলনায় নিষ্প্রভ। অনেকে মনে করেন মেনকার বাৎসল্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর মাতা যশোদার বাৎসল্যের প্রভাব আছে। শাক্তপদরচয়িতা যেন যশোদার চিত্র দেখিয়া মাতা মেনকার মধ্যে বাৎসল্য মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন।

মেনকার বাৎসল্যে যশোদার বাৎসল্যের প্রভাব থাকুক না কেন, ইহা সকলের কাছে অনস্বীকার্য যে মেনকার বাৎসল্য যশোদার বাৎসল্য অপেক্ষা অধিক মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। গোচারণগত পুত্রের বিরহে স্নেহবিধুরা মাতার যে মর্ম বেদনা, শঙ্কা ও আকুলতা তাহা যেন অপ্রাকৃত ও কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দূরপ্রবাসিনী কন্যার জন্য যে বিষাদ,

শঙ্কা ও অস্থির অশ্রুবিহ্বলতা শাক্ত কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া যেমন গভীর তেমনি মর্মস্পর্শী। ডঃ সুধীর কুমার দাসগুপ্ত 'কাব্যালোক' গ্রন্থে বলিয়াছেন—'শাক্তপদের বাৎসল্য ভাব কেবল ভাবজগতে নয়, বাস্তব জগতেও ব্যাকুলতা গভীরতা ও নিবিড়তায় অপূর্ব, তুলনায় অনেক সময় কানাইয়ের গোচারণ অবলম্বনে রচিত বৈষ্ণব বাৎসল্য ভাবোপযোগী বলিয়া মনে হয়।'

সন্তানরূপে ঈশ্বরের উপাসনা শক্তি সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য। শাক্তসাধক ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবানকে পরমেশ্বরী জগজ্জননী বিশ্ববিধাত্রী ও আপনাকে জননীর স্নেহপ্রার্থী সন্তান মনে করেন। ভক্তিশাস্ত্রে পূজ্যের প্রতি অনুরাগকে ভক্তি বলা হইয়াছে—'পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ (শাণ্ডিল্য সূত্র)। কিন্তু শাক্ত সাধকের যে ভগবদ্ভক্তি তাহা কেবল পূজাস্পদ ভগবানের প্রতি অনুরাগ নহে, সাধকের সন্তানসুলভ ভাবের সংমিশ্রণে এক অনির্বচনীয় মানস ব্যাপার। ইহাকে রসপ্রস্থানে প্রতিবাৎসল্য রস আখ্যা দেওয়া হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে ইহার স্থান নাই, কারণ বৈষ্ণব সাধক আপনাকে কান্তা, মাতা বা সখা ভাবিয়া ঈশ্বরকে পতি, পুত্র বা সখা ভাবিয়া ভজনা করিয়াছেন। কখনও ঈশ্বরকে পিতৃরূপে বা মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া পুজা করেন নাই। সন্তান যেমন আপনার সর্ববিধ সুখের জন্য একান্তভাবে জননীর উপর নির্ভর করে, শাক্ত সাধকও পারমার্থিক সুখের জন্য বিশ্বজননীর উপর নির্ভর করেন। সন্তানের ন্যায় বিশ্ববিধাত্রীর নিকট মান-অভিমান-মিশ্রিত কত না আকূতি জানান। আবোধ সন্তান যেমন আঘাত পাইলে মাকে দোষী করে, শক্তি সাধক ও সংসার বন্ধনের জন্য বিশ্ব জননীর উপর দোষারূপ করেন।

'আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ মা সংসারী॥'

(রামপ্রসাদ সেন)

অথবা

'এখনো কি ব্রহ্মময়ী, হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতী সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত।
দম্ দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
সংসার বিষে জলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত।
বিষয় হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত।
জ্ঞান রত্ন দিয়েছিলি, মসিল কে তসিল করিলি।
হিসাব করে দেখ মা তারা, দুখের ফাজিল বাকি কত।'

(রামকৃষ্ণরায় মহারাজ)

বাৎসল্যভাবান্বিত সাধকের নিকট ঈশ্বরের ঐশ্বর্যময়ী ভাগবতী সত্তা স্নেহ প্রেমাদির দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয় বলিয়া মাধুর্য অকুন্ঠিত ভাবে আস্বাদিত হয়। প্রতিবাৎসল্যভাবান্বিত

সাধকের চিত্তে ঈশ্বরের ভগবত্তা ও ঐশ্বর্যশীলতা নিত্য জাগরূক থাকে। তাহার আরাধ্যা বিশ্বজননীই যে অবাঙ্মানসগোচর গুণক্রিয়াদিবিবর্জিত পরব্রহ্ম এ জ্ঞান কখন তাঁহার বিলুপ্ত হয় না। এই ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রভাবে রসের মাধুর্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই জন্য আগমনী ও বিজয়া পদাবলীর ন্যায় প্রতিবাৎসল্যরসাশ্রিত শাক্ত পদাবলীগুলি চিত্তাকর্ষী হইতে পারে নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তিরস

বৈষ্ণব কবিরা শুধু মধুমক্ষিকার ন্যায় বাণীর চরণকমলের মকরন্দবিন্দু আস্বাদন করিয়াই তৃপ্ত হন নাই। যাঁহার ঐশ্বর্যময়ী সত্তা বিশ্ব ভুবনের অণুতে অণুতে ওত-প্রোতভাবে বিরাজিত, যাঁহার লীলার অসমোর্দ্ধ মাধুরী ত্রিলোকের অন্তর অনির্বচনীয় আনন্দ-সুষমায় ভরিয়া রাখে সেই অবাঙ্মানসগোচর লীলাময়কে আপন হৃদয় দিয়া অনুভব করা ও সেই অপার্থিব অনুভূতির অপরিসীম হ্লাদধারাকে বিশ্ববাসীর মধ্যে নিঃশেষে বিতরণ করাই বৈষ্ণব কবির অন্তরের একমাত্র ঈপ্সা। বস্তুতঃ বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কবিতায় প্রেমের যে বিচিত্র লীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোন লৌকিক নায়ক-নায়িকার বিলাসবর্ণনা নহে। পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ ও আরাধিকাশিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রণয় লীলা তাঁহারা আপন হৃদয়-বৃন্দাবনে অনুক্ষণ অনুভব করিতেন। সেই অনুভূতিকেই কবিতার স্বর্ণপাত্রে ঢালিয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাধক ভগবানকে কেবল মধুর ভাবে স্বামী কল্পনা করিয়া আরাধনা করেন নাই। তাঁহারা সকল প্রকার মানব সম্পর্কের মধ্য দিয়া ভগবানের প্রেমের প্রকাশ ও লীলা অনুভব করিতেন, কখনও প্রভুর প্রতি দাসের ন্যায়, কখনও সখার প্রতি সখার ন্যায়, কখনও সন্তানের প্রতি মাতার ন্যায়, কখনও বা প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়তমার ন্যায় ভগবানের চরণে আপনাকে সমর্পণ করিতে বৈষ্ণব সাধক ব্যাকুল হইয়াছেন। কখনও বা বৈষ্ণব সাধক ঈশ্বরের সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়া বিস্ময়ানন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। এইরূপে বৈষ্ণব সাধকের ঈশ্বরপ্রীতি পাঁচটি ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ও শান্ত। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ লীলময়কে স্নেহের পুত্তলী বা পরম প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন। সেই জন্যই আপনাকে স্নেহময়ী জননী ও প্রেমবিধুরা প্রণয়িণী কল্পনা করিয়া মনের অনুভব কবিতায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এই বৈষ্ণব কবিতার বাৎসল্য ও মধুর এই দুই ভাবাশ্রিত রসই প্রধান, অপর রসগুলি নিতান্তই গৌণ।

আবার এই দুই রসের মধ্যে মধুর বা শৃঙ্গার রসই বৈষ্ণব পদাবলীতে সমধিক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবপদকর্তৃগণ রাধাকৃষ্ণের প্রণয় মহিমা বর্ণণায় সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন। ব্রজেশ্বরী ও ব্রজসুন্দরের মিলন-বিরহ, মান-অভিমানের কথা বহুভাবে বলিয়াও যেন তাঁহারা

তৃপ্তি পান নাই। কিন্তু মাতা যশোদার বাৎসল্য ভাব বর্ণনা করিতে তাহাদের সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় নাই। সেইজন্য বৈষ্ণবপদাবলীতে মধুর রস অপেক্ষা বাৎসল্য রস হীনপ্রভ। তাই বলিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর বাৎসল্য রস মাধুর্যবিহীন ইহা বলা যায় না। স্নেহের দুলাল নয়ন পুত্তলী গোপালের জন্য মাতা যশোদার যে বিচিত্র হৃদয়ানুভূতি বৈষ্ণব কবি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় নহে। মধুর রসের মাধুর্য যেন মণিমাণিক্যের দ্যুতি সুনির্মল ঔজ্জ্বল্যে অন্তর বাহির উদ্ভাসিত করিয়া রাখে। বাৎসল্য রসের মাধুর্য যেন প্রদীপ শিখার স্নিগ্ধ প্রভাশান্ত জ্যোতিতে অন্তরপ্রাঙ্গনের ক্ষুদ্র পরিসরটুকু আলোকিত করিয়া রাখে, প্রাঙ্গন সীমানার বাহিরে তাহার আলোক রেশ পৌঁছায় না। যিনি আনন্দনিলয় ভগবানকে ক্ষুদ্র শিশুরূপে দেখিয়াছেন তিনি তাঁহারই আনন্দে সমাহিত হইয়া থাকেন। পুত্ররূপী ভগবানের প্রতি তাঁহার স্নেহ আড়ম্বরহীন। তাহা গভীর হইয়াও উদ্দাম নহে, তীব্র হইয়াও উচ্ছ্বসিত নহে। তাহা অতল সাগরের মত শান্ত ও সুগম্ভীর। কান্তাভাবান্বিত বৈষ্ণব সাধক ভগবানকে প্রিয়তমে পরিণত করিয়া বিচিত্র ভাবে তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করেন। তাই কান্তাভাবান্বিতা বৈষ্ণব সাধকের ঈশ্বরপ্রীতি অনন্ত বৈচিত্র্যযুক্ত। কখনও মিলন কল্পনায় তাহা আনন্দে উল্লসিত, কখনও বিরহ চিন্তায় তাহা বিষাদে ম্লান, কখনও বা প্রতিনায়িকাসক্তিভ্রমে অভিমানে জর্জরিত। এই বৈচিত্র্যই মধুর রসকে চরম প্রকর্ষ দান করিয়াছে ও নিখিল মানবের চিত্তাকর্ষী করিয়া তুলিয়াছে।

নারদভক্তিসূত্রে ভক্তিকে বলা হইয়াছে—'তদর্পিতাখিলাচরতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি'—ঈশ্বরের চরণে সকল কর্মের নিঃশেষে সমর্পণ ও তাঁহার বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতাই ভক্তি। বাল কৃষ্ণের প্রতি মাতা যশোদার স্নেহে ভক্তির এই রূপটিই অভিব্যক্ত হইয়াছে। পুত্র গোপালের মধ্যে মাতা যশোদা সমস্ত জগতকে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন—পুত্র গোপালের রূপসুধা আস্বাদন ব্যতীত তাহার আর কোন ঈপ্সা নাই। গোপাল তাহার সমস্ত অন্তর পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, সকল কর্মে জলাঞ্জলি দিয়া অনুক্ষণ গোপালের সেবায় তিনি মগ্ন থাকেন—

'দধি মন্থধ্বনি শুনাইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ,
চুম্বয়ে চান্দবয়ান ॥
কহে, শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীরননী,
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
করপাতি নবনীত মাগে ॥

রাণী দিল পুরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিনী বাজে,
হেরি হরষিত ভেল তায়॥
নন্দ দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িয়া মন্থন দণ্ড, উথলিল মহানন্দ,
সকলে দেহ করতালি॥
দেখ দিদি রোহিণী, গদগদ কহে রাণী
গোপাল নাচিছে দেখ মোর।
ঘনশ্যাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহু ভেল প্রেমে বিভোর॥'

(ঘনশ্যাম দাস)

গোপালের বিরহ মাতা যশোদার নিকট দুঃসহ। গোপাল গোচারণে যাইবে, গোপালের রূপ মাধুরী তাহার নয়ন হইতে দূরে সরিয়া যাইবে—এই চিন্তায় মাতা যশোদা বিষণ্ণ হইয়া পরেন। অনির্বার বেদনার আকস্মিক প্রবাতে আনন্দের দীপশিখা নির্বাপিত হইয়া সমস্ত জগত যেন অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। সুগভীর উৎকণ্ঠা তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করে—

'গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে॥
দধি মন্থন কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির না করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে গিয়া
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
গোপাল যাবে বাথানে, কি শুনিলাম শ্রবণে,
যাহ মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি,
নয়ন নিমিষে হই হারা॥
গোপাল আমার পরাণ পুতলী।
তোমারে সোঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই,
তবু প্রাণ করয়ে ব্যাকুলি॥'

(অজ্ঞাত)

তিনি ব্যাকুলভাবে গোপালকে নিকটে থাকিতে অনুরোধ করেন যাহাতে তাহার মুরলী রব শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার পরাণের পরাণ তাঁহাকে ছাড়িয়া বহুদূরে যায় নাই—

'আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণনীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥'

(যাদবেন্দ্র)

গোপালের জন্য মাতা যশোদার এই ব্যাকুলতা যাহা গোপাল বাহিরে যাইবার পূর্বেই চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাকে নিরুপাধিক ভক্তি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? বৈষ্ণব কবির অন্তরে যে ভক্তি উদ্বেলিত হইয়াছিল তাহাই মাতা যশোদার বাৎসল্যের মধ্য দিয়া তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

'দন্তে যতবার যায় যাহা দেখে তাহা চায়
ছানা দধি এ ক্ষীর নবনী।
রাখিও আপন কাছে ভোক ছানি লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি॥
শুন বাপ হলধর এক নিবেদন মোর
এক গোপাল মায়ের পরাণ।
যাইতে তোমার সনে সাধ করিয়াছ মনে
আপনি হইও সাবধান॥
দামালিয়া যাদু মোর না জানে আপন পর
ভাল মন্দ নাহিক গেয়ান।
দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর
আপনি হইও সাবধান॥'

(বাসুদেব ঘোষ)

মধুর রস বা প্রেমভক্তি রসকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব কবি যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহা বিশ্ব সাহিত্যে অতুলনীয়। 'অন্য অনেক সাহিত্যেও প্রেমের বর্ণনা আছে, আস্বাদন ও আছে, তাহাতেও আমাদের মন মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রেম যেমন বৈষ্ণবের সর্বস্ব, এমনটি আর কোথাও নাই। বৈষ্ণবের আরাধ্য প্রেম, বৈষ্ণবের ভজন সাধন প্রেম, বৈষ্ণবের স্বর্গও প্রেম। বৈষ্ণবের সাহিত্য প্রেমের কবিতা, বৈষ্ণবের গান প্রেমের গান, বৈষ্ণবের ভগবান প্রেমময় 'প্রেম দিয়া গড়া তনু'। তাঁহাদের মতে সংসারের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম। তাহারা ভুক্তি ও ভোগের কামনা করেন না, মুক্তির কামনা করেন না।

আনন্দকন্দ শ্রীনন্দনন্দনই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য'। (বৈষ্ণব রসসাহিত্য, পৃঃ ৪১)। তাঁহারা নন্দনন্দনকে হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমের পঞ্চপ্রদীপে অনুক্ষণ তাহার আরতি করিয়াছেন।

ভক্তিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে রাগাত্মিকা ভক্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তির পরমোৎকৃষ্ট ও মধুরতম পন্থা। যিনি অসীম, রূপাতীত ও নিরুপাধিক তাঁহাকে এই রাগাত্মিকা ভক্তির দ্বারাই মর্তের বন্ধনে লাভ করিতে পারা যায়। চিত্তের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত গাঢ়তৃষ্ণা বা দুর্দমনীয় মিলনাভিলাষ ও একান্ত তন্ময়তাই রাগাত্মিকা ভক্তি—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

(হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব বিভাগ, ২ লহরী ৬২)।

এই রাগাত্মিকা ভক্তিই যে বৈষ্ণব কবির পিরীতি বা প্রেম তাহাতে সন্দেহ নাই। যে প্রেম বৈষ্ণব কবির হৃদয় মোহিত করিয়াছিল তাহা বিশুদ্ধ, সহজ, নির্মল, নিত্য ও আনন্দস্বরূপ—

'গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণং বর্ধমানম্।
অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্॥ (নারদভক্তিসূত্র, ৪৪-৫৫)

এই পরম সূক্ষ্ম অথচ পরম মহান্ প্রেম ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—ইহা হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়। এ প্রেম বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উত্তাল, বর্ষার অতিতীব্র জলধারার মত দুর্দমনীয়, আবার মৌন গিরিরাজের মত শান্ত, সর্ববিকৃতিরহিত ও অনন্ত গাম্ভীর্যে সমাচ্ছন্ন। বিদ্যাপতির একটি সুন্দর পদে প্রেমের এই স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়াছে।

খোজলুঁ সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম ন হেরল নেহ॥
যব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
ক্ষীর দন্ত দেই নিরসত পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমতি পত তাপে।
বিরহ বিয়োগে আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহি দেল।
বিরহ বিয়োগ অবহি দুর গেল॥
ভনই বিদ্যাপতি এহেন সুলেহ।
রাধামাধব ঐসন নেহ॥ (বিদ্যাপতি)

অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলাম, দুধ ও জলের মধ্যে যে প্রেম তাহার তুলনা দেখিলাম না। কেহ যদি জল মিশ্রিত দুধ আগুনে চাপাইয়া দেয় এবং জল শুকাইয়া দেয়, তাহা

হইলে দুধ উৎলাইয়া জলের বিরহে আগুনে ঝাঁপ দেয়। তখন যদি উহাতে জল দেওয়া হয় তখন বিরহ দূরে যায় ও দুধ শান্তভাব লাভ করে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে ইহাই স্নেহ বা প্রেম এবং রাধামাধবের প্রেম এইরূপই।

এইরূপ মহনীয় হৃদয়প্লাবী প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমময়ী, কৃষ্ণপ্রেমাত্মিকা—

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥'

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেম অনির্বচনীয়। কোন তুলনীয় বস্তুর মানদণ্ডে ইহার গুরুত্ব পরিমাপ করা যায় না। ইহা এক দুরবগাহ অননুমেয় হৃদয়ানুভূতি—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহু নাহি জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি এক সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় প্রেম কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

(চণ্ডীদাস)

এমন প্রেম কোথাও দেখা যায় না, শুনা যায় না। দুইটি প্রাণ আপনা হইতে একত্র গ্রথিত হইয়া আছে। পরস্পর পরস্পরে বিচ্ছেদ শঙ্কায় ক্রন্দন করে। মাছ যেরূপ জল না থাকিলে বাঁচিতে পারে না সেইরূপ একে অপরের বিরহ ক্ষণকালের তরে সহ্য করিতে পারে না। সূর্য ও কমলের প্রেম ইহার সদৃশ নহে, কারণ হিমে কমল মরিয়া গেলেও সূর্য সুখেই থাকে। চাতক ও জলদের প্রেমও এইরূপ নহে। সময় না হইলে জলদ চাতককে এককণা জল দেয় না। কুসুম ও মধুপের প্রেমও ইহার তুলনীয় নহে, ভ্রমর না আসিলে কুসুম ও ভ্রমরের কাছে যায় না। চন্দ্র ও চকোরের প্রেমও রাধামাধবের প্রেম সম নহে। চণ্ডীদাস বলেন ত্রিভুবনে ও প্রেমের তুলনা নাই।

প্রেম যত প্রগাঢ় হয় তত প্রেমাস্পদকে একান্তভাবে পাইবার তৃষ্ণা তীব্র হইয়া উঠে। এই তৃষ্ণাই প্রেমিকার চিত্ত তন্ময়তার আবেশে সম্মোহিত করিয়া রাখে। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিল ত্রিলোকে কৃষ্ণরূপ ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার নয়নে উদ্ভাসিত হইত না, কর্ণে মুরলী রব ভিন্ন আর কোন ধ্বনিই ধ্বনিত হইত না। এই তন্ময়তা ব্যতীত যথার্থ প্রেমের উদয় সম্ভব নহে। ভেদপ্রতীতি প্রেম-প্রতিবন্ধক। প্রেমিকা আত্মবিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে পারিলেই সার্থক প্রেমের উন্মেষ হইয়া থাকে।

পিরীতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলায়ে তারে॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(দ্বিজ চণ্ডীদাস)

শ্রীমতীর প্রেম সর্ব্ববিস্মারিগন্ধ, সান্দ্রতম। আত্মাভিমানের ক্ষীণতম স্পর্শ ইহাকে কলুষিত করে নাই। তদীয়ত্ব ও মদীয়ত্বের ভেদ তাঁহার তিরোহিত হইয়াছে। শুধু এক অনির্বচনীয় আনন্দের আবেশ তাঁহার চিত্তকে আছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

তোমার পিরীতি সুখ সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুলশীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি হবে আমার॥

(যদুনাথ দাস)

তাঁহার এই অন্তহীন সুগভীর প্রেমপ্রবাহ হৃদয়ের দুই কুল প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। লোকধর্ম, বিধিধর্ম, স্বজন আর্যপথাদি কল্পিত কোন বাধাই ইহার গতি রুদ্ধ করিতে পারে নাই। যে স্রোতস্বিনী অন্ধ আবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলে, দুর্লঙ্ঘ্য শিলার বন্ধন ও তাহাকে কি বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?

হইলে দুধ উৎলাইয়া জলের বিরহে আগুনে ঝাঁপ দেয়। তখন যদি উহাতে জল দেওয়া হয় তখন বিরহ দূরে যায় ও দুধ শান্তভাব লাভ করে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন যে ইহাই স্নেহ বা প্রেম এবং রাধামাধবের প্রেম এইরূপই।

এইরূপ মহনীয় হৃদয়প্লাবী প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমময়ী, কৃষ্ণপ্রেমাত্মিকা—

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥'

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেম অনির্বচনীয়। কোন তুলনীয় বস্তুর মানদণ্ডে ইহার গুরুত্ব পরিমাপ করা যায় না। ইহা এক দুরবগাহ অননুমেয় হৃদয়ানুভূতি—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহু নাহি জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি এক সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় প্রেম কণা॥
কুসুমে মধুপে কহি সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

(চণ্ডীদাস)

এমন প্রেম কোথাও দেখা যায় না, শুনা যায় না। দুইটি প্রাণ আপনা হইতে একত্র গ্রথিত হইয়া আছে। পরস্পর পরস্পরে বিচ্ছেদ শঙ্কায় ক্রন্দন করে। মাছ যেরূপ জল না থাকিলে বাঁচিতে পারে না সেইরূপ একে অপরের বিরহ ক্ষণকালের তরে সহ্য করিতে পারে না। সূর্য ও কমলের প্রেম ইহার সদৃশ নহে, কারণ হিমে কমল মরিয়া গেলেও সূর্য সুখেই থাকে। চাতক ও জলদের প্রেমও এইরূপ নহে। সময় না হইলে জলদ চাতককে এককণা জল দেয় না। কুসুম ও মধুপের প্রেমও ইহার তুলনীয় নহে, ভ্রমর না আসিলে কুসুম ও ভ্রমরের কাছে যায় না। চন্দ্র ও চকোরের প্রেমও রাধামাধবের প্রেম সম নহে। চণ্ডীদাস বলেন ত্রিভুবনে ও প্রেমের তুলনা নাই।

প্রেম যত প্রগাঢ় হয় তত প্রেমাস্পদকে একান্তভাবে পাইবার তৃষ্ণা তীব্র হইয়া উঠে। এই তৃষ্ণাই প্রেমিকার চিত্ত তন্ময়তার আবেশে সম্মোহিত করিয়া রাখে। শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল। নিখিল ত্রিলোকে কৃষ্ণরূপ ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার নয়নে উদ্ভাসিত হইত না, কর্ণে মুরলী রব ভিন্ন আর কোন ধ্বনিই ধ্বনিত হইত না। এই তন্ময়তা ব্যতীত যথার্থ প্রেমের উদয় সম্ভব নহে। ভেদপ্রতীতি প্রেম-প্রতিবন্ধক। প্রেমিকা আত্মবিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রেমাস্পদের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে পারিলেই সার্থক প্রেমের উন্মেষ হইয়া থাকে।

পিরীতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলায়ে তারে॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(দ্বিজ চণ্ডীদাস)

শ্রীমতীর প্রেম সর্ব্ববিস্মারিগন্ধ, সান্দ্রতম। আত্মাভিমানের ক্ষীণতম স্পর্শ ইহাকে কলুষিত করে নাই। তদীয়ত্ব ও মদীয়ত্বের ভেদ তাঁহার তিরোহিত হইয়াছে। শুধু এক অনির্বচনীয় আনন্দের আবেশ তাঁহার চিত্তকে আছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

তোমার পিরীতি সুখ সায়রের মাঝ।
তাহাতে ডুবিল মোর কুলশীল লাজ॥
কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিব কি হবে আমার॥

(যদুনাথ দাস)

তাঁহার এই অন্তহীন সুগভীর প্রেমপ্রবাহ হৃদয়ের দুই কুল প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। লোকধর্ম, বিধিধর্ম, স্বজন আর্যপথাদি কল্পিত কোন বাধাই ইহার গতি রুদ্ধ করিতে পারে নাই। যে স্রোতস্বিনী অন্ধ আবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলে, দুর্লঙ্ঘ্য শিলার বন্ধন ও তাহাকে কি বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?

কানু অনুরাগ বাগ যব পৈঠল
মন ঘন কানন মাঝ।
মান গজেন্দ্র দরশন দূরে বহু
গন্ধে ভাগল করিরাজ॥
ধরম কুরঙ্গ রঙ্গ করি ভূষল
কুল হয় পলায়ন ত্রাসে।
ধৈরয মেষ দেশ তঁহি ছোড়ল
স্বামী বরত অজা নাশে॥
পরশীক বাক কাকসম কলকলি
ননদিনী জম্বুকী বোলে।
গুরুজন জাল মান তঁহি কেবল
দুরজন নয়ান বিশানে॥
নিরসন বোল ঢোল সম ঘোষই
নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।
শার্দুল চিত ভীত নাহি হোয়ত
কবি বিদ্যাপতি ভণে। (বিদ্যাপতি)

এ প্রেমের গতি বিচিত্র, দুরধিগম্যময়। ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। নিরবচ্ছিন্ন মিলনেও বিরহের শঙ্কা উদিত হয়, অভিমানের ছায়া চন্দ্রের কলঙ্কের মত নিষ্কলুষ মিলনানন্দকে কলুষিত করে। রসপ্রস্থানে প্রেমের এই অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। ইহাই প্রেমের চরম পরিপক্বতার ফল স্বরূপ।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥
(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্রকরণ)

রাধামাধবের প্রেমে এই চরম পরিপক্বতা আসিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ।
এক জিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ॥
কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মধু মুখ হেরি॥
বিনি মঝু দরশ পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব॥

ডর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই।
চীবহি বিনু তাম্বুল নাহি যাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়া পাশ।
মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সভে কাহিনী না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান॥ (কবিরঞ্জন)

এইরূপ স্বার্থবিলোপী বন্ধনহীন প্রেমের আকর্ষণ প্রেমময়কে মর্তভূমিতে টানিয়া আনে। প্রেমময়ও প্রেমিকার অন্তরে একাত্ম হইয়া বিরাজ করেন—

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
(গোবিন্দদাস)

যে প্রেম বৈষ্ণব কবির উপজীব্য তাহার স্থান দেহের সম্বন্ধের বহু উর্ধ্বে। এই জন্যই ইহা এত মধুর, এত সুমহান্।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে মধুর রসের স্থায়িভাব মধুরা রতি ত্রিবিধ— সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। সাধারণী রতি অতিশয় গাঢ় হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র এই রতি চিত্তে প্রাদুর্ভূত হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই ইহার নিদান। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত কুব্জার রতি এই শ্রেণীর—

'নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা।
সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা'॥
(স্থায়িভাবপ্রকরণ, ৩৯)

সমঞ্জসা রতি শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণ, রূপ দর্শন হইতে চিত্তে সঞ্জাত হয়। এই রতির উদয়ে প্রেমিকার পত্নীত্বভাব জন্মে ও কখনও কখনও সম্ভোগেচ্ছার উন্মেষ হয়।

পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
ক্বচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা॥ ৪২
(স্থায়িভাবপ্রকরণ)

কৃষ্ণমহিষীগণের রতি এই শ্রেণীর।

সমর্থা রতি এই ত্রিবিধ রতির মধ্যে সর্বোত্তমা। ইহা স্বতঃ চিত্তে উদিত হয়, রূপ দর্শন, গুণ শ্রবণ প্রভৃতি কোন নিমিত্তের অপেক্ষা করে না। ইহা দ্রুত গতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়—

'স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেত্।
অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেহপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং গতিম্॥'
... ...
(স্থায়িভাবপ্রকরণ)।

ইহা সর্ববিস্মারি গন্ধ—ইহার উদয়ে প্রেমিকার অন্তরলোকে প্রেমাস্পদ ভিন্ন আর কাহারও স্মৃতি বর্তমানে থাকে না। ইহা বিশ্বকে ভুলায় বলিয়া নিবিড়তম। সম্ভোগেচ্ছার লেশমাত্র ইহাতে নাই। বৈষ্ণব কবি শ্রীরাধার যে প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সমর্থা রতির দৃষ্টান্ত। শ্রীরাধার প্রেম স্বতঃ উচ্ছ্বসিত, নিমিত্তসব্যপেক্ষা নহে। শ্যামরূপ দর্শন ও শ্যাম গুণ শ্রবণ ইহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে, পরিবর্ধিত করিয়াছে, যাহা স্ফুলিঙ্গ রূপে বর্তমান ছিল তাহাকে ইন্ধনের যোগে উদ্ধতশিখা বিপুল বৈশ্বানরে পরিণত করিয়াছে। কদম্বতলে ব্রজেন্দ্রকিশোরের শ্যামল কান্তি দর্শন করিবামাত্র শ্রীরাধার স্তিমিত রতি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তিনি আপনাকে যেন সেই প্রেমাগ্নিতে সমর্পণ করিলেন।

আই আঙ্গ মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইনুঁ
কালো অঙ্গে পড়িতে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে এরূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি ॥

(বলরাম দাস)

কৃষ্ণের নাম শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল—

সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমন বা পাসরিব তারে ॥

(দ্বিজ চণ্ডীদাস)

শ্রীরাধার প্রেম স্বসুখবাসনার স্পর্শে কলুষিত নহে। যদি কখনও সম্ভোগেচ্ছার উদয় হইয়াছে তাহা কৃষ্ণসুখেচ্ছাকে ফলবতী করিবার জন্যই। শ্রীরাধা নিজাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করিতে চান, কৃষ্ণ সেবার দ্বারা আত্মসুখোৎপাদনের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় তাঁহার নাই—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ ॥
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥
....

যোঁ দরশনে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাঁহি হোই মৃদুবাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম[১]
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥ (গোবিন্দদাস)

কারণ, কাম প্রাকৃত মনের রতি, ইহার চরিতার্থতা সুখাস্বাদনে, প্রেম শুদ্ধসত্ত্বময়ী হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি, ইহার চরিতার্থতা আত্মসুখ সাধনে নহে, আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রেমাস্পদের সুখবিধানে। তাই শ্রীমতীর স্বসুখবাসনার ছায়া মাত্র থাকিতে পারে না।

সমর্থা রতির যে বিভিন্ন স্তর বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কোনটি বৈষ্ণব কবির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সমর্থা রতির সাতটী অবস্থার কথা বলিয়াছেন—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ ও ভাব। এই সাতটি অবস্থার প্রতিটিকে বৈষ্ণব কবিগণ অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পরস্পর অনুরক্ত নরনারীর পারস্পরিক যে অবিনশ্বর প্রীতির বন্ধন তাহা প্রেম—

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ॥

(উঃ নী মঃ, ৫৭)

ইহার প্রীতির উচ্চতর অবস্থা। কবি বলরাম দাস রাধামাধবের প্রেমের এই অবস্থাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

মরম কাঁহিনু মো পুন ঠেকিঁলু
সে জনার পিরিতি কান্দে।
রাতি দিন চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে
তারে, সে পরাণ কান্দে॥

১। অথবা
পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনক কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপন ধরব কজের দেই আঁখি॥
বেদি বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥ (বিদ্যাপতি)

বুকে বুকে মুখে চৌখে লাগি থাকে,
তমু সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায় ॥
হার নহোঁ পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখে ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দিয়া লেয় ॥
সাজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে ॥
চরণে ধরিয়া কতক রহে
আউলখ্যা বান্ধয়ে কেশ।

(বলরাম দাস)

প্রেম যখন প্রকর্ষ লাভ করিয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহের উদয় হইলে প্রিয় দর্শনাদির দ্বারা দর্শনাদিতৃষা পরিতৃপ্ত হয় না।

আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেম চেদ্দীপদীপনঃ। ৭০
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে।
অত্রোদিতে ভবেজ্‌জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু ॥ ৭১ (উজ্জলনীলমণি)

শ্রীরাধার প্রেমে পরিতৃপ্তি নাই। যতই শ্যামরূপসুধা আস্বাদন করেন ততই আস্বাদনের স্পৃহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে।

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবহুঁ জুড়ল না গেল ॥ (বিদ্যাপতি)

স্নেহ পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে অননুভূত অভিনব মাধুর্য সৃষ্টি করিবার জন্য স্বীয় ভাব গোপন করিয়া কৃত্রিম কুটিলতা ধারণ করে। ইহাই মান। মানে স্নেহ অপে

মমতাবুদ্ধির আধিক্য থাকে বলিয়া মনের কুটিলতা, স্বার্থজন্য ঘৃণিত কুটিলতা নহে, তাহা প্রেমাস্পদের প্রীতিবর্ধনার্থে প্রদর্শিত হয়।

স্নেহস্তুৎকৃষ্টভাবাপ্ত্যা মাধুর্যমানয়ন্ নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥ ৮৭ (উঃ ন ম)

বৈষ্ণব কবিগণ মান বর্ণনায় অতি পারদর্শী। রাধামাধবের মানের বহু আলেখ্য নিপুণভাবে তাঁহারা অঙ্কন করিয়াছেন।

শ্রীরাধা মান করিয়াছেন। কানুর প্রেমসুধারস আস্বাদন করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি হইয়াছে। বৈচিত্র্য আনিয়া ইহার মাধুর্য ঘনীভূত করিবার জন্য কৃত্রিম কোপভরে তিনি সখীকে বলেন: সখি, কানুর প্রতারণা আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি।

সখি হে, না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নলুঁ
ঐছন কুটিল কান॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া কলস বিষে পুরাইয়া
উপরে দুধক পূর।

(বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধার কোপ দেখিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোরের হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠে।

নয়নের নীর নিকরে ঝরয়ে
চাঁদ নিরখয়ে তায়।
তোহারি বদন সোভারি তখন
মুরছিত গড়ি যায়॥ (অজ্ঞাত)

শ্রীরাধার চরণ ধরিয়া রাধিকারমণ অনুনয় করেন—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ন নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আন্ধার॥
রাই, কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার।

(জ্ঞানদাস)

মানের পরবর্তী অবস্থা প্রণয়। প্রণয়ে মানের কুটিলতা নাই, মমত্ববুদ্ধির পর-প্রকর্ষ বশতঃ বিস্রম্ভ বা বিশ্বাস আছে। প্রণয়ের বিস্রম্ভ উদিত হইলে প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় ও উভয় মিলিয়া এক হইয়া যায়—

মানো দধানো বিস্রম্ভঃ প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ ৯৮ (উঃ ন ম, স্থা)

শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হইয়া আপন সত্তা ভুলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে আপনাকে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া কৃষ্ণের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়াছেন। তাঁহার আপন বলিতে কিছু নাই।

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার।
তোমার ধন তোমাকে দিব কি হবে আমার॥ (যদুনাথ দাস)

এইরূপ আমিত্ব বিসর্জন ও ঐকান্তিক বিস্রম্ভ যাহার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রেমাস্পদের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা পার্থিব প্রেমে সম্ভব নয়। শ্রীরাধার প্রেম অপার্থিব, লোকোত্তর। তাই লোকোত্তর বিস্রম্ভও ইহাতে সম্ভব।

প্রণয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যাহাতে প্রিয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে হয় এবং প্রিয়প্রাপ্তি দুর্লভ হইলে পরম সুখও তীব্র দুঃখরূপে অনুভূত হয়, প্রেমের এই অবস্থা রাগ।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥ (উঃ নী ম, স্থা)

শ্রীকৃষ্ণের পিরীতি সুখসায়রে শ্রীরাধা ডুব দিয়াছেন, অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহার জন্য কুল, মান, শীল, লজ্জা সকলই জলাঞ্জলি দিয়াছেনঃ

তুয়া অনুরাগে হাম হলাম কলঙ্কিনী। (জ্ঞানদাস)

তিনি নারীজীবনের চরমতম দুঃখ, কুলত্যাগনীর কলঙ্ক সগর্বে মণিমাল্যের মত শিরোভূষণ করিয়াছেন। আলোর দ্বার যাহার সম্মুখে উন্মুক্ত কুজ্ঝটিকাতে তাহার কি ভয়? কৃষ্ণপ্রেমমদিরা পান করিয়া শ্রীরাধা মাতাল হইয়াছেন। বাহ্যিক জগতের সুখ দুঃখের রেশ তাঁহার অনুভূতির রাজ্যে পৌছায় না।

শুধু প্রিয়দর্শন যখন দুর্লভ হয় তখন তাহার দুঃখের অবধি থাকে না। প্রিয়বিরহের দুঃখ মর্মান্তিক, সুদুঃসহ হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পরে দুঃখের ভারে। বৈষ্ণব কবি অতি সুন্দর ভাবে কৃষ্ণপ্রেমবিধুরা বিরহিনী শ্রীরাধিকার মর্মবেদনার চিত্রটি আকিয়াছেন—

সখি হে, হামারি দুখক নহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ বাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

ঝাম্পি ঘন গর জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
কহয়ে শেখর কৈসে গমায়ব
হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥ ১ (রায় শেখর)

ভাদ্রের অবিশ্রাম বারিধারার ন্যায় শ্রীমতীর নয়নে ধারা বহিতেছে। তিনি গৃহ সাজাইয়া বসিয়া আছেন প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষায়। কিন্তু কোথায় সেই পরাণের পরাণ ব্রজেন্দ্রদুলাল? সুতীব্র বেদনায় বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে। এই বিরহরজনীর অবসান কিরূপে হইবে? বিরহিনী নারীর প্রেমবিহ্বল হৃদয়ের এই চিত্র সাহিত্যে সত্যই অতুলনীয়। রাগ যখন পরপ্রকর্ষ লাভ করে তখন উহা নিত্য নব রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং প্রেমাস্পদকে নিত্য নবীন বলিয়া বোধ হয়। প্রেমের এই অবস্থা অনুরাগ। এ অবস্থায় প্রেমের মাধুর্য সদা অনহুভূত ও অনাস্বাদিতরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবেন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্যতে॥ (উঃ নী ম; স্থা প্র, ১০২)

শ্রীরাধার প্রেম সর্বকালবিজয়ী, চিরনবীন। সে প্রেমমাধুরী যত আস্বাদিত হয় ততই অভিনব হইয়া উঠে।

সখি, কি পুছসি অনুভব মোর।
মোই পিরীতি অনুভব বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়। (বিদ্যাপতি)

ব্রজেন্দ্রদুলালকে তিনি অনুক্ষণ দেখিতেছেন, তাহার রূপমদিরা আকণ্ঠ পান করিতেছেন। তথাপি শ্রীরাধার তৃপ্তি হয় না। যতই সে রূপ দর্শন করেন ততই তাহা

১। অথবা শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুর গমন করিয়াছেন, সুনিবিড় বিরহ বেদনায় শ্রীমতীর চিত্ত অভিভূত।
হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমাল॥
নয়নক নিঁদ গেও বদনক হাস।
সুখ গেও বধুঁ সঞে দুখ মঝু পাশ॥ (বিদ্যাপতি)

যেন নবীন হইয়া উঠে। সে রূপে যেন কি এক যাদু আছে, শ্রীরাধার নয়নে তাহা অতি পরিচিত হইয়াও যেন পুরাতন হইতে চাহে না। অভিনব মাধুর্য্যের অম্লান দীপ্তি সদাই শ্রীরাধাকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখে।

নবরে নবরে নব নব ঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতি খানি অতি অনুপম॥ (যদুনাথ দাস)

অনুরাগ আপনাতে আপনি সার্থক হইয়া উঠিলে ভাবসংজ্ঞা লাভ করে—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ (উঃ নীঃ ম, স্থাঃ, ১০৯)

ভাবপদবীতে উন্নীত হইলে প্রেম হৃদয়ে গোপন থাকে না। বসন্তমারুতের স্পর্শে নবোদ্ভিন্ন কুসুমের সৌরভ যেমন বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে, দলসম্পুটে ঢাকা থাকিতে চাহে না, ভাবও সেইরূপ গোপন রাখিতে চাহিলেও গোপন থাকে না। উদ্দীপ্ত প্রমুখ বিভিন্ন সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণপ্রেমবিলাসিনী শ্রীরাধার প্রেমে এ অবস্থাও আছে। কৃষ্ণপ্রেমসাগরে অবগাহন করিয়া তিনি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দময়ী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে প্রেমতরঙ্গ হিল্লোলিত, তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ প্রেমসুধারসে উচ্ছ্বসিত। অন্তরের গোপন মণিকোঠায় যে কৃষ্ণপ্রেমকে তিনি সযত্নে রক্ষিত করিতে চাহেন তাহা সকলের কাছে প্রকাশিত হইয়া পরিয়াছে—

মাধব, তুয়া অনুরাগিনী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা॥
ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত,
পুন শুন শ্যামরী গোরি।
পুন পুছত পুন দীগ নেহারত
ভুকে শুতয়ে পুন বেরি॥ (জ্ঞানদাস)

এই ভাবের পরমকাষ্ঠাই মহাভাব। ইহার দুই রূপ, রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় মহাভাবেরও মোদন ও মাদন এই দুই স্তর। প্রেমিক প্রেমিকার সাত্ত্বিকভাবোদ্দীপিত প্রেম-সৌষ্ঠব অনুভূত হয় মোদনাবস্থায়। মাদানাবস্থা ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর। শ্রীরাধা ব্যতীত এই মাদনাখ্য মহাভাব কোন কৃষ্ণকান্তাতে বা প্রেয়সীতে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, কারণ ইহা হ্লাদিনীশক্তির সার স্বরূপ। মাদনেই প্রেমের পূর্ণতমত্বপ্রাপ্তি—

সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ (উঃ নীঃ মঃ, স্থা ২০২)

মাদন বিরহের অতীত। মিলনের সর্ববিধ আনন্দবৈচিত্র্য মাদনে যুগপৎ অনুভূত হয়। সম্ভোগকালে বাস্তব বিরহের অভাব সত্ত্বেও বিরহের অনুভূতি সম্ভোগসুখকে

বৈচিত্র্যময় ও আভনব করিয়া তুলে। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার মাদন মহাভাব বর্ণনায় সর্বোত্তম পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

বিরহের অবসানে মাধবের সহিত মাধবপ্রিয়া মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। এতদিন যে দুঃখ তিনি পাইয়াছেন আজ সকলই পরম সুখে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সেই সে পরাণ নাথ পাইলুঁ
যাঁহা লাগি মদন দহনে জরি গেলুঁ ॥
কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখদরশনে তত সুখ ভেল ॥ (বিদ্যাপতি)

তাঁহার আজ প্রিয়মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া দেহ ধন্য, জীবন ও যৌবন সমস্ত জগৎ আনন্দে পূর্ণ।

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহাইলুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরানন্দা।
আজ মঝু গেহ, গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥ (বিদ্যাপতি)

তিনি অনিমেষ লোচনে প্রিয়মুখ অবলোকন করেন আনন্দাশ্রুতে দুই নয়ন ভরিয়া উঠে, দেহ বল্লরী পুলকে কম্পিত হয়।

অধর সুধারসে, লুবধক মানষে,
তনু পরিরম্ভন চাহ।
সুখ অবলোকনে, অনিমিখ লোচনে,
কৈছে হোয়াত নিরবাহ ॥
....
আনন্দনীরে নয়ন যুছ ঝাঁপাই
তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈ করব পুন
সুরত জলধি অবগাহে ॥ (গোবিন্দদাস)

এই নিরবচ্ছিন্ন মিলনানন্দেও তাঁহার নিবৃত্তি নাই, বিচ্ছেদের কল্পনা চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে।

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥ (বিদ্যাপতি)

প্রেমাস্পদকে চোখের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না, পাছে হারাইয়া যায়।

বধূঁ, আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমারে রাখিব
পুরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে, তাহা প্রবোধিব,
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহে ও নেহের নিগত করিয়া,
বাঁধব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, লউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধু॥ (চণ্ডীদাস)

যোগী যেরূপ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া পরমেশের ধ্যানে সমাহিত হন কৃষ্ণপ্রেমযোগিনী শ্রীরাধাও সেইরূপ সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া প্রেমাস্পদের অনুভূতিতে নিমজ্জিত হইয়া আছেন। প্রেমের নির্মল জ্যোতি তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত, জীবনের যত আঁধার, যত সংশয় সব নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে—

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনী
আঁধার পেরিয়ে আলা॥ (চণ্ডীদাস)

বৈষ্ণব সাহিত্যে মিলনের পদগুলি যত মধুর বিরহের পদগুলি তাহা অপেক্ষা আরও মধুর। বৈষ্ণব কবি হৃদয় ঢালিয়া রাধামাধবের বিরহ বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভোগকালীন প্রেমে উত্তাপ আছে, মাদকতা আছে, উচ্ছলতা আছে কিন্তু চিত্ত দ্রবীভূত করিবার শক্তি নাই। বিপ্রলম্ভকালীন প্রেমে এই শক্তিই প্রধান। বিরহের কারুণ্য শুধু প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় মথিত করে না, রসপানেচ্ছু ইতর জনের চিত্তও দ্রবীভূত করে। বৈষ্ণবকবিবর্ণিত রাধামাধবের বিরহের করুণ মূর্ছনা সকলকে কাঁদায়, সকল হৃদয় বেদনাতুর করিয়া তোলে।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বিরহ বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের যে চারিটি অবস্থা নির্ণয়

করিয়াছেন, পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য, বৈষ্ণব কবিগণ রাধামাধবের বিরহের সেই চারিটি অবস্থা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পূর্বরাগমূলক কবিতাগুলি রসমাধুর্যে অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধার পূর্বরাগ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ হইতে মধুরতর। যে প্রেম সঙ্গমের পূর্বে প্রেমাস্পদকে দর্শন বা তৎ কথা শ্রবণ হেতু উদিত হইয়া চিত্ত উন্মথিত করে তাহাই পূর্বরাগ—

রতি র্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥ (উঃ নীঃ মঃ, স্থাঃ)

যাহাকে জানা নাই, যাহাকে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, সেই নিতান্ত অপরিচিতের প্রথম দর্শনেই চিত্তে যে আসক্তি উন্মেষিত হয় তাহা এতই দুর্বার হইয়া উঠে যে লোকলজ্জা, সঙ্কোচ সকলই ভুলিয়া চিত্ত তন্ময় হইয়া থাকে। শ্রীরাধা যমুনার পথে যাইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ভ্রমর কৃষ্ণকমলে আবিষ্ট হইয়াছে। জগতের আর কিছুতে তাঁহার মন নাই। নবপরিচিত ব্রজেন্দ্র-কিশোর তাঁহার মন প্রাণ অধিকার করিয়া লইয়াছে। শ্রীরাধা—

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন গোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনী
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত নয়ানে চাহে চন্দ্র পানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণ। (দ্বিজ চণ্ডীদাস)

সম্ভোগকালে ক্রোধ অসূয়া ইত্যাদি ভাব বশতঃ পরস্পর অনুরক্ত প্রেমিক প্রেমিকার যে বিরহানুভূতি তাহাই মান। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

প্রেমবৈচিত্ত্য প্রেমের এক বিচিত্র অবস্থা। উহাতে ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছেদ সহ্য হয় না, নিরবিচ্ছিন্ন মিলনেও বিরহের শঙ্কা উদিত হয়, অভিমানের দ্বারা চন্দ্রের কলঙ্কের মত নিষ্কলুষ মিলনানন্দকেও কলুষিত করে। ইহা প্রেমের চরমোৎকর্ষের ফল স্বরূপ।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ (উঃ নীঃ ম, শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ, ১৩৪)

রাধামাধবের প্রেমে এই চরম পরিপক্কতা আসিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ।
এক জিউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ॥
কহিল কাহিনী পুছয়ে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
বিনি মঝু দরশ পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে পানি নাহি পীব॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই।
টীবহি বিনু তাম্বুল নহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মানভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সউে কাহিনি না সহে পরাণ।
আন সম্ভাবনে হরয়ে গেয়ান॥ (কবিরঞ্জন)

পরস্পর অনুরক্ত প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের দেশান্তরগমনজনিত যে বিচ্ছেদ তাহাই প্রবাস—

পূর্বসঙ্গতয়োর্যুনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে॥ (উঃ নীঃ ম, শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ)

প্রবাসে বিরহ দুঃখ অতি তীব্র। মিলনাকাঙ্ক্ষায় প্রাণ অস্থির হইলেও মিলন সহজলভ্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহ শ্রীমতীর সহ্য হয় না। এ দুঃখ অপেক্ষা মৃত্যুকে তাঁহার অনেক শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে॥
সেই তমাল তরু কৃষ্ণ বর্ণ হয়।
অবিরুও তনু মোর তাহে জনু রয়॥ (বিদ্যাপতি)

অতীতের মিলনের দিনগুলি শ্রীরাধার পর পর মনে পড়ে। সেই সুখের স্মৃতি যতই চিত্তপটে উদিত হয় ততই বিরহ বেদনা উথলাইয়া উঠে।

কতহু যতন করি, প্রেম বাড়ায়লি,
প্রেম পরশমণি কান।
সো গুণনিধি পহুঁ, আনহি দেশে রহু
অব নাহি যাওত পরাণ॥
সজনী, হরি কিয়ে দারুণ ভেল।
ধাতা কুটিল, নাথ সুখ সম্পদ,
ঐছে বিপদ করি দেল॥
হেরইতে নিমিখ, বৈরি করি মানলুঁ।
কোরে বিচ্ছেদ করি ভোর।
লহু লহু বচনে মান করি সাধল,
যো অব বিছুরল মোর॥ (গোবিন্দদাস)

বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিসারের পদগুলি রসমাধুর্য ও ভাব সৌন্দর্যে অনুপম। প্রেমের বর্ণনা সকল দেশের কবি করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেমের যে তীব্রতা অভিসারের পদগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে বোধকরি একমাত্র বৈষ্ণব কবি বর্ণিত রাধামাধবের প্রেমেই তাহা সম্ভব। রাধামাধবের প্রেম লৌকিক প্রেম নহে, লোকোত্তর ভগবৎ-প্রেমেরই রূপান্তর। যে ঐকান্তিক দুর্দমনীয় দর্শনস্পৃহায় গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সুদূর পর্বতে বা অরণ্যে ছুটিয়া চলেন, আনন্দোচ্ছল জগতের মোহনীয় আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে দ্বিধা করেন না, সেই দর্শনস্পৃহাই শ্রীমতীর অভিসারের উদ্দীপক। শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসার ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ ভিন্ন আর কিছু নহে। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিসারের পদগুলি ভক্তিরসরূপতার সর্বোত্তম নিদর্শন।

অভিসার কথাটি সংস্কৃত সাহিত্যে অপরিচিত নহে। অলঙ্কার শাস্ত্রে ছায়িকা প্রকরণে যে অষ্টপ্রকার নায়িকার বর্ণনা আছে, অভিসারিকা তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথবংশবশা।
স্বয়ং বাঽভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাঽভিসারিকা॥ (সাহিত্যদর্পণ, ৩।১১৮)

অর্থাৎ অভিসারিকা মন্মথবশীভূত হইয়া কান্তকে নিজের নিকট আনয়ন করে অথবা স্বয়ং কান্তের নিকট গমন করে—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। (উঃ নীঃ মঃ, নায়িকাপ্রকরণ, ৩৯)

কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে মনোজ্ঞ অভিসার বর্ণনা সুলভ নহে। বস্তুতঃ অভিসার বৈষ্ণব কবিদের নিজস্ব সম্পদ। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অভিসারের পদগুলি রূপে রসে অতুলনীয়।

বর্ষার ঘনায়মান মেঘপুঞ্জ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। বৃষ্টির বেগ দুঃসহ। ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজ পড়িতেছে, চতুর্দ্দিকে বিদ্যুতের জ্বালা। পঙ্কিল পথ প্রতিপদে আশঙ্কাজনক। তথাপি শ্রীমতী কান্তের উদ্দেশ্যে সঙ্কেতকুঞ্জে চলিয়াছেন।

'ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।' (গোবিন্দদাস)

অর্থাৎ যে বাণ ধনু ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যস্থলে ছুটিয়াছে, তাহাকে কি যত্ন করিলেও নিবারিত করা যায়? শ্রীমতী কিরূপে নিবৃত্ত হইবেন?

'আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জ হি গেল॥' (রায় শেখর)

যে প্রেমাস্পদ আহারে, বিহারে, শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে চিত্ত নিঃশেষে অধিকার করিয়া আছেন তিনি এই দুর্দিনে সঙ্কেতকুঞ্জ হইতে মুরলী রবে শ্রীমতীকে আহ্বান করিতেছেন। শ্রীমতী ঘরে থাকিবেন কিরূপে? সকল বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া কান্ত-সকাশে চলিলেন। যাঁহার জন্য শ্রীমতী কলঙ্ককে শিরোভূষণ করিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথে কি কোন বাধা থাকিতে পারে?

কুল মরিয়াদ কপাট উদ্ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠহি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি মুঝে পরিখল কর দূর।
যৈছে হৃদয়ে করি পন্থ হেরত হেরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ থাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥ (গোবিন্দদাস)

এই অভিসারের জন্যে শ্রীমতী দীর্ঘকাল হইতে আপনাকে প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাকে কাঁটাবনে, পিছল পথে, অন্ধকার রাতে যাইতে হইবে, শ্রীমতী বহু দিন হইতে এইরূপ যাওয়া অভ্যাস করিতেছেন—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

হরি অভিসারক লাগি।
দুতরপন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর যুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর কঙ্কন পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগগুরুপাশে॥ (গোবিন্দদাস)

পূর্ণিমার মেঘমুক্ত চন্দ্রিমা অভিসারের প্রধান অন্তরায়। ঘরের বাহির হইলে সকলে দেখিয়া ফেলিবে। শ্রীমতী কিরূপে প্রিয় মিলনে যাইবেন? শ্রীমতী শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছেন যাহাতে জ্যোৎস্নায় দেহ মিলাইয়া চলিতে পারেন—

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দন চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মহা বুর॥ (গোবিন্দদাস)

তথাপি শ্রীরাধার চিত্ত ভয়ে কম্পিত হয়। তিনি মেঘকে করুণ মিনতি করেন চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে—

কোটি রতন জলধর তোহেঁ লেহ।
আজুক রয়নি ঘন তম কত্র দেহ। (বিদ্যাপতি)

এই ভাবে বৈষ্ণব কবিরা প্রেমের বিভিন্ন স্তরের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বৈষ্ণব কবিতায় কাব্য রসই আস্বাদ্য আধ্যাত্মিক ভাব নহে। রাধা ও কৃষ্ণকে ভক্তও ভগবান রূপে জানিলেও বৈষ্ণব পদগুলিতে তাঁহারা নায়িকা ও নায়ক, প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদ। তাই বৈষ্ণব পদে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের প্রাধান্য নাই, কাব্যরসের অনুপম মাধুর্য

রসিকচিত্ত মোহিত করিয়া রাখে। সুতরাং বৈষ্ণব পদগুলিতে বৈষ্ণব সাধকের ভগবৎ-প্রীতি ভাবরূপ বর্জন করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে রসরূপে পর্যবসিত হইয়াছে। বঙ্গকবিচূড়ামণি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে ভক্তির ভাবরূপ ও রস রূপের অপূর্ব সমন্বয় অনুভব করিতে পারা যায়। গীতগোবিন্দ কাব্য, রসই ইহার প্রধান আস্বাদ্য। তথাপি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় ভক্তিভাবের যে অবিকৃত প্রবাহ ইহার গভীর অন্তঃস্থলে বহিয়া চলিয়াছে তাহা যুগে যুগে নিখিল ভক্তজনের চিত্ত অফুরন্ত আনন্দসুধায় পূর্ণ করিয়াছে। রাধা-গোবিন্দের প্রণয় লীলা বর্ণনের মাধ্যমে কবি আপন হৃদয়ের অকৃত্রিম ভগবৎপ্রীতি প্রকাশিত করিয়াছেন। জয়দেব শুধু কবি ছিলেন না, পরম বৈষ্ণবও ছিলেন। তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে স্বয়ং ভগবান তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়া একটি চরণ লিখিয়া অসম্পূর্ণ শ্লোক সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতেও গীতগোবিন্দে ভক্তি রসের মাধুর্য অধিক আস্বাদনীয়। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গীতগোবিন্দকে ভক্তিরসশাস্ত্র বলিতেন।

জয়দেব তাঁহার কাব্যের প্রথম সর্গে নিজেই বলিয়াছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

জয়দেবের কাব্য পাঠ করিলে হরিস্মরণ ও রাধাগোবিন্দ বিলাসের আস্বাদন উভয় ঈপ্সাই চরিতার্থ হয়। সুতরাং গীতগোবিন্দ কাব্যে ভক্তির ভাব রূপ ও রস রূপ এই উভয়ের সংমিশ্রণ হইয়া আছে। তথাপি উভয়েরই স্বতন্ত্র মাধুর্য আস্বাদনীয়—ইহাই গীতগোবিন্দ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের ও সর্বজনাহ্লাদকারিত্বের হেতু।

সংক্ষেপে এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় পদাবলী সাহিত্যে ভক্তিরস। পদাবলী সাহিত্য গৌড়ীয় রসিক সাধকের অনবদ্য সৃষ্টি। পদাবলী সাহিত্য দ্বিবিধ—শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী। উভয় পদাবলীর পদকর্তৃগণ উপাস্য দেবতাকে পরম অন্তরঙ্গ জনে পরিণত করিয়া তাঁহার সহিত ভাবের সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। শাক্ত পদাবলীতে কৈবল্যদায়িনী পরমা প্রকৃতি শক্তিস্বরূপিণী কালী অথবা দশপ্রহরণধারিনী দনুজদলনী দুর্গা পরম স্নেহাস্পদ তনয়া। তাই শাক্ত পদাবলীতে শক্তি সাধকের ভক্তি বাৎসল্যরসে পর্যবসিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে অবাঙ্‌মানসগোচর নিরুপাধিক পরব্রহ্ম নন্দ-মহিষী যশোদার আদরের দুলাল অথবা গোপাল অথবা শ্রীরাধা প্রমুখ ব্রজবধূগণের

পরমপ্রিয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণ। সেইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তের কৃষ্ণভক্তি বাৎসল্য অথবা প্রেম বা মধুর রসে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাধনাঙ্গ স্বরূপ ভক্তির রসরূপতা যে কত সাবলীল ও উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহা পদাবলী সাহিত্যে অনুভব করা যায়। বস্তুতঃ পদাবলী সাহিত্য না থাকিলে ভক্তিরসশাস্ত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।[১]

১। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিভিন্ন আলোচনার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

বৈষ্ণব পদাবলী।	সম্পাদিত, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা, ১৯৬১)
শাক্ত-পদাবলী ও শক্তিসাধনা।	শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। (৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭০)
পদাবলী সাহিত্য।	শ্রীকালিদাস রায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫)।
বৈষ্ণব রস সাহিত্য।	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা, ১৩৫৩)
শ্রী পদামৃত মাধুরী।	সম্পাদিত, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। (দ্বিতীয় সংস্করণ. কলিকাতা, ১৯৪৮)।
বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস।	শ্রীসুকুমার সেন। (বর্ধমান, ১৯৬৩) (প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠপর্ব) (পৃঃ ১-৮৪)
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।	শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৩৮৮-৪৫২। (২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৩)
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা।	শ্রীভূদেব চৌধুরী। (৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা) পৃঃ ১৭৬-২১৯।

একাদশ অধ্যায়

বেদান্ত দর্শন ও ভক্তিতত্ত্ব

পর্বতের অতল গহ্বর হইতে বাহির হইয়া স্রোতস্বিনী যেমন শতধারে আপনাকে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে, ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা তেমনি জ্ঞানগম্ভীর উপনিষদ হইতে নিঃসৃত হইয়া একাধিক ধারায় মনোরাজ্য প্লাবিত করিয়া গিয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ মহামনীষী আচার্যগণ উপনিষদ ও বেদান্তসূত্রকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মতবাদগুলি বিভিন্ন প্রকার হইলেও ইহাদের উদ্দেশ্য এক। পরম সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা সকল দর্শনের চরম লক্ষ্য। বিভিন্ন মার্গ অনুসরণ করিয়া সত্যানুসন্ধী আচার্যগণ এই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন।

আচার্যগণ কর্তৃক প্রদর্শিত মার্গগুলির মধ্যে ভক্তিমার্গ অন্যতম। দার্শনিক পটভূমিকায় ইহার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবন করিতে হইলে তিনটি বিষয় জানিতে হইবে—ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ এবং সাধনমার্গরূপে ভক্তির যথার্থ স্বরূপ। আলোচ্য অধ্যায়ে এই বিষয়ে শঙ্কর প্রমুখ আচার্যগণের অভিমত সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হইবে।

শঙ্কর দর্শন। ব্রহ্মের স্বরূপ।

শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ।[১] তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব।[২] তিনি নির্গুণ ও নির্বিশেষ। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি সর্বোপাধিরহিত ও জন্মাদিবিকারহীন। তাহাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ক্রিয়াকারকফল পৃথগ্‌ভাবে কল্পিত হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহার অদ্বৈতত্বের হানি ঘটে। তিনি তার্কিক বুদ্ধির অবিষয়, অভয় ও শিব স্বরূপ।[৩] তিনি আনন্দ স্বরূপ।[৪] তিনি ব্যোমবৎ সর্বগত হইয়াও সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন।[৫] তিনি ক্রিয়াবিবর্জিত হইয়াও অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট নামরূপযুক্তরূপে অভিব্যক্ত হন। এই নামরূপ উপাধির

১। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি প্রকৃতত্বাৎ। তৈত্তি, উপ, ভাষ্য, ২. ৬।

২। নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবো……ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ১. ৩. ১৯।

৩। পরমার্থতোঽনুপাধিকৃতং চ তত্ত্বমেবাদ্বিতীয়মুপাদেয়ং সর্বতার্কিকবুদ্ধ্যনবগম্যং হ্যজনভয়ং শিবমিষ্যতে। ন তত্র কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়াকারকফলং বা স্যাদদ্বৈতত্বাৎ সর্বভাবানাম্। প্রশ্ন. উপ. ভাষ্য, ৬. ৩।

৪। পর এবাত্মা আনন্দময়ঃ ভবিতুমর্হতি। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১. ১. ১২।

৫। ব্যোমবৎ সর্বগতস্য ব্রহ্মণঃ সর্বপ্রাণিহৃদয়সম্বন্ধাৎ। ঐ, ১. ২. ৮।

সাহচর্যে তিনি সবিশেষ ঈশ্বরের নামে অভিহিত হন।[১] সুতরাং ব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়—নামরূপ বিকারবিশিষ্ট ও তদ্রহিত।[২] বস্তুতঃ তিনি নিরবয়ব[৩] কারণ তাঁহার রূপবত্তা সম্ভব নহে।[৪] তথাপি সবিশেষ বা ঈশ্বর রূপে তিনি সাধকগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মায়াময় রূপ স্বেচ্ছায় পরিগ্রহ করেন।[৫] তিনি নির্বিকার ও অদ্বিতীয় হইলেও বিচিত্র শক্তিবশতঃ বিচিত্র বিকারের অধিষ্ঠান রূপে পরিগণিত হন।[৬] তিনি নির্গুণ[৭] হইলেও জগৎস্রস্টৃত্ব তাঁহাতে সম্ভব, কারণ সৃষ্টি উৎপত্তি নহে। কিন্তু দুগ্ধের দধিরূপ অবস্থান্তরের মতই সমগ্র প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অবস্থান্তর মাত্র।[৮] কিন্তু জগৎ সৃষ্টি তাঁহার কোন স্বপ্রয়োজনোপযোগিনী প্রবৃত্তির দ্বারা প্রসূত নহে, কারণ তিনি সদা পরিতৃপ্ত বলিয়া তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না।[৯] তিনি অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া কেবল লীলার ব্যপদেশেই জগৎ সৃষ্টি করেন।[১০]

ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্বিশেষ ও বুদ্ধির অগোচর হইলেও অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট তিনি উপাধিবিশিষ্ট রূপে যখন প্রতিভাত হন তখন তিনি হন উপাস্য অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা তাঁহাকে ঐরূপ ব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। অবিদ্যানির্মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মের সর্বোপাধিবিবর্জিত পারমার্থিক স্বরূপ অনুভব করে এবং একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই এইরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।[১১] কারণ, উপাস্য ও উপাসকের ভেদপ্রতীতি ব্যতীত উপাসনা সম্ভব নহে। অবিদ্যাবশতঃ জীব যখন নিরুপাধি ব্রহ্মে উপাধি আরোপ করিয়া স্রষ্টা ইত্যাদি রূপে তাঁহাকে কল্পনা করে ও নিজেকে সৃষ্টরূপে অনুভব করে তখনই তাহার চিত্তে তাঁহার প্রতি উপাসনাত্মক বৃত্তির উদয় হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে ব্রহ্মের নিরুপাধি স্বরূপ উপলব্ধ হয় সেই মুহূর্তে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করে। এইরূপ অবস্থায় ব্রহ্মের প্রতি উপাসনা সম্ভব নহে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধের দ্বারাই আপন সত্তাকে ব্রহ্মসত্তায় সে বিলীন করিয়া দেয়। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি।

১। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো ভবতি। ঐ, ২. ১. ১৪।

২। দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতং সর্বোপাধিবিবর্জিতম্। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১. ১. ১১।

৩। নিরবয়বং তু ব্রহ্ম। ঐ, ২. ১. ২৬।

৪। ন পরমেশ্বরস্য রূপবত্ত্বং সম্ভবতি। ঐ, ১. ১. ২০।

৫। পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্। ঐ, ১. ২. ২০।

৬। একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাদ্ উপপদ্যতে বিচিত্রবিকারপ্রপঞ্চঃ। ঐ, ২. ১. ৩০।

৭। নির্গুণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি…ঐ, ৩. ৩. ১২।

৮। ক্ষীরবদ্ দ্রব্যস্বভাববিশেষাৎ। ঐ, ২. ১. ১৪।

৯। যদীয়ং প্রবৃত্তিঃ পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যতে পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। ঐ, ২. ১. ৩২।

১০। পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়মপরিমিতশক্তিত্বাৎ। ঐ, ২. ১. ৩৩।

১১। একমপি ব্রহ্মাপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধং চোপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষূপদিশ্যতে। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১. ১. ১২।

সুতরাং উপাধিরহিত ব্রহ্ম জ্ঞানের গোচর, উপাসনার গোচর নহে। এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে ব্রহ্ম ঈশিতা, জীব অল্পজ্ঞ ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতীতি অন্তর্হিত হইয়া যায়।[১]

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্মতত্ত্ব জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করে। আচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই।[২]

যাহা কিছু দৃশ্য বা অদৃশ্য রূপে বর্তমান তাহার মূলে একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই বিদ্যমান। সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ভেদজ্ঞান অবিদ্যাবশতঃ হইয়া থাকে।[৩] ব্রহ্ম স্বভাবতঃ উপাধিবর্জিত হইলেও কুবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট তিনি দেহাদ্যুপাধিবিশিষ্ট রূপে প্রতিভাত হন। এইরূপে উপাধিপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। যেরূপ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহাকাশ ঘটাকাশ রূপে পরিগণিত হয় সুতরাং ঘট ভাঙ্গিলে ঘটাকাশ যে জন্য মহাকাশে বিলীন হইয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ দেহাদ্যুপাধির বিলয়ে জীব ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়।[৪] এই কথাই আচার্য 'আভাস এব চ' (২. ৩. ৫০) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। জলে পতিত সূর্যের প্রতিবিম্বসদৃশ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব।[৫] সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও প্রতিবিম্ব গ্রাহক উপাধি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তাহাকে জীব নামে অভিহিত করা হয় এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্নের মতই মনে হয়। যাবতীয় অবিদ্যাপরিকল্পিত দোষ-রহিত শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং উহাই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ।[৬] যদি পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে 'তৎ ত্বম্ অসি' ইত্যাদি একত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের বাধ ঘটিত।[৭] 'অংশো নানাব্যপদেশাৎ...' (২.৩.৪৩) সূত্রে যে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে জীব ব্রহ্মের অংশ সদৃশ যেহেতু ব্রহ্মের ন্যায় জীবে চৈতন্য বর্তমান।[৮]

১। ন পরমার্থতো......বিদ্যয়াপাস্তসর্বোপাধিস্বরূপস্চ আত্মনীশিত্রীশিতব্য সর্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে। ঐ, ২. ১. ১৪।

২। ন ব্রহ্মণোহন্যৎ কিঞ্চিদ্ ভবিতুমর্হতি। ঐ. ৩. ২. ৩২।

৩। অবিদ্যাধ্যারোপণব্যতিরেকেন নাস্তি পরমার্থতো দ্বৈতম্। বৃহ. উপ. ভাষ্য, ৪. ৪, ১৯।

৪। নেশ্বরাদন্যঃ সংসারী। তথাপি দেহাদিসঙ্ঘাতোপাধিসম্বন্ধ ইষ্যতে। ঘটকরকগিরিগুহাদ্যুপাধিসম্বন্ধ ইব (ব্যোম্নঃ,)। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য. ১. ১. ৫।

৫। আভাস এব চৈব জীবঃ পরস্যাত্মনো জলসূর্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ন স এব সাক্ষাৎ নাপি বস্ত্বন্তরম্। ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য, ২. ৩, ৫০।

৬। তচ্চাপহতপাপ্মত্বাদিধর্মকং তদেব চ জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপম্। ঐ, ১. ৩. ১৯।

৭। পরস্মাচ্চান্যত্বে জীবস্য তত্ত্বমসীত্যাদি শাস্ত্রবাধপ্রসঙ্গাৎ। ঐ, ৪. ৩. ১৪।

৮। চৈতন্যং চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ। ঐ, ২. ৩. ৪৩।

অংশ শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণীয় নহে কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব।[১] 'মমৈবাংশো জীবলোকঃ' গীতার এই অংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিষয়টি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আচার্য স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মহাকাশ যেরূপ ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে ঘটাকাশ আখ্যা লাভ করে ও মহাকাশের অংশ রূপে পরিচিত হয় সেইরূপ দেহাত্মুপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে ব্রহ্মের জীব আখ্যা হয় এবং ব্রহ্মের অংশরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং ঘটাকাশ ও মহাকাশ যেরূপ অভিন্ন সেইরূপ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।[২] যখন অবিদ্যাজন্য উপাধির সাহচর্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতীতির উদয় হয় তখনই জীব উপাসক ও ব্রহ্ম উপাস্য এই জ্ঞান হইয়া থাকে।[৩] পূর্বে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে নিরূপাধি ব্রহ্ম অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট সোপাধি রূপে প্রতিভাত হইলে ঈশ্বর সংজ্ঞা লাভ করেন। অতএব ঈশ্বর উপাধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম এবং জীব ও উপাধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। উভয়ের ভেদ কোথায়? ভেদ না থাকিলে ঈশ্বর প্রশাস্তা এবং জীব প্রশাসিতব্য এই রূপ বোধ সম্ভব হয় না। শ্রীপাদ শঙ্কর এই প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে উত্তম উপাধিবিশিষ্ট হইলে ব্রহ্মের ঈশ্বর সংজ্ঞা হয় এবং হীন উপাধি বিশিষ্ট হইলে তাঁহার জীব সংজ্ঞা হইয়া থাকে।[৪]

সাধন মার্গ।

মোক্ষসাধন প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর উপনিষদের অনুশাসন অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীবের ব্রহ্মভাবই মোক্ষ।[৫] এইরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র মার্গ জ্ঞান। জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও আচার্য ভাগবতাদি[৬] শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ভক্তিমার্গের উপযোগিতা অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ভক্তিকে ধ্যানের সমতুল্য মর্যাদা দিয়াছেন।[৭] তিনি অবশ্য ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রচলিত ভক্তি শব্দের অর্থ গ্রহণ করেন নাই। ভক্তি তাঁহার মতে 'আত্মানুসন্ধান' বা 'স্বস্বরূপানুসন্ধান' যাহা জ্ঞানের পর্যায় মাত্র।[৮] প্রবোধসুধাকর গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর ভক্তিমার্গের উপযোগিতা বিশেষভাবে

১। অংশ ইবাংশঃ ; ন হি নিরবয়বস্য মুখ্যোঽংশঃ সম্ভবতি। ২. ৩. ৪৩।
২। গীতার শঙ্কর ভাষ্য, ১৫. ৭।
৩। উপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১. ২. ৪।
৪। নিরতিশয়োপাধিসম্পন্নশ্চেশ্বরো নিহীনোপাধিসম্পন্নান্ জীবান্ প্রশাস্তি। ঐ, ২. ৩. ৪৫।
৫। ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১. ১. ৪।
৬। তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্বোপনিষৎসু চ। গীতাভাষ্য, ৩।১।
৭। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ৩. ২. ২৪।
৮। স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে। স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ॥ বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক ৩২-৩৩। (শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থমালা, ২য় খণ্ড, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ২৯৪)। শঙ্কর গ্রন্থমালা সম্বন্ধে শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী প্রণীত বেদান্তদর্শন, পৃঃ ২০২-৩, ও S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. II. পৃঃ ৪৫০ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

কীর্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটে। হরিভক্তি ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি সম্ভব নহে। হরিভক্তি দ্বারা চিত্ত মালিন্যমুক্ত হইলে জানা যায় যে ব্রহ্মের দুই রূপ মূর্ত ও অমূর্ত। অমূর্ত ব্রহ্ম ও মূর্ত শ্রীকৃষ্ণ।[১] অতএব হরিভক্তি দ্বারা যে ব্রহ্মোপলব্ধি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং অবিদ্যাচ্ছন্ন সংসারী জীবের পক্ষে ভক্তি মোক্ষ প্রাপ্তির প্রশস্ততম মার্গ।[২] জ্ঞান অবিদ্যানির্মুক্ত যোগীর উপযোগী। উক্ত গ্রন্থের দ্বিধাভক্তি প্রকরণে আচার্য শঙ্কর ভক্তির দুইটি স্তর উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাথমিক স্তরের স্থূলা ভক্তি হইতে উত্তম স্তরের সূক্ষ্ম ভক্তির উদয় হয়। উত্তম স্তরের ভক্তি দ্বারা চিত্ত পরম আত্মসুখ অনুভব করে ও সেই অনুভবের দ্বারা জীবের সর্বজীবে ভগবদ্ভাব দর্শন ও ভগবানে সর্বভূতদর্শন ঘটিয়া থাকে।[৩]

বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে সংসারী জীবের মুক্তি প্রাপ্তির যত মার্গ আছে ভক্তি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[৪]

আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মতত্ত্ব ভক্তের চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। ভক্ত চাহে ভগবানকে একান্ত আপন করিয়া পাইতে। কিন্তু যিনি নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ অবাঙ্‌মানসগোচর এবং অনির্বচনীয় তাঁহাকে কিরূপে প্রীতির নিগড়ে আবদ্ধ করা যায়? তাহা ছাড়া জীব ও ব্রহ্ম, অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবান স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলে প্রীতি সম্ভব নহে; কারণ আশ্রয় ও বিষয় উভয়েরই অপেক্ষা করে। ভক্ত চিত্তে প্রীতি উৎসারিত হইয়া ভগবানের প্রতি নিবেশিত হয়। তাই ভক্ত কখনও আপনাকে ভগবানের সহিত অভিন্ন কল্পনা করিতে পারে না। ভক্তের নিকট ভগবান মহিমান্বিত স্বতন্ত্র সত্তা, যিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। তিনি অচিন্ত্য হইয়াও চিন্তাগোচর, নির্গুণ হইয়াও করুণা

১। চিত্তে সত্ত্বোৎপত্তৌ তড়িদিব বোধোদয়ো ভবতি।
তর্হ্যেব স স্থিরঃ স্যাদ্ যদি চিত্তং শুদ্ধিমুপযাতি।
শুধ্যতি হি নান্তরাত্মা কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিমৃতে।
... ...
জানন্তু তত্র বীজং হরিভক্ত্যা জ্ঞানেন যে স্যুঃ।
মূর্তং চৈবামূর্তং দ্বে এব ব্রহ্মণো রূপে ॥

প্রবোধসুধাকর, দ্বিধাভক্তিপ্রকরণ, ১৬৬—১৬৯।

২। 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।'

৩। তস্মিন্নমুভবতি মনঃ প্রগৃহ্যমানং পরমাত্মসুখম্।
স্থিরতাং যাতে তস্মিন্ যাতি মদোন্মত্তদন্তিদশাম্ ॥
জন্তুষু ভগবদ্ভাবং ভগবতি ভূতানি পশ্যতি ক্রমশঃ ॥

প্রবোধসুধাকর, দ্বিধাভক্তি প্রকরণ, ১৮২—১৮৩।

৪। মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী ॥

বিবেকচূড়ামণি। শ্লোঃ ৩২।

বাৎসল্যাদি গুণের অখণ্ড আকর, বরাভয়প্রদায়ী ও অসমোর্দ্ধমাধুর্যমণ্ডিত। এই জন্য আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ভক্তিবিলাসী ভক্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই পরবর্তী কালে রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রীপাদ শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনুকূল তত্ত্বের অবতারণা করেন।

এই অধ্যায়ে উক্ত তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

রামানুজ দর্শন। ব্রহ্মের স্বরূপ।

যদিও শঙ্কর সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরবয়ব ও নির্বিকার বলিয়াছেন রামানুজ এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রুতিতে যে "তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব, জন্মিব"[১] ইত্যাদি বাক্যে সৎ পদার্থ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কার্যবিশেষবোধক ঈক্ষ্ ধাতুর উল্লেখ আছে, অথবা 'তিনি লোক সৃষ্টি করিলেন'[২] ইত্যাদি বাক্যে সৃষ্টি কার্যের উল্লেখ আছে তাহা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সমর্থন করা যায় না। কার্যের অনুকূল পদার্থই কারণ হওয়া আবশ্যক। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্য-সংকল্প, সূক্ষ্ম ও চিৎ জড়বস্তুময় শরীরধারী পুরুষোত্তম সর্বকার্যের অনুকূল। শ্রুতিতেও পুরুষোত্তম ব্রহ্মের বিবিধ প্রকার নিরতিশয় শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান বল ও ক্রিয়াশক্তি পরিশ্রুত হয়[৩]। ব্রহ্মকে পূর্বাচার্যগণ যে নির্গুণ বলিয়াছেন তাহা হেয়গুণের অভাবকে প্রতিপাদিত করে। ব্রহ্মে সমস্ত দোষ সম্বন্ধ নিরস্ত হয় যেহেতু তিনি অশেষকল্যাণ-গুণাকর। তিনি নিখিল জগতের অদ্বিতীয় কারণ ও নারায়ণশব্দাভিধেয়[৪]। তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বিচিত্র চিদচিদ্ বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তত্তদ্রূপে রূপান্তরিত হইয়া বিচিত্র কর্ম ও নানা রূপ ধারণ করেন[৫]। তিনি নিরতিশয় আশ্চর্যভূত, নীলতোয়দসংকাশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, সহস্রাংশু সহস্রকিরণ পরমব্যোমস্থিত। পরব্রহ্ম সর্ব বস্তুর অন্তরে সজাতীয়ভাবে বিদ্যমান থাকেন সুতরাং ব্রহ্মে সর্বস্বভাবত্ব সর্বশক্তিযোগ বিচিত্রানুরূপতা ও একরূপতা—সকল ভাবই সম্ভব[৬]। ব্রহ্মে যেরূপ অসংখ্যেয় স্বাভাবিক

১। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।

২। স প্রাণমসৃজৎ। প্রশ্ন, ৬।৩।৪।

৩। ননু চ কার্য্যানুগুণেনৈব কারণেন ভবিতব্যম্। সত্যম্, সর্বকর্য্যানুগুণ এব সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সত্য-সংকল্পঃ পুরুষোত্তমঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরকঃ। যথাহ—'পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়া চ'। শ্রীভাষ্য, ১।১।৫।

৪। অতঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সর্বেশ্বরো নিরস্তসমস্তদোষগন্ধোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণৌঘ-মহার্ণবঃ পুরুষোত্তমো নারায়ণ এব নিখিলজগদেককারণং জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্মেতি স্থিতম্। শ্রীভাষ্য, ১।১২।১।

৫। এক এব সন্ বিচিত্রচিদচিদ্বস্তুষন্তরাত্মতয়া প্রবিশ্য তত্তদ্রূপেণ বিচিত্রপ্রকারো বিচিত্রকর্ম কারয়ন্ নানারূপতাং ভজতে। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১২৭।

৬। নারায়ণো নিরতিশয়াশ্চর্যভূতো নীলতোয়দসংকাশঃ পুণ্ডরীকদলামলায়তেক্ষণঃ সহস্রাংশুঃ, সহস্রকিরণঃ পরমে ব্যোম্নি......এক এবাবতিষ্ঠতে.........তস্যৈতস্য পরব্রহ্মণঃ সর্ববস্তুসজাতীয়তয়া সর্বস্বভাবত্বং সর্বশক্তিযোগ-শ্চেত্যেকস্যৈব বিচিত্রানন্তনানারূপতা চ পুনরপ্যনন্তাপরিমিতাশ্চর্য্যযোগেনৈকরূপতা চ ন বিরুদ্ধেতি। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১২৮—৯।

কল্যাণময় গুণরাশি রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দিব্য রূপও আছে। তাঁহার সেই রূপ স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ ও একবিধ। উহা অলৌকিক, অদ্ভুত, নিত্য, নির্দোষ ও সর্বাতিশায়ী; ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য, সৌগন্ধ, সুকুমারতা, লাবণ্য ও যৌবনাদি অনন্ত গুণের আকর ও করুণা, সুশীলতা, বাৎসল্য ও ঔদার্য গুণান্বিত। সমস্ত হেয়গুণের গন্ধমাত্রও উহাতে নাই। পরব্রহ্ম সেইরূপকে উপাসকগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ সংস্থানসম্পন্ন করিয়া থাকেন।[১] পরব্রহ্ম চিদ্রূপ ও জ্ঞানাশ্রয়।[২] তিনি বিজ্ঞানগুণসারত্বহেতু বিজ্ঞানপদবাচ্য।[৩] সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর এই জন্য তিনি সর্বাত্মক।[৪] তিনি ইন্দ্রিয়স্থায়ী জীবের অধিপতি এবং জগৎপতি। সকল চিদচিদ্ বস্তু তাঁহার শরীরস্থানীয়, তিনি আত্মরূপে উহাতে বর্তমান থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্যে ব্রহ্মই কারণ[৫]। যখন তিনি বিভক্তরূপে উল্লেখের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরসম্পন্ন থাকেন তখন তিনি কারণাবস্থ ব্রহ্ম। যখন নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশা প্রাপ্ত চেতনাচেতন বস্তুময় শরীর সম্পন্ন হন তখন তিনি কার্যাবস্থ ব্রহ্ম[৬]।

ব্রহ্ম সর্বদা চেতনাচেতন বস্তু সমন্বিত হইলেও সৃষ্টির পূর্বে নামরূপ বিভাগ না থাকায় তাঁহার একত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ নামরূপের অভিব্যক্তিতে ব্রহ্মে নানাত্ব ও অনভিব্যক্তিতে একত্ব প্রতীত হইয়া থাকে[৭]। পরব্রহ্ম সকলের প্রশাস্তা বলিয়া সকলের অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করেন। এইজন্য অগ্নি প্রভৃতি শব্দ ও ব্রহ্মশব্দের ন্যায় ব্রহ্মের বাচক[৮]। অনন্ত বিচিত্র মহাশ্চর্যরূপ জগতে স্বীয় অযুতাযুতাংশের দ্বারা

১। স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্য-দিব্যাদ্ভুত-নিত্য- নিরবদ্য-নিরতিশয়ৌজ্জ্বল্য- সৌন্দর্য্য- সৌগন্ধ্য- সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্তগুণগণনিধিদিব্যরূপমপি স্বাভাবিকমস্তি। তদেবোপাসকানুগ্রহেণ তত্তৎপ্রতিপত্ত্যনুরূপ-সংস্থানং করোতি, অপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যৌদার্যজলধিঃ নিরস্তনিখিলহেয়গন্ধোঽপহতপাপ্মা পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম পুরুষোত্তমো নারায়ণঃ। শ্রীভাষ্য, ১।১।২১।

২। এবমাত্মা চিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণকঃ। শ্রীভাষ্য।
তস্য জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞানাশ্রয়ত্বমবিরুদ্ধম্। শ্রীভাষ্য।

৩। বিজ্ঞানগুণসারত্বাদাত্মনো বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ। শ্রীভাষ্য।

৪। শ্রূয়তে চ সর্বশরীরকত্বেন সর্বাত্মকত্বং পরস্য ব্রহ্মণোঽন্তর্যামিব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্," যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ যস্তেজসি তিষ্ঠন্ (বৃহদা ৫।৩) ইত্যাদি।

৫। সৃষ্টিপ্রলয়প্রকরণেষু নারায়ণ এব পরমকারণতয়া প্রতিপাদ্যতে। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৭৩।

৬। নিত্যত্বং নিরবদ্যত্বং সর্বদা সর্বজ্ঞত্বং সত্যসংকল্পত্বং করণাধিপাধিপত্বং বিশ্বস্য পতিত্বং চ প্রতিপাদ্য সর্বাবস্থয়োশ্চিদচিতোঃ তং প্রতি শরীরত্বং তস্য চাত্মত্বং প্রতিপাদিতম্। অতঃ সর্বদা চিদচিদ্বস্তুতয়া তৎ প্রকারং ব্রহ্ম। তং কদাচিৎ স্বস্মাদ্বিভক্তব্যপদেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপন্নচিদচিদ্বস্তুশরীরং তিষ্ঠতি, তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম, কদাচিচ্চ বিভক্তনামরূপস্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং তচ্চ কার্য্যাবস্থম্। শ্রীভাষ্য, ২।৩।১৮।

৭। সর্বদা চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং চ নামরূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে। ......নামরূপবিভাগভাবাভাবাভ্যাং নানাত্বৈকত্বে বদতি। শ্রীভাষ্য, ২।৩।১৮।

৮। পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সর্বস্য প্রশাস্তৃত্বেন সর্বান্তরাত্মতয়া প্রবিশ্যাবস্থিতত্বাৎ অগ্ন্যাদয়োঽপি শব্দা শাশ্বতব্রহ্মশব্দবৎ তস্যৈব বাচকা ভবন্তি। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১২০। (সম্পাদিত, রাম শাস্ত্রী, কাশী, ১৮৯৪)

প্রবেশ করিয়া সকল পদার্থ অভিব্যক্ত করিয়া ব্রহ্ম বর্তমানে থাকেন। এইরূপে অনন্ত মহাবিভূতিসম্পন্ন, অপরিমিতোদারগুণসাগর, ব্রহ্ম নিরতিশয় আশ্চর্যভূত[১]। ব্রহ্ম সর্বশেষী সর্বাধার, সকল পদার্থের উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুভূত, নিরবদ্য ও নির্বিকার[২]। ব্রহ্ম দেহাদিবিলক্ষণ, অজড়, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনুপরিমাণ ও নিরবয়ব, জ্ঞানাশ্রয়, আনন্দ রূপ ও নিত্য[৩]।

ব্রহ্ম জীবের আনন্দহেতু।[৪] আনন্দাদি, যাহা দ্বারা হেয়গুণের প্রতিষেধ সূচিত হয়, তাহাই ব্রহ্মের অসাধারণ রূপ।[৫] পরতত্ত্ব প্রতিপাদনপর অক্ষর, শিব, শম্ভু পরব্রহ্ম পরজ্যোতিঃ পরতত্ত্বপরায়ণ, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ তত্তদ্ দেবতার গুণযোগ হেতু ব্রহ্মে প্রযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর সকলই ব্রহ্মাধীন, ব্রহ্মব্যাপ্য, ব্রহ্মাধার, ব্রহ্মনিয়ম্য ও ব্রহ্মাত্মক[৬]।

ব্রহ্ম সকল চেতন জীবের চিৎশক্তিযোগ, প্রবৃত্তিশক্তিযোগ, নিবৃত্তিশক্তিযোগ বিহিত করেন। উক্ত শক্তি সমূহের আধার হইয়া সকল চেতন জীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া অনুমন্তা রূপে উক্ত শক্তি সমূহকে নিয়মিত করেন। চেতন জীব যখন উক্ত শক্তিগুলি আচরণ করে তখন ব্রহ্ম উদাসীন ভাবে বিদ্যমান থাকেন[৭]।

ব্রহ্ম পরম করুণাময়। তিনি আপনার উপাসকবর্গের প্রতি দয়া বশতঃ নিজের ইচ্ছায় আপনার স্বভাবসিদ্ধ আনন্দময় রূপটি উপাসকগণের বুদ্ধিগম্য হইবার উপযুক্ত দেবতা ও মনুষ্যাদি আকৃতিসম্পন্ন করিয়া থাকেন[৮]। ব্রহ্ম জগদুপকারার্থে ও স্বলীলা বশতঃ উপেন্দ্র, দাশরথি, বাসুদেবাদি অবতাররূপে স্বেচ্ছায় রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হন[৯]।

১। অনন্তবিচিত্রমহাশ্চর্য্যরূপং জগন্মমাযুতাযুতাংশাংশেনাত্মতয়া প্রবিশ্য সর্বং মৎসংকল্পেন বিষ্টভ্যানেন রূপেণানন্তমহাবিভূতিরপরিমিতোদারগুণসাগরো নিরতিশয়াশ্চর্য্যভূতঃ স্থিতোঽহম্ ইত্যর্থঃ। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১২৭।

২। সর্বেশ্বরস্য সর্বশেষিণঃ সর্বাধারস্য সর্বোৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুভূতস্য নিরবদ্যস্য নির্বিকারস্য…
বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৩৪।

৩। দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধিভ্যো বিলক্ষণমজড়মানন্দরূপং নিত্যমণ্বব্যক্তমচিন্ত্যং নিরবয়বং নির্বিকারং জ্ঞানাশ্রয়ঃ। তত্ত্বত্রয়, পৃঃ ৫।

৪। স এব জীবানানন্দয়তীতি জীবানামানন্দহেতুরয়ং ব্যপদিশ্যতে। শ্রীভাষ্য, ১।১।১৫।

৫। হেয়প্রত্যনীকো হ্যানন্দাদির্ব্রহ্মণোঽসাধারণং রূপম্। শ্রীভাষ্য, ৩।৩।৩৩।

৬। পরতত্ত্বপ্রতিদানপরানক্ষরশিবশম্ভু-পরব্রহ্ম-পরজ্যোতিঃ-পরতত্ত্বপরায়ণ-পরমাত্মাদি সর্বশব্দান্ তত্তদ্গুণ-যোগেন নারায়ণ এব প্রযুজ্য তদ্ব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্য তদায়ত্ততাং তদ্ব্যাপ্যতাং তদাধারতাং তন্নিয়াম্যতাং তচ্ছেষতাং তদাত্মকতাং চ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মশিবয়োরপীন্দ্রাদিসমানকারতয়া তদ্বিভূতিত্বং চ প্রতিপাদিতম্।
বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৬০।

৭। সর্বেষামেব চেতনানাং চিচ্ছক্তিযোগঃ প্রবৃত্তিশক্তিযোগঃ ইত্যাদি সর্বং প্রবৃত্তিপরিকরং সামান্যেন সংবিধায় তন্নির্বহণায় তদাধারো ভূত্বাঽন্তঃ প্রবিশ্যাঽনুমন্তৃতয়া চ নিয়মনং কুর্বন শেষিত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মা…উদাসীন আস্তে। বেদার্থসংগ্রহ পৃঃ ১৪০-১৪১।

৮। তদিদং স্বাভাবিকমেব রূপমুপাসকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্ত্যনুগুণাকারং দেবমনুষ্যাদিসংস্থানং করোতি স্বেচ্ছয়ৈব পরমকারুণিকো ভগবান্। শ্রীভাষ্য, ১।১।২১।

৯। স স্বকার্য্যভূততত্ত্বসংখ্যাপূরণং কুর্বতঃ স্বলীলয়া জগদুপকারায় স্বেচ্ছাবতার দেবসংখ্যাপূরণং কুর্বত উপেন্দ্রত্বং পরস্যৈব। যথা চ সূর্যবংশোদ্ভবরাজসংখ্যাপূরণং কুর্বতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণো দাশরথিরূপেণ স্বেচ্ছাবতারঃ যথা চ সোমবংশসংখ্যাপূরণং কুর্বতো ভগবতো ভূভারাবতরণায় স্বেচ্ছয়া বসুদেবগৃহে অবতারঃ। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৭৬।

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

আচার্য রামানুজ অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধ গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে অভিনব তত্ত্ব কল্পনা করিয়াছেন তাহা বেদান্ত দর্শনে একটি নূতন দিক উন্মুক্ত করিয়াছে। তাঁহার অভিমত এই যে যেরূপ উর্ণনাভ স্বদেহ হইতে উর্ণা সৃষ্টি করিয়া জাল রচনা করে, সেইভাবে অবিক্রিয় ব্রহ্ম হইতে জীব ও জগৎ নির্গত হইয়াছে[১]। ব্রহ্ম কারণ, জীব ও জগৎ কার্য। কারণ ও কার্য অপৃথক্ নহে। অতএব ব্রহ্ম এবং জীবের ও জগতের অভেদবুদ্ধি অনুচিত। জীব বিজ্ঞানময়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আনন্দময়[২]। ব্রহ্ম প্রাপ্য, জীব প্রাপ্তা, ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক[৩]। অতএব জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। স্মৃতিও এই ভেদ সমর্থন করে[৪]।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ কোন বস্তুরই কেবল প্রতিকূল উপদেশের দ্বারা বাধা হইতে পারে না। কারণ যে বস্তু সৎ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি বলবান প্রমাণের দ্বারা তাহার বাধা ঘটিতে পারে না। দৃশ্যমান ভেদনিচয় বা জগতপ্রপঞ্চকেও সকলে সৎ অর্থাৎ মিথ্যা নহে বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে সুতরাং কেবল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্রে তাহার বাধা দেওয়া অসম্ভব যেহেতু শব্দ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলবান্। অতএব ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানে দ্বৈতজ্ঞান কখনও বিধ্বস্ত হইতে পারে না।

শ্রীভাষ্যে বিভিন্ন শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আচার্য রামানুজ বলিয়াছেন যে দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না তেমনি জীবের পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব[৫]। বিভিন্ন শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ রূপ নিরূপিত হইয়াছে। রামানুজ আচার্যের মতে সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয়ের পর জীবের কখনই

১। যোনিশব্দশ্চোপাদানবচন ইতি 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চেতি' বাক্যশেষাদবগম্যতে।
শ্রীভাষ্য, ১।৪।২৮।

২। বিজ্ঞানময়াজ্জীবাদানন্দময়স্য ভেদো ব্যপদিশ্যতে। বিজ্ঞানময়োহি জীব এব। ... ... আনন্দময়ঃ পরমাত্মা।
শ্রীভাষ্য, ১।১।১৮।

৩। 'তমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মি ইতি প্রাপ্যতয়োপাস্যো নির্দ্দিশ্যতে প্রাপ্তৃতয়া চ জীবঃ। ...... 'এষ ন আত্মা অন্তর্হৃদয়' ইতি শারীর-ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্ট উপাস্যঃ প্রথময়া।
শ্রীভাষ্য ১।২।৪-৫।

৪। 'সর্বস্য চাহং হৃদি সংনিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞান মপোহনং চ ইতি স্মৃতেশ্চ জীবাদন্য উপাস্যঃ পরমাত্মা।
বেদান্তদীপ, ১।২।৬।

৫। জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ—
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ মুণ্ড. ৩।১।১।
ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টং পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতঃ। কঠ, ৩।১।
অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা ইত্যাদ্যা যজুরারণ্যকে ৩।২০।শ্রীভাষ্য, ১।১।১।

পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপর হয় না, কারণ, অবিদ্যার যখন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে জীব ও তাহার (অবিদ্যার) প্রভাব লোপ করিতে পারে না[১]।

চিদ্বিশিষ্ট জীব পরমাত্মার শরীর বলিয়া তাঁহার প্রকার বা ধর্মস্বরূপ। জীবাত্মা পরমাত্মার শরীরস্থানীয় হওয়ায় শরীরগত বালত্ব, যুবত্ব প্রভৃতি ধর্মনিচয় যেরূপ জীবকে স্পর্শ করে না সেইরূপ জীবগত ধর্ম সমূহ পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 'তৎ ত্বম্ অসি' এই সামানাধিকারণ্য স্থলে তৎ পদটি সত্য সংকল্প, সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর এবং সর্ব প্রকার হেয়সম্বন্ধশূন্য জগৎকারণ পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করে। ত্বম্ পদেও অচেতন শরীরসম্পন্ন জীব যাহা পরমাত্মার শরীরভূত তাহাকে প্রতিপাদন করে। সুতরাং তত্ত্বভয়ের সামানাধিকরণ্য অবাধে উপপন্ন হইতে পারে। নির্দোষ, সর্বকল্যাণপ্রবণ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রকরণবিরোধ বা শ্রুতি বিরোধ হইতেছে না। অবিদ্যাদি দোষ সংস্পর্শের গন্ধমাত্রও থাকে না। অতএব উক্ত সামানাধিকরণ্য বিশেষণীভূত জীব হইতে পরমাত্মার ভেদ প্রতিপাদন করে[২]।

সংসারী অবস্থায় কর্মের দ্বারা জীবের জ্ঞান ও আনন্দের সংকোচ ঘটে। এই কারণে জীব হইতে ভিন্ন পরব্রহ্ম আনন্দময়[৩]। ব্রহ্ম রসরূপ। জীব তাহাকে লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়, এই শ্রুতিও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করে, কারণ লাভকারী ও লভ্য উভয়ে যে এক ইহা উন্মত্ত ভিন্ন কেহ বলে না[৪]।

জীব ব্রহ্ম-কার্য অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। অতএব জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মকার্য জীবের পক্ষে যে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ তাহা অনায়াসলভ্য হইত এবং মুক্তি লাভের জন্য উপায় অনুষ্ঠান অনর্থক হইত। অধিকন্তু স্বকারণ মৃত্তিকা রূপ প্রাপ্তিতে যেইরূপ ঘটাদি পদার্থের স্বরূপ নাশ হয় সেইরূপ জীবেরও যে স্বকারণ রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্তি দ্বারা জীবের

১। নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। শ্রীভাষ্য ১।১।১।

২। পরমাত্মনঃ শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাদচিদ্বিশিষ্টস্য জীবস্যাপি জীবনির্দ্দেশবিশেরূপা অহং ত্বদ্ ইত্যাদি শব্দাঃ পরমাত্মনমেব আচক্ষতে, ইতি তত্ত্বমসি ইতি সামানাধিকরণ্যেনোপসংহৃতম্। এবং চ সতি পরমাত্মনঃ জীবস্য শরীরতয়া অন্বয়াৎ জীবগতা ধর্মাঃ পরমাত্মানং ন স্পৃশন্তি যথা স্বশরীরগতা বালত্বযুবত্বাদয়ো ধর্মা জীবং ন স্পৃশন্তি। অতস্তত্ত্বমসি ইতি সামানাধিকরণ্যে তৎ পদং জগৎকারণভূতং সত্যসংকল্পং সর্বকল্যাণগুণাকরং নিরস্ত-সমস্তহেয়গন্ধং পরমাত্মানমাচষ্টে। ত্বম্ ইতি চ তমেব সশরীরজীবশরীরকমাচেষ্ট, ইতি সামানাধিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্।
শ্রীভাষ্য, ১।১।১৩।

৩। সংসারদশায়াস্তু কর্মণা জ্ঞানানন্দৌ সংকুচিতাবিত্যুপপাদয়িষ্যতে। অতশ্চানন্দময়ো জীবাদন্যঃ পরং ব্রহ্ম।
শ্রীভাষ্য, ১।১।১৪।

৪। রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ইতি রসশব্দাভিধেয়ানন্দময়লাভাৎ অয়ং জীবশব্দাভিলপনীয়ঃ আনন্দীভবতীত্যুচ্যমানে যল্লাভাবাদ্ য আনন্দীভবতি স সএবোন্মত্তঃ কো ব্রবীতি। শ্রীভাষ্য, ১।১।২০।

স্বীয় স্বরূপের বিনাশ হয়, ইহাতে ব্রহ্মৈকাত্ম্য রূপ মুক্তির অপুরুষার্থত্বই সূচিত হইয়া থাকে[১]। জীব ও ব্রহ্মের কার্যকারণ সম্বন্ধ যেরূপ উভয়ের ভেদবুদ্ধির অনুকূল সেইরূপ সেইরূপ উভয়ের ঐক্য ও প্রতিষ্ঠা করে। কারণাবস্থাপন্ন পরমব্রহ্ম ও কার্যাবস্থাপন্ন জীব ও জগতের অভেদই গৃহীত হইয়া থাকে। স্থূল, সূক্ষ্ম, চিৎ জড়াত্মক সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মের প্রকার বা ধর্ম্ম, ব্রহ্ম নিজে কার্য ও কারণ স্বরূপ। সূক্ষ্মচিদ্ জড়াত্মক বস্তু ব্রহ্মের শরীর, তাদৃশ শরীর সম্পন্ন ব্রহ্ম কারণ। শরীরী শরীর হইতে পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্। সুতরাং জীব ও জগতের সহিত তাহার অভেদ সিদ্ধ হয়।[২]

জীব ও জগত অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ বা শরীররূপে গৃহীত হওয়ায় এই তত্ত্বটি বিশিষ্টাদ্বৈত নামে পরিচিত।

এই অর্থটি অন্যভঙ্গীতে আচার্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জীব ভ্রমযুক্ত বা উপাধ্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহে। জীব ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম অংশী স্বরূপ। শরীর ও আত্মার সম্বন্ধ যেরূপ নিত্য, অংশাংশিভাবপ্রাপ্ত জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্য। অংশ অংশী হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। সকল অংশের সত্তা অংশীর মধ্যে বর্তমান। অংশী অংশকে অতিব্যাপ্ত করিয়া থাকে। সকল জীবের সত্তা ব্রহ্মে অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। ব্রহ্ম জীবকে অতিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে জীব ও জগত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্। এইরূপে জীব ও জগতের ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ জীব ও জগতের অমিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব সূচিত করে।

সাধন মার্গ

আচার্য রামানুজ বলিয়াছেন যে যদিও 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ জ্ঞানকে মোক্ষ সাধন বলা হইয়াছে তথাপি অপর বহু শ্রুতি বাক্য আছে যথা 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি', ইত্যাদি যাহাতে আপনা হইতে পৃথকভাবে পরমাত্মাকে অন্তর্যামি রূপে যিনি অনুভব করেন তিনি পরমাত্মার অনুগ্রহ

১। জীবস্য ব্রহ্মকার্যতয়া ব্রহ্মৈক্যেনৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপাদনার্থং ব্রহ্মণো জীবশব্দেন প্রতিপাদনমিতি। তদযুক্তম্। .... ব্রহ্মকার্য্যস্য জীবস্য ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণো মোক্ষ আকাশাদিবদর্জ্জনীয়ঃ ইতি তদুপায়বিধানানুষ্ঠানানর্থক্যাচ্চ, ঘটাদিবৎ কারণপ্রাপ্তের্বিনাশরূপত্বেন মোক্ষস্যাপুরুষার্থত্বাচ্চ। শ্রীভাষ্য, ১।৪।২১।

২। কার্য্যবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু শরীরঃ পরমপুরুষ এবেতি কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বেন কারণবিজ্ঞানেন কার্য্যবিজ্ঞাততয়া একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানঞ্চ সমীহিতমুপপন্নতরম্ ....স্থূলসূক্ষ্মচিদচিৎ-প্রকারকং ব্রহ্মৈব কার্য্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ। সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্মৈব কারণম্।

শ্রীভাষ্য, ১।১।১।

কারণাবস্থ ঈশ্বর এবেতি তদুপাদানকজগৎকার্য্যাবস্থোঽপি স এবেতি কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং সর্বশ্রুত্যবিরোধশ্চ ভবতি।

বেদার্থসংগ্রহ পৃঃ ১১৪।

লাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন বলা হইয়াছে[১]। সুতরাং ভেদজ্ঞান মোক্ষ প্রাপ্তির প্রতিকূল নহে। তত্ত্বমসি ইত্যাদি অভেদদ্যোতক বাক্য হইতেও এইরূপ অর্থ প্রতীত হয়। কারণ তৎ পদের দ্বারা নির্দেশিত অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম এবং ত্বম্ পদের দ্বারা নির্দেশিত যে জীবাত্মা তাহা অন্তর্যামী পরমাত্মার শরীরসদৃশ, অতএব ভিন্ন। এইরূপ পরস্পর ভিন্ন জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদানুভব তত্ত্বমসি বাক্যের বিষয়। সুতরাং মোক্ষসাধন অভেদজ্ঞান মাত্র নহে। অশেষ কল্যাণ-গুণাকর ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদানুভূতিও মোক্ষ প্রাপ্তির অনুকূল[২]।

এইরূপে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া আচার্য রামানুজ বলিয়াছেন যে অনুধ্যান রূপা পরা ভক্তিই ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়। এই অনুধ্যান শাস্ত্রাধিগত তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক স্বকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা প্রাপ্ত ভক্তিযোগাভ্যাসের দ্বারা উদিত হয় এবং ইহা প্রিয়তম ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করায়[৩]। সুতরাং ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দগম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের অভীপ্সিত অর্থ, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যার্থজ্ঞান নহে[৪]। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান ভক্তিযোগের সহায়ক। উক্ত যোগদ্বয়ের দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণে ধ্যানরূপা ভক্তির উদয় হয়[৫]। শ্রীরামানুজের পরবর্তী যামুনাচার্য এই মত পোষণ করিতেন। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'—এই শ্রুতি বাক্য হইতে এইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। উক্ত শ্রুতিতে অবিদ্যাশব্দ বর্ণাশ্রমাচারাদি কর্ম অর্থ প্রতিপাদন করে এবং বিদ্যা শব্দ ভক্তিরূপাপন্ন ধ্যান অর্থ প্রতিপাদন করে[৬]। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—'

১। নন্বু চ তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো তস্য তাবদেব চিরম্ ইতি ঐক্যজ্ঞানমেব পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাধন-মিতি গম্যতে, নৈতদেবম্, পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ইতি চাত্মানং প্রেরিতারং চান্তর্যামিনং পৃথক্ মত্বা ততঃ পৃথকৃত্বজ্ঞানাদ্ধেতোস্তেন পরমাত্মনা জুষ্টোঽমৃতত্বমেতি ইতি সাক্ষাদমৃতত্বপ্রাপ্তি-সাধনমাত্মনো নিয়ন্তুশ্চ পৃথগ্ভাবজ্ঞানমেবেতি অবগম্যতে।

বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৩৬।

২। অন্তর্যামিরূপেণাবস্থিতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারত্বাজ্জীবাত্মনস্তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব ত্বমিতিশব্দে-নাভিধীয়তে, তথৈব জ্ঞাতব্যমিতি তস্য বাকস্য বিষয়ঃ, এবং ভূতাজ্জীবাৎ তদাত্মতয়াবস্থিতস্য পরমাত্মনো নিখিলদোষরহিততয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদ্যনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাকরত্বেন চ যঃ পৃথগ্ভাবঃ সোঽনুসন্ধেয় ইত্যস্য বাক্যস্য বিষয়ঃ। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৩৭।

৩। ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চ শাস্ত্রাধিগততত্ত্বজ্ঞানপূর্বকস্বকর্মানুগৃহীতভক্তিনিষ্ঠাসাধ্যানবধিকাতিশয়প্রিয়বিশদতম-প্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যানরূপপরাভক্তিরেবেত্যুক্তম্। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ২৪৮।

৪। অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতম্॥

শ্রীভাষ্য, ১।১।১।

৫। তদুক্তং পরমগুরুভির্যামুনার্য্যপাদৈরুভয়পরিকর্ষিতস্বান্তস্যৈকান্তিকাত্যন্তিকভক্তিযোগলভ্য ইতি, জ্ঞান-যোগকর্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণস্যেত্যর্থঃ। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৪৪।

৬। অত্রাবিদ্যাশব্দেন বিদ্যেতরদ্ বর্ণাশ্রমাচারাদিপূর্বোক্তং কর্মোচ্যতে। বিদ্যাশব্দেন চ ভক্তিরূপাপন্নং ধ্যানমুচ্যতে। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৪৫।

এই শ্রুতি হইতে অনুরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব নহে—ভক্তিরূপাপন্ন অনুধ্যানের দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়া থাকে[১]। জ্ঞান ও কর্ম ভক্তির দ্বারা মোক্ষসাধন হইয়া থাকে[২]।

পরাভক্তিরূপা উপাসনা উপাসকের অবিদ্যানিবৃত্তি পূর্বক ব্রহ্মতুল্যতা জ্ঞানের উদয় ঘটায় ও ব্রহ্মানুভবজন্য ফলও অনুভূত করায়[৩]। মুমুক্ষু যখন বেদান্তবিহিত জ্ঞানাত্মক ধ্যান আচরণ করেন তখন তাহার অনুধ্যানে অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হয়। তখন সেরূপ অনুধ্যানের দ্বারা তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন[৪]।

আচার্য রামানুজ ভক্তিকে উপাসনা পর্যায়রূপে[৫] গ্রহণ করিয়াছেন। স্মৃতি-সন্তানই উপাসনা, ইহা স্মর্যমান-বিষয় ঈশ্বরের অতি প্রিয়ত্ব হেতু স্বয়ং অতি প্রিয়রূপ। এই উপাসনাকেই পঞ্চরাত্রপরমসংহিতায় স্নেহপূর্বক অনুধ্যান বলা হইয়াছে[৬]। ভক্তি উপাসনাপর্যায় বলিয়া ভক্তিও ধ্রুবানুস্মৃতি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্ততি[৭]। ব্রহ্ম স্বয়ং অত্যন্ত সুখস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মকে যিনি স্মৃতিসন্তানের দ্বারা অধিগত হন তিনি অনন্তসুখময় হইয়া উঠেন[৮]।

'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' এই সূত্রের উল্লেখ করিয়া রামানুজ বলিয়াছেন যে উপনিষদে যে বেদন বা জ্ঞান প্রভৃতি শব্দ আছে তাহার অর্থ উপাসনা। এই উপাসনা বা ধ্রুবানুস্মৃতি অপবর্গের মুখ্য উপায়, জ্ঞান নহে[৯]। শঙ্করের মতানুসারে জ্ঞানকে মোক্ষের কারণ রূপে গ্রহণ করিলে আত্মবিষয়ে একবার জ্ঞান লাভ করিলে পুনঃ পুনঃ জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন নাই।

১। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ইতি ভক্তিরূপাপন্নানুধ্যানেনৈব লভ্যতে. ন কেবলং বেদনমাত্রেণ ন মেধয়া ইতি কেবলস্য নিষিদ্ধত্বাৎ।
বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৪৬।

২। মোক্ষোপায়ত্বেন উক্তানাং কর্মযোগজ্ঞানযোগপ্রভৃতীনাং ভক্তিদ্বারৈব সাধনত্বম্।
যতীন্দ্রমতদীপকা, ৭ম অবতার, পৃঃ ২৮

৩। পরাভক্তিরূপত্বমুপাসীনস্যাবিদ্যাবিমোকপূর্বকঃ ব্রহ্মসমং ব্রহ্মানুভবফলং চোপদিশ্য···
শ্রীভাষ্য, ১ ; ২ । ২৩।

৪। এতদুক্তং ভবতি যোঽয়ং মুমুক্ষু র্বেদান্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিবিশিষ্টঃ যদা তস্য তস্মিন্নেবানুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতির্জায়তে তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষঃ ইতি। বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৪৬।

৫। উপাসনন্তু ভক্তিরূপাপন্নমেব, পরমপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতমিতি বেদান্তবাক্যসিদ্ধম্। গীতাভাষ্য, ৭ । ১।

৬। স্মর্যমাণবিষয়স্যাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়রূপং স্মৃতিসন্তানমেবোপাসনশব্দবাচ্যমিতি হি নিশ্চিয়তে তদেব স্নেহপূর্বমনুধ্যানং ভক্তিরিতি উচ্যতে বুধৈঃ। গীতাভাষ্য, ৭ । ১।

৭। এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনাপর্য্যায়ত্বাৎ ভক্তিশব্দস্য। শ্রীভাষ্য, ১ । ১ । ১।

৮। পরমপুরুষঃ স্বেনৈব স্বয়মনবধিকাতিশয়সুখঃ সন্ পরস্যাপি সুখং ভবতি সুখরূপত্বাবিশেষাৎ। ব্রহ্ম যস্য জ্ঞানবিষয়ো ভবতি স সুখী ভবতীত্যর্থঃ বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ২৫০।

৯। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাদিতি। তদিদমপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে।······ বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্। শ্রীভাষ্য, ১ । ১ । ১।

এই ধ্রুব স্মৃতি বা অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তান ধ্যানপদবাচ্য ও হইয়া থাকে। এইরূপ স্মৃতি প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরদর্শনতুল্য। ইহার উদয়ে সকল সংশয় ছিন্ন হয়, হৃদয় অজ্ঞান-মুক্ত হয় ও সকল কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে[১]।

এই ধ্যানরূপা বা উপাসনাপর্যায়ক ভক্তি জ্ঞানবিশেষ। এই জ্ঞানবিশেষ উদিত হইলে নিরতিশয় প্রিয় উপাস্যসম্পর্কিত জ্ঞান ভিন্ন ইতরজ্ঞানের প্রতি চিত্তে বিতৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করে[২]।

এই পরভক্তি রূপ জ্ঞানবিশেষ উৎপাদক প্রত্যহ অনুষ্ঠীয়মান জ্ঞানপূর্বক নিষ্কাম কর্মানুগৃহীত ভক্তিযোগ[৩]। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ প্রীতিবিশেষ। এই প্রীতি লৌকিক-প্রীতিবিলক্ষণ। লৌকিক প্রীতি লোকনিষ্ঠ বলিয়া নশ্বর, ভক্তিরূপ প্রীতি লোকনিষ্ঠ নহে বলিয়া অবিনশ্বর। ভক্তিরূপ প্রীতি জ্ঞানবিশেষ। ইহা অপার্থিব সুখে পর্যবসিত হয়। যদিও সুখ জ্ঞানবিশেষসাধ্য তথাপি ভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষ ও সুখে কোন পারমার্থিক ভেদ নাই[৪]।

'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং,' 'তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি,' 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে বেদন বা জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই সেবারূপ ভক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনেঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যেও জ্ঞানীশব্দের দ্বারা ভক্তিমান অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবানের প্রতি অনবধিক ও অতিশয় প্রীতি যাহার চিত্তে উদিত হইয়াছে তিনি ভগবানের প্রিয়তম ও বরণীয়। সুতরাং ভক্তিরূপাপন্ন জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাধন[৫]। ধৃতিসহকারে সমাহিতাত্মা ভক্ত ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করেন[৬]।

১। ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। ......সা চ স্মৃতিঃ দর্শনসমানাকারা ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ইত্যনেনৈক্যার্থ্যাৎ।
শ্রীভাষ্য, ১।১।১।

২। ভক্তিরপি নিরতিশয়প্রিয়ানন্যপ্রয়োজনসকলেতরবৈতৃষ্ণ্যাবহজ্ঞানবিশেষ এবেতি, তদ্যুক্ত এব তেন পরেণাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেন লভ্যতে ইতি শ্রুত্যর্থঃ।
বেদার্থসংগ্রহ, ১৪৬।

৩। এবংবিধপরভক্তিরূপজ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্বোক্তাহরহরুপচীয়মানজ্ঞানপূর্বকর্মানুগৃহীতভক্তিযোগঃ।
বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ১৪৭।

৪। ভক্তিশব্দশ্চ প্রীতিবিশেষে বর্ত্ততে, প্রীতিশ্চ জ্ঞানবিশেষ এব। ননু চ সুখং প্রীতিরিত্যনর্থান্তরম্, সুখং চ জ্ঞানবিশেষসাধ্যং পদার্থান্তরমিতি হি লৌকিকাঃ, নৈবম্, যেন জ্ঞানবিশেষণ তৎসাধ্যমিত্যুচ্যতে স এব জ্ঞানবিশেষঃ সুখম্।
বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ২৪৮।

৫। ইয়মেব ভক্তিরূপা সেবা ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিষু বেদনশব্দেনাভিধীয়তে ইত্যুক্তম্। ...... যস্য ভগবত্যনবধিকাতিশয়প্রীতির্জায়তে স এব ভগবতঃ প্রিয়তমঃ, তদুক্তং, প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ইতি। তস্মাৎ পরভক্তিরূপাপন্নমেব বেদনং তত্ত্বতো ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনম্।
বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

৬। ধৃত্যা সমাহিতাত্মা ভক্ত্যা পুরুষোত্তমং পশ্যতি, সাক্ষাৎকরোতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।
বেদার্থসংগ্রহ, পৃঃ ২৫৫।

রামানুজদর্শনে ভক্তিকে যে জ্ঞানবিশেষ স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ইহা তাৎপর্য যে সকল জ্ঞান ভক্তিপদবাচ্য নহে। যদি ও জ্ঞান সর্বথা একরূপ তথাপি প্রকাশভেদবশতঃ ইহাতে ভেদ আরোপিত হয়। সত্বগুণান্বিত চিত্তে উদিত জ্ঞান, তমোগুণান্বিত ও রজোগুণান্বিত চিত্তে উদিত জ্ঞান হইতে ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। তমোগুণান্বিত চিত্তের জ্ঞান ভ্রম, রজোগুণান্বিত চিত্তের জ্ঞান লোভ এবং সত্বগুণান্বিত চিত্তের জ্ঞান ভক্তি। এইজন্যই আচার্য রামানুজ ভক্তিকে জ্ঞানবিশেষ বলিয়াছেন, জ্ঞান সামান্য নহে।

উপাসনা

রামানুজ দর্শনে উপাসনা শব্দের অর্থ একাগ্রচিত্তে নিরন্তরভাবে উৎপন্ন বৃত্তিবিশেষ। ইহা ধ্যান পর্যায়। ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা। এই চিন্তা স্মৃতিধারাস্বরূপ, কেবল স্মৃতিস্বরূপ নহে। ইহাই ভক্তি। ভক্তি, উপাসনা ও ধ্যান একই পর্যায়গত শব্দ। উপাসনা কিরূপ হইবে এই প্রসঙ্গে শ্রীরামানুজাচার্য বলিয়াছেন যে উপাসকের আত্মস্বরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে। উপাসক যেমন নিজে স্বশরীরের আত্মা তেমনি পর ব্রহ্মকেও স্বীয় আত্মার আত্মারূপে উপাসনা করিতে হইবে। পূর্ববর্তী উপাসকগণ এইভাবেই উপাসনা করিয়াছেন[১]। প্রতীক উপাসনায় উপাস্যকে আত্মারূপে চিন্তা করা উচিত নহে, কারণ প্রতীক বস্তু কখনও উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। প্রতীকোপাসনা স্থলে প্রতীকই প্রধানতঃ উপাস্য, ব্রহ্ম নহে। সেখানে ব্রহ্ম কেবল উপাসনার বিশেষণভাবে প্রতীত হন মাত্র কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার চিন্তা নাই। প্রতীকোপাসনার অর্থ অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন পূর্বক চিন্তা করা। সে স্থলে প্রতীক বস্তুটি উপাস্য কিন্তু সেই প্রতীক বস্তুটি কখনই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না, পরন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কাজেই আত্মানুসন্ধান করা উচিত নহে[২]।

প্রপত্তি

যাহারা পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন, দ্বৈতদর্শনের অভাবহেতু বিষয়সুখকে অতিতুচ্ছ বলিয়া মনে করেন তাদৃশ মহাত্মাগণ বিষয়সুখের কামনা করেন না। এইরূপ শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ জগচ্চক্রের হেতুভূত কর্মের অনুসরণ করিলেও কখনই বিষয়বিলাসী হন না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র বৈষয়িক ভোগে

১। উপাসিতুরাত্মেত্যেবোপাস্যম্, উপাসিত প্রত্যগাত্মাব স্বশরীরস্য স্বয়ং যথা আত্মা, তথা স্বাত্মনোঽপি পরং ব্রহ্ম আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যর্থঃ। কুতঃ ? এবং হি উপগচ্ছন্তি পূর্বে উপাসিতারঃ ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ইতি।
শ্রীভাষ্য, ৪।১।৩।

২। প্রতীকে নাত্মত্বানুসন্ধানং কার্য্যম্ ন হি সঃ ন হি উপাসিতুরাত্মা প্রতীকঃ। প্রতীকোপাসনেষু প্রতীক এবোপাস্যঃ ন ব্রহ্ম, ব্রহ্ম তু তত্র দৃষ্টিবিশেষণমাত্রম্। প্রতীকোপাসনং হি নাম অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানম্। তত্রোপাস্যস্য প্রতীকস্যোপাসিতুরাত্মত্বাভাবান্ন তথানুসন্ধেয়ম্।
শ্রীভাষ্য, ৪।১।৪।

মত্ত থাকিয়া পরম সত্যকে ভুলিয়া থাকে। রাগ ও দ্বেষ নামক প্রবৃত্তিদ্বয় তাহাদের চিত্তে প্রবলভাবে বর্তমান থাকিয়া তাহাদের জ্ঞানহীন পশুভাবাপন্ন করিয়া তুলে[১]। বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়রায়ণ ব্যক্তির প্রধানতম শত্রু কাম। কাম রজোগুণাত্মক বিষয়াভিলাষ হইতে উদ্ভুত ও ক্রোধাদির জনক। কামপ্রবৃত্তি এত প্রবল যে ইহার নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। ইহা শুদ্ধ আত্মজ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে[২], আত্মজ্ঞানহীন জীবকে পরহিংসাদি কার্যে প্রবর্তিত করে[৩]। মানবের বুদ্ধি কামের প্রভাবে অসন্মার্গে প্রবৃত্ত হয়, কারণ কাম বুদ্ধি অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী।[৪] অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ হস্তস্থিত প্রজ্বলিত দীপশিখাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, রাগদ্বেষপরায়ণ কামাধীন আত্মজ্ঞানরহিত জীবও আপনার অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বর্তমান ঈশ্বরের আনন্দময় ভুবনমনোহর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এইরূপ হতভাগ্য জীবের ঈশ্বরপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় শরণাগতি—ঈশ্বরের নিকটে একান্তভাবে আপনাকে সমর্পণ করা। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, বন্ধু, সখা, গুরু, ধনধান্য, রত্নাদি, গৃহ, সর্বধর্ম সর্বকামনা, সর্ববিদ্যা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে হয়[৫]। অন্যথা শরণাগতি ফলপ্রদ হইবে না।

ঈশ্বর শরণাগত ব্যক্তিকে বক্ষে তুলিয়া লন, অতিহীনতম পাপীর সর্ব পাপ গ্লানি মুছিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া দেন[৬]। রামানুজ দর্শনে শরণাগতি বা প্রপত্তি ভক্তি মার্গের চরমতম সোপান, ইহা শ্রেষ্ঠ মোক্ষসাধন। শরণাগতি কেবলমাত্র পাপাচারী ব্যক্তির মোক্ষসাধন নহে, ইহা সকল ব্যক্তিরই অবলম্বনীয়। মানবজীবন পরিমিত, স্বল্পকালস্থায়ী, সেই নাতিদীর্ঘ জীবনকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া অনায়াসসাধ্য নহে। সর্ব ধর্ম বর্জন করিয়া পরমকারুণিক ভক্তবৎসল ঈশ্বরের শরণ লইতে পারিলে অর্থাৎ সম্পুর্ণরূপে আপনাকে সমর্পণ

১। তৌ রাগদ্বেষৌ হ্যস্য সর্বস্য দুর্জয়ৌ শত্রূ আত্মজ্ঞানাভ্যাসং বারয়তঃ॥ গীতাভাষ্য, ৩। ৩৪।

২। ধূমেণাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদনাবৃতম্॥ গীতা, ৩। ৩৮।
অয়ং কামঃ দেহিনং আত্মজ্ঞানবিমুখং বিষয়ানুভবপরং করোতি। গীতা, ৩। ৪০।

৩। কামঃ......মহাপাপ্মা পরহিংসাদিষু প্রবর্ত্তয়তি। গীতা, ৩। ৩৭।

৪। বুদ্ধেরপি যঃ পরঃ স কাম ইত্যর্থ.। গীতা ভা, ৩। ৪২।

৫। পিতরং মাতরং দারান্ পুত্রান্ সখীন্ গুরূন্,
রত্নানি ধনধান্যানি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
সর্বধর্মাংশ্চ সন্ত্যজ্য সর্বকামাংশ্চ সাক্ষরান্
লোকবিক্রান্তচরণৌ শরণং তেঽব্রজং বিভো॥
শরণগতিগদ্য; পৃঃ ৪৫—৪৬।

৬। অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। গী, ১৮। ৬৬।

করিতে পারিলে ভক্তিযোগ অনায়াসসাধ্য হইবে[১]। ভক্তিই ঈশ্বরসাক্ষাৎকার।[২] শরণ শব্দের আভিধানিক অর্থ গৃহ ও রক্ষাকর্তা। দর্শনে শরণ শব্দের দ্বারা ইষ্টের প্রাপক ও অনিষ্টের নিবারক বোঝায়। শরণাগতির দ্বারা ভক্ত অনুভব করে ঈশ্বর একমাত্র প্রাপ্য ও তিনিই অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে তাঁহাকে অধিগত হওয়া যায়। ঈশ্বর প্রাপ্য ও উপায় উভয় স্বরূপ[৩]।

রামানুজ দর্শনের শরণাগতিতত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত "মামেকং শরণং ব্রজ"[৪] বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নাই।

গীতার অন্যত্রও শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে যিনি সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারেন তিনি বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরকে অধিগত করেন[৫], এবং যিনি সর্বতোভাবে একমাত্র ঈশ্বরের শরণ লইয়াছেন তিনি ঈশ্বরের প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান লাভ করেন[৬]। শরণাগতি তত্ত্ব যে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রথম প্রকাশ লাভ করে তাহা নহে। সুপ্রাচীন সংহিতার মন্ত্রগুলিতে ইহা সুবিদিত ছিল। আর্ত ইন্দ্রাদি দেবতার শরণ লইতেন শত্রুর নিকট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য[৭]। উপনিষদের ঋষি পরব্রহ্মের মাহাত্ম্যে অভিভূত হইয়া তাহার নিকট আপনাকে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছেন[৮]। দক্ষিণ ভারতের আলবার আচার্যগণ প্রপত্তি বা শরণাগতি মার্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নম্মাল্‌বার শ্রীনিবাসকে উপায় ও উপেয়

১। ত্বয়া পরিমিতকালবর্তিনা দুরনুষ্ঠানানাং সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ভক্তিযোগারম্ভসিদ্ধয়ে মামেকং পরমকারুণিকমনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্যম্ আশ্রিতবাৎসল্যজলধিং শরণং প্রতিপদ্যস্ব। গী. ভা, ১৮। ৬৬।

২। বেদনোপাসনধ্যানাদিশব্দবাচ্যং দর্শনসমানাকারং স্মৃতিসন্তানম্। গীতা, রামানুজ-ভাষ্য, ১৮। ৬৫।

৩। শরণং গৃহরক্ষিত্রোঃ। অমরকোষ, ৩। ৩। ৫৩।

শরণমিষ্টস্য প্রাপকতয়াঽনিষ্টস্য নিবারকতয়া সমাশ্রয়ণীয়শ্চেতনঃ। রামানুজকৃত গীতা-ভাষ্য, ৯। ১৮।

কর্তারমারাধ্য প্রাপ্যমুপায়ং চানুধ্যস্ব। ঐ, ৭। ১৫।

৪। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা, ১৮। ৬৬।

৫। চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। গীতা, ১৮। ৫৭।

৬। তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। গীতা, ১৮। ৬২।

৭। হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে।
স চেত্তা দেবতা পদম্। ঋগ্বেদ, ১। ২২। ৫।
ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে। ঐ, ১। ২২। ১২।

৮। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ. ৬। ১৮।

রূপে একমাত্র শরণ্য মনে করিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রামানুজের পুর্ববর্তী বেদান্তদেশিক ও যামুনাচার্যও[১] শরণাগতিকে অদ্বিতীয় মোক্ষসাধন মনে করিতেন।

ভারদ্বাজ সংহিতাতেও শরণাগতিই একমাত্র ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় রূপে কথিত হইয়াছে।[২] ইহাদের মার্গ অনুসরণ করিয়া আচার্য রামানুজ মোক্ষ সাধনরূপে শরণাগতি মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৩]

অহির্বুধ্ন্যসংহিতা গ্রন্থে প্রপত্তি বা শরণাগতির ছয়টি অঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে—আনুকূল্য, সংকল্প, প্রাতিকূল্য বর্জন, মহাবিশ্বাস, কার্পণ্য, গোপ্তৃত্ববরণ এবং আত্মনিক্ষেপ।[৪] আনুকূল্য—শেষীরূপ ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিবার সাত্ত্বিক ইচ্ছা।

সংকল্প—জীবের সংকল্প যখন সম্পূর্ণভাবে অহংকারবিমুক্ত হয় তখন জীব রক্ষকের ঈশ্বরের প্রসাদ পাইবার যোগ্য হয়। সংকল্প শব্দের দ্বারা মুমুক্ষু জীবের সর্বভূত সেবার সর্বভূতানুকূল্য ইচ্ছা বোঝায়।

প্রাতিকূল্য বর্জন—মুমুক্ষু জীব কর্তৃক ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রতিকূল পদার্থ ত্যাগ।

মহাবিশ্বাস—ইহা মুমুক্ষুর ঈশ্বরকে পরম রক্ষক রূপে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস।

কার্পণ্য—মুমুক্ষু জীবের ভক্তি, জ্ঞান বা কর্ম মার্গ অনুসরণ করার অক্ষমতা ও আপনাকে শক্তিহীন জ্ঞানে বিনয়বোধ।

গোপ্তৃত্ববরণ—মোক্ষসাধনরূপে ঈশ্বরের চরণে দয়া প্রার্থনা।

আত্মনিক্ষেপ—ঈশ্বরের প্রসাদলাভার্থে ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ।

এই ছয়টি অঙ্গের অন্তিম অঙ্গটি অঙ্গী, অবশিষ্ট পাঁচটি তাহার সাধকরূপে অঙ্গ। এই অঙ্গগুলির মধ্যে মহাবিশ্বাস নামক অঙ্গটি সর্বপ্রধান কারণ, ঈশ্বরের

১। ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমান্ তচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥ স্তোত্ররত্নম্, ২১।

২। পরমাত্মা হরিঃ স্বামী স্বতোঽহং তস্য কিংকরঃ।
কৈংকর্য্যমখিলা বৃত্তিরিত্যেষঃ জ্ঞানসংগ্রহঃ। ভরদ্বাজসংহিতা, পৃঃ ১২।

৩। নিত্যানপায়িনীং নিরবদ্যাং দেবদেবদিব্যমহিষীম্ অখিলজগন্মাতরম্।
অশরণ্যশরণ্যম্ অনন্যশরণঃ শরণমহং প্রপদ্যে॥ শরণাগতিগদ্যম্।

৪। অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ৩৭।২। ২৭, ২৯ বেদান্তদেশিক কর্তৃক রহস্যত্রয়সার গ্রন্থে ১১ অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ষোঢ়া হি বেদবিদুষো বদন্ত্যেনং মহামুনে।
আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্॥
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যং ষড়বিধা শরণাগতিঃ। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ৩৭।১। ২৭, ২৯।

প্রতি একমাত্র রক্ষক এই অবিচলিত বিশ্বাস না থাকিলে শরণ লাভ সম্ভব নহে। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় শরণাগতির অর্থ প্রার্থনামতি।[১]

আচার্য রামানুজের মতে শরণাগতি পরভক্তি, পরজ্ঞান ও পরমভক্তি অপেক্ষা গরীয়সী ও ইহা ভগবান নারায়ণের কৈংকর্য প্রাপ্তির জন্য অবলম্বনীয়। ইহার দ্বারা সর্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।[২] প্রপত্তি সাধনে ইতরাপেক্ষা নাই। প্রপত্তির উদয় হইলে কাম, মোহ, দুঃখাদির বিনাশ হয়।[৩]

রামানুজ দর্শনে দ্বিবিধ প্রপন্নের উল্লেখ আছে, একান্তী ও পরমৈকান্তী। যিনি মোক্ষফলের সহিত অন্যফল ও দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন তিনি একান্তী। যিনি ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন অন্য ফল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন না তিনি পরমৈকান্তী। পরমৈকান্তী দ্বিবিধ—দৃপ্ত ও আর্ত। কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে এরূপ মনে করিয়া যিনি প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করেন ও দেহাবসানের অপেক্ষা করেন তিনি দৃপ্ত এবং সংসারবাসকে প্রজ্জলিত অগ্নিমধ্যে বাস তুল্য দুঃসহ মনে করিয়া যিনি মোক্ষপ্রাপ্তি ইচ্ছা করেন তিনি আর্ত।[৪]

যিনি প্রপন্ন হইয়াছেন তিনি জ্ঞানাদি উপায় অবলম্বন করিয়াও অনাময় ভোগ উপভোগ করিবার পর বিষয়বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন ও বিষ্ণুকে অধিগত হন।[৫]

১। প্রার্থনামতিঃ শরণাগতিঃ। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা।

২। পারমার্থিকভগবচ্চরণারবিন্দযুগলৈকান্তিকাত্যন্তিকপরভক্তিপরজ্ঞানপরমভক্তিকৃতপরিপূর্ণ নবরতনিত্যবিশদতমানান্যপ্রয়োজনানবধিকাতিশয়প্রিয়ভগবদনুভবজনিতানবধিকাতিশয়প্রীতিকারিতাশেষাবস্থোচিতাশেষশেষতৈকরতিরূপানিত্যকৈংকর্য্যপ্রাপ্ত্যপেক্ষয়া পারমার্থিকী ভগচ্চরণারবিন্দশরণাগতির্যথাবস্থিতা অবিরতাস্তু মে॥ অস্তু মে, তথৈব সর্বং সম্পৎস্যতে॥
শরণাগতিগদ্য, ১৪—২১।

৩।
তাবদার্ত্তিস্তথা বাঞ্ছা তাবন্মোহস্তথা সুখম্।
যাবন্ন যাতি শরণাং ত্বামশেষাঘনাশনম্॥
প্রপত্তেঃ ক্বচিদপ্যেবং পরাপেক্ষা ন বিদ্যতে।
সা হি সর্বত্র সর্বেষাং সর্বকর্মফলপ্রদা॥
গদ্যত্রয়ে শরণাগতিগদ্যের রহস্যরক্ষাভাষ্যে উদ্ধৃত।

৪। প্রপত্তিঃ সর্বাধিকারা। স চ প্রপন্নো দ্বিবিধঃ একান্তী পরমৈকান্তী চেতি। যো মোক্ষফলেন সাকং ফলান্তরাণ্যপি ভগবত এবেচ্ছতি স একান্তী, দেবতান্তরশূন্য ইত্যর্থঃ। ভক্তিজ্ঞানাভ্যামন্যৎ ফলং ভগবতোঽপি যো নেচ্ছতি স পরমৈকান্তী। স দ্বিবিধঃ দৃপ্ত আর্ত্তশ্চেতি। অবশ্যমনুভোক্তব্যমিতি প্রারব্ধকর্মানুভবন্ এতদ্দেহাবসানসময়মীক্ষমাণো দৃপ্তঃ। জাজ্বল্যমানাগ্নিমধ্যস্থিতস্যেব সংসারাবস্থিতেরতিদুঃসহত্বাৎ প্রত্যুত্তরক্ষণমোক্ষকাম আর্ত্তঃ।—যতীন্দ্রমতদীপিকা, ৮ম অবতার। সেয়ং প্রপত্তিরার্ত্তা দৃপ্তা চেতি দ্বিবিধা। তত্রার্ত্তা প্রপত্তিঃ ......হে স্বামিন্, ত্বৎকৈংকর্য্যবিরোধি হেয়মিদং শরীরং শীঘ্রমেব জহীতি য প্রার্থনা। দৃপ্তাপ্রপত্তিস্তু... যাবদ্দেহাবস্থানম্।
অর্থপংচকবিবেকঃ, পৃঃ ৫২—৫৩।

৫।
অথোপায়প্রসক্তেঽপি ভুক্ত্বা ভোগাননাময়ান্।
অন্তে বিরক্তিমাসাদ্য বিশতে বৈষ্ণবং পদম্॥
গদ্যপদ্য গ্রন্থের রহস্যরক্ষানামক ভাষ্যে উদ্ধৃত, পৃঃ ৫২।

ঈশ্বরের প্রসাদে আর্ত ও দৃপ্ত উভয়বিধ প্রপন্ন ঈশ্বরের কৈংকর্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগবুদ্ধি ও বিপরীত জ্ঞানের হেতুভূতা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে। মায়া ভগবৎস্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইহা জীবের অনাদি কর্ম হইতে আরম্ভ।[1]

প্রপন্ন ভক্ত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ অতিক্রম করিয়া দেহপাতের ঊর্ধ্বে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। দেহপাত সময়ে ঈশ্বরের দয়ায় জ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করেন ও জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় আনন্দের সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ লাভ করেন ও ঈশ্বরের নিত্যকিংকর রূপে বিরাজ করেন।[2]

এইরূপে প্রপন্ন ভক্ত ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান হইতে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটে, অবশেষে ঈশ্বরকে অধিগত হন। ঈশ্বর প্রাপ্তির দ্বারা তিনি সর্বসংশয় মুক্ত হইয়া শুদ্ধ আনন্দের অধিকারী হন।[3]

নিম্বার্ক দর্শন। ব্রহ্মের স্বরূপ।

আচার্য নিম্বার্ক নির্গুণ ব্রহ্মবাদ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে অনন্ত, অচিন্ত্য ও স্বাভাবিক স্বরূপ গুণশক্তি প্রভৃতির দ্বারা মণ্ডিত মহত্তম রমাকান্ত বাসুদেবই পুরুষোত্তম ব্রহ্ম।[4] তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সর্বকারণরূপ, সর্বব্যাপক; তাঁহার অপেক্ষা অধিক কিছু নাই বা তাঁহার সমান কিছু নাই। তিনিই সর্ববিধ বেদাদিশাস্ত্রের একমাত্র বেদ্য পদার্থ।[5]

ব্রহ্ম হইতে অনন্ত ও বিচিত্র আকৃতি সম্পন্ন, বিবিধ নামরূপাদি বিশেষের আশ্রয় ও অচিন্ত্যরূপ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি, ও লয় হইয়া থাকে।[6]

১। মদীয়ানাদিকর্মপ্রবাহপ্রবৃত্তাং ভগবৎস্বরূপতিরোধানকরীং বিপরীতজ্ঞানজননীং স্ববিষয়ায়াশ্চ ভোগবুদ্ধিজননীং দেহেন্দ্রিয়ত্বেন ভোগ্যত্বেন মুক্তরূপেণ চাবস্থিতাং দৈবীং মায়াং দাসভূতঃ শরণাগতোহস্মি দাস ইতি বক্তারং মাং তারয়। গদ্যত্রয়, শরণাগতিগদ্য, পৃঃ ৫৩-৫৪।

২। আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকদুঃখবিঘ্নগন্ধরহিতস্ত্বং দ্বয়মর্থানুসন্ধানেন সহ সদৈবং বক্তা যাবচ্ছরীরপাতমত্রৈব শ্রীরঙ্গে সুখমাস্ব। শরীরপাতসময়ে তু কেবলং মদীয়য়ৈব দয়য়া অতিপ্রবুদ্ধো মামেবাবলোকয়ন্,... জীর্ণমিব বস্ত্রং সুখেনেমাং প্রকৃতিং স্থূলসূক্ষ্মরূপাং বিসৃজ্য তদানীমেব...নিত্যকিংকরো ভবিষ্যসি।

শরণাগতিগদ্য, পৃঃ ৬৪।

৩। অতস্ত্বং তত্ত্বতো মজ্জ্ঞানদর্শনপ্রাপ্তিষু নিঃসংশয়ঃ সুখমাস্ব। শরণাগতিগদ্য, পৃঃ ৬৬।

৪। অনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকস্বরূপগুণশক্ত্যাদিভির্বৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ঃ।

বেদান্তপারিজাতসৌরভ, ১।১।১।

৫। সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সর্বেশ্বরঃ সর্বকারণরূপঃ সমানাতিশয়শূন্যঃ সর্বব্যাপকঃ সর্ববেদৈকবেদ্যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব।

শ্রীনিবাস প্রণীত বেদান্তকৌস্তভভাষ্য, ১।১।১।

৬। অচিন্ত্যাবিচিত্রসংস্থানসম্পন্নস্যাসংক্ষেপনামরূপাদিবিশেষাশ্রয়স্যাচিন্ত্যরূপস্য বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়ঃ যস্মাৎ।

বে, পা সৌ ভা, ১।১।২।

অচিন্ত্য, অনন্ত, স্বাভাবিক ও অসংখ্যেয় গুণের আধার ভগবান শ্রীপুরুষোত্তম রূপে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তোপাদান কারণ হইয়া থাকেন।[১] অতএব অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলা যায় না।[২]

ব্রহ্ম অনুমানাদিগম্য নহেন। তিনি একমাত্র বেদপ্রমাণগোচর।[৩] ব্রহ্ম জীবকে আনন্দিত করেন বলিয়া আনন্দময়।[৪] ব্রহ্মগত আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন ও নিরতিশয়। আনন্দময় ব্রহ্মে অল্পতর দুঃখের স্পর্শমাত্রও নাই।[৫] আনন্দময়ত্ব হেতু ব্রহ্ম সর্ব চেতনাচেতন হইতে বিলক্ষণ।

ব্রহ্ম আনন্দময় এই উক্তির দ্বারা আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব স্বীকৃত হইলে তাহার সহিত ব্রহ্মের অবয়বাবয়বিভাব কল্পিত হয়। ব্রহ্ম অবয়বী, আনন্দ অবয়ব। এই কল্পনার অসামঞ্জস্য দোষ আছে, এইরূপ আশঙ্কা নিরর্থক, কারণ ব্রহ্ম ও আনন্দময় এই শব্দ দুইটি একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অংশ ও অংশী, বিভূতি ও বিভূতিমানের অভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবিষয়ে মতবিরোধ নাই।[৬] ব্রহ্মকে আনন্দময় বলায় সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। বস্তুত 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য ব্রহ্ম ও আনন্দকে পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ করিয়া ব্রহ্মের সবিশেষত্বই জ্ঞাপিত করে।[৭]

ব্রহ্ম যদিও রূপবর্জিত তথাপি রূপবিশিষ্টরূপে তিনি মুমুক্ষুগণের ধ্যেয়।[৮] রূপবত্ত্ব হেতু ব্রহ্মে শরীরসম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্বীকার করা উচিত নহে। শরীর-সম্বন্ধ কর্মজন্য জীবের পক্ষে প্রযোজ্য। সত্য সংকল্প ভগবান স্বেচ্ছায় স্বানুরূপ অপ্রাকৃত শরীর গ্রহণ করেন, কারণ তিনি কর্মবশ্য নহেন।[৯]

১। তস্মাদচিন্ত্যানন্তস্বাভাবিকাসংখ্যেয়সদ্‌গুণসাগরো ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম এব জগতোঽভিন্ননিমিত্তোপাদন-কারণম্। কেশব কাশ্মীরী-প্রণীত বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ১।১।২।

২। তস্মাৎ সদাদিশব্দাভিধেয়স্য সর্বজ্ঞস্য সর্বনিয়ন্তুঃ সর্বেশ্বরস্য চেতনত্বেন কারণত্বস্য শ্রুতত্বান্ন প্রধানগ্রহঃ। বে, পা সৌ ভাঃ, ১।১।১২।

৩। ব্রহ্ম নানুমানাদিগম্যং কিং তু বেদপ্রমাণগোচরম্। বেদান্তকৌস্তুভ, ১।১।৩।

৪। জীবনান্দহেতুত্বাদপি পরমাত্মৈবানন্দময়ঃ। বে. পা, সৌ; ১।১।১৫
নিরতিশয়সুখদত্বামৃতত্ব... বে, পা, সৌ, ১।৩।৯।

৫। পরমপুরুষস্য সর্বেষু বেদান্তেষু স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষত্বেনৈব প্রতিপাদিতত্বান্নাস্তি তত্রাল্পতরানানন্দগন্ধবাতস্পর্শোঽপীতি সংক্ষেপঃ। বেদান্তকৌস্তুভ, ১।১।১৪।
তস্মাৎ সর্বচেতনাচেতনবিলক্ষণমানন্দময়ং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্। বেদান্তকৌস্তুভ, ১।১।২০।

৬। যদুক্তমানন্দময়স্যৈব ব্রহ্মত্বে তস্যৈবাবয়বাবয়বিভাবাপত্তাবসামঞ্জস্যং স্যাদিতি, তদপ্যসম্যক্ তয়োরেকার্থপরত্বস্যৈবেষ্টত্বাৎ।...অংশাংশিনো র্বিভূতি-বিভূতিমতোশ্চাভেদস্যাবিরুদ্ধত্বাৎ।
বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ১।১।২০।

৭। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ইতি গুণগুণিনোঃ পৃথক্‌পাঠ এব......ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং জ্ঞাপয়তি।
বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ১।১।২০।

৮। এতেন পরমাত্মা বিগ্রহবত্ত্বেন মুমুক্ষুভি র্ধ্যেয়ঃ। বেদান্তকৌস্তুভ, ১।১।২১।

৯। ন চ রূপবত্ত্বে শরীরসম্বন্ধোঽপ্যবশ্যম্ভাবী, স চ কর্মবশ্যানাং জীবানামেব...সত্যসংকল্পস্য ভগবতঃ স্বেচ্ছয়ৈব স্বানুরূপাপ্রাকৃতশরীরসম্বন্ধস্য সম্ভবেন কর্মবশ্যত্বাভাবাৎ। বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ১।১।২১।

ব্রহ্মের রূপবত্তা স্বীকারের দ্বারা তাহার ঐশ্বর্য পরিমিত এইরূপ অর্থ সূচিত হয় না। রূপবান ব্রহ্ম যেন পরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য এইরূপে প্রতীত হন যেরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনায়ক শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠনাথ, গোকুলনাথ, ব্রজরাজ, দ্বারকাধিপতি ইত্যাদি পরিচ্ছিন্নৈশ্বর্যবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, যদিও পরমার্থতঃ তিনি ঐরূপমাত্র নহেন।[১] ব্রহ্ম অখণ্ড সৌন্দর্যের আধার; তিনি পরমা শান্তি ও পরমা কান্তির আশ্রয়; তিনি অপরিমেয় সুধানিধি।[২]

যদিও ব্রহ্ম নিরবয়ব তথাপি তিনি পরিণামযোগ্য। জগৎ নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিমাণাত্মক কার্য, কারণ ব্রহ্মে তাদৃশ শক্তি বিদ্যমান।[৩]

ব্রহ্ম পরিণামার্হ হইয়াও বিকারী নহেন। আকাশ যেরূপ বায়ুরূপে শব্দরূপে পরিণত হইলেও বিকারবিশিষ্ট নহে, সেইরূপ নিরবয়ব বিভু ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভব হইলেও বিকারিত্বদোষ ব্রহ্মে নাই। বস্তুতঃ পরিণাম শব্দ শক্তিবিক্ষেপবাচক। ব্রহ্ম জগতরূপে পরিণত হন অর্থাৎ তাদৃশ শক্তিবিক্ষেপ করেন। সুতরাং নির্বিকারত্ব ব্রহ্মে অসিদ্ধ হয় না। যেরূপ উর্ণনাভ হইতে উর্ণজাল নিঃসৃত হইলেও তাহার স্বরূপ বিকৃত হয় না, পুরুষের দেহে কেশলোম উদ্গত হইলেও তাহার স্বরূপ অবিকৃত থাকে বা পৃথিবী হইতে ওষধি জাত হইলেও পৃথিবী অপ্রচ্যুতস্বরূপই থাকে, সেইরূপ স্বশক্তি বিক্ষেপরূপ পরিণাম সিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মস্বরূপের কোন বিকৃতিদোষ সম্ভব হয় না।[৪] ব্রহ্ম কেবল ইচ্ছাদ্বারা সর্ব কর্ম করেন। জগত সৃষ্টি ব্রহ্মের ক্রীড়ামাত্র।[৫]

ব্রহ্ম নির্বিশেষ বা নির্গুণ নহেন কারণ ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব বা নির্গুণত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগোচর নহে।[৬] ব্রহ্ম জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা। সুষুপ্তিবেলায়

১। নাপি তস্য পরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যবত্ত্বমত্র বিধীয়তে...পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়তে যথাহনন্তব্রহ্মাণ্ডনায়কোঽপি শ্রীকৃষ্ণো বৈকুণ্ঠনাথো গোকুলনাথো ব্রজরাজো দ্বারকাধিপতিরিতি। বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ১।১।২১।

২। সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজ, শ্লোক ১-৩।

৩। ব্রহ্ম পরিণামযোগ্যং বিভুত্বাৎ আকাশবদিতি। তৎ সিদ্ধং নিরবয়বস্য বিভোর্ব্রহ্মণঃ পরিণামাত্মকমিদং কার্য্যমিতি তাদৃশশক্তিমত্ত্বাদেবেতি। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, পৃঃ ৬৪।

৪। আকাশস্য বায়্বাত্মনা শব্দাত্মনা পরিণতস্য উক্তদোষবত্ত্বাদর্শনাৎ। আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্য ইতি শ্রুত্যা তথাত্বশ্রবণাৎ। তস্মান্ নিরবয়বস্যাপি বিভোঃ ব্রহ্মণঃ পরিণামেঽপি তাদৃশশক্তিযোগাদেবাধিকারিত্বমপীতি বোধ্যম্। বস্তুতস্তু ..পরিণামশব্দঃ শক্তিবিক্ষেপবাচকঃ।...তথা চাপ্রচ্যুতস্বরূপস্যৈবোর্ণনাভাদেঃ স্বশক্তিবিক্ষেপলক্ষণপরিণামবত্ত্বেঽপি নোক্তদোষযোগঃ। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা. পৃঃ ৬৪-৬৫।

৫। পরস্যৈতদ্বচনাৎ লোকপ্রসিদ্ধনৃত্যাদিক্রীড়ামাত্রং যুজ্যতে। বে. পা. সৌ, ভা, ২।১।৩২।

৬। কৈশ্চিন্নির্বিশেষং ব্রহ্মাভ্যুপগম্যতে। তত্তুচ্ছম্। সর্বপ্রমাণাঽবিষয়ত্বেন শশশৃঙ্গায়মানত্বাৎ। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, পৃঃ ২৬০।

জীবাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংহৃত করিয়া পরমাত্মায় প্রবেশ করে। পুনরায় যথোচিত কালে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নির্গত হয়।[১]

ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলে পরিণামিত্ব তাহার সম্ভব হয় না বলিয়া তিনি জগৎকারণ হইতে পারেন না।

ব্রহ্ম সাবয়ব হইলেও তাহাতে জীবের ন্যায় করণকলেবর কল্পনা অনুচিত। ব্রহ্মের করণকলেবর স্বীকৃত হইলে তাহার সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। সুখদুঃখাদির নিদানভূত পুণ্যপাপাদিও ব্রহ্মে সিদ্ধ হয়। ইহাতে ব্রহ্মের অন্তবত্ত্ব ও অজ্ঞত্ব দোষ ঘটে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা[২], ব্রহ্ম কালত্রয়াতিরেকী, মোক্ষোপযোগি-জ্ঞানদাতা, ব্রহ্মের শরণ লইলে মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্ম সকলের শরণ্য। ব্রহ্ম সর্বপাপনিবর্তক এবং মুক্ত পুরুষের আশ্রয়।[৩] চেতন ও অচেতন পদার্থে বিদ্যমান থাকিয়াও ব্রহ্ম চেতনাচেতনগত দোষের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না।[৪]

চেতন ও অচেতন পদার্থে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্ম বহুভাবে বিদ্যমান থাকেন কিন্তু চেতনাচেতন পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস ব্রহ্মে আরোপিত হয় না[৫] এবং চেতনাচেতন-পদার্থগত ভেদের দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্নত্ব প্রাপ্ত হন না।[৬] যদিও মূর্তিবিশিষ্ট জগৎ ব্রহ্মের রূপ তথাপি ব্রহ্ম উক্ত রূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। ব্রহ্ম মূর্তরূপবিশিষ্ট হইয়া সাধারণ ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা গ্রহণযোগ্য নহেন।[৭] ব্রহ্মের রূপ ধ্যানরূপ ভক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়।[৮] সর্বচিদচিদ্ বস্তু ব্রহ্মের শরীর হওয়ায় ব্রহ্ম কখনও বিভক্তনামরূপ, কখনও বা অবিভক্তনামরূপ। যখন ব্রহ্ম বিভক্ত নামরূপ তখন তিনি বহু ও কার্যরূপ। যখন

১। সুষুপ্তিবেলায়াং জীবাত্মা মনসা সমস্তং করণগ্রামং সংগৃহ্য পরমাত্মানমনুপ্রবিশ্য স্বস্থঃ সম্প্রসন্নো যথাকালং পুনস্তস্মাদেব প্রাণাদ্ভোগায় গচ্ছতি।
বেদান্তকৌস্তুভ, ১।১।১৮।

২। অহং প্রত্যয়গোচরোঽয়মাত্মা জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেতি সিদ্ধম্।
বেদান্তকৌস্তুভ, ১।৩।১৮।

৩। কালত্রয়াবাধ্যত্বম্, মোক্ষোপযোগিজ্ঞানদাতৃত্বম্। মায়াতারণাসাধারণোপায়শরণাপত্তিবিষয়ত্বম্ মুক্তোপসৃপ্যত্বং সর্বশরণ্যত্বং, সর্বপাপনিবর্ত্তকত্বম্...।
বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ১।৩।১৮।

৪। যথা জলাদৌ প্রতিবিম্বতোঽপি সূর্য্যাদিস্তৎপ্রযুক্তদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, তথা চেতনেঽচেতনে চ স্থিতমপি পরং ব্রহ্ম তত্তদ্দোষৈর্ন স্পৃষ্টম্।
বেদান্তকৌস্তুভ, ৩।২।১৮।

ন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণো দোষযোগঃ।
বে পাঃ সৌ ভা, ৩।২।৩০।

৫। পরং ব্রহ্ম চেতনাচেতনবস্তুষু একমেব তত্তদন্তর্যামিতয়া বহুধা বর্ত্ততে, ন তত্তদ্দোষৈঃ সংস্পৃশ্যতে। ন তত্তদ্ভেদৈর্ভিদ্যতে চ। ন বৃদ্ধিহ্রাসভাগ্ ভবতি।
বেদান্তকৌস্তুভ, ৩।২।২০।

৬। চিদচিদাত্মকং সর্বং ব্রহ্মাত্মৈকত্বাদ্ ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষেধানর্হমিতি দর্শয়তি, ইয়ত্তানবচ্ছিন্নত্বং পরস্য ব্রহ্মণো দর্শয়তি।
বেদান্তকৌস্তুভ, ৩।২।২২।

৭। এবং ভূতং ব্রহ্ম মূর্ত্তাদিরূপবদপি ততো ভূয়স্ত্বেন রূপেণ বর্ত্তমানং সৎ সাধারণৈঃ করণৈঃ ন গৃহ্যতে।
বেদান্তকৌস্তুভ, ৩।২।২৩।

৮। ভক্তিযোগে ধ্যানে তু ব্যজ্যতে। ঐ, ৩।২।২৪।

ব্রহ্ম অবিভক্তনামরূপ তখন তিনি অদ্বিতীয় ও কারণরূপ। অতএব ব্রহ্মে কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব উভয় শক্তি বিদ্যমান।[১]

সর্বশক্তিক জগৎকারণভূত ব্রহ্ম অপেক্ষা অন্য তত্ত্ব সম্ভব নহে, অতএব ব্রহ্ম নিরতিশয়, সাতিশয় নহে।[২] ব্রহ্ম জগতের মর্যাদাব্যবস্থাপক।[৩]

সর্বশক্তি সর্বেশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম রূপে ব্রহ্ম জীবের পূর্বকৃত ধর্মাধর্মাদি অনুসারে ধর্মাদি প্রযোজিত করেন এবং তদনুরূপ ফল দান করেন।[৪] তিনি জীবের কর্মচক্র নিয়ন্ত্রণ করিলেও তিনি স্বয়ং কর্মনিরপেক্ষ। ব্রহ্ম পুণ্যাদিকর্মে জীবকে প্রবর্তিত করেন ও তাহার ফল দান করেন।[৫] তিনি ভক্তবৎসল।[৬] ভক্তের প্রীতির জন্য তিনি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।[৭]

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ।

নিম্বার্ক দর্শনে জীব ও জগৎ স্বরূপত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম নিয়ন্তৃ, জীব ভোক্তা ও জগৎ ভোগ্য। ব্রহ্ম কারণ, জীব ও জগৎ কার্য। সমুদ্র ও তরঙ্গ অথবা সূর্য্য ও তৎপ্রভা যেরূপ ভিন্ন সেরূপ কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে কার্যরূপ জীব ও জগৎ ভিন্ন।[৮] ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ। অংশ ও অংশীর ভেদ অনস্বীকার্য।[৯] ব্রহ্ম উপাস্য, বেদ্য ও সাধ্য, জীব উপাসক, বেত্তা ও সাধক। সুতরাং উভয়ের ভেদই সিদ্ধ পদার্থ।[১০] ব্রহ্ম নিয়ন্তৃরূপে জীবের অন্তরে অবস্থান করেন, অতএব উভয়ে অভিন্ন হইতে পারে না।[১১] ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপগত ভেদের অপর প্রমাণ এই যে

১। সর্বচিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া সর্বদা সর্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম কদাচিদ্ বিভক্তনামরূপং কদাচিচ্চাবিভক্তনামরূপম্। যদা বিভক্তনামরূপং তদা তদেব বহুত্বেন কার্যত্বেন চোচ্যতে। যদা চাবিভক্তনামরূপং তদৈকমদ্বিতীয়ং কারণমিতি চ। এবং সর্বদা চিদচিদবস্তুশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মণো……কর্তৃত্বকর্মত্বয়োর্ন বিরোধঃ। বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা, ৩।২।৩০।

২। জগৎকারণাৎ সর্বেশ্বরাৎ পরং ন কিঞ্চিদস্তি। বে পা সৌ, ৩।২।৩১।

৩। লোকে যথা সেতুর্জলস্য ব্যবস্থাপকঃ পরমাত্মাপি তথা জগন্মর্য্যাদাব্যবস্থাপকতয়া সেতুর্ভবতি। বেদান্তকৌস্তুভ, ৩।২।৩২।

৪। সর্বশক্তিঃ সর্বেশ্বরঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ পূর্বকৃতধর্মাধর্মাদ্যনুসারেণ ধর্মাধিকারয়িতা তদনুরূপফলদাতা। বেদান্তকৌস্তুভ, ২।৩।৪২।

৫। ন বয়ং ব্রহ্মনিয়ন্তৃত্বস্য কর্মসাপেক্ষত্বং ব্রূমঃ, কিন্তু পুণ্যাদিকারয়িতত্বে তৎফলদাতৃত্বে চ। বেদান্তমঞ্জুষা।

৬। সবিশেষনির্বিশেষশ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ, ১২।

৭। দশশ্লোকী, ৮।

৮। সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব সূর্য্যতৎপ্রভয়োরিব তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ। বে পা সৌ, ২।১।১৩।

৯। পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ...ভেদব্যপদেশমাহ। বে পা সৌ, ২।৩।৪২।

১০। তযোরেবাপাস্যোপাসকভাবেন বেদ্যত্ববেত্তৃত্বাদিনা চ বিশেষিতত্বাচ্চ। বে পা সৌ, ১।২।১২।

১১। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতীতিস্মৃতেশ্চ জীবপরমাত্মনোঃ ভেদোঽস্তি। বে পা সৌ, ১।২।৬।

ব্রহ্ম অবিদ্যাদিদোষরহিত, সর্বব্যাপী ও সৃষ্টিস্থিতিলয়াধীশ। জীব উক্ত ধর্মযুক্ত নহে।[১] মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সাম্য অধিগত হইলেও সর্বব্যাপিত্ব ও সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব অধিগত হইতে পারে না।[২] বস্তুতঃ ব্রহ্ম জীব হইতে সর্বথা ভিন্ন ও উত্তম।[৩]

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ স্থিতি জীবের নাই বলিয়া জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জীব অনাদিমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারে না। মোক্ষকালে ব্রহ্মভাবাপন্ন জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ স্থিতি অনুভূত হয় না বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ সম্বন্ধ অনুভূত হয়।[৪] অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় জীবও ব্রহ্মের ভেদ এবং মোক্ষাবস্থায় অভেদ সম্বন্ধ।[৫]

জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও অংশরূপ জীবগত বন্ধমোক্ষ-যোগ্যতা, অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি অসাধারণ ধর্মের সহিত নিত্যমুক্তত্ব, সর্বজ্ঞত্ব অনাবৃতত্ব, মুক্তত্ব, গম্যত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মগত অসাধারণ ধর্মের সাংকর্য দোষ সম্ভব নহে।[৬]

মোক্ষসাধন।

ভগবান সূত্রকারকে অনুবর্তন করিয়া ভাষ্যকার শ্রীনিম্বার্কাচার্য ও তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণ যদিও ধ্যানপর্যায়ক উপাসনাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে বিবেচনা করিয়া উপাসনাতত্ত্ব লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন তথাপি দশশ্লোকী গ্রন্থে আচার্য নিম্বার্ক শুদ্ধ বৈষ্ণব মার্গ অবলম্বন করিয়া ভক্তিকেই ঈশ্বর-প্রাপ্তির প্রধান মার্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৭] এই ভক্তি উপাসনাপর্যায়ক

১। স্বভাবতোঽপাস্তসমস্তদোষম্...। দশশ্লোকী, ৪।
বিভুগুণত্বান্নিত্য বিভূরতি ব্যপদিষ্টঃ। বে পা সৌ, ২।৩।২৮।
জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপারস্তু পরমাত্মন এব। বেদান্তকৌস্তুভ, ৪।৪।১৭।

২। মুক্তস্য পরমসাম্যং গতস্যৈশ্বর্য্যং কিং লক্ষণমিতীদানীং চিন্ত্যং...মুক্তৈশ্বর্য্যং জগৎসৃষ্ট্যাদিনিয়মনরূপ ব্যাপারভিন্নঃ ভবিতুমর্হতি। বেদান্তকৌস্তুভ, ৪।৪।১৭।

৩। জীবব্যতিরিক্তম্ পরমাত্মানমামনন্তি। বেদান্তপারিজাতসৌরভ-ভাষ্য, ১।৪।১৮।
সুখদুঃখভোক্তুঃ শারীরাদধিকমুৎকৃষ্টং ব্রহ্ম...ঐ, ২।১।২১।

৪। অংশাংশিনোঃ সর্বলোকবেদপ্রসিদ্ধগুণগুণিবদভেদাভেদসম্বন্ধঃ। তত্র স্বরূপেণ জীবস্য ব্রহ্মাভিন্নত্বেঽপি পৃথক্স্থিতিপ্রবৃত্ত্যভাবাদ্ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্, তস্যানাদিমায়াবত্ত্বাৎ তাদৃশাভেদজ্ঞানং নাস্তি। তত্রোচ্যতে, তত্ত্বমসীতি তৎ পদার্থাদভিন্নোঽনীতর্থঃ। মোক্ষাবস্থায়ামপি ভিন্নস্বরূপ এবং ব্রহ্মভাবাপন্নস্তদতিরিক্ত-স্থিতিপ্রবৃত্ত্যভাবাদভিন্নো জ্ঞেয়ঃ। বেদান্তকৌস্তুভ, ২।১।৭।

৫। বদ্ধাবস্থায়াং ভেদঃ মুক্তাবস্থায়ামভেদঃ। বেদান্তকৌস্তুভ, ১।৪।২১।

৬। বন্ধমোক্ষার্হত্বাল্পজ্ঞত্বাদয়ো ধর্মা অংশগতাঃ নিত্যমুক্তত্বসর্বজ্ঞত্বানাবৃতত্বমুক্তগম্যত্বাদয়ো ধর্মা ব্রহ্মাসাধারণাঃ, নাত্র গুণসাংকর্য্যদোষঃ। বেদান্তকৌস্তুভ, ১।২।২১।

৭। ভক্তি র্হ্যনন্তাধিপতে র্মহাত্মনঃ সা চোত্তমা সাধনারূপিকা পরা। দশশ্লোকী, ৯ম শ্লোক।

নহে। ইহা প্রপত্তি বা শরণাগতি হইতে উদ্ভূত নিষ্কাম ভগবৎসেবা স্বরূপ।[১] এইরূপ ভক্তি দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ভক্তের ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহ ধারণ করেন।[২]

এই সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণ একাধিক সাধন মার্গ স্বীকার করিয়াছেন। যথা কর্মযোগ। জ্ঞানযোগ, ভক্তি ও প্রপত্তিযোগ, গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ[৩] (অর্থাৎ গুরুর আজ্ঞা পালন)।

কর্তৃত্বাদি অভিমান শূন্য হইয়া নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান কর্মযোগ। কর্মযোগ মনঃশুদ্ধিকরণের দ্বারা জ্ঞানও ভক্তির উদয়ের সহায়ক হয় বলিয়া কর্মযোগ মোক্ষসাধনরূপে পরিগণিত।[৪]

কর্মযোগের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষুর নিরন্তর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাসের দ্বারা ভগবান শ্রীপুরুষোত্তমের গুণশক্তি বৈভববিষয়ক যে অনুভব তাহাই জ্ঞানযোগ।[৫] ইহা বিদ্যা শব্দের দ্বারাও অভিহিত হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিদ্যা বা জ্ঞানযোগের দ্বারা সাধিত হয়।[৬] বিদ্যা কর্মাঙ্গ নহে, ইহা স্বতন্ত্র মোক্ষোপায়। বিদ্যার দ্বারা পুনর্জন্মের নিমিত্তভূত কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।[৭] তথাপি বিদ্যা কর্ম-নিরপেক্ষ নহে। কর্মের আনুকুল্যে বিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে।[৮] এই কারণে কর্মকে বিদ্যাঙ্গ বলা চলে। কর্মের দ্বারা বিদ্যার আবির্ভাব হইলে কর্মের পৃথক্ প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত হয় এবং কর্ম বিদ্যাঙ্গরূপে মোক্ষসাধনে সহায়তা করে। বিদ্যাঙ্গরূপ কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গপ্রাপ্তি প্রমুখ ফল লাভেচ্ছায় যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা দ্বারা বিদ্যার উদয় সম্ভব নহে। উহা দ্বারা যে পুণ্য অধিগত হয় তাহা দ্বারা স্বর্গ ইত্যাদি ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সাধক মর্তে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ কাম্যকর্ম মুমুক্ষুগণ ত্যাগ করেন।[৯] বিদ্যার উদয় কেবলমাত্র নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত স্বাশ্রমকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব নহে। এই জন্য

১। নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ সংদৃশ্যতে। ঐ, ৮ম শ্লোক।
নিষ্কামতয়া ভগবতঃ সেবনম্। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ১২৬।

২। ভক্তেচ্ছয়োপাত্তসুচিন্ত্যবিগ্রহাদ্ অচিন্ত্যশক্তেরবিচিন্ত্যসাশয়াৎ। ঐ, ৮ম শ্লোক।

৩। তানি চ কর্মজ্ঞানভক্তিপ্রপত্তিগুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগভেদাৎ বিবিধানি। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ৯৪।

৪। কর্তৃত্বাদ্যভিমানশূন্যৈর্মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠিতানাং তেষাং মনঃশুদ্ধিপরম্পরয়া জ্ঞানভক্তিজনকত্বেন মোক্ষসাধকত্বম্। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ৯৪।

৫। পূর্বোক্তকর্মযোগানুষ্ঠাননির্মলৈর্জাতশাস্ত্রাধিকারৈর্মুমুক্ষুভিরভ্যস্যমানাচ্ছ্রবণাদের্জায়মানঃ পরব্রহ্মাখ্য শ্রীপুরুষোত্তমস্বরূপগুণশক্তিবৈভবাদিবিষয়ানুভববিশেষস্তৎপ্রসাদহেতুকসাক্ষাৎকারদ্বারেণ মোক্ষহেতুঃ। বেদান্তমঞ্জুষা, ৯৬-৯৭।

৬। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিদ্যাতঃ। বে, পা সৌ, ৩।৪।১।

৭। বিদ্যয়া কর্মোপমর্দঃ। বে, পা সৌ, ৩।৪।১৬।

৮। বিদ্যা স্বোৎপত্তৌ সাধনভূতানি সর্বাণি কর্মাণ্যপেক্ষতে। বে, পা. সৌ, ৩।৪।২৭।

৯। কাম্যানাং নিষিদ্ধবৎ সংসারহেতুত্বাবিশেষান্মুমুক্ষুভি স্তানি হেয়ান্যেব। বে র ম, ৯৫।

মুমুক্ষু পুরুষের শম, দমাদি চিত্তসংযমনের উপায় অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে হয়।[১] ইহা ব্যতীত পাণ্ডিত্য, বাল্য অর্থাৎ বালকসুলভ সারল্য, বা নিরহঙ্কার এবং মৌন মুমুক্ষু যোগীর ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায়ক।[২] যাহার চিত্ত স্বভাবত ব্রহ্মনিষ্ঠ সেইরূপ মুমুক্ষুর নিষ্কাম কর্ম প্রভৃতি বিদ্যাঙ্গের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে।[৩] আচার্য নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মজ্ঞান বা বিদ্যালাভের জন্য সংসার-ত্যাগ অবশ্যকরণীয় নহে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চিত্তশুদ্ধি অপরিহার্য। ইহার জন্য আহারশুদ্ধি অপরিহার্য ও পাপকর্মবিবর্জন অবশ্য অনুষ্ঠেয়।[৪]

গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন আমরণ অহরহ প্রবর্ধমান অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্মরণ রূপ অনুভূতি বিশেষই ভক্তিযোগ।[৫] শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান প্রভৃতি সকাম সাধনাকে ব্যর্থ জানিয়া সন্মার্গ অনুসরণ পূর্বক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নিকট আত্মসমর্পণই শরণাগতি বা প্রপত্তিযোগ।[৬]

কালাদি প্রতিবন্ধকের বাহুল্যহেতু প্রপত্তির অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ ব্যক্তির গুরুকে একমাত্র মোক্ষোপায় ও মোক্ষফল মনে করিয়া তাহার চরণে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ পূর্বক অজ্ঞবালকের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগ।[৭]

আচার্য নিম্বার্ক উক্ত সাধনমার্গগুলির মধ্যে ভক্তি ও প্রপত্তিকে প্রধান মোক্ষোপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভক্তি ও প্রপত্তি ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীবাসুদেব ভিন্ন অন্য দেবতাদিতে ন্যস্ত হইলে ঈপ্সিতার্থসিদ্ধি ব্যাহত হয়। কারণ, বাসুদেব ভিন্ন অন্য ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাতে সর্বেশ্বরত্ব, শাস্ত্রযোনিত্ব, জগৎকারণত্ব,

---

১। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর্বিদ্যাঙ্গভূতযাশ্রমকর্মণা বিদ্যানিষ্পত্তিসম্ভবেঽপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ...বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদিবিধেস্তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। বে পা সৌ, ৩।৪।২৭।

২। পাণ্ডিত্যবাল্যয়োরপেক্ষয়া তৃতীয়াৎ সহকার্য্যন্তরং মৌনং বিধীয়তে যজ্ঞাদিবৎ শমাদিবচ্চ। বে পা সৌ, ৩।৪।৪৭।

৩। ব্রহ্মনিষ্ঠোঽমৃতত্বমেতীত্যাদিশ্রুতেরূর্দ্ধরেতসঃ অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষয়া বিদ্যাস্তি। বে পা সৌ. ৩।৪।২৫।

৪। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ। বে পা সৌ, ৩।৪।২৯।
ন স লিপ্যতে পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। ঐ, ৩।৪।৩০।

৫। ভক্তিযোগো নাম বার্ষিকগঙ্গাপ্রবাহবদনবচ্ছিন্ন আপ্রানধারণাদরহঃ প্রবর্ধমানো ভগবত্স্মরণসন্ততিরূপানুভূতিবিশেষঃ। বে র ম, ৯৭।

৬। প্রপত্তিযোগো নাম শাস্ত্রোক্তজ্ঞানাদিসর্বসাধনেষু স্বস্যাঽসামর্থ্যমাকলয্য সদাচারোপদিষ্টমার্গেণ করুণালয়ে রমাকান্তে ভগবতি শ্রীবাসুদেবে আত্মভাবনিক্ষেপণরূপঃ। বে র ম, ৯৭।

৭। গুর্বাজ্ঞানুবৃত্তিযোগো নাম প্রপত্তেরঙ্গানামপি কালাদিপ্রতিবন্ধকবাহুল্যেনানুষ্ঠানাদ্যশক্তেরসম্ভবমাত্মানি বিচার্য্য শ্রীগুরুমেব মোক্ষোপায়ং ফলং চ মত্বা তচ্চরণারবিন্দয়োঃ সর্বাত্মভাবেনাত্মভাবং সমর্প্যাজ্ঞবালবৎ তদুক্তমাত্রাচরণম্। বে র ম, ৯৭।

সর্বনিয়ন্তৃত্ব, মোক্ষপ্রদাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম বর্তমান নাই বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা নিরতিশয় ঐশ্বর্যের আশ্রয় নহেন এবং সেই জন্য তাহারা জীবকল্প।[১]

ভগবান বাসুদেব নিরতিশয়ৈশ্বর্যাদিগুণাশ্রয় হইয়াও বাৎসল্য কারুণ্যাদি গুণসাগর বলিয়া ভক্তপরবশ।[২] এইজন্য তিনি ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবতারও নিকট দুর্লভ হইলেও প্রপন্ন ভক্তের নিকট সহজলভ্য।[৩]

ভক্তি ও প্রপত্তির দ্বারা পুরুষোত্তম সহজলভ্য হইলেও সকল জীব তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না কারণ তাহাদের রাজস ও তামসগুণের বাহুল্য হেতু অধর্ম সঞ্চিত থাকে। একান্তী ভক্ত শুদ্ধসাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট বলিয়া ঈশ্বরের চরণ অধিগত হন।[৪]

যদিও ভক্তি ও প্রপত্তি উভয়ই নিম্বার্কদর্শনে মোক্ষোপায়রূপে পরিগণিত তথাপি প্রপত্তি ভক্তি হইতেও উৎকৃষ্টতর রূপে গৃহীত হইয়াছে। প্রেমবিশেষরূপ ভক্তি উত্তম মোক্ষোপায়। এই প্রেমবিশেষ জীবে স্বতঃ উৎসারিত হইলেও ঈশ্বরের প্রসাদ ব্যতিরেকে ইহার উদয় সম্ভব নহে। পার্থিব ও অপার্থিব সকল উপায়কে ঈপ্সিতার্থসিদ্ধির অপ্রযোজক মনে করিয়া সর্বগর্বত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরকে একমাত্র শরণ্যজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাতে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়। ঈশ্বরের এই কৃপা বা প্রসাদই জীবচিত্তে ভক্তি উৎসারিত করে। প্রপত্তি ভক্তির উৎপাদক বলিয়া ভক্তি হইতে প্রপত্তির প্রাধান্য অনস্বীকার্য।[৫]

আচার্য নিম্বার্কের মতে ভক্তি দ্বিবিধ—সাধনরূপা ও ফলরূপা। ইহাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিম্বার্ক দর্শনে পর্যালোচিত হইয়াছে।

অনেক জন্মানুষ্ঠিত পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা লব্ধা ভক্তি সাধনরূপা কারণ, ইহা সাধন বা হেতুর অপেক্ষা করে। সাধনরূপা ভক্তি দ্বিবিধ; প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হইল—

১। তেষাং ভগবদারাধনজন্যপ্রসাদলভ্যপরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যবত্ত্বেঽপি সর্বেশ্বরত্বশাস্ত্রযোনিত্বজগৎকারণত্বসর্বনিয়ন্তৃত্ব-মোক্ষপ্রদাতৃত্বাদ্যযোগেন নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাশ্রয়ত্বাভাবেন চ জীবত্বাবিশেষাৎ। বে, র ম, ১১১।

২। তস্য বাৎসল্যকারুণ্যাদিগুণসাগরত্বেন ভক্তপরতন্ত্রস্বভাবত্বাৎ। বে র ম, ১১৩।

৩। ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপি দুর্লভো ভগবান্ রমাকান্ত স্তথাপি ভক্তিপ্রপত্ত্যোর্ব্যাজমাহাত্ম্যেন শরণাগতবৎ-সলত্বকারুণ্যদয়াদিবিশেষগুণবিবশতয়া প্রপন্নানাং ভক্তানাং সুলভ এব। বে র ম, ১১৫।

৪। জনানাং রাজসতামসবাহুল্যেনাধর্মসংচিতত্বাৎ। একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্।
বে র ম, ১১৮।

৫। কৃপাঽস্য দৈন্যাদিযুজি প্রজায়তে
যথা ভবেৎ প্রেমবিশেষলক্ষণা॥
ভক্তি র্হ্যনন্যাধিপতে মহাত্মনঃ
সা চোত্তমা সাধনরূপিকা পরা॥ দশশ্লোকী, ৯।
প্রপত্তেরেব প্রাধান্যোপায়তা সূচিতা। বে র ম, ১২৫।
প্রপত্তি:যাগস্য.........
ভক্ত্যাদ্যুৎপাদকত্বং চাবিরুদ্ধম্। বে র ম, ১২৬।

১। বৈদিকানুষ্ঠানরূপ মধুবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সত্যবিদ্যা ইত্যাদি। এই ভক্তিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অধিকার আছে। ২। পুরাণোক্ত রীতি অনুসারে ভগবানের আরাধনারূপা ভক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই ভক্তিতে শূদ্রেরও অধিকার আছে।[১]

কর্মযোগাদি অনুষ্ঠানরূপ ভগবদাজ্ঞাপালনের দ্বারা প্রসন্নচিত্ত ঈশ্বরের কৃপায় যে ভক্তি ভক্তচিত্তে উৎসারিত হয় তাহা ফলরূপা দ্বিতীয় প্রকার ভক্তি। 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যজন্য ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের উদয়ের পর ইহার উদয় হইয়া থাকে। ইহা প্রেম স্বরূপ।[২] নিম্বার্কদর্শনের এই ভক্তিতত্ত্ব গীতায় উপদিষ্ট ভক্তিতত্ত্বের অনুকূল। শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে ব্রহ্মবিদ্ প্রসন্নচিত্ত মুমুক্ষু যোগীর দুঃখ বা আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন উক্ত যোগীই ভগবদ্ভক্তির অধিকারী।[৩]

এইরূপ ভক্তি সৎসঙ্গমূলা। সেই জন্য উক্তলক্ষণ ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্তের স্থৈর্য উদিত না হয় ততক্ষণ নিয়ত কর্মের ন্যায় সৎসঙ্গ অবশ্য আচরণীয়।[৪] শাণ্ডিল্য স্মৃতিতেও সৎসঙ্গ আচরণের অপরিহার্যত্ব কীর্তিত হইয়াছে।[৫]

মাধ্ব দর্শন

শ্রীমধ্বাচার্য ও তাঁহার অনুগামী আচার্যগণ অদ্বৈতবাদিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদ অস্বীকার করিয়াছেন।[৬] তাঁহাদের মতে উপনিষদোক্ত 'নির্গুণ' শব্দ ব্রহ্মে 'সত্ত্ব' 'রজ' ও 'তম' গুণের অভাব সূচিত করে।[৭] ব্রহ্মের গুণবত্তা ঔপাধিক নহে কারণ ব্রহ্মের গুণশালিত্ব উপাধিজন্য বলিলে তাঁহার অস্তিত্বরূপ গুণকেও উপাধিজন্য বলিতে হয়। যাহা ঔপাধিক তাহা পারমার্থিক নহে। সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্বরূপ

১। অনেকজন্মানুষ্ঠিতপুণ্যপুঞ্জোৎপন্নায়াঃ সাধনজন্যত্বাৎ সাধনরূপিকা ইতি বিবেকঃ। সা দ্বিধা বৈদিক-পৌরাণিকাদিভেদাৎ। তত্র বৈদিকানুষ্ঠানরূপা মধুবিদ্যাশাণ্ডিল্যবিদ্যাসত্যবিদ্যাদিঃ। তত্র ত্রৈবর্ণিকানামেবাধিকারঃ। পুরাণোক্তরীত্যা ভগবদারাধনপরতা দ্বিতীয়া। তত্র শূদ্রোঽপ্যধিক্রিয়তে।
বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ১২৬-১২৭।

২। কর্মযোগাদ্যনুষ্ঠানরূপাজ্ঞাপালনব্যাজপ্রসন্নেন ভগবতাদীয়মানা ত্বম্‌পদার্থবিষয়কাত্মজ্ঞানোত্তরভাবিনী ভক্তিঃ ফলরূপোচ্যতে। সৈব পরা প্রেমলক্ষণা।
বেদান্তরত্নমঞ্জুষা, ১২৭।

৩। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্। গীতা।

৪। উক্তলক্ষণায়াঃ ভক্তেঃ সৎসঙ্গমূলত্বাৎ সৎসঙ্গো নিয়তকর্মবত্তাবন্মনোনৈশ্চল্যম্, আবশ্যকতয়োক্তলক্ষণ-ভক্তীপ্সুভিঃ কর্তব্যম্। বে. র ম, ১২৯।

৫। সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্। ন সংশয়স্তু তদ্‌ভক্তপরিচর্যারতাত্মনাম্॥
কেবলং ভগবত্‌পাদসেবয়া নির্মলং মনঃ। ন জায়তে তথা নিত্যতদ্‌ভক্তচরণার্চনাদিতি, শাণ্ডিল্যস্মৃতেশ্চ।
বে র ম, ১৩১।

৬। সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ। শ্বেতা, উপ, ৬।২।

৭। ইদমপি ত্রৈগুণ্যরাহিত্যাভিপ্রায়ম্। ন্যায়ামৃত, ৪৯২।

গুণ অপারমার্থিক হইয়া পড়িবে। ইহা একান্ত অসম্ভব কল্পনা। অতএব গুণশালিত্ব ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম। শ্রুতিতে ব্রহ্মের বিবিধ শক্তির উল্লেখ আছে। ইহাও ব্রহ্মের গুণবত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে।[১]

ব্রহ্ম নির্বিশেষও নহেন। কারণ তাঁহার নির্বিশেষত্ব প্রমাণযোগ্য নহে।[২] বস্তুতঃ সবিশেষত্বই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাঁহার অবাঙ্‌মানসগোচর অনন্তবিশেষবত্তাকে সূচিত করে।[৩]

ব্রহ্ম সর্বেশ, সর্বরূপ, সর্বনাম ও সর্বশক্তি। অপরের রূপাদি তাঁহার রূপাদির প্রতিবিম্ব। তিনিই অদ্বিতীয়, অতএব সর্বোত্তম।[৪]

পরমাত্মা ব্রহ্মই নিত্য আনন্দ ও নিত্যজ্ঞানযুক্ত।[৫] ব্রহ্ম স্বতঃ অব্যক্ত, অরূপ ও অক্ষয়। যেরূপ অগ্নি স্বতঃ অদৃশ্য হইয়াও স্থূলরূপ পরিগ্রহ করিয়া অভিব্যক্তি লাভ করেন সেইরূপ ব্রহ্মও স্থূলরূপ পরিগ্রহ করিয়া অভিব্যক্তি লাভ করেন এইরূপ চিন্তা করা উচিত নহে কারণ, ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহেন; তিনি উভয়ের অতীত।[৬]

আদিত্যে যেরূপ প্রকাশত্ব ও প্রকাশিত্ব উভয় ধর্মই বিদ্যমান[৭] ব্রহ্মেও সেইরূপ তেজোরূপত্ব হেতু প্রকাশত্ব ও প্রকাশিত্ব উভয় ধর্মই বিদ্যমান। ব্রহ্ম পরিপূর্ণ পরিমাণবিশিষ্ট হইয়াও ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ স্ব স্বরূপের অল্প পরিমাণ প্রকটিত করিয়া সর্বজীবের উপকার কার্যার্থে হৃদয়লোকে অবস্থান করিয়া জ্ঞানগোচর হন।[৮] সুতরাং ব্রহ্ম মূর্ত বা অমূর্ত নহে, সৎ বা অসৎ নহে।[৯] ব্রহ্ম সর্বথা অনির্বচনীয়।[১০] অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ ব্রহ্মকে অবেদ্য বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্মকে অবেদ্য বলেন নাই। ব্রহ্ম বেদ্য বা জ্ঞানগোচর।[১১] ব্রহ্ম জ্ঞানগোচর হইলেও সংকীর্ণ জীববুদ্ধির

১। ন্যায়ামৃত, পৃঃ ৪৮৯।

২। ন চ নির্বিশেষং নাম কিংচিদস্তি। ন চ নির্বিশেষত্বে কিঞ্চিন্মানম্। কর্মনির্ণয়, পৃঃ ২২৯।

৩। সবিশেষত্বং তু ব্রহ্মত্বসাধকম্। ন চ 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' ইতি শ্রুতি নির্বিশেষত্বমাহ, কিং ত্ববাঙ্‌মানসগোচরানন্তবিশেষবত্ত্বম্। শ্রীমধ্বাচার্য্য কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর ব্যাসতীর্থ কৃত টীকা, পৃঃ ২৪৭।

৪। স এব সর্বেশঃ সর্বরূপঃ স এব চ। সর্বনামা স এবৈকঃ সর্বশক্তি স্তথৈব চ॥
অন্যেষাং চ রূপাদ্যং তৎ তস্মাৎ প্রতিবিম্বিতম্। এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবতঃ সর্বোত্তমত্বতঃ।
ছান্দো, ভাষ্য, ৬।৩, পৃঃ ৬২১।

৫। নিত্যানন্দো নিত্যজ্ঞানো নিত্যবলঃ পরমাত্মা। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ২।৩।১৬।

৬। নিত্যাব্যক্তরূপেণ তথৈব তিষ্ঠতি। ব্যক্তং কিংচিদ্রূপং গৃহীত্বা দৃশ্যতে।
যথা অগ্ন্যাদয়স্তন্মাত্রারূপেণাদৃশ্যা অপি স্থূলরূপেণ দৃশ্যন্তে এবমিতি চেন্ন, অগ্ন্যাদিবৎ স্থূলসূক্ষ্মত্ববিশেষাভাবাৎ। ব্র সূ ভা, ৩।২।২৫।

৭। যথাদিত্যস্য প্রকাশত্বং প্রকাশিত্বং চ এবং বা দৃষ্টান্তঃ তেজোরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ। ব্র সূ ভা, ৩।২।১৫।

৮। পরিপূর্ণপরিমাণমপি শক্তিবশাদ্ভক্তানুকম্পয়াল্পপরিমাণং প্রকটয়ন্ সর্বজীবতদুপকারিকার্যকারণপ্রেরকত্বেন হৃদয়গুহাবস্থিতং জ্ঞেয়মিতি। ন্যায়সুধা, ১।১, পৃঃ ১৩৩।

৯। মূর্তামূর্তৈরতদ্ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ইতি পৈংগিশ্রুতিঃ। তত্ত্বোদ্যোত, পৃঃ ২৩৮।

১০। ব্রহ্মণ এবানির্বচনীয়ত্বং স্যাৎ। ঐ, পৃঃ ২৩৮।

১১। জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ। অনুভাষ্য, ১।৩।৪।

দ্বারা তাহার পূর্ণতার পরিমাপ করা সম্ভব নহে।[১] ব্রহ্ম জ্ঞানময় হইলেও শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হয়। তাহাতে অবয়বের বিরোধ নাই।[২] তিনি ঐশ্বর্যাত্মক, শক্ত্যাত্মক পরমপুরুষ, তাহাতে মন, বুদ্ধি ও অহংকার সম্ভব বলিয়া তিনি মনোবান্, বুদ্ধিমান্ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিবান্। তিনি শরীরী বলিয়াই তাহাতে জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয়—তাহা না হইলে সর্বজ্ঞতা তাহাতে সম্ভব হইত না।[৩] ব্রহ্ম অশরীরী হইলে জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ যুক্ত হয় না।[৪] ব্রহ্ম অদ্ভুত স্বরূপ বলিয়া অবাচ্য এবং অনন্তগুণ-পূর্ণ বলিয়া অতর্ক্য ও অজ্ঞেয়।

ব্রহ্মে শত, সহস্র বা অসংখ্য রূপ কল্পিত হয় এবং সকল রূপই অমিত, অনন্ত ও পূর্ণ।[৫] কিন্তু ব্রহ্মের রূপ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন।[৬] যদিও ভাগবত-তাৎপর্য গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন[৭] তথাপি ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিমত্তা ও সর্বশক্তিমত্তা তিনি স্বীকার করিতেন।[৮] ব্রহ্ম অনন্তগুণময়। যদিও ভগবান শব্দ যাহা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহার অর্থ ঐশ্বর্যাদিষড়্‌গুণময়, কিন্তু ব্রহ্মপক্ষে ষাড়্‌গুণ্য উপলক্ষণমাত্র, উহা তাঁহার সর্বগুণবত্তাকে সূচনা করে।[৯]

বিষ্ণুই ব্রহ্ম।[১০] শ্রীমধ্বাচার্য সবিশেষ, গুণক্রিয়াত্মক ও শরীরী ব্রহ্মকে বিষ্ণু আখ্যা দিয়াছেন। শাস্ত্রান্তর প্রমাণ হইতে জানা যায় যে কেবল বিষ্ণুতেই ব্রহ্ম শব্দের

১। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মেরোঃ রূপং বিপশ্চিতঃ। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য।

২। ন চাবয়বত্ববিরোধঃ সশিরঃ সদক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরপক্ষঃ স আত্মা সপুচ্ছমিতি তস্যৈবাবয়বত্বোক্তেশ্চতুর্বেদশিখায়াম্। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, পৃঃ ১৮-১৯।

৩। শরীরিণ এব হি জ্ঞানোৎপত্তির্দৃষ্টা। ..যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক পরঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মক ইতি। বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো বক্ষ্যামহে বুদ্ধিমান্, মনোবান্, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবানিতি। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, পৃঃ ১৩১।

৪। অশরীরত্বাৎ তস্য জগতা সম্বন্ধো ন যুজ্যতে কর্ত্তৃত্বেন মৃতপুরুষবৎ। ঐ, পৃঃ ১৩০।

৫। তস্য হ বা এতস্য পরমস্য ত্রীণি রূপাণি কৃষ্ণো রামঃ কপিল ইতি। তস্য হ বা এতস্য পরমস্য পঞ্চরূপাণি দশরূপাণি শতরূপাণি সহস্ররূপাণ্যমিতরূপাণি তানি হ বা এতানি সর্বাণি পূর্ণাণি সর্বাণ্যনন্তানি সর্বাণ্যমিতানি। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ২।৩।১৮।

অদ্ভুতত্বাদবাচ্যং তদতর্ক্যমজ্ঞেয়মেব চ। অনন্তগুণপূর্ণত্বাদদিত্যেব পৈংগিলা শ্রুতিঃ। অনুব্যাখ্যা, ১।১।৫।

৬। পরো মাত্রায় তন্বা বৃধান ইতি দেশতঃ কালতো গুণতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বমুক্তম্। ন্যায়সুধা, পৃঃ ৪২১।

৭। ইচ্ছাশক্তি র্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতি ত্রিধা। শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চনেষ্যতে॥ ভাগবততাৎপর্য্য, ৩।

৮। পরমাত্মনো বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ সন্তি ন চান্যেষাম্। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্. ২।১।২৮। পৃঃ ১০৭।

অতো ন কেবলং বিচিত্রশক্তিঃ কিন্তু সর্বশক্তিরেব। ঐ, ২।১।৩০, পৃঃ ১০৮।

৯। ষাড়্‌গুণ্যমিত্যুপলক্ষণং ষাড়্‌গুণ্যে সর্বগুণান্তর্ভাবো বা। গীতাভাষ্য, টীকা ২।৭২।

১০। ব্রহ্মায়ং গুণপূর্ণত্বাদ্ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ইতি পরমোপনিষদি। বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়, পৃঃ ৮।

বাসুদেবাৎ পরঃ কো নু ব্রহ্মশব্দ উদিতো ভবেৎ। স হি সর্বগুণৈঃ পূর্ণস্তদন্যে তূপচারতঃ। ব্র সূ ভা ২।২, পৃঃ ৮৮।

জ্ঞানানন্দাত্মকং পূর্ণং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং হরিঃ। ছান্দো উপ ভাষ্য, ৪।৩, পৃঃ ৬১৬।

প্রয়োগ যোগ্য প্রয়োগ, অন্য কাহারও প্রতি ব্রহ্মশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। অন্যতে যে ব্রহ্মশব্দ প্রযুক্ত হয় তাহা অসম্পূর্ণ ও উপচারমাত্র।[১] বিষ্ণুতে প্রযুক্ত নারায়ণ শব্দ সগুণ ব্রহ্মের পূর্ণগুণতা সূচিত করে।[২]

জগতকে মোহিত করিবার জন্য ভগবান বিষ্ণু ভূতলে অবতীর্ণ হন এবং মানবের ন্যায় আচরণ করেন।[৩] স্বেচ্ছায় তিনি জন্মাদি লীলা সম্পাদন করেন।[৪] তাঁহার উৎপত্তি সাধারণ জীবের জন্মের ন্যায় নহে। ইহা তাঁহার রূপের অভিব্যক্তি মাত্র।[৫] লীলা সম্পাদন কালে যে মূর্তি তিনি ধারণ করেন তাহা প্রাকৃত অস্থিমেদমাংসজাত নহে।[৬] তিনি জন্মাদিলীলা সম্পাদন করিলেও জন্মাদি বিকারের দ্বারা প্রভাবিত হন না।[৭] তিনি আনন্দময় বলিয়া তাঁহার আনন্দের উদ্রেকই জগৎ সৃষ্টির হেতু। অন্য কোন প্রয়োজন তাঁহার থাকিতে পারে না।[৮]

মাধ্ব দর্শন। জীব ও ব্রহ্ম

শ্রীমধ্বাচার্য জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধকে 'বিম্বপ্রতিবিম্বভাব' 'অংশাংশিভাব' 'আভাসাভাসকভাব' আখ্যা দিয়াছেন। তাহার বিম্বপ্রতিবিম্বভাব শ্রীপাদ শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত বিম্বপ্রতিবিম্বভাব নহে। শঙ্করমতে বিম্বপ্রতিবিম্বভাব ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ সম্বন্ধ যাহা মোক্ষকালে অনুভব হয় ও যাহা সংসারের মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সলিলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের সহিত বিম্বের যেরূপ ভেদ থাকে না সেইরূপ জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া উভয়ের ভেদ সম্ভব নহে।[৯]

শ্রীমধ্বাচার্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধকে গ্রহণ করেন নাই। জীব ব্রহ্মের উপহিত স্বরূপ হইলে কিরূপে উভয়ের অভেদ সম্ভব ?[১০] জীব নিয়ম্যতা হেতু

১। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদাবপি ব্রহ্মেতি বিষ্ণুমেবাহ্স্বয়ং সূত্রকার ইতি জ্ঞায়তে। ন্যায়সুধা, পৃঃ ৯২।
২। সর্বগুণপূর্ণত্বং নারায়ণ শব্দার্থ ইত্যুক্তং ভবতি। ঐ, পৃঃ ৯৩।
৩। জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। দর্শয়ন্ মানুষীং চেষ্টাম্...ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়. ১০।৩১।
৪। স্বেচ্ছয়া হি জনিং ভঙ্গং স্থিতিং চাসৌ করোত্যজঃ। ঐ, ১০।৩।
৫। উৎপত্তিঃ হরিরূপাণাং ব্যক্তিরেব ন সংশয়ঃ। ঐ, ৪।৮।
৬। ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তিঃ মাংসমেদাস্থিসম্ভবা। ঐ, ১।৩।
৭। ন বিকারী জনার্জনঃ। অনুব্যাখ্যা, ১।৪।১৪।
৮। আনন্দোদ্রেকমন্তরেণ তৎপ্রবৃত্তৌ কারণাভাবাৎ। মাধ্বভাষ্যের উপর তত্ত্বপ্রকাশিকা। ১।১।১৪।
৯। আভাস এব চৈষ জীবঃ পরস্যাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ন স এব সাক্ষাৎ নাপি বস্তুন্তরম্। শঙ্করকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ২।৩।৫০।
১০। নহি জীবানামুপহিতস্বরূপাণামেব সাক্ষাদভেদঃ সম্ভবতি, প্রত্যক্ষাদিবিরোধাৎ। ন্যায়সুধা, ১।১।৬, পৃঃ ১৩৯।

অধিকরণ, ব্রহ্ম নিয়ামকত্বহেতু অধিষ্ঠাতা, সুতরাং উভয়ের ভেদই সিদ্ধ।[১] 'তত্ত্বমসি' এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদ প্রতীতি হইলেও 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করে। অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্ম জীব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্ম পূর্ণ, জীব অপূর্ণ, ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত, জীব অজ্ঞানবন্ধনযুক্ত। সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এ চিন্তা নিতান্তই অমূলক।[২]

জীব ও ব্রহ্মের ভেদই পারমার্থিক সত্য রূপে অনুভূত হয়। কারণ, জীব কখনও নিজেকে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, নির্দুঃখ, নির্দোষ ব্রহ্ম রূপে অনুভব করিতে পারে না। বরং তাহার বিপরীত অনুভব হইয়া থাকে।[৩] এমন কি মোক্ষকালেও এই ভেদানুভূতি লুপ্ত হয় না।[৪]

জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মাধীন ও ব্রহ্মসদৃশ।[৫] প্রশ্নোপনিষদের[৬] অনুকরণে জীবের ব্রহ্মাধীনত্ব ও ব্রহ্মসাদৃশ্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীমধ্বাচার্য বুঝাইয়াছেন। যেরূপ ছায়া পুরুষের অধীন ও পুরুষসদৃশ তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মাধীন ও ব্রহ্মসদৃশ।[৭] টীকাকার জয়তীর্থ বলিয়াছেন যে জীবের ব্রহ্মসাদৃশ্য তাহার গুণসাদৃশ্য[৮] এবং এই সাদৃশ্য হেতুই উভয়ের অভেদপ্রতীতি ঘটে যেমন দেবদত্তের সিংহগত গুণ সাদৃশ্য হেতু লক্ষণাদ্বারা 'সিংহো দেবদত্তঃ' এরূপ অভেদদ্যোতক প্রয়োগ হইয়া থাকে।[৯] শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ছায়া দৃষ্টান্তের ইহাই তাৎপর্য যে জীব ব্রহ্মসদৃশ কারণ, সে ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্মাধীন-সত্তাদিবিশিষ্ট।[১০] যদিও সকল জীব ব্রহ্মের অংশ তথাপি পৃথক্ পৃথক্ দেহসম্বন্ধহেতু,

১। সকলজীবানাং নিয়ম্যতয়াধিকরণত্বেন পরমাত্মনশ্চ নিয়ামকতয়াধিষ্ঠাতৃত্বেন ভেদস্যৈবাত্রোপদেশাৎ।
ন্যায়সুধা, ১।১।১৭, পৃঃ ১৩৯।
নাস্যাভেদোঽস্তি জীবেন। অনুব্যাখ্যা, ১।১।৮, পৃঃ ১৬৬।
ভিন্নো স্বভাবতো নিত্যং নানয়োরেকতা ক্বচিৎ। গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়, পৃঃ ৫৩।

২। তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদিষু জীবস্য পরেণাভেদঃ প্রতীয়তে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতানানাং দ্বা সুপর্ণেত্যাদিষু ভেদঃ। অত উচ্যতে ভিন্নোঽচিন্ত্য পরমো জীবসংঘাত্ পূর্ণঃ পরো জীবসঙ্ঘোঽপূর্ণঃ। যতস্তসৌ নিত্যমুক্তোব্যয়ং চ বদ্ধামোক্ষ স্তত এবাভিবাঙ্ছেদিতি সোপপত্তিককৌশিকশ্রুতে র্ভিন্ন এব জীবঃ।
পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, পৃঃ ১৫৩।

৩। কথং চ জীবপরমাত্মৈক্যে সর্বশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যং যুজ্যতে, সর্বপ্রমাণবিরুদ্ধাৎ। তথা হ্যনুভববিরোধঃ। ন হ্যহং সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বরো নির্দুঃখো নির্দোষ ইতি বাক্যস্য ক্বচিদনুভবঃ। অস্তি চ তদ্বিপর্যয়েণানুভবঃ।
বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, পৃঃ ২৬২।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্বদেববিলক্ষণৌ। ঐ, পৃঃ ২৬৫।

৪। ন চ জীবেশয়োরৈক্যং মুক্তাবপি। গীতাতাৎপর্য্য, পৃঃ ৪২।

৫। সাদৃশ্যমপি হি তেষাম্। বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, পৃঃ ২৬৫।

৬। যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্নেতদাততম্। প্রশ্নোপনিষদ, ৩।৩।

৭। ছায়া যথা পুংসদৃশী পুমধীনা চ দৃশ্যতে। অনুব্যাখ্যা, ৩।১। পৃঃ ১৯৯।

৮। তৎসদৃশাঃ পরমাত্মগুণসদৃশাঃ। ন্যায়সুধা, পৃঃ ৪৫০।

৯। সাদৃশ্যমেবাভেদঃ, সাদৃশ্যাভেদঃ। সিংহো দেবদত্ত ইত্যাদিবদ্ গৌণোঽয়ং ব্যপদেশঃ। ন্যায়সুধা, পৃঃ ৪৫০।

১০। জীবস্য পরমেশ্বরাংশত্বং তু, তৎসাদৃশ্যং তদধীনসত্তাদিমত্ত্বম্।। ন্যায়সুধা, পৃঃ ৪০৩।

বিদ্যা ও কর্মের বৈচিত্র্য হেতু তাহারা বিশেষ বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হয়।[১] ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য হেতু জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এই রূপ কথিত হয়। সাদৃশ্য ধর্ম হেতু জীবের প্রতিবিম্বের সাহত ঔপম্য কল্পিত হয়, প্রতিবিম্বের জড়ত্বাদি ধর্ম জীবে নাই।[২] ব্রহ্মের সহিত জীবের সাদৃশ্য থাকিলেও জীবগত দুঃখাদি দোষ ব্রহ্মে আরোপিত হয় না।[৩]

শ্রীমধ্বাচার্য প্রতিষ্ঠিত দ্বৈত বাদ বা জীব ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতীতি ভক্তিতত্ত্বের অনুকূল। আচার্য স্বয়ং বলিয়াছেন যে ভেদপ্রতীতি বিনা ভক্তি সম্ভব নহে। ভক্তি অথবা প্রীতি আপনা হইতে অধিক গুণবান্ ব্যক্তির প্রতি নিবেশিত হইয়া থাকে। ভক্তির আশ্রয় ও ভক্তির বিষয় কখনও এক হইতে পারে না। যিনি আপনাকে রাজার সহিত এক মনে করেন রাজা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধই হন, প্রীত হন না। সেইরূপ ভক্ত ভগবানের সহিত একত্ব অনুভব করিলে ভগবানের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয়।[৪]

সাধন মার্গ

শ্রীমধ্বাচার্য বলিয়াছেন যে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেবল পুরুষপ্রযত্নে কোন কার্য হইতে পারে না। অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ জীবের ভক্তির দ্বারাই ব্যক্তি লাভ করে।[৫] ভক্তিপূর্বক শ্রবণাদির অভ্যাস করিলে ব্রহ্মস্বরূপ জানা যায়।[৬]

ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনভূত ভক্তির নিমিত্ত ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ নিরাস কর্তব্য।[৭] যদি জীবের সহিত পরমাত্মার অভেদ প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে যেমন আপনাতে আপনার ভক্তি হয় না সেইরূপ পরমাত্মাতেও ভক্তি হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য ভগবান বাদরায়ণের অনুকরণে জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলিয়াছেন। যেমন এক সূর্য নানা স্থলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপে পরমাত্মা নানা জীবে প্রতিবিম্বিত হন। সুতরাং জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপন্ন হওয়ায় জীবের ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি সম্ভব।

১। অনাদিবিদ্যাকর্মাদিবৈচিত্র্যাদ্বৈচিত্র্যম্। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, ২।৩।৫১, পৃঃ ১৬৬।

২। জড়ত্বাদিভিরপি নেত্যর্থঃ। ন্যায়সুধা, পৃঃ ৫০৫।

৩। অতঃ পরমপুরুষস্য ন কেনাপি প্রকারেণ দোষসংসর্গো যুজ্যতে। ন্যায়সুধা, পৃঃ ৫০৬।

৪। প্রীতিশ্চ গুণোৎকর্ষজ্ঞানাদেব দৃষ্টা, নাভেদজ্ঞানাৎ। অভেদজ্ঞানাদপ্রীতিরেবোত্তমানাং ভবতি। যা ত্বয়্যস্তি হি রাজানো রাজাহমিতি বদন্তম্। বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়, পৃঃ ৫।

৫। অব্যক্তোঽপি স্বশক্ত্যৈব ভক্তানাং দৃশ্যতে হরিঃ। অনুব্যাখ্যা, ৩।২। পৃঃ ২০১।

৬। তস্মিন্নেব শ্রবনাদ্যভ্যাসাৎ প্রকাশশ্চ ভবতি। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ৩।২।২৬, পৃঃ ১২৯।

৭। তস্মাৎ ভেদদর্শনং যুক্তমেব। বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়, পৃঃ ৬।

জীবের ভগবৎসাদৃশ্য নিত্যসিদ্ধ। এই নিত্যসিদ্ধ সাদৃশ্য ভক্তির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়।[১] ভক্তিই জীবের সুখাত্মক স্বরূপকেও প্রকাশ করে।[২]

ভক্তির যথার্থ স্বরূপ কি? শ্রীমধ্বাচার্য বলিয়াছেন যে জীবের ঈশ্বরের প্রতি অন্যূন ও অপার্থিব স্নেহই ভক্তি। এই স্নেহ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য জ্ঞান হইতে প্রসূত হয়।[৩]

শ্রীমধ্বাচার্য ভক্তিকে ঈশ্বরের প্রতি জ্ঞান পূর্বক স্নেহানুবন্ধ রূপে স্বীকার করিয়া স্নেহবিলক্ষণ চিত্তের ইতর ভয়, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবসমূহকে ভক্তি রূপে গ্রহণ করেন নাই।[৪] এই স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতপ্রদর্শিত ভক্তিতত্ত্বের সহিত তাহার মতবিরোধ ঘটিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশ্বরের প্রতি জীবের অহেতুক চিত্তাভিনিবেশকে ভক্তি বলা হইয়াছে।[৫] এই চিত্তাভিনিবেশ যেমন প্রীতিরূপ হইতে পারে তেমনি ভয়, দ্বেষ ইত্যাদি ভাবরূপও হইতে পারে। সেইজন্য গোপীগণ প্রীতিরূপ ভক্তি বলে যেমন ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিলেন তেমনি কংস, শিশুপাল প্রমুখ কৃষ্ণবৈরিগণের ভয়, দ্বেষাদি রূপ ভক্তিবলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হইয়াছিল।[৬] ভয়দ্বেষাদির ভক্তিরূপ অস্বীকার করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য বলিয়াছেন যে কংস শিশুপালাদি শাপবশতঃ কৃষ্ণবৈরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। পূর্ব জন্মে তাহাদের নারায়ণের প্রতি যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহারই ফলরূপে কৃষ্ণ জন্মান্তরে মুক্তি দান করেন। অন্যথা কেবল ভয়, দ্বেষাদি দ্বারা তাহাদের মুক্তি সম্ভব নহে।[৭] শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত উক্তি ঈশ্বরের ভক্তবৎসলত্ব সূচনা করিবার জন্য ও নিত্যধ্যান ও স্তুতির উপদেশের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।[৮]

শ্রীমধ্বাচার্যের মতে অনিমিত্তা নিমিত্তসব্যপেক্ষা ভক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এইজন্য যাহারা মোক্ষ কামনা না করিয়া ঈশ্বরে আসক্ত তাহারাই একান্তভক্তি লাভ করেন।[৯]

যিনি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরে বিলীন করিয়া ভাবেন যে তাঁহার ভক্তিও ঈশ্বরজন্য তিনি উত্তম ভক্ত। যিনি ঈশ্বরের মহিমা জানিয়া তাহার প্রতি ভক্তিপরবশ হন এবং

১। ভক্তিং বিনা ন তৎসাদৃশ্যং সম্যগ্ অভিব্যজ্যতে। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য. ৩।২।১৮, পৃঃ ১২৮।

২। তয়ৈব ব্যজ্যতে সম্যগ্ জীবরূপং সুখাত্মকমিতি পাদ্মে। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ৩।২।১৮, পৃঃ ১২৮।

৩। মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্বস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ। স্নেহো ভক্তিরিতি। মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ১।৮৬।

৪। দ্বেষায় যন্মুক্তিকথনং শ্রুতিবাক্যবিরোধি তৎ॥ অনুব্যাখ্যা।

৫। কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ। ভাগবত, ৭।১।৩১।

৬। গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সংবন্ধাদ বৃষ্ণয়ঃ সখ্যাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভোঃ। ভাগবত, ৭।১।৩০।

৭। ভক্তা এব হি তে পূর্বং শিশুপালাদয়ঃ শাপবলাদেব দ্বেষিণঃ।
...দ্বেষিণামপি দ্বেষমনিরূপ্য পূর্বতনভক্তিফলমেব দদাতি।...
অতো ন ভগবদ্দ্বেষিণাং কাচিদ্ গতিরিতি সিদ্ধম্.. গীতাভাষ্য, ৯।১২, পৃঃ ৬৩।

৮। দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ......ইতি ভক্তপ্রিয়ত্বজ্ঞাপনার্থং নিত্যধ্যানস্তুত্যর্থং চ। গীতাভাষ্য, ৯।১২।

৯। মুমুক্ষোরমুমুক্ষুস্তু বরো হ্যেকান্তভক্তিভাক্।
......অনিমিত্তা ভগবতি ভক্তিঃ সিদ্ধে র্গরীয়সী। গীতাভাষ্য, ৭।৭, পৃঃ ৫৮।

অজ্ঞদের প্রতি মিত্রতাযুক্ত ও ভগবদ্দ্বেষিদের প্রতি উপেক্ষাকারী হন তিনি মধ্যম ভক্ত। যিনি ভক্তিদর্পে অপর ভক্তগণকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করেন তিনি অধম ভক্ত। ইহারা স্বর্গাদিফল ভোগ করিয়া থাকেন।[১]

টীকাকার শ্রীজয়তীর্থ ভক্তির ত্রিবিধ স্তর নির্দেশ করিয়াছেন: পক্কা, পরিপক্কা ও অতিপরিপক্কা। পক্কা ভক্তিজ্ঞানজন্যা—ইহার দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। তাহা হইতে পরিপক্কা ভক্তির উদয় হয়। ইহা মোক্ষপ্রদায়িনী। মোক্ষের পরেও ফলরহিতা সুখরূপিণী ভক্তি বিদ্যমান থাকে।[২]

শ্রীমধ্বাচার্য ভক্তির তারতম্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিষ্ণু-ভক্তি পরা ভক্তি, রামাদি দেবতার প্রকর্ষের তারতম্য অনুসারে ভক্তির তারতম্য করিলে পুরুষার্থ প্রাপ্তি ঘটে।[৩] ব্রহ্ম, শিব, প্রভৃতির দেবতার সহিত বিষ্ণুর সমত্ব দর্শন অনুচিত।[৪]

লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুভক্তগণের ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতি মোক্ষকামী পুরুষের ভক্তির তারতম্য লক্ষণীয়।[৫]

এই ক্রমভক্তি শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করে বলিয়া সর্বোত্তমা।[৬] হরিভক্তি, হরিস্মৃতি, হরিস্তুতি, হরিপূজা এবং হরিভক্তিগণের প্রতি ভক্তি, স্মৃতি, স্তুতি ও পূজা মুক্তির সাধন।[৭] হরির প্রতি মুখ্যা, অন্যত্র যথাক্রমে উৎসারিত হয়। হরিভক্তিই আনন্দরূপিণী, মুক্তিকালেও এই ভক্তি অনুবর্তন করে।[৮] ইহা সর্বসাধনোত্তম ও

১। তৎপ্রেরণাদেব প্রেমাত্মা মম জজ্ঞিরে। ইতি পশ্যতি যো বুদ্ধ্যা স তু ভাগবতোত্তমঃ। সর্বাধিকং পৃথগ্‌ বিষ্ণুং ক্ষীরসাগরবাসিনং। জ্ঞাত্বা তত্র প্রেমযুক্ত স্তদভক্তেষু চ মৈত্রযুক্। কৃপাবাংশ্চ তদজ্ঞেষু তদ্দ্বেষীনামুপেক্ষকঃ। তদ্বশত্বং ন জানাতি সর্বগ্য জগতোঽপি। তমাহু র্মধ্যমং ভক্তম্। অবজানংশ্চ তদ্‌ভক্তানাত্মনো ভক্তিদর্পতঃ। উপেক্ষকোঽপি বা তেষু ন স্মরেদথবাপি তান্। এবমেবোচ্চতাং বিষ্ণোরল্পাং পশ্যতি চান্যতঃ। তেষু ভক্তাধমাঃ প্রোক্তাঃ স্বর্গাদিফলভোগিনঃ। ভাগবত্তাৎপর্য্যনির্ণয়, ১১।২।৯৭।

২। জ্ঞানাৎ পক্কা ভক্তির্ভবতি। ততো দৃষ্টস্ততশ্চ সা পরিপক্কা ভক্তিঃ। ততো মোক্ষানন্তরং ভক্তিরবতিষ্ঠতে। সা সুখরূপিণ্যেব স্যান্ন ফলবতী। ন্যায়সুধা, ৩।৪। পৃঃ ৬০৭।

৩। অতো বিষ্ণৌ পরাভক্তি স্তদ্‌ভক্তেষু রমাদিষু। তারতম্যেণ কর্তব্যা পুরুষার্থমভীপ্সিতা। অনুব্যাখ্যা, ৩।৩। পৃঃ ২০৬।

৪। তমোঽন্ধং ব্রজেদ্ বিষ্ণুসমত্বং যোঽনুপশ্যতি। রামব্রহ্মশিবাদীনামপি মুক্তৌ কথঞ্চন। অনুব্যাখ্যা, ৩।৩। পৃঃ ২০৬।

৫। তারতম্যেন তদ্‌ভক্তেষ্বপি ভক্তিবিনিশ্চয়াৎ। কর্তব্যৈষাপি তদ্‌ভক্তি র্লৌকবেদানুসারতঃ। লক্ষ্মী-বিরিঞ্চিবানীশগিরিজেন্দ্রঃ গিরাং পতিঃ। সূর্য্যাদয়শ্চ ক্রমশঃ ভগবৎপ্রীতিগোচরাঃ। তেষু ভক্তিঃ ক্রমেণৈব কার্য্যা নিত্যং মুমুক্ষুভিঃ। তস্মাৎ পূজ্যাশ্চ নম্যাশ্চ ধ্যেয়াশ্চ পরিতো হরিম্। অনুব্যাখ্যা, ৩।৪। পৃঃ ২১৯।

৬। ক্রমাদ্ভক্তিঃ হরিপ্রীতিকারণং ত্বৎপ্রিয়োপগা। প্রাধান্যতারতম্যানুসারিণী ভক্তিরুত্তমা। অনুব্যাখ্যা, ৩।৪। পৃঃ ২১৯।

৭। হরিভক্তিঃ ক্রমেণৈব তদীয়েষু হরিস্মৃতিঃ। হরিস্তুতি স্ততঃ স্মৃতি স্ততঃ স্তুতিঃ হরিপূজনম্। তৎপূজা-বিহিতাত্যাগঃ ইতি মুক্তেঃ ক্রমেণ হি। নিয়মাৎ সাধনান্যেব নিত্যসাধ্যানি চাখিলৈঃ। অনুব্যাখ্যা, ৩।৪। পৃঃ ২১৯।

৮। ভক্তিশ্চৈব হরাবেব মুখ্যান্যত্র যথাক্রমম্।...অনুবর্ত্ততে চ সা ভক্তির্মুক্তাবানন্দরূপিণী।। অনুব্যাখ্যা, ৩।৩। পৃঃ ২১০।

পরমমোক্ষদায়িনী।[১] লক্ষ্মী, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা বিষ্ণুবশগ বলিয়া উহাদের প্রতি ভক্তি কর্তব্য।[২] বিষ্ণুকে উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মাদিতে ভক্তি মুক্তিদানে অক্ষম।[৩]

অধিকারী ভেদে ভক্তির তারতম্য স্বীকার করার অর্থ ভক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাস স্বীকার করা। ভক্তিজন্য মুক্তির আনন্দ সকলের সমান নহে। আনন্দের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে তৎসাধনভূত ভক্তিরও বৃদ্ধি ও হ্রাস সিদ্ধ হয়।[৪] ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে সাধনের উত্তমতা অনুসারে ফলেরও উত্তমতা হইয়া থাকে।

শ্রীমধ্বাচার্য ভক্তির উপযোগিতা বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন যে যদিও শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ভক্তি, দর্শন, এবং জ্ঞান মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন তথাপি মাহাত্ম্য জ্ঞানপূর্বক স্নেহরূপ বিষ্ণুভক্তিই সর্বোত্তম। ভক্তির অভাবে শ্রবণাদির দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্তি হয় না। ভক্তি, জ্ঞান ও ধ্যান যুক্ত ব্যক্তির স্বরূপ তুল্য বলিয়া মুক্ত ব্যক্তি ঐগুলি বর্জন করেন না। শ্রবণাদির দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। ভক্তি ফলরূপা। উহা কাহারও সাধন নহে। ভক্তি সদা দ্বেষাদিবর্জিত হইবে, অন্যথা মোক্ষপ্রাপ্তি ব্যাহত হয়।[৫] ভক্তি সহকারে গোবিন্দের পূজা করিলে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দুর্লভ ফল ও লাভ করা যায়। কেবল মাত্র দুর্বাঙ্কুর এমনকি শুধু উদকের দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজা করিলেও হরি প্রীতি লাভ করেন, কিন্তু মহার্ঘ উপচার ভক্তিশূন্যভাবে প্রদত্ত হইলে শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদিত হয় না বলিয়া ঈপ্সিত মোক্ষাদি ফললাভও সম্ভব হয় না।[৬]

বিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা ঈপ্সিতার্থ সিদ্ধি হয়।[৭] শ্রীমধ্বাচার্য ভাগবতের প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করিয়া স্মরণ, কীর্ত্তন ও বন্দনাকে ভক্তির বিশেষ পর্যায়

১। বিষ্ণুভক্তেরেব সর্বসাধনোত্তমত্বম্। গীতাতাৎপর্য, পৃঃ ১২।

২। অন্যেষু বৈষ্ণবত্বেন লক্ষ্মীব্রহ্মহরাদিষু। কুর্যাদ্ ভক্তিং নান্যথা তু তদ্বশা এব তে যতঃ। গীতাতাৎপর্য, পৃঃ ১৪৬।

৩। বিষ্ণুং তৎপরমজ্ঞাত্বা রমাব্রহ্মহরাদিকান্।
যজন্নপি তমো ঘোরং নিত্যদুঃখং প্রযাতি হি। গীতাতাৎপর্য্য, পৃঃ ১৪৭।

৪। যদ্বিমুক্তিগমনানন্দাদেস্তারতম্যং তদ্ভগবদ্ভক্তিতারতম্যেনৈব ভবতি। অতোঽস্তি ভক্তের্বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্। ন্যায়সুধা, ৩।২। পৃঃ ৫১২।

৫। শ্রবণং মননং চৈব ধ্যানং ভক্তি স্তথা দৃশিঃ। জ্ঞানং চোক্তবিশেষাণাং সর্বেষাং সাধনং ভবেৎ। ভক্ত্যৈতানি ন কস্যাপি ভবেন্মোক্ষঃ কদাচন॥ সর্বোত্তমতয়া জ্ঞানপূর্বকস্নেহ এব তু। ভক্তির্বিষ্ণৌ সমুদ্দিষ্টা তদন্যেষাং চ যোগ্যতঃ। ভক্তির্জ্ঞানং তথা ধ্যানং মুক্তানামপি সর্বশঃ। নিয়মেন ন হীয়ন্তে মুক্তানাং তে স্বরূপকাঃ। সাধনানি তু সর্বাণি ভক্তিজ্ঞানপ্রবৃদ্ধয়ে। নৈবান্যসাধনং ভক্তিঃ ফলরূপা হি সা যতঃ।...দ্বেষোজ্ঝিতা চ যা ভক্তিঃ সা মোক্ষং নিয়মান্নয়েৎ। বৃহদারণ্যক উপঃ ভাষ্য, ৩।৪। পৃঃ ৪৯১।

৬। ভক্ত্যা দূর্বাঙ্কুরৈঃ পুংভিঃ পূজিতঃ পুরুষোত্তমঃ। হরির্দদাতি হি ফলং সর্বযজ্ঞৈশ্চ দুর্লভম্। বিধিনা দেবদেবেশঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ। ফলং দদাতি সুলভং সলিলেনাপি পূজিতঃ॥ দ্রব্যানামপ্যভাবে তু সলিলেনাপি পূজিতঃ। কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, পৃঃ ১।

৭। অনারাধিতগোবিন্দৈঃ নরৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ। ন হি সংপ্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্॥ কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, পৃঃ ১।
প্রাপ্নোতি আরাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্যদিচ্ছতি। ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু লোকোত্তরোত্তরম্॥ ঐ, পৃঃ ২।

রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যিনি বিষ্ণুকে অনন্যচিত্তে স্মরণ করেন তাঁহার সর্বপাপ তিরোহিত হয়। যেমন অগ্নির সংযোগে তুলারাশি ভস্মীভূত হইয়া যায় এইরূপে বিষ্ণুভক্ত সর্বপাপনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুতে বিলীন হইয়া যান। বাহুর দ্বারা যেমন সাগর অতিক্রম করা যায় না সেইরূপ স্মরণ রূপ ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে বিষ্ণুপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। বিষ্ণুর আরাধনা ও স্মরণের দ্বারা পরমানন্দলোকে প্রবেশ করা যায়।[১] বিষ্ণুর নামকীর্তনের দ্বারাও মুক্তি লাভ ঘটে। যে ভক্ত অহরহ বিষ্ণুর নাম সংকীর্তন করেন তিনি এই পাপবহুল কলিযুগে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল ভোগ করেন। যিনি বিষ্ণুকে ভক্তিসমন্বিত ভাবে প্রদক্ষিণ করেন তিনি বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হন এবং যিনি বিষ্ণুকে প্রণাম করেন তিনি সহস্র কোটি তীর্থ পর্যটন ও কোটি ব্রত আচরণের ফল লাভ করেন।[২]

শ্রীমধ্বাচার্য স্নানাদি বিধি আচরণকেও সাধনাঙ্গ রূপে স্বীকার করিয়া ভক্তির সহিত সম প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি স্নান করিয়া বিষ্ণুর পাদোদক ও নির্মাল্য যদি ধারণ করে এবং ভক্তি পূর্বক বা ভক্তিহীন হইয়াও যদি বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলা দর্শন ও স্পর্শ করে তাহা হইতে তাহার সর্ব পাপ প্রণষ্ট হয়।[৩] শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তিথি জানিয়া উপবাস করা প্রতি মানবের কর্তব্য। এই উপবাস ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চতুর্বর্ণের ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিতে পারে। কৃষ্ণপক্ষে ও শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস বিধেয়। যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ একাদশী তিথিতে অন্ন গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।[৪]

১। যে স্মরন্তি সদা বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাধরং। সর্বপাপবিনির্মুক্তাঃ পরং ব্রহ্ম বিশন্তি হি ॥
বাহুভ্যাং সাগরং তর্ত্তুং ক ইচ্ছতি পুমান্ ভুবি। বাসুদেবমনারাধ্য কো মোক্ষং গন্তুমিচ্ছতি ॥
অনারাধিতগোবিন্দা যে নরা দুঃখভাগিনঃ। আরাধ্য বাসুদেবং স্যু র্নিত্যানন্দৈকভাগিনঃ ॥
ঐ, পৃঃ ১।

২। ফলং প্রাপ্নোতি বিপুলং কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্। ক্ষীয়তে তু সদা ধর্মঃ প্রাপ্তে ঘোরে কলৌ যুগে ॥
কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ কিম্। জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥
অশ্বমেধসহস্রাণাং যঃ সহস্রং সমাচরেৎ। নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি তদ্ভক্তৈ র্যদবাপ্যতে ॥
কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, পৃঃ ৩।
প্রদক্ষিণং তু যঃ কুর্য্যাদ হরিং ভক্তি সমন্বিতঃ। হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ণোর্লোকং স গচ্ছতি ॥
তীর্থকোটিসহস্রাণি ব্রতকোটিশতানি চ। নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, পৃঃ ৪।

৩। স্নাত্বা পাদোদকং বিষ্ণোঃ পিবন্ শিরসি ধারয়েৎ। নির্মাল্যং শিরসা ধার্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥
ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা চক্রাঙ্কিতশিলাং প্রতি। দর্শনং স্পর্শনং বাপি সর্বপাপপ্রণাশায় ॥
শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ। তত্র স্নানং চ দানং চ বারাণস্যাং শতাধিকম্ ॥ ঐ, পৃঃ ৪।

৪। জ্ঞাত্বা বিপ্রৈস্তিথিং সম্যক্ দৈবজ্ঞৈঃ সমুদীরিতাং। কর্ত্তব্য উপবাসস্তু অন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ঐ, পৃঃ ৫।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো ভর্তৃমতী তথা। অভর্ত্তৃকা তথান্যে চ সূতবৈদেহিকাদয়ঃ ॥
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। একাদশ্যাং তু যো ভুঙ্‌ক্তে মোহেনাবৃতচেতসা ॥
শুক্লায়ামথ কৃষ্ণায়াং নিরয়ং যাতি স ধ্রুবম্ ॥ ঐ, পৃঃ ৬।

তন্ত্রসারসংগ্রহ গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য বাহ্যিক বিধি অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, বস্ত্র, ভূষণ, উপবীত, আসন, ও গন্ধপুষ্পের দ্বারা তর্পণ করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে ও তৎপরে লক্ষ্মী ও ধরার পূজা করিতে হইবে, অন্তরে বিষ্ণুর দশ অবতারের পূজা কর্তব্য[১]। বিষ্ণুর অবতারের পূজা সম্পাদিত হইলে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রজ্বলিত অগ্নিতে নৈবেদ্য পুষ্প ইত্যাদি সমর্পণ পূর্বক হরিপূজা করিয়া তাহাকে ধ্যান করিতে হইবে এবং অষ্টোত্তরশতরঙ্গ হরিনাম জপ করিতে হইবে। পুনরায় হরির ধ্যান করিতে হইবে। এইরূপে যিনি হরির নাম জপ করেন, ও হরির নামে অর্চনা ও হোমাদি অনুষ্ঠান করেন তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করেন।[২]

উক্ত গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য প্রতিমা পূজা উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রতিমা লৌহ, শিলা, দারু বা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।[৩] এই অধ্যায়ে বিষ্ণু প্রতিমার দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, রূপ, বেশভূষাদি এবং দেবালয়ের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রতিমা দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্ন, আপুপ, পুষ্প, লাজ, অক্ষত প্রভৃতির দ্বারা অধিবাস ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার পর প্রতিমার চতুর্দিকে ত্রয়োদশ সংখ্যক কুণ্ড খনন করিতে হইবে ও প্রত্যেকটিতে লক্ষ সংখ্যক আজ্যাহুতি প্রদান করিতে হইবে। প্রতি আজ্যাহুতি কালে সহস্র অথবা শতবার পুরুষসূক্ত পাঠ করিতে হইবে। সহস্র সংখ্যক বা শত সংখ্যক বা অর্ধপাদ সংখ্যক কলশ পঞ্চগব্য ও শুদ্ধ জলে পূর্ণ করিয়া পূজা করিতে হইবে। কলশগুলিকে অষ্ট দিকে স্থাপন করিতে হইবে ও উহাদের চতুর্দিকে অঙ্কুরপাত্র স্থাপিত করিতে হইবে।[৪] বিষ্ণুপ্রতিমাকে উপযুক্ত স্থানে প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্থাপন করিতে হইবে। 'বিশ্বতশ্চক্ষু' মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পুরুষসূক্ত

১। ততোঽনন্তযোগপীঠস্বরূপং পূজয়েদ্ হরেঃ। তত্রাবাহ্য হরিং চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্ ॥
মধুপর্কং পুনশ্চার্চাং স্নানং বাসোবিভূষণম্। উপবীতাসনে দত্ত্বা গন্ধপুষ্পে তথৈব চ ॥
লক্ষ্মীধরে যজেত্তত্র পার্শ্বয়োরুভয়োঃ হরেঃ। বাসুদেবাদিকান্ দিক্ষু কেশবাদীংস্ততঃ পরঃ ॥
মৎস্যকূর্মবরাহাংশ্চ নারসিংহং চ বামনং। ভার্গবং কৃষ্ণং বুদ্ধং কল্কিমেব চ ॥
অনন্তবিশ্বরূপং তং তদ্বহিঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ তন্ত্রসারসংগ্রহ, অধ্যায় ২, পৃঃ ৩।

২। ধূপদীপৌ ততো দত্ত্বা নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রতঃ। অনেন সামযোগেন জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥
পুষ্পাঞ্জলিশ্চ হোমশ্চ মূলেনাষ্টোত্তরশতম্। সকৃৎ সকৃৎ পুষ্পমন্যৈ হোমস্তস্য চতুর্গুণঃ ॥
বিসর্জয়িত্বা নৈবেদ্যং মূলেন ত্রিঃ সমর্চ্য চ। ধূপদীপৌ পুনর্দত্ত্বা পুনর্মূলেন পূর্ববৎ ॥
অর্চয়িত্বা হরিং ধ্যাত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্। পুনর্ধ্যায়েদ্ধরিং সর্বদেবদেবেশ্বরং প্রভুম্ ॥
জপধ্যানহুতার্চাদীনেবং যঃ কুরুতে সদা। ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং স্যাৎ স এব হি ॥
তন্ত্রসারসংগ্রহ, অধ্যায় ২, পৃঃ ৩।

৩। প্রতিষ্ঠাং কারয়ন্ বিষ্ণোঃ কুর্য্যাৎ সুপ্রতিমাং বুধঃ।
লৌহৈর্বা শিলয়া দার্বা মৃদা বাপি যথাক্রমম্ ॥ তন্ত্রসারসংগ্রহ, অধ্যায় ৩, পৃঃ ৪।

৪। তন্ত্রসারসংগ্রহ, অধ্যায় ৩, পৃঃ ৪-৮।

পাঠ করিয়া ও প্রণবমন্ত্র ভক্তি সহকারে উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুপ্রতিমাকে গন্ধজলে স্নান করাইয়া চন্দন পুষ্পাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া পুনরায় প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে স্বস্থানে স্থাপন করিতে হইবে।[১]

বিষ্ণুর মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে প্রণব মন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং প্রণবমন্ত্র জপের সহিত বিষ্ণুর মূর্তি স্নান করাইতে হইবে। পুনরায় ঐ মন্ত্র জপ করিয়া বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। অতঃপর দ্বারলোকপতিগণকে যথাক্রমে বলি দান করিতে হইবে এবং বস্ত্র, রত্ন, হিরণ্য প্রভৃতির দ্বারা অলংকৃত করিতে হইবে। গুরুকে কোটি মুদ্রা, লক্ষ মুদ্রা, সহস্র, শত, অর্ধশত মুদ্রা দান করিতে হইবে।[২] নিঃস্ব ব্যক্তি কেবল ভক্তি দ্বারা গুরুর অর্চনা করিবে। অভ্যাগতগণকে সুবর্ণ, বস্ত্র, রত্ন ইত্যাদির দ্বারা অর্চনা করিতে হইবে। এই মার্গে পূজিত হইয়া বিষ্ণু প্রীতিলাভ করেন এবং মুক্তি ও ঈপ্সিতার্থ দান করেন।[৩]

যদিও শ্রীমধ্বাচার্য তন্ত্রসারসংগ্রহ ও কৃষ্ণামৃতমহার্ণব গ্রন্থে বিবিধ বিধি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি ধ্যান ও উপাসনাকেই ভক্তির পর্যায় রূপে বহু গ্রন্থে একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন। গীতাভাষ্যে স্পষ্ট ভাবে তিনি হরিকে উপাসনার দ্বারা প্রাপ্য বলিয়াছেন।[৪] ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ও ছান্দোগ্যোপনিষদ ভাষ্যেও প্রাচীন সংহিতা হইতে উদ্ধৃতি সহকারে তিনি উক্ত অর্থকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।[৫] প্রতিমাপূজা, জপ, প্রণবমন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি উপাসনারই অঙ্গমাত্র। উপাসনার দ্বারাই শ্রীহরির প্রতি প্রীতি উৎপাদিত হয়। প্রীত হরি মুক্তি দান করেন।[৬] শ্রবণ, মননাদির দ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সুলভ হইলেও ধ্যান অবশ্য কর্তব্য। ধ্যান বিনা অপরোক্ষ জ্ঞানোদয় সম্ভব নয়। ধ্যান হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হয় এবং উক্ত জ্ঞান হইতে

১। মন্ত্রৈঃ পুরুষসূক্তাদ্যৈ বিষ্ণুসূক্তৈস্তথা। পুনঃ স্নাপ্য ... ভক্তিতঃ॥ স্নাপয়িত্বা গন্ধ-তোয়ৈঃ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পুনঃ। অলঙ্কৃত্য স্থাপয়েৎ প্রতিমাং প্রণবেন তু॥ ঐ, ৮ম অধ্যায়, পৃ ৮।

২। প্রণবং ... জপেদ্ বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ ... । ... ... জনার্দনম্। ... । তন্ত্রসারসংগ্রহ, ৮ম অধ্যায়, পৃ ৮।

৩। ... পূজয়েদ্ বিধানতঃ। দ্বারলোকপতিভ্যশ্চ বলিং দত্ত্বা যথাক্রমম্। ... গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ কোটিং লক্ষং সহস্রকম্। শতার্ধং বাপি বা নিঃস্বো ভক্ত্যা সমর্চয়েৎ।...সুবর্ণবস্ত্ররত্নাদ্যৈরভ্যাগতান্। পূজিতঃ ... প্রীতঃ ভগবান্ হরিঃ।

কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, ৭১১-১২৩, পৃ ৮।

শ্রীরেষ ... মার্গো পূজিতো মুক্তিদো ভবেৎ।
... ভগবান্ ... ॥ ঐ, ৭০৮, পৃ ৮।

৪। ... উপাস্যঃ। গীতাভাষ্য।

৫। ... ইতি ... । ব্রহ্মসূত্রভাষ্য।
... । ছান্দোগ্যভাষ্য, ৭।১।

৬। উপাসিতঃ ... মুক্তিং দদাতি । ছান্দোগ্যভাষ্য, ৭।১, পৃ ৩২৩।

সর্ব পুরুষার্থসিদ্ধি ঘটে।[১] ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে শ্রীমধ্বাচার্য বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের প্রসাদ ব্যতিরিকে মুক্তি সম্ভব নয়। ঈশ্বরের প্রসাদ একমাত্র ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। এইজন্য সর্ববিধ বিধি অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। বিধি অনুষ্ঠান ভক্তির প্রাপক সাধন বিশেষ। কোন সাধন ভক্তিতুল্য নহে, স্নুতরাং মোক্ষকামী একমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করেন।[২] ভক্তির দ্বারা যেরূপ ঈশ্বরস্বরূপ অধিগত হওয়া যায় জ্ঞানযোগের দ্বারা সেইরূপ হয় না।[৩] স্নুতরাং ভক্তিকে দ্বেষাদিভাবাবচ্ছেদ রহিত করিতে হইবে, কারণ দ্বেষাদি উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ভক্তি অপূর্ণ। অপূর্ণ ভক্তি দ্বারা লব্ধ মুক্তি হইতে পূর্ণ সুখ লব্ধ হয় না। সর্ববিধ উপাধিকৃত অবচ্ছেদ-রহিত ভক্তি পূর্ণা, ইহাই অপূর্ণ ভক্তিজন্য মুক্তি হইতে গরীয়সী এবং ঈপ্সিতার্থপ্রদায়িণী।[৪]

বল্লভ দর্শন

আচার্য বল্লভ, রামানুজ, নিম্বার্ক ও মধ্বের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রত্যাখান করিয়া ব্রহ্মের রূপবত্তা ও গুণশালিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রযুক্ত 'নির্গুণ' শব্দ তাঁহার লৌকিক গুণের অভাবই সূচিত করে, অলৌকিক গুণের নহে।[৫] ব্রহ্ম রূপহীন নহেন। তিনি অনন্তরূপবিশিষ্ট। কেবল যে যে রূপ মানবের সংবেদনগোচর ও উপাসনার যোগ্য সেই সেই রূপের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।[৬] অবশ্য ব্রহ্মের রূপবত্তা স্বীকারের দ্বারা শ্রুতিবিরোধের আশঙ্কা নাই। কারণ নট যেরূপ অভিনয়ের জন্য বিশিষ্টরূপযুক্তরূপে প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ লীলা-সম্পাদনের জন্যই রূপান্বিত ভাবে প্রতিভাত হন। স্নুতরাং লীলাসিদ্ধির নিমিত্তই

১। ন চাগুস্যাপি সাধনস্য কর্তুং শক্যত্বান্ন যাবন্মুক্তি ধ্যানং কার্য্যমিতি বাচ্যম্। ধ্যানং বিনাঽপরোক্ষ-জ্ঞানাখ্যবিশেষকার্য্যানুপপত্তেঃ।
ন্যায়বিবরণ, ৩।৪।৭, পৃঃ ১৬।
ধ্যানং ত্বখিলকর্মভ্যো ধ্যানঞ্চ জ্ঞানমুত্তমম্। ন জ্ঞানসদৃশং কিঞ্চিৎ পুরুষার্থপ্রসিদ্ধয় ইতি প্রবৃত্তেঃ।
কর্মনির্ণয়, পৃঃ ৮।

২। তৎ প্রসাদেন মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা তু কথঞ্চন।
সাধনেভ্যোঽধিকা ভক্তি নৈবান্যৎ তাদৃশং ক্বচিৎ॥ অনুব্যাখ্যা, ৩।৩, পৃঃ ৫৩।

৩। জ্ঞানমপি অধিকং তেষাং নিয়তং ভক্তিযোগিনাম্।
উদেতি ভগবদ্ভক্ত্যা তদ্বন্ন জ্ঞানযোগিনঃ॥
ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়, ১১।১০।১২৬।

৪। অপূর্ণভক্তে মুক্তৌ তু ন সুখং পূর্ত্তিমেষ্যতি। অতস্তাদৃশমুক্তেশ্চ ভক্তিঃ পূর্ণা গরীয়সী।
ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয়, ৩।২৬।৩৯।

৫। সর্বত্রৈব লৌকিকং প্রতিষেধয়ত্যলৌকিকং বিধত্তে। অণুভাষ্য, ৩।২।২২।

৬। ব্রহ্মণোঽনন্তরূপত্বেঽপি যানি যানি রূপাণি বিবিধৈঃ জীবৈরুপাসিতুং শক্যানি তানি তানি রূপাণি তৈস্তৈর্বেদান্তৈর্নিরূপ্যন্তে।
ঐ, ৩।৩।১।

তাঁহার শরীর গ্রহণ।[১] ব্রহ্মের শরীর কর্মজন্য নহে বলিয়া তাহাতে পাপের স্পর্শ নাই। কিন্তু জীবশরীরের ন্যায় তাহা ইন্দ্রিয়যুক্ত।[২]

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বশক্তি, স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞ এবং পূর্ণগুণ।[৩] তিনি অখিলদোষ-রহিত এবং বিরুদ্ধ সকল ধর্মের আশ্রয়। এইজন্য তাঁহার সর্বরূপে আবির্ভূত হইবার সামর্থ্য আছে।[৪] ব্রহ্মের পারমার্থিক স্বরূপ যুক্তির অগোচর।[৫]

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ,[৬] উপাদান কারণ এবং সমবায়ি কারণ। জগতের সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধহেতু তিনি সমবায়ি কারণ এবং নিজের হইতে অভিন্ন কার্য বা জগতের জনক রূপে তিনি উপাদান কারণ হন।[৭] সৃষ্টিকালে তিনি জীবের কর্মানুসারে তাহাকে সুখদুঃখাদি দান করেন। সুতরাং তাহার সৃষ্টিকার্য বৈষম্য (পক্ষপাত) বা নৈর্ঘৃণ্য (নির্দয়তা) দোষদুষ্ট নহে।[৮]

ভগবানের অংশ ও পূর্ণ এই দ্বিবিধ অবতার প্রসঙ্গে শ্রীবল্লভাচার্য বলিয়াছেন যে যেরূপ ধারণ করিয়া ভগবান যে কার্য করিতে ইচ্ছা করেন যখন সেইরূপ প্রকট করিয়া এবং তাহাতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তিনি সেইকার্য অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার প্রকাশকে অংশাবতার বলা হয়। যখন কোন অধিষ্ঠান অপেক্ষা না করিয়া ভক্তের জন্য তিনি শুদ্ধ আকার রূপে প্রকাশিত তখন তিনি পূর্ণাবতার।[৯]

আচার্য বল্লভ অবস্থাভেদে পরমপুরুষের দুইটি স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন, অক্ষর ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম।

১। লীলয়া ব্যামোহনার্থমন্যথা ভাসয়েন্নটবৎ। অণুভাষ্য, ১।১।২০।
স্বলীলাসিদ্ধ্যর্থং তচ্ছরীরম্। ঐ, ১।১।২১।

২। তস্য শরীরস্য কর্মজন্যত্বাভাবাদ্ অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মণঃ সংগচ্ছতে।...শরীরবদ্ ইন্দ্রিয়স্যাপি পরিগ্রহঃ। ঐ, ১।১।২০।

৩। সর্বশক্তিঃ স্বতন্ত্রং চ সর্বজ্ঞম্...। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৬৭।
সর্বত্র পূর্ণগুণকঃ। ঐ, ১।৪৬।

৪। বিরুদ্ধসর্বধর্মাণামাশ্রয়ম্। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৭৩।
অখিলদোষসমুজ্ঝিতাঽপি। ঐ, ১।৫৪।
সর্বভবনসামর্থ্যং বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ত্বাৎ। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।৭২।

৫। যুক্ত্যগোচরম্। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৭৩।

৬। নিমিত্তং তু স্পষ্টমেব সর্ববাদিসম্মতম্। অণুভাষ্য, ১।১।৪।

৭। সমবায়শ্চ তাদাত্ম্যমেব। তত্ত্বার্থদীপের আবরণভঙ্গ-টীকা, ১।৬৯।
স্বাভিন্নকার্য্যজনকত্বম্ উপাদানত্বং সিধ্যতি। ঐ, ১।৬৯।

৮। জীবানাং কর্মানুরোধেনৈব সুখদুঃখে প্রযচ্ছতীতি। বস্তুতস্তু আত্মসৃষ্টৌ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যস্য সম্ভাবনৈব নাস্তি। অণুভাষ্য, ২।১।৩৪।

৯। যাদৃশেন রূপেণ ভগবান্ কার্য্যং কর্তুম্ ইচ্ছতি তাদৃগ্‌রূপং তৎ প্রকটীকৃত্য তস্মিন্ স্বয়ম্ আবির্ভূয় তৎ তৎ কর্ম্মাণি করোতি যস্মিন্ যস্মিন্ অবতারে স সোঽংশ ইত্যুচ্যতে। যত্রাধিষ্ঠানম্ অনপেক্ষ্য স্বয়মেব শুদ্ধং সাকারং ব্রহ্ম আবির্ভবতি ভক্তার্থং স স্বয়ং পূর্ণো ভগবান্ উচ্যতে। অণুভাষ্য, ৩।৩।৩৩।

পুরুষোত্তমপ্রাপ্তিই সাধকের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে অক্ষর ব্রহ্মকে অধিগত হইতে হয়।[১] গীতা ও উপনিষদে অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা পুরুষোত্তমকে উত্তম বলা হইয়াছে[২], কিন্তু আচার্য বল্লভ উভয়ের স্বরূপগত ভেদ অভিনব ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে চিদানন্দঘন পরম পুরুষের চিদংশের প্রাবল্য ও আনন্দাংশের ঈষৎ অভিব্যক্তিই অক্ষর ব্রহ্ম স্বরূপ এবং চিদংশকে তিরস্কৃত করিয়া আনন্দাংশের পূর্ণতম ও তীব্রতম অভিব্যক্তিই পুরুষোত্তম স্বরূপ।[৩] তত্ত্বটি বল্লভরচিত তত্ত্বার্থদীপ গ্রন্থের ২।৯৯তম কারিকার 'আবরণভঙ্গ' টীকায় বিশদভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে পুরুষোত্তম লীলার ছলে সৃজনেচ্ছা পরিতৃপ্ত করেন। তাহার তাদৃশ ইচ্ছা গৌণ এবং লীলাকৃত আনন্দই প্রধান। অক্ষরব্রহ্মস্বরূপে সৃজনেচ্ছার প্রাবল্য অনুভূত হওয়ায় তাঁহার আনন্দাত্মক স্বভাবকে অভিভূত করিয়া সৎস্বভাব প্রধান হইয়া উঠে। এই সৎ স্বভাবের দ্বারাই তিনি জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য সম্পাদন করেন। উক্ত গ্রন্থে আচার্য বলিয়াছেন যে অক্ষর ব্রহ্মই পরমাত্মা। ইনি প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে বিরাজ করেন।[৪]

ভাগবতের মার্গ অনুসরণ করিয়া আচার্য বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। ইনি সচ্চিদানন্দাত্মক ও বৃহৎ।[৫] কৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই।[৬] ইনি সর্বত্র সর্বভূতের আত্মারূপে অবস্থিত।[৭] ইনি অদ্বিতীয়[৮] এবং একাধারে সগুণ ও নির্গুণ উভয় রূপ।[৯] নির্গুণ অবস্থায় সৎ স্বভাবাপন্ন কৃষ্ণের নাম রূপের অনভিব্যক্তি হেতু উৎপত্তি সম্ভব নহে[১০] কারণ, নামরূপবিশিষ্টেরই

১। অক্ষরাতীতঃ পুরুষোত্তমঃ। — অণুভাষ্য, ৩।৩।৩৩।

২। দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ — মুণ্ডক উপঃ, ২।১।২।
যস্মাদ্ অক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ — গীতা, ১৫।১৮।

৩। ঈষদানন্দতিরোভাবেন ব্রহ্মাক্ষরমুচ্যতে, প্রকটানন্দঃ পুরুষঃ ইতি। — অণুভাষ্য, ১।২।২১।

৪। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ পরমাত্মাভবৎ পুরা।
যদ্রূপং সমধিষ্ঠায় তদক্ষর মুদীর্য্যতে॥ — তত্ত্বার্থদীপ, ২।৯৮।

৫। পরং ব্রহ্ম তু কৃষ্ণো হি সচ্চিদানন্দকং বৃহৎ। — সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

৬। কৃষ্ণাৎ পরং নাস্তি দৈবতম্। — অন্তঃকরণপ্রবোধ, ১।

৭। সর্বত্র সর্বাত্মা হরিরেব তু। — অণুভাষ্য, ১।১।৪।

৮। একো দেবো দেবকীপুত্র এব। — তত্ত্বার্থদীপ, ১।৪।

৯। প্রমেয়ং হরিরেবৈকঃ সগুণো নির্গুণশ্চ সঃ। — তত্ত্বার্থদীপ, ২।৮৪।

১০। স্বতঃ সন্মাত্রস্য উৎপত্তি র্ন সম্ভবতি…নামরূপবিশেষাভাবাৎ। — অণুভাষ্য, ২।৩।৯।

উৎপত্তি হইয়া থাকে।[১] সগুণ অবস্থায় ইনি পরম কারুণিক। ভক্তের ইচ্ছায় অনন্ত বিচিত্র মূর্তিতে তিনি আবির্ভূত হন।[২] তিনি ভক্ত বৎসল ও ভক্তাধীন।[৩]

ভাগবতে ঈশ্বর 'কেবলানুভবানন্দস্বরূপ'[৪] অর্থাৎ যে আনন্দ আস্বাদন করিতে হয়, যে আনন্দ আস্বাদন করিয়া ভক্ত বিশ্বকে এমন কি স্বীয় সত্তাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হন, ঈশ্বর কেবল সেই আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ। ইহারই প্রতিধ্বনি শুনা যায় আচার্য বল্লভের শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনায়। বল্লভদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময়। তাহার নিখিল অবয়ব আনন্দের দ্বারা গঠিত।[৫] তিনি আনন্দময় বলিয়াই শ্যামল বর্ণ।

আচার্য বলিয়াছেন যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ শ্যামল বর্ণ। ইহার প্রতিফলন হয় আনন্দে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের আনন্দঘন মূর্তি নীল মেঘের ন্যায় শোভা পায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের যথাক্রমে নীল, রক্তিমা ও শ্বেত বর্ণ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব স্বরূপের ধ্যানবোধক বাক্যে উক্ত হইয়াছে।[৬]

উপনিষদের 'রসো বৈ সঃ' বাক্যের অনুসরণে আচার্য বল্লভ ভগবানের রসরূপের উৎকর্ষ মানিয়া লইয়াছেন। স্বীয় রসস্বরূপ আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্বকীয় বপু হইতে নীল পরিকর রূপ ভক্তবৃন্দকে প্রকটিত করেন এবং তাঁহাদের স্নেহে আপনাকে পরাভূত করিয়া বিচিত্র লীলা সম্পাদন করেন ও ভক্তবৃন্দকে লীলারস আস্বাদন করান।[৭] এই লীলা তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দের দ্বারা মণ্ডিত।[৮]

বস্তুতঃ লীলাই ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ। উপনিষদে ব্রহ্ম প্রসঙ্গে সে নির্গুণ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা তাঁহার লীলাবিশিষ্ট স্বরূপকে বুঝায়, লীলারহিত স্বরূপকে নহে।[৯] লীলা ঈশ্বরের স্বাভাবিক স্বরূপ বলিয়া ইহার হেতুরূপে অন্য কোন প্রয়োজন কল্পিত হইতে পারে না।[১০] ভক্তবৃন্দকে লীলারস আস্বাদন করানই ইহার একমাত্র প্রয়োজন।

১। নামরূপবিশেষবর্তাম্ এবোৎপত্তিরুচ্যতে। ঐ. ২।৩।৩৫।

২। অনন্তরূপেণাবির্ভাবঃ। ভক্তকামশ্চ নিমিত্তত্বেন প্রতীয়তে। ঐ, ৩।২।২৬।

৩। অতএব ভক্তাধীনত্বং ভগবতঃ। ঐ, ১।১।১২।

৪। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ। ভাগবত, ৭।৬।২১।

৫। আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৪৭।

৬। শুদ্ধস্য সত্ত্বস্য শ্যামত্বাৎ তস্য প্রতিফলনেন আনন্দো নীলমেঘবদ্ ভাসতে ইত্যর্থঃ।...সত্ত্বরজস্তমসাং নীলরক্তশ্বেতরূপতেতি গুণাবতারবাক্যে নির্ণীয়তে। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশটীকা, ১।৭৫।
গুণাবতার বাক্যেরিতি বিষ্ণুব্রহ্মাশিবস্বরূপধ্যানবোধকবাক্যৈঃ। আবরণভঙ্গটীকা. তত্ত্বার্থদীপ, ১।৭৫।

৭। তথাত্যনুগ্রহবশাৎ স্বান্তঃ স্থিতান্ অপি ভক্তান্ প্রকটীকৃত্য তৎস্নেহাতিশয়েন তাদৃশঃ সন্ স্বলীলারসানুভবং কারয়তি। অণুভাষ্য, ৪।৩।১৭।

৮। ভক্তেভ্যঃ স্বরূপানন্দদানায় যাঃ লীলাঃ করেতি...ভগবতো নৈসর্গিকধর্মরূপানন্দাত্মকত্বেন বিরাজমানা এব তে ভক্তাঃ পশ্যন্তি। ঐ, ৪।৪।১৪।

৯। সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ইত্যাদি শ্রুতিষু যা অন্যধর্মরাহিত্যলক্ষণা কেবলোক্তা সা লীলাত্মিকা এব। লীলাবিশিষ্টমেব পরং ব্রহ্ম ন কদাচিৎ তদ্রহিতম্ ইত্যর্থঃ পর্য্যবস্যতি। অণুভাষ্য, ৪।৪।১৪।

১০। ন হি লীলায়া কিঞ্চিৎ প্রযোজনমস্তি। ঐ, ২।১।৩৩।

সেইজন্য তাঁহার যে রূপের মাধ্যমে ভক্তের লীলারস অনুভব সম্ভব হয় ঈশ্বর সেই রূপে প্রকাশিত হন।[১] এইজন্য ঈশ্বরের রূপ অনন্ত। বস্তুত তাঁহার নির্গুণ নিরাকার স্বরূপ যেরূপ সত্য, সগুণ ও সাকার স্বরূপও সেইরূপ সত্য। সুতরাং ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ স্বরূপের মধ্যে যে ভেদ কল্পনা করা হয় তাহা মিথ্যাভূত বা অপ্রামাণিক।[২]

জীব ও ব্রহ্ম

আচার্য বল্লভ জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে যে তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। ইহাতে আচার্য দেখাইয়াছেন যে অদ্বৈত তত্ত্বের সহিত ভক্তিতত্ত্বের মূলতঃ কোন ভেদ নাই। তিনি অদ্বৈত তত্ত্বটি এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—জীব ব্রহ্মের অংশ[৩] কারণ, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবসত্তা ব্রহ্মসত্তা হইতে উদ্‌গত।[৪] এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতি জীবে বিরাজ করেন। স্বীয় অংশের দ্বারা বিশেষাকারে প্রতিজীবে বর্তমান থাকিয়াও ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। অংশের সহিত অংশীর সম্বন্ধ অভিন্ন ও অংশ ও অংশীর ধর্ম সজাতীয় বলিয়া জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধ স্বীকার্য।[৫]

জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও সংসার দশায় ইহার স্বতন্ত্র সত্তা ভ্রমাত্মক নহে। আচার্য বল্লভ অতি নিপুণভাবে এই দুই বিরোধী বিষয়ের সমন্বয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের বিদ্যা ও অবিদ্যা নামক মায়াকল্পিত দুইটি শক্তি আছে। এই দুই শক্তি তাহার ইচ্ছায় আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়।[৬] মায়াশক্তি 'মিথ্যাচাররূপা'[৭] নহে। ইহা ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি। ইহার সাহায্যে তিনি সর্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন।[৮] ব্রহ্ম হইতে উদয় লাভ করিয়া জীব অবিদ্যার প্রভাবে সংসারদশা প্রাপ্ত

১। ভক্তানাং যাদৃগ্‌রূপেণ লীলারসানুভবস্তাদৃগ্‌রূপং প্রকটীকরোতি। অণুভাষ্য, ৩।৩।৯।

২। সগুণনির্গুণভেদেন নিয়মবচনং ত্বপ্রামাণিকম্ এব। ঐ, ১ ১।৩০।

৩। জীবো নাম ব্রহ্মণোঽংশঃ। অণুভাষ্য, ২।৩।৪৩।

৪। বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নে র্হি জড়জীবাঃ বিনির্গতাঃ। ঐ, ২।৩।৪৩।

৫। এক এব ভূতাত্মা পরমেশ্বরো ভূতে ভূতে প্রতিশরীরং ব্যবস্থিতঃ। বিশেষাকারেণ অংশেনাবস্থিতঃ সন্ একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে।... ..নানাত্বদর্শনেঽপি অংশাংশিনোরভেদাৎ সাজাত্যাচ্চ ব্রহ্মাভেদভাবনা জীবস্য যুক্তেত্যর্থঃ। তত্ত্বার্থদীপ, আবরণভঙ্গ টীকা, ১।৫৯।

৬। বিদ্যাবিদ্যে হরেঃ শক্তী মায়য়ৈব বিনির্মিতে। তত্ত্বার্থদীপ, ১,৩৫।
ভগবতঃ ইচ্ছৈব তয়োরাবির্ভাবতিরোভাবহেতুত্বম্। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।৩৫।

৭। মায়া নাম বহিরন্যথাত্মানং প্রকাশ্যান্যথৈব কার্য্যং করোতি সা মায়া মিথ্যাচাররূপা। শঙ্করকৃত প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, ১।১৬।

৮। মায়া হি ভগবতঃ শক্তিঃ সর্বভবনসামর্থ্যরূপা তত্রৈব স্থিতা। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।২৭।

হয়।[১] সংসার দশা কালে তাহাতে অন্তঃকরণের অধ্যাস, প্রাণের অধ্যাস, ইন্দ্রিয়ের অধ্যাস, দেহাদির অধ্যাস এবং স্বস্বরূপের বিস্মরণ ঘটিয়া থাকে। ইহারা অবিদ্যার পর্ব বিশেষ। এইরূপ পঞ্চ পর্বের সমন্বয়ে অবিদ্যা পূর্ণতা লাভ করিলে বদ্ধ জীব জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।[২] বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে জীব মুক্তি লাভ করে এবং দেহাদির অধ্যাসও অপগত হয়।[৩] মুক্ত জীব ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভাব অধিগত হয়।[৪]

তত্ত্বার্থদীপ গ্রন্থে ও তাহার 'প্রকাশ' টীকায় আচার্য বল্লভ বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত। জড় (জগৎ), জীব ও অন্তর্যামী একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপমাত্র, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ইহাদের ভেদ সম্ভব নহে।[৫]

জীব ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে সংসার দশাতেও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।[৬] তথাপি তাঁহার ইচ্ছায় ও দেহাদির সহিত সম্বন্ধহেতু জীবের ঐশ্বর্যাদি ভগবদ্ধর্ম তিরোহিত হয়। দেহের বিয়োগে উহার পুনঃ প্রাপ্তি ঘটে।[৭] সুতরাং জীবের তিনটি অবস্থা আছে (১) শুদ্ধাবস্থা, সংসারাবস্থা ও মুক্তি। শুদ্ধাবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ঈশ্বরগত আনন্দ ও ঐশ্বর্যাদি বা গুণ সমুদয় তাহাতে বর্তমান থাকে। (২) সংসার অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাদির সহিত সম্বন্ধ হেতু জীব জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং আনন্দাদি তাহাতে তিরস্কৃত হইয়া থাকে। (৩) মুক্তি অবস্থায় জীব দেহাদি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আনন্দাদি পুনঃ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মের সহিত অভেদ অনুভব করে।

আচার্য বল্লভকৃত অদ্বৈতবাদ ভক্তিতত্ত্ববিরোধী নহে। ভক্তিতত্ত্বের মূল উপাদান দুইটি জীবের অস্তিত্ব ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে তাহার ভেদ। এই দুইটি উপাদানই বল্লভকৃত অদ্বৈত দর্শনে স্থান পাইয়াছে। আচার্য সংসারদশাতেও জীবকে ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বলিয়া তাহার ব্রহ্মতুল্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু

১। ভগবতঃ শক্ত্যা অবিদ্যয়া জীবস্য সংসার উচ্যতে। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ-টীকা, ১।২৭।

২। অন্তঃকরণাধ্যাসঃ প্রাণাধ্যাসঃ ইন্দ্রিয়াধ্যাসো দেহাধ্যাসঃ স্বরূপবিস্মরণং চেতি পঞ্চ পর্বাণি। যস্যাং সংপূর্ণায়াং জাতায়াং অন্যধর্মৈ র্বদ্ধো জন্মমরণে প্রাপ্নোতি। ঐ, তত্ত্বার্থদীপ, ১।৩৬।

৩। বিদ্যয়াঽবিদ্যানাশে তু জীবো মুক্তো ভবিষ্যতি। দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ সর্বে নিরধ্যস্তা ভবন্তি হি। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৩৭।

৪। যো হি মুচ্যতে স সংঘাতং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি লীয়তে ব্রহ্মভাবং বা প্রাপ্নোতি। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।৫৩।

৫। সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতদ্বৈতবর্জিতম্। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৬৭।
ত্রিষু অপি ভগবান্ অনুস্যূতস্ত্রিরূপশ্চ ভবতীতি তৈঃ নিরূপিতং দ্বৈতং ভেদশ্চ তদ্বিবর্জিতম্। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।৬৭।

৬। ভগবত এবাবস্থাবিশেষো জীবঃ। সংসারদশায়ামপি জীবো ব্রহ্মেতি। অণুভাষ্য, ১।৪।২২।

৭। ঈশ্বরেচ্ছয়া জীবস্য ভগবদ্ধর্মতিরোভাবঃ। অণুভাষ্য, ৩।২।৫।
দেহসম্বন্ধাদ্ এবাস্য সর্বতিরোভাবঃ; দেহবিয়োগ এব পুনঃ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ। অণুভাষ্য, ৩।২।৬।

জীব ব্রহ্মের অংশভূত হওয়ায় তাহার অস্তিত্বের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয় না। কারণ, এক অংশীর অস্তিত্বে সকল অংশের অস্তিত্ব বর্তমান। সংসারদশাতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও আনন্দাদি ধর্ম তিরস্কার হেতু ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। স্বতরাং ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদপ্রতীতি মায়াজন্য মিথ্যাজ্ঞান রূপ নহে। ইহা আপাত (apparent) মাত্র। ইহা পারমার্থিকও নহে। কারণ পারমার্থিক ভেদ সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্বের নাশ হয়। এইরূপে আচার্য শঙ্কর পরিকল্পিত ভক্তি-বিরোধী অদ্বৈততত্ত্ব বর্জন করিয়া আচার্য বল্লভ অভিনব অদ্বৈততত্ত্ব কল্পনা করিয়া নিপুণভাবে উহার সহিত ভক্তিতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

সাধন মার্গ

আচার্য বল্লভ বিবিধ মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) সগুণা মুক্তি—সাত্ত্বিকী মুক্তি ও জীবন্মুক্তি সগুণা মুক্তিরূপে পরিচিত। জ্ঞান মার্গ সগুণা বলিয়া[১] জ্ঞান মার্গের দ্বারা সগুণা মুক্তি লব্ধ হয়। কৈবল্য জ্ঞান উদিত হইলে সাধকের যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি তাহাই সাত্ত্বিকী মুক্তি। কারণ কৈবল্য জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান।[২] জীবিতকালেই বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যার অপগমই জীবন্মুক্তি।[৩] বস্তুতঃ সাত্ত্বিকী মুক্তিই জীবন্মুক্তির ফল স্বরূপ, কারণ, অবিদ্যার বিলয়ের দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

(২) নির্গুণা মুক্তি—ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্যলাভই নির্গুণা মুক্তি।[৪] ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে সাধকের চিত্তে ভক্তির উদয় হয়। যাহার ভক্তির উদয় হয় না তিনি জীবন্মুক্ত থাকিয়া যান[৫], সাযুজ্য মুক্তির অধিকারী হন না। স্বতরাং সগুণা মুক্তিই ভক্তির দ্বারা নির্গুণা মুক্তিতে পর্যবসিত হয়।[৬]

(৩) পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিরূপা মুক্তি—আচার্য বল্লভের মতে ইহাই সর্বোত্তম মুক্তি। ভগবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল। ভক্তের ইচ্ছা পুরণের নিমিত্ত ও তাহাদিগকে স্বরূপানন্দ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তিনি বিচিত্র লীলা সম্পাদন করেন। ভক্ত এইরূপ লীলা দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়। এইরূপ ভগবল্লীলায় প্রবেশ

১। জ্ঞানমার্গঃ সগুণ এব সত্ত্বাৎ সংজ্ঞায়তে জ্ঞানমিতি বাক্যাৎ। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।১৫।

২। কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্ ইতি বাক্যাৎ তাদৃশজ্ঞানে সতি……যা মুক্তিঃ সা তথা।
তত্ত্বার্থদীপ, আবরণভঙ্গ টীকা, ১।১৫।

৩। গতাবিদ্যাস্তে জীবন্মুক্তা উচ্যন্তে। প্রমেয়রত্নার্ণব, পৃঃ ৮।

৪। কৃষ্ণসাযুজ্যমেব নির্গুণা মুক্তিঃ। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।১৫।

৫। ব্রহ্মভাবানন্তরং ভক্তি র্ভবতি। তদভাবে কেবলং জীবন্মুক্তা ভবন্তি।
তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।১৫।

৬। জীবন্মুক্তিপর্য্যন্তং সগুণত্বমেব ততো ভক্ত্যা নির্গুণত্বম্। তত্ত্বার্থদীপ, আবরণভঙ্গ টীকা, ১।১৫।

করাই ভক্তের সর্বোত্তম মুক্তি।[১] ভক্তি এইরূপ মুক্তি লাভের একমাত্র পন্থা। এইরূপ মুক্তি কৃষ্ণ সাযুজ্যরূপ মুক্তি হইতে উৎকৃষ্টতর, কারণ, সাযুজ্য মুক্তিতে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে বিলয় প্রাপ্ত হয়[২] বলিয়া লীলারস আস্বাদনজন্য আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। এই উভয় প্রকার মুক্তি ভক্তিসাধ্য হইলেও উহাদের ভেদ হেতু কারণভূত ভক্তিরও ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। এই বিষয়টি পরে বিশ্লেষণ করা হইবে।

আচার্য বল্লভ ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন, মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক স্নেহ। এইরূপ স্নেহ সুদৃঢ় ও অন্য সকল চিত্তবৃত্তি হইতে অধিক বলশালী।[৩] যদি ও ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি[৪] যাহাতে কোন প্রকার উপাধি সম্ভব নহে, তথাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানের দ্বারা ভক্তির স্বভাবহানি ঘটে না। কারণ, মাহাত্ম্যজ্ঞান ভক্তের চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাদির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিয়া স্নেহকে বর্ধিত ও সুদৃঢ় করিয়া তুলে[৫]। তাহা ছাড়া মাহাত্ম্যজ্ঞান ঈশ্বরের সেবার প্রতি সকল প্রকার অপরাধের আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া ভক্তের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট করে।[৬]

আচার্য বল্লভের পুত্র বিট্‌ঠল বলিয়াছেন যে ভক্তি শব্দের প্রাথমিক অর্থ স্নেহ, এবং শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ইহার গৌণ অর্থ। স্নেহ সহকারে শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি আচরিত হয় বলিয়া উহারা স্নেহে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।[৭] সুতরাং স্নেহের অভাবে কর্মের অঙ্গরূপে যে ঈশ্বরের স্মরণ প্রভৃতি আচরিত হয় তাহা স্নেহে অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া ভক্তিপদবাচ্য নহে।[৮]

তত্ত্বার্থদীপ গ্রন্থে আচার্য বল্লভ ভক্তি শব্দের বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে ভজ ধাতুর অর্থ সেবা এবং প্রত্যয়ের অর্থ প্রেম।[৯] ইহাকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীগোপেশ্বরজী মহারাজ বলিয়াছেন যে প্রেম পূর্বক সেবাই ভক্তি। প্রেমরহিত সেবা কেবল শারীরিক ক্লেশ দান করে বলিয়া পুরুষার্থরূপে গৃহীত হইতে পারে না।[১০] প্রেমই

১। ভক্তকামপূরণায় ভগবান্ লীলাঃ করোতি।...ভক্তেভ্যঃ স্বরূপানন্দদানায় যাঃ যাঃ লীলাঃ করোতি...... তাঃ ভক্তাঃ পশ্যন্তি।...লীলৈব জীবানাং মুক্তিরূপম্। তত্র প্রবেশঃ পরমা মুক্তিঃ। অণুভাষ্য, ৪।৪।১৪।

২। সাযুজ্যং চ একত্বরূপং ভগবত্‌প্রবেশশব্দবাচ্যম্। প্রমেয়রত্নার্ণব, পৃঃ ২৮।

৩। মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ। স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তঃ। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৪৫।

৪। পরানুরক্তিরীশ্বরে। শাণ্ডিল্য সূত্র, ২।

৫। অবজ্ঞানাদিদোষাভাবায় মাহাত্ম্যম্। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।৪৫।

৬। মাহাত্ম্যজ্ঞানং সেবায়াম্ অপরাধাভাবায়োপযুজ্যতে। বালকৃষ্ণকৃত টীকা, ভক্তিবর্দ্ধিনী, ১।

৭। ভক্তিপদস্য শক্তিঃ স্নেহ এব, শ্রবণাদিষু তদ্ধেতুত্বেন তৎ প্রয়োগো ভাক্তঃ। স্নেহবশেন ক্রিয়মাণাস্তে স্নেহমধ্যপতিতা এব। ভক্তিহংস, পৃঃ ৫৬-৫৭।

৮। ন হি কর্মাঙ্গত্বেন ক্রিয়মাণস্য ভগবত্‌স্মরণস্য ভক্তিরূপত্বং বক্তুং শক্যম্। ঐ, পৃঃ ১৮।

৯। ভক্তিশব্দস্য প্রত্যয়ার্থঃ প্রেমা, ধাত্বর্থঃ সেবা। তত্ত্বার্থদীপ, ১।৯২।

১০। সেবায়াঃ পূর্বত্বকথনাৎ প্রেমপূর্বকত্বমপি লভ্যতে। অন্যথা কায়ক্লেশজনকত্বেন স্বতঃ পুরুষার্থোক্তি-ভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। ভক্তিমার্তণ্ড, প্রমেয় প্রকরণ, পৃঃ ৯৬।

সেবাকে পূর্ণ করিয়া তুলে; সেইজন্য ভক্তিতে প্রেমরূপ অর্থের প্রাধান্য।[১] সেবা কেবলমাত্র অর্চনাদির প্রয়াস নহে। ভগবানের প্রতি চিত্তে আকর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাতে চিত্তের বিলয় পর্যন্ত যাবতীয় মানসিক অবস্থা সেবাপদবাচ্য।[২] প্রেমের উদয় হইলে চিত্তের এইরূপ অবস্থা সমূহ উৎপত্তি লাভ করে, সুতরাং অর্থের অসংগতি শঙ্কা করা যায় না। অণুভাষ্য গ্রন্থে আচার্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের সেবা সকল প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন পূর্বক ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কিছু নহে।[৩] ঈশ্বরকে মুক্তি দাতা রূপে জানিয়া সেবা করিলে সেই সেবা ফলপ্রসূ হয় না। ঈশ্বরকে একমাত্র পুরুষার্থ রূপে অনুভব করিয়া যিনি তাঁহার সেবা করেন তিনিই ঈশ্বরকে লাভ করেন। ইহাই সেবার চরমতম ফল।[৪]

তত্ত্বার্থদীপ গ্রন্থে আচার্য বল্লভ ভক্তির পাঁচ প্রকার অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। (১) বৈরাগ্য, (২) জ্ঞান, (৩) যোগ, (৪) প্রেম ও (৫) তপঃ। বৈরাগ্যের অভাবে চিত্ত ঈশ্বরে আবিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া ইহা প্রথম অঙ্গ। ভগবান ও সর্বপদার্থের যথার্থ জ্ঞানই জ্ঞানপদবাচ্য। ইহার অভাবে ঈশ্বরের প্রতি চিত্তের প্রবৃত্তির উদয় সম্ভব নহে। তৃতীয় অঙ্গ যোগ। ইহার অভাবে চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু ভক্তির উন্মেষ ঘটে না। প্রেমরূপ চতুর্থ অঙ্গের অভাবে রসাভিব্যক্তি সম্ভব হয় না বলিয়া ভক্তি পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। পঞ্চম অঙ্গ তপস্যা। ইহার দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি শুদ্ধি লাভ করিয়া ঈশ্বরের সেবায় উপযুক্ত হইয়া উঠে। এই পঞ্চ প্রকার ভক্তির অঙ্গের একত্র সমাবেশ দুর্লভ। ইহাদের একটির দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিলে ভক্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।[৫] এই পঞ্চবিধ অঙ্গের মধ্যে প্রেমরূপ অঙ্গই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র ইহার দ্বারাই ভক্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন। গোপীগণ প্রেমের দ্বারাই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।[৬] আচার্য বল্লভ আত্মসমর্পণের উপর জোর

১। প্রেম্ন এব পূর্ণত্বপ্রযোজকত্বেন তস্য প্রাধান্যং গম্যতে। ঐ, পৃঃ ৯৭।

২। তস্মিন্ কৃষ্ণে পূর্বমাবর্জিতং তত আয়ত্তং তদধীনং ততঃ ক্রমেণ ভগবদেকতানং...গম্ভীরত্বাৎ প্রাপ্তং যচ্চেতঃ তদেব সেবারূপম্। ঐ।

৩। ভজনস্বরূপং চ যাবৎ ফলনৈরাশ্যেন ভগবত্যাত্মনঃ কল্পনম্। অণুভাষ্য, ৩।৩।৩০।

৪। মুক্তিসাধনত্বেন জ্ঞাত্বা ভজতো নৈব ফলম্। স্বরূপত্বৈব স্বতন্ত্রপুরুষার্থত্বম্ অনুভবন্ যঃ ভজতে তস্য তদেব ফলম্। ঐ, ৩।৩।৩০।

৫। বৈরাগ্যজ্ঞানযোগৈশ্চ প্রেম্না চ তপসা তথা।
একেনাপি দৃঢ়েনেশং ভজন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ তত্ত্বার্থদীপ, ১।৯৬।
তত্র প্রথমং বৈরাগ্যমঙ্গং তদভাবে ভগবদাবেশাভাবান্ন ভজনসিদ্ধিঃ। দ্বিতীয়ং জ্ঞানং সর্বপদার্থানাং যথার্থ্যং ভগবতশ্চ। তদভাবে নিশ্চয়াভাবান্ ন প্রবৃত্তিঃ। যোগোঽপ্যঙ্গং মনসশ্চাঞ্চল্যে ভজনানুপপত্তেঃ। তথা প্রেমাথ্যং তদভাবে ভজনং স্বতঃ পুরুষার্থরূপং ন ভবতি রসাভিব্যক্ত্যভাবাৎ। তপোঽপ্যঙ্গং তপসা চ দেহেন্দ্রিয়াদীনাং পাকঃ। পঞ্চানাং সমুদায়ো দুর্লভং। ঐ, প্রকাশ টীকা।

৬। পিতা চরেদ্ যথা বালে সুখং ভক্তে তথা হরিঃ।
প্রেম্নৈব সর্বতোঽত্যর্থং গোপীনাং কামদো যতঃ॥ তত্ত্বার্থদীপ, ২।৩০৯।

দিয়া বলিয়াছেন যে ইহার দ্বারা যথার্থ প্রেমের উদয় হয়। ভক্ত 'আমি ঈশ্বরের' এইরূপ অনুভব করিয়া যখন পত্নী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ ইত্যাদি সকল বস্তু ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারেন তখন তাহার চিত্ত ভগবৎপ্রেমে প্লাবিত হয়।[১]

অদ্বৈতবাদের সমর্থক হইয়াও আচার্য বল্লভ অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যের ন্যায় জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে জ্ঞানী ভগবানকে স্বীয় রূপে উপাসনা করেন। এইরূপে অনেক জন্ম অতীত হইলে ভগবান তাহার অন্তরে স্ফুরিত হন। ইহার ফলে জ্ঞানীর অন্তরে স্বরূপানন্দের প্রকাশ হয় যাহা অবিদ্যাকৃত সংসার দশায় সমাচ্ছন্ন থাকে। এইরূপ আনন্দাংশ প্রকাশের দ্বারা জ্ঞানী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন এবং প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ ও দেহাদির বিলয় হইলে ব্রহ্মে প্রবেশ করেন।[২] ভক্তি মার্গে ঈশ্বরের প্রকাশই পরম ফল। ভক্ত এই পরম ফল লাভ করিয়া চরিতার্থ হন। ঈশ্বরের প্রকাশ বলিতে ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানমাত্র বুঝায় না, লীলাময় ভগবান স্বরূপানন্দ আস্বাদনের ছলে যে লীলা অহরহ সম্পাদন করেন তাহার অনুভবকে বুঝায়। এইরূপ লীলানুভবই ভক্তের উৎকৃষ্টতম মুক্তি।[৩]

ভক্তি জ্ঞান হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও ভক্তির উন্মেষের পক্ষে জ্ঞান অপরিহার্য। জ্ঞান ব্যতীত স্নেহ সম্ভব নহে।[৪] উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে জ্ঞানের উপদেশ আছে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তে ভক্তির স্ফুরণ সংঘটিত করা।[৫] সুতরাং জ্ঞান ভক্তিবিরোধী নহে। পরন্তু যিনি জ্ঞানের মাধ্যমে ভক্তিকে লাভ করেন তাঁহার তুল্য ভক্ত কেহ নাই। তিনিই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া গোকুলে বা বৈকুণ্ঠে স্থান লাভ করেন।[৬] কর্ম ভক্তি হইতে নিকৃষ্টতর। কর্ম স্বয়ং ক্লেশদায়ক। কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা অধিকারী ক্ষুদ্র আনন্দদায়ক স্বর্গ ফলাদি লাভ করে।[৭]

ভক্তির প্রকৃতি অনুসারে আচার্য বল্লভ তিন শ্রেণীর ভক্ত কল্পনা করিয়াছেন। যিনি

১। সমর্পণেন আত্মনো হি তদীয়ত্বং ভবেদ্ ধ্রুবম্। — বালবোধ, ১৮।
যো দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তম্ ইদং পরম্ ॥
হিত্বা কৃষ্ণে পরং ভাবং গতঃ প্রেমাপ্লুতঃ সদা। — তত্ত্বার্থদীপ, ২।২১৬-১৭।

২। জ্ঞানিনো হি ভগবন্তমাত্মত্বেনৈব উপাসতে। তস্য নৈরন্তর্যেঽনেকজন্মভিস্তথৈব তেষাং হৃদি ভগবান্ স্ফুরতি। তদা স্বানন্দাংশস্যাপি আবির্ভাবাদ্ ব্রহ্মভূতঃ সন্……তদানন্দাত্মকঃ সন্ তমনুভবতি। এবং স্থিতঃ প্রারব্ধসমাপ্তৌ দেহাপগমে তত্রৈব প্রবিষ্টো ভবতি। — অণুভাষ্য, ৪।১।৩।

৩। লীলৈব জীবানাং মুক্তিরূপং তত্র প্রবেশঃ পরমা মুক্তিঃ। — অণুভাষ্য, ৪।৪।১৪।

৪। জ্ঞানে হি সা……জ্ঞানাবিষয়ে স্নেহাসম্ভবাৎ। — অণুভাষ্য, ৪।১।১৩।

৫। ভজনস্যৈব সিদ্ধ্যর্থং তত্ত্বমস্যাদিকং তথা। — তত্ত্বার্থদীপ, ১।৪৪।

৬। জ্ঞানী চেদ্ ভজতে কৃষ্ণং তস্মান্ নাস্ত্যধিকঃ পরঃ। — তত্ত্বার্থদীপ, ১।১৬।
ইমে ভক্তাঃ সর্বাপেক্ষয়া সম্যক্প্রকারেণ ভগবন্নিকটে শ্রীগোকুলবৈকুণ্ঠাদিষ্বাসতে। — অণুভাষ্য, ৩।৩।৪০।

৭। কর্ম তু স্বয়ং ক্লেশাত্মকম্। তদ্বাংশ্চ ক্ষুদ্রতরানন্দজনকস্বর্গাদিফলম আপ্নোতি। — অণুভাষ্য, ৩।৪।২২।

জ্ঞানযোগের দ্বারা সর্বত্র ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন ও প্রেম সহকারে শ্রবণাদির দ্বারা তাঁহার সেবা করেন তিনি উত্তম শ্রেণীর ভক্ত।[১]

যাঁহার শাস্ত্রজন্য জ্ঞানের উদয় হয় নাই, কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই ঈশ্বরের যিনি সেবা করেন তিনি মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত। অথবা যাঁহার প্রেমের উদয় হয় নাই, কেবলমাত্র জ্ঞান সহযোগে ঈশ্বরের গুণ শ্রবণাদি ক্রিয়া আচরণ করেন তিনি মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত।[২] অধম শ্রেণীর ভক্ত জ্ঞানের অভাবে কেবল প্রেম সহযোগে ঈশ্বরের সেবা করেন।[৩] মধ্যম ও অধম শ্রেণীর ভক্তের ভেদ এই যে মধ্যম শ্রেণীর ভক্তের প্রেম উৎকট ভাবে বর্তমান থাকে। অধম শ্রেণীর ভক্তের প্রেম তদ্রূপ নহে।[৪] প্রেম ও জ্ঞানের উদয় যাঁহাদের হয় নাই তাঁহাদের দ্বারা আচরিত শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি পাশনাশ করিলেও ধর্মরূপে পরিগণিত হইলেও ভক্তিমার্গে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।[৫]

ভক্তির শ্রেণীর বিভাগ কল্পনায় আচার্য বল্লভ পূর্ববর্তী বৈষ্ণব আচার্যগণকে অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কল্পনা একান্ত অভিনব। তিনি ভক্তির প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন—মর্যাদা ও পুষ্টি। মর্যাদা মার্গে ভক্ত মুক্তিলাভেচ্ছায় শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি আচরণের দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করেন। সুতরাং তাহার ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি নিরুপাধিক নহে। শ্রবণাদির আচরণের দ্বারা পাপক্ষয় হইলে প্রেম উদয় হয় এবং তাহা দ্বারা ভক্ত মুক্তি লাভ করেন।[৬] পুষ্টি মার্গের ভক্তের ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কেবল তাঁহার অনুগ্রহের দ্বারাই উন্মেষিত হয়।[৭] এইরূপ ভক্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করেন। তাঁহার নিকট মুক্তি পরম পুরুষার্থ নহে। তিনি পাপবিনাশের জন্য শ্রবণাদির আচরণ করেন না কারণ, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে বর্তমান থাকিয়া সকল পাপ বিদূরিত করেন।[৮] এইরূপ ভক্তের সহিত তিনি অহরহ কেলিবিলাস অনুভব করেন।[৯] মৃত্যুর পর মর্যাদামার্গীয় ভক্তের দেহাদি পঞ্চভূতে বিলীন হয় কিন্তু পুষ্টি মার্গীয় ভক্তের দেহাদি

১। এবং সর্বং ততঃ সর্বং স ইতি জ্ঞানযোগতঃ।
যঃ সেবতে হরিং প্রেম্না শ্রবণাদিভিরুত্তমঃ॥ তত্ত্বার্থদীপ, ১।১০২।

২। শাস্ত্রার্থজ্ঞানাভাবেঽপি প্রেম্না ভজনে মধ্যমঃ, প্রেমাভাবে মধ্যম ইতি বা।
তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।১০৩।

৩। জ্ঞানাভাবে তথাদিমঃ। তত্ত্বার্থদীপ, ১।১০৩।

৪। প্রেমোৎকর্ষে মধ্যমত্বম্ অনোৎকর্ষে হীনত্বম্। তত্ত্বার্থদীপ, আবরণভঙ্গ টীকা, ১।১০৩।

৫। উভয়োরভাবে শ্রবণাদীনাং পাপনাশকত্বং ধর্মত্বং বা ন তু ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ।
তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ১।১০৩।

৬। আদ্যয়াম্ অঙ্গীকৃতানাং মুমুক্ষয়ৈব শ্রবণাদৌ প্রবৃত্তিঃ তদ্দাতৃত্বেনৈব ভগবতি প্রেমাপি ন তু নিরুপধিঃ......অস্মিন্ মার্গে শ্রবণাদিভিঃ পাপক্ষয়ে প্রেমোৎপত্তিস্ততো মুক্তিঃ। অণুভাষ্য, ৩।৩।২৯।

৭। পুষ্টিমার্গোঽনুগ্রহৈকসাধ্যঃ। অণুভাষ্য, ৪।৪।৯।

৮। ভগবান্ এব হৃদি নিবিষ্টস্তদ্ (ভক্তেরন্তরায়ং বিকর্মাদিকং) ধুনোতি। অণুভাষ্য, ৩।৩।২৯।

৯। উক্তভক্তৈঃ সহ রমণম্ এব সার্বদিকম্। ঐ, ৩।৪।৪৪।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়া যায়।[১] প্রাকৃত দেহের বিলয় হইলে পুষ্টিমার্গীয় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপযুক্ত তাঁহার বিভূতির দ্বারা গঠিত অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হন।[২] এইরূপ দেহে ভগবান স্বয়ং লীলা সম্পাদন করেন। ভক্ত তাহা আস্বাদন করিয়া ধন্য হন।[৩] তিনি এই মর্ত্তে থাকিয়াই গুণময় এই সংসারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া গুণাতীত ও লীলার উপযুক্ত দিব্য লোকে বিচরণ করেন।[৪]

মর্যাদা ও পুষ্টি ব্যতীত আরও দুই প্রকার ভক্তির উল্লেখ বল্লভদর্শনে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম বিহিতা ও অবিহিতা। মাহাত্ম্য জ্ঞান বিশিষ্ট ঈশ্বরের প্রতি নিরুপাধি স্নেহ বিহিতা ভক্তি। কাম প্রভৃতি উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন ভক্তি অবিহিতা। এই উভয় প্রকার ভক্তিই মুক্তির সাধক। কামাদি উপাধিবিশিষ্ট ভক্তিতে কামাদিই মুক্তির সাধক, কারণ ইহার দ্বারা শ্রীভগবানে চিত্ত আহিত হয়। কামাদি শব্দের আদি পদের দ্বারা পুত্রস্নেহ প্রভৃতিও গৃহীত হইবে। অর্থাৎ যে কোন সম্বন্ধই ঈশ্বরের প্রতি চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করে বলিয়া তদ্‌বিশিষ্ট ভক্তি মুক্তি দান করে।[৫]

এমনকি দ্বেষ, বৈরিত্ব প্রভৃতি যদিও স্নেহপ্রতিকূল তথাপি ঈশ্বরের প্রতি চিত্তকে আকৃষ্ট করে বলিয়া অবিহিত ভক্তি রূপে গৃহীত হয় এবং মুক্তির সাধক হইয়া থাকে।[৬] বিহিতা ভক্তি এই প্রকারের শুদ্ধা ও স্বতন্ত্রা। মাহাত্ম্যজ্ঞান পূর্বক স্নেহরূপা ভক্তি শুদ্ধা।[৭] এই শুদ্ধা ভক্তিই যখন ভগবানের পরিচর্যাবিশিষ্ট হইয়া কেবলমাত্র তাঁহার সেবায় পর্যবসিত হয় যাহা বৈষ্ণব সাধকের একমাত্র ঈপ্সিত পুরুষার্থ তখন উক্ত ভক্তি স্বতন্ত্র বিহিতা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[৮]

ভক্তির উদয়ের হেতু কি এই প্রসঙ্গে আচার্য বলিয়াছেন যে ভাগবতোক্ত শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নববিধ প্রাথমিক ভক্তির আচরণের দ্বারা ভক্তচিত্তে স্নেহের সঞ্চার হয়।[৯] যদি শ্রবণাদি ব্যতিরেকে ও ফললাভেচ্ছার দ্বারা ভক্তির উদয় হয় অথবা পূর্ব

১। পুষ্টিমার্গীয়ভক্তসংঘাতস্য ভগবত্যেব লয় ইতি……মর্য্যাদামার্গীয়ভক্তসংঘাতস্য ভূতেষু লয়ম্ উক্ত্বা…… ঐ, ৪।২।৭।

২। তত্র (লীলায়াম্) অঙ্গীকারমাত্রেণ প্রাচীনাশেষপ্রাবাহিকধর্মনিবৃত্তৌ শুদ্ধজীবস্য পুরুষোত্তমলীলাত্মক-দেহাদিরপি তদীয়ত্বেন সম্পদ্যতে। অণুভাষ্য, ৪।২।১।
ভগবদ্বিভূত্যাত্মকং সংঘাতং প্রাপ্নোতি। ঐ, ১।১।১২।

৩। অস্মিন্ এব শরীরে ভগবতা ক্রিয়মাণং লীলারসম্ অনুভবতি। ঐ, ৪।২।১।

৪। প্রাকৃতগুণময়ং প্রপঞ্চমতিক্রম্য গুণাতীতং প্রপঞ্চং সাক্ষাল্লীলোপযোগিনং প্রাপ্নোতি। ঐ, ১।১। ২।

৫। ভক্তিস্তু বিহিতাবিহিতা চেতি দ্বিবিধা। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তেশ্বরত্বেন প্রভৌ নিরুপাধিস্নেহাত্মিকা বিহিতা। কামাদ্যুপাধিজা সা ত্ববিহিতা। এবমুভয়বিধয়াঽপি তস্যা মুক্তিসাধকত্বম্। কামাদ্যুপাধিস্নেহরূপায়াং কামাদ্যেব মুক্তিসাধনং ভগবতি চিত্তপ্রবেশহেতুত্বাৎ। আদিপদাৎ পুত্রত্বসম্বন্ধিত্বাদয়ঃ। ভগবৎ সম্বন্ধমাত্রস্য মুক্তিসাধকত্বম্ উক্তম্। অনুভাষ্য, ৩।৩।৩৭।

৬। স্নেহত্বাভাবেঽপি অবিহিতত্বভগবদ্বিষয়ত্বয়োরবিশেষাৎ দ্বেষাদিরপি সংগৃহ্যতে। অণুভাষ্য, ৩।৩।৩৭।

৭। এষা (শুদ্ধা) ভক্তি মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্বকস্নেহরূপা। তত্ত্বার্থদীপ, প্রকাশ টীকা, ২।১৯৩।

৮। তথভূতা সতী ভগবৎপরিচর্য্যাযুক্তা ভবেৎ স্বতঃ পুরুষার্থরূপা সেবা সা ভক্তিঃ স্বতন্ত্রা। ঐ

৯। তৎ সাধনং নববিধা ভক্তিঃ। ঐ, ২।২১৬।

জন্মের সংস্কার বশতঃ ভক্তির উদয় হয় তাহা গৌণ ভক্তি, মুখ্যা নহে।[১] কিন্তু ভক্তির প্রধান উৎস ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাহার দ্বারা ভক্ত তাঁহাকে একমাত্র শরণ রূপে গ্রহণ করেন।[২]

আচার্য বল্লভ সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগকে ভগবৎসেবার অপরিহার্য অঙ্গ রূপে স্বীকার করেন নাই। কারণ, সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য কখনও ভক্তের চিত্তে অনুতাপের উদয় হইতে পারে।[৩] ফলে সন্ন্যাস বা সংসার ত্যাগ সুখজনক হয় না।[৪] অবশ্য ভক্তির চরমতম দশায় সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগ স্বতই ঘটিয়া থাকে। প্রেম যখন অতি তীব্র হইয়া উঠে তখন ভক্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সংসারের মোহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করেন।[৫] যাঁহাদের ভক্তি এই স্তরে উন্নীত হয় নাই তাঁহারা নিজে ভোগ করিবার পূর্বে স্বগৃহকে ঈশ্বরের গৃহ মনে করিয়া ভার্যা, পুত্র প্রভৃতি ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া সংসারে বাস করেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রভু এবং আপনাকে দাস মনে করেন।[৬]

আচার্য বল্লভ মর্যাদামার্গীয় ভক্তের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা মানিয়া লইয়াছেন।[৭] কারণ, শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির আচরণ যাহা মর্যাদা ভক্তির প্রধান অঙ্গ, তাহা সংসারে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। সেইজন্য এই মার্গীয় ভক্তের সন্ন্যাস গ্রহণ ভক্তির সহায়ক।

আচার্য বল্লভ বহু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাকে জীবের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র শরণ্য জানিয়া তাহার সেবা করিলেই ভক্ত ঈপ্সিতার্থ লাভ করিতে পারেন। কারণ, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।[৮] সুতরাং সর্বতোভাবে তাঁহারই উপাসনা বিধেয়।[৯]

আচার্য বল্লভ মূর্তিপূজার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি সুসজ্জিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে তাঁহার পূজা করা ভক্তের কর্তব্য। স্বীয় অঙ্গে শঙ্খ ও চক্র

১। শ্রবণাদিব্যতিরেকেণ সংস্কারবশাৎ ফলকামনয়া বা জায়মানা ভক্তি গৌণী। ঐ, ২।২১৬।

২। বীজং রত্যাখ্য…ভাবো ভগবান্ এব শরণমিত্যাকারঃ। ভক্তিবর্ধিনী স্বকৃত টীকা, ১।

৩। অতঃ কলৌ ন সন্ন্যাসঃ পশ্চাত্তাপায় নান্যথা। সন্ন্যাসনির্ণয়, ১৬।

৪। অতোঽত্র সাধনে ভক্তৌ নৈব ত্যাগঃ সুখাবহঃ। ঐ, ৬।

৫। কেচন ভক্তা ভাষণাদিলীলাদর্শনং বিনা স্থাতুং অশক্তা প্রচুরভাববিবশয়া গৃহং ত্যক্ত্বা বনং গচ্ছন্তি। অণুভাষ্য, ৩।৪।৪৭।

৬। এতাদৃশানাং গৃহা ভগবদ্গৃহা এব। ঐ।
স্বোপভোগাৎ পূর্বমেব…ভার্য্যাপুত্রাদীনামপি সমর্পণং কর্ত্তব্যম্। ভক্তিমার্গে পুরুষোত্তমস্যৈব সেব্যত্বাৎ স্বস্য চ সেবকত্বাৎ। বল্লভকৃত সিদ্ধান্তরহস্য গ্রন্থের টীকা, পৃঃ ৫-৬।

৭। আবশ্যকঃ সন্ন্যাসো মর্য্যাদামার্গে। অণুভাষ্য, ৩।৪।১৭।

৮। পরং ব্রহ্ম তু কৃষ্ণো হি সচ্চিদানন্দকং বৃহৎ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ৩।১২।

৯। সর্বদা সর্বভাবেন ভজনীয়ো ব্রজাধিপঃ।
মূর্ত্তিং কৃত্বা হরেঃ ক্বচিৎ স্বস্যায়মেব ধর্ম্মো হি নান্যো ক্বাপি কদাচন॥ চতুঃশ্লোকী, ৩।

চিহ্ন অংকন করা ও কণ্ঠে তুলসী মালা ধারণ করাও তাহার উচিত। তাঁহাকে নির্দিষ্ট তিথিতে উপবাস ব্রত পালন করিতে হইবে ও তীর্থবাস করিতে হইবে। ভাগবতাদি পাঠ তাহার নিত্যকর্ম হাওয়া উচিত।[১] অবশ্য এইগুলি ভক্তির অঙ্গ হওয়া উচিত। ভক্তির অভাবে কেবল ফললাভেচ্ছায় এইগুলি আচরণ করা উচিত নহে।[২]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

ভক্তিতত্ত্বের ক্রমবিকাশের সর্বশেষ ও সর্বোত্তর স্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে প্রকটিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার উপদেশাবলী তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক বিভিন্ন গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ভক্তির দুইটি দিক, সাধনমার্গরূপ ও রসরূপ—উভয়দিক এই সকল গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহারা পরম ভক্তের অনুভূতির সহিত নিপুণ দার্শনিকের বিশ্লেষণী বুদ্ধি সংমিশ্রিত করিয়া যে অভিনব তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন তাহার তুলনা কোন সাহিত্যে নাই।

শ্রীচৈতন্যের অনুগামী আচার্যগণের মধ্যে শ্রী জীব গোস্বামী, শ্রী রূপ গোস্বামী, শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভক্তির রসরূপ শ্রী রূপ গোস্বামীর গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় এবং উহার সাধন মার্গরূপ শ্রী জীব গোস্বামী ও শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকে প্রধান উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রী জীব গোস্বামী অদ্বয় তত্ত্বরূপ পরব্রহ্মের তিনটি স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন: ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। পরব্রহ্মের নির্বিশেষ অবস্থাই ব্রহ্মস্বরূপ।[৩] সর্বশক্তি ও সর্বৈশ্বর্যের সদ্ভাব হেতু পূর্ণ পরব্রহ্মই ভগবচ্ছব্দবাচ্য।[৪] ব্রহ্ম ও ভগবৎস্বরূপের ভেদ শ্রী জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে যদিও পরব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ডানন্দরূপ, তথাপি পরমহংস যোগিগণ সাধনার দ্বারা যখন ব্রহ্মের সহিত স্বীয় আত্মার তাদাত্ম্য অনুভব করেন তখন পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্য আস্বাদন করিতে পারেন না। শক্তিমান হইতে শক্তির বোধ পৃথকৃভাবে অনুভূত না হওয়া হেতু অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরব্রহ্ম নির্বিশেষ রূপে তচ্চিত্তে স্ফুরিত হন। ইহাই ব্রহ্মস্বরূপ। ভগবৎস্বরূপে পরব্রহ্মের আনন্দাংশের স্ফুরণ হয় প্রধান ভাবে, এবং অপর শক্তি সমূহ তাহার বিশেষণ রূপে অনুভূত হয়।

১। মূর্তিং কৃত্বা হরেঃ ক্বচিৎ পরিচর্য্যাং সদা কুর্য্যাৎ...ইত্যাদি। তত্ত্বার্থদীপ, ২।২২৬-২২৮।

২। ভক্তিসাধনত্বেনৈবানুষ্ঠানং......ন তু স্বতন্ত্রতয়া ফলসাধকত্বেন। অণুভাষ্য, ৩।৪।২০।

৩। ব্রহ্ম চ তদীয়নির্বিশেষাবির্ভাবত্বেন তদন্তর্ভাববিবক্ষয়া......... তত্ত্বসন্দর্ভ, পৃঃ ৯৩।

৪। পূর্ণঃ পুরুষোঽত্র স্বয়ং ভগবান্ এবোচ্যতে। ঐ, পৃঃ ৯০।

অর্থাৎ বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন অখণ্ডানন্দ পরব্রহ্মই ভগবান। সুতরাং পরব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ ভগবান, অপূর্ণাবির্ভাব ব্রহ্ম।[১]

পরব্রহ্মের অন্তর্যামিস্বরূপ পরমাত্মা। তিনি মায়ার দ্বারা জগতের সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন।[২] বস্তুতঃ পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপের মধ্যে কোন ভেদ নাই। উপাসকের ভেদ এবং তৎকৃত পরব্রহ্ম স্বরূপের আস্বাদনের ভেদ হেতু তাঁহার আবির্ভাব ও নামেও ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।[৩]

অদ্বৈতদর্শনের নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ অস্বীকার করিয়া আচার্য বলদেব বলিয়াছেন যে শ্রুতিকথিত নির্গুণ শব্দ পরব্রহ্মে নিশ্চেতনশরীরসম্বন্ধী গুণের অভাব বোঝায়। বস্তুত ভগবচ্ছব্দবাচ্য জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ তাঁহাতে আছে বলিয়াই ভগবৎ শব্দ তাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে। গুণ হইতে গুণী পৃথক্ নহে বলিয়া জ্ঞানাদি হইতে ভগবৎস্বরূপের ভেদ নাই। সুতরাং পরব্রহ্মের ভগবৎস্বরূপ স্বীকার করিলে তাঁহার গুণবত্তা অবশ্য স্বীকার্য।[৪]

পরব্রহ্মের রূপবত্তা প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রী জীব গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মকে যে সচ্চিদানন্দ বলা হয় ঐ সচ্চিদানন্দ স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহ। বস্তুত বিগ্রহ হইতে বিগ্রহী আত্মার কোন ভেদ নাই। অতএব জীবের ন্যায় তাঁহাকে দেহী বলা চলে না।[৫]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য কবি কর্ণপূর বলিয়াছেন যে রূপবত্তার দ্বারাই পরব্রহ্মের আবির্ভাব পূর্ণত্ব লাভ করে। ব্রহ্মস্বরূপ নির্বিশেষ ও নিরূপ বলিয়াই অপূর্ণ। কিন্তু পরব্রহ্মের রূপ প্রাকৃত বা প্রকৃতিগুণসম্ভূত নহে।[৬] এই

১। তদেকমেবাখণ্ডানন্দরূপং তত্ত্বং......পরমহংসানাং সাধনবশাৎ তাদাত্ম্যমাপন্নে সত্যামপি তদীয়স্বরূপ-শক্তিবৈচিত্র্যাং তদ্‌গ্রহণাসামর্থ্যে চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্বা তদ্বদেবাবিবিক্ত-শক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে।......এবং চ আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি বিশিষ্টো ভগবান্ ইত্যায়াতম্। তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাব-ত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্। ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাবঃ।
ভগবৎসন্দর্ভ, পৃঃ ৪৯-৫০।

২। পরমাত্মশব্দেন চ সর্বান্তর্যামী পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, পৃঃ ৫।
মায়াবৃত্তিভি র্জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা পরমাত্মা। ঐ, পৃঃ ৮।

৩। উপাসকপুরুষানুভবভেদাচ্চ আবির্ভাবনাম্নো র্ভেদঃ। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ৫৩।

৪। নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।...গুণগুণিভেদনিষেধাৎ স্বরূপাদ্ গুণা ন ভিদ্যন্তে। অতএব জ্ঞানাদীনাং ধর্মাণাং ভগবচ্ছব্দবাচ্যতা স্মর্য্যতে।
গোবিন্দভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩১।

৫। সচ্চিদানন্দবিগ্রহলক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ এব।...সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপত্বে সিদ্ধে বিগ্রহ এবাত্মা আত্মৈব বিগ্রহ ইতি সিদ্ধম্। ততো জীববদ্ দেহিত্বং তস্য ন। ব্রহ্মসংহিতাভাষ্য, পঞ্চমঅধ্যায়, পৃঃ ৪-৫।

৬। পূর্ণং রূপত্বেন নির্বিশেষং তু ব্রহ্ম অপূর্ণং নিরূপম্ ইত্যর্থঃ। চৈতন্যচন্দ্রোদয়, পঞ্চম অঙ্ক, পৃঃ ১২২।
ন তু তদ্রূপং প্রাকৃতম্। ঐ, পৃঃ ১২১।

প্রসঙ্গে শ্রী জীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ভগবদ্রূপকে ইতর জীবের রূপের ন্যায় পঞ্চভূতনিষ্পন্ন মনে করেন তাঁহার বৈষ্ণব সমাজ হইতে নির্বাসিত হওয়া উচিত।[১]

বিষ্ণুপুরাণকে* অনুসরণ করিয়া শ্রী জীব গোস্বামী পরব্রহ্মের তিনটি প্রধান শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন : স্বরূপ শক্তি, মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবশক্তি বা তটস্থ শক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একই পরব্রহ্ম রূপ অধিষ্ঠানে বর্তমান থাকে এবং পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কার্য সম্পাদন করে।[২] তটস্থা শক্তি বা জীব শক্তিই নিখিল জীবের উৎপত্তির উৎস।[৩]

শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ পরব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তির স্থলে দ্বিবিধ শক্তি কল্পনা করিয়াছেন, পরাশক্তি ও স্বরূপ শক্তি। তাহার মতে পরব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির প্রকাশ হইলে তিনি পুরুষোত্তম আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার মতে পরাশক্তি মাধুর্য, ঐশ্বর্য, কারুণ্য, আনন্দ ও জ্ঞান রূপে প্রকটিত হয়। যদিও শক্তিমান হইতে শক্তি পৃথক্ নহে তথাপি গতানুগতিক ভাবে উভয়ের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।[৪]

শ্রী জীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তি তাঁহার সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির একত্র সমাহার। সন্ধিনী শক্তির দ্বারা তিনি নিজে সত্তা লাভ করেন ও অপরকে লাভ করান; সম্বিৎ শক্তির দ্বারা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞান-যুক্ত হন এবং অপরকে জ্ঞানান্বিত করেন। হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা আনন্দস্বরূপ তিনি স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন করেন ও অপরকে আস্বাদন করান।[৫]

ভাগবতের বাণী অনুসরণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মের পূর্ণাবির্ভাবরূপ শ্রীভগবানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তারূপে ধর্ম বর্তমান আছে, অন্য কোন পরব্রহ্মের আবির্ভাবে নাই।[৬]

১। যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্বস্মাদ বহিষ্কার্য্যঃ......। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, পৃঃ ২৫৯।

* বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত পরব্রহ্মের ত্রিবিধশক্তির সংজ্ঞা পৃথক্। ইহারা বিষ্ণুশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ও অবিদ্যাকর্মশক্তি।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

অবশ্য বিষ্ণুশক্তিই শ্রীজীবগোস্বামী কথিত স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি এবং অবিদ্যা-কর্মশক্তিই মায়াশক্তি। সুতরাং ভেদ সংজ্ঞাগত তত্ত্বগত নহে।

২। তচ্চ স্বরূপশক্তি-মায়াশক্তী পরস্পরবিরুদ্ধে তয়োরেব বৃত্তয়ঃ...বহ্ব্যঃ, তথাপি তয়োরেকং নিদানং তদেব। ষট্সন্দর্ভ, পৃঃ ৬১।

৩। তটস্থশক্ত্যাত্মকা জীবঃ। পরমাত্মসন্দর্ভ, পৃঃ ৪৪।

৪। ব্রহ্মসূত্র। গোবিন্দ ভাষ্য, ৩।৩।৪২।

৫। স্বরূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাম্ দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী, তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ, তথাহ্লাদরূপোঽপি যয়াহ্লাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা হ্লাদিনী। ভাগবতসন্দর্ভ, পৃঃ ২৫১।

৬। কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্তালক্ষণো ধর্মঃ সাধ্যতে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, পৃঃ ২৯।

কেহ কেহ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়তত্ত্বরূপপরব্রহ্ম। ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান তাঁহারই ত্রিবিধ আবির্ভাব।[১] যেরূপ এক দীপ হইতে বহু দীপের অগ্নিসংযোগ ঘটিয়া থাকে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্যান্য সকল অবতার নির্গত হইয়াছে।[২] তিনি অবতার নহেন, তিনি স্বয়ং অবতারী। তিনি সর্বজ্ঞ, কৃপালু, স্বতন্ত্র এবং পরমেশ্বর।[৩] তিনি ভক্তবৎসল। ভক্ত যাহা প্রার্থনা করে তিনি তাহাই সম্পাদন করেন। বস্তুত ভক্তের কামনাপূরণ ব্যতীত তাঁহার আর কোন কার্য নাই। তিনি ভক্তের পাপ বিদূরিত করেন এবং তাহার কর্মফলভোগের পূর্বেই তাহাকে উদ্ধার করেন। তিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। তিনি প্রেমস্বরূপ এবং রসময়।

যদিও পরব্রহ্মের সকল শক্তির বিকাশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঘটিয়াছে তথাপি হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশই তাঁহাতে প্রধানভাবে অনুভূত হয়। তাঁহার ভগবত্তার সারই তাঁহার মাধুর্য। এই মাধুর্য নিজ পরিজনকে আস্বাদিত করাইবার জন্য ও তজ্জন্য বিশেষ আনন্দের দ্বারা তাহাদের মোহিত করিবার নিমিত্ত তিনি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নিখিল জগতের দৃষ্টিগোচর হন।[৪] এইরূপে তিনি স্বয়ং অপ্রকটস্বরূপ হইলেও জন্মাদি লীলার মাধ্যমে প্রাকট্য লাভ করেন।[৫] তাঁহার মাধুর্য্য ও আনন্দ স্বরূপের অভিব্যক্তি ঘটে এই লীলায়। সকল লীলার মধ্যে বৃন্দাবনে শ্রীরাধা প্রমুখ গোপীবৃন্দের সহিত প্রেমলীলাই শ্রেষ্ঠ। উহাতে তাঁহার মাধুর্য ও আনন্দ স্বরূপের সর্বোত্তম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। শ্রীরাধা তাঁহার হ্লাদিনী নামক স্বরূপশক্তিস্বরূপিণী[৬] এবং অন্যান্য গোপীগণ শ্রীরাধার অংশভূতা।[৭] সুতরাং শ্রীরাধা প্রমুখ গোপীবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা শক্তির সহিত শক্তিমানের মিলন। শক্তি যখন শক্তিমানের মধ্যে অন্তর্লীন হইয়া থাকে তখন উভয়ের চমৎকারিত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না।

১। তত্ত্বমত্রাদ্বয়জ্ঞানং তদ্ধি কৃষ্ণস্বরূপকম্।
ব্রহ্মাত্মা ভগবাংশ্চেতি রূপাণি ত্রীণি তস্য তু॥ চৈ চ, সংস্কৃত অনুবাদ ১।২।

২। জ্বালাপ্রাপ্তি র্যতো দীপাদ্ দীপানাং বহুশো যথা।
তথা সর্বাবতারাণাং শ্রীকৃষ্ণো হ্যেব কারণম্। চৈ চ, ১।২।

৩। সর্বজ্ঞোঽপি কৃপালুশ্চ স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বরঃ। চৈ চ, ৩।৪।

৪। স্বয়ং ভগবান্ অপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানাম্ আনন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতি। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, পৃঃ ৩৪-৩৫।

৫। য এব কৃষ্ণ স্তত্র তত্র নিত্যমপ্রকটো বিহরতি স এব স্বয়ং জন্মাদিলীলয়া প্রকটো ভবতি। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ৪০৪।

৬। হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়ম্……॥ উজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীরাধাপ্রকরণ, ৬।

৭। চৈঃ চ, ১।৪।

কিন্তু যখন শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক্ রূপে অনুভূত হইয়াও উহার সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিরাজ করে তখনই হয় উভয়ের চমৎকারিত্বের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। পরব্রহ্মস্বরূপে হ্লাদিনী শক্তি অন্তর্লীন থাকায় তাহার মহিমা পৃথক্ ভাবে আস্বাদযোগ্য নহে। বৃন্দাবনে উক্ত শক্তি শ্রীরাধা রূপে পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে আবির্ভূত হওয়ায় তাহার মহিমার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে শক্তির সহিত শক্তিমানের ঐকাত্ম্য সংঘটিত হয়। সেইজন্য শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল মিলনকে পরব্রহ্মস্বরূপের সর্বোত্তম প্রকাশ[১] বলা হইয়া থাকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে ভূতলে শ্রীভগবানের অবতার রূপে আবির্ভাবের হেতু দুষ্টের দমন ও ধর্মাত্মার রক্ষণমাত্র নহে। ইহা বস্তুত গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ হইল স্বকীয় স্বরূপশক্তির বিকাশের দ্বারা নিখিল ভক্তজনের আনন্দ বিধান করা।[২] ইহা অবশ্য অবতার রূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সাধারণ কারণ।

কৃষ্ণরূপে আবির্ভাবের আরও দুইটি কারণ আছে। তাহা হইল—(১) ভক্তের প্রেমের মাধুর্য ও নির্যাস আস্বাদন করা, যাহা অন্য অবতারে সম্ভব নহে এবং (২) ভক্তের চিত্তে রাগমার্গীয় ভক্তি উৎপাদন করা।[৩] গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবের হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া তাঁহারা অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেম আস্বাদন করিয়া এতই তৃপ্ত হইয়াছিলেন যে সেই প্রেমের মহিমা পরিমাপ করিবার জন্য, সেই প্রেমাস্বাদনজনিত স্বকীয় মাধুর্য উপলব্ধি করিবার জন্য এবং তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীরাধার সুখের গভীরতা নির্ণয় করিবার জন্য রাধাভাবসম্বলিত হইয়া তিনি মর্ত ভূমিতে শচীমাতার গর্ভে অবতীর্ণ হন।[৪] সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলিত প্রকাশই শ্রীচৈতন্য।[৫]

আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাগবতোক্ত অংশাবতার ও পূর্ণাবতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি অবতারে যদিও পরব্রহ্ম স্বকীয় স্বরূপেই আবির্ভূত হন তথাপি তাহার ঐশ্বর্য ও শক্তিনিচয়ের আংশিক অভিব্যক্তি ঘটে বলিয়া ইহাদের অংশাবতার বলা হইয়া থাকে। কৃষ্ণরূপে যখন তিনি মর্তে আবির্ভূত হন তখন তাঁহার

১। রাধামাধবরূপেণৈব প্রাদুর্ভাবস্তস্য পরমঃ প্রকাশঃ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, পৃঃ ৫৭৮।

২। ভক্তান্ আনন্দয়িতুং স্বরূপশক্ত্যাবিষ্কারেণৈব নানাবতারান্…প্রকাশয়তি। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ২৭২।

৩। চৈঃ চ, ১।৪

৪। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈব স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত।

৫। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত।

সকল ঐশ্বর্য ও শক্তির পূর্ণতম প্রকাশ ঘটিয়াছিল। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বা স্বয়ং ভগবান বলা হয়।[১]

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের উপর লিখিত স্বীয় গোবিন্দভাষ্যে জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধ (শঙ্করসম্প্রদায়প্রতিষ্ঠিত) অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈত অসম্ভব।[২] অংশুমানের অংশুর ন্যায় জীব ব্রহ্মের অংশ। জীবকে ব্রহ্মের বিচ্ছিন্ন অংশ বলা যায় না কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং বিকারাদির আপত্তি ঘটে। জীব ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম শক্তি-সমন্বিত। ব্রহ্মের শক্তিভূত বলিয়া জীব তাঁহার অংশ স্বরূপ; এবং জীবের ব্রহ্মাংশত্ব হেতু তাহাকে ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট বলা হয়। অংশ ও অংশীর অভেদ সম্বন্ধ সম্ভব নহে। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার্য। এই ভেদ উহাদের নিয়ন্তৃত্ব, নিযম্যত্ব, বিভুত্ব অণুত্ব ইত্যাদি ধর্মের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে।[৩] দণ্ডধারী ও পুরুষ পরস্পর অভিন্ন হইলেও দণ্ডের সহিত পুরুষের ভেদ যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ সেইরূপ শক্তিমান ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও শক্তির সহিত ব্রহ্মের ভেদ অনস্বীকার্য।[৪] সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মের আরাধ্যত্ব ব্যাহত হয়; ফলে ভক্তিমার্গ কল্পনাবিলাসে পর্যবসিত হইয়া যায়।[৫]

জীব ও ব্রহ্মের ভেদসম্বন্ধ যেরূপ সত্য উভয়ের অভেদসম্বন্ধও সেই রূপ সত্য। শ্রী জীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে ব্রহ্মস্বরূপ যদিও এক ও অদ্বিতীয় তথাপি উহা শক্তিরূপে ও শক্তিমদ্রূপে বিরাজ করে।[৬] সুতরাং শক্তিস্বরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও

১। ব্রহ্মসূত্র, গোবিন্দভাষ্য, ২।৩।৪৫।

২। অদ্বৈতং স্বীকারাদজ্ঞাতঞ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ। গো ভাঃ।

৩। পরেশস্যাংশো জীবঃ অংশুরিবাংশুমতঃ তদভিন্নস্তদনুযায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ নানেতি।... স্রষ্টৃসৃজ্যত্বনিয়ন্তৃনিয়ম্যত্বাধারাধেয়ত্বস্বামিদাসত্বপ্রাপ্যপ্রাপ্তৃত্বাদিনানাসম্বন্ধব্যপদেশাৎ। অন্যথা অন্যয়া চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আথর্বণিকা অপ্যধীয়ন্তে। ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা ইতি। ন হ্যেতে ব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সম্ভবেয়ুঃ।......তস্মাৎ তৎসৃজ্যত্বাদি-সম্বন্ধকস্তদভিন্নো জীবস্তদুপসর্জনত্বাৎ তদংশ উচ্যতে। ঐশ্বতঃ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্।......ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তি র্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতি ইতি তদুপসৃষ্টত্বং সুঘটম্। তস্মাদীশাজ্ জীবস্যাস্তি ভেদঃ। স চ নিয়ন্তৃনিয়ম্যত্ববিভুত্বাণুত্বাদিধর্মকৃতত্বেন প্রত্যক্ষগোচরত্বান্নান্যথা-সিদ্ধঃ। গো. ভা, ২।৩।৪১।

৪। লোকে যথা দণ্ডিণঃ পুরুষাভেদেঽপ্যস্তি দণ্ডপুরুষয়োঃ স্বরূপতো ভেদস্তথা শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভেদেঽপি শক্তিব্রহ্মণো সোঽস্তীতি ন ক্ষতিঃ। ঐ, ২।১।১৩।

৫। অথ ভজদ্ভ্যো ভজনীয়স্য ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। ইতরথা স্বাভেদাবভাসে স্বস্মিন্নারাধ্যত্ববুদ্ধেরনুদয়াৎ ভক্তি র্লোপজায়তে। ঐ, ৩।২।১৭।

৬। অথ একমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্বেন চ বিরাজতে। ষট্সন্দর্ভ, পৃঃ ১৮৬।

অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বস্তুতঃ অচিন্ত্য কারণ, তর্কের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠা করা যায় না।[১]

সাধনমার্গ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে ভক্তিই জীবের সংসারমুক্তির প্রধানতম মার্গ। ভগবচ্ছক্তিস্বরূপিণী মায়া কর্তৃক ভগবানের তটস্থশক্তি স্বরূপ জীবের স্বীয় স্বরূপজ্ঞান আবৃত থাকে এবং সত্ত্বরজস্তমোময় জড় প্রকৃতিতে তাহার আত্মভাব রচিত হয়। ইহাই জীবের সংসার।[২] ভক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবচিত্তে যে প্রেমের উদয় হয় তাহা আস্বাদন করিয়াই জীব এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।[৩] শ্রীমদ্ভাগবতে যে পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে[৪] তাহাদের মধ্যে একত্ব বা সাযুজ্য মুক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ঘৃণা করেন। তাহাদের নিকট ইহা অপেক্ষা নরকবাসও অধিক শ্রেয়স্কর। পূর্বোক্ত চারি প্রকার মুক্তি যদি ঈশ্বরসেবার অনুকূল হয় তবেই তাঁহারা তাহাদের মুক্তি-পদবাচ্য মনে করেন।[৫] বস্তুতঃ শাস্ত্রকথিত কোন প্রকার মুক্তির প্রতি তাঁহাদের আসক্তি নাই। তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রীতি যাহার দ্বারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। এই জন্য শ্রী জীব গোস্বামী স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে সর্বপ্রকার অপবর্গ বা মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতিই শ্রেষ্ঠ।[৬] শ্রী রূপ গোস্বামীও বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ সেবা করিয়া চিত্তে যে অখণ্ড পরিতৃপ্তির উদয় হয় তাহা আস্বাদন করিয়া ভক্ত মোক্ষের প্রতি কখনও স্পৃহা অনুভব করেন না।[৭]

শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে অনুপ্রাণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ। অবিদ্যানিবৃত্তি বা ঈশ্বরের সহিত একত্বানুভূতি তাঁহাদের নিকট চরম পুরুষার্থ নহে। উহা যথার্থ মুক্তির সোপান মাত্র। ঈশ্বরের সেবাই যথার্থ মুক্তি। ভক্তির দ্বারা সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষ

১। অচিন্ত্যং তর্কাসহম্। ঐ, পৃঃ ৬৩।
অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের উপর একটি বিশিষ্ট সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্যঃ শ্রীসুধীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, 'Philosophical foundation of Bengal Vaiṣṇavism (কলিকাতা, ১৯৬৯), অধ্যায় ১২, পৃঃ ২৯৯-৩৩৯।

২। তটস্থশক্তিরূপাণাং চিদেকরসানামপ্যনাদিপরতত্ত্বজ্ঞানসংসর্গাভাবময়তদ্বৈমুখ্যেন লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃত-স্বরূপজ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্বরজস্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্মভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ৩।

৩। চৈঃ চ, ২।২০।

৪। সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভাগবত, ৩।২৯।১৩।

৫। চৈঃ চ, ২।৬।

৬। অস্ত্যেব ভগবৎপ্রীতেঃ সর্বস্মাদপ্যপবর্গাদুপাদেয়ত্বম্। ষট্সন্দর্ভ, পৃঃ ৭০৪।

৭। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসা।
এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাপি স্পৃহা ভবেৎ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ববিভাগ, ২।১৩।

লাভ করিয়া ভক্ত অপ্রাকৃত বপু্ ধারণ করে এবং পার্ষদরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে থাকে।[১] এই সেবাজন্য যে আনন্দ তাহার তুলনা নাই। মুক্তির আনন্দ ইহার বিন্দুতুল্য। ইহাকে শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ 'পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়াছেন।[২] সুতরাং এই পুরুষার্থ যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট সংসারবিলয়রূপ মুক্তির স্থান কোথায়? এইরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে মুক্তির তিনটি স্তর নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতির উদয়ে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি বা জীবন্মুক্তি প্রথম স্তর। শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব প্রাপ্তি দ্বিতীয় স্তর এবং নিত্য পার্ষদরূপে নিত্য ভজনানন্দাস্বাদন তৃতীয় বা চরম স্তর। ইহা নিত্যমুক্তি,[৩] অর্থাৎ এই দশায় উপনীত ভক্তের সংসারবন্ধনের আশঙ্কা নাই।

যদিও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্মকে মোক্ষপ্রাপ্তির অন্যতম মার্গরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তির ন্যায় ইহাদের উপাদেয়তা স্বীকার করা হয় নাই। ইহাতে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মুক্তির একমাত্র মার্গ ভক্তি, জ্ঞান বা কর্ম নহে। জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপ পরব্রহ্মের আংশিক প্রকাশকে অনুভব করা যায়;[৪] তাঁহার পূর্ণ প্রকাশরূপ ভগবৎরূপ কেবল ভক্তির দ্বারাই গ্রহণযোগ্য।[৫] ইহার কারণ, শ্রীভগবান প্রেমময়[৬] বলিয়া প্রেমাধীন।[৭] ভক্ত প্রেমরঞ্জিত দৃষ্টিতে সদা স্বহৃদয়ে শ্রীভগবানের পরম মধুর মূর্ত্তি অবলোকন করেন।[৮] প্রেমহীন ব্যক্তিতে ভগবানের সম্যক্ অভিব্যক্তি হয় না, আভাস মাত্র হইয়া থাকে। এইজন্য পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও ভগবান প্রেমহীন ব্যক্তির নিকট দারুণ রূপে প্রতীয়মান হন।[৯] শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সাধনমার্গরূপে জ্ঞান হইতে ভক্তির আপেক্ষিক উৎকর্ষ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যেরূপ অরসজ্ঞ কাক তিক্ত নিম্বফল ভোজন করে এবং রসিক কোকিল সুমধুর চুতমঞ্জরী ভক্ষণ করে সেইরূপ ভাগ্যহত জ্ঞানী নীরস আস্বাদন করেন ও ভাগ্যবান্ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেমামৃত আকণ্ঠ পান করিয়া থাকেন।[১০] ভক্তির দ্বারা কেবলমাত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় না

১। মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ৭০৩।

২। চৈঃ চ, ১।৭।

৩। প্রকটোদয়মাত্রৈভ্যাব ভক্ত্যাথোঽপবর্গে জীবন্মুক্তাঃ। প্রাপ্তায়াং ভগবৎপার্ষদতায়াং পরমমুক্তাঃ। নিত্যপার্ষদাস্তু নিত্যমুক্তাঃ। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ৭২৭।

৪। চৈঃ চ, ১।২।

৫। তচ্চ ত্রিধাবির্ভাবযুক্তং তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সাক্ষাৎক্রিয়তে। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ১৭।

৬। চৈঃ চ, ১।৪।

৭। সোঽপি প্রেমবশঃ। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ৬১।

৮। প্রেমাঞ্জনস্ফুরিতবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ১৭১।

৯। প্রেমনিহীনেষু ত্বাভাসরূপেণৈব ব্যক্তিঃ।......অতএব পরমানন্দাদিরূপস্য তস্য দারুণত্বাদিনাবভাসঃ। গোঃ ভাঃ, ৩।২।২৭।

১০। চৈঃ চ, ২।৮।

ভক্ত আপনাকে ভগবানের দাস, সখা, জননী বা কান্তাতে পরিণত করিয়া বিশেষ বিশেষ রূপে তাঁহার সেবা করেন।[১] জ্ঞান বা কর্মের দ্বারা ইহা সম্ভব নহে।

ভক্তির স্বরূপ প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ যে কথা বলিয়াছেন তাহার তুলনা অন্যত্র বিরল। তাহাদের মতে ভক্তি প্রীতিস্বরূপ বলিয়া যদিও ভক্তনিষ্ঠ তথাপি ইহা লৌকিক প্রীতির ন্যায় ভক্তের আন্তরধর্ম নহে। ইহার উৎস স্বয়ং শ্রীভগবান। শ্রীভগবানের সকল শক্তির সারভূতা যে হ্লাদিনী নামক মহাশক্তি তাহারই সাররূপ বৃত্তি-বিশেষ ভক্তি। সুতরাং ভক্তি ভক্তচিত্তে বর্তমান থাকিলেও দিব্যস্বভাবাপন্ন।[২] বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে ভক্তি শুধু হ্লাদিনী শক্তির সাররূপ নহে; ইহা হ্লাদিনীর সারসংযুক্ত সম্বিচ্ছক্তিস্বরূপ।[৩] অন্যথা জ্ঞানানন্দরূপ শ্রীভগবানকে ভক্তির দ্বারা বশীভূত করা যাইত না। যদিও ভক্তি ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ তথাপি ভক্তচিত্তে ইহার স্থিতি বিষয়ে কোন অসঙ্গতির আশঙ্কা নাই। কারণ, শ্রী জীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে ভগবান ভক্তিকে স্বীয় অংশ রূপ জীবে বা ভক্তে অর্পণ করেন। এইরূপে ভক্তি সর্বদা ভক্ত ও ভগবান এই উভয়নিষ্ঠ হইয়া বিরাজ করে।[৪] এই জন্যই ভগবান স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও ভক্তচিত্তে আহিত হ্লাদিনীর নির্য্যাসরূপ ভক্তির দ্বারা আহ্লাদ অনুভব করেন।[৫] ভক্তি লৌকিক রতি হইতে ভিন্ন বলিয়া লৌকিক রতি যখন স্বল্প আনন্দ দান করে, ভক্তি পরমানন্দ সৃষ্টি করে যাহা উৎকর্ষে লৌকিক জগতের সকল প্রকার আনন্দকে অতিক্রম করিয়া যায়।[৬] এমনকি মোক্ষপ্রাপ্ত যোগী যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন তাঁহাও ভক্তিজন্য আনন্দ হইতে তুচ্ছ।[৭] ভক্তি এইরূপ অতুলনীয় ও অপরিসীম। ইহা আনন্দের উৎস মাত্র নহে, তাদৃশ আনন্দস্বরূপ। এইজন্য ভক্তির উন্মেষে অন্য কোন হেতু থাকে না এবং ইহা অন্য কোন ফল লাভের জন্য নিয়োজিত হয় না। এই অখণ্ডানন্দাত্মিকা ভক্তি যখন ভক্তচিত্তে উদিত হয় তখন অশেষ আনন্দের প্রবাহে তাহার চিত্ত নিরন্তর প্লাবিত হইতে থাকে। পার্থিব কোন সুখ বা দুঃখ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না এবং রূপরসগন্ধময়

১। সৈব খলু প্রীতিঃ ভগবৎস্বভাববিশেষাবির্ভাবযোগম্ উপলভ্য কশ্চিদ্ অনুগ্রাহ্যত্বেনাভিমানয়তি, কশ্চিদ্ অনুকম্পিত্বেন, কশ্চিন্ মিত্রত্বেন, কশ্চিৎ প্রিয়াত্বেন বা। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ৭৩৪-৫।

২। পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ২৭৪।

৩। হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদ্রূপা ভক্তিঃ।...ইতরথা ভগবদ্‌বশীকারহেতুরসৌ ন স্যাৎ। গোবিন্দভাষ্য, ৩।৪-১২।

৪। ভক্তি র্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্বদা তিষ্ঠতি। ষট্‌সন্দর্ভ, পৃঃ ২৭৪।

৫। তৎসর্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতি। অতএব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তিপ্রীণনীয়ত্বমেব। ঐ, পৃঃ ২০৭।

৬। সর্বানন্দাতিক্রমলিঙ্গেন পরমানন্দস্বরূপাসৌ ভক্তিঃ। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ২৮৮।

৭। ভগবৎপ্রীতৌ তু...অশেষসুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাদ্ অধিকতমঞ্চ প্রতিপাদিতম্। ঐ, পৃঃ ১১।

পৃথিবীর কোন আকর্ষণ তাহাকে ভক্তির পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। ভক্তি-মন্দাকিনীর উজ্জ্বল প্রবাহে সে আপনাকে সমর্পণ করে।[১]

শ্রী জীব গোস্বামী ভক্তির একাধিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) ভক্তি পরমশ্রেয়স্কর ও পবিত্রতাবিধায়ক; (২) ইহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপের বিনাশ-কারী; (৩) ভক্তিতে বাসনা ইত্যাদির নাশ হয়; (৪) ইহা সকলের প্রীতিবিধান করে; (৫) অন্য সকল মোক্ষসাধন ইহার নিকট হেয়রূপে প্রতিভাত হয়; (৬) ইহা গুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের প্রভাবে ইহা প্রভাবিত হয় না; (৭) ইহা স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ ইহা উদয়ের জন্য অন্য জ্ঞানাদির অপেক্ষা করে না; (৮) ইহা পরমসুখস্বরূপ; (৯) ইহার স্পর্শে ক্ষুদ্র বস্তুও শ্রীভগবানের পরিতোষের নিমিত্ত হয় ইত্যাদি।[২] শ্রী জীব গোস্বামীর মতে ভক্তি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও ঈশ্বরের কৃপার উপর ইহার উদয় নির্ভর করে। কারণ, ঈশ্বরের কৃপা না হইলে জীবচিত্ত ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয় না[৩] এবং সেই রূপ চিত্তে ভক্তির উদয়ও সম্ভব নহে। সাধারণ জীব সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারে না। সাধু ও ধর্মাত্মা ব্যক্তি ভগবৎকৃপার আস্পদ। এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিলে অথবা এইরূপ ব্যক্তির কৃপা লাভ করিলে সাধারণ জীব ঈশ্বরের কৃপার অধিকারী হইতে পারে।[৪]

ভক্তির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অভিমত পূর্ব্বে 'ভক্তি ভাবের প্রকারভেদ' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরায় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।[৫]

১। স্বত এব সুখরূপত্বাৎ অহেতুকী ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা অপ্রতিহতা তদুপরিসুখদুঃখাদিপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুম্ অশক্তা চ। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ ১২।

২। ভক্তিসন্দর্ভ, পৃঃ. ১৭৬-২০৬।

৩। ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণম্। ঐ, পৃঃ ৩০০।

৪। যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ত্ততে সা সৎসঙ্গেনৈব বা সৎকৃপাবাহনেনৈব বা জীবান্তরে সংক্রমতে। ঐ, পৃঃ ৩০১।

৫। এই অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশের আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য:

যদুনাথ সিংহ, A History of Indian philosophy, (Calcutta, 1952).

রাধাকৃষ্ণন, Indian philosophy, II, (London, 1958. Eighth imperssion).

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, A History of Indian Philosophy II & III, (Cambridge, 1952).

টি. এম. পি. মহাদেবন, The philosophy of Advaita. (Madras, 1957).

S, S. Raghavachar. সম্পাদিত, শ্রীমদ্বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, মধ্বাচার্য্যকৃত, (Mangalore, 1959).

K, Narain, A Critique of Madhva refutation of the Śaṇkara school of Vedānta (Allahabad, 1964).

Svāmi Pratyagatmananda Saraswati, The fundamentals of Vedānta philosophy, (Madras, 1961).

P. M. Modi, Critique of the Brahmasūtra, pt. I, (Bhavnagar, 1943).

Bharatan Kumarappa, The Hindu conception of the Deity as culminating in Rāmānuja, (London, 1934).

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য অধ্যায়ে বেদান্তদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচিত হয় নাই। যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা দিগ্দর্শন মাত্র। ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে যতদূর সম্ভব তত্ত্বসমূহের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে একটী একটী বিষয়ের উপর অতি দীর্ঘ শাস্ত্রচর্চা প্রয়োজন। তাহা এই গ্রন্থের পক্ষে অনুপযোগী।

Umesh Misra, Nimbarka school of Vedānta, (University of Allahabad Studies, Allahabad, 1940).

P. N. Srinivasachari, The philosophy of Bhadābheda, (Adyar, 1950).

P. N. Srinivasachari, The philosophy of Viśiṣṭādvaita, (Adyar, 1946).

Rama Bose (Choudhury), Vedant-Pārijāta-Saurabha of Nimbarka and Vedānta-kaustubha of Śrīnivāsa, I & II, (Calcutta, 1940-41).

B. N. K. Sharma, A History of Dvaita School of Vedānta and its literature, I, (Bombay, 1960).

Krishna Dutta Bharadvaj, The Philosophy of Ranānaja, (Delhi, 1958).

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, বৈষ্ণব দর্শন, ১-৫ (কলিকাতা, ১৯৫৭-১৯৬০)।

ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, সম্পাদিত, সারসংগ্রহ, (কলিকাতা, ১৯৪৯)।

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ১-২ (কলিকাতা, ১৩৭২-৭৩)।

শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতাদর্শন। (কলিকাতা, ১৯৬৬)।

Sudhindra Chandra Chakravarti, Philosophical foundation of Bengal Vaiṣṇavism, (Calcutta, 1969).

Suzanue Siauve, La Doctrine De Madhva. (Pondichary, 1968).

K. Narain, An outline of Madhva Philosophy, (Allahabad, 1962).

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিবাদের অভ্যুদয় ও ক্রমবিবর্তন

ভক্তিপ্রধান দেশ এই ভারতবর্ষ। এ দেশের প্রতি নরনারীর ধমনীতে শোনিত-স্রোতের সহিত যুগ যুগ ধরিয়া ভক্তির ধারা প্রবাহিত। ইহা কাহারও মধ্যে পার্থিব ভোগবাসনার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে কাহারও মধ্যে বা সকল বাসনাকে অবদমিত করিয়া অত্যুজ্জ্বল মহিমায় সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই যে ঈশ্বরকে অতি সহজে লাভ করা যায় এ কথা কবির কাব্যে, বাউলের সঙ্গীতে, দার্শনিকের দর্শনতত্ত্বে সর্বত্র ঘোষিত হইয়াছে। যুগ হইতে যুগে বিভিন্ন শাস্ত্র ও দর্শনের প্রভাবে ভক্তি স্থূল উপাসনা পদ্ধতি হইতে ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রীতিরূপ আন্তরবৃত্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে এবং ক্রমে শৃঙ্গারাদির ন্যায় রসে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ভক্তিবাদের প্রথম আবির্ভাব কবে হইয়াছিল তাহা নিঃসংশয় ভাবে বলা যায় না। অনেকে মনে করেন খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে ভারতে ভক্তিবাদের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে মহাভারতের শান্তিপর্বের[১] শ্বেতদ্বীপবৃত্তান্ত প্রাচীনকালে ভারতের সহিত প্রতীচ্যের সম্বন্ধ সূচিত করে। এই সম্বন্ধ হেতু প্রতীচ্যের ধর্মের প্রভাবে ভারতে কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভগবৎপ্রীতি বা ভক্তিবাদের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু এই অভিমত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় জগতের বহু পণ্ডিত স্বীকার করিতে চাহেন না। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Barth ভক্তিবাদের অভ্যুদয়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন :

"This Bhakti is applicable as a native fact which was quite capable of realising itself in India as it has done elsewhere in its own time and independently of all Christian influence."[২]

শ্রদ্ধেয় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে ভারতীয় ভক্তিবাদে অনার্য ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয় কারণ, আর্য ঋষিগণ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারাই দেবতার তৃপ্তি বিধান করিতেন, ভক্তি দ্বারা নহে—"The Vedic Aryans tried to please Viṣṇu and other gods by means of sacrifice, but this sacrificial religion was fundamentally different from the later religion characterised by Bhakti (devotion of a faithful to God) and Prasāda (God's grace to the

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৬ অধ্যায়।
২। Religions of India, 221.

faithful). We have reason to believe that the conception of devotion and grace was borrowed from non-Aryan religious thought."[১]

ভক্তিবাদ যে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা পাণিনির "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্" সূত্র হইতে অনুমান করা যায়। এই সূত্রানুসারে বাসুদেবের প্রতি ভক্তি যাহার আছে এবং অর্জুনের প্রতি ভক্তি যাহার আছে, এই অর্থে বাসুদেব ও অর্জুন শব্দে বুন্ প্রত্যয়ের যোগে বাসুদেবক ও অর্জুনক পদের উৎপত্তি হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হেম রায়চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন: "Since Pāṇini probably flourished in the 5th century B. C., the Bhāgavata (Vāsudevaka) sect must have arisen before that time......'anurakti' for one who...is identified with Viṣṇu-Nārāyaṇa as early as the Taittirīya Āraṇyaka (X. 1.6) and receives the epithets Bhāgavat and Deva-deva in records of the second century B. C. is hardly distinguishable from Bhakti in the religious sense as defined by Śāṇḍilya."[২]

খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগে সম্রাট অশোকের সময়ে যে ভারতে ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রী দীনেশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের এইরূপ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"That the idea of religious adoration for a leader of thought was not unknown in the days of Aśoka (272-239 B. C.) is indicated by the Rummindeī Inscription (Select Inscriptions, I, p. 70), according to which the Buddhist king went in person to, and offered worship at the birth-place of Śākya-muni Buddha styled the Bhagavat (the holiest and most worshipful one). Reference may also be made in this connection to the enshrinement of Buddha's relics for worship, referred to in early Buddhist literature as well as in records dating from the time of Indo-Greek king Menander, to the implication of Bhakti in the sense of of religious adoration, in the stanzas of the Therīgāthā and to the representation of some cult-deities of the Brahmanical pantheon, on the pre-Christian coins of India."[৩]

১। 'Early History of Vaiṣṇavism' in *Cultural Heritage of India.,'* Vol, IV, পৃঃ ১১১।

২। Materials for the study of the early history of the Vaiṣṇava sect, 30.

৩। 'Early History of Vaiṣṇavism' in *Cultural Heritage of India.* Vol. IV, পৃঃ ১১২-১১৩।

ভক্তিবাদের প্রাচীনতম উৎস ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি, যদিও ভগবৎপ্রীতি অর্থে ভক্তি শব্দের প্রয়োগে উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রগুলিতে মানবের সহিত ঈশ্বরের প্রেমের সম্পর্ক ধ্বনিত হইয়াছে যাহা ভক্তিতত্ত্বের মূল উপাদান। অগ্নি উপাসকের গৃহের পুরোহিত যিনি তাহার মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করেন।[১] অগ্নি কখনও উপাসকের নিকট পুত্ররূপে[২] প্রতীত হন, কখনও বা পিতার ন্যায় উপাসকের ঈপ্সিত বস্তু দান করেন।[৩] ইন্দ্র উপাসকের গৃহে সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন করেন;[৪] তিনি উপাসকের অতি প্রিয়জন যেমন নারীর নিকট তাহার পতি।[৫] বাত দেবতা উপাসকের নিকট পিতা ও ভ্রাতা।[৬] ইন্দ্র উপাসকের নিকট প্রিয় সখা যিনি সখার ইচ্ছা পূরণের জন্য গাভী বা অশ্বের মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন।[৭] এই সকল মন্ত্রগুলিতে এবং এইরূপ আরও অনেক মন্ত্রে দেবতার সহিত উপাসকের যে স্নেহ ও প্রেমের সম্বন্ধ ধ্বনিত হইয়াছে তাহা ভগবদ্‌ভক্তি-মূলক গ্রন্থে বর্ণিত দেবতার সহিত মানবের প্রীতি সম্পর্ক হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে। ভক্তের নিকট ভগবান কেবলমাত্র বন্দনীয় নহেন। তিনি ভক্তের প্রেমের আস্পদ। ভগবানের সহিত ভক্তের সম্পর্ক স্নেহের বা প্রীতির, ইহা পূর্ব অধ্যায় গুলিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি দেবতার সহিত মানবের প্রীতির সম্পর্ক সূচিত করিয়া ভক্তিবাদের পরিপোষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ভক্তিবাদ ভারতীয় মনীষিগণের নিজস্ব সৃষ্টি, অভারতীয় কোন তত্ত্বের প্রভাব ইহাতে নাই।

উপনিষদে ভক্তিবাদ উপেক্ষিত হয় নাই, যদিও অধিকাংশ উপনিষদে জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য দেখা যায়। অনেকের মতে উপনিষদই ভক্তিবাদের মূল উৎস। তাঁহারা মনে করেন, যখন মানবের চিত্ত বহু দেবতার মধ্য হইতে কোন এক বিশেষ দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অভিনিবিষ্ট হয় এবং অনুক্ষণ সেই দেবতার ধ্যান করিতে করিতে স্বীয় ব্যক্তিসত্তা বিস্মৃত হইয়া দেবতার সহিত একাত্মতা লাভ করে ও নিখিল বিশ্বকে দেবতাময়-রূপে প্রত্যক্ষ করে তখন তাহার ভাবোদ্বেলিত চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিই ভক্তি। এই জন্যই একদেবতাত্মক উপনিষদে ভক্তিবাদের অভ্যুদয়ের অনুকূল, বহুদেবতাত্মক ঋক্‌সংহিতা

১। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। ঋগ্বেদ, ১।১।১।
২। ত্বং পুত্রো ভবসি যস্তেঽবিধৎ। ঐ, ২।১।৯।
৩। স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। ঐ, ১।১।৯।
৪। অসৌ য এষি বীরক গৃহং গৃহং বিচাকসৎ।
ইমং জম্ভসুতং পিব ধানাবন্তং করম্ভিনং অপূপবন্তম্ উক্‌থিনম্। ঐ, ৮।৯১।২।
৫। অচ্ছা ম ইন্দ্রং মতয়ঃ স্বর্বিদঃ সধ্রীচী র্বিশ্বা উশতীরনূষত। পরিষ্বজং তে জনয়ো যথা পতিং মর্যং ন শুন্ধ্যুং মঘবানমূতয়ে। ঐ, ১০।৪৩।১।
৬। উত বাত পিতাসি ন উত ভ্রাতোত নঃ সখা। ঐ, ১০।১৮৬।২।
৭। দুণাশং সখ্যং তব গৌরসি বীর গব্যতে অশ্বোঽশ্বায়তে ভব। ঐ, ৬।৪৫।২৬।

নহে।[১] এই মতের যথার্থতা সন্দেহাধীন কারণ ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি যে ভক্তিবাদের অনুকূল তাহা উপরে আলোচিত হইয়াছে। ভক্তিবাদের অভ্যুদয়ের প্রতি উপনিষদের উপাসনাকাণ্ডের[২] দান অনস্বীকার্য। শ্রদ্ধেয় ভাণ্ডারকর মহাশয় ইহাকে ভক্তিবাদের মূল কারণ বলিয়া মনে করেন।[৩] ভক্তিশব্দের প্রথম প্রয়োগ হইয়াছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্রে। যথা ঃ

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (৬।২৩)

এস্থলে ভক্তিশব্দের অর্থ সেবা বা আনুগত্য। কৈবল্য, গোলাপতাপনী প্রভৃতি কয়েকটি উপনিষদে ভক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদ্, মুণ্ডকোপনিষদ্[৪] ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে[৫] ভগবৎপ্রসাদের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। সকল ভক্তিবাদী আচার্যগণ বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ভগবৎপ্রসাদকে ঈপ্সিতার্থলাভের পক্ষে অপরিহার্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

ভক্তিতত্ত্ব ক্রমবিকাশ লাভ করে মহাভারত ও পুরাণে। যদিও মহাভারতের অধিকাংশই ঐহিক জীবনের কাহিনী লইয়া গঠিত তথাপি শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব ও অন্যান্য পর্বের স্থানে স্থানে ভক্তিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অনুশাসন পর্বে অম্বা মহাদেবের স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন যে হরভক্তি ব্যতীত দুঃখক্ষয় সম্ভব নহে। হরভক্তির দ্বারাই সংসার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

মা বাহনীশ্বর ভক্তো ভবানি ভবনেঽপি শক্রস্য।
বায়্বম্বুভজোঽপি সতো নরস্য দুঃখক্ষয়ঃ কুতস্তস্য।
ভবতি হি সুরাসুরগুরৌ যস্য ন বিশ্বেশ্বরে ভক্তিঃ॥
অলমন্যাভিস্তেষাং কথাভিরপ্যন্যধর্মযুক্তাভিঃ।
যেষাং ন ক্ষণমপি রুচিতো হরচরণস্মরণবিচ্ছেদঃ॥

১। 'It has often been maintained in accordance with the later theories on the subject that Bhakti is essentially a monotheistic attitude of the religious sense and from this it has been presumed that we can expect to come across the idea until religious speculation arrives at monotheistic stage and that such a stage did not come till we come to the Upaniṣads. It has also been stated that the spirit of Bhakti is not realised until the devotee in a mystic way, realises his fundamental unity with the deity and therefore true Bhakti implies a monistic view of the world.'
মৃণাল দাশগুপ্ত রচিত 'Sraddhā and Bhakti in Vedic literature'.
Indian Historical Quarterly, VI, ৩৩১।

২। ছান্দোগ্য উপঃ, ২।২-২০ ; ৭।১-১৪ ; বৃহ উপঃ, ৪।১।

৩। Vaiṣṇavism, Śaivism and minor religious systems, ২৮।

৪। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডক, ৩।২।৩।

৫। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমাত্মানম্॥ শ্বেতা, ৩।২০।

হরচরণনিরতমতিনা ভবিতব্যমনার্জবং যুগং প্রাপ্য।
সংসারভয়ং ন ভবতি হরভক্তিরসায়ণং পীত্বা ॥ (অনু. পর্ব, ১৪।১৮২-১৮৪।)

মহাভারতে ভক্ত ও দেবতা গ্রহীতা ও দাতা। দেবতা ভক্তের ভক্তিতে প্রীতি লাভ করিয়া বর দান করিতে ইচ্ছা করেন :

অনয়া চৈব ভক্ত্যা তে অত্যর্থং প্রীতিমানহম্।
তস্মাৎ সর্বান্ দদাম্যদ্য কামাংস্তব যথেপ্সিতান্ ॥ (অনু, ১৪।২৪০।)

মহাভারতের দেবতা সদাই ভক্তকে অনুগ্রহ করিতে তৎপর :

ভক্তানুগ্রহকৃদ্ দেবো যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ (অনু, ১৬।২৮।)

ভাগবতের ভক্ত চাহেন ঈশ্বরের সান্নিধ্য, মহাভারতের ভক্ত চাহেন মোক্ষলাভ :

কামার্থী বরয়ামি সংযতমনা মোক্ষায় সদ্য শিবম্ ॥ (অনু, ১৪।২২৯।)

অনুশাসন পর্বের দানধর্ম পর্বাংশের ১৪৯তম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ভগবদ্ভক্তির ফল নির্দেশিত হইয়াছে :

ইতীদং কীর্তনীয়স্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
নাম্না সহস্রং দিব্যানামশেষেণ প্রকীর্তিতম্ ॥ ১২১
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চাপি পরিকীর্তয়েৎ।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ সোঽমুত্রেহ চ মানবঃ ॥ ১২২
বেদান্তগো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৩
ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ ধর্মম্ অর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ।
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী প্রজার্থী প্রাপ্নুয়াৎ প্রজাঃ ॥ ১২৪
ভক্তিমান্যঃ সদোত্থায় শুচিস্তদ্গতমানসঃ।
সহস্রং বাসুদেবস্য নাম্নামেতৎ প্রকীর্তয়েৎ ॥ ১২৫
যশঃ প্রাপ্নোতি বিপুলং জ্ঞাতিপ্রাধান্যমেব চ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ১২৬
ন ভয়ং ক্বচিদাপ্নোতি বীর্যং তেজশ্চ বিন্দতি।
ভবত্যরোগো দ্যুতিমান্ বলরূপগুণান্বিতঃ ॥ ১২৭
রোগার্তো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যতে বন্ধনাৎ।
ভয়ান্মুচ্যতে ভীতস্তু মুচ্যেদাপন্ন আপদঃ ॥ ১২৮
দুর্গাণ্যতিতরত্যাশু পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
স্তুবন্ নামসহস্রেন নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ১২৯
বাসুদেবাশ্রেয়ো মর্ত্যো বাসুদেবপরায়ণঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৩০

ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নৈবোপজায়তে ॥ ১৩১। (অনুশাসন পর্ব।)

শান্তি পর্বের মোক্ষধর্ম পর্বাংশের প্রথম দিকে জ্ঞানকে ঈশ্বর প্রাপ্তির পন্থা বলা হইয়াছে—

মৃগৈর্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা।

গজানাং চ গজৈরেব জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে ॥

অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ পশ্যতীহ হি নঃ শ্রুতম্।

তদ্বন্মূর্তিষু মূর্তিস্থং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্যতি ॥ (শান্তি পর্ব, ২০৩।১২-১৩)।

উক্ত পর্বাংশের শেষের দিকে জ্ঞান ও ভক্তির সম প্রাধান্য দেখা যায়:

ঋতে দেবপ্রসাদাদ্বা রাজন্ জ্ঞানাগমেন বা।

গহনং হ্যেতদাখ্যানং ব্যাখ্যাতব্যং তবারিহন্ ॥ (শান্তি পর্ব, ৩৩৪।৬)।

কয়েকটি শ্লোক পরে কেবল ভক্তিকেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির মার্গরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে:

তং বেদাশ্চাশ্রমশ্চৈব নানাগতসমাস্থিতাঃ।

ভক্ত্যা সংপূজয়ন্ত্যাশু গতিং চৈষাং দদাতি সঃ ॥

যে তু তদ্ভাবিতা লোকে হ্যেকান্তিত্বং সমাস্থিতাঃ।

এতদভ্যধিকং তেষাং যত্তে তং প্রবিশন্ত্যত ॥ (শান্তি, ৩৩৪।৪৩-৪৪)।

ভক্তির দ্বারা মানব তাহার ঈপ্সিতার্থ লাভ করিতে পারে:

সর্বভাবেন ভক্তঃ স দেবদেবং জনার্দনম্।

অনাদিমধ্যনিধনং লোককর্তারমব্যয়ম্ ॥

তস্য নারায়ণে ভক্তিং বহতোঽমিত্রকর্ষিণঃ।

একশয্যাসনং দেবো দত্তবান্ দেবরাট্ স্বয়ম্ ॥

আত্মরাজ্যং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথা।

যৎ তদ্ভাগবতং সর্বমিতি তৎপ্রোক্ষিতং সদা ॥ (শান্তি, ২৩৫।২১-২৩)।

ভক্তই ঈশ্বরের প্রীতির আস্পদ, ঈশ্বর প্রীতি পুর্বক ভক্তকে স্বরূপ দর্শন করান—

নাস্য ভক্তাৎ প্রিয়তরো লোকে কশ্চন বিদ্যতে।

ততঃ স্বয়ং দর্শিতবান্ স্বমাত্মানং দ্বিজোত্তম। (শান্তি, ৩৩৪।৩।)

মহাভারতে ভক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির মার্গ বলা হইলেও উহা জ্ঞানের অঙ্গ স্বরূপ। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—'তথা চ জ্ঞানস্যৈব প্রাকরণিকত্বাৎ তৎপ্রকরণে পঠিতা ভক্তিস্তদঙ্গভাবং ভজত ইতি ভাবঃ। তথা চোক্তং ভগবতা, 'ভক্ত্যা মামভিজানাতী'তি। শ্রুতিরপি 'যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি ভক্তের্জ্ঞানাঙ্গত্বং দর্শয়তি।' (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৫৭।২৩ শ্লোকের টীকা)।

ভক্তিতত্ত্ব চরম প্রকর্ষ প্রাপ্ত হয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়। গীতায় ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ত্রিবিধ মার্গ নির্দেশিত হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। এই মার্গত্রিতয়ের মধ্যে ভক্তিমার্গই

প্রধান, জ্ঞান ও কর্ম উহার সহায়ক। বস্তুতঃ জ্ঞান ও কর্মের স্তম্ভের উপর ভক্তিতত্ত্বের সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। গীতার বহুস্থলে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। ভক্তিমান্ ব্যক্তি সর্ব প্রকার যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঃ

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (গীতা, ৬:৪৭)

ভক্তিপূর্বক ভক্ত যাহা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেন ঈশ্বর তাহা আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করেন ঃ

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মাং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ (ঐ, ৯।২৬)

গীতায় ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ স্নেহের, প্রেমের। তাই ভক্ত ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে বিমোহিত হইয়া থাকিতে চাহে না। ভগবানকে প্রেমময় অন্তরঙ্গ জনরূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহে। অর্জুন শ্রীবাসুদেবের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিমোহিত হইয়া পড়েন। তিনি একাগ্র চিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন ঃ

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ (ঐ, ১১।৪৪-৪৫)

জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় কিন্তু সে জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নহে। কারণ, জ্ঞান ভগবানের ভগবত্তাকে প্রত্যক্ষ করায়, তাঁহার রসস্বরূপতাকে নহে। রসস্বরূপতাই ভগবানের যথার্থ স্বরূপ। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন 'রসো বৈ সঃ'। এই রসস্বরূপতাকে জানিলে ঈশ্বরকে যথার্থভাবে জানা যায়। এই রসস্বরূপতা অবিমিশ্রা পরম শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ (ঐ, ১৮।৫৫)

গীতায় ভক্তি শুধু ভজন বা সেবা নহে, একান্তভাবে সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ইহাই একান্তিভাব। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যমি মা শুচঃ। (ঐ, ১৮।৬৫-৬৬)

দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে ঈশ্বরের প্রিয়তম ভক্তের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ (ঐ, ১২।১৩—২০)

হরিবংশের প্রধান উপজীব্য হরি ভক্তি। ভক্তে রজীবনে হরিভক্তির প্রভাব বিভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ভক্তিবাদের ক্রমবিকাশের প্রতি পুরাণ গ্রন্থগুলির দান অতুলনীয়। এই সকল গ্রন্থে বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়া মূর্তিপূজা ও ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[১] কূর্মপুরাণের ঈশ্বর গীতা অংশে বলা হইয়াছে যে যিনি সকল প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন তিনিই ঈশ্বরের প্রীতির আস্পদ হ'ন।[২] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ভক্তিকে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র মার্গ ঘোষণা করিয়া[৩] বলিয়াছেন যে ভক্তির দ্বারা মানব যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ব্রত আচরণ ও বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের ফল লাভ করিতে পারে[৪] এবং

১। Dr. রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন : 'In religion we find a clear departure from Vedic worship consisting of prayer and worship to image worshisp and Bhakti.'
Indian Philosophy, II. ৬৬২।

২। সর্বারম্ভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ। ঈশ্বরগীতা, কূর্মপুরাণ, ১১ অধ্যায়, পৃঃ ৫১০।

৩। দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং নরো ভক্ত্যা মোক্ষমাপ্নোতি দুর্লভম্॥ ব্রহ্মবৈবর্ত, ৫৮।৫১।

৪। ঐ, ৫৮, ৪৪ ৫০।

ভক্তিহীন ব্যক্তিকে নরকবাস করিতে হয়[১]। গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে একনিষ্ঠ ভক্ত সশরীরে পরম পদরূপ শ্রীবিষ্ণুর চরণ প্রাপ্ত হন।[২]

ভক্তিতত্ত্বের দুইটি দিক—সাধনাঙ্গস্বরূপ ও রসস্বরূপ—উভয়ই পুরাণগ্রন্থগুলিতে সুপরিস্ফুট। পদ্ম,[৩] ব্রহ্মবৈবর্ত,[৪] গরুড়,[৫] বিষ্ণু[৬] প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থগুলিতে ভক্তি ঈশ্বরের নাম-স্মরণ, তাঁহার ভজনা ও তাঁহার প্রতি নমস্কার, ধ্যান ইত্যাদিতে পর্যবসিত হইয়াছে। পদ্ম-পুরাণে বিচিত্র ভক্তির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভক্তিতত্ত্বের নীরস সাধনাঙ্গ হইতে ঈশ্বরের প্রীতিবিধায়ক আন্তরবৃত্তিতে ক্রমোন্নতি স্পষ্টই বোঝা যায়।[৭] এই ক্রমোন্নতি অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে ভাগবত পুরাণে।

বস্তুতঃ ভক্তিতত্ত্ব পূর্ণ বিকাশ লাভ করে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। বৈদিক মন্ত্রে ও উপনিষদে যে ভক্তিতত্ত্বের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, মহাভারত, পুরাণ ও হরিবংশে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের অমৃতধারা সিঞ্চনে পুষ্পপল্লবশোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ভক্তি সাধনাঙ্গ রূপে শুধু সংসারত্যাগী সাধকের সম্পদ ছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহাকে সহজ, সরল ও সর্বজনসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। ভাগবতে ভক্তি সাধনমার্গরূপে গৃহীত হইলেও উহা এক নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। ভক্তির অর্থ শুধু ঈশ্বরের স্মরণ, কীর্তন বা পাদসেবন নহে, অনুরক্তি বা ভালবাসাও। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে ঈশ্বর উপাস্য, ভক্ত উপাসক, ভাগবতের ঈশ্বর শুধু উপাস্য নহে, তিনি অন্তরঙ্গ প্রিয়জন। তিনি অস্বতন্ত্র ও ভক্তপরাধীন। ভক্তের অভাবে তিনি স্বীয় সত্তা পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না—'নাহমাত্মানমাসতে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ বিনা' (ভাঃ, ৯।৪।৬)। এইরূপ ঈশ্বরকে পতি, পুত্র বা সখারূপে ভালবাসিতে পারিলে এবং সে ভালবাসার মাধ্যমে তাঁহার চরণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে পারিলেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সুলভ হয়—ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সুদূর অরণ্য পর্বতে গমন করিবার প্রয়োজন নাই—ইহাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। এইরূপে ভাগবতে প্রাচীন যুগের সাধনাঙ্গ-

---

১। যেষাং ন জায়তে ভক্তি র্জগদ্‌ধাতরি কেশবে।
……পতন্তি নরকে ঘোরে……॥ ঐ, ৪৯, ৫২-৫৩।

২। একান্তিনঃ স্ববপুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্। গরুড়পুরাণ, ২১৯।১৩।

৩। গোবিন্দেতি জপন্ মন্ত্রং কুত্রচিন্ ম্রিয়তে যদি।
স নরো ন যমং পশ্যেৎ।……॥ পদ্মপুরাণ, ১।৩১।১১৩।
বৃন্দাবনে স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়া সহ। ঐ, ৪।৮১।৪৩।

৪। ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ১।২।৪৮।৪৭।
শীলায়াং প্রতিমায়াং বা শ্রীকৃষ্ণং রাধায় সহ।
ভারতে পূজয়েদ্ দত্ত্বা চোপচারাণি ষোড়শ॥ ঐ, ১।২।২৭।৯১।

৫। ধ্যানং যঃ কুরুতে হ্যেবং স ভবেদ্ ব্রহ্মমানবঃ॥ গরুড়পুরাণ, ৯১।১৭।
একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্ত্যা তাংস্তারয়িষ্যতি॥ গরুড়পুরাণ, ২২০।৭।

৬। তস্মাদ্ অহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণাখিলকল্মষম্॥ বিষ্ণুপুরাণ, ২।৬।৪৩।

৭। বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৮৫।৪-৮।

স্বরূপ ভক্তি অপত্যস্নেহ, কান্তাপ্রেম বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন মানবীয় হৃদয়ানুভূতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। Dr. রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন :

'In the Bhāgavata Bhakti is a surging emotion which thrills the whole frame, checks speech, and leads to trance. The Bhāgavata is indifferent to sacrifial observances and dcelares that we must love God for His own sake and not for any reward.'

(Indian Philosophy, II 706.)

ভাগবতে ভক্তি প্রসঙ্গে পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তিবাদকে যেমন লোকপ্রিয় করিয়াছে তেমনি ইহাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছে পঞ্চরাত্র সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব আচার্যগণের অনবদ্য অবদান। পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলির মূল উদ্দেশ্য ভক্তিবাদ প্রচার করা। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে একদিনমাত্র দেবতার আরাধনা করিলে মুক্তি করায়ত্ত হইয়া থাকে।[১] এই গ্রন্থে 'শরণাগতি' তত্ত্ব ও তাহার অঙ্গগুলি উল্লিখিত হইয়াছে যাহা পরবর্তী রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন।[২] পরমসংহিতা গ্রন্থে ভক্তিশব্দের অর্থ স্নেহপূর্বক অনুধ্যান বা অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ।[৩] এই অর্থের প্রভাব রামানুজ দর্শনে লক্ষণীয়। এই গ্রন্থে অষ্টাঙ্গা ভক্তিকে একমাত্র মোক্ষোপায় বলা হইয়াছে।[৪] বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের পূজা এবং তাঁহাদের

১। যমারাধ্যায়ত ত্বেবাহম একাহমপি নারদ।
মুক্তি করে স্থিতা সর্ব্বে কামাশ্চ কিং পুনঃ ॥ অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, ২৮।৮১-৮২।

২। অহমস্ম্যপরাধানামালয়োঽকিঞ্চনোঽগতিঃ।
ত্বমেবাপায়ভূতো মে ভবেতি প্রার্থনামতিঃ।
শরণগতিরিত্যুক্তা......। ঐ, ৩৭।৩০-৩১।
ষোঢ়া হি বেদবিদুর বদন্তোনাং মহামুনে।
আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ঐ, ৩৭।২৭-২৯।

৩। স্নেহপূর্ব্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে। পরমসংহিতা, ৪।৭১।

৪। অষ্টাঙ্গা ভক্তিরুদ্দিষ্টা বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ।
যামবাপ্য পরাং গতিং অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥
দেবস্যারাধানং নিত্যং সময়স্য চ রক্ষণম্।
বৈষ্ণবস্য চ বিশ্বাসঃ পূজনমাদরো মহান্ ॥
স্বয়মারাধনে যত্নঃ তৎকথাশ্রবণাদয়ঃ।
পরবাধাস্বনাস্থা চ তৎপূজানুপজীবনম্ ॥ ঐ, ৪।৭২-৭৫।

চরণে আত্মসমর্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে।[১] নারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থে শ্রীরাধার অর্চনার উপর বেশী জোড় দিয়া বলা হইয়াছে যে রাধাশব্দ উচ্চারণের দ্বারা ভক্ত ভক্তি, মুক্তি ও শ্রীহরির চরণ লাভ করিতে পারে।[২]

নারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থে ঈশ্বরকে ভক্তপ্রাণ বলা হইয়াছে ঃ

ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণপ্রাণো হি বৈষ্ণবঃ। (২।৩৬)

পাঞ্চরাত্রের সাত্ত্বতসংহিতায় বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর ভক্তকে পাইয়া তুষ্ট হন।[৩] ভগবান অদ্বিতীয় হইয়াও ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার মানসে স্বরূপাদি শক্তির সাহায্যে বহুরূপ ধারণ করেন।[৪] সাত্বতসংহিতা যে ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছে তাহা বৈধীশ্রেণীর। এই ভক্তি ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীবৃন্দের বা তৎপরিকরগণের নিষ্কলুষ প্রেমের ন্যায় ভগবানের প্রতি ভক্তহৃদয়ের সর্ব বিকৃতিরহিত স্বতঃ উৎসারিত প্রীতিমাত্র নহে। ইহা বিবিধ ব্রত আচরণ, তপঃ অনুষ্ঠান প্রভৃতির সমন্বয়। ব্রত আচরণ, তপঃ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা শুদ্ধ চিত্তে ভক্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন।

নির্বিঘ্নেন ব্রতং যস্মান্নিষ্পন্থেতাত্র কর্মিণাম্।
কর্মবাঙ্‌মনসৈঃ শুদ্ধস্তপোনিষ্ঠঃ ক্রিয়াপরঃ ॥১০৭
যো নান্যদেবতাযাজী তত্ত্বতো ভগবন্ময়ঃ।
কস্মিংশ্চিদ্ বৈভবে রূপে ব্যূহীয়ে বা সুবুদ্ধিমান্ ॥১০৮
বদ্ধলক্ষ্যো ভবেদ্ ভক্ত্যা ত্বাপ্তাগমনিদর্শনাৎ।
তস্যাপি তাদৃশানাং চ ভবিনামনকম্পয়া ॥১০১
ব্যক্ততামগমদ্দেবঃ স্বয়মেব ধরাত্মনা।

(সাত্বতসংহিতা, ৭।)

দক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আচার্যগণ আবির্ভূত না হইলে ভক্তিবাদ এইরূপ সুদূরপ্রসারী হইত কি না সন্দেহ। খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে আলবার নামক ভক্তসম্প্রদায় আবির্ভূত হন। আলবার শব্দের অর্থ যাঁহারা ভগবানকে

১। রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ পাদাঃ শরণং স্যাদিহাশ্রয়ঃ। বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা, ২।৫।৫৬।

২। রাশব্দোচ্চারণাদ্ ভক্তো ভক্তিং মুক্তিং চ রাতি স্ম।
ধাশব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্। নারদপঞ্চরাত্র, ২।৩।৩৮।

৩। যো যোঽধিকারী ভক্তো বা তস্য তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ সাত্বতসংহিতা, ৭।৮২।

৪। এক এব জগন্নাথঃ স্বরূপাদ্যৈস্তু শক্তিভিঃ ॥ ৪
নানাত্বেনাপ্যনন্তো যো ভক্তানুগ্রহকাময়া।
তস্যাভিমানিকং রূপং শৃণু সর্বেশ্বরস্য তু ॥ ৫ সাত্বতসংহিতা।

দর্শন করেন। সুতরাং ঐ শব্দটি হইতে বুঝা যায় যে উক্ত সম্প্রদায়ের আচার্যগণ অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিলেন। এই সম্প্রদায় শৈব ও বৈষ্ণব—এই দুই শাখায় বিভক্ত। আলবার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ তামিল ভাষায় রচিত। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। বামপার্শ্বে স্থিত লক্ষ্মী মূর্তি সহ বাসুদেবের মূর্তির পূজা আলবার সাধকগণ করিতেন। তামিল ভাষায় রচিত দ্রাবিড়াম্না গ্রন্থে দ্বাদশজন আলবার সাধকের নাম পাওয়া যায়। যথা—

১। পোয়্কৈ আলোয়ার
২। ভূদত্তালোয়ার
৩। পেয়ালোয়ার
৪। তিরুমলিসৈ আলোয়ার
৫। নম্মালোয়ার বা শঠারি বা শঠকোপ আলোয়ার
৬। মধুর কবি বা মথুর কবি আলোয়ার
৭। কুলশেখর আলোয়ার
৮। পেরিয়ালোয়ার বা বিষ্ণু চিত্তালোয়ার
৯। আণ্ডাল আলোয়ার
১০। তোন্তর্-অডিপ্-পোডি আলোয়ার
১১। তিরপ্পান আলোয়ার
১২। তিরুমঙ্গৈ আলোয়ার

এই দ্বাদশজন আলোয়ার সাধকের মধ্যে প্রথম কবি অতি ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রার্থনা করিয়াছেন—

'পেয়রুম্ করুঙ্কডলে নোক্কুমারু ওণ্ পূ···

অর্থাৎ 'নদী যেমন ধাবিত হয় উত্তাল সমুদ্রের অভিমুখে, নবীন পুষ্প যেমন চাহিয়া থাকে উদীয়মান সূর্যের দিকে, জীবন যেমন চলিতে থাকে মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া, আমার হৃদয়ও তেমনি কামনা করে একমাত্র পদ্মবাসিনীর পতিকে।'

দ্বিতীয় কবি ভূদত্তালবারও তাহার একটি শ্লোকে অনুরূপ ভাবে বিষ্ণুর বন্দনা করিয়াছেন। তৃতীয় কবি পেয়ালোয়ার তত্‌কালীন শৈব ও বৈষ্ণব আলবার সম্প্রদায়ের শিব ও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিরোধ নিরসন করিয়া বলিয়াছেন :

তাল্ জটৈয়ুম্ নীন্মুডিয়ুম্ ওণ্মলুবুম্ চক্রয়ুম্,···

(মুণ্ড্রাম্ (৩য়) তিরুবন্দাদি সং ৬৩)

অর্থাৎ তিরুপতির গিরিশীর্ষে চারিদিকে প্রবহমান জলপ্রপাতের মধ্যে অধিষ্ঠিত আমার প্রভু। তাঁহার মধ্যে একই সঙ্গে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে দুই রূপের—একদিকে তাঁহার দীর্ঘ জটা অপর দিকে উন্নত কিরীট, একদিকে তাহার উজ্জ্বল ত্রিশূল (পরশু) অপর দিকে চক্র, একদিকে তাহার সর্প বেষ্টনী, অপরদিকে স্বর্ণাভরণ।

চতুর্থ কবি তিরুমলিসৈ আলোয়ার বলিয়াছেন যে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। 'আজ হউক অথবা কাল হউক অথবা আরও কিছু কাল বিলম্বিত হউক আমার প্রতি অবশ্য তোমার অনুগ্রহ জন্মিবে। কারণ হে নারায়ণ, আমি নিশ্চিত জানি তোমাকে ছাড়া আমার যেমন কোন অস্তিত্ব নাই, তেমন তুমিও আমাকে ছাড়া থাকিতে পার না':

ইণ্ড্রাক নালৈয়েয়াক ইনিচ্চিরিহুম্
নিণ্ডরাক নিন্ অরুল্ এন পালদে—নণ্ড্রাক
নান্ উন্নৈ অণ্ড্রি ইলেন্ কণ্ডায়্ নারণনে!
নী এন্নৈ অণ্ড্রি ইল্লৈ ॥

(নান্মুকন্ তিরুবন্দাদি, সং ৭)

তামিলভাষায় রচিত আলবার সম্প্রদায়ের যে দ্রাবিড়াম্না নামে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগ্রন্থ আছে তাহার মধ্যে যে অংশ পঞ্চম আলোয়ার আচার্য নম্মালোয়ার বা শঠারি কর্তৃক রচিত তাহার প্রতিপাদ্য বিবরণগুলি অভিরাম বরাচার্য—'দ্রাবিড়োপনিষত্তাৎপর্যম্' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। শঠারিরচিত দ্রাবিড়াম্নার অংশটি দ্রাবিড়সামবেদ নামে প্রসিদ্ধ। দ্রাবিড়োপনিষ্তাৎপর্যম্ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে শঠারি অতি শৈশবে ভগবান শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ষোল বৎসর পর্যন্ত মৌনী হইয়াছিলেন। ষোল বৎসর অতীত হইলে তাঁহার দেহে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি অলৌকিক সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হয়। শঠারির শিষ্য মধুর কবি আলবার বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজরমণীদের যে ভাব ছিল শঠারি মুনির মধ্যে সেই ভাব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ইহা দ্রাবিড়োপনিষত্তাত্পর্যম্ গ্রন্থে একটি শ্লোক হইতেও জানা যায়। সেই শ্লোকটি এই—

'পুংস্ত্বং নিয়ম্য পুরুষোত্তমতাবিশিষ্টে
স্ত্রীপ্রায়ভাবকথনাজ্জগতোঽখিলস্য।
পুংসাং চ রঞ্জকবপুর্গুণবত্তয়াঽপি
শৌরেঃ শঠারিষমিনোঽজনি কামিনীত্বম্॥'

ভগবান পুরুষোত্তমেই কেবল পুরুষত্ব আছে, অখিল জগৎ স্ত্রীভাবাপন্ন। ভগবানের সুন্দর তনু ও লোকাতীত গুণরাশি পুরুষ ও স্ত্রী সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করে। এই জন্য শঠারি মুনিরও কামিনীভাব আবির্ভূত হইয়াছিল। শঠারি মুনির ভক্তি প্রেমরূপা।

বৈষ্ণব সাধকগণের অতীন্দ্রিয় কান্তারূপে উপাসনার পদ্ধতি এই দক্ষিণ ভারতীয় আলোয়ার আচার্যগণের নিকট হইতেই গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

সপ্তম আলবার ত্রিবাঙ্কুরের অধিপতি কুলশেখর ভক্তিসাধনার জন্য রাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রঙ্গনাথের সেবক হন। রঙ্গনাথের প্রেমই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য:

মেয়্য়িল বাল্‌কৈকয়ৈ মেয় এণক কোল্লুয়—ইব্
বৈয়্যন তন্নোড়ুম কু ডুবদিল্লৈয়ান
ঐয়নে! অরঙ্গা! তণ্ড্র অলৈবিক্‌ণ্ড্রেন—
মৈয়ল্ কোণ্ডু অলিন্দন্ এণ্ড্রল মালুক্কো
ন্থুলিনের ইডৈয়ার তিরন্তেনিরকুম
এগালন্ তন্নোড়ুম কু ডুবদি লৈপয়ান্
আলিয়া অলৈয়া অরঙ্গা! এণ্ড্র
মাল এলুন্দু ওলিন্দেন্ এণ্ড্রন্ মালুকে। (পেরুমল তিরু)

অর্থাৎ 'হে প্রভু, এই জগৎ অর্থাৎ জগত্‌বাসী যে জীবন সত্য নয়, তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করে। এইরূপ জগতের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। হে প্রভু রঙ্গনাথ আমি ডাকিয়া বলিতেছি, তোমারই জন্যে আমার ভালবাসা। স্থতোর মত ক্ষীণকটি বিশিষ্ট রমণীদের এই যে জগৎ, ইহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। হে প্রভু রঙ্গনাথ, আমি ডাকিয়া বলিতেছি, আমার প্রেম কেবল তোমারই জন্য।'

অষ্টম আলবার পেরিয়ালোয়ার বা বিষ্ণুচিত্ত ও তাঁহার কন্যা নবম আলোয়ার আণ্ডাল এর নাম তামিল সাহিত্যে অতি প্রসিদ্ধ। পেরিয়ালোয়ার তাঁহার উপাস্য দেবতা গোপালকে পুত্ররূপে উপাসনা করিতেন। তাহার রচিত পদগুলিতে বাৎসল্য ভক্তিরসের পরিচয় পাওয়া যায়।

আণ্ডাল গোপীভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়াই তাঁহার একমাত্র অভীপ্সা ছিল। তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীতে তাহার অন্তরের আকুতির পরিচয় পাওয়া যায়।

দশম আলোয়ার তোণ্ডর অড়িপ-পোডি নবঘনশ্যাম রঙ্গনাথকে একমাত্র শরণ জানিতেন। তিনি ব্যাকুলভাবে বলিয়াছেন—

'উর্ ইলেন্ কাণি ইল্লৈ, উরবু মট্রু, ওরুবর্ ইল্লৈ
পারিল্ নিন্ পাদমূলক পট্টিলেন পরমমূর্ত্তি।
কারওলি বন্নেনে! এন্ কণ্ণনে! কদরুকিণ্ড্রেন্—
আর উলর্! কলৈকন আম্মা! তরঙ্গ মা নগরুলানে!'

অর্থাৎ 'আমার ঘর গ্রাম নাই, নিজের বলিতে এক কাণি জমিও নাই, তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন বান্ধব নাই, হে পরমমূর্তি ইহলোকে তোমার পাদপদ্মেও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরিলাম না। হে আমার কৃষ্ণ, হে আমার নবঘনশ্যাম, হে আমার রঙ্গনাথ, আমি চীৎকার করিয়া বলিতেছি, আমার কে আছে?'

একাদশতম আলবার তিরুপ্‌পান নারীরূপে প্রেমিক দেবতার উপাসনা করিতেন। তিনি যেন কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ ব্রজবধূ, ব্রজবধূর মত তিনি প্রেমবিহ্বল ভাবে দেবতার অনুপম

অঙ্গসৌন্দর্য আস্বাদন করিয়াছেন, নবঘন শ্যাম রঙ্গনাথের চরণে দেহমন প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিটি পদে চিত্তের এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্বশেষ আলবার তিরুমঙ্গৈ নারায়ণের উপাসক ছিলেন। নারায়ণের সহিত অনন্ত মিলন ব্যতীত আর তাহার কিছু কাম্য ছিল না। তাঁহার সঙ্গীতে অন্তরের এই উদগ্র মিলনাকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভাগবতে ভক্তি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ। আলোয়ার সাধকগণের ভক্তি দ্বিবিধ—বাৎসল্য ও মধুর। বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর বা প্রীতিরূপা ভক্তির প্রাধান্য তাহাদের সঙ্গীত কাব্যে দেখা যায় বেশী।[১]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে আচার্য শঙ্কর আবির্ভূত হন। তাঁহার অদ্বৈতবাদ ভক্তিবাদের পরিপন্থী। অদ্বৈতবাদের মূল কথা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। ভক্তিবাদের ভিত্তি দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত ও ভগবান এই দুই স্বীকার না করিলে প্রীতিরূপ ভক্তিকে স্বীকার করিতে পারা যায় না। সুতরাং আচার্য-শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতদর্শন ভক্তিবাদের ভিত্তি শিথিল করিতে লাগিল। আচার্য শঙ্কর অবশ্য ভক্তির উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু ভক্তিকে অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির আশ্রয়যোগ্য রূপে ঘোষণা করিয়া মোক্ষসাধন ক্ষেত্রে উহাকে গৌণ স্থান দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য মানিতেন। তাহার অনুগামী আচার্যগণ ভক্তিবাদ বিলুপ্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দক্ষিণ ভারতের আচার্য শঙ্করের অব্যবহিত পরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে চারজন বৈষ্ণব আচার্য আবির্ভূত হন, তাঁহারা শঙ্কর সম্প্রদায়ের সকল প্রয়াস খর্ব করিয়া ভক্তিবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আচার্যগণের নাম রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য ও নিম্বার্ক। এই আচার্যগণ মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মপ্রতিপাদক সূত্রগুলি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইলেন যে ভক্তিবাদ ব্রহ্মসূত্রবিরোধী নহে। ইহাদের মত যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (Qualified Non-Duality), দ্বৈতবাদ (Duality) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (Pure Non-Duality) এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (Dualistic Non-duality) নামে পরিচিত। উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ মার্গরূপে প্রচার করা। ইহারা ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলিলেও সগুণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। এই সম্প্রদায়গুলি সগুণোপসনা ও প্রতীকোপসনার পদ্ধতি প্রচার করিয়া ভক্তিবাদের মূল দৃঢ়তর করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের এক বিশেষ রূপ দান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে Dr. সুশীলকুমার দে মহাশয় বলিয়াছেন :

'Whatever justification is offered by these schools of its ultimate philosophical position, the subsequent history of Vaiṣṇavism as a

---

১। এই প্রবন্ধে আলবার সাধকগণের কবিতা ও তাহার অনুবাদ অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য রচিত 'ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য' (কলিকাতা, ১৯৬৪) হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ঐ গ্রন্থের ৯৬-১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

religious persuation follows the lines of worshipping God as a person (সগুণোপসনা) and through symbols and manifestations (প্রতীকোপসনা). The faith is monotheistic, whether the object of adoration be Viṣṇu, Nārāyaṇa, Vāsudeva, Rāma, Kṛṣna or one of the numerous incarnations of them ; but this loving adoration of a supreme personal God, to whose grace (প্রসাদ) the devotee must surrender himself (প্রপত্তি) is often found not unaccompanied by a popular polytheistic reverence for 'other gods'—Brahmā, Śiva, and millons of godlings—who are classed as subordinate creatures and given well-defined powers and functions. The faith believed in a personal creator, in various theories of personal-impersonal creation (সৃষ্টি) or emanation (ব্যূহ) in the energic power (শক্তি) or incarnation (অবতার) of the divinity, in a peculiar eschatology which postulates various degrees or stages of liberation, in sin as antithetical to Bhakti, in the necessity of a spiritual guide (গুরুবাদ) in the efficacy of Mantra or recitation of some form of the blessed name (নাম), in the worship of symbols and manifestations (রূপ), in the complete surrender to divine grace and compassion, and above all, in the supremacy of a mystic and emotional form of adoration or communion over intellectual conviction adduced by mere knowledge. Different modes of worship and ritualism were developed by each of these schools ; different symbols and manifestations were preferred ; distinct sectarian marks were worn ; *Act a sanctorum* consisting of the legends of mythical and mediaeval saints were elaborated ; but all these sects agreed in exalting Bhakti as the heart of worship, as the sole religious attitude of love and service towards a personal God.'

(Early history of the Vaiṣṇava Faith and Movement in Bengal, 4-5.)

এই সম্প্রদায়গুলির ভক্তিবিষয়ক তত্ত্ব বিশদভাবে পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তত্ত্বগুলি আলোচনা করিলে ভক্তিবাদের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হয়। শঙ্করাচার্যের পরবর্তী আচার্য রামানুজ শঙ্কর সম্প্রদায়ের জ্ঞানবাদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাই ভক্তি তাঁহার মতে অনুধ্যান, যাহা জ্ঞানবিশেষপর্যায়। তাঁহার পরবর্তী আচার্যগণ ভক্তিকে স্নেহ বা প্রেমে পর্যবসিত করিয়াছেন। ভক্তিবাদের এই ক্রমোন্নতি আরও প্রকট লাভ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণের দর্শনে ও সাহিত্যে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে যে মহামনীষিগণের আনুকূল্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিবাদ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে পরম বৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা শঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভক্তিবাদকে অস্বীকার করেন নাই। কারণ, সে যুগে শ্রীধর স্বামী প্রমুখ শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিবাদের কোন বিরোধিতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন কোন বিশেষ উপাস্য দেবতার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হইলেই অদ্বৈত দর্শন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। কারণ, ভক্তি ঘনীভূত হইলে ভক্ত ও ভগবানের ভেদ তিরোহিত হইয়া যায় এবং ভক্তের নিকট ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয়ের সত্তা অনুভূত হয় না। শ্রীধর স্বামী বিষ্ণুপুরাণ, ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যের সর্বত্র এই কথাই বলিয়াছেন ভক্তিই অদ্বৈত মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা।[১]

মাধবেন্দ্র পুরী সাধক সমাজে রসরূপে পর্যবসিত ভক্তির প্রবর্তন করেন।[২] তাঁহার পূর্বে ভক্তিরস শুধু কাব্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মাধবেন্দ্র পুরী ভক্তিরসকে সাধনাঙ্গতে পরিণত করিয়া ভক্তি সাধনাকে সকলের নিকট সহজসাধ্য করিয়া তুলেন। Dr. সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন :

'Unlike a Mādhva ascetic, Mādhavendra appears to have been a devotee of great emotional capacity, who must have, before Caitanya, imparted a new spirit to the sombre and forbidding aspects of asceticism and who probably cared more for actual devotional fervour than for the teaching of dry doctrines.'[৩]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে গৌড়ের নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অপার্থিব প্রেমমাধুর্য শুধু আকণ্ঠ পান করেন নাই। মহাভাববতী শ্রীরাধিকার বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুরাগ তাহার জীবনে বাস্তব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভক্তিমন্দাকিনীর পবিত্র প্রবাহ জগতময় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদিন ভক্তিধর্মে যেটুকু শিথিলতা, যেটুকু সঙ্কোচ ছিল তাহা দূরীভূত হইল। পরমপ্রেমরূপা ভক্তি সকল ধর্মের সাররূপে পরিণত হইল। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতের আলবার সাধকগণের প্রদর্শিত কান্তাভাবে উপাসনার পদ্ধতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রবর্তিত করেন। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে মধুর রস প্রধান বৈষ্ণবসাধন প্রণালী যে বাংলায় প্রচলিত ছিল তাহা জয়দেব, বিদ্যাপতি

১। Dr. সুশীলকুমার দে লিখিত Vaisnava Faith and Movement গ্রন্থের ১৭-১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। এইজন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় বলিয়াছেন—মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণভক্তিরসরূপ কল্পতরুকে অঙ্কুরিত করিয়াছেন—

লোকেষ্বঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণভক্তিরসাঙ্ঘ্রিপঃ।

৩। Vaisnava Faith and Movement In Bengal, ২৪

ও চণ্ডীদাসের পদগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্যদেবের পরবর্তী বৈষ্ণবগণ ভগবানকে শুধু স্বামী কল্পনা করিয়া আরাধনার দ্বারা তৃপ্তি পাইতে ছিলেন না। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শিত মার্গ অনুসরণ করিয়া সকল প্রকার মানবীয় সম্পর্কের ভিতর দিয়া ভগবানের লীলা আস্বাদন করিতেন। বস্তুতঃ চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণবগণ পাঁচভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তাভাব। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে যে পঞ্চবিধ ভক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহাই চৈতন্যোত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পুনরায় প্রবর্তিত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণ ভক্তির সাধনাঙ্গস্বরূপের সহিত রসস্বরূপের সমন্বয় সাধন করিয়া এবং রসস্বরূপের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া ভক্তিপদের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করেন।

আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের পর কাশ্মীরে শৈব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ জ্ঞানমিশ্র ভক্তিকে প্রচার করেন। ইহাদের উপাস্য দেবতা মহাদেব। ইহারা বহু শিবস্তুতি রচনা করেন।

রামানুজ সম্প্রদায়ের ধারাকে নূতন আকার দিয়া সাধক রামানন্দ যে ভক্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা হিন্দি সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য স্থান পাইয়াছে তুলসীদাসের রামচরিত গ্রন্থে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পারস্যে সুফীধর্ম উন্নতি লাভ করে। ইহারা বৈষ্ণব সাধকের ন্যায় ঈশ্বরকে পতিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতেন। এই সম্প্রদায়ে অনেক ভক্ত কবি ছিলেন, যাঁহাদের কাব্য ভক্তি ধারায় সঞ্জীবিত। বৈষ্ণব সাধকগণের ন্যায় সুফী সাধকগণের ভক্তি নীরস সাধনমার্গ হইতে রস পদবীতে উন্নীত হইয়াছিল। এই সুফীধর্মের প্রভাব বাংলার বাউল ফকিরদের সাধনায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। লালন ফকির গাহিয়াছেন ঃ

ভক্তির দ্বারে বাধা আছেন সাঁই।
অথবা শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক মোর সাঁই।
আমি ভাবি সদায় কোথা যে প্রেম পাই॥

বাংলার 'বাউল' সম্প্রদায় চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাউল সাধকগণ চৈতন্যদেবকে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলিত অদ্বয় তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকগণের 'রস মার্গে' ভজন ও 'পরকীয়া' ভাব বাউল সাধকগণের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণব সাধকের 'কৃষ্ণ' বাউল সাধকের মনের মানুষ। এই মনের মানুষকে প্রেমের দ্বারা লাভ করিতে পারিলে সকল সাধনা চরিতার্থ হয় ইহাই বাউল ধর্মের মূল কথা। এই কথা বাউল কবি বহুভাবে গাহিয়াছেন।

বাংলায় যেমন বাউল সাধক বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত, উত্তর ভারতের মীরা বাঈ, কবীর, সুরদাস প্রমুখ সাধকগণও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। ঈশ্বর

অনন্তপ্রেমময় ও নিষ্কলুষ কামনাগন্ধহীন প্রেমের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়, ইহাই তাঁহাদের সাধন সঙ্গীতের মূল ভিত্তি। মীরা গাহিয়াছেন—'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা'।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সঙ্গীতের বিশিষ্ট অংশ এই ভগবত্‌প্রেমের রসে সঞ্চরিত। ঈশ্বর ও মানব অচ্ছেন্য সম্বন্ধে জড়িত—উভয়ের সম্পর্ক নিবিড় প্রেমের। বৈষ্ণব সাধকের 'ভক্তিপরবশো ভগবান্' এই তত্ত্বের অনুকরণে বিশ্বকবি বলিয়াছেন—

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে"। একমাত্র ভক্তি বা ভালবাসার দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায় ইহা গীতাঞ্জলি প্রমুখ কাব্যগ্রন্থের প্রতি ছত্রেই ঘোষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভক্তি রাগাত্মিকা শ্রেণীর—কোন বিধি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহার উদয় সম্ভব নহে। চিত্তে স্বতঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমধারার ন্যায় ভগবৎপ্রেম মানবের দেহ মন প্রাণ উদ্ভাসিত করিয়া রাখে। এই প্রেমই যে বৈষ্ণব রসিক সমাজের অতিপ্রিয় উজ্জ্বল বা মধুর রস তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

১। ভক্তিবাদের ক্রমবিকাশের ধারাটী অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল। ইহাদের বিভিন্ন অংশের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :

R. G. Bhandarkar, Vaiṣṇavism, Śaivism and minor religious systems, (Strassburg, 1913),

Glasenapp, Madhva's philosophie des Viṣṇu-Glaubens (Bonn and Leipzig, 1923).

Girindra Narayan Mallick, The philosophy of Vaiṣṇava religion, (Lahore, 1927).

J. M. Hooper, Hymns of the Āḷvārs, (London, 1929)

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈষ্ণবসাহিত্য ও আধুনিক যুগসাহিত্য, (কলিকাতা)।

Sushil Kumar De, Early History of the Vaiṣṇava faith and movement in Bengal, (2nd, Ed. Calcutta, 1961).

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য, (কলিকাতা, ১৯৬৪)।

Bhagavat Kumar Goswami, The Bhakti cult in ancient India, (2nd Edn. Varanasi, 1965).

Swami Sattwananda, Vaiṣṇava sects, Śaiva sects, Mother worship, (Calcutta).

The Cultural Heritage of India, IV. (Calcutta, Revised Second Edition, 1956).

ডঃ সংযুক্তা গুপ্তা, Studies in the philosophy of Madhusūdana Sarasvatī, (Calcutta, 1966)

অণিমা সেনগুপ্ত, A critical study of the philosophy of Ramānuja, (Varanasi, 1967)

মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ, বাংলার বৈষ্ণবদর্শন (কলিকাতা, বাং সঃ ১৩৭৬)।

K. S. Nagarajan, Contribution of Kasmir to Sanskrit Literature, (Bangalore, 1970).

গ্রন্থে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের সূচী

উল্লিখিত সংখ্যা গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্কের সূচক।

গ্রন্থে উদ্ধৃত বাংলা পদের তালিকা

[সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠার সূচক।]

গ্রন্থে উল্লিখিত বিশিষ্ট গ্রন্থের সূচীপত্র

গ্রন্থে উল্লিখিত প্রধান গ্রন্থকারের সূচী

গ্রন্থে উল্লিখিত বিশিষ্ট শব্দের তালিকা ও অর্থ

(সংখ্যা গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্কের সূচক)

অচিন্ত্যভেদাভেদ—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে জীব ব্রহ্মের তটস্থা নামক শক্তি। শক্তিরূপে জীব শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ তর্কের অগোচর বলিয়া অচিন্ত্য। পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭।

অদ্ভুত ভক্তিরস—এক প্রকার গৌণ ভক্তিরস। পৃঃ ১৬৬।

অধিরূঢ় মহাভাব—মহাভাবের প্রকারবিশেষ পৃঃ ২০৮।

অনিমিত্তা ভক্তি—নিমিত্ত ব্যতিরেকে যে ভক্তি উদিত হয়। পৃঃ ৩১২।

অনুভাব—ভাবোন্মত্ত চিত্তের বহিরভিব্যক্তি। পৃঃ ১৪।

অনুরাগ—রাগের উৎকৃষ্টতর অবস্থা। পৃঃ ২০৬।

অপ্রকট লীলা—প্রপঞ্চ লোকের অগোচর লীলা। পৃঃ ১৪২।

অভিধা বৃত্তি—যে বৃত্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে শব্দ হইতে সংকেতিত অর্থের প্রতীতি হয়। পৃঃ ২৮।

অভিসারিকা—মন্মথবশীভূত হইয়া নায়িকা কান্তকে নিজের নিকট আনয়ন করিলে বা স্বয়ং কান্তের নিকট গমন করিলে অভিসারিকা আখ্যা লাভ করে। পৃঃ ২৭৩।

অলংকার—বৈষ্ণব রসপ্রস্থানে অলংকার একপ্রকার অনুভাব। পৃঃ ১৫।

আরোপসিদ্ধা—ভগবদুদ্দেশ্যে তর্পণ, দান ইত্যাদির নিয়ত অনুষ্ঠানের দ্বারা জাতা ভক্তি আরোপসিদ্ধা ভক্তি। পৃঃ ১২১।

আলম্বন বিভাব—যাহাকে আশ্রয় করিয়া রত্যাদিভাব উদ্বোধিত হয়। পৃঃ ১৪।

উদাত্ত মান—বিশেষ প্রকার মান। পৃঃ ২০৪।

উদ্ভাস্বর—এক প্রকার অনুভাব। পৃঃ ১৫।

উদ্দীপন বিভাব—যাহা রত্যাদিভাবকে উদ্দীপিত করে। পৃঃ ১৪।

কর্মমিশ্রা ভক্তি—কর্মের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি। পৃঃ ১২১।

করুণ ভক্তিরস—এক প্রকার গৌণ ভক্তিরস। পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

কামরূপা—এক প্রকার রাগাত্মিকা ভক্তি। পৃঃ ১৩৬।

কামানুগা—কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী কামানুগা ভক্তি। পৃঃ ১৩৩।

কুসুম্ভ রাগ—রাগের প্রকার বিশেষ। পৃঃ ২০৬।

গৌণ ভক্তিরস—বৈষ্ণব রসপ্রস্থানে করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত গৌণ ভক্তিরস। পৃঃ ১৬৫—১৭০।

গৌণ সম্ভোগ—শ্রীহরির সহিত স্বপ্নে মিলন গৌণ সম্ভোগ। পৃঃ ২১৭।

গৌণী রতি—হাস, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব স্বয়ং সঙ্কুচিত রতি কর্তৃক প্রকটীকৃত হইলে গৌণী রতিতে পর্য্যবসিত হয়। পৃঃ ১৫৫।

ঘৃতস্নেহ—স্নেহের প্রকার বিশেষ। পৃঃ ২০৩।

চমৎকার—বিস্ময়াবহ লোকোত্তর আনন্দ। পৃঃ ৬।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ভক্তি মুক্তিলাভের সাধন বিশেষ। পৃঃ ১২১।

ছায়া—এক প্রকার রত্যাভাস। পৃঃ ১৪৬।

দাস্য—এক প্রকার মুখ্য ভক্তি। পৃঃ ১৩৮।

দিব্যোন্মাদ—প্রেমপরিপাকজনিত চিত্তের অবস্থাবিশেষ। পৃঃ ২৪২।

দ্বৈতবাদ—মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত। ইহাতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। পৃঃ ৩০৯-৩১১।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—আচার্য্য নিম্বার্ক প্রবর্ত্তিত। ইহাতে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। পৃঃ ৩০১-৩০২।

ধ্বনি—বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিক পরিমাণে চমৎকারজনক হইলে কাব্য ধ্বনি সংজ্ঞা লাভ করে। পৃঃ ২৯।

নিমিত্তসব্যপেক্ষা ভক্তি—কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া উদিত ভক্তি। পৃঃ ৩১২।

নিষ্কামা ভক্তি—কামনাবর্জিত ভক্তি। পৃঃ ১২১।

নীলিমা রাগ—রাগের প্রকার বিশেষ। পৃঃ ২০৫।

নীলী রাগ—নীলিমা রাগের প্রকার বিশেষ। পৃঃ ২০৫।

পরকীয়া রতি—পরপত্নীর নায়কের প্রতি অনুরাগ। পৃঃ ১৯৫—২০১।

পুষ্টি ভক্তি—ঈশ্বরের অনুগ্রহে জায়মানা শুদ্ধ ভক্তিবিশেষ। পৃঃ ৩২৮।

পূর্ব্বরাগ—এক প্রকার বিপ্রলম্ভ মধুর ভক্তি। পৃঃ ২১১।

প্রকট লীলা—প্রপঞ্চলোকের গোচরীভূত লীলা। পৃঃ ১৪২।

প্রণয়—এক প্রকার সমর্থা রতি। পৃঃ ২০১।

প্রতিবিম্ব—বৈষ্ণব মতে এক প্রকার রত্যাভাস। পৃঃ ১৪৬।

প্রবাস—এক প্রকার বিপ্রলম্ভ মধুর ভক্তি। পৃঃ ২১৫।

প্রপত্তি—ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ। পৃঃ ৩০৪।

প্রাদুর্ভাব সম্ভোগ—প্রেমবিহ্বল প্রিয়তমার নিকট প্রিয়তমের সহসা আবির্ভাব। পৃঃ ২১৭।

প্রেমভক্তি—ভাবভক্তির উচ্চতর অবস্থা। পৃঃ ১৪৮।

প্রেমবৈচিত্ত্য—মিলনকালেও বিচ্ছেদের অনুভূতি। পৃঃ ২১৫।

ভয়ানক ভক্তিরস—এক প্রকার গৌণ ভক্তিরস। পৃঃ ১৬৯-১৭০।

ভাব—দেবাদিবিষয়ক রতি। পৃঃ ৭৬।

ভাবভক্তি—এক প্রকার ভক্তি। পৃঃ ১৪৩।

ভাবকত্ব—বিভাবাদির সাধারণীকরণকারী কাব্যের শক্তিবিশেষ। পৃঃ ২৮।

ভোগ—আনন্দের আস্বাদন। পৃঃ ২৯।

বিভাব—স্থায়িভাবের উদ্বোধক ও অবলম্বন। পৃঃ ১৩-১৪।

বীভৎস ভক্তিরস—এক প্রকার গৌণ ভক্তিরস। পৃঃ ১৭০।

বীর ভক্তিরস—এক প্রকার গৌণ ভক্তিরস। পৃঃ ১৬৬।

বৈধী ভক্তি—শাস্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা প্রবর্ত্তিত ভক্তি। পৃঃ ১২৪।

বৃত্তি—রসের অনুকূল বাচ্যাশ্রয় ব্যবহার। পৃঃ ৯।

শান্তভক্তিরস—এক প্রকার মুখ্যভক্তিরস। পৃঃ ১৫৮।

শ্যামা রাগ—রাগের প্রকার বিশেষ। পৃঃ ২০৫।

শুদ্ধাদ্বৈত—আচার্য বল্লভ সমর্থিত। এই বাদে জীব ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ বলিয়া ভিন্ন নহে। পৃঃ ৩২২-৩২৪।

সকামা ভক্তি—কামনামিশ্রিতা ভক্তি। পৃঃ ১২১।

সখ্য ভক্তিরস—এক প্রকার মুখ্য ভক্তিরস। পৃঃ ১৬২।

সংগসিদ্ধা ভক্তি—এক প্রকার ভক্তি। পৃঃ ১২১।

সঞ্চারী রস—অঙ্গভূত বা অপ্রধানীভূত রস। পৃঃ ৬৬।

সমঞ্জসা রতি—কান্তারতির প্রকারবিশেষ। পৃঃ ১৮৪।

সমর্থা রতি—কান্তারতির প্রকার বিশেষ। পৃঃ ১৮৪।

সমৃদ্ধি মান সম্ভোগ—এক প্রকার সম্ভোগ। পৃঃ ২১৭।

সহৃদয়—যে পাঠক কাব্যে বর্ণনীয় বস্তুর সহিত একাত্মতা অনুভব করেন। পৃঃ ৫।

সন্ধিনী—ভগবানের ত্রিবিধ স্বরূপ শক্তির অন্যতম। পৃঃ ৩৩৩।

সম্পন্ন সম্ভোগ—এক প্রকার সম্ভোগ। পৃঃ ২১৬।

সম্বন্ধানুগা—এক প্রকার রাগানুগা ভক্তি। পৃঃ ১৩৩।

সম্বিৎ—ভগবানের অন্যতম স্বরূপশক্তি। পৃঃ ৩৩৩।

সংকীর্ণ সম্ভোগ—সম্ভোগের প্রকার বিশেষ। পৃঃ ২১৬।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—সম্ভোগের প্রকার বিশেষ। পৃঃ ২১৭।

সাত্ত্বিক ভাব—সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত চিত্তের বহিরভিব্যক্তি। পৃঃ ১৫।

সাধন ভক্তি—শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের দ্বারা উদিত ভক্তি। পৃঃ ১২৪।

সাধ্য ভক্তি—যে ভক্তি স্বতঃ উৎসারিত হয়। পৃঃ ১২৩।

সাধারণী রতি—এক প্রকার কান্তা রতি। পৃঃ ১৮১।

স্থায়ী ভাব—রতি, ক্রোধ প্রভৃতি আন্তরবৃত্তি যাহা রসে পরিণত হয়। পৃঃ ১৯।

স্থায়ী রস—অঙ্গীভূত রস। পৃঃ ৬৬।

স্নেহ—প্রেমের উচ্চতর অবস্থা। পৃঃ ২০৩।

হাস্য ভক্তিরস—এক প্রকার গৌণ ভক্তিরস। পৃঃ ১৬৫।

হ্লাদিনী—ভগবানের আনন্দাত্মিকা স্বরূপ শক্তি। পৃঃ ১০৯।

গ্রন্থে আলোচিত কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের তালিকা

বৈদিক সাহিত্য

১। ঋগ্বেদ ... Ed. F. Maxmuller, (Oxford, 1890).
পুনর্মুদ্রণ—Chowkhamba Sanskrit Series, No. 99.

২। কঠোপনিষদ
৩। কেনোপনিষদ
৪। তৈত্তিরীয়োপনিষদ
৫। বৃহদারণ্যকোপনিষদ
৬। মুণ্ডকোপনিষদ

} The Upanishads, vol II, Pt I-II, (2nd Edn.) (Poona, 1927-1928). Ed. H. R. Bhagvat. এ অন্তর্ভুক্ত।

৭। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ... N. Apte কর্তৃক সম্পাদিত (আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা)

ইতিহাস ও পুরাণ

৮। মহাভারত ... Critical Edn. B. O. R. I. (Poona, 1933—).

৯। হরিবংশ ... Ed. pt. R. Kingwadekar, (Poona, 1936)
Critical Edn. B. O. R, I., (Poona, 1969)

১০। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ... আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা, (সং ৩৪, ১৮৯৬)
Ed. G,S Sadhale, (2nd Edn. Bombay, 1938)

১১। অগ্নিপুরাণ ... A. S. S. No. 41., (1900.)

১২। কূর্মপুরাণ ... Ed. Nilmani Mukhopadhyaya, (Calcutta, 1890. Bib. Indica).

১৩। গরুড়পুরাণ ... Ed. R. Bhattacharya, (K. S. S, 1964)

১৪। পদ্মপুরাণ ... আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা (১৮৯৪)

১৫। ভাগবত পুরাণ ... শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত

১৬। বিষ্ণুপুরাণ ... Litho Edition. Eng. tr. H. H. Wilson (3rd. Edn. Calcutta, 1961)

১৭। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ... Ed. Pancanana Tarkaratna, (Calcutta, Śakābda, 1812)

কাব্য

১৮। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ... শ্রীরমেন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক সম্পাদিত, (কলিকাতা ১৯৬৩

১৯। গীতগোবিন্দ ... এ.সি. বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সংশোধিত, (কলিকাতা,১৩৩৩)

২০। গীতাঞ্জলি ... বিশ্বভারতী (১৯৬২)
২১। গোপালচম্পূ ... (বহরমপুর, ৪০৫ চৈতন্যাব্দ)
২২। গোবিন্দলীলামৃত ... সং, হরিদাস দাস, (কলিকাতা, ৪৬৩ চৈতন্যাব্দ)
২৩। চৈতন্যচন্দ্রোদয় ... শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত (Bibliotheca Indica, Calcutta, 1854)
২৪। চৈতন্যচরিতামৃত ... সং, রাধাগোবিন্দ নাথ, (৪র্থ সংকরণ, কলিকাতা, ১৯৬৩) ১ম—৪র্থ খণ্ড।
২৫। পদাবলী সাহিত্য ... শ্রীকালিদাস রায়, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫)
২৬। পদ্যাবলী ... ed. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, (বহরমপুর, ১২৯১ বঙ্গাব্দ)
২৭। বিদগ্ধমাধব ... সং, রামদেব মিশ্র, (বহরমপুর, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ)
২৮। বৈষ্ণব পদাবলী ... শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখার্জী কর্তৃক সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯৬১)
২৯। শাক্তপদাবলী ... সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, (1961)
৩০। শ্রীপদামৃতমাধুরী ... শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৯৪৮)
৩১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ... শশীভূষণ দাশগুপ্ত, (কলিকাতা, ১৩৫৯)

অলংকার গ্রন্থ ...

৩২। অলংকারসর্বস্ব ... Text and study by S. S. Janaki, Ed. V. Raghavan (Delhi, 1965)
৩৩। অভিনয়দর্পণ ... Ed. Manomohan Ghosh, (2nd Edn. Calcutta, 1957)
৩৪। অভিনব গুপ্তের রসভাষ্য ... শ্রী অবন্তীকুমার সান্যাল, (কলিকাতা, বাং ১৩৭০)
৩৫। অলংকারকৌস্তভ ... সং, শ্রী শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (রাজশাহী, ১৯৩৪)
৩৬। উজ্জ্বলনীলমণি ... সং, ব্রজনাথ মিশ্র, (৪র্থ সং, মুর্শিদাবাদ, শকাব্দ, ১৮৮৫)
৩৭। কাব্যতত্ত্বসমীক্ষা ... শ্রী নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, (দিল্লী, ১৯৫৯)
৩৮। কাব্যাদর্শ বা কাব্যলক্ষণ ... Ed. A. Thakur & U. Jha, (Darbhanga, 1957)
৩৯। কাব্যপ্রকাশ ... সং, আর. ভি. কারমারকার, (B. D. R. I, 1933) শ্রী শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, (কলিকাতা, ১৯৫৯-৬১)
৪০। কাব্যমীমাংসা ... সং, C. D. Dalal & R. A. Sastry, (Baroda, 1934).

৪১। কাব্যানুশাসন ... পণ্ডিত শিবদত্ত কর্তৃক সম্পাদিত (বোম্বাই, 1901)

৪২। কাব্যালংকার (ভামহ) সং. D. T. Tatacarya, (Trivandrum, 1934)

৪৩। কাব্যালংকার (রুদ্রট) ... কাব্যমালা সংস্করণ নং ২, (বম্বে, ১৯২৮)

৪৪। কাব্যালংকারসারসংগ্রহ ... En, K. S. Ramswami Sastri siromani (Baroda, 1931)

৪৫। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি নারায়ণনাথজী কুলকর্ণী (পুণা, ১৯২৭)

৪৬। কাব্যালোক ... শ্রীসুধীর কুমার দাশগুপ্ত (কলিকাতা, ১৩৬৫)

৪৭। কাব্যবিচার ... শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, (কলিকাতা, ১৯৩৯)

৪৮। কাব্যশাস্ত্রীয় নিবন্ধ ... শ্রীসত্যদেব চৌধুরী, (দিল্লী, ১৯৬৩)

৪৯। কৃষ্ণভক্তিরসামৃত ... শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত

৫০। দশরূপক ... Ed. F. E. Hall, (Calcutta, 1865)

৫১। ধ্বন্যালোক ... সং, R. S. Tewari (Benares, 1963)

৫২। নাট্যদর্পণ ... G. O. S. No. XLVIII, Ed. G. K. Shrigondekar & L. B. Gandhi, Revised second edition by L. B. Gandhi, (Baroda, 1959)

৫৩। নাট্যশাস্ত্র ... (Vol. 1, (G.O.S, Baroda, 1926)
Vol. I. Ed. Manomohan Ghosh, (Calcutta, 1967).

৫৬। ভাবপ্রকাশন ... Ed. Y. Y. Swami & K. S. Ramasvami Sastri, (Baroda, 1930)

৫৭। ভক্তিরসায়ন ... সং, তুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (কলিকাতা, ১৩৪০)

৫৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ... গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩৪০·বাং সন)

৬০। মুক্তাফল ... পণ্ডিত হরিদাস বিদ্যাবাগীশ ও পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত

৬১। রসগঙ্গাধর ... সং সন্ধ্যা ভাতুরী (কলিকাতা, ১৯৫৩)
Ed. Madhusudan Shastri, (Baranes Hindu University, VI. San. 2020)

৬২। রসসমীক্ষা ... ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা)

৬৪। বক্রোক্তিজীবিত ... Ed. S. K. De, (Calcutta, 1661)

৬৫। ব্যক্তিবিবেক ... বিদ্যাভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা, নং ১১৬, (বারাণসী)

৬৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা শ্রীভূদেব চৌধুরী, (কলিকাতা, ১৯৬২, ৩য় সংস্করণ)

৬৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা, ১৯৬৩)

৬৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শ্রীসুকুমার সেন, (বর্ধমান, ১৯৬৩)

৬৯। বৈষ্ণব সাহিত্য ও আধুনিক যুগ সাহিত্য ... মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)

৭০। বৈষ্ণব রসসাহিত্য ... শ্রী খগেন্দ্র নাথ মিত্র, (কলিকাতা, ১৩৫৩)

৭১। শৃঙ্গারপ্রকাশ ... J. R. Jesyar কর্তৃক সম্পাদিত

৭২। সঙ্গীতরত্নাকর ... সং, S. Sastre, (Adyar, 1953)

৭৩। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ... সং, শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর, (কলিকাতা, বাং সন ১৩৪০)

৭৫। সাহিত্যদর্পণ ... চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, (কলিকাতা, ১৩১৮)

৭৬। Bhoja's Śṛkgāra-prakāśa ... Völ I. pt I. (Bombay, 1940) Vol. I Part II ed. by V. Raghavan (Karnatak Publishing House)

৭৭। Jagannātha Paṇḍita ... V. A. Ramasvami Sastri, (Annamalainagar, 1942)

৭৮। History of Sanskrit Poetics ... P. V. Kane, (Poona, 1961)

৭৯। Literary Criticism in ancient India ... Ramaranjan Mukherjee, (Calcutta, 1966)

৮০। Sanskrit Poetics as a study of aesthetic S. K. De, (Bombay, Oxford University Press, 1963)

৮১। Sānta Rasa and its scope in literature Sasthi Prasad Bhattacarya, (Unpublished thesis)

৮২। Some Concepts of the Alamkāraśāstra ... V. Raghavan (Adyar, 1942)

৮৩। Studies in Indian Poeties ... Sivaprasad Bhattacharya, (Calcutta, 1964)

৮৪। The Aesthetic experience according to Abhinavagupta… Raniero Gnoli, (Chowkhamba Publication Vol. LXII. 1968.)

৮৫। The Dhvani theory in Sanskrit Poetics… Mukunda Madhav Sarma (Benaras, 1968)

৮৬। The Number of Rasas V. Raghavan (Adyar, 1940)

৮৭। The Theory of Rasa in Sanskrit Drama … Hariram Misra, (Chka Harpur, 1965)

দর্শন

৮৮। অণুভাষ্য … Ed. R.T.H. Griffith and G. Thibaut (B. S. S, Benares, 1907)

৮৯। অণুভাষ্য … Ed. Shridhar Tryambak Pathak, (Bhaudarkar, 1921,) 1925. pts. I, II.

৯০। অহির্বুধ্ন্যসংহিতা … এম, এ, রামানুজাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, (মাদ্রাজ, ১৯১৬)

৯১। গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয় … J. R. Krsnamacarya কর্তৃক সম্পাদিত

৯২। গোবিন্দভাষ্য … সং, কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, (কলিকাতা, ১৩০১)
সং, শ্যামলাল গোস্বামী. (কলিকাতা, ১৩০১ বঙ্গাব্দ)

৯৩। গোবিন্দলীলামৃত .. Ed. শচীনন্দন গোস্বামী, (বৃন্দাবন, ৪২২ চৈতন্যাব্দ)

৯৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন … রাধাগোবিন্দ নাথ ১-৫ম খণ্ড (কলিকাতা, বাং ১৩৬৩-১৩৬৭)

৯৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব … উমা রায় (কলিকাতা, ১৩৫৮)

৯৬। চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, (কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)

৯৭। তত্ত্বত্রয় … Chowkhamba Samskṛita Granthamālā No—4. (Kasi, 1900)

৯৮। তত্ত্বার্থদীপ … Ed. Gobordhanadana (Bombay, 1904)

৯৯। তত্ত্বোদ্যোত … Ed. T. R. Krsnacharya, (Bombay, Saka, 1829)

১০০। দশশ্লোকী … ভি. শর্মা কর্তৃক সম্পাদিত

১০১। ন্যায়ামৃত ... নির্ণয় সাগর প্রেস
১০২। ন্যায়সুধা ... সং, Pt K. Jalihal (Gadag, 1965)
১০৩। নারদপঞ্চরাত্র ... কে, এন, ব্যানার্জী কর্তৃক সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৮৬৫)
১০৪। নারদভক্তিসূত্র ... বি, ডি, বসু কর্তৃক সম্পাদিত, (এলাহাবাদ, ১৯১১)
১০৫। পরমসংহিতা ... S.K. Aiyangar কর্তৃক সম্পাদিত, (G.O.S, 1956)
১০৬। পদ্যাবলী ... প্রকা, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (মুর্শিদাবাদ বাং সং ১২৯১)
১০৭। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ ... প্রঃ মহেশ চন্দ্র পাল (কলিকাতা, শক ১৮০৮)
১০৮। প্রবোধসুধাকর ... শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত, (কলিকাতা)
১০৯। প্রেমেয়রত্নাবলী ... সং, অক্ষয় শাস্ত্রী, (কলিকাতা, ১৯২৭)
১১০। ব্রহ্মসংহিতা .. Arthur Avalon কর্তৃক সম্পাদিত
১১১। ভক্তিবর্ধিনী ... নির্ণয় সাগর প্রেস
১১২। ভক্তিমার্ত্তণ্ড ... চৌখাম্বা সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত
১১৩। ভক্তিসন্দর্ভ ... সং, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী (কলিকাতা, ১৯৬২)
১১৪। ভক্তিরত্নাকর ... সং, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (চৈতন্যাব্দ, ৪০২)
১১৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ... সং, দামোদর গোস্বামী শাস্ত্রী (কাশী, ১৯৮৮, বিক্রমাব্দ)
১১৬। ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য ... শ্রীবিষ্ণুপদ ভটাচার্য, (কলিকাতা, ১৯৬৪)
১১৭। মাধুর্য্যকাদম্বিনী ... শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত
১১৮। লঘুভাগবতামৃত ... শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত
১১৯। বিবেকচূড়ামণি ... সং, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, (কলিকাতা, ১৮৭২)
১২০। বেদার্থসংগ্রহ ... Ed. I. A. B. Vam Buitenen, (Poona, 1965)
১২১। বেদান্তকৌস্তভপ্রভা ... চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা। সং, R. G. Bhathe, (Benares, 1908)
১২২। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ... চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা
১২৩। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস ... শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, (কলিকাতা, ১৩৩২ ; ৭২)
১২৪। বৈষ্ণব দর্শন ... শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, (কলিকাতা, ১৯৫৭-৬০)
১২৫। বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা ... আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা
১২৬। শঙ্করভাষ্য (-ব্রহ্মসূত্র) ... নির্ণয় সাগর প্রেস (১৯১৫)
১২৭। শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, (কলিকাতা, ১৩৭০)
১২৮। শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র ... J. R. Ballantyne কর্তৃক সম্পাদিত

১২৯। শ্রীভাষ্য ... সং, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, (কলিকাতা)
Ed. R. D. Karmarkar, (Poona, 1959)
১৩০। বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম ... স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য, (কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)
১৩১। শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন ... শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, (কলিকাতা, ১৯৬৬)
১৩২। ষট্‌সন্দর্ভ ... সং, শ্যামলাল গোস্বামী, (কলিকাতা, ১৮২২)
১৩৩। সারসংগ্রহ ... শ্রী কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৯৫৯)
১৩৪। A Cultural Study of Śrīmadbhāgavata ... Siddheswar Bhattacharyya. (Benaras Hindu University, 1969)
১৩৫। A Critical Study of the Bhāgavata-purāṇa, ... T. S. Rukami (Varanasi, 1970)
১৩৬। A Critical Study of the Philosophy of Rāmānuja ... অণিমা সেনগুপ্তা, (বারাণসী, ১৯৬৭)
১৩৭। A Critique of Madhva refutation of the Saṁkara School of Vedānta... K. Narain, (Allahabad, 1964.)
১৩৮। A history of Indian PhlìosoPhy ... Jadunath Sinha, (Calcutta, 1952)
১৩৯। A history of Indian Philosophy (II & III) Surendra Nath Dasgupta, (Cambridge, 1952)
১৪০। A history of Dvaita School of Vedanta and its Literature ... B. N. Sharma, (Bombay, 1960)
১৪১। Hymns of the Ālvārs J. M. Hooper, (London, 1925)
১৪২। An Outline of Madhva Philosophy... K. Narain (Allahabad, 1962)

১৪৩। Contribution of Kasmir to Sanskrit literature ... K. S. Nagarajan (Bangalore, 1970)
১৪৪। Critique of the Brahmasūtra. pt. I... P. M. Modi, (Bhavnagar, 1943)
১৪৫। Cultural Heritage of India, Vol. IV ... (Calcutta, Revised Second Edn, 1956)
১৪৬। Early history of Vaiṣṇava faith and movement in Bengal ... S. K. De, (2nd Edn. Calcutta, 1961)
১৪৭। (History of) Indian Philosophy, Vol. I ... U. Misra, (Allahabad, 1957)
১৪৮। Indian Philosophy, Vol. II ... S. Radhakrisnan, (London, 1958)
১৪৯। La Doctrine De Madhva ... Suzanue Sianre, (Pondichary, 1968)
১৫০। Materials for the Study of the early history of the Vaiṣṇava Sect. ... Hemchandra Raichoudhuri, (Calcutta).
১৫১। Nimbārka School of Vedānta ... Umesh Misra, University of Allahabad Studies, (Allahabad, 1940)
১৫২। Philosophical foundation of Bengal Vaiṣṇavism ... Sudhindra Chandra Chakravarty, (Calcutta, 1969)
১৫৩। Religions of India ... A. Barth (London, 1882)
১৫৪। Studies in the philosophy of Madhusūdana Sarasvatī ... Samyukta Gupta, (Calcutta, 1966)

১৫৫। The Bhakti cult in ancient India (2nd edn.) ... Bhagavat Kumar Gosvami, (Varanasi, 1965)

১৫৬। The Caitanya Movement ... M. T. Kennedy, (Oxford, 1925)

১৫৭। The fundamentals of Vedānta Philosophy ... Svāmi Pratyagatmananda Saraswati, (Madras, 1961)

১৫৮। The Hindu Conception of the Deity as Culminating in Rāmānuja ... Bharatan Kumarappa, (London, 1934)

১৫৯। The history of Dvaita School of Vedānta and its Literature ... B. N. K. Sharma, (Bombay, 1960)

১৬০। The philosophy of Advaita ... T. M. P. Mahadevan, (Madras, 1957)

১৬১। The philoscphy of Bhedābheda ... P. N. Srinivasachari, (Adyar, 1950)

১৬২। The philosophy of Rāmānuja ... Krishna Datta Bhavadraja, (Delhi, 1958)

১৬৩। The philosophy of Vaiṣṇva religion ... Girindra Narayana Mallick, (Lahore, 1927)

১৬৪। The philosophy of Viśiṣṭādvaita ... P. N. Srinivasachari, (Adyar, 1946,)

১৬৫। The philosophy of Śrīmadbhāgavata, 1... Siddheswar Bhattacharya, (Viśva-Bharati, 1960)

১৬৬। Vaiṣṇavism, Śaivism and minor religious systems ... R. G. Bhandarkar, (Strassburg, 1913)

১৬৭। Vaiṣṇava Sect, Śaiva Sect and Mother worship ... Svāmi Sattvānanda, (Calcutta).

১৬৮। Vedānta-Pārijata-saurabha of Nimbārka and Vedānta-Kaustubha of Śrīnivāsa, I and II ... Roma Bose (Choudhuri), (Calcutta, 1940-41)

১৬৯। Caitanya, His life and doctrine ... A. K. Majumdar, (Bombay, 1969)

১৭০। The Bhakti cult and ancient Indian Geography ... Ed. D. C. Sircar (University of Calcutta, 1970).

Journals :

Indian Historical Quarterly, Vol VI. (1930-2)

Mrinal Dasgupta, 'Śraddhā and Bhakti in Vedic literature'

Vol XXXII No. 4. pp. 359-367 :

Suryakanta, 'The essence of Vaiṣṇavism'

Indo-Iranian Jonrnal :

M. Hara, 'Note on two Sanskrit religious terms, Bhakti and Śraddhā'.

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute :

Vol XXIII. 1942, pp. 621-622

K. C. Varadachari,

'Some Contributions of Ālvārs to the philosophy of Bhakti'.

The Journal of Oriental Research, Madras,

Vol. V-[illegible] (1931), pp. 27-33.

D. T. Tatacharya, 'Śānta the ninth Rasa',

গ্রন্থে ব্যবহৃত সঙ্কেতের পরিচয়।

চৈ. চ	চৈতন্যচরিতামৃত
তৈত্তিঃ উপ	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
নাঃ শাঃ	নাট্যশাস্ত্র
শৃঃ প্রঃ	শৃঙ্গার প্রকাশ
উঃ নীঃ মঃ	উজ্জ্বলনীলমণি
ভ. র. সি	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
ভাঃ	ভাগবত
বে পা সৌ	বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ
বে পা সৌ ভা	বেদান্ত পারিজাত সৌরভভাষ্য
G. O. S.	Gaikewar Oriental Series.
বে র ম.	বেদান্তরত্নমঞ্জুষা
গো ভাঃ	গোবিন্দভাষ্য

নিবেদন

কোন একটী মুদ্রিত গ্রন্থে এত অধিক পরিমাণে মুদ্রণপ্রমাদ অগৌরবের বিষয়। এ বিষয়ে গ্রন্থকার বিনীতভাবে নিজের দীনতা প্রকাশ করিতেছে।

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	তুল্যকক্ষ্যত্বেনা	তুল্যকক্ষত্বেনা
৫	রস ধাতু	রস্ ধাতু
৫	…স্বাদাত্মানন্দসমুদ্ভব	দাত্মানন্দসমুদ্ভব…
৬	…শয্যাংমলংকৃতিম্	শয্যামলংকৃতিম্
৬	Studies on	Studies in
৯	শ্রেয়ঃ	প্রেয়ঃ
৯	দীপ্তিরসবত্তাই	দীপ্তরসবত্তাই
১১	অভিনবগুপ্তের প্রতিধ্বনি করিয়া	অভিনবগুপ্তের ন্যায়
১২	কারেণাঙ্গাভিমার্জনম্	করেণাঙ্গাভিমার্জনম্
১৩	হত্তুরিতি	হেতুরিতি
১৩	পর্যাযাঃ	পর্যায়ঃ
১৩	নিযম নামসংকীর্ত্তন	নিয়ম, নামসংকীর্তন
১৪	…উদ্দীপনাত্মকাঃ	…উদ্দীপনাত্মকঃ
১৫	নিবৃওয়ে	নিবৃত্তয়ে
১৬	গত্যর্থে	গত্যর্থো
১৯	স্থিরত্বাদমীবাং	স্থিরত্বাদমীষাং
১৯	বিদ্যুদ্দোতপ্রায়ত্বাত্	বিদ্যুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাত্
২১	ভূধরঃ।	ভূধরঃ ॥
২১	সংযোগাত্রাস…	সংযোগাত্রস…
২৪	সংশয় ও প্রতীতি	সংশয় ও সাদৃশ্যপ্রতীতি
২৬	রতাকারেণৈব	রত্যাকারেণৈব
২৯	ব্যঙ্গব্যঞ্জক	ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক
২৯	আনন্দস্বরূপ চৈতন্য… স্থায়িভাবে	আনন্দময় চৈতন্যে… স্থায়িভাব
৩০	সাহাযে	সাহায্যে
৩৩	ভরৎপ্রোক্ত	ভরতপ্রোক্ত
৩৩	তাদাত্ত্বিকেন	তাদাত্মিকেন
৩৪	বতি, শোক, ইর্ষ ইত্যাদি	রতি, শোক, হাস ইত্যাদি
৩৬	কৃষ্ণাদীন	কৃষ্ণাদীন্
৩৮	বিভাবাদিসমুহালম্বনাত্মকতয়েব	বিভাবাদি-সমুহালম্বনাত্মকতয়ৈব
৩৮	নির্বিককল্পকং	নির্বিকল্পকং
৪৮	মল্লানামশনিনৃণাং	মল্লানামশনির্নৃণাং
৪৯	ভাগবথতর	ভাগবতের
৪৯	মল্লদেয়	মল্লদের
৪৯	মাথুর্যে	মাধুর্যে
৪৯	গোপানং	গোপানাং
৫০	মহাপাপিষ্টৈধাবেশাভাবাৎ	মহাপাপিষ্টেষ্বাবেশাভাবাৎ
৫২	আভমান	অভিমান
৫২	বদংস্তোকহং	বদস্তোকং
৫৩	স্মবরম্	স্মবসরম্
৫৪	কতেষু	কুতেষু
৫৪	রত্যাদীনেকো	রত্যাদীনামেকো
৫৪	রসসৈব	রসস্যৈব
৫৪	পৃঃ ৩৮১	পৃঃ ৩০১
৫৫	সত্বা	সত্ত্ব
৫৬	বীভৎহাস্ত	বীভৎস হাস্য
৫৬	বিষযাতিশাযান্	বিষয়াতিশয়ান্
৫৯	বেত্যাষ্টো	চেত্যষ্টো
৫৯	বিষয়িনী	বিষয়িণী
৬২	…নিয়াস্ত্রিতা	…নিয়ন্ত্রিতা
৬৩	খদ্যোতোভ্য	খদ্যোতেভ্য
৬৩	উদ্দীপনমন্তোগুণপরিমলঃ	উদ্দীপনমন্তোস্যগুণপরিমলঃ
৬৪	স্থায়ীবস বা	স্থায়ীরস ও
৬৪	শ্রেয়ো	প্রেয়ো
৬৯	বিকরা	ধিকারা
৭০	man's for love	man's love for
৭১	মন্দারম্পরন্দে	মন্দারমকরন্দ
৭১	প্রেমাগখত্তরসত্বতঃ	প্রেম্নোংখগুরসত্বতঃ
৭৬	উদ্বুদ্ধমাত্র ইহার	উদ্বুদ্ধমাত্র ও ইহার
৭৭	তথোর্জিতঃ	তথাশ্রিতঃ
৭৭	ভগবদ্বিষয়িনী	ভগবদ্বিষয়িণী
৭৮	কারণকার্য্যসহাযৈ মিলিত্বা	কারণকার্যসহায়ৈর্মিলিত্বা
৭৮	প্রীতিরূপবাদেব	প্রীতিরূপত্বাদেব
৭৮	স্থাবিত্বং	স্থায়িত্বং
৭৮	পুরুষাযোগ্যতা	পুরুষযোগ্যতা
৮০	ভক্তচিক্তের	ভক্তচিত্তের
৮০	ঈশ্বরবিষয়নী	ঈশ্বরবিষয়িণী
৮০	স্থানীয়পুরুখগুণভূতা	স্থানীয়পুরুষগুণভূতা
৮৬	তয়ানুভবমাত্রতঃ	তথানুভবমাত্রতঃ
৯১	বৈদিকসংহিতায় ইহার উল্লেখ নাই	বৈদিকসংহিতায় 'পরানুরক্তি' অর্থে ইহার উল্লেখ নাই
৯২	মনসঃ কল্পিতম্	মনসঃ কল্পিতত্বম্
৯৫	বৃত্তিঃ	বৃত্তীঃ
৯৫	প্রভাততবণ প্রভা	প্রভাততরুণপ্রভা
৯৫	কৃষ্ণভক্তিরসামৃত গ্রন্থে	ভক্তিমাহাত্ম্য গ্রন্থে

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৮	প্রীতিনম্বন্ধাদেবাগুন্থা	প্রীতিসম্বন্ধাদেবাস্থা
৯৯	পরমানন্দস্বরূপাদৌ	পরমানন্দস্বরূপাসৌ
৯৯	উদ্দ্বীপিত	উদ্দীপিত
১০২	পরে	পড়ে
১০৭	ভক্তিবসের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য	ভক্তিভাবের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
১০৮	ভমবৎ প্রীতৌ	ভগবৎপ্রীতৌ
১১০	প্রেয়	প্রেম
১১০	স্থায়ী আস্বাদাঙ্কুরের	আস্বাদাঙ্কুরের
১১১	প্রপাঞ্চাগোচরত্বরূপাম্...	প্রপঞ্চাগোচরত্বরূপম্...
১১৮	হলাদিনীশক্তিকে	হ্লাদিনীশক্তির
১২০	কেয়ূর	কেয়ূর
১২০	ঈশ্বর প্রেমরূপ	ঈশ্বর-প্রেমরূপ
১২০	অভিলাসী	অভিলাষী
১২২	তাদৃশঃ মাহাত্ম্যং	তাদৃশং মাহাত্ম্যং
১২২	তন্মাত্রাপেক্ষা-পরিকরস্বচ্ছেদ	তন্মাত্রাপেক্ষপরিকরস্বচ্ছেদ
১২৩	ভক্ত্যা মামনভিজানাতী	মামভিজানাতী
১২৪	উপলব্ধি	উপলব্ধ
১২৭	প্রাণাম্পদ	প্রণয়াম্পদ
১২৭	কারুণ্যলোভৈক	কারুণ্যলাভৈক
১২৮	বিস্ময় বিমোহিত করিয়া	বিস্ময় বিমোহিত করিয়া রাখে না
১৩০	বর্ণ ধারণ করিন	বর্ণ ধারণ করিল।
১৩০	গোস্বামি কতচা	গোস্বামীর কড়চা
১৩৭	সন্তজ্য	সন্তাজ্য
১৩৭	ক্রীয়তাং	ক্রিয়তাং
১৩৭	উদপদস্থ	উদপাস্থ
১৪২	হে বাল্যাদি	যে বাল্যাদি
১৪২	প্রকটলীলাযাস	প্রকটলীলায়াম
১৪৫	বৈধভক্ত্যুত্থ	বৈধীভক্ত্যুত্থ
১৪৬	সাধন ভক্তি-ভাবের	সাধন-ভক্তি ভাবের
১৪৬	কৃষ্ণরতি ভক্তের	কৃষ্ণরতিঃ ভক্তের
১৪৮	প্রেস উদিত্য	প্রেমা উদেতি
১৪৮	সন্তাপিত হয়	সন্তাপিত হন
১৪৯	প্রেমে ভগবানকে	প্রেম ভগবানকে
১৪৯	রূপগুণমাধুরীমহাদধি	রূপগুণমাধুরীমহোদধি
১৫১	বিষ্টারততা	বিষ্টারতা
১৫৭	ভক্তে বিনিধা	ভক্তে বিবিধা
১৬১	আধোবদনতা	অধোবদনতা
১৬১	হইল	হইলে
১৬২	তার	তাঁহার
১৬৮	তবস্তুদ্দীপনা	ভবস্ত্যাদ্দীপনা

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭০	পরাভূত করিবার পর	পরাবৃত্ত হইয়া
১৭০	অস্মিন	অস্মিন্
১৭৮	এবমুসংগ্রথিতমিব	একাত্মনংগ্রথিতমিব
১৭৯	তিন গুণ চিন ॥	হয় গুণ তিন ॥
১৮৪	চিদ্ধে	চিত্তে
১৮৯	সহজে	সহজ
১৯১	স্বজনাস্বার্থদীনাং	স্বতঃপর্য্যাপক্কাদীনাং
১৯৯	স্বকীরাত্বাবস্থা	স্বকীয়াত্বাবস্থা
২১৮	প্রকৃত নরনাবীব	প্রাকৃত নরনাবীর
২১৯	সত্যশ্রষ্টা	সত্যদ্রষ্টা
২২০	ব্রহ্মের এই চৈতন্যাত্মক	ব্রহ্মের চৈতন্যাত্মক
২২১	স্বনুষ্ঠিত	স্বানুষ্ঠিত
২২২	শকট শকটভঞ্জনেব	শকটভঞ্জনের
২২৬	স্বজন্নোঽসতাং	স্বজনোঽসতাং
২২৯	সর্ব এব	স এব
২৩২	দেবক্যাদিনিষ্ঠৈশ্বর্য্যজ্ঞান	দেবক্যাদিনিষ্ঠৈশ্বর্যজ্ঞান
২৩৪	ক্ষুৎপিপানাপ্রস্বেদ	ক্ষুৎপিপাসাপ্রস্বেদ
২৩৬	যশ্বাসিলামীবহভিঃ নুমঙ্গলৈঃ	সুমঙ্গলৈঃ
২৩৭	শুস্তন্তি	শুস্তন্তি
২৩৭	তত্ত্বস্থ	তং ত্বস্থ
২৩৮	ভুজদন্তগৃহীতকণ্ঠ	ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
২৩৯	দুহস্তো	দুহস্ত্যো
২৪২	জহারস্থামেকা	জহারাস্থামেকা
২৪৪	সুকপোলুমন্নসম্	সুকপোলমুন্নসম্
২৫৩	এই বৈষ্ণব কবিতায়	এই জন্য বৈষ্ণব কবিতায়
২৫৬	দন্তে যতবার যায় যাহা দেখে তাহা চার	দন্তে যতবার খায় যাহা দেখে তাহা চায়
২৫৬	সায়ের পরাণ	মায়ের পরাণ
২৬৩	প্রাকৃত মনের রতি	প্রাকৃত মনের বৃত্তি
২৬৪	স্নেহ অপেক্ষ	স্নেহ অপেক্ষা
২৭১	যেমন গোগিনী	যেমন যোগিনী
২৭৩	ছায়িকা প্রকরণে	নায়িকা প্রকরণে
২৭৯	ঈশ্বরের	ঈশ্বর
২৮০	কুবিদ্যাচ্ছন্ন	অবিদ্যাচ্ছন্ন
২৮২	কারণ আশ্রয় ও বিষয়	কারণ উহা আশ্রয় ও বিষয়
২৮৩	সর্বকর্যানুগুণ	সর্বকার্যানুগুণ
২৮৪	অস্তূত	অদ্ভুত
২৮৫	ভূস্বাঽস্তঃ	ভূত্বাঽস্তঃ
২৮৬	স্বাদ্বত্যানশ্মন্নন্তোঽভি-চাকশীতি	স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি
২৯০	পরাভক্তি...বিমোক পূর্বকঃ	পরাভক্তি...বিমোষ পূর্বকং
২৯০	শ্রীতাষ্য	শ্রীভাষ্য

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯০	স্নেহপূর্বমসুধ্যানং	স্নেহপূর্বমনুধ্যানং
২৯৩	ইন্দ্রিয়রায়ণ	ইন্দ্রিয়পরায়ণ
২৯৪	ঈশ্বর একমাত্র প্রাপ্য ও তিনিই অর্থাৎ	ঈশ্বর একমাত্র প্রাপ্য ও
২৯৫	আনুকূল্য সংকল্প	আনুকূল্যের সংকল্প
২৯৫	আনুকূল্য—শেষীরূপ… ইচ্ছা। সংকল্প জীবের সংকল্প….	আনুকূল্যের সংকল্প শেষীরূপ জীবের সংকল্প…
২৯৬	পরিপূর্ণ নবরতনিত্য-বিশদতসানান্ত…	পরিপূর্ণানবরতনিত্যবিশদ-তমাসামান্ত…
২৯৬	প্রারব্ধকর্মানুতবন গন্ধপর্য়	প্রারব্ধকর্মানুভবন্ গন্তত্রয়
৩০০	চেতনাচেতন পদার্থগত ভেদর	চেতনাচেতন পদার্থ গত ভেদের
৩০০	তত্ত্বদৈভন	তত্ত্বভেদৈর্ন
৩০০	রুপেণ	রূপেণ
৩০২	বিভুরিতি	বিভূরিতি
৩০২	পদার্থাদভিন্নোঽসীতর্থঃ	পদার্থাদভিন্নোঽসীত্যর্থঃ
৩০৩	অনুভববিশেষস্তেত্ প্রসাদ	অনুভববিশেষস্তত্ প্রসাদ
৩০৩	ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিদ্যাতঃ	ব্রহ্মপ্রাপ্তি বির্দ্যাতঃ
৩০৫	প্রপত্তেরের প্রাধান্যো-পায়তা	প্রপত্তেরেব প্রধানোপায়তা
৩০৫	ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপি দুর্লেভো	ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপি দুর্লভো
৩০৬	মাধ্বদর্শন।	মাধ্বদর্শন। ব্রহ্মের স্বরূপ
৩১১	অব্যক্তোঽপি স্বশচক্তোব	অব্যক্তোঽপি স্বশক্ত্যৈব
৩১২	অনিমিত্তা নিমিত্ত	অনিমিত্তা ভক্তি নিমিত্ত…

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১৬	লক্ষীধরে	লক্ষ্মীধরে
৩১৬	ভার্গবং কৃষ্ণং বুদ্ধং কল্কিমেবচ।	ভার্গবং কৃষ্ণং বুদ্ধং কল্কিমেব চ।
৩২১	নীল	লীলা
৩২১	কেবলোক্তা	কেবলতো
৩২৭	প্রারব্দ	প্রারব্ধ
৩২৮	আত্ময়াম	আত্মারাম্
৩৩৩	তটস্থশক্ত্যাত্মকা জীবঃ	তটস্থশক্ত্যাত্মকা জীবাঃ
৩৩৩	ভাগবতসন্দর্ভ	ভগবত্ সন্দর্ভ
৩৪৬	বাসুদেবাশ্রেয়ো	বাসুদেবাশ্রয়ো
৩৫০	বিষ্ণুপুরাণ	পদ্মপুরাণ
৩৫০	শীলায়াং	শিলায়াং
৩৫১	ত্বমেবাপায় ভূতো	ত্বমেবোপায়ভূতো
৩৫২	জোড়	জোর
৩৫২	আলবার	আলবার বা আলোয়ার
৩৫৮	হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না	হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়
৩৫৯	শভাব্দীতে	শতাব্দীতে
৩৬০	সঞ্চরিত	সঞ্জীবিত

অবতরণিকা

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	বৈষ্ণব ধর্মের	বৈষ্ণব ধর্মে
২	ঠিক ভক্তিধর্ম	ঠিক নীরস ভক্তিধর্ম
৪	belong	belongs
৬	Samaskrit	Sanskrit
৬	রমণীয়তাম	রমণীয়তাম্
৬	প্রথম দুইটি	প্রথম তিনটি
৬	পরের দুইটি মতে	পরের মতে
১২	দ্বারা	দ্বার